

বেদান্তদর্শনম্

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বাঙ্কম চাট্‌জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ.

মৈশাপ, ১ ১৭২

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বহ্মিষ চাটুজ্য স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২, সুপ্রিয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
অক্সিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৮১ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

প্রথম পাদ ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্যন্ত

১ম সূত্র ।

- ১। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিচারিত ও সমর্থিত বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়সমূহের নাম নির্দেশ— ১—২

(পঞ্চাশি-বিত্তা অবলম্বনে জীবের পরজন্ম চিন্তা)

- ২। পূর্বপক্ষ—বর্তমান দেহ-ভ্যাগের সময় ভাবো দেহ-নির্মাণের উপকরণ লইয়া যাওয়ার অনাবশ্যকতা সমর্থন— ২—৪

- ৩। সিদ্ধান্ত—দেহের উপাদানসহ গমন পক্ষসমর্থন— ৪—৭

২য় সূত্র ।

- ৪। দেহের ত্রিধাতুময়ত্বনিবন্ধন অপ্-শব্দে দেহোপাদান সমস্ত ভূতের সংগ্রহ সমর্থন— ৭—৯

৩য় সূত্র ।

- ৫। জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি সময়ে তৎসঙ্গে প্রাণের গতিপ্রদর্শক ক্রান্তি প্রদর্শন— ৯—১০

৪র্থ সূত্র ।

- ৬। প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণের অগ্নি প্রভৃতিতে লয়াশকার খণ্ডন— ১০—১১

৫ম সূত্র ।

- ৭। গুণশব্দ অপ্-শব্দবাচ্য ভূতবর্গের সহগমনে আশঙ্কা ৭ তাহার উত্তর— ১২—১৪

৬ষ্ঠ সূত্র ।

- ৮। আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন— ১৫—১৭

৬ম সূত্র ।

- ৯। কর্ম্মদিগের দেবভোগ্যতা শব্দা ও তাহার খণ্ডন ১৮—২১

৭ম সূত্র ।

(কর্ম্মদিগের স্বর্গভোগের পর আগমনকালীন অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা)

- ১০। পূর্বপক্ষে—নিরন্তররূপে কর্ম্মদিগের স্বর্গ ইহিতে প্রত্যবরোহণ সমর্থন ২১—২২

- ১১। সিদ্ধান্তে—কর্ম্মদিগের সাধারণরূপে (ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের নাম অস্থায়) প্রত্যবরোহণ সমর্থন— ২২—২৫

- ১২। ‘অস্থায়’ শব্দকে ‘নিরন্তর’-এর অনারম্ভ-কালক কর্ম্মের কলারম্ভা বিচাব— ২২—৩৩

৯ম সূত্র।

- ১৩। 'চরণ' ও 'অনুশয়' শব্দের অর্থভেদ সঙ্কেত 'চরণ' শব্দে অনুশয়ের গ্রহণ সমর্থন— ৩৩—৩৪

১০ম সূত্র।

- ১৪। 'চরণ' শব্দের অনুশয় অর্থ গ্রহণপক্ষে কারণ প্রদর্শন ৩৪—৩৬

১১শ সূত্র।

- ১৫। বামরি আচার্য্যের মতে 'চরণ' শব্দের স্বকৃত ও হৃকৃত অর্থ নির্দেশ ৩৬—৩৭

১২শ সূত্র।

- ১৬। যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে, তাহাদেরও চন্দ্রলোকে গমনশঙ্কা-প্রদর্শন— ৩৭—৩৮

১৩শ সূত্র।

- ১৭। যজ্ঞাদি কর্ম্মরহিত লোকদিগের যমযাতনা ভোগেব শেষে পুনরায় ইহ-লোকে আগমন সমর্থন ৩৮—৪০

১৪শ সূত্র।

- ১৮। যমালয়ে গমন সম্বন্ধে স্থিতিবচন-প্রদর্শন— ৪০

১৫শ-১৬শ সূত্র।

- ১৯। নরকের সপ্ত সংখ্যা নির্দেশ এবং সেখানে যমরাজের প্রভুত্ব কীর্ত্তন ৪০—৪১

১৭শ সূত্র।

- ২০। উপাসনা ও কর্ম্মলভ্য দেবযান ও পিতৃযান ব্যতীত তৃতীয় পথে গমনশীল-দিগের ক্ষুদ্র জীবতাব প্রাপ্তি কথন ৪১—৪৪

১৮শ সূত্র।

- ২১। উক্ত তৃতীয় স্থানে গমনে পঞ্চাহস্তির অনাবশ্যকতা কথন ৪৫—৪৬

১৯শ-২০শ সূত্র।

- ২২। উক্ত বিষয়ে স্থিতিপ্রমাণ ও লৌকিক হুঁত্বান্ত প্রদর্শন ৪৬—৪৭

২১শ সূত্র।

- ২৩। স্বৈদজ দেহের উত্তিজে অন্তর্ভাব কথন ৪৭—৪৭

২২শ সূত্র।

- ২৪। চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণ কালে কর্ম্মদিগের আকাশাদি-সাম্য প্রাপ্তি কথন— ৪৮—৫০

২৩শ সূত্র।

- ২৫। কর্ম্মদিগের চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ কালে কেবল ব্রীহাদিত্য ব্যতীত অন্ত্র অন্নকাল অবস্থিতি নিরূপণ ৫০—৫১

২৪শ সূত্র।

- ২৬। চক্ষ্রমণ্ডলাবরোহীদিগের বৃক্ষাদি দেহে অভিমানশূন্য ভাবে অবস্থিতি মাত্র
কথন— ৫১—৫৪

২৫শ সূত্র।

- ২৭। বজ্রাক হিংসায় পাপাভাব কথন— ৫৪—৫৭

২৬শ-২৭শ সূত্র।

- ২৮। কৰ্ম্মাদিগের ক্রীড়াহাদি ভাবের পর মহুষ্ঠাদি দেহে প্রবেশ, অনন্তর জরায়ু
সম্বন্ধবশতঃ শরীর লাভ কথন ৫৭—৫৮

দ্বিতীয় পাদ।

(জীবের অবস্থান্তরে সম্বন্ধে আলোচনা)

১ম ও ২য় সূত্র।

- ১। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্তী স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যপ্রপঞ্চের সৃষ্টি কথন এবং
জীবের সৃষ্টিকৰ্ত্ত্ব সমর্থন ৫৯—৬২

৩য় সূত্র।

- ২। স্বপ্নাবস্থার মারাময়ত্ব (মিথ্যাভূত) সমর্থন ৬৩—৬৭

৪র্থ সূত্র।

- ৩। স্বপ্ন দর্শনের ভাবী শুভাশুভ সূচকত্ব কথন ৬৭—৭০

৫ম সূত্র।

- ৪। জীবের দৈশ্বর্যভাব অবিজ্ঞা দ্বারা অভিভূত থাকে, তন্নিবন্ধন বন্ধ, আর
পরমেশ্বরের অভিধ্যানে মুক্তি কথন ৭১—৭২

৬ষ্ঠ সূত্র।

- ৫। জীবের দৈশ্বর্যভাবতিরোধানে দেহসম্বন্ধের কারণতা প্রতিপাদন ৭৩—৭৫

৭ম সূত্র।

- ৬। সুষুপ্তি অবস্থা এবং তাহার স্থান নির্দেশ ৭৫—৮৫

৮ম সূত্র।

- ৭। সুষুপ্তির অবসানে আত্মা হইতে প্রবোধ কথন ৮০—৮৬

৯ম সূত্র।

- ৮। সুষুপ্তি ক্ষয়ে সেই পূৰ্ব্ব জীবেরই পুনরুৎপাদন সমর্থন ৮৮—৯১

১০ম সূত্র।

- ৯। মুচ্ছাবস্থা বিচার— ৯১—৯৫

১১শ সূত্র।

- ১০। ব্রহ্মের সবিশেষ-নির্বিশেষ উভয়রূপদ্বাশক্য, এবং তন্নিরাসপূৰ্ব্বক
নির্বিশেষরূপত্ব স্থাপন— ৯৬—৯৭

১২শ-১৩শ-১৪শ সূত্র ।

- ১১ । ভেদদর্শনের নিষ্কাশপ্রদর্শনপূর্বক ব্রহ্মের নির্বিশেষরূপতা (নির্বিশেষভাবে) সমর্থন— ১১—১০১

১৫শ-১৮শ সূত্র ।

- ১২ । ব্রহ্মের নির্বিশেষভাবে পক্ষে আলোকের দৃষ্টান্ত ও চৈতন্যরূপত্ব প্রদর্শন এবং তদ্বিবরে ঋতি-স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা জলপ্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন— ১০২—১০৬

১৯শ-২১শ সূত্র ।

- ১৩ । জলস্থিতি দৃষ্টান্তে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন, এবং তদনুকূল ঋতি-প্রদর্শন— ১০৭—১১২

২২শ সূত্র ।

- ১৪ । ব্রহ্মের মূর্ত্যামূর্ত্য রূপদ্বয় কথন ও তাহার নিষেধ প্রতিপাদন ১২০—১৩০
২৩শ সূত্র ।

- ১৫ । প্রপঞ্চপ্রতিষিদ্ধ ব্রহ্মের অব্যক্ত ভাব সমর্থন ১৩০—১৩১
২৪শ সূত্র ।

- ১৬ । আরাধনাফলে অব্যক্ত ব্রহ্মের মানন প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা প্রদর্শন ১৩১—১৩২
২৫শ-২৬শ সূত্র ।

- ১৭ । বিবিধ উপাধিযোগে আলোকের ভেদ সম্পাদনের দ্বারা আত্মার ভেদ ও পরিচ্ছেদ দর্শন, অথচ জ্ঞানদশায় আত্মার অনন্তত্ব সমর্থন ১৩৩—১৩৪
২৭শ-২৮শ সূত্র ।

- ১৮ । অহিকুণ্ডল দৃষ্টান্তে এবং প্রকাশ ও তদাশ্রয় স্থিতি দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের উভয়-রূপত্ব সমর্থন ১৩৪—১৩৬
২৯শ-৩০শ সূত্র ।

- ১৯ । উপাধিযোগেও ব্রহ্মের অবিশেষভাবে স্থিতি সমর্থন ১৩৬—১৩৭
৩১শ সূত্র ।

- ২০ । সেতু প্রভৃতি শ্রেণী শব্দ দৃষ্টে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বাশঙ্কা ১৩৮—১৪০
৩২শ সূত্র ।

- ২১ । ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বাশঙ্কা খণ্ডন ১৪০—১৪৩
৩৩শ-৩৫শ সূত্র ।

- ২২ । বুদ্ধ্যারোহের অন্ত সেতু প্রভৃতি শব্দে ভেদব্যাপদেশ সমর্থন এবং প্রকাশাদি দৃষ্টান্ত ও তদনুকূল যুক্তিপ্রদর্শন ১৪৪—১৪৭
৩৬শ সূত্র ।

- ২৩ । ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু সত্তা প্রতিষেধ দ্বারা স্বপক্ষে অভেদবাদ সমর্থন ১৪৭—১৪৮

৩৭শ সূত্র।

- ২৪। উক্তপ্রকার ভেদপ্রতিষেধও আরামাদি শব্দ দ্বারা ত্রুটির ব্যাপকত্ব-
প্রতিপাদন— ১৪৮—১৪৯

৩৮শ-৩৯শ সূত্র।

(কর্মফল-বিচার—)

- ২৫। পরমেশ্বর হইতে কর্মফল প্রাপ্তি সমর্থন এবং ক্ষণভঙ্গুর কর্ম হইতে
ফলোৎপত্তির অসম্ভাবনাঃসমর্থন ১৪৯—১৫২

৪০শ সূত্র।

- ২৬। জৈমিনির মতে কর্মের ফলপ্রদানশক্তি সমর্থন ১৫২—১৫৫

৪১শ সূত্র।

- ২৭। বাদবায়ণের মতে পরমেশ্বরেরই ফলদাতৃত্ব সমর্থন ১৫৫—১৫৮

তৃতীয় পাদ।

(বিভিন্ন বেদশাখায় বিভিন্ন প্রকারে উক্ত উপাসনাসমূহের
ভেদাভেদ বিচার.)

১ম সূত্র।

- ১। উপদেশগত বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য না থাকিলে বিভিন্ন শাখোক্ত উপা-
সনার একত্ব ব্যবস্থাপন ১৫৯—১৬৭

২য় সূত্র।

- ২। উপাস্ত্রগত গুণভেদে উপাসনার ভেদাশঙ্কা ও তাহার সমাধান ১৬৭—১৭১

৩য়-৪র্থ সূত্র।

- ৩। আখরিক শিরোব্রত-রিধির অধ্যয়ন বিষয়ে ব্যবস্থাপন, এবং তদ্বিষয়ে
উদাহরণ প্রদর্শন— ২৭১—২৭৫

৫ম সূত্র।

- ৪। তুল্য প্রয়োজনে অভিহিত উপাসনাগুলির মধ্যে গুণোপসংহারের
আদেশ প্রদান— ২৭৫—২৭৭

৬ষ্ঠ সূত্র।

- ৫। ছানোগ্য ও বাজসনেয়-শাখায় উক্ত উদ্গীথ-উপাসনার ভেদাশঙ্কা ও
তাহার পরিহার কথন— ২৭৭—২৮০

৭ম-৮ম সূত্র।

- ৬। প্রকরণভেদ ও সংজ্ঞাভেদ অনুসারে উক্ত উপাসনায় ভেদাশঙ্কা নিরসন
২৮০—২৮৬

৯ম সূত্র।

- ৭। উল্লীখোপাসনায় অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ পক্ষ আলোচনা-
পূর্বক বিশেষণ পক্ষের গ্রহণ— ২৮৬—২৯২

১০ম সূত্র।

- ৮। ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ী শাখোক্ত প্রাণ-সংবাদে কথিত জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বাদি
গুণের অত্রত্বও সমান বিজ্ঞানস্থলে উপসংহার সমর্থন ১২২—১২৫

১১শ সূত্র।

- ৮। আনন্দ বিজ্ঞানধনত্ব প্রতিতি ধর্মগুলির সর্বত্রই ব্রহ্মবিশেষণরূপে চিন্তনীয়ত্ব
প্রতিপাদন— ১২৫—১২৬

১২শ, ১৩শ সূত্র।

- ৯। প্রিয়শিরত্বাদি ধর্মগুলি ব্রহ্মধর্মরূপে সর্বত্র চিন্তনীয় নহে, কিন্তু আনন্দাদি
স্বভাব সর্বত্রই চিন্তনীয়, এই জন্ত উভয়ের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন ১২৭—১২৯

১৪শ সূত্র।

- ১০। “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হর্থাঃ” ইত্যাদি বাক্যে পুরুষপ্রাধাত্য প্রতিপাদন
২০০—২০২

১৫শ সূত্র।

- ১১। শ্রৌত আত্ম-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উক্ত অর্থের সমর্থন ২০২—২০৩

১৬শ সূত্র।

- ১২। “আত্মা বা ইদমেক এব” ইত্যাদি বাক্যে ‘আত্ম’ শব্দে পরমাত্মার গ্রহণ
সমর্থন— ২০৪—২০৭

১৭শ সূত্র।

- ১৩। প্রাকরণিক অর্থ পরিত্যাগপূর্বক পরমাত্মা-অর্থ গ্রহণ পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন
২০৭—২১০

- ১৪। “কন্তম আত্মা”—এই বাক্যাবলম্বনে সূত্র যোজনা ২১০—২১৩

১৮শ সূত্র।

- ১৫। ভোজনের পূর্বে ও পরে আচমনীয় জলের দ্বারা প্রাণের অনগ্রতা সম্বন্ধে
চিন্তা সমর্থন— ২১৩—২১৯

১৯শ সূত্র।

- ১৬। বাজসনেয়ী শাখায় অগ্নিরহস্তে উক্ত শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা ও বৃহদারণ্যকোক্ত মনো-
ময়াদি গুণযোগে উপাসনা, উভয়ের একত্ব নির্ধারণ ২২০—২২৩

২০শ সূত্র।

- ১৭। উক্ত নিয়মামুসারে এক বিজ্ঞার সম্বন্ধস্থলে অত্রত্বোক্ত গুণের অত্রত্ব
উপসংহার কর্তব্যতাশঙ্কা ২২৩—২২৪

২১শ, ২২শ সূত্র।

- ১৮। এক বিজ্ঞার সম্বন্ধমাত্রনিবন্ধন, সর্বত্র গুণোপসংহার-ব্যবস্থা ধ্বংস এবং
তদ্বিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শন ২২৫—২২৭

୨୭ଶ ସୂତ୍ର ।

୧୯ । ଉକ୍ତ କାରଣେ 'ସନ୍ତୁତି' ଓ 'ହ୍ୟବ୍ୟାପ୍ତି' ଶୁଣେର ଅନୁପସଂହାର ସମର୍ଥନ

୨୨୧—୨୩୦

୨୮ଶ ସୂତ୍ର ।

୨୦ । ରହସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୋକ୍ତ ପୁରୁଷବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୋକ୍ତ ଶୁଣେର ଅନୁପସଂହାର କଥନ

୨୩୦—୨୩୮

୨୯ଶ ସୂତ୍ର ।

୨୧ । ଅର୍ଥଭେଦନିବନ୍ଧନ ବେଦାଦି ଶୁଣେର ଅନ୍ତର୍ଭ ଅନୁପସଂହାର କଥନ

୨୩୮—୨୩୯

୨୨ । ଶ୍ରୁତି ଲିଙ୍ଗାଦିର ମଧ୍ୟେ ହର୍ବଳତ୍ବ ଶ୍ରବଣଦ୍ୱାରା ବିଚାର

୨୩୯—୨୪୭

୨୬ଶ ସୂତ୍ର ।

୨୩ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରମସ୍ଥେ ପୁଣ୍ୟ ପାପେର ହାନିମାତ୍ର ଶ୍ରବଣସ୍ଥଳେ ତତ୍ତ୍ୱଭୟେର ଶ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ଓ ତଦ୍ୱିଷୟେ ଦୃଢ଼ାନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ

୨୪୭—୨୫୫

୨୭ଶ ସୂତ୍ର ।

୨୪ । ଜ୍ଞାନୀର ଦେହତ୍ୟାଗେର ପର ପୁଣ୍ୟ ପାପେର କୌଣ ଫଳ ନା ଥାକାର ଦେହତ୍ୟାଗେର ସମକାଳେଇ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ତ୍ୟାଗ କଥନ

୨୫୫—୨୫୯

୨୮ଶ ସୂତ୍ର ।

୨୫ । ସାଧକାବସ୍ଥାୟଇ ପୁଣ୍ୟ ପାପ-କ୍ଷୟହତୁର ସନ୍ତାପ କଥନ

୨୫୯—୨୬୨

୨୯ଶ ସୂତ୍ର ।

୨୬ । ଜ୍ଞାନୀର ପକ୍ଷେ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ତ୍ୟାଗେର ସମକାଳେ ଦେବ, ନିମନ୍ତ-ପ୍ରାପ୍ତିର ଉତ୍ତରଦା ସାର୍ଥକତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ—

୨୬୨—୨୬୦

୩୦ଶ ସୂତ୍ର ।

୨୭ । ଉତ୍ତରଦା ଗତିର ସାର୍ଥକତା ସମର୍ଥନ

୨୬୧—୨୬୨

୩୧ଶ ସୂତ୍ର ।

୨୮ । ସମସ୍ତ ସଂସାର ଶିଦ୍ଧାୟ ଦେବଦାନପଥେ ଅବିଶେଷେ ଗତି ସମର୍ଥନ

୨୬୨—୨୬୬

୩୨ଶ ସୂତ୍ର ।

୨୯ । ସଂସାର ଉପାସକେର ଅଧିକାରାତ୍ମକ ଦେହତ୍ୟାଗେର ପର ମୁକ୍ତି ଓ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁପସଂହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ

୨୬୯—୨୭୦

୩୦ । ଜ୍ଞାନେର କର୍ମଦାହକତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ

୨୭୦—୨୭୩

୩୩ଶ ସୂତ୍ର ।

୩୧ । ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରଦ୍ଧାପାଦକ ଶବ୍ଦେର ସର୍ବତ୍ର ଉପସଂହାର୍ଯ୍ୟତା କଥନ

୨୭୩—୨୭୬

୩୪ଶ ସୂତ୍ର ।

୩୨ । “ବା ଅପର୍ଣ୍ଣା” ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟୋକ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଏକତ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦର୍ଶନ

୨୭୬—୨୮୦

୩୫ଶ ସୂତ୍ର ।

୩୩ । ଆତ୍ମାର ସର୍ବାନ୍ତରତ୍ୱ କଥନ

୨୮୦—୨୮୨

৩৬শ সূত্র।

৩৪। উক্ত বিষয়ে আশঙ্কা ও তৎপরিহার কথন ২৮২—২৮৩

৩৫। বিস্তার একত্র পক্ষে আশঙ্কা ও তাহার পরিহার ২৮২—২৮৩

৩৭শ সূত্র।

৩৬। ধ্যানের উপযোগী বলিয়া জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর তাদান্যোপদেশ ২৮৪—২৮৬

৩৮শ সূত্র।

৩৭। “স যো হৈবম্” ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোক্ত সত্যবিস্তার অভিধান প্রতিপাদন ২৮৬—২৮৯

৩৮। উক্ত সূত্রার্থে মতভেদ প্রদর্শন ২৮৯—২৯০

৩৯শ সূত্র।

৩৯। একত্র উক্ত সত্যকামত্বাদি ধর্মের অন্তর্গত অতিদেশ নিরূপণ ২৯০—২৯৩

৪০শ, ৪১শ সূত্র।

৪০। বৈশ্বানরবিস্তার প্রাণহিত্তির আবশ্যকতা নিরূপণ, এবং উপস্থিত অন্ন হইতেই তন্নির্বাহ কথন ২৯৩—২৯৯

৪২শ সূত্র।

৪১। কস্মাক্ উদগীথাদি উপাসনার আবশ্যকতা নিবেদ ৩০৯—৩১৪

৪৩শ সূত্র।

৪২। “বদিস্থাগ্যোবাহং” ইত্যাদি বাক্যে বায়ু ও প্রাণের একত্র প্রতিপাদন ৩১৫—৩১০

৪৪শ সূত্র।

৪৩। বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণোক্ত ‘মনশ্চিৎ’ প্রভৃতি অগ্নির বিচারপত্র-প্রতিপাদন ৩১০—৩১২

৪৫শ, ৪৬শ সূত্র।

৪৪। পূর্বপক্ষ—ঐ সকল সাংকল্পিক অগ্নিরও ক্রিয়াক্রম সম্ভাবনা.. কথন ও তদ্বিষয়ে হেতু প্রদর্শন— ৩১২—৩১৫

৪৭শ, ৪৮শ সূত্র।

৪৫। সিদ্ধান্ত—মনশ্চিৎ প্রভৃতির বিচারপত্র নিরূপণ এবং প্রমাণ প্রদর্শন ৩১৫—৩১৬

৪৯শ, ৫০শ সূত্র।

৪৬। প্রকরণবাধাদি দোষের পরিহার কথন এবং হেতু প্রদর্শন ৩১৬—৩২৩

৫১শ সূত্র।

৪৭। মানস গ্রহদৃষ্টান্তের সন্ধান ৩২৩—৩২৫

৫২শ সূত্র।

৪৮। পরবর্তী বাক্যেও শুদ্ধ বিজ্ঞা-বিধি প্রদর্শন ৩২৪—৩২৬

৫৩শ সূত্র ।

৪৯। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব ও একত্ব স্থাপন এবং তদ্বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শন— ৩২৭—৩৩১

৫৪শ সূত্র ।

৫০। আত্মার দেহব্যতিরিক্ততা সমর্থন ৩৩১—৩৩৬

৫৫শ সূত্র ।

৫১। কৰ্ম্মাজ সম্পর্কিত উপাসনা সকলের সর্ব বৈদশাখ্য উপসংহর্তব্যতা প্রতিপাদন— ৩৩৬—৩৩৯

৫৬শ সূত্র ।

৫২। মন্ত্রাদির দৃষ্টান্তে আশঙ্কিত বিরোধের পরিহার ৩৩৯—৩৪০

৫৭শ সূত্র ।

৫৩। বৈশ্বানর উপাসনায় সাক্ষোপাসনার প্রাধান্য কীর্ত্তন ৩৪১—৩৪৫

৫৮শ সূত্র ।

৫৪। বেদের অভেদ স্থলেও শব্দাদিগত ভেদনিবন্ধন বিজ্ঞাভেদ ব্যবস্থাপন ৩৪৫—৩৪৯

৫৯শ সূত্র ।

৫৫। বিভিন্ন প্রতিবিহিত অহং-গ্রন্থোপাসনার বৈকল্লিকত্ব প্রতিপাদন ৩৪৯—৩৫২

৬০শ সূত্র ।

৫৬। কাম্য উপাসনায় ইচ্ছানুসারে এক হুই বা বহু উপাসনার অনুষ্ঠেয়তা প্রতিপাদন— ৩৫২—৩৫৩

৬১শ, ৬২শ সূত্র ।

৫৭। পূর্বপক্ষ—কৰ্ম্মাজ উপাসনার আশ্রয়ানুগতত্ব প্রতিপাদন এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন প্রদর্শন ৩৫৩—৩৫৪

৬৩শ, ৬৪শ সূত্র ।

৫৮। সমুচ্চয়ে উপাসনানুষ্ঠানে যুক্তি প্রদর্শন ৩৫৪—৩৫৬

৬৫শ সূত্র ।

৬২। সিদ্ধান্ত—পূর্বোক্ত সমুচ্চয়পক্ষের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন ৩৫৮—৩৫৯

চতুর্থ পাদ ।

(আত্ম-জ্ঞানে কৰ্ম্মানুগতভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থলাভ হয়, এতদ্বিষয়ে বিচার)

১ম সূত্র ।

১। বাদরায়ণের মতে—কৰ্ম্মসম্বন্ধরহিত স্বতন্ত্র আত্মজ্ঞান হইতে পুরুষার্থ-সিদ্ধি প্রতিপাদন ৩৬০—৩৬২

২য় সূত্র।

- ২। জৈমিনির মতে—কৰ্ম্মাক্ররূপ আত্মজ্ঞানের মুক্তি-সাধকতা প্রতিপাদন
৩৬২—৩৬৬

৩য়, ৪র্থ সূত্র।

- ৩। আত্মজ্ঞানের কৰ্ম্মাক্রভাবে ফল দান বিষয়ে শিষ্টাচার ও শ্রুতি প্রমাণ
প্রদর্শন— ৩৬৬—৩৬৭

৫ম, ৭ম সূত্র।

- ৪। বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষে 'সমস্বারস্ত' প্রভৃতি হেতু প্রদর্শন ৩৬৭—৩৬৯
৮ম সূত্র।

- ৫। বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষ খণ্ডন ৩৭০—৩৭২
৯ম, ১০ম সূত্র।

- ৬। সমুচ্চয় পক্ষে অভিহিত শিষ্টাচার ও শ্রোত নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন
৩৭৩—৩৭৪

১১শ সূত্র।

- ৭। প্রমাণকালে বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের সহিত জ্ঞানী ও কৰ্ম্মীর পৃথক্ ভাবে গমন-
প্রতিপাদন ৩৭৫—৩৭৬

১২শ, ১৩শ সূত্র।

- ৮। কৰ্ম্মাত্ম্যানে জ্ঞানাপেক্ষার অভাব এবং জ্ঞানীর পক্ষেও কৰ্ম্মাত্ম্যান-নিয়ম
প্রতিপাদন— ৩৭৬—৩৭৭

১৪শ সূত্র।

- ৯। জ্ঞানীর সম্বন্ধে কৰ্ম্মাত্ম্যানের উপদেশ কেবল বিজ্ঞার প্রশংসার্থপর,
ইহা সমর্থন— ৩৭৭—৩৭৮

১৫শ, ১৬শ সূত্র।

- ১০। জ্ঞানীর কৰ্ম্মাত্ম্যানে স্বেচ্ছাভিত্তিকতা এবং জ্ঞানের কৰ্ম্মাভিভাবকতা প্রতি-
পাদন— ৩৭৮—৩৭৯

১৭শ সূত্র।

- ১১। উর্দ্ধরেতাধিগের কৰ্ম্মভ্যাগবিধি প্রদর্শন ৩৭৯—৩৮১

১৮শ সূত্র।

- ১২। জৈমিনির মতে উর্দ্ধরেতা বা সন্ন্যাসাশ্রমের অবৈধতা সমর্থন ৩৮১—৩৮৪

১৯শ সূত্র।

- ১৩। বাদরায়ণ আচার্যের মতে সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা সংস্থাপন ৩৮৪—৩৮৭

২০শ সূত্র।

- ১৪। শ্রোত ধারণের দৃষ্টান্তে সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা সমর্থন ৩৮৭—৩৯৫

২১শ সূত্র।

- ১৫। উল্লীখ-প্রকরণে পঠিত—“স এষ বসনাং রসতমঃ” ইত্যাদি বাক্যের
স্তুতিরূপতা খণ্ডন— ৩৯৫—৩৯৭

২২শ সূত্র।

১৬। ভাবনাবোধক শব্দ দ্বারা উক্ত বাক্যের বিধিক্রপতা সমর্থন ৩২৭—৩২৮

২৩শ, ২৪শ সূত্র।

১৭। বাস্তবত্ব-মৈত্রেয়ী সংবাদ প্রভৃতি শ্রোত আখ্যায়িকাসমূহের পারিপ্লবত্ব
পক্ষ নিষেধ, এবং উক্ত পক্ষে 'একবাক্যতা' হেতু প্রদর্শন ৩২৯—৪০২

২৫শ সূত্র।

১৮। কর্ম্মানপেক্ষিত বিচায় যজ্ঞাঙ্গ অগ্নি প্রভৃতির অনাবশ্যকতা প্রদর্শন ৪০২

২৬শ সূত্র।

১৯। বিত্তা সমুৎপাদনার্থ যথাসম্ভব যজ্ঞাদি কর্ম্মের আবশ্যকতা প্রদর্শন

৪০৩—৪০৬

২৭শ সূত্র।

২০। বিত্তা সমুৎপাদনে শম দমাদি সাধনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন ৪০৬—৪০৯

২৮শ সূত্র।

২১। প্রাক্তন বিত্তাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রাণাত্যয় সম্ভাবনায় সর্বান্নভক্ষণের
অনুজ্ঞা সমর্থন—

৪০৯—৪১৪

২৯শ, ৩০শ সূত্র।

২২। উক্ত সিদ্ধান্তপক্ষে শাস্ত্রান্তরের, অবিরোধ ও স্থিতিপ্রমাণ প্রদর্শন

৪১৪—৪১৫

৩১শ সূত্র।

২৩। যথেষ্ট ভক্ষণে শাস্ত্রীয় নিষেধ প্রদর্শন

৪১৫—৪১৬

৩২শ সূত্র।

২৪। অমুখ্য ব্যক্তির পক্ষেও, আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা সমর্থন

৪১৬—৩১৭

৩৩শ সূত্র।

২৫। আশ্রমবিহিত কর্ম্মের বিত্তালাভে সহকারিতা প্রতিপাদন ৪১৭—৪১৯

৩৪শ সূত্র।

২৬। উভয় পক্ষেই অগ্নিহোতাদি কর্ম্মের স্বরূপগত ভেদ-নিষেধ জ্ঞাপন

৪২৯—৪২২

৩৫শ সূত্র।

২৭। সহকারিত্ব পক্ষ সমর্থন—

০—৪২২

৩৬শ, ৩৭শ সূত্র।

২৮। অন্তরালবর্তী অঙ্গপক্ষ প্রভৃতিরও বিত্তালাভে অধিকার প্রতিপাদন ও
স্বতিবাক্য দ্বারা তাহার সমর্থন

৪২৩—৪২৪

৩৮শ সূত্র।

২৯। সেই সকল অন্তরালবর্তীর সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ অনুগ্রহ দর্শন ৪২৫—৪২৬

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

৩৯শ সূত্র ।

- ৩০ । অন্তরালবর্তী বিধুর অপেক্ষা আশ্রমবর্তীদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন ৪২৬—৪২৭

৪০শ সূত্র ।

- ৩১ । নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির পুনরায় পূর্বাশ্রমে প্রত্যা-
বর্তনে নিষেধ জ্ঞাপন ৪২৮—৪২৯

৪১শ সূত্র ।

- ৩২ । তাহাব পক্ষে জৈমিনীয় অধিকার-লক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অভাব সমর্থন ৪২৯—৪৩০

৪২শ সূত্র ।

- ৩৩ । মতভেদে ঐ পাতকেব উপপাতকত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত সম্ভাবপ্রদর্শন ৪৩১—৪৩৩

৪৩শ সূত্র ।

- ৩৪ । উদ্ধবেতা বা সন্ন্যাসীর স্বাশ্রমচ্যুতি মহাপাতকই হউক, আর উপপাতকই
হউক শিষ্টচার ও স্মৃতিশাসন অনুসারে তাহার সর্বথা বহিষ্কার কদব্যত্যার
উপদেশ— ৪৩৩—৪৩৪

৪৪শ সূত্র ।

- ৩৫ । যজ্ঞাস উপাসনার ফল আত্রেয় আচার্য্যের মতে যজমানগামী, ইহা প্রতি-
পাদন— ৪৩৫—৪৩৫

৪৫শ, ৪৬শ সূত্র ।

- ৩৬ । ঐন্দ্রপৌরীর মতে কর্ম্মফলেব ঋদ্ধিক-লভ্যতা কখন ও ক্রতি প্রমাণ প্রদর্শন ৪৩৫—৪৩৭

৪৭শ সূত্র ।

- ৩৭ । বিজ্ঞানাভের সহকারীরূপে মোন বা তুষ্ণীস্ত্রাবের পাক্ষিক বিধি সমর্থন ৪৩৭—৪৪২

৪৮শ সূত্র ।

- ৩৮ । প্রাধান্তনিবন্ধন গার্হস্থ্যের উল্লেখ সমর্থন ৪৪২

৪৯শ সূত্র ।

- ৩৯ । মোন ও গার্হস্থ্যের ত্রায় বাণপ্রস্থ্য ৫ ব্রহ্মচর্য্যের সমর্থন ৪৪২—৪৪৩

৫০শ সূত্র ।

- ৪০ । বাল্যশব্দে নিজ মহিমা অকীর্ত্তনরূপ বাল্যধর্ম্ম নির্দেশ ৪৪৩—৪৪৫

৫১শ সূত্র ।

- ৪১ । প্রতিবন্ধকভাবে বিদ্যাকালের ঐহিকত্ব সম্ভাবনা প্রদর্শন ৪৪৬—৪৪৯

৫২শ সূত্র ।

- ৪২ । ব্রহ্মবিদ্যায় ফলীভূত মুক্তিতে উৎকর্ষপকর্ষকৃত তারতম্যের অভাব
প্রতিপাদন— ৪৫০—৪৫৩

—:—

সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

৫৩শ সূত্র।

৪৯। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব ও একত্ব স্থাপন এবং তদ্বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শন— ৩২৭—৩৩১

৫৪শ সূত্র।

৫০। আত্মার দেহব্যতিরিক্ততা সমর্থন ৩৩১—৩৩৬

৫৫শ সূত্র।

৫১। কৰ্ম্মাজ সম্প্রকিত উপাসনা সকলের সৰ্ব্ব বেদশাখায় উপসংহর্তব্যতা প্রতিপাদন— ৩৩৬—৩৩৯

৫৬শ সূত্র।

৫২। মন্ত্রাদির দৃষ্টান্তে আশঙ্কিত বিরোধের পরিহার ৩৩৯—৩৪০

৫৭শ সূত্র।

৫৩। বৈশ্বানর উপাসনায় সাক্ষোপাসনার প্রাধান্ত কীর্ত্তন ৩৪১—৩৪৫

৫৮শ সূত্র।

৫৪। বেদের অভেদ স্থলেও শব্দাদিগত ভেদনিবন্ধন বিজ্ঞাভেদ ব্যবস্থাপন ৩৪৫—৩৪৯

৫৯শ সূত্র।

৫৫। বিভিন্ন ঋতিবিহিত অহং-গ্রন্থোপাসনার বৈকল্যিকত্ব প্রতিপাদন ৩৪৯—৩৫২

৬০শ সূত্র।

৫৬। কাম্য উপাসনায় ইচ্ছানুসারে এক ছই বা বহু উপাসনার অনুষ্ঠেয়তা প্রতিপাদন— ৩৫২—৩৫৩

৬১শ, ৬২শ সূত্র।

৫৭। পূৰ্ব্বপক্ষ—কৰ্ম্মাজ উপাসনার আশ্রয়ানুগতত্ব প্রতিপাদন এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন প্রদর্শন ৩৫৩—৩৫৪

৬৩শ, ৬৪শ সূত্র।

৫৮। সমুচ্চয়ে উপাসনানুষ্ঠানে যুক্তি প্রদর্শন ৩৫৪—৩৫৬

৬৫শ সূত্র।

৬৯। সিদ্ধান্ত—পূৰ্ব্বোক্ত সমুচ্চয়পক্ষের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন ৩৫৮—৩৫৯

চতুর্থ পাদ।

(আত্ম-জ্ঞানে কৰ্ম্মানুগতভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থলাভ হয়, এতদ্বিষয়ে বিচার)

১ম সূত্র।

১। বাদরায়ণের মতে—কৰ্ম্মসম্বন্ধরহিত স্বতন্ত্র আত্মজ্ঞান হইতে পুরুষার্থ-সিদ্ধি প্রতিপাদন ৩৬০—৩৬২

২য় সূত্র।

২। জৈমিনির মতে—কৰ্ম্মাকরূপ আত্মজ্ঞানের মুক্তি-সাধকতা প্রতিপাদন

৩৬২—৩৬৬

৩য়, ৪র্থ সূত্র।

৩। আত্মজ্ঞানের কৰ্ম্মাকভাবে ফল দান বিষয়ে শিষ্টাচার ও শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন—

৩৬৬—৩৬৭

৫ম, ৭ম সূত্র।

৪। বিত্তা ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষে 'সমস্বারস্ত' প্রভৃতি হেতু প্রদর্শন

৩৬৭—৩৬৯

৮ম সূত্র।

৫। বিত্তা ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষ খণ্ডন

৩৭০—৩৭২

৯ম, ১০ম সূত্র।

৬। সমুচ্চয় পক্ষে অভিহিত শিষ্টাচার ও শ্রৌত নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন

৩৭৩—৩৭৪

১১শ সূত্র।

৭। প্রয়াগকালে বিত্তা ও কৰ্ম্মের সহিত জ্ঞানী ও কৰ্ম্মীর পৃথক্ ভাবে গমন-প্রতিপাদন

৩৭৫—৩৭৬

১২শ, ১৩শ সূত্র।

৮। কৰ্ম্মাহুষ্ঠানে জ্ঞানাপেক্ষার অভাব এবং জ্ঞানীর পক্ষেও কৰ্ম্মাহুষ্ঠান-নিয়ম প্রতিপাদন—

৩৭৬—৩৭৭

১৪শ সূত্র।

৯। জ্ঞানীর সম্বন্ধে কৰ্ম্মাহুষ্ঠানের উপদেশ কেবল বিত্তার প্রশংসার্থপর, ইহা সমর্থন—

৩৭৭—৩৭৮

১৫শ, ১৬শ সূত্র।

১০। জ্ঞানীর কৰ্ম্মাহুষ্ঠানে স্বেচ্ছাচরিত্বতা এবং জ্ঞানের কৰ্ম্মাভিভাবকতা প্রতিপাদন—

৩৭৮—৩৭৯

১৭শ সূত্র।

১১। উর্দ্ধরেতাঙ্গিণের কল্পত্যাগবিধি প্রদর্শন

৩৭৯—৩৮১

১৮শ সূত্র।

১২। জৈমিনির মতে উর্দ্ধরেতা বা সন্ন্যাসাশ্রমের অবৈধতা সমর্থন

৩৮১—৩৮৪

১৯শ সূত্র।

১৩। বাদরায়ণ আচার্য্যের মতে সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা সংস্থাপন

৩৮৪—৩৮৭

২০শ সূত্র।

১৪। শ্রৌত ধারণের দৃষ্টান্তে সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা সমর্থন

৩৮৭—৩৯৫

২১শ সূত্র।

১৫। উদগীথ-প্রকরণে পঠিত—“স এষ বসানান্ রসতমঃ” ইত্যাদি বাক্যের

স্ততিরূপতা খণ্ডন—

৩৯৫—৩৯৭

২২শ সূত্র।

১৬। ভাবনাবোধক শব্দ দ্বারা উক্ত বাক্যের বিধিরূপতা সমর্থন ৩২৭—৩২৮

২৩শ, ২৪শ সূত্র।

১৭। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ প্রভৃতি শ্রোত আখ্যায়িকাসমূহের পারিপ্রবহ
পক্ষ নিষেধ, এবং উক্ত পক্ষে 'একবাক্যতা' হেতু প্রদর্শন ৩২৯—৪০২

২৫শ সূত্র।

১৮। কৰ্ম্মানপেক্ষিত বিতায় যজ্ঞাঙ্গ অগ্নি প্রভৃতির অনাবশ্যকতা প্রদর্শন ৪০২

২৬শ সূত্র।

১৯। বিত্যা সমুৎপাদনার্থ যথাসম্ভব যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের আবশ্যকতা প্রদর্শন

৪০৩—৪০৬

২৭শ সূত্র।

২০। 'বিত্যা সমুৎপাদনে শম দমাদি সাধনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন ৪০৬—৪০৯

২৮শ সূত্র।

২১। প্রাক্তন বিতাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রাণাত্যয় সম্ভাবনায় সর্বাঙ্গভক্ষণের
অগুজ্ঞা সমর্থন— ৪০৯—৪১৪

২৯শ, ৩০শ সূত্র।

২২। উক্ত সিদ্ধান্তপক্ষে শাস্ত্রান্তরের ঐক্যবিরোধ ও স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন

৪১৪—৪১৫

৩১শ সূত্র।

২৩। যথেষ্ট ভক্ষণে শাস্ত্রীয় নিষেধ প্রদর্শন ৪১৫—৪১৬

৩২শ সূত্র।

২৪। ঐমুগ্ধ ব্যক্তির পক্ষেও আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মাহুতানের আবশ্যকতা সমর্থন

৪১৬—৩১৭

৩৩শ সূত্র।

২৫। আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মের বিত্যালাভে সহকাৰিতা প্রতিপাদন ৪১৭—৪১৯

৩৪শ সূত্র।

২৬। উভয় পক্ষেই অগ্নিহোতাদি কৰ্ম্মের স্বরূপগত ভেদ-নিষেধ জ্ঞাপন

৪২৯—৪২২

৩৫শ সূত্র।

২৭। সহকারিত্ব পক্ষ সমর্থন—

০—৪২২

৩৬শ, ৩৭শ সূত্র।

২৮। অন্তরালবর্তী অক্ষপক্ষ প্রভৃতিরও বিত্যালাভে অধিকার প্রতিপাদন ও
স্মৃতিবাক্য দ্বারা তাহার সমর্থন ৪২৩—৪২৪

৩৮শ সূত্র।

২৯। সেই সকল অন্তরালবর্তী সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ অঙ্গগ্রহ দর্শন ৪২৫—৪২৬

৩৯শ সূত্র।

- ৩০। অন্তরালবর্তী বিধুব অপেক্ষা আশ্রমবর্তীদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন ৪২৬—৪২৭

৪০শ সূত্র।

- ৩১। নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাসাশ্রমে এবিষ্ট ব্যক্তির পুনরায় পূর্বাশ্রমে প্রত্যাবর্তনে নিষেধ জ্ঞাপন ৪২৮—৪২৯

৪১শ সূত্র।

- ৩২। তাহাব পক্ষে জৈমিনীয় অধিকাব-লক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অভাব সমর্থন ৪২৯—৪৩০

৪২শ সূত্র।

- ৩৩। মতভেদে ঐ পাতকেব উপপাতকত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত সম্ভাবপ্রদর্শন ৪৩১—৪৩৩

৪৩শ সূত্র।

- ৩৪। উক্তবেতা বা সন্ন্যাসীর স্বাশ্রমচ্যুতি মহাপাতকই হউক, আর উপপাতকই হউক শিষ্টাচার ও স্মৃতিশাসন অনুসারে তাহার সর্বথা বহিকার কর্তব্যতার উপদেশ— ৪৩৩—৪৩৪

৪৪শ সূত্র।

- ৩৫। যজ্ঞান উপাসনার ফল আত্রেয় আচার্য্যের মতে যজ্ঞমানগামী, ইহা প্রতিপাদন— ৪৩৫—৪৩৫

৪৫শ, ৪৬শ সূত্র।

- ৩৬। ঐচ্ছাপোমীর মতে কৰ্ম্মফলের ঋত্বিক-লভ্যতা কখন ও শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন ৪৩৫—৪৩৭

৪৭শ সূত্র।

- ৩৭। বিখালাভের সহকারীরূপে মোন বা তুষ্টীভাবের পান্থিক বিধি সমর্থন ৪৩৭—৪৪২

৪৮শ সূত্র।

- ৩৮। প্রাধান্তনিবন্ধন গার্হস্থ্যের উল্লেখ সমর্থন ৪৪২

৪৯শ সূত্র।

- ৩৯। মোন ও গার্হস্থ্যের স্থায় বাণপ্রস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের সমর্থন ৪৪২—৪৪৩

৫০শ সূত্র।

- ৪০। বাল্যশব্দে নিজ মহিমা অকীৰ্ত্তনরূপ বাল্যধৰ্ম্ম নির্দেশ ৪৪৩—৪৪৫

৫১শ সূত্র।

- ৪১। প্রতিবন্ধকাভাবে বিত্যাফলের ঐহিকত্ব সম্ভাবনা প্রদর্শন ৪৪৬—৪৪৯

৫২শ সূত্র।

- ৪২। ব্রহ্মবিদ্যায় ফলীভূত মুক্তিতে উৎকর্ষাপকর্ষকৃত তারতম্যের অভাব প্রতিপাদন— ৪৫০—৪৫৩

—ঃঃ—

সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

বেদান্তদর্শনম্ ।

তৃতীয়েঃধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ

• প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥ ৩।১।১ ॥ *

দ্বিতীয়েঃধ্যায়ে স্মৃতিশ্রায়বিরোধো বেদান্তবিহিতে ব্রহ্মদর্শনে
পরিহৃতঃ, পরপক্ষাণাং চানপেক্ষত্বং প্রপঞ্চিতং, শ্রুতিবিপ্রতিষেধশ্চ
পরিহৃতঃ । তত্র চ জীবব্যাতিরিক্তানি তদ্বানি জীবোপকরণানি
ব্রহ্মণো জায়ন্তইত্যুক্তম্ । অথেদানীমুপকরণোপহিতম্

দ্বিতীয়েঃধ্যায়স্যোহেতুং হেতুমন্তাবলক্ষণং সম্বন্ধং দর্শয়ন্ সুখাবোধার্থমর্থ-
সংক্ষেপমাহ “দ্বিতীয়েঃধ্যায়ে” ইতি । স্মৃতি-শ্রায়-শ্রুতিবিবোধপরিহারেণ হি
অনধ্যবসায়লক্ষণমপ্রামাণ্যং পরিহৃতং, তথাচ প্রামাণ্যে নিশ্চলীকৃতে তাস্তীয়ো
বিচারো ভবতি, অতঃ তু নির্বীজতয়া ন সিধ্যোদিতি অবাস্তবসঙ্গতিং দর্শয়িতুং

ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে—স্মৃতি ও শ্রায়সম্বন্ধ (সাংখ্য ও তর্কশাস্ত্রীয়)
সিদ্ধান্তানুসারে বেদান্ত-প্রতিপাদিত অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধান্তের উপর যে সমস্ত দোষ
বা বিরোধ আশঙ্কিত হইয়া থাকে, সে সকলের পরিহার বা সমাধান করা হইয়াছে,
অধিকন্তু পরকীয় সিদ্ধান্ত (সাংখ্যাদি-সিদ্ধান্ত) যে, আদরণীয় নহে, তাহাও বিদূষিত-
ভাবে দেখান হইয়াছে, এবং প্রতিপক্ষের উদ্ভাবিত শ্রুতিবিরোধেরও সমাধান
করা হইয়াছে ।

* তদন্তরপ্রতিপত্তৌ—দেহাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তিসময়ে [জীবঃ] সম্পরিষক্তঃ—ভূতহৃৎপ্রবেশিতঃ
সন্ রংহতি গচ্ছতি । কৃতঃ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং শ্রুত্যানুপ্রমাণ তদ্বিরূপণাৎ চ অবগম্যতে
ইতি শেষঃ ।

জীব দেহান্তরপ্রাপ্তির নিগিত গমন সময়ে ভূতহৃৎ প্রবেশিত হইয়াই গমন করে, কেননা,
শ্রুত্যানুপ্রমাণ ও তদ্বিরূপণাৎ হইতে এইরূপই জানা যায় ।

জীবন্ত সংসারগতিপ্রকারঃ, তদবস্থান্তরাণি, ব্রহ্মসত্যং, বিদ্যা-
বিদ্যাভেদো, গুণোপসংহারানুপসংহারো, সম্যগ্‌দর্শনাৎ পুরুষার্থ-
সিদ্ধিঃ, সম্যগ্‌দর্শনোপায়বিধিপ্রভেদঃ, মুক্তিফলানিয়মশ্চ—ইত্যেত-
দর্থজাতং তৃতীয়েহধ্যায়ে চিন্তয়িষ্যতে, প্রসঙ্গাগতং চ কিমপ্যন্যং ।
তত্র প্রথমে তাবৎ পাদে পঞ্চাশ্চিবিদ্যামাশ্রিত্য সংসারগতি-
প্রভেদঃ প্রদর্শ্যতে—বৈরাগ্যাহেতোঃ, “তস্মাজ্জুগুপ্সেত” ইতি
চাস্তে শ্রবণাৎ ।

জীবো মুখ্যপ্রাণসচিবঃ সেন্দ্রিয়ঃ সমনস্কোহবিদ্যা-কর্ম্ম-পূর্ব্ব-
প্রজ্ঞাপরিগ্রহঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং প্রতিপদ্যত ইত্যে-
তদবগতম্ “অথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি” ইত্যেবমাদেঃ—
“অন্যন্তবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে” ইত্যেবমন্তাং সংসার-
প্রকরণস্থাৎ শব্দাৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মফলোপভোগসম্ভবাচ্চ । সূ কিং

“তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তদ্বানি জীবোপকরণানি চ” ইত্যুক্তম্ । অধ্যায়ার্থ-
সংক্ষেপমুক্ত্য পাদার্থসংক্ষেপমাহ “তত্র প্রথমে তাবৎ পাদে” ইতি । তস্ত প্রয়োজন-
মাহ “বৈরাগ্য” ইতি ।

পূর্বাণুপপরিণোদনায় ভূমিকামারচয়তি “জীবো মুখ্যপ্রাণসচিবঃ” ইতি ।
“করণোপাদানবদ্ভূতোপাদানস্তাশ্রিতত্বাৎ” ইতি । অত্র চ করণোপাদানশ্রুতৌব

সেখানে বলা হইয়াছে যে, জীবাতিরিক্ত যে সকল তত্ত্ব (পদার্থ) জীবের ভোগ
সম্পাদনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই যে,
সে সকল পদার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
অতঃপব ভোগোপকরণ-সমন্বিত জীবের সংসারগতির প্রণালী ও তাহার বিভিন্ন
প্রকার অবস্থাভেদ, ব্রহ্মতত্ত্ব, বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ, উপাসনাবিশেষে উপাস্তগত
গুণবিশেষের উপসংহার ও অনুপসংহাবের নিয়ম, সম্যগ্‌দর্শনে, পরমপুরুষার্থ
(মুক্তি) লাভ, সম্যগ্‌দর্শনের উপায়বিশেষে বিধিপ্রভেদ ও মুক্তি-ফলের
অনিয়ম, এই সকল বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিষয়ও এখন তৃতীয় অধ্যায়ে
আলোচিত হইবে । তন্মধ্যে প্রথম পাদে জীবের বৈরাগ্য-সমুৎপাদনার্থ শ্রুতি-
বিহিত ‘পঞ্চাশ্চিবিদ্যা’ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবের সংসারগতির প্রকারভেদ প্রদর্শন
করা যাইতেছে । ঐ প্রকরণেরই শেষভাগে “তস্মাজ্জুগুপ্সেত” এই শ্রুতিতে
বৈরাগ্যের কথাই শ্রুত আছে । অতএব সংসার-গতি প্রদর্শন করা সঙ্গতই
হইয়াছে ।

এই পর্য্যন্ত বাক্যসন্দর্ভের ও ধর্ম্মাধর্ম্মফলের ভোগসম্ভাবনাসংস্থাপক যুক্তির দ্বারা
জানা যাইতেছে যে, প্রাণসহায় জীব পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করতঃ সেন্দ্রিয়,
সমনস্ক ও অবিদ্যা, কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ও জন্মান্তরীয় সংস্কারের সহিত অপর

দেহবীজৈভূতসূক্ষ্মরসম্পরিষক্তো। গচ্ছতি? আহোস্থিং
সম্পরিষক্ত ইতি চিস্ত্যতে। কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্? অসম্পরিষক্ত
ইতি। কুতঃ? করণোপাদানবদ্ ভূতোপাদানশ্রুতত্বাৎ।

“স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভাদদানঃ” ইত্যত্র তেজোমাত্রাশব্দেন
করণানামুপাদানং সঙ্কীৰ্তয়তি, বাক্যশেষে চক্ষুরাদিসঙ্কীৰ্তনাৎ।
নৈবং ভূতমাত্রোপাদানসঙ্কীৰ্তনমস্তু, স্থলভাশ্চ সৰ্বত্র ভূতমাত্রাঃ,
যত্রৈব দেহ আরম্ভব্যস্তত্রৈব সন্তি। ততশ্চ তাসাং নয়নং

ভৌতিকত্বাৎ করণানাং ভূতোপাদানত্ব-সিদ্ধিরিত্যয়োপাদানান্তিরিক্ত-ভূতবিবক্ষা-
ধিকরণান্তঃ। যদি ভূতাত্মাদায়াগমিষ্যৎ, তদা তদপি করণোপাদানবদেবা-
শ্রোবাৎ, ন চ ক্ষরতে। তস্মান ভূতপরিষক্তো রংহতি, অপি তু করণমাত্রপরিষক্তঃ।
ন হ্যাগমৈকগমেহেৰ্থে তদভাবঃ প্রমেয়ভাবং ন পরিচ্ছেদ্তুমর্হতি। ন চ
দেহান্তরান্তরান্তাধুপপত্ত্যা ভূতপরিষক্তস্ত রংহণকল্পনেতি যুক্তমিত্যাহ—“স্থলভাশ্চ
সৰ্বত্র ভূতমাত্রাঃ” ইতি।

“দ্র্যপজ্জন্ত” ইতি। ইহ হি কায়ারম্ভগময়িহোত্রাপূৰ্ণপরিণামলক্ষণং প্রজাদিভেদন
পঞ্চদা প্রবিভজ্য পঞ্চস্থ দ্র্যপ্রভৃতিষ্মিষু হোতব্যভেনোপাসনমুক্তরমার্গপ্রতিপত্তি-
সাধনং বিবক্ষস্ত্যাহ ঐতিঃ—“অসৌ বাব লোকো গোতমায়িঃ” ইত্যাদি। অত্র
সায়ংপ্রাতরগ্নিহোত্রাহতী হতে পয়সাদিসাধনে প্রজাপূৰ্ণমাহবনীয়ায়িসমিদ্ধ-
মার্চিরজারবিফুল্লিজাবিতে কর্ণাদিকারকভাবে চান্তরিকং ক্রমেণোৎ-
ক্রাম্য দ্র্যলোকং প্রবিশন্ত্যো। স্থলভূতে দ্রবদ্রব্যপয়ঃপ্রভৃত্যাপস্বকাদপ.শব-
বাচ্যে, প্রজাহেতুকত্বাচ্চ প্রজাশব্দবাচ্যে, তয়োরাহত্যোরধিকরণমুয়িরন্তে চ
সমিদ্ধমার্চিরজারবিফুল্লিজা ক্লপকয়েন নিদ্ধিশ্বন্তে,—“অসৌ বাব দ্র্যলোকো
গোতমায়িঃ।” যথায়িহোত্রাধিকরণমাহবনীয়ঃ, এবং প্রজাশব্দবাচ্যায়িহোত্রাহতি-
পরিণামাবহুক্রপাঃ সূক্ষ্মা বা আপঃ প্রজাভাবিতাঃ, তদধিকরণং দ্র্যলোকঃ। অস্তা-
দিত্য এব সন্নিং, তেন হৌকোহসৌ দ্র্যলোকো দীপ্যতে, অতঃ সমিদ্ধনাং সন্নিং।

নূতন শরীর গ্রহণ করে। এই স্থানে সন্দেহ ও বিচার্য এই যে, তিনি যখন
এতদেহ ত্যাগ করতঃ দেহান্তর প্রাপ্তির উদ্দেশে গমন করেন, নূতন জন্ম লইবার
জন্ত যান, তখন তিনি দেহবীজ ভূত-স্থল (ভূত-স্থল = পঞ্চীকৃত মহাভূতের স্থল
অংশ—বাহা ভাবিদেহের বীজস্বরূপ—ভবিষ্যতে বাহার পরিণামে অজ্ঞ শরীর
হইবে, তাহা বারা) সমালিঙ্গিত অর্থাৎ পরিবেষ্টিত হইয়া যান কি-না।
অর্থাৎ তৎসঙ্গে দেহবীজ ভূত-স্থল ও যায় কি-না। প্রথমতঃ পাওয়া যায়, জীব
দেহবীজ স্থল-ভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া যায় না, অর্থাৎ স্থল স্থল ভূতাত্ম
ভৎসঙ্গে যায় না। যেহেতু এই যে, ঐতিহ্যে ইন্দ্রিয়গ্রহণের স্তায় ভূত-স্থল
গ্রহণের উল্লেখ নাই। ঐতিহ্যে “সেই মুমূর্ষু জীব এই সকল তেজোমাত্রা অর্থাৎ
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতঃ—” এই সন্দর্ভে তেজোমাত্রা-শব্দিত ইন্দ্রিয়-

নিম্প্রয়োজনম্ । তস্মাদসম্পরিষক্তো যাতীত্যেবং প্রাপ্তে পঠ-
ত্যাচার্য্যঃ—“তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ” ইতি ।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহবীজৈ-

তদ্ভাদিত্যন্ত রশ্ময়ো ধূমাঃ, ইন্ধনাদিবাচিত্যাজ্জ্বলীনাং সমুৎপাদাৎ, অহরচ্চিঃ প্রকাশ-
সামান্যাদিত্যাকার্য্যত্বাচ্চ । চন্দ্রমা অকারোহচ্চিষঃ প্রশমেহতিব্যক্তেঃ । নক্ষত্রা-
ণ্যন্ত বিক্ষুলিঙ্গাচন্দ্রমসোহঙ্কারশ্রাবয়বা ইব বিপ্রকীর্ণতাসামান্যাদিবিক্ষুলিঙ্গাঃ ।
তদেতদ্বিন্নয়নৌ দেবা যজমানপ্রাণা অগ্ন্যাদিরূপা অধিদেবং শ্রদ্ধাং জুহুতি ।
শ্রদ্ধা চোক্তা । পৰ্জ্জন্তো বাব গৌতমগ্নিঃ । পৰ্জ্জন্তো নাম বৃষ্ট্যুপকরণভিমানী
দেবতাবিশেষঃ, অস্ত বায়ুরেব সমিৎ, বায়ুনা হি পৰ্জ্জন্তোহগ্নিঃ সমিধ্যতে, পুরো-
বাতাদিপ্রাবল্যে বৃষ্টিদর্শনাৎ । অত্র ধূমঃ, ধূমকার্য্যত্বাৎ ধূমসাদৃশ্যত্বাচ্চ । বিদ্যু-
দচ্চিঃ, প্রকাশসামান্যত্বাৎ । অননিরঙ্কারাঃ কাঠিত্যাধিভ্যৎসম্বন্ধাচ্চ । গৰ্জ্জন্তং
মেঘানাং বিক্ষুলিঙ্গা বিপ্রকীর্ণতাসামান্যত্বাৎ । তস্মিন্ দেবা যজমানপ্রাণা 'অগ্নি-
রূপাঃ সোমং রাজর্জিনং জুহুতি, তস্ত সৌমস্তাহতেকর্ষণং ভবতি । এতদ্বৃক্তং ভবতি
—শ্রদ্ধাখ্যা আপো দ্রালোকমাহতিত্বেন প্রবিষ্ট চন্দ্রাকারেণ পরিণতাঃ সত্যো
দ্বিতীয়ে পর্যায়ে পৰ্জ্জন্তাগ্নৌ হতা বৃষ্টিত্বেন পরিণমন্ত ইতি । পৃথিবী বাব
গৌতমগ্নিস্তস্ত পৃথিব্যাখ্যান্ত্যাগ্নেঃ সম্বৎসর এব সমিৎ । সম্বৎসরেণ কালেন হি
সমিদ্ধা ভূমিব্রীহাদিনিপত্তয়ে কল্পতে । আকাশো ধূমঃ পৃথিব্যাগ্নৈরুখিত
ইবাকাশো দৃশ্যতে, রাজিরচ্চিঃ পৃথিব্যাঃ শ্রামায়া অল্পকপা শ্রামতয়া রাজিরগ্নেরিবা-
ল্পরূপমচ্চিঃ, দিশোহঙ্কারাঃ প্রগে রাজিরূপাচ্চিঃশমন উপশান্তানাং প্রসন্নানাং দিশাং
দর্শনাৎ । অবান্তরদিশো বিক্ষুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রত্বসামান্যত্বাৎ । তস্মিন্নেতদ্বিন্নয়নৌ শ্রদ্ধা-
সোমপরিণামক্রমেণাগতা আপো বৃষ্টিরূপেণ পরিণতা দেবা জুহুতি, তস্তা
আহতেবরং ব্রীহিবাদি ভবতি । পুরুষো বাব গৌতমগ্নিস্তস্ত বাগেব সমিৎ ।
বাচা খৰ্ঘয়ং তাবাত্তষ্টস্থানস্থিতয়া বর্ণপদবাক্যাভিব্যক্তিক্রমেণার্জতাতং প্রকাশয়ন্
সমিধ্যতে । প্রাণো ধূমো ধূমবন্মুখান্নির্গমাৎ । জিহ্বাচ্চিলোহিতত্বসামান্যত্বাৎ, চক্ষুর-
ঙ্কারাঃ প্রভাশ্রয়ত্বাৎ । শ্রোত্রং বিক্ষুলিঙ্গা বিপ্রকীর্ণত্বাৎ । তা এবাপঃ শ্রদ্ধাদি-
পরিণামক্রমেণাগতা ব্রীহাদিরূপৈঃ পদ্মিণতাঃ সত্যঃ পুরুষেহগ্নৌ হতান্তাসাং
পরিণামো রেতঃ সম্ভবতি । যোষা বাব গৌতমগ্নিস্তস্তা উপস্থ এব সমিৎ । তেন
হি সা পুত্ৰাত্ম্যপাদনায় সমিধ্যতে । যজ্ঞপত্তন্যতে, ১ ধূমঃ জ্বলিতবাহুপমত্তপস্ত ।

নিচয়ের কীর্তন করিয়াছেন, কিন্তু ভূত-হৃদয় গ্রহণের কীর্তন করেন নাই ।
ঐ সন্দর্ভের শেষভাগেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কীর্তন আছে, কিন্তু ভূতমাত্রার
(হৃদয়-ভূতের) কীর্তন নাই, না থাকাই সম্ভব । যেহেতু ভূতমাত্রা স্থলভ—
সর্বত্র পাওয়া যায় । যে স্থানে জন্মিবে, সেই স্থানেই হৃদয়-ভূত পাওয়া
বাইবে, অথবা আছে, সুতরাং হৃদয়-ভূত সঙ্গে লওয়া নিম্প্রয়োজন । অতএব,
জীব হৃদয়-ভূতে সমালিঙ্গিত না হইয়াই যায় । এতৎপ্রাপ্তে আচার্য্য ব্যাসদেব
বলিতেছেন,—জীব দেহান্তর পাইবার জন্য হৃদয়-ভূতে পরিষক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহ-

ভূতসূক্ষ্মে: সম্পরিষক্তো রংহতি গচ্ছতীত্যবগম্যম্ । কুতঃ ?
প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ । তথাহি প্রশ্নঃ "বেথ যথা পঞ্চম্যামাহতা-
বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি । নিরূপণঞ্চ প্রতিবচনং দুপর্জন্ত-
পৃথিবী-পুরুষ-যোষিৎসু পঞ্চম্যমিষু শ্রদ্ধা-সোম-বৃষ্ট্যম-রেতো-
রূপাঃ পঞ্চাহতীর্দর্শয়িত্বা "ইতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষ-

লোমানি বা ধুমঃ । যোনিরক্ষিলোহিতত্বাৎ । যদন্তঃ করোতি মৈথুনং তেহ্ণারাঃ,
অভিনন্দাঃ স্বথলবা বিক্ষুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রত্বাৎ । তন্নিম্নতন্নিম্নয়ো দেবা রেতো জুহ্বতি,
তস্তা আহতের্গতঃ সম্ভবতি । এবং শ্রদ্ধা-সোম-বর্ষান্ন-রেতোহবনক্রমেণ যোষাণি
প্রাপ্যাপো গর্ভাখ্যা ভবন্তি । তত্রান্সমবায়িত্বাদাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি পঞ্চম্যা-
মাহতাবিতি । যতঃ পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি, তন্মাদদ্বিঃ
পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতীতি গম্যতে । এতদুক্তং 'উবতি—শ্রদ্ধাশলবাচ্যা
আপ ইত্যগ্রে বক্ষ্যতি । তাসাং ত্রিবৃৎকৃততয়া তেজোহন্নাবিনাভাবেনাবগ্রহণেন
তেজোহন্নয়োরপি সংগ্রহ ইত্যেতদপি বক্ষ্যতে । যত্বেপ্যেতাবতাপি ভূতবেষ্টিতস্ত
জীবস্ত রংহণং নাবগম্যতে, তেজোহবন্নাং পঞ্চম্যামাহতো পুরুষবচস্ব্যাত্ত্রবণাৎ,
তথাপীষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃবানেন যথা চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিকথনপরম
আকাশচন্দ্রমসমেব সোমো রাজৈতি শ্রুত্যা সহ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্তা আহতে:
সোমো রাজা সম্ভবতীত্যন্তাঃ শ্রুতে: সমানত্বাদগম্যতে ভূতপরিষক্তো রংহতীতি ।
তথাহি—যা এবাপো হতা দ্বিতীয়স্তামাহতো সোমভাবং গতাঃ, তাভিরেব পরিষক্তো
জীব ইষ্টাদিকারী চন্দ্রভূয়ং গতচন্দ্রলোকং প্রাপ্ত ইতি । নহ স্বতন্ত্রা আপঃ শ্রদ্ধা-
দিক্রমেণ সোমভাবমাপ্নুবন্ত, তাভিরপরিষক্ত এব তু জীবঃ সেন্দ্রিয়মাত্রো গম্বা
সোমভাবমভুবতু, কো দোষী ? অয়ং দোষঃ । যতঃ শ্রুতিসামান্যাতিক্রম ইতি ।
এবং হি শ্রুতিসামান্যং কল্পেত, যদি যেন রূপেণ যেন চ ক্রমেণাপাং সোমভাবস্তে-
নৈব জীবস্তাপি সোমভাবো ভবেৎ, স্তথা তু ন শ্রুতিসামান্যং স্তাৎ । তন্ম্যাৎ
পরিষক্তাপরিষক্তরংহণবিশেষে শ্রুতিসামান্যাহরোধেন পরিষক্তরংহণং নিশ্চীয়তে ।
অতো দধিপয়ঃপ্রভৃতয়ো দ্রবভূয়ত্বাদাপো হতাঃ স্বক্ষীভূতা ইষ্টাদিকারিণমাপ্রিতা

বীজ স্বপ্ন স্বপ্ন ভূতভাগে বেষ্টিত ইষ্টয়াই গমন করে, ইহা শ্রুত্যান্ত প্রশ্ন ও নিরূপণ
দ্বারা জানা যায় । [তথাহি...গম্যতে] প্রশ্ন যথা—"অপ্ পাঁচ প্রকার অগ্নিতে
আহত (প্রক্ষিপ্ত) হইয়া যে-প্রকারে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়, অর্থাৎ মনুষ্যাকারে
পরিণত হয়—সেই প্রকারটি কি জান ?" (রাজা প্রবাহণ শ্রবতকেতুকে এই প্রশ্ন
করিয়াছিলেন) । ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর—দিব, পর্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ
ও যোষিৎ, এই পাঁচ অগ্নির শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত, এই পাঁচটি আহতি,
ইহা বলিয়া "এই প্রকারে অপ্ পঞ্চমী" আহতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়"

বচসো ভবন্তি” ইতি। তস্মাদন্তিঃ পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতি ব্রজতীতি গম্যতে।

নম্বন্তা শ্রুতিৰ্জলৌকাবৎ পূৰ্ব্বেদেহং ন মুঞ্চতি যাবন্ন দেহান্তরমাক্রমতীতি দর্শয়তি।—“তদ্যথা তৃণজলায়ুকা” ইতি। তত্রাপ্যহপ্পরিবেষ্টিতশ্চৈব জীবস্ত কস্মোপস্থাপিত-প্রতিপত্তব্য-দেহবিষয়ক-ভাবনাদীর্ঘীভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়ত ইত্য-বিরোধঃ। এবং শ্রুত্ব্যক্তে দেহান্তরপ্রতিপত্তিপ্রকারে সতি যাঃ পুরুষমতিপ্রভবাঃ প্রকল্পনাঃ—ব্যাপিনাং করণানামাত্মনশ্চ নৈধনেন বিধিনা দেহে হুয়মানে হতাঃ সত্য আছতিমযা ইষ্টাদিকারিণং পরিবেষ্টা স্বর্গং লোকং নয়ন্তীতি।

চোদয়তি—“নম্বন্তা শ্রুতিঃ” ইতি। অয়মর্থঃ—এবং হি স্মৃদেহপরিষক্তো রংহেৎ, যত্তত্ত্ব স্থলং শরীরং রংহতো ন ভবেৎ। অস্তি ত্বত্ত্ব বর্তমান-স্থলশরীরযোগে আদেহান্তরপ্রাপ্তেতৃণজলায়ুকানিদর্শনে। “তস্মাদ্ভির্দর্শনশ্রুতিবিরোধায় স্মৃদেহপরিষক্তো রংহতীতি। পরিহরতি—“তত্রাপি” ইতি। ন তাবৎ পরমাত্মনঃ সংসরণসম্ভবঃ, তত্ত্ব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাৎ, কিন্তু জীবানাম্। পরমাত্মৈব চোপাধিকল্পিতাবচ্ছেদো জীব ইত্যাখ্যায়তে, তত্ত্ব চ দেহেজ্জিহ্বাদেকপাথে প্রাদেশিকত্বাৎ তত্র সন্দেহাসম্ভবং গন্তুমর্হতি। তস্মাৎ স্মৃদেহপরিষক্তো রংহতি। কস্মোপস্থাপিতঃ প্রতিপত্তব্যঃ প্রাপ্তব্যো যো দেহঃ, তদ্বি-ষয়া ভাবনায়া উৎপাদনায়া দীর্ঘীভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়তে। সাংখ্যানাং কল্পনামাহ—“ব্যাপিনাং করণানাম্” ইতি। আত্মিকারিত্বাৎ করণানাম্, অত্কারিত্ব-এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ প্রপ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা বুঝা যায় যে, জীব অপ্পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হয়।

[নম্বন্তা...ইত্যবিরোধঃ] যদি বল, অত্র এক শ্রুতি বলিয়াছেন, জীব জলৌকার ত্রায় যে-পর্যন্ত দেহান্তর না পায়, সে-পর্যন্ত পূৰ্ব্বেদেহ ত্যাগ করে না, যথা—“যেমন জলায়ুকা তৃণান্তর গ্রহণপূর্বক পূৰ্ব্বেদেহ ত্যাগ করে, তেমনি, জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূৰ্ব্বেদেহ ত্যাগ করে।” ইহা স্বপক্ষের বিরোধী, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরোধী নহে। কারণ, মরণকালে অপ্পরিবেষ্টিত জীবের পূৰ্ব্বকর্মে যে-ভবিষ্যদেহবিষয়ক ভাবনা জন্মায়—ভাবনাময় দেহবিশেষ জন্মায়, তাহাই উক্ত শ্রুতিতে জলৌকার সহিত তুলিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, আগে ভাবিদেহবিষয়ক-জ্ঞান বা ভাবনাময় দেহ হয়। অর্থাৎ আমি দেব বা মনুষ্য, ইত্যাকার স্বপ্নবৎ দর্শন ও তাহাতে গাঢ় অভিমান জন্মে। তৎপরে দেহপরিত্যাগ হয়। মরণ-যজ্ঞা এক্ষেত্রেই অভিমান ও কার্যকলাপ তুলাইয়া দেয়, অনন্তর কর্ম-সংস্কার উদ্ধৃত হইয়া ভাবিদেহবিষয়ক ভাবনা উৎপাদন করে), সুতরাং অবিরোধ—অল্পমাত্রও বিরোধ নাই। [এতৎ...বিরোধঃ] শ্রুত্ব্যক্ত পুনর্জন্মগ্রহণপ্রণালী বিস্তারিত নহে,

দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ কৰ্মবশাৎ বৃত্তিলাভস্তত্র ভবতি, কেবলশ্চৈব বা আত্মনো বৃত্তিলাভস্তত্র তত্র ভবতি, ইন্দ্ৰিয়াণি তু দেহবদভিন-
বাশ্চৈব তত্র তত্র ভোগস্থান উৎপদ্যন্তে, মন এব চ কেবলং
ভোগস্থানমভিপ্রতিষ্ঠতে, জীব এবোৎপ্লুত্যা দেহাদ্বেহান্তরং
প্রতিপদ্যতে—শুক ইব বৃক্ষাং বৃক্ষান্তরমিত্যেবমাদ্যাঃ, তাঃ
সৰ্ব্বা এবানাদৰ্তব্যাঃ, ঋতিবিরোধাৎ ॥ ৩।১।১ ॥

ননুদাহতাভ্যাং প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাং ‘কেবলাভিরুদ্ধিঃ সম্পরি-
ষক্তো রংহতীতি প্রাপ্নোতি, অপ্ শব্দশ্রবণসামর্থ্যাৎ, তত্র কথং
সামান্যেন প্রতিজ্ঞায়তে—সৰ্ব্বৈরেব ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্তো
রংহতীতি । অত উত্তরং পঠতি—

চ জগদ্ব্যপকমপ্যাপিত্যর্থঃ । বৌদ্ধানাং কল্পনামাহ—
“কেবলশ্চৈব বাত্মনঃ” ইতি । আলয়বিজ্ঞানসম্ভার আত্মা, তস্ত বৃত্তিঃ ঘট প্রবৃত্তি-
বিজ্ঞানানি, পঞ্চেন্দ্রিয়াণি তু চক্ষুরাদীনি অভিনবানি জায়ন্তে । কণভুকল্পনামাহ—
“মন এব চ” ইতি । ভোগস্থানং ভোগায়তনং শরীরমভিনবমিতি যাবৎ ।
দিগম্বরকল্পনামাহ—“জীব এবোৎপ্লুত্যা” ইতি । আদিগ্রহণেন লোকায়তিকানাং
কল্পনাং সংগৃহীতি । তে হি শব্দীরাণ্যাদিনো ভয়ীভাবমাত্মন আচন কল্প-
চিদগমনমিতি ॥ ৩।১।১ ॥

চোদয়তি—“ননুদাহতাভ্যাং” ইতি । অত্র সূত্রেণোত্তরমাহ—

বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত জন্মান্তর গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী ঋতিবাধিত বিষয়
আদরের অযোগ্য অর্থাৎ হয় । পুরুষবুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত জন্মান্তরগ্রহণবিষয়ক
ভিন্ন ভিন্ন মত যথা ।—সামান্য বলেন, ইন্দ্ৰিয়গণ ব্যাপক, আত্মাও ব্যাপক, কৰ্ম-
প্রভাবে যেখানে দেহ জন্মিলে, সেই স্থানেই সে সকল বৃত্তিমান (বৃত্তি = বিষয়-
গ্রহণ সামর্থ্যের আবির্ভাব) হয় । বুদ্ধ বলেন, অসহায় আত্মা দেহান্তর
প্রাপ্তে তদ্বদেহেই বৃত্তিলাভ করেন । যেমন দেহ নূতন হয়, তেমনই ইন্দ্ৰিয়ও সেই
সেই দেহে নূতন উৎপন্ন হয় । এইমতে ধারাবাহিককৰ্মনিরীকরক (অহং অহং
ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম আত্মা, তাহাতে শব্দাদি সবিকল্পক জ্ঞান হওয়া বৃত্তি-
লাভ । কণাদ বলেন, মন সঙ্কে যায়, অত্যাশ্র ইন্দ্ৰিয় তদ্বদেহ নূতন হয় । জৈনগণ
বলেন, পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যায়, সেইরূপ জীবও এ দেহ ত্যাগ
করিয়া দেহান্তরে গমন করে । এ সমস্তই ঋতিবাধিত, সুতরাং অগ্রাহ ॥ ৩।১।১ ॥

[ননুদা...পঠতি] এক্ষণে বলিতে পার যে, যেসকল প্রশ্ন ও প্রতিবচন—
তাহাতে কেবল জগীয় সূক্ষ্মাংশসমেতই জীবের গমন প্রতীত হয় । প্রশ্ন-প্রতিবচন
ঋতিতে জলবাচী অপ্ শব্দেরই শ্রবণ আছে, অত্ ভূতের শ্রবণ নাই ? তবে
কি প্রকারে বলিলে, প্রতিজ্ঞা করিলে, জীব সমুদায়ভূতের সূক্ষ্মাংশ সহ গমন
করে ? সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন—

ত্র্যাত্মকত্বাতু ভূয়স্বাৎ ॥ ৩।১।২ ॥ *

তুশব্দেন চোদিতামাশঙ্কামুচ্ছিনতি । ত্র্যাত্মিকা হ্যাপঃ, ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ । তাস্মারন্তিকাস্বভ্যুপগতাহ ইতরদপি ভূত-
দ্বয়মবশ্যমভ্যুপগন্তব্যং ভবতি । ত্র্যাত্মকশ্চ দেহঃ, ত্রয়াণামপি
তেজোহবমানাং তস্মিন্ কার্যোপলব্ধেঃ । পুনশ্চ ত্র্যাত্মকত্রিধা-
ত্বকত্বাৎ—ত্রিভির্বাতপিত্তশ্লেষ্মাভিঃ । ন স ভূতান্তরাণি প্রত্যা-
খ্যায় কেবলাভিরন্তিরারঙ্কুং শক্যতে । তস্মাৎ ভূয়স্বাপেক্ষো-
হয়ম্ “আপঃ পুরুষবচসঃ” ইতি প্রশ্নপ্রতিবচনয়োৰ্পদঃ, ন কৈব-
ল্যাপেক্ষঃ । সৰ্ব্বদেহেষু হি রসলোহিতাদিদ্রবভূয়স্বং দৃশ্যতে ।

তেজসঃ কার্যামশিতপীতাহারপরিপাকঃ । অপাৎ কার্যং স্নেহস্বেদাদি ।
পৃথিবাঃ কার্যং গন্ধাদি । যন্ত গন্ধস্বেদপাকপ্রাণাবকাশাদানন্দদর্শনাদেহত্ব পাঞ্চ-
ভৌতিকত্বং পশ্যন্তে তেজোহবমানাত্বেন ত্র্যাত্মকত্বে ন পরিতুষ্যতি, তং প্রত্যাহ—
“পুনশ্চ ত্র্যাত্মকঃ” ইতি । বাতপিত্তশ্লেষ্মাভিত্রিভির্ধাতুভিঃ শরীরধারণাশ্রকৈত্রি-
ধাতুত্বাৎ । অতো ন স দেহো ভূতান্তরাণি প্রত্যাখ্যায় কেবলাভিরন্তিরারঙ্কুং
শক্যতে । অবগ্রহণনিয়মস্তর্হি কস্মাদিত্যত আহ—“তস্মাভূয়স্বাপেক্ষঃ” ইতি ।

তুশব্দে দ্বারা উক্ত আশঙ্কার উচ্ছেদ করা হইয়াছে । অর্থাৎ প্রোক্ত
আশঙ্কা অবকাশ পায় না, ইহাই তুশব্দে বলা হইয়াছে । কারণ এই যে, সেই
অনুগম্যমান জল ত্র্যাত্মক, কেবলই জল নহে । ত্রিবৃৎকরণশ্রুতি তাহার
প্রমাণ । ত্রিবৃৎকৃত (পকীকৃত) ভূতই দেহাদির উৎপাদক, ইহা স্থির ও
স্বীকৃত আছে, সুতরাং জল-ভূতের আরম্ভকই স্বীকারে অত্র ভূতদ্বয়েরও আরম্ভকই
স্বীকার সুতরাংই হইয়া থাকে । দেহ ত্র্যাত্মক—ভূতত্রয়ের পরিণাম । কারণ
এই যে, দেহে তেজ, জল ও পৃথিবী, এই তিনেরই কার্য দেখা যায় ।
ত্র্যাত্মকতার অত্র নিদর্শন—উহা ত্রিধাতু অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিনের
দ্বারা দেহ বিধৃত আছে । অতএব, বিনা ভূতান্তরের যোগে কেবল জলে দেহ
জন্মিতে পারে না । দেহ যদি কেবল জলজ হইত, তাহা হইলে ইহাতে বায়ব্য
ও তৈজস কার্য থাকিত না, ইত্যাদিবিধ কারণে বুঝিতে হইবে, অপের পুরুষ-
শব্দবাচ্যতা অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়ার কথা কেবল আধিক্যের
অনুসারী অর্থাৎ জলের ভাগ অধিক বলিয়াই ঐ উক্তি অসঙ্গত নহে ।
অতএব, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে যে, অপশব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা কেবল
জল বুঝাইবার জন্ত নহে, কিন্তু জলের আধিক্য বুঝাইবার জন্ত । দেখাও যায়,
সমুদায় দেহে রসরক্তাদি দ্রবপদার্থই অধিক ।

* তুশব্দঃ শঙ্কাস্তোদার্যঃ । কেবলাভিরন্তিঃ সম্পরিষক্তো রংহতীতি নাশকিত্বম্ । যতন্তাত্র্যা-
ত্মিকা । ত্র্যাত্মকত্বেইপি ভূয়স্বাৎ অকাহল্যালাপ ইত্যাভিঃ ।

এমন মনে করিও না যে, কেবল জলীয় পদার্থই সঙ্গ হয় । কেননা, জল-ভূতও ত্রিবৃৎকৃত

নমু পার্থিবো ধাতুভূ যিষ্ঠো দেহেবুপলক্ষ্যতে। নৈষ দোষঃ।
ইতরাপেক্ষয়াহপাং বাহুল্যং ভবিষ্যতি। দৃশ্যতে চ শুক্র-
শোণিতলক্ষণেহপি দেহবীজে দ্রববাহুল্যম্। কৰ্ম্ম চ নিমিত্ত-
কারণং দেহান্তরারম্ভে, কৰ্ম্মাণি চাঘ্নিহোত্রাদৌনি সোমাজ্য-
পয়ঃপ্রভৃতি-দ্রবদ্রব্যব্যাপাশ্রয়াণি। কৰ্ম্মসমবায়িন্যশ্চাপঃ শ্রদ্ধা-
শব্দোদিতাঃ সহ কৰ্ম্মিভির্দু্যলোকাথ্যেহ্মো হুয়ন্ত ইতি
বক্ষ্যতি। তস্মাদপ্যপাং বাহুল্যপ্রসিদ্ধিঃ। বাহুল্যাচ্চাপ্শব্দেন
সৰ্ব্বেষামেব দেহবীজানাং ভূতসূক্ষ্মাণামুপাদানমিতি নিরব-
দ্যম্ ॥ ৩। ১। ২ ॥

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩। ১। ৩ ॥ *

প্রাণানাঞ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ গতিঃ শ্রাব্যতে, “তয়ুৎ-

পৃথিবীধাতুবর্জমিতরতেজআত্মপেক্ষয়া কার্য্যন্ত শরীরন্ত লোহিতাদি-দ্রবভূয়-
স্বাৎ, তৎকারণয়োশ্চোপাদাননিমিত্তয়োদ্রবভূয়স্বাদপাং পুরুষবচস্বোক্তিঃ, ন
পুনর্ভূতান্তরনিরাসার্থা ॥ ৩। ১। ২ ॥

প্রাণানাং জীবদেহে শাস্ত্রমুদয়গতম্। গচ্ছতি জীবদেহে তদনুবিধায়িনঃ

[নমু...নিরবগম] শরীরে পৃথিবীধাতুর আধিক্য দেখা যায় সত্য; পরন্তু
তাহা অত্মাপেক্ষা অধিক হইলেও, জলধাতু অপেক্ষা অধিক নহে। দেহের বীজ
শুক্রশোণিত, তাহাতেও দ্রববাহুল্য দেখা যায়। (ফলিতার্থ,) দেহে জলধাতুই
সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই সকল ভূতস্বশ্চ দেহের উপাদান কারণ এবং কৰ্ম্ম
তাহার নিমিত্ত কারণ। অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম (তজ্জনিত অপূৰ্ণ বা শক্তিবিশেষ)
তৎকালে সোম, আজ্য (ঘৃত) দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি দ্রবদ্রব্য বা অপ্-এতৎ শাস্ত্রে
শ্রদ্ধা শব্দে কথিত হয় এবং তাহাই কৰ্ম্মকারী পুরুষকে দ্যলোক্যাখ্য অগ্নিতে
প্রক্ষেপ কর (লইয়া যায়)। এই সকল কথা পরে বলা হইবে। এতদনুসারে
অপেরই আধিক্য প্রথিত হয়, সেই আধিক্য অনুসারেই অপ্-শব্দের কথনে
দেহবীজ সমুদায় ভূতস্বশ্চের কথন সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩। ১। ২ ॥

দেহান্তর প্রাপ্তির অস্ত্র প্রাণেরও জীবাত্তার সঙ্গে যায়, ইহা প্রতিও

অর্থঃ জ্যোত্বক—জল, পৃথিবী, তেজ, এই তিনে মিশ্রিত, হুতরাং জলের গমনে অস্ত্র হুতর গমনও
(সঙ্গে বাওয়া) সিদ্ধ হয়। আধিক্য অনুসারে নামোল্লেখ হইয়া থাকে; হুতরাং জলের আধিক্য
থাকায় জলবাটা অপ্-শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। ঐ স্থলে কলিতার্থ—এমন বুঝিতে হইবে না যে,
অপ্-স্বশ্চাংশই সঙ্গে যায়, ভূতান্তরের স্বশ্চাংশ যায় না। সমুদায় ভূতেরই স্বশ্চাংশ সঙ্গে যায়।

* দেহান্তরপ্রতিপত্তার্থঃ প্রাণানাং গতিঃ শ্রাব্যতে, তস্মাদপি ন কেবলাভিরক্তি পরিবেষ্টিভো
পচ্ছতাপি তু ভূতান্তরৈঃ।

ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রাণেরও গমন শুনা যায়। প্রাণের নিরাশ্রয়া গতি সম্ভবে না; হুতরাং
তদাশ্রয়ীভূত ভূতপঞ্চকের গমনও স্বীকার্য্য। (প্রাণ শব্দে ইন্দ্রিয়)।

ক্রামস্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি, প্রাণমনুৎক্রামস্তং সর্ব্ব প্রাণা
অনুৎক্রামন্তি” ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ। সা চ প্রাণানাং গতির-
শ্রয়মন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যতঃ প্রাণগতিপ্রযুক্তানাং তদাশ্রয়-
ভূতানামপ্যপি ভূতান্তরোপস্থানাং গতিরবগম্যতে। ন
হি নিরাশ্রয়াঃ প্রাণাঃ কচিদগচ্ছন্তি তিষ্ঠন্তি বা, জীবতো-
হদর্শনাৎ ॥ ৩। ১। ৩ ॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন, ভাক্ত্বাৎ

॥৩।১।৪॥*

স্বাদেতৎ, নৈব প্রাণা দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ সহ জীবেন
গচ্ছন্তি, “অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ”। তথাহি শ্রুতির্মরণকালে বাগা-

প্রাণা অপি গচ্ছন্তীতি দৃষ্টম্, অতঃ ষাট্ কৌশিকাদেহাহুৎক্রামস্তঃ কশ্মিংশ্চিৎ-
ক্রামত্যাংক্রামন্তি। স চৈষামনুবিধেযঃ স্থলো দেহো ভূতেল্লিয়ময় ইতি গম্যতে।
ন ইল্লিয়মাত্রাশ্রয়ত্বমেবাং দৃষ্টং, যতস্তন্মাত্রাশ্রয়াণাং গতিরুপপত্তেতি ॥৩।১।৩॥

শ্রাবিতেহপি স্পষ্টে জীবন্ত প্রাণৈঃ সহ গমনেহগ্ন্যাদিগতিশ্রুত্যা শ্রুতিবিরো-
ধুনাইয়াছেন। যথা—“জীব উৎক্রমোদ্যত ইহিলে মুখ্য প্রাণ তাঁহার অনুগামী
হয় এবং মুখ্য প্রাণের উৎক্রমোদ্যমে অগ্ন্যা প্রাণও উৎক্রমোদ্যত হয়।”
আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয় প্রাণগণের অর্থাৎ ইল্লিয়গণের গতি সম্ভব হয়
না; সুতরাং বুঝা যায়, ইল্লিয়গণের আশ্রয়স্বরূপ ভূতান্তরপরিস্রিত
জলভূত (স্থল) তৎসঙ্গে গমন করে। যখন জীবদশায় প্রাণগণকে নিরাশ্রয়ে
অবস্থান ও গমন কবিত্তে দেখা যায় না, তখন অগ্ন অবস্থাতেও তাহা হয় না,
ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩। ১। ৩ ॥

বদি বল, প্রাণাদি অগ্নিপ্রভৃতিতে গমন করে, এইরূপ শ্রুতি থাকায়
প্রাণেরা দেহান্তর-প্রাপ্তার্থ জীবের সহিত গমন করে না, মরণ কালে বাক্
প্রভৃতি প্রাণ (ইল্লিয়) অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, তাহা শ্রুতিকর্তৃক
দর্শিত হইয়াছে, যথা—“তখন এই মৃত পুরুষের বাক্যোল্লিয় অগ্নিদেবতায় ও

* অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতের্মরণকালে বাগাদয়ঃ প্রাণা অগ্নাদীন গচ্ছন্তীতি শ্রবণাৎ প্রাণা ন
জীবেন সহ গচ্ছন্তীতি ন, কিন্তু গচ্ছন্ত্যেব। কৃতঃ? ভাক্ত্বাৎ। ভাক্ত্বং হি প্রাণাদীনগ্ন্যাদি-
গমনং ন তু তন্মুখ্যম্।

মরণ কালে বাগাদি ইল্লিয় অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, এই শ্রুতি দেখিলে সে সকল পুনর্জন্ম-
গ্রহণার্থী জীবের সহিত গমন করে না, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, ঐ উক্তি (প্রাণাদির
অগ্ন্যাদি দেবতায় যাওয়া) গোপ, মুখ্য নহে। অর্থাৎ ঐ উক্তির অভিপ্রায় মন্তরূপ। (ভাষ্যানু-
বাদে ব্যক্ত আছে)।

দয়ঃ প্রাণা অগ্নাদীন্ দেবান্ গচ্ছন্তীতি দর্শয়তি “যত্রাস্ত পুরু-
ষস্ত যুতস্তাশ্চিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণঃ” ইত্যাদিনেতি চেৎ,
ন, “ভাক্ত্বাৎ” । বাগাদীনামগ্নাদিগতিশ্রুতির্গৌণী, লোমস্তু
কেশেষু চাদর্শনাৎ । “ওষধীলোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ” ইতি
হি তত্রাস্মায়তে । ন হি লোমানি কেশাশ্চোৎপ্লুতৌষধী-
র্বনস্পতীংশ্চ গচ্ছন্তীতি সম্ভবতি । ন চ জীবস্ত প্রাণোপাধি-
প্রত্যাখ্যানে গমনমবকল্পতে । নাপি প্রাণৈর্বিবনা দেহান্তর-
উপভোগ উপপদ্যতে । বিস্পর্কঞ্চ প্রাণানাং সহ জীবেন
গমনমন্তত্র শ্রাবিতম্ । অতো বাগাদুধিষ্ঠাত্রীণামগ্নাদিদেব-
তানাং বাগাদুপকারিণীনাং মরণকাল উপকারনিবৃত্তিমাাত্র-
মপেক্ষ্য বাগাদয়োহগ্নাদীন্ গচ্ছন্তীত্যুপচর্য্যতে ॥৩।১।৪॥

দোষাপূনার্থা । অত্র হি লোমকেশয়োরৌষধিবনস্পতিগমনং দৃষ্টবিরোধাত্মকত্বং
তাবদভ্যুপেয়ম্ । এবঞ্চ ভ্রম্যপুণ্ড্রিত্বেন তেষামপি শ্রুতিবিরোধাত্মকত্বমেবো-
চিতমিতি । ভক্তিশ্চোপকাবনিবৃত্তিকল্পা ॥ ৩।১।৪ ॥

প্রাণ বায়ুদেবতায় অপায় (লয়প্রাপ্ত) হয় ।” ইহার প্রতিবাদ এই যে, ঐ
উক্তি (ব্যাক্যাদি অগ্নাদিদেবতায় লীন হয়, এই কথন) ভক্তি অর্থাৎ গোণ
(আত্মোপিত) । [বাগাদীনামগ্নাদিগতিশ্রুতির্গৌণী] যখন ওষধিতে ও বনস্পতিতে লোমের
ও কেশের গমন দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ লোমের ওষধিগমন ও কেশের বনস্পতিতে
গমন যখন গোণ—উপচার মাত্র, তখন অবশ্যই তৎসহপঠিত বাক্যাদির
অগ্নাদিগমনও গোণ (ভাক্ত্বা বা ঔপচারিক) । “অগ্নিং বাগপ্যেতি” ইত্যাদি
বাক্য যে স্থানে পঠিত হইয়াছে, সেই স্থানেই লোম সকল ওষধিতে ও কেশ
বনস্পতিতে গমন করে ।” এ বাক্যও উচ্চারিত হইয়াছে । লোম ও কেশ
কি চলিয়া গিয়া ওষধি ও বনস্পতিকে প্রাপ্ত হয় ? তাহা হয় না । তাহা
সম্পূর্ণ অসম্ভব । অপিচ, প্রাণ জীবের উপাধি, তাহার গমন না মানিয়া
কল্পে জীবের গমন মাত্র করিবে ? কল্পনা করিবে ? প্রাণের গমন স্বীকার
না করিলে কোনও ক্রমে জীবের দেহান্তর-ভোগ উপপন্ন হইবেক না ।
প্রাণের যে জীবের সহিত যায়, অতঃশ্রুতি তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন ।
তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, জীবদশায় অগ্নাদি দেবতা যে, বাক্যাদি ইন্দ্రి-
য়ের উপকার করে, তাহাদের স্বকার্য্যশক্তির সহায়তা করে, মরণকালে সে
সহায়তা বা সে উপকার থাকে না অর্থাৎ নিবৃত্ত হয় । শ্রুতি সেই নিবৃত্তিভাবেই
“অগ্নিং বাগপ্যেতি” ইত্যাদি ঔপচারিক প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়াছেন । ৩।১।৪ ॥

প্রথমেহশ্রবণাদিতি চেন্ন, তা এব

হ্যপপত্তেঃ ॥ ৩।১।৫ ॥ *

শ্রাদেতৎ, কথং পুনঃ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীত্যেতন্নির্দ্ধারয়িতুং পার্থ্যতে, যাবতা নৈব প্রথমেহশ্রবণাৎ শ্রবণমস্তি। ইহ হি দ্যুলোকপ্রভৃতয়ঃ পঞ্চায়ঃ পঞ্চানামাহু-
তীনামাধারত্বেনাধীতাঃ, তেষাঞ্চ প্রমুখে “অসৌ বাব লোকো গোতমাগ্নিঃ” ইত্যুপন্যস্ত “তস্মিন্মেতস্মিন্ময়ৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি” ইতি শ্রদ্ধা হোম্য-দ্রব্যত্বেনাবেদিতাঃ, ন তত্রাপো হোম্যদ্রব্যতয়া শ্রুতাঃ। যদি নাম পৰ্জ্জন্মাদিসম্বন্ধে চতুষ-
শ্রবণাৎ হোম্যদ্রব্যতা পরিকল্প্যেত, পরিকল্প্যেতাং নাম, তেষু হোতব্যতয়োপাত্তানাং সোমাদীনামবজ্ঞলত্বোপপত্তেঃ।
প্রথমে ত্বয়ৌ শ্রুতাং শ্রদ্ধাং পরিত্যজ্যাশ্রুতা আপঃ পরিক-

পঞ্চম্যামাহুতাবাপং পুরুষবচস্বপ্রকারে পৃষ্ঠে প্রথমায়ামাহুতো অনপাঃ

স্বীকার করিলাম, বাক্য অগ্নিতে যায়—ইত্যাদি প্রয়োগ মুখ্য নহে, তাহা
উপচারিক; কিন্তু ভূতাস্তবসংযুক্ত অগ্নি (জল-ভূত) পঞ্চমী আহুতির পর
পুরুষাকার প্রাপ্ত হয় (দেহাকারে পরিণত হয়), ইহা তুমি কিসে নির্দ্ধারণ
করিতে পার? অর্থাৎ পার না। কেন-না, প্রথমায়িতে অপের শ্রবণ নাই,
তাহাতে শ্রদ্ধার শ্রবণ আছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাই প্রথমায়ির আহুতি, অগ্নি নহে।
ঋতি যেখানে আহুতিপঞ্চকের অধার দ্যুলোকপ্রভৃতি অগ্নি-পঞ্চকের বর্ণনা
করিয়াছেন, সেখানে, প্রথমেই “হে গোতম, এই দোক অগ্নি” এইরূপ বলিয়া
পরে বলিয়াছেন—“দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি প্রদান করেন।” এই ঋতি
শ্রদ্ধাকেই প্রথমায়ির হোমদ্রব্য বলিয়াছেন, অপের আহুতি বলেন নাই।
[যদি...দোষঃ] যদিও পৰ্জ্জন্ম প্রভৃতি অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতির শ্রবণ নাই,
যদিও সে সকল অগ্নিতে অগ্নি-আহুতির শ্রবণ নাই, না থাকিলেও কল্পনাব বলে
তাহার (অপের) গ্রহণ করিতে পার। কেন-না, সে সকল অগ্নির হোমদ্রব্য

* প্রথমে প্রথমায়ী অশ্রবণাৎ অপাং হোম্যদ্রব্যতয়াহুতপত্তাসাৎ, নাপাং পুরুষবচস্বমিতি
চেৎ যদি মন্তসে, তন্ন মন্তব্যম্। হি বঃ, তা এব তত্রাপ্যপ এব পরিগৃহ্যন্তে একাশব্দেনেতি
পুরণীয়ম্। কৃতঃ ? উপপত্তেঃ। উপপত্তিতে হ্যপোহুত্যাং পূর্বোত্তরগ্রন্থসম্বন্ধঃ।

পঞ্চায়ির প্রথম অগ্নি এতল্লোক, তাহার আহুতি-দ্রব্য অগ্নি নহে, কিন্তু শ্রদ্ধা, হুতরাং অগ্নি-
পাচ অগ্নির আহুতি নহে। যদি তাহা না হইল, তবে অপের পুরুষবচস্বাচ্যতা অর্থাৎ পুরুষাকারে
পরিণত হওয়া কিরূপে সম্ভব বা সাধু হইতে পারে? এ প্রশ্ন করিতে পার না। কারণ,
প্রথমায়ির হোমদ্রব্য শ্রদ্ধা সত্য; কিন্তু তাহার অর্থ অগ্নি। অগ্নি-অভিপ্রায়েই শ্রদ্ধা-
শব্দের প্রয়োগ। অগ্নি-অভিপ্রায়ে একাশব্দেও প্রয়োগ, এইরূপ অর্থ হইলেই পূর্বাপর গ্রন্থও
সঙ্গত হয়।

ল্যাস্ত ইতি সাহসমেতৎ। শ্রদ্ধা চ নাম প্রত্যয়বিশেষঃ, প্রসিদ্ধি-
সামর্থ্যাৎ। তস্মাদযুক্তঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষভাব ইতি
চেৎ, নৈষ দোষঃ। হি যতস্তত্রাপি প্রথমেহ্মো তা এবাপঃ
শ্রদ্ধাশব্দেনাভিপ্রেয়ন্তে। কুতঃ? উপপত্তেঃ।

এবং হাদিমধ্যাবসানসংজ্ঞানাদনাকুলমেতদেকবাক্যমুপপদ্যতে।
ইতরথা পুনঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বপ্রকারে পৃষ্ঠে
প্রতিবচনাবসরে প্রথমাহুতিস্থানে যদ্যনপো হোম্যদ্রব্যং শ্রদ্ধাং
নামাবতারয়েৎ, ততোহনুথা প্রপ্নোহনুথা প্রতিবচনমিত্যেকবা-
ক্যতা ন স্যাৎ—ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভব-
ন্তীতি চোপসংহরন্নেতদেব দর্শয়তি। শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চ সোম-
রুক্ষমাদি স্থূলীভবদবহুলং লক্ষ্যতে। সা চ শ্রদ্ধায়া অপৃষ্টে

শ্রদ্ধায়া হোতব্যতাভিধানমসম্বন্ধমতুপপন্নঞ্চ। ন হি যথা পঞ্চাদিত্যো হৃদয়াদয়ো-
হবরবা অবদায় নিষ্কৃত্য হুয়ন্তে, এবং শ্রদ্ধা বুদ্ধিপ্রসাদলক্ষণা নিষ্কষ্টুং বা হোতুং বা
সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি—সে সকলে অপের আধিক্য আছে—আধিক্য থাকায় সে
কল্পনা (অপের কল্পনা) সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতিপ্রতিবচন প্রথমাগ্নির
আহুতিদ্রব্য যে শ্রদ্ধা, তাহা ত্যাগ করিয়া অপের গ্রহণ করা সাহস ব্যতীত অত্ৰ কিছু
নহে। প্রসিদ্ধি আছে, শ্রদ্ধা একপ্রকার বিশ্বাস অর্থাৎ নিশ্চল জ্ঞানবিশেষ;
সুতরাং তাহার (শ্রদ্ধাশব্দের) অপ্ অর্থ গ্রহণার্থ লক্ষণার অবতারণা কবা নিতান্ত
অগ্রাধ্য। এই সকল কারণে বলিয়াছি বা বলিতেছি, পঞ্চমী আহুতিতে অপের
পুরুষভাব, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিবহির্ভূত, যদি কেহ একপ বলেন, আপত্তি করেন,
তবে তৎপ্রত্যুত্তবার্থ বলা যাইতেছে যে, ঐ উক্তি সন্দেহ অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত নহে।
[হি...ভবতি] তৎপ্রতি হেতু এই যে, সেই অপ্ই প্রথমাগ্নির আহুতিতে শ্রদ্ধা-
শব্দে রুখিত হইয়াছে এবং তাহাই উপপন্ন হয়।

অপ্-অর্থেই শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ, ইহা স্বীকার করিলে প্রোক্ত প্রস্তাবের
উপক্রম, উপসংহার ও মধ্য, সমস্ত মিলিত হইয়া একবাক্য বা ঐক্যপ্রতিপাদক
হইতে পারে, নচেৎ একপ্রকার প্রশ্ন ও অত্ৰপ্রকার প্রত্যুত্তর হওয়ায় ঐ বাক্য
প্রলাপোক্তি তুল্য হইবে। অপ্ সকল পঞ্চমী আহুতিতে কিপ্রকারে পুরুষশব্দবাচ্য
হয়? শ্রুতি যদি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রথমাহুতিস্থানে অপ্ নহে—এমন কোন
পদার্থ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই একপ্রকার প্রশ্ন ও অত্ৰপ্রকার প্রত্যুত্তর
হওয়ায় একবাক্যতা ভঙ্গ ও ঐ বাক্য প্রলাপতুল্য হইবে। শ্রুতি “অপ্ পঞ্চমী
আহুতিতে পুরুষ শব্দ-বাচ্য হয়” এইরূপে উপসংহার করিয়া শ্রদ্ধাশব্দের অন্তর্গততাই
দেখাইয়াছেন। শ্রদ্ধাহুতি হইতে সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি জন্মে, সুতরাং সে সকল
শ্রদ্ধাজন্ত, এবং স্থূল ভাবপ্রাপ্ত হইলে সে সকলে অপ্-বাহন্য (জলীয়ভাগের
আধিক্য) দৃষ্ট হয়, তদনুসারে শ্রদ্ধাশব্দের গৌণার্থ অপ্। কার্য্যমাত্রই কারণের

যুক্তিঃ। কারণানুরূপং হি কার্য্যং ভবতি। ন চ শ্রদ্ধাখ্যঃ
প্রত্যয়ো মনসো জীবন্ত বা ধর্ম্মঃ সন্ ধর্ম্মিণো নিষ্কৃষ্য হোমা-
য়োপাদাতুং শক্যতে—পশ্বাদিভ্য ইব হৃদয়াদীনি, ইত্যাপ এব
শ্রদ্ধাশব্দা ভবেয়ুঃ। শ্রদ্ধাশব্দশ্চাপ্-স্পপদ্যতে, বৈদিকাৎ
প্রয়োগদর্শনাৎ “শ্রদ্ধা বা আপঃ” ইতি। তনুত্বঞ্চ শ্রদ্ধাসারূপ্যং
গচ্ছন্ত্যাপো দেহবীজভূতা ইত্যতঃ শ্রদ্ধাশব্দাঃ স্যুঃ। যথা
সিংহপরাক্রমো নরঃ সিংহশব্দো ভবতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-কর্ম্মসম-
বায়াচ্চাপ্-স্ব শ্রদ্ধাশব্দ উপপদ্যতে, মঞ্চশব্দ ইব পুরুষেষু।
শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দোপপত্তিঃ। “আপো হাস্মৈ শ্রদ্ধাং সং
নমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩। ১। ৫ ॥

শক্যতে। ন চাপ্যেবমোৎসর্গিকী কারণানুরূপতা কার্য্যন্ত যুক্ত্যতে। তস্মাচ্চ-
জ্ঞাহ্রয়মপ্-স্ব শ্রদ্ধাশব্দঃ প্রযুক্ত ইতি। সত এবাহ শ্রুতিঃ “আপো হ”
ইতি ॥ ৩। ১। ৫ ॥

অনুরূপ, কারণের বিরূপ নহে। (অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানাত্মক শ্রদ্ধা আছত্তির
অযোগ্য, সুতরাং প্রোক্তস্থলে সে শ্রদ্ধার গ্রহণ নহে)। [ন চ...ভবতি]
শ্রদ্ধা-নামক জ্ঞান মনের অথবা জীবাত্মার (গ্রাহাদি মতে) ধর্ম্ম, তাহা কেহ মন
হইতে অথবা আত্মা হইতে পশ্বাদি হইতে মাংসোৎকর্ষনের গ্রাহ উৎকর্ষন করতঃ
অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে পারে না; সে কারণেও বুঝা উচিত, ঐ শ্রদ্ধা-শব্দ জ্ঞান-
বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, অপ্ অর্থেই প্রযোজিত হইয়াছে। বেদেও
অপ্ অর্থে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—“শ্রদ্ধাই অপ্।” শ্রদ্ধা
হৃদয়, দেহবীজ অপ্ ও হৃদয়, তদনুসারে (হৃদয়তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া) শ্রদ্ধা-শব্দের
অপ্-বোধকতা সাধু বলিয়া গণ্য। সিংহপরাক্রম মনুষ্যে সিংহশব্দের প্রয়োগ
যদ্রূপ, শ্রদ্ধাসম হৃদয় অপে শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগও তদ্রূপ, অর্থাৎ উহা গৌণ
প্রয়োগ। [শ্রদ্ধা...শ্রুতেঃ] অপিচ, শ্রদ্ধাখ্য জ্ঞানের সহিত লৌকিক ও বৈদিক
ক্রিয়ার হেতু-হেতুমত্বাব সম্বন্ধ আছে। সে কারণেও তদবীভূত অপ্কে শ্রদ্ধা-শব্দে
উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন পুরুষকে মঞ্চ-শব্দে উল্লেখ করা যায়, সেই
রূপ। (মঞ্চস্থ পুরুষই শব্দ করে, কিন্তু লোকে বলে, মঞ্চ শব্দ করিতেছে)।
উল্লিখিত অপ্ শ্রদ্ধা-মূলক, সে কারণেও অপে শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগ। শ্রুতিও
বলিয়াছেন, “অপ্ ই পুণ্য কর্ম্মে যজমানের শ্রদ্ধা জগ্নায়।” ইত্যাদি।

অশ্রুতত্বাদিতি চেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৩ । ১ । ৬ ॥ *

অথাপি স্মৃৎ, প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যামাপঃ শ্রদ্ধাদিক্রমেণ পঞ্চম্যামাহতো পুরুষাকারং প্রতিপদ্যেরন, ন তু তৎসম্প্রদিক্তা জীবা রংহেয়ুঃ, “অশ্রুতত্বাৎ” । ন হত্ৰাপামিব জীবানাং শ্রাব-
য়িতা কশ্চিচ্ছব্দোহস্তু । তস্মাদ্ রংহতি সম্প্রদিক্ত ইত্যুক্ত-
মিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ । কুতঃ ? “ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ” ।
“অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভি-
সম্ভবন্তি” ইত্যুপক্রম্যেষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযানেন-

অসম্যর্থঃ পূৰ্ণমেবোক্তঃ । অগ্নিহোত্রে ষট্-স্বংক্রান্তি-গতি-প্রতিষ্ঠা-তৃপ্তি-পুনরা-

অপ্ শ্রদ্ধাদিক্রমে পঞ্চমী আহতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রশ্ন ও প্রতি-
বচন-শ্রুতির দ্বারা নির্ণীত হইলেও, জীব যে, অপ্-বেষ্টিত হইয়া দেহান্তর পাইবার
জন্ত গমন করে, তাহা নির্ণীত হয় না । কেন-না, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে
তাদৃশ অর্থের বোধক শব্দ নাই । যেমন অপ্-বোধক শব্দ আছে, তেমনি যদি
জীববোধক শব্দ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্বারা জীবের অপেব সহিত
গতি বুঝা যাইত, কিন্তু তাহা নাই । যেহেতু নাই, সেই হেতু “জীব অগ্নি-
বন্ধ হইয়া গমন করে” এ কথা অযুক্ত । এই আপত্তির প্রত্যুত্তর বা খণ্ডন এই
যে, সেরূপ শব্দ না থাকা দোষাবহ নহে । অর্থাৎ নিদর্শিত স্থলে সাক্ষাৎ তদর্থের
বোধক শব্দ না থাকিলেও “ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারী জীব চল্লোকে গমন কবে”
এই বাক্যের দ্বারা তদর্থের প্রতীতি হয় । [অথ...সামান্যং] “যাহা ইষ্টাপূর্ত্ত
ও দান করে এবং তদর্থ উপাসনা (ধ্যান) করে, তাহার প্রথমে ধূমে অভিসম্বৃত
অর্থাৎ ধূম প্রাপ্ত হয় ।” এই শ্রুতি বলিতেছেন, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মকারী জীব (যজ্ঞাদি
উপলক্ষ্যে দান ইষ্ট) তত্ত্বিগ্ন দান—বাপী কুপ তড়াগপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি—পূর্ত্ত)

* অন্ত নামাণাং ভিন্নবাক্যঃ সহ জীবো রংহতি, অশ্রুতত্বাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধস্তে । অশ্রুতত্বাৎ
শব্দৈরবোধিতত্বাৎ জীবো নান্তিঃ সন দেহান্তরপ্রতিপত্তয়ে রংহতীতি চেদ্রুচ্যতে, তন্মোচ্যতাম্ ।
কুতঃ ? ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ । প্রতীতে ইষ্টাদিকারিণাং জীবানামন্তিঃ সহ গতিঃ শ্রদ্ধাহতি-
বাক্যাৎ । বিবরণস্ত ভাবো দৃষ্টব্যম্ ।

শ্রদ্ধাশব্দে অপ্ ও অপের পরিধায় পুরুষ, এতদ্বত্তর স্বীকার করিলেও অপের সহিত জীবের
গমন হয়, এ কথা অস্বীকার্য্য । কারণ, ঐ তত্ত্ব অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে তদ্বোধক শব্দ নাই ।
যদি কেহ এল্পপ বলেন, তবে তদ্বত্তরে বলা যায় যে, তাহা নহে । অর্থাৎ সে কথা বলিবার উপায়
নাই । কারণ, ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্মকারী জীব ধূমাদি অবলম্বনে—পিতৃযান পথে চল্লোকে যায়,
গমন কবে, এই বাক্যে অপের সহিত জীবের গমন প্রতীত হয় । ভাব্য দেখ, বিবরণ পাইবে ।

পথা চন্দ্রপ্রাপ্তিং কথয়তি—“আকাশাচ্চন্দ্রমসমেব সোমো রাজা” ইতি, ত এবাহাপি প্রতীয়ন্তে “তস্মিন্নেতস্মিন্নম্যৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্মা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি” ইতি শ্রুতিসামান্যং।

তেষাঞ্চামিহোক্তে-দর্শপূর্ণমাসাদিকর্মসাধনভূতা দধিপয়ঃ-প্রভৃতয়ো দ্রবদ্রব্যভূয়স্তাং প্রত্যক্ষমেবাপঃ সম্ভবন্তি, তা আহবনীয়ে হুতাঃ সূক্ষ্মা আহুত্যোহপূর্বরূপাঃ সত্যস্তানিষ্ঠাদিকারিণ আশ্রয়ন্তি। “তেষাঞ্চ শরীরং নৈধনেন বিধানেনান্ত্যোহুগ্নাবৃত্তিজো জুহ্বতি—“অসৌ স্বর্গায় লোকায স্বাহা” ইতি। ততস্তাঃ শ্রদ্ধাপূর্বক-কর্মসমবায়িত্ব আহুতিময্য আপোহপূর্বরূপাঃ সত্যস্তানিষ্ঠাদিকারিণো জীবান্ পরিবেষ্ট্যামুং লোকং ফলদানায় নয়ন্তীতি যৎ, তদত্র জুহোতিনাভিধীয়তে—“শ্রদ্ধাং জুহোতি” ইতি। তথাচামিহোক্তে ষট্ প্রমীনির্বচনরূপেণ

বৃত্তি-লোকপ্রত্যুখাষিদ্ধিসমিদ্ধ মাচ্চিবঙ্গারবিস্কুলিঙ্গেষু প্রমাণাঃ ষট্, তেষাং যঃ সমাহাবঃ ষরাং, সা ষট্ প্রমী, তস্মা নিকপণং প্রতিবচনম্ ॥ ৩।১।৬ ॥

ধুমাদিক্রমে পিতৃযান পথে চন্দ্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করে। এ অর্থ “আকাশ হইতে চন্দ্রনা প্রাপ্ত হয়, ইনি সোমবাজ” এতৎশ্রুতিতেও প্রতীত হইতেছে। “দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহতি দান করেন, সেই আহুতি হইতে রাজা সোম উৎপন্ন (পবিপুষ্ট) হন” এ শ্রুতিতেও সোমবাজ-শব্দ থাকায় শ্রদ্ধা-শব্দ-কথিত অপের সহিত জীবের চন্দ্রলোকগতি প্রতীত হয়।

[তেষাঞ্চ ..জুহোতীতি] অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকর্মের সাধন (উপকরণ) দধি, দুগ্ধ ও সোমরস প্রভৃতি—সমস্তই দ্রববহুল, স্নাতরাং সে সকল অগ্নি বলিয়া গণ্য। হোমকর্মের দ্বারা সে সকল হস্ততা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমাণুভাবপ্রাপ্ত হয়, হইয়া অপূর্ণ বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হয়। অবশেষে তাহা যজ্ঞাদিকাবীকে আশ্রয় কবে। পূর্বোক্তগুণ তাহাদের সেই শরীর মরণ-নিমিত্তক অন্ত্যোষ্টিবিধানে অন্ত্য অগ্নিতে (শ্মশানাগ্নিতে) হোম করে—মন্ত্রপাঠ-পূর্বক নিক্ষেপ কবে। মন্ত্রেব অর্থ এই—“এই যজমান স্বর্গ উদ্দেশে গমন করিয়াছেন”। অনন্তর সেই শ্রদ্ধাপূর্বক পূর্বদেহাহুষ্টিত কর্ম-সম্পর্কযুক্তা আহুতি-ময়ী হস্ত অগ্নি অপূর্ণ, অদৃষ্ট বা পুণ্যরূপে (ভবিষ্যদ্বাহের বীজ বা ভবিষ্যৎ পরিণামেব শক্তিবিশেষরূপে) পরিণত হইয়া তাহাকে বেঁধেন করতঃ অল্পরূপ ফলদানার্থ (পুনর্ভোগ প্রদানার্থ) সেই সেই লোকে লইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারই শক্তিতে জীব পুনর্বাষ ভোগায়তন (দেহ) লাভ করে। এই তত্ত্বটী “শ্রদ্ধাং জুহোতি” এতৎকো জুহোতি-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। [তথাচা.. শ্রিয়াতে]

বাক্যশেষেণ “তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ” ইত্যেব-
মানদিনাহ্মিহোত্রাহত্যোঃ ফলারম্ভায় লোকান্তরপ্রাপ্তির্দর্শিতা।
তস্মাদাহুতিময়ীভিরাস্তিঃ সম্পরিস্কৃত্য জীবা রংহন্তি স্বকৰ্মফলোপ-
ভোগ্যেতি শ্লিষ্যতে ॥ ৩। ১। ৬ ॥

কথং পুনরিদমিচ্ছাদিকারিণাং স্বকৰ্মফলোপভোগ্য রংহণং
প্রতিজ্ঞায়তে, যাবতা তেষাং ধূমপ্রতীকেন বহ্নানা চন্দ্রমসমধিটানা-
মন্নভাং দর্শয়তি “এষ সোমো রাজা, তদেবানামন্নং, তদেবা
ভক্ষয়ন্তি” ইতি। “তে চন্দ্রং প্রাপ্যন্নং ভবন্তি, তাংস্তত্র দেবা
যথা সোমং রাজানমাপ্যন্নমাপক্ষীয়স্বৈত্যেবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি”
ইতি চ সমানবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্। ন চ ব্যাখ্যাতিভিরিব দেবৈর্ভক্ষ্য-
মাণান্নমুপভোগঃ সম্ভবতীত্যত উত্তরং পঠতি—

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং শক্যতে—“কথং পুনঃ” ইতি। সোমং রাজানমাপ্যন্ন-
মাপক্ষীয়স্বৈতি। এবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তীতি ক্রিয়াসমভিহারেণাপ্যন্নমাপক্ষ্যে
যথা সোমং, তথা ভক্ষয়ন্তি। সোমময়ান্ লোকানিত্যর্থঃ। অত উত্তরং পঠতি—

অগ্নিহোত্র প্রকরণের শেষে ছয়টি প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তরবাক্য আছে, * সে
বাক্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে, যজ্ঞমানেব ফলোৎপাদনার্থ অর্থাৎ ভবিষ্যন্তোগার্থ
তৎসঙ্গে যজ্ঞতাপ্রাপ্ত সেই সেই অগ্নিহোত্রাহতিনিচয় লোকান্তরপর্যন্ত গমন
কবে। এ সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, জীব আহুতিময়ী অপ্পরিবেষ্টিত
হইয়াই স্বকৰ্মফলভোগের নিমিত্ত গমন করে ॥ ৩। ১। ৬ ॥

[কণ্ঠ...পঠতি] প্রশ্ন—ইষ্টাপূর্তাদিকারী অর্থাৎ ঐ সকল পুণ্যকৰ্মকারী জীব
স্বকৃত কৰ্মেব ফলভোগার্থ অপ্পরিবেষ্টিত হইয়া গমন কবে, এ প্রতিজ্ঞা কিরূপে
সমর্থিত হইতে পাবে? অতঃ এক শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহারা ধূমাবলম্বনপূর্বক
পিতৃগণ পশ্বে গমন করতঃ চন্দ্র প্রাপ্ত হয়, তাহারা দেবগণের অন্ন (ভক্ষ্য) হয়।
যথা—“এই চন্দ্র রাজা, ইনি দেবতাদেব অন্ন, দেবতারা ইহাকে ভক্ষণ করেন।”
“যাহারা চন্দ্রপ্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাহাদিগকে চন্দ্রের ত্রায় পুনঃ পুনঃ
আস্বাদন করতঃ ভক্ষণ করেন।” এ শ্রুতিও পূর্ব শ্রুতির সহিত সমানার্থক।
অতএব, দেবতারা যাহাদিগকে ভক্ষণ কবে—ব্যাখ্যানের দ্বারা উদরস্থ করে, কি
প্রকারে তাহাদের স্বকৰ্মফলভোগ হইবে? ইহার প্রত্যুত্তর—

* মহারাজ জনক রাজবাক্যকে অগ্নিহোত্রাহতি সম্বন্ধে ছয়টি প্রশ্ন করেন। তদ্বাচা—তুমি কি
সাব্যকালের ও প্রাতঃকালের আহুতির উৎক্রান্তি, পতি, প্রতিষ্ঠা, তপ্তি, পুনঃগমন ও লোকের
অর্থাৎ ভোগ্যতনের উত্থান (উৎপত্তি) জান? রাজবাক্য ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দেন।
তদ্বাচা—সেই এই আহুতিস্থ হবনের পর উৎক্রান্ত হয়, পরে তাহা অন্তরিক্ষপথে দ্ব্যলোকে
যায, দ্ব্যলোকরূপ আচবনীরকে প্রতিষ্ঠা করে,—দ্বীলোকে পরিভূক্ত করে, পরে তাহা তথা

ভাক্তং বানাত্মবিদ্বাৎ তথা হি দর্শয়তি

॥৩।১।৭॥*

বাশব্দশ্চোদিত-দোষব্যাবর্তনার্থঃ । ভাক্তমেবামমত্বং, ন মুখ্যম্ । মুখ্যে হ্মন্তে “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যেবঞ্জাতীয়কাধিকারশ্রুতিরূপরূপোক্ত্যত । চন্দ্রমণ্ডলে চেদিষ্টাদিকারিণামুপভোগো ন স্যাৎ, কিমর্থমধিকারিণ ইষ্টান্ত্রায়াসবহুলং কৰ্ম্ম কুৰ্য্যুঃ । অম্লশব্দশ্চোপভোগহেতুত্বসামান্যাদনন্নেহ প্যুপচর্য্যমাণো দৃশ্যতে—যথা “বিশোহ্মং রাজ্ঞাং, পশবোহ্মং বিশাম্” ইতি । তন্মাদিষ্ট-স্ত্রীপুত্র-মিত্রাদিভিরিব গুণভাবোপগতৈরিষ্টাদিকারিভি-

কৰ্ম্মজনিতফলোপভোগকর্তা হৃদিকারী ন পুনরুপভোগ্যঃ । তন্ম্যচ্ছন্দ-সালোক্যমুপগতানাং দেবাদিত্য্যক্তে স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি যাগভাবনায়ঃ কত্র-

বা-শব্দের প্রয়োগে প্রদত্ত দোষের নিষেধ দেখান হইয়াছে । অর্থাৎ ঐ দোষ বা ঐ আপত্তি হইতে পারে না । কারণ, ঐ অম্লত্ব-কথন মুখ্য নহে ; কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক । ঐ অম্লত্ব মুখ্য হইলে অর্থাৎ চর্য্যপূর্বক নিগরণীয়রূপ হইলে (গেলা বা গলাধঃকরণ করা হইলে), “অধিকারী স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক” ইত্যাদি শ্রুতি নিরুদ্ধা হয় । লোকসকল সুখভোগের লোভেই যাগে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে বা স্বর্গে গিয়া যদি সুখের পরিবর্তে দেবতার ভক্ষ্য হইতে হয়, তাহা হইলে লোকে কিজন্ত ক্লেশকর যজ্ঞাদি করিবে? করিবে না । না করিলেই ঐ ঐ শাস্ত্রের নিরোধ বা আনর্থক্য হইল । অতএব, শাস্ত্র-সার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত বলিতে হইবেক, মানিতে হইবেক, ঐ অম্ল-শব্দ গোণ, মুখ্য নহে । যেমন ভক্ষ্য দ্রব্য সকল ভোগের সাধন (উপকরণ), তেমনি, চন্দ্রলোকগত জীবেরাও দেবগণের ভোগের সাধন (উপকরণ) । শ্রুতি এই অভিপ্রায়েই চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত জীবদিগকে দেবগণের অম্ল বলিয়াছেন । শত শত স্থানে ভোগোপকরণত্ব বিধায় অনল্পপদার্থে ও অম্লশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ দেখা যায় । যেমন রাজগণের অম্ল বৈশ্ব এবং বৈশ্বের অম্ল,পশু, ইত্যাদি । (বৈশ্বেরা রাজাদিগের ভোগের উপায়, সে বিধায় তাহারা রাজাদিগের অম্ল অর্থাৎ ভোগের জৈনিব) । [তন্মা...বার-য়তি] অতএব, ইহ-লোকে মনুষ্যেরা যেমন ব্যক্তি জ্ঞী, পুত্র ও মিত্রাদি লইয়া হইতে পুনরাগত হয়, অনন্তর পৃথিবীতে পুরুষ ও স্ত্রীদেহে হত হয়, তৎপরে তাহা পুরুষাকারে উৎখিত অর্থাৎ উৎপন্ন বা পরিণত হয় ।

* তেবাম্লত্বকথনং ভাক্তং, ন তু চর্য্যনিগরণার্থাৎ মুখ্যম্ । হি বতঃ শ্রুতিরপ্যানাত্মবিদ্বান্তেবানাত্মবিদ্বাদেব তথা দর্শয়তি—পশুবন্দেবভোগ্যতাং ব্যাপয়তি, ন তু চর্য্যগীতভাবমিতি সূত্রার্থঃ ।

চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত পুণ্যকৰ্ম্মকারী জীব দেবতার অম্ল অর্থাৎ ভক্ষ্য, এ কথা মুখ্য নহে, কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক । কেননা, তাহারা অনাত্মবিৎ—পঞ্চাশ্চিদ্ভাবিৎ নহে । যেহেতু তাহারা পঞ্চাশ্চিদ্ভাবিৎ নহে, সেই হেতু শ্রুতি তাহাদিগকে পশুর স্তায় দেবভোগ্য বলিয়াছেন ।

যৎ সুখবিহরণং দেবানাং, তদেবৈবাং ভক্ষণমভিপ্রেতং, ন মোদকাদিবচ্চর্ষণং নিগরণং বা। “ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্। তৃপ্যন্তি” ইতি হি শ্রুতির্দেবানাং চর্ষণাদিব্যাপারং বারয়তি। তেষাঞ্চেষ্টাদিকারিণাং দেবানু প্রতি গুণভাবোপগতানামপ্যুপভোগ উপপদ্যতে রাজোপ-জীবিনামিব পরিজনানাম্।

অনাত্মবিদ্বাচ্ছেষ্টাদিকারিণাং দেবোপভোগ্যতাব উপপদ্যতে। তথা হি শ্রুতিরনাত্মবিদাং দেবোপভোগ্যতাং দর্শয়তি—“অথ যোহন্ত্যাং দেবতামুপাস্তেহন্তোহসাবন্তোহহমস্মীতি, ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্” ইতি। স চাস্মিন্নপি লোক ইষ্টাদিভিঃ কশ্মভিঃ প্রীণয়ন্ পশুবদেবানামুপকরোতি, অমুস্মিন্নপি লোকে

পেক্ষিতোপায়ভারূপ-বিধিশ্রুতিবিরোধাদনশব্দো ভোক্তৃণামেব সতাং দেবোপ-জীবিতামাত্রেণ ভোক্তো গময়িতব্যঃ, ন তু চর্ষণনিগরণাভ্যাং মুখ্য ইতি।

সুখে বিহার করে, সেই সেই জীপুত্রাদি যেমন সেই বিহর্ত্তী পুরুষের ভোগের উপকরণ, তেমনি দেবতারও ইষ্টপূর্ত্তাদি পুণ্যকৰ্ম্মকারী সেই সেই জীবদিগকে লইয়া সুখে বিহার করেন, তদনুসারে তাঁহারা দেবগণের ভোগের সাধন,—অন্নের দ্বারা উপকরণ,—সুতরাং অন্ন। শ্রোক্তৃস্থলে ঐরূপ অন্নই অভিপ্রেত, এবং ঐরূপ ভক্ষণই অন্ন-শ্রুতির তাৎপর্য। যে ভক্ষণ চর্ষণ ও নিগরণ (গিলিয়া ফেলা) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, নিদর্শিত স্থলে সেক্ষণ ভক্ষণ নহে। মনুষ্য মোদক চর্ষণ করে, চর্ষণ করিয়া নিগরণ (গলাধঃকরণ) করে, তাহাকেই লোকে মুখ্য ভক্ষণ বলে। কিন্তু দেবতার চন্দ্রলোকগত জীবকে সেক্ষপে, ভক্ষণ করেন না, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের মোদকাদির দ্বারা অন্ন নহেন। “দেবতার গলাধঃকরণরূপ ভক্ষণ ও পান করেন না, তাঁহারা সেই সেই অমৃত (সুখসাধন) দেখিয়াই তৃপ্ত হন।” এ শ্রুতিও দেবগণের চর্ষণাদি ব্যাপার নাই বলিয়াছেন। [তেষাং...গম্যতে] যেমন রাজোপজীবী পরিজনগণের সুখভোগ সম্ভবে ও উপপন্ন হয়, তেমনি, দেবজগদী ইষ্টাদিকারী জীবেরও স্বকৰ্ম্মফলভোগ সম্ভব ও উপপন্ন হয়।

ইষ্টাদিকারীর কৰ্ম্মী, তাহারা আত্মতত্ত্ব নহে, সেই জন্ত তাহারা দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগোপকরণ। শ্রুতিও অনাত্মজ জীবের দেবভোগ্যতা দেখাইয়া-ছেন। যথা—“যে উপাসক আত্মভিন্ন দেবতার উপাসনা করে, আমি এই ও ইনি আমার উপাস্ত্র, এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি অবলম্বন করে, সে আপনাকে জানে না অর্থাৎ সে অনাত্মজ। যজ্ঞপশু; সেও দেবগণের নিকট তজ্ঞপ।” সে এ লোকে যাগ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের দ্বারা দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ পশুর দ্বারা কৃষিকৰ্ম্মোপযোগী পশু (বলদ) যেমন গৃহস্থের ভোগ্য (ভোগসাধন), তেমনি অনাত্মবিদ লোকও দেবতারের ভোগ্য অর্থাৎ হনির্ভোগসাধন।

তদুপজীবী তদাদিক্ৰিঃ ফলমুপভূজ্ঞানঃ পশুবদেব দেবানামুপ-
করোতীতি গম্যতে ।

“অনাঅবিত্তাঃ তথা হি দর্শয়তি” ইত্যস্তাপরা ব্যাখ্যা ।
অনাঅবিদো হ্যেতে কেবলকর্শ্শিণ ইষ্টাদিকারিণো ন জ্ঞান-
কর্শ্শসমুচ্চয়ানুষ্ঠায়িনঃ । পঞ্চাগ্নিবিদ্যামিহাঅবিত্তোভ্যুপচরন্তি,
প্রকরণাৎ । পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিহীনত্বাচ্ছেদমিষ্টাদিকারিণাং গুণ-
বাদেনান্নত্বমুদ্ভাব্যতে—পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রশংসায়ৈ । পঞ্চাগ্নিবিদ্যা
ইহ বিধিৎসিতা, বাক্যতাৎপর্য্যাবগমাৎ । তথা হি ঋত্যন্তরং
চন্দ্রমণ্ডলে ভোগসম্ভাবং দর্শয়তি “স সোমলোকে বিভূতি-
মনুভূয় পুনরাবর্ততে” ইতি । তথান্যদপি ঋত্যন্তরং “অথ যে
শতং পিতৃণাং ক্ষিতলোকানামানন্দাঃ, স একঃ কর্শ্শদেবানামা-

অত্রৈবার্থে ঋত্যন্তরং সম্বচ্ছত ইত্যাহ—“তথা হি দর্শয়তি” ঋতিবর্ণাআবিদ্যাম-
নাঅবিত্তাদেব পশুবদোবোপভোগ্যতাং, ন তু চর্কণীয়তয়া । যথা হি বলীবর্দ্ধাদয়ো
ভূজ্ঞানো অপি স্বফলং স্বাগিনো হলাদিবহনেনোপকূর্ষণা ভোগ্যাঃ, এবং পরমতত্ত্বম-
বিদ্যাংস ইষ্টাদিকারিণ ইহ দধিপয়ঃপুরোডাশাদিনামুষ্ণিঃচ লোকে পরিচারকতয়া
দেবানামুপভোগ্যা ইতি ঋত্বার্থঃ । অথ বা ‘অনাঅবিত্তাত্তথা হি দর্শয়তীত্যস্তাত্তা
ব্যাখ্যা’ আঅবিং পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিং, ন আঅবিং অনাঅবিং । যো হি পঞ্চাগ্নি-
বিদ্যাঃ ন বেদ, তং দেবা ভক্ষয়ন্তীতি নিন্দ্যতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং স্তোতুং, তস্তা এব
উপকার কবে, এবং পরলোকেও দেবোপজীবী হইয়া দেবতাদের আদেশ প্রতি-
পালনপূর্ব্বক স্থোপার্জিত কর্শ্শের ফলভোগ ও পশুব ত্রায় দেবোপকার করিতে
থাকে ।

[অনাঅ...ষ্ঠায়িনঃ] অত্র প্রকার ব্যাখ্যা এই যে, ইষ্টাদিকর্শ্শকারীরা
কেবল কর্শ্শী, আঅবিং নহে, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্শ্শ, উভয়ানুষ্ঠায়ী নহে । [পঞ্চাগ্নি...
দর্শয়তি] অনাঅজ জীব দেবভোগ্য হয়, এই বাক্যে যে, আঅজ বা আঅবিদ্যা
অভিহিত হইয়াছে, প্রকরণ অনুসারে তাহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে পর্য্যবসিত, অর্থাৎ
পঞ্চাগ্নিবিদ্যাই উপচার ক্রমে আঅবিদ্যা-শব্দে কথিত হইয়াছে । ইষ্টাদিকারীরা
পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-বিহীন, অর্থাৎ তাহারা পঞ্চাগ্নি উপাসনায় অনভিজ্ঞ বলিয়া পঞ্চাগ্নি-
বিদ্যার প্রশংসার্থ ও তদনভিজ্ঞদিগের নিন্দার্থ ইষ্টাদিকর্শ্শকারীদিগকে দেবগণের
অঙ্গ বলা হইয়াছে । প্রোক্ত বাক্যের বেরূপ তাৎপর্য্য, তাহাতে স্থির হয়, পঞ্চাগ্নি-
বিদ্যাই ঐ প্রকরণের বিধিৎসিত । চন্দ্রমণ্ডলে যে, ভোগ আছে, তাহা ঋত্যন্তরেও
প্রদর্শিত হইয়াছে । যথা—“সেই উপাসক জীব চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া
পুনরাবর্ত্তিত হয় ।” এ কথা অত্র ঋতিতেও আছে । যথা—“ক্ষিতলোকজয়ীদিগের যে
বেশত আনন্দ, তাহা কর্শ্শদেবদিগের এক আনন্দ । যাহারা কর্শ্শের দ্বারা দেবত্ব লাভ করে,

নন্দঃ—যে কৰ্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে” ইতীষ্টাদিকারিণাং দেবৈঃ সহ সম্বসতাং ভোগপ্রাপ্তিং দর্শয়তি । এবং ভাক্তত্বাদন্ন-ভাববচনশ্চেষ্টাদিকারিণো জীবা রংহন্তীতি প্রতীয়ন্তে । তস্মাদ্ রংহতি সম্পরিষক্ত ইতি যুক্তমেবোক্তম্ ॥ ৩। ১। ৭ ॥

কৃতাত্যয়েহনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং

যথৈতমনেবঞ্চ ॥ ৩। ১। ৮ ॥ *

ইষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা বজ্রানা চন্দ্রমণ্ডলমধিকৃতানাং ভুক্তভোগানাং ততঃ প্রত্যবরোহ আন্মায়তে “তস্মিন্ যাবৎ ঐক্যতয়াৎ । তদনেনোপচারস্ত প্রয়োজনযুক্তম্ । উপচারনিমিত্তাগতুপপত্তি-মাহ—“তথা হি দর্শয়তি” শ্রুতির্জ্যৈক্যম্ । “স সোমলোকে বিভূতিমন্ন-ভূয়” ইতি । শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩। ১। ৭ ॥

“যাবৎ সম্পাতমুযিত্বা” ইতি । যাবতুপবন্ধাৎ “যৎকিঞ্চৈহ কন্নোত্যয়ম্” ইতি চ

তাহারী কৰ্ম্মদেব ।” এ শ্রুতিতেও ইষ্টাদিকৰ্ম্মকারীর দেবগণের লহিত বসতি ও সুখভোগ শ্রুত হইতেছে । [“এবং...যুক্তমেবোক্তম্”] অতএব, শ্রুতি যে বলিয়া-ছেন, ইষ্টাদিকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া দেবগণের অন্ন হয়, প্রদর্শিত কারণে তাহা মুখ্য নহে : কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ গোণ । যেহেতু গোণ, সেই হেতু হত্বকারের “রংহতি সম্পরিষক্তঃ” এ কথা বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ৩। ১। ৭ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদিকৰ্ম্মকারী ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে আরোহণ করে—আবার ভোগান্তে পুনরবতরণ করে, ইহা শ্রুতিকৰ্ত্ত্বক কথিত হইয়াছে । যথা—“যাবৎ কৰ্ম্ম, তাবৎ সেই চন্দ্রলোকে বাস করে ; পরে, যথাগত পথে এতল্লোকে পুনরাগত

* ইষ্টানীমাগতিং নিরূপয়তি । কৃতস্ত অনুষ্ঠিতস্ত ইষ্টাদে: কৰ্ম্মণ: অত্যায়ে ভোগেনোপকর্যে সতি, অনুশয়বান্ ভুক্তবশিষ্টকৰ্ম্মণা সহিতচন্দ্রলোকাদিনং লোকমবরোহতাগচ্ছতি পুনর্জন্ম-প্রতিপত্ত্বত ইত্যর্থ: । কৃত এতজ্জায়তে ? তত্রাহ দৃষ্টেতি । • শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থ: । কেন পথাবরোহতীত্যপেক্ষান্নামাহব্যর্থতি । যথৈতং যথাগতং যেন মার্গেণ গতবান্, তেনৈব মার্গেণ, অনেবঞ্চ তথিপর্ধ্যয়েণ চ । বিপর্ধ্যয়েহধিকোহব্দ্ভাদি: ।

বাহারা এই লোকে ইষ্টাদিকৰ্ম্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে চন্দ্রলোকে গিয়াছে, তাহারা সে স্থানে নিরন্তর কৰ্ম্মানুরূপ সুখসন্তোগ করিতে থাকে । ভোগ করিতে করিতে ক্রমে পুণ্যক্ষয় হয় । পুণ্যক্ষয় হইলে সে স্থানে আর থাকিতে পারে না । কিছু শেষ থাকিতে থাকিতেই তাহারা পুনর্বার এতল্লোকে আগমন করে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে । এ তথা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রদ্বিত । তাহারা যে পথে ও যে ক্রমে চন্দ্রারোহণ করিয়াছিল, অবতরণকালে সেই পথে ও সেই ক্রমে পৃথিবীতে আগমন করে । শ্রুতিতে আরোহণপথের বৈকল্য ক্রম বর্ণিত আছে, অবরোহণ-পথের ক্রমে উল্লেখ করা কিছু অধিক পদার্থ কথিত হইয়াছে । সে অধিক পদার্থ অল্প অর্থাৎ আকাশ প্রভৃতি কএকটি ।

সম্পাতমুষিত্বাহৈতমেবাখ্যানং পুনর্নিবর্তন্তে যথৈতম্” ইত্যা-
রভ্য যাবৎ “রমণীয়চরণা ব্রাহ্মণাদিযোনিমাপদ্যন্তে, কপুয়চরণাঃ
শ্বাদিযোনিম্” ইতি। তত্রৈদং বিচার্যতে। কিং নিরনুশয়া ভুক্ত-
কৃৎস্নকর্মাণোহবরোহন্তি, আহোশ্বিং সানুশয়া ইতি। কিস্তাবৎ
প্রাপ্তম্? নিরনুশয়া ইতি। কুতঃ? যাবৎসম্পাতমিতি বিশে-
ষণাৎ। ‘সম্পাত’শব্দেনাত্র কর্মাশয় উচ্যতে—সম্পতস্ত্যনেনা-
স্মাল্লোকাদমুং লোকং ফলোপভোগায়েতি। যাবৎ সম্পাতমুষি-
ত্বৈতি চ কৃৎস্নস্য তস্য কৃতস্য তত্রৈব ভুক্ততাং দর্শয়তি। “তেবাং
যদা তৎ পর্য্যবৈতি” ইতি চ শ্রুত্যন্তরেণৈষ এবার্থঃ প্রদর্শ্যতে।

স্মাদেতৎ। যাবদমুশ্লিলোকে উপভোক্তব্যং কর্ম, তাবদুপ-
ভুক্ত ইতি কল্পয়িষ্যামীতি, নৈবং কল্পয়িতুং শক্যতে, “যৎ
কিঞ্চ” ইত্যন্যত্র পরামর্শাৎ।

যৎকিঞ্চৈহ কর্ম কৃতং, তস্মাস্তং প্রাপ্যেতি শ্রবণাৎ। প্রায়শ্চ চৈকপ্রবৃট্টকেন
সকলকর্মাভিব্যঞ্জকত্বাৎ। ন খৰ্ভভ্যক্তিনিমিত্তস্ত সাধারণোহভিব্যক্তিনিয়মো যুক্তঃ।
ফলদানাভিমুখীকরণকাভিব্যক্তিঃ। তস্মাৎ সমস্তমেব কর্মফলমুপভোক্তবৎ স্বফল-
বিরোধি চ কর্ম। তস্মাচ্ছূতেকপদন্তেচ নিরনুশয়ানামেব চরণাদাচারাদবরোহো
ন কর্মণঃ। আচারকর্মণী চ শ্রুতে: প্রসিদ্ধভেদে। “যথাকারী যথাকারী তথা ভবতি”

হয়। রমণীয়াচারীরা ব্রাহ্মণাদি যোনিতে ও পাণ্ডাচারীরা কুকুরাদি যোনিতে—।”
ইত্যাদি। [তত্রৈদং...প্রদর্শ্যতে] এ বিষয়ে এই বিচার উপস্থিত হইতেছে যে,
তাহারা নিঃশেষিতরূপে কর্মফলভোগ করিয়া অবতরণ করে? কি কিছু শেষ
থাকিতে অবতরণ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, নিরনুশয় হইলে অর্থাৎ সঙ্কিতা-
দৃষ্ট নিঃশেষিত হইলে অবতরণ করে। কেন-না, ঐ স্থানে “যাবৎ সম্পাতং”—
সম্পতন পর্য্যন্ত চক্ষুলোকে বাস করে, এইরূপ উক্তি আছে। যাহার দ্বারা ফল-
ভোগার্থ সম্যক পরিপতিত হয়, গমন করে, এই ব্যাপ্তিতে সম্পাতশব্দে কর্মাশয়,
স্মৃতরাং “যাবৎসম্পাতং”—শ্রুতি সেখানে সমুদায় কর্মের ফলভোগ বলিয়াছেন।
“যখন সেই ইষ্টাদিপুণ্যকর্মকারীদিগের কর্ম (পুণ্য) পরিষ্কীর্ণ হয়—তখন তাহারা
পুনর্বার এই লোকে আইসে।” এ শ্রুতিও ঐ অর্থ দেখাইয়াছেন—বলিয়াছেন।

[স্মাদেতৎ...দর্শয়তি] যে পরিমাণ কর্ম সেই লোকের উপভোগপ্রদানে
শক্ত—সেখানে সেই পরিমাণ কর্মের ফলভোগ হয়, এরূপ কল্পনা করিতে পার
না। কারণ যে, অন্ত শ্রুতিতে “যৎকিঞ্চ”—যে কিছু—এইরূপ বিশেষণ আছে।
যথা—“জীব ইহলোকে যে-কিছু কর্ম করে, ভোগের দ্বারা সে সমস্তের অন্ত
অর্থাৎ নাশ হইলে পুনঃ কর্ম করিবার জন্ত ইহলোকে আগমন করে।” এই

“প্রাপ্যাস্তং কৰ্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চৈহ করোত্যয়ম্।

তস্মাল্লোকং পুনর্যেত্যস্মৈ লোকায কৰ্ম্মণে ॥”

ইতাপ্যপরা শ্রুতিৰ্থং কিঞ্চৈত্যবিশেষপরামর্শেন কৃৎস্নস্তেহ-
কৃতস্য কৰ্ম্মণস্তত্র ক্ষয়িততাং দর্শয়তি। অপি চ, প্রায়ণমনা-
রক্ষফলস্য কৰ্ম্মণোহভিব্যঞ্জকম্। প্রাক্ প্রায়ণাদারক্ষফলেন
কৰ্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্ত্যভিব্যক্ত্যনুপপত্তেঃ। তচ্চাবিশেষাৎ যাবৎ
কিঞ্চিদনারক্ষফলং, তস্য সৰ্ব্বস্ত্যভিব্যঞ্জকম্। ন হি সাধারণে
নিমিত্তে নৈমিত্তিকমসাধারণং ভবিতুমর্হতি। ন হ্যবিশিষ্টে
প্রদীপসম্মিধৌ ঘটোহভিব্যজ্যতে, ন পট ইতুপপদ্যতে।
তস্মান্নিরনুশয়া অবরোহন্তীত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—কৃতা-
ত্যেহনুশয়বানিতি।

ইতি। তথা চ রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইত্যাদ্যরমেব ধোনিনিমিত্তমুপদিশতি, ন
তু কৰ্ম্ম, ত্রাতাং বা কৰ্ম্মশীলে যে অপ্যবিশেষণোহনুশয়স্তথাপি, যত্প্যয়মিষ্টাপূর্ত্তকারী
স্বয়ং নিয়ন্তুর্যোভুক্তভোগদ্বাং, তথাপি পিত্তাদিগতানুশয়বশাত্ত্বিপাকান্ জাত্যানু-
ভোগাংশ্চন্দ্রলোকাদবরুহানুভবিত্বাৎ। অর্থাৎ হতস্ত স্কৃততদ্রুতাত্যামতস্ত
তৎসম্বন্ধিনস্তৎফলভাগিতা—“পতত্যর্দ্ধশরীরেণ যন্ত তার্থ্য্য স্তরাং পিবেৎ”
ইত্যাদি। তথা শ্রাদ্ধবৈবধানরীয়েষ্টাদেঃ পিতাপুত্রাদিগামিফলশ্রুতিঃ। তস্মাদ্-
যাবৎ সম্প্রতিমিত্তাপ্রজমাহুরোদ্ধাৎ যৎ কিঞ্চৈহ করোতীতি চ শ্রুতাস্তরাহুসারাদবম-
শ্রুতি নিকীর্ষশেষরূপে যৎকিঞ্চ—যে-কিছু—এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে
দেখাইয়াছেন, জানাইয়াছেন, এতল্লোককৃত সমস্ত কৰ্ম্ম ই চন্দ্রলোকে ভোগদ্বা
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। [অপিচ...পদ্যতে] অত্র হেতু এই যে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যুক্তান্তর
এই যে, মরণ যাবস্ত অনারক্ষফল কৰ্ম্মের অভিব্যঞ্জক। যে সকল কৰ্ম্ম ফলদানে
উন্মুখ হয় নাই, সঞ্চিত বা স্তিমিত থাকে, মরণ উপলক্ষ্যে সে সকল ফলদানে
উন্মুখ বা উদ্যত হয়। অতএব, মরণের পূর্বে অনারক্ষফল কৰ্ম্ম সকল আরক্ষ-
ফল কৰ্ম্মে প্রতিবদ্ধ থাকারূপে তৎকালে (মরণের পূর্বে) সে সকলেব অভিব্যক্তি
হওয়া অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। যখন কোন বিশেষাভিধান নাই, তখন ইহাই
বুঝিতে হইবে যে, যে-কিছু সঞ্চিত বা স্তিমিত, (অনারক্ষফল) কৰ্ম্ম থাকে—মরণ
সে সমুদায়কে অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলদানে উন্মুখ করে। নিমিত্ত বা কাৰণ সাধা-
রণ; নৈমিত্তিক বা কাৰ্য্য অসাধারণ, ইহা কোনও ক্রমে সঙ্গত হয় না। দীপের
নৈকট্যাঙ্গি সম্বন্ধের কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই, অথচ ঘট অভিব্যক্ত হয় ও পট
অভিব্যক্ত হয় না, এ বিষয় বা এ কথা সর্বথা অন্বয়পন্ন। [তস্মান্নিরনুশয়া...
বানিতি] এই সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রলোকস্থ জীব অনুশয়শূন্য হইয়া
(নিরবশেষ কৰ্ম্মফল ভোগ করিয়া) এতল্লোকে আগমন করে। এইরূপ পূর্ন-

যেন কৰ্ম্মবৃন্দেন চন্দ্রমসমাক্রুতাঃ ফলোপভোগায়, তস্মিন্মু-
পভোগেন, ক্ষয়িতে তেষাং যদন্ময়ং শরীরং চন্দ্রমহ্যপভোগায়ারন্ধং,
তদুপভোগক্ষয়দর্শনজ-শোকাগ্নিসম্পর্কাৎ প্রবিলীয়তে—সবিতৃ-
কিরণসম্পর্কাদিব হিমকরকে, হৃতভুগর্চিঃসম্পর্কাদিব চ হৃত-
কাঠিন্যম্। ততঃ কৃতাত্যয়ে—কৃতশ্চেচ্চাদেঃ কৰ্ম্মণঃ ফলোপ-
ভোগেনোপক্ষয়ে সতি সানুশয়া এবেমমবরোহস্তি। কেন হেতুনা ?
দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যামিত্যাহ। তথা হি প্রত্যক্ষা ঐতিহ্যঃ সানুশয়া-
নামবরোহং দর্শয়তি “তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে
রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ত্রাক্ষণ্যোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা
ণীয়চরণং সন্থক্যন্তরগতমিষ্টাপূর্ত্তকারিণি ভাক্তং গময়িতব্যম্। তথা চ নিরনুশয়া-
নামেব ভুক্তভোগানামবরোহ ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

যেন কৰ্ম্মকলাপেন ফলমুপভোজিতং, তস্মিন্মৃতীতেহপি সানুশয়া এব চন্দ্র-
মণ্ডলাদবরোহস্তি। কৃতঃ। দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্। প্রত্যক্ষদৃষ্টা ঐতিহ্যশব্দবাচ্যা।
স্মৃতিচোপস্তম্ভা। অথ বা দৃষ্টশব্দেনোচ্চাবচরূপো ভোগ উচ্যতে। অয়মভি-
সন্ধিঃ—কপূরচরণা রমণীয়চরণা ইত্যবরোহতীমেতদ্বিশেষণম্। ন চ সতি মুখার্থ-
সম্ভবে সন্থক্সিমাংসেণোপচরিতার্থং ত্র্যাহ্যম্। ন চোপক্রমবিরোধাচ্চ্যুতাস্তববিরো-
রাচ্চ মুখার্থাসম্ভব ইতি সাপ্ততম্। দন্তফলেষ্টাপূর্ত্তকক্ষ্মাপেক্ষয়াহপি যাবৎ-পদস্ত
যৎ কিঞ্চিৎ পদস্ত চোপপত্তেঃ। ন হি যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি যাবজ্জীব-
মাহারবিহারাদিসময়েহপি হোমং বিধত্তে, নাপি মধ্যাহ্নাদৌ, অপি তু সায়াংপ্রাতঃ-
কালোপেক্ষয়া। সায়াংপ্রাতঃকালবিধানসামর্থ্যাৎ কালস্ত চানুপাদেয়তয়াহনঙ্গুপি
প্রাপ্তে বলা যাইতেছে, জীব কৃতকৰ্ম্মের বিনাশ হইলে সানুশয় হইয়া অর্থাৎ বৎ-
কিঞ্চিং কৰ্ম্ম শেষ সহ এতল্লোকে অবতরণ করে, নিরনুশয় হইয়া নহে।

[যেন...রোহস্তি] পুণ্যকৰ্ম্মী জীব যে পুণ্যকৰ্ম্মে চন্দ্রলোকগামী হইয়াছিল,
সে কৰ্ম্ম সেখানে ভোগদ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ভোগের নিমিত্ত সে
স্থানে তাহাদের যে জলময় শরীর হইয়াছিল, সে শরীর তখন ভোগক্ষয়-দর্শনোৎপন্ন
শোকাগ্নির দ্বারা বিগলিত হইতে থাকে—ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেমন সূর্য্য-
কিরণ-সম্পর্শে হিমসম্ভাত ও করকা দ্রবীভূত হয়, অগ্নিশিখাসম্পর্কে স্তব্ধকাঠিন্য
বিগলিত হয়, তেমনি, ভোগনাশ দর্শনজ শোকাগ্নির দ্বারা চন্দ্রলোকবাসী কীর্ণ-
কৰ্ম্মী জীবের জলময় শরীর দ্রবীভূত হয়। অনন্তর ইষ্টাদিকৰ্ম্মকারীর কৰ্ম্মফল
(পুণ্য) ভোগ দ্বারা ক্ষয় হওয়ায় সানুশয় অর্থাৎ অভুক্ত কৰ্ম্মশেষ থাকা অবস্থায়
তাহারা এতল্লোকে পুনরাগত হয়। [কেন...সূচয়তি] এ সিদ্ধান্তের হেতু
প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ ঐতিহ্য ও স্মৃতি। ঐতিহ্যই সাক্ষাৎ প্রমাণ, তাহা সানু-
শয় (কৰ্ম্মশেষযুক্ত) জীবের অবরোহণ বলিতেছে। যথা—“অবতরণকারী

বৈশ্বযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং
যোনিমাপদ্যেরন্ স্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা”
ইতি। চরণশব্দেনাত্রানুশয়ঃ সূচ্যত ইতি বর্ণয়িষ্যতে। দৃষ্টশ্চায়ং
জন্মনৈব প্রতিপ্রাণ্যুচ্চাবচরূপ উপভোগঃ প্রবিভজ্যমান আক-
স্মিকত্বাসম্ভবাদানুশয়সম্ভাবং সূচয়তি। অভ্যুদয়প্রত্যবায়য়োঃ
স্বকৃতদুষ্কৃততত্ত্বস্বভাব সামান্যতঃ শাস্ত্রেণাবগমিতত্বাৎ। স্মৃতি-
রপি “বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রত্যেক-কর্ম্মফলমনুভূয়

নিমিত্তানুপ্রবেশান্ত্রৈবমিতি চেৎ, ন, ইহাপি রমণীয়চরণা ইত্যাদেশু ব্যাখ্যাত্বানু-
রোধান্ত্রপত্তেঃ। তৎ কিমিদানীমুপসংহারানুরোধেনোপক্রমঃ সঙ্কোচয়িতব্যঃ।
নেতৃত্বাৎ। ন হ্যসাবুপসংহারানুরোধেপ্যাসঙ্কুস্ফুটিকরূপপত্তমর্হতি। ন হি
যাবস্তঃ সম্পাতা যাবতাং বা পুমাং সম্পাতান্তে সর্বে তত্ত্বৈষ্টাদিকারিণা ভোগেন
ক্ষয়ং নীয়ন্তে, পুরুষান্তরাশ্রয়ণাং কর্ম্মাশয়ানাং তত্ত্বভোগেন ক্ষয়েহতিপ্রসঙ্গাৎ।
চিরোপভূক্তানাঞ্চ কর্ম্মাশয়ানামসতাং চন্দ্রমণ্ডলোপভোগেনানপনয়নাৎ। তথা
চ স্বয়ং সঙ্কুচস্তী যাবচ্ছুতিকরূপসংহারানুরোধপ্রাপ্তমপি সঙ্কোচনমনুভবতে। এতেন
যৎ কিঞ্চিৎ করোতীত্যপি ব্যাখ্যাতম্। অপি চেষ্টাপূর্ত্তকারীহ জন্মনি কেবলং ন
তন্মাত্রমকারীৎ, অপি তু গোদোহনৈনাপঃ প্রণয়ন্ পশুফলমপ্যপূর্ত্তং সমচেষীৎ,
এবমহ্নিশঞ্চ বায়নঃশবীরচেষ্টাভিঃ পুণ্যাপুণ্যমিহামুত্রোপভোগাৎ সক্ষিতবতো ন
মর্ত্যালোকাদিভোগাৎ চন্দ্রলোকোপভোগাৎ ভবিষ্যতমর্হতি। ন চ স্বকলবিবেচিনো-

জীবের মধ্যে যাহাবা পূর্বে এই কস্মভূমিতে রমণীয়চারী অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মী ছিল,
তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণ-যোমিতে অথবা বৈশ্ব-যোনিতে জন্ম-
গ্রহণ করে। যাহাবা পাপাচারী ছিল, তাহারা পাপ-যোনি প্রাপ্ত হয়। হয়
কুকুর-যোনিতে না হয় শূকর-যোনিতে অথবা চণ্ডাল-যোনিতে উদ্ধৃত হয়।”
শ্রুতিতে যে, চরণ শব্দে আছে, তাহার দ্বারা অনুশয়ের সূচনা অর্থাৎ অনুমান
করিতে হইবে, সূত্রকার ইহা পবে বলিবেন। জন্মেব দ্বারাই প্রাণিগণের উচ্চাবচ
ভোগ হইতে দেখা যায়, তাহা আকস্মিক অর্থাৎ নিষ্কারণিক নহে। আকস্মিক
কোন কিছু হওয়া অসম্ভব, “সেই জন্তই উচ্চাবচ বা বিচিত্র ভোগের কারণস্বরূপ
অনুশয়ের অস্তিত্ব সূচিত (অনুমিত) হয়। (মহুশ জন্মে একরূপ ভোগ, পশু
জন্মে অন্তরূপ ভোগ, মহুশের মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মে একপ্রকার ভোগ, ক্ষত্রিয় জন্মে
অন্তপ্রকার ভোগ,—এ সকল বিভাগেব বা তারতম্যের মূলে যে কারণ আছে, সে
কারণ অন্ত-কিছু নহে, কর্ম্মাশয়ই তাহাব কারণ, ইহা অনুমান করা যাইতে
পাবে)। [অভ্যুদয়-দর্শয়তি] অভ্যুদয়ের ও প্রত্যবায়ের অর্থাৎ মঙ্গলেক
(অথবা সূতের ও দুঃখের) জনক হয় স্বকৃত ও দুষ্কৃত, শাস্ত্র তাহা সামান্য-
কারে বলিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বলেন নাই। অর্থাৎ অমুক স্বকৃতে অমুক
স্বপ্ন—অমুক প্রকাব অভ্যুদয়, একরূপ অঙ্গুলিনির্দেশনায় অবলম্বন করিয়া বলেন

ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুক্ততত্ত্ববিত্ত্বখ-
মেহসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে” ইতি সানুশয়ানামেবাবরোহং
দর্শয়তি ।

কঃ পুনরনুশয়ো নামেতি । কেচিভাবেদাহঃ স্বর্গার্থস্য কর্মণো
ভুক্তফলস্বাবশেষঃ কশ্চিদনুশয়ো নাম ভাণ্ডানুসারিস্নেহবৎ ।
যথা হি স্নেহভাণ্ডং রিচ্যমানং ন সর্বান্ননা রিচ্যতে, ভাণ্ডানুসার্যেব
কশ্চিৎ স্নেহশেষোহবতিষ্ঠতে, তথানুশয়োহপীতি । ননু কার্য্য-
বিরোধিত্বাদদৃষ্টস্য ন ভুক্তফলস্বাবশেষাবস্থানং ত্রায্যম্ । নায়াং
দোষঃ । ন হি সর্বান্ননা ভুক্তফলত্বং কর্মণঃ প্রতিজানীমহে ।

অনুশয়স্য ঋতে প্রায়শ্চিত্তাদান্নজ্ঞানাদ্বাহদত্তফলস্য ধ্বংসঃ সম্ভবতি । তন্মাত্তেনা-
নুশয়েনায়মনুশয়বান্ পরাবর্ত্তত ইতি শ্লিষ্টম্ । ন চৈকভবিকঃ কর্ম্মশয় ইত্যগ্রে
ভাষ্যকৃৎক্ষ্যতি ।

অন্তে তু সকলকর্ম্মক্ষেপে পরাবর্ত্তিশঙ্কা নির্বীজেতি মন্তমানা অন্ত্যধিকরণং
বর্ণয়াকুরিত্যাহ—“কেচিভাবেদাহঃ” ইতি । অনুশয়োহত্র দত্তফলস্য কর্ম্মণঃ শেষ
উচ্যতে । তত্রৈদমিত্র বিচার্য্যতে । কিং দত্তফলানাগিষ্টাপূর্ণকর্ম্মণামবশেষাদিহাবর্ত্তন্তে ?
উত তানুশয়পভোগেন নিরবশেষ ক্ষয়বিদ্বাহনুপভুক্তকর্ম্মবশাদিহাবর্ত্তন্তে ? ইতি ।
তত্রেষ্টাদীনং ভোগেন সমূলকায়ং কথিতত্বান্নিরনুশয়া এবানুশয়ভুক্তকর্ম্মবশাদিবর্ত্তন্ত-
ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে,—“সানুশয়া এবেমগববোহস্তি” ইতি । কুতঃ । দৃষ্টানুসার্য্যং ।
নাই । স্মৃতিও বলিয়াছেন, স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচার্য্যাদি আশ্রমী,
সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মলেশেব সামর্থ্যে বিশিষ্ট
দেশে জাতিতে ও কুলে জন্মগ্রহণ কবতঃ রূপবান্, দীর্ঘায়, অপাপ-জীবন, পণ্ডিত
বা মেধাবী, সদাচারী, ধনী ও বুদ্ধিমান্ হইয়া জন্মলাভ করে । স্মৃতি এইরূপ
বলিষা ইহাই দেখাইয়াছেন যে, অন্ত্যশ্রমী জীবেরই অবতরণ হয়, নিরনুশয়
অর্থাৎ নিরবশেষকর্ম্মীর নহে । নিঃশেষ কর্ম্মক্ষেপে মোক্ষ, তখন জন্মাতাব ।

[ক. পুনঃ...হপীতি.] অনুশয় কি ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তবে কেহ বলেন,
অনুশয় ভুক্তফল কর্ম্মের কোনও এক অবশেষ অংশ, তাহা ভাণ্ডানুগত স্নেহের
(যত তৈলাদির) অনুরূপ । যেমন স্নেহভাণ্ডং রিক্ত হইলেও (তন্মধ্যস্থ স্নাতাদি নিকা-
শিত হইলেও) তাহা নিঃশেষিত রূপে হয় না, কিছু শেষ ভাণ্ডাশ্রিত হইয়া
থাকেই, তেমনি, কর্ম্মবল্লভ ভোগদ্বারা ক্ষয়িত হইলেও নিঃশেষিতরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়
না, কিছু না কিছু অবশেষ থাকেই । [ননু...জানীমহে] যদি বল, সেই অদৃষ্ট স্বর্গ-
ভোগেরই জনক ; সুতরাং তাহার অনুবৃত্তি বা অবশেষ মর্ত্যভোগ জন্মাইবে কেন ?
তাহা অসম্ভব বা অযুক্ত ? এতদ্বত্তরে বলা যায়, তাহা অযুক্ত নহে । কেন-না,
সেই স্থানেই যে সেই কর্ম্মের সর্বাঙ্গিক বা নিববশেষ ফলভোগ হয়, ইহা আমাদের

ননু নিরবশেষকৰ্মফলোপভোগায় চন্দ্রমণ্ডলমারুতাঃ। বাঢ়ম্।
তথাপি স্বল্পকৰ্মাবশেষমাত্রেন তত্রাবস্থাভুং ন শক্যতে। যথা কিল
কশ্চিৎ সেবকঃ সকলৈঃ সেবোপকরণৈ রাজকুলমুপশ্চিশ্চির-
প্রবাসাৎ পরিক্ষীণবহুপকরণশ্ছত্রপাছুকাदिमात्रাবশেষো ন
রাজকুলেহবস্থাভুং শক্নোতি, এবমনুশয়লেশমাত্রপরিগ্রহো ন
চন্দ্রমণ্ডলেহবস্থাভুং শক্নোতীতি।

ন চৈতদ্ যুক্তমিব। ন হি স্বর্গার্থস্য কৰ্মণো ভুক্তফল-
স্বাবশেষানুরূপিতরূপপদ্বতে, কার্যাবিরোধিত্বাদিত্যুক্তম্। নন্যে-
তদপ্যুক্তং—ন স্বর্গফলস্য কৰ্মণো নিখিলস্য ভুক্তফলত্বং ভব-
তীতি। তদেতদপেশলম্। স্বর্গার্থং কিল কৰ্ম স্বর্গস্থশ্চৈব

যথা ভাণ্ডস্থে মধুনি সর্পিষি বা ফালিতেহপি ভাণ্ডুলেপকং তচ্ছেষং মধু বা
সর্পিষী ন ফালয়িতুং শক্যমিতি দৃষ্টম্, এবং তদনুসারাদেতদপি প্রতিপত্তব্যম্।
ন চাবশেষমাত্রাচন্দ্রমণ্ডলে তিষ্ঠাসন্নপি স্বাভুং পারয়তি। যথা সেবকো হান্তি-
কাষীয়পদ্মাতিত্রাপরিরতো মহারাজং সেবমানঃ কালবশাচ্ছত্রপাছুকাবশেষো
ন সেবিতুমর্হতীতি দৃষ্টং, তন্মুলা চ লৌকিকী স্থিতিরিতি দৃষ্টম্ভিত্যং সানুশয়া
এবাবর্তন্ত ইতি।

তদেতদ্দৃশয়তি—“ন চৈতৎ” ইতি। এবকারে প্রয়োক্তব্যে ইবকারো
গুড়জিহ্বিকয়া প্রযুক্তঃ। শব্দৈকগম্যোহর্থো ন সামান্ততোদৃষ্টানুমানাবসর

প্রতিজ্ঞাত নহে। [ননু শক্নোতীতি] জীব নিরবশেষ কৰ্মফল ভোগ করিবার
জন্তই চন্দ্রলোকে যায়, ভোগ শেষ না হইলে আসিবে কেন? ইহা আমরাও
স্বীকার করি, কিন্তু কথা এই যে, জীব স্বল্পাবশেষ কৰ্ম লইয়া সেখানে থাকিতে
পারে না। কোন সের্বক সেবার উপকরণ সমূহ লইয়া রাজকুলে স্থখে বাস করে,
কিন্তু যখন তাহার সে সকলের অধিকাংশই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ছত্র পাছুকাदिमात्र
অবশেষ থাকে, তখন যেমন সে রাজকুলে অবস্থান করিতে শক্ত হয় না, তেমনি,
চন্দ্রমণ্ডলেও কৰ্মী জীব কৰ্মলেশ লইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

[ন চৈতদ্...পেশলম্] সম্প্রদায়বিশেষের এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ
হয় না। কারণ, যে কৰ্মের ফল স্বর্গ, সে কৰ্ম স্বর্গভোগই প্রদান করিবে, ইহাই
সঙ্গত কথা। কিন্তু তাহার অবশেষ মর্ত্যজন্মে অনুবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ মর্ত্যফল
প্রদান করিবে, এ কথা সঙ্গত নহে এবং বিধিবিবোধ হেতু উপপন্নও হয় না। এ
কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। (স্বর্গফলের উদ্দেশে যাহার বিধান, তাহার শেষ
যদি মর্ত্যফল জন্মায়, তাহা হইলে ‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত’ ইত্যাদি বিধির সার্থক্য ও
প্রামাণ্য থাকে না)। বলিয়াছিল যে, স্বর্গফলক কৰ্মের নিঃশেষ ভোগ হয় না,
সে কথা সন্তোষজনক নহে। [স্বর্গার্থং...কল্পতে] স্বর্গজনক কৰ্ম স্বর্গস্থ জীবের

স্বর্গফলং নিখিলং জনয়তি, স্বর্গচ্যুতস্ত্যাপি কঞ্চিৎ ফললেশং জনয়তীতি ন শব্দপ্রমাণকানামীদৃশী কল্পনাং বাকল্পতে । স্নেহভাণ্ডে তু স্নেহলেশানুরক্তির্দৃষ্টদ্ব্যুপপত্ততে । তথা সেবকস্তোপকরণ-লেশানুরক্তির্দৃশ্যতে । ন ত্বিহ তথা স্বর্গফলস্ত কৰ্ম্মণো লেশানুরক্তির্দৃশ্যতে, নাপি কল্পয়িতুং শক্যতে, স্বর্গ-ফলত্বশাস্ত্রবিরোধাত্ । অবশ্যকৈতদেবং বিজ্ঞেয়ং, ন স্বর্গফলস্তো-চ্চাদেঃ কৰ্ম্মণো ভাণ্ডানুসারি-স্নেহবদেকদেদশোহনুবর্তমানোহনু-শয় ইতি । যদি হি যেন স্নকৃতেন কৰ্ম্মণেচ্চাদিনা স্বর্গমম্বভূবন, তত্শ্চৈব কশ্চিদেকদেদশোহনুশয়ঃ কল্প্যেত, ততো রমণীয় এতৈ-কোহনুশয়ঃ স্যাৎ, ন বিপরীতঃ । তত্রেয়মনুশয়বিভাগশ্চ্যুতি-রূপরূপেণ “তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অথ য ইহ কপূয়চরণাঃ” ইতি । তস্মাদামুগ্নিকফলে কৰ্ম্মজাতে উপভুক্তে অব-শিষ্টমৈহিকফলং কৰ্ম্মান্তরজাতমনুশয়ঃ, তদ্বস্তোহবরোহস্তীতি ।

ইত্যর্থঃ । শেষমতিরোহিতার্থম্ । পূর্বপক্ষহেতুমন্তুভাষতে “যদপ্যুক্তং প্রায়ণম্”

সমগ্র স্বর্গফল জন্মায় এবং স্বর্গচ্যুত হইলে তাহার শেষ মর্ত্যভোগ জন্মায়, এ কথা শব্দপ্রমাণবাদী মীমাংসক বলিতে পারেন না । [স্নেহ...বিরোধাত্] তৈলভাণ্ডে তৈলের অনুবর্তন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, স্বতবাং সে স্থলে তাহা অনুপপন্ন নহে । সেবক-গণেবও উপকরণ শেষেব অনুবর্তন থাকে, তাহা দেখাও যায়, কিন্তু স্বর্গজনক কৰ্ম্মেব শেষ অর্থাৎ স্বর্গলেশাংশ যে অনুবর্ত্ত হয়, এবং তাহাই যে, মর্ত্যজন্মীয় ভোগ প্রদান করে, তাহা কেহ কখনও দেখে নাই এবং তাহা কল্পনাও (অনুমানেরও) অগোচর । তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা স্বর্গফলবোধক শাস্ত্রের বিরোধী । [অবশ্য ...ইতি] ইহা নিশ্চিত জানিও যে, অনুশয় স্বর্গফলক ইষ্টাদিকৰ্ম্মে ভাণ্ডানুগত তৈলাদির দ্বারা শেষানুবর্ত্তন নহে । জীব যে-স্বকৃতে—যে-ইষ্টাদিকৰ্ম্মে স্বর্গ অনু-ভব করিয়াছে, সেই স্বকৃতে—সেই কৰ্ম্মের—শেষ ভাগকে অনুশয় বলিতে গেলে রমণীয় ভাগকেই অনুশয় বলিতে হয়, তদ্বিপরীত অর্থাৎ অরমণীয় বা পাপ-ভাগকে অনুশয় বলা যায় না । পাপভাগ অনুশয়মধ্যে নিবিষ্ট না হইলে “যাহারা ইহ-লোকে রমণীয়চারী—আর যাহারা এতলোকে কপূয়কারী অর্থাৎ অশোভনকৰ্ম্ম-কারী”—এই অনুশয়-বিভাগশ্চ্যুতির উপরোধ (পীড়া বা ব্যর্থতা) হয় । [তস্মা... হস্তীতি] অন্ততঃ সেই জন্ত বলা উচিত, স্বীকার করা উচিত, তল্লোকীয় ফলপ্রদ কৰ্ম্মসমূহের ফলভোগ শেষ হইলে, এতল্লোকীয় ফলপ্রদ অবশিষ্ট কৰ্ম্মনিচয়—যাহা, তৎ-তৎকালে কৰ্ম্মান্তরানুষ্ঠানে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই অনুশয় এবং জীব তৎ-সহ অবলোকন করে অর্থাৎ সে লোক হইতে এ লোকে জন্মগ্রহণ করে ।

যদুক্তং, যৎকিঞ্চৈত্যবিশেষপরামর্শাৎ সর্বশ্রেহকৃতস্য কর্মণঃ
ফলোপভোগেনাস্তং প্রাপ্য নিরনুশয়া অবরোহন্তীতি ।
নৈতদেবম্, অনুশয়সম্ভাবন্যাবগমিতত্বাৎ । যৎ কিঞ্চিদিহকৃত-
মামুশ্মিকফলং কর্ম্মারকভোগং, তৎ সর্বং ফলোপভোগেন ক্ষপ-
য়িত্বৈতি গম্যতে । যদপ্যুক্তং, প্রায়ণমবিশেষাদনারকফলং কৃৎ-
স্মমেব কর্ম্মাভিব্যনক্তি । তত্র কেনচিৎ কর্ম্মণাহমুশ্মিন্ লোকে
ফলমারভ্যতে, কেনচিদশ্মিন্নিত্যয়ং বিভাগো ন সম্ভবতীতি ।
তদপ্যনুশয়সম্ভাবপ্রতিপাদনেনৈব প্রত্যুক্তম্ ।

অপি চ, কেন হেতুনা প্রায়ণমনারকফলস্য কর্ম্মণোহভিব্যঞ্জকং
প্রতিজ্ঞায়ত ইতি বক্তব্যম্ । আরকফলেন কর্ম্মণা প্রতি-

ইতি । দৃশ্যত—“তদপ্যানুশয়সম্ভাবেন” ইতি । রমণীচরণাঃ কপূচরণা
ইত্যাদিকরানুশয়প্রতিপাদনপরয়া শ্রুত্যা বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ।

“অপি চ” ইত্যাদি । ইহ জন্মানি হি পর্যায়েণ সুখদুঃখে ভূজ্যমানে
দৃশ্যতে । যুগপচ্ছেদেকপ্রঘটকেন প্রায়ণেন সুখদুঃখফলানি কর্ম্মাণি ব্যজ্যেয়ান্,

[যদুক্তং...গম্যতে] বলিয়াছিল যে, শ্রুতিতে “যৎকিঞ্চ—যে কিছু” এই
সাধারণ কথা থাকায় ইহাই প্রতীত হয় যে, যখন সমুদায় কৃতকর্ম্ম ভোগ দ্বারা
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিছুমাত্র অবশেষ থাকে না, তখন জীব অবরোহণ কবে, পুনর্জন্ম
গ্রহণ করে । সে কথা নিতান্ত অস্বাভাব্য, অর্থাৎ তাহা ইহাতেই পারে না । অব-
রোহণকালে যে, অনুশয় (সঞ্চিত কর্ম্মের শেষ) থাকে, তাহা শ্রুতিকর্তৃক বোধিত
হইয়াছে । শ্রুতির তাৎপর্যে জানা যায়, পারত্রিক ফলপ্রদ ও আরকভোগ (যাহা
সে লোকে ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে), এমন যে-কিছু কর্ম্ম—সে সমস্তই
ফলভোগে ক্ষীণ হইলে জীবের ইহ-লোকে অবরোহণ হয় । [যদপ্যুক্তং...
প্রত্যুক্তম্] আরও এক কথা বলিয়াছিল যে, মরণ নির্বিশেষভাবে সমুদায় অনারক
(সঞ্চিত) কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক—মরণকালে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ
হয়, সে কথায় এই দোষ হয় যে, কোন কর্ম্ম পারত্রিক ফল জন্মায় এবং কোন
কর্ম্ম এতলোকীয় ফল জন্মায়, এ বিভাগ অসম্ভব । মরণই সমুদয় সঞ্চিত কর্ম্মের
অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং তাহা অনুশয় (অনারকফল কর্ম্ম-)
সম্ভাব প্রতিপাদনে প্রত্যুক্ত হইয়াছে ।

[অপিচ...পশমাৎ] অস্ত্র কথা এই যে, মরণ সমুদায় অনারকফল কর্ম্মের
অভিব্যঞ্জক (ফলানুধিকারী), এ প্রতিজ্ঞা তুমি কোন হেতু অবলম্বনে (কোন
যুক্তিতে) করিতে পার, তাহা বলিতে হইবে । কিন্তু তাহা বলিতে পারিবে

বন্ধশ্চেতরশ্চ বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তেস্তদুপশমাৎ প্রায়ণকালে বৃত্ত্যুদ্ভবো
ভবতীতি যদ্যুচ্যেত, তত্র বক্তব্যম্—যথা তর্হি প্রাক্ প্রায়ণাদারন্ধ-
ফলেন কর্মণা প্রতিবন্ধশ্চেতরশ্চ বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিঃ, এবং প্রায়ণ-
কালেহপি বিরুদ্ধফলস্থানেকশ্চ কর্মণো যুগপৎ ফলানুভাসস্ত-
বাদ্ বলবতা প্রতিবন্ধশ্চ দুর্বলশ্চ বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিরিতি । নহ-
নারন্ধফলত্বসামান্যেন জাত্যন্তরোপভোগ্যফলমপ্যনেকং কর্মৈ-
কস্মিন্ প্রায়ণে যুগপদভিব্যক্তং সদেকাং জাতিমারভত ইতি
শক্যং বক্তুম্, প্রতিনিয়তফলত্ববিরোধাৎ । নাপি কশ্চিৎ

যুগপদেব তৎফলানি ভুজ্যেত । তস্মাদুপভোগপর্যায়দর্শনাদ্ বলীয়সা
দুর্বলশ্চাভিভবঃ করণীয়ঃ । এবং বিরুদ্ধজাতিনিমিত্তোপভোগফলেমপি কর্মস্ব
দ্রষ্টব্যম্ । ন চাভিব্যক্তকর্ম ফলং ন দত্ত ইতি চ সম্ভবতি । ফলোপজনাভিমুখ্যং
হি কর্মণামভিব্যক্তিঃ । অপি চ প্রায়ণশ্চাভিব্যক্তকর্মে স্বর্গনরকতির্গগোনিগতানাং
জন্মানাং তস্মিন্ জন্মনি কর্মস্বনধিকারান্নাপূর্বকর্মোপজনাঃ, পূর্বকৃতশ্চ কর্মশায়শ্চ
না, অর্থাৎ তাহার (মরণের) নিখিল কর্মশাভিব্যক্তকর্ম পক্ষে কোনও পরিষ্কার
হেতু দেখাইতে পারিবে না । যে কর্মের ফল আরন্ধ হইয়াছে, সে কর্ম অনারন্ধ-
ফল কর্মকে রুদ্ধ রাখে । রুদ্ধ রাখায় তাহার বৃত্তি (ফলাবস্থাপ্রাপ্তি) হয় না,
তাহা উপশান্তই থাকে । [প্রায়ণ...পত্তিরিতি] মরণকালে বৃত্ত্যুদ্ভব (অভিব্যক্তি)
হয় বলিলে, আমরা বলিব, যেমন মরণের পূর্বে, আরন্ধ ফলকর্মে অনারন্ধফল
(সঞ্চিত—যাহা পশ্চাৎ ফলপ্রদ হইবে, সেই) কর্ম প্রতিরুদ্ধ থাকায় বৃত্তিমান্ হয় না,
ফলপ্রসব করে না, তেমনি, মরণ সময়েও বিরুদ্ধফল বহু কর্ম যুগপৎ (এক কালে
বা এক সময়ে) ফলপ্রসব করিতে বা ফলদানে উন্মুখ হইতে পারে না । বলবান্
দুর্বলের অবরোধক, স্তূতরাং প্রবল কর্মের দ্বারা দুর্বল কর্মের অবরোধ ঘটনা
হওয়ায় দুর্বল তৎকালে বৃত্তিমান্ হইতে পারে না অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইতে
পারে না । এ বিচারের সার কথা এই যে, বিরুদ্ধ দিব্য-নারক-দেহোৎপাদক
বহুকর্মে এক দেহের উৎপত্তি অসম্ভব । [ন হনারন্ধ...সম্ভাবাতে] স্বর্গফল
আরন্ধ হয় নাই, নবকফলও আরন্ধ হয় নাই, অর্থাৎ সেই সেই দেহ উৎপাদন
করে নাই, এরূপ কর্মনিবহের ইতব-বিশেষ তৎকালে বোধগম্য না হইলেও, যে
সকলের ফল দেহান্তরোপভোগ্য, সে সকল কর্মও মরণে অভিব্যক্ত হয়, হইয়া
তদেহ উৎপাদন করে, এরূপ বলিতে পার না । হেতু এই যে, তাহাতে
অনুগতফলত্বের বিরোধ আছে । (যে কর্মে স্বর্গ হয়, সে কর্মে নরক হয় না,
এবং যে কর্মে নরক হয়, সে কর্মে স্বর্গ হয় না । স্বর্গজনক কর্মে স্বর্গই হয়, নরক
জনক কর্মে নরকই হয় । ইহাই নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত ; স্তূতরাং মরণে সমুদায়
সঞ্চিত কর্মের অভিব্যক্তি হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ অর্থাৎ হইতেই পারে না) । এমন

কৰ্মণঃ প্রায়ণেহভিব্যক্তিঃ, কশ্চিছুচ্ছেদ ইতি শক্যতে বস্তুম্,
ঐকান্তিকফলহবিরোধাৎ । ন হি প্রায়শ্চিত্তাদিভির্হেতুভি-
র্বিবিনা কৰ্মণামুচ্ছেদঃ সম্ভাব্যতে । স্মৃতিরপি বিরুদ্ধফলেন
কৰ্মণা প্রতিবদ্ধস্য কৰ্ম্মান্তরস্য চিরমপ্যবস্থানং দর্শয়তি—

“কদাচিৎ স্কৃতং কৰ্ম্ম কূটস্থমিহ তিষ্ঠতি ।

মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥”

ইত্যেবঞ্জাতীয়া ।

যদি চ কৃৎসন্নানারকফলং কৰ্ম্ম একস্মিন্ প্রায়ণেহভিব্যক্তং
সদেকাং জাতিমারভেত, ততঃ স্বর্গনরকতির্য্যগ্‌যোনিষধিকার-
নবগমাকৰ্ম্মাধৰ্ম্মানুৎপত্তৌ নিমিত্তাভাবান্নোত্তরা জাতিরূপপদ্যেত,
ব্রহ্মহত্যাদীনাঐকৈকস্য কৰ্ম্মণেহনেকজন্মনিমিত্তত্বং স্বর্য্যমাণ-
মুপরুধ্যত । ন চ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ময়োঃ স্বরূপ-ফল-সাধনাদিসমধিগমে

প্রায়ণাভিব্যক্ততয়া ফলোপভোগেন প্রকর্য্যমাস্তি তেষাং কৰ্ম্মাশয় ইতি ন তে
সংসরেয়ুঃ । ন চ সূচ্যেরন্নান্নজ্ঞানাভাবাদিতি কষ্টাৎবতাবিষ্টা দশাম্ । ন চ

কথা বলিতে পারিবে না যে, মরণে কতকগুলি কৰ্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, ফলদানোন্মুখ
হয়, আর কতকগুলি বিলুপ্ত হয় । বলিলে কৰ্ম্মের ঐকান্তিকফলহনিয়ম (ফলের
অবশ্যত্বাব) থাকে না । প্রায়শ্চিত্তাদি নাশক হেতু (প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞান ও
ব্রহ্মধ্যান ও ভোগ) ব্যতীত অন্ত কিছুতেই কৰ্ম্মের উচ্ছেদ (বিনাশ বা ক্ষয়)
হওয়ার সম্ভাবনা নাই । ফলিতার্থ—মরণ কোনও কালে কৰ্ম্মের নাশক হয় না ।
[স্মৃতি...জাতীয়া] কোন কৰ্ম্ম বিরুদ্ধফল কৰ্ম্মের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে—এক কৰ্ম্ম
অন্ত কৰ্ম্মে প্রতিবদ্ধ হইলে, তাহা দীর্ঘকাল তদবস্থ থাকে, ফলোন্মুখ হয় না, এ
কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“কখন কখন এমনও হয় যে, সংসারভোগকারী
জীবের যত কাল না সেই সেই দুঃখের অবসান হয়, পাপকৰ্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত
না হয়, তত কাল তাহার পূর্ব্বোপার্জিত স্কৃত কৰ্ম্ম কূটস্থ (নির্ক্যাপার বা
স্তিমিত) থাকে ।”

[যদি চ...কল্পন;] মরণ যদি সমুদায় অনারকফল কৰ্ম্ম অভিব্যক্ত করিয়া
একটীমাত্র জন্ম আরম্ভ (এক দেহ উৎপাদন) করায়, তাহা হইলে স্বর্গীয়, নারক,
অথবা তির্য্যক, এতদ্বধ্যে যে-কোন জন্ম হউক, সেই সেই জন্মে কৰ্ম্মে অনধিকার
থাকায়, স্তত্রাং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম উপার্জিত না হওয়ায়, কারণের অভাবে তৎপরে অন্ত
জন্ম হওয়া অবরুদ্ধ হয় । তাহা হইলে সংসারোচ্ছেদ হইবে । অপিচ, ঐ অর্থ
স্মৃতিবিরুদ্ধ (মরণকালে সঞ্চিত সমুদায় কৰ্ম্ম এক কালে ফলদানোন্মুখ হইয়া

শাস্ত্রাদতিরিক্তং কারণং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্। ন চ দৃষ্টফলশ্চ
কৰ্মণঃ কারীৰ্য্যাদেঃ প্রায়ণমভিব্যঞ্জকং সম্ভবতীত্যব্যাপিকেয়ং
প্রায়ণশ্চাভিব্যঞ্জকত্বকল্পনা। প্রদীপোপন্যাসোহপি কৰ্ম্মবলাবল-
প্রদর্শনেনৈব প্রতিনীতঃ, স্থূল-সূক্ষ্মরূপাভিব্যক্তিবচ্ছেদং দ্রষ্টব্যম্।
যথা হি প্রদীপঃ সমানেহপি সন্নিধানে স্থূলরূপমভিব্যনক্তি, ন
সূক্ষ্মম্, এবং প্রায়ণঃ সমানেহপ্যনারক্ষফলশ্চ কৰ্ম্মজাতশ্চ
প্রাপ্তাবসরত্বে বলবতঃ কৰ্ম্মণো বৃত্তিমুদ্রাবয়তি ন দুৰ্ব্বলশ্চেতি।

তস্মাচ্ছ তিস্মৃতিশ্চাবিরোধাদগ্নিচৌহয়মশেষকৰ্ম্মাভিব্যক্ত্যভ্যু-
পগমঃ। শেষকৰ্ম্মসম্ভাবেহনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যয়মপ্যস্থানে

অসমবেত্তমেব প্রায়ণেনাভিব্যজ্যতেহপূৰ্ব্বং ন পরসমবেত্তং, যেন পিত্তাদিগতেন
কৰ্ম্মণাবর্ত্তেরন্বিত্তি। শেষং সুগমম্ ॥ ৩। ১। ৮ ॥

তিথ্যক্ নারক অথবা স্বর্গীয় জন্ম উপস্থিত করিল, অনধিকারপ্রযুক্ত সে জন্মে
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সঞ্চিত হইল না, অথবা পূৰ্ব্বতন কৰ্ম্মাশয় সমস্তই সেই জন্মের ভোগে
ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, সুতরাং তাহার আর পরজন্ম হওয়ার কারণ থাকিল না,
কারণ না থাকায় জন্মও হইল না, এবং জ্ঞান না থাকায় মোক্ষও হইল না।
প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক জন্ম ঐরূপ হইলে সংসার থাকে না, তাহাও কি হয় ?
না সম্ভবপর ?। স্মৃতিতে আছে, ব্রহ্মহত্যাदि কৰ্ম্ম অনেক জন্মের কারণ।—
“ব্রহ্মন নরকভোগান্তে কুর্কুব, শূকর, গদভ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেঘ, মৃগ,
পক্ষী, চণ্ডাল, পুষ্ক (নৌচ জাতিবিশেষ), এই সকল যোনিতে উৎপন্ন হয়।”
শাস্ত্র ব্যতীত অল্প কোন প্রমাণে কি ধৰ্ম্মের স্বরূপ, ফল ও সাধন জানা যায় ?
নিশ্চয়ই জ্ঞান যায় না এবং জানিবার সম্ভাবনাও নাই। যে সকল কৰ্ম্মের ফল দৃষ্ট
—দেখা যায়—অর্থাৎ ঐহিক, মরণ সে সকল কৰ্ম্মেবও অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্ভাবিত
নহে। (বৃষ্টিকামনায় কারীবাঁ যাগ করে, তন্মিনেই তাহার ফল হয়, সুতরাং
তাহা মরণ প্রতীক্ষা করে না।) অতএব, মরণ সর্বকৰ্ম্মেব অভিব্যঞ্জক, এ
কল্পনা সঙ্গত নহে। [প্রদীপো...দুৰ্ব্বলশ্চেতি] প্রদীপ দুটোস্তটী কেবল কৰ্ম্মের
প্রবল-দুৰ্ব্বলভাব বুঝিবার জন্ত, অথ কিছুই জন্ত নহে। প্রদীপ যেমন স্থূলস্থল সমস্ত
রূপের অভিব্যঞ্জক ও অনভিব্যঞ্জক হয়, সেইরূপ। নৈকটা সমান, অথচ প্রদীপ
স্থূল রূপ ব্যক্ত করে, সূক্ষ্ম রূপ ব্যক্ত করে না। সেইরূপ মরণও অনারক্ষফল
কৰ্ম্মের মধ্যে যাহা প্রবল হইয়াছে, ফল দিবার অবসর পাইয়াছে, তাহাকেই
বৃত্তিমান করে—ফলদানার্থ উন্মুখ কবে, কিন্তু যাহা দুৰ্ব্বল থাকে, তাহাকে
উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না ; প্রত্যুত তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে।

[তস্মা...রোহস্তীতি] এই সকল কারণে, শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া,
মরণকালে সমুদায় কৰ্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, হইয়া জন্মারম্ভ করে, এই মত অগ্রাহ্য।
কৰ্ম্মশেষ থাকিলে মোক্ষও অসম্ভব হয় অর্থাৎ মোক্ষ উৎপাদনার্থ কৰ্ম্মেব একভবিকত্ব
নিগম স্বীকার কবা কঠব্য, এ আপত্তি বা এ সকল কথা এতৎস্থানে আলোচনার

সম্ভ্রমঃ, গম্যগদর্শনাদশেষকর্মক্ষয়শ্রুতেঃ । তস্মাৎ স্থিতমেতদনুশয়-
বস্তোহবরোহস্তীতি । তে চাবরোহস্তো যথেষ্টমনেবং চ অব-
রোহস্তি । যথেষ্টমিতি যথাগতমিত্যর্থঃ । অনেবমিতি তদ্বি-
পর্যায়েনেত্যর্থঃ । ধূমাকাশয়োঃ পিতৃযাণেহধ্বন্যুপাত্তয়ো-
রোরোহে সন্ধীর্তনাৎ ‘যথেষ্টং’-শব্দাচ্চ যথাগতমিতি প্রতীয়তে ।
রাষ্ট্রোত্তরসন্ধীর্তনাদব্ভাছ্যপসঙ্খ্যানাচ্চ বিপর্যয়োহপি প্রতী-
য়তে ॥ ৩। ১। ৮ ॥

চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি

কাঞ্চাজিনিঃ ॥৩।১।৯॥*

অথাপি স্মাৎ, যা শ্রুতিরনুশয়সম্ভাবপ্রতিপাদনায়োদাহৃত-
“তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ” ইতি, সা খলু চরণাদ্ যোন্ত্যাপত্তিং

অনেন নিরনুশয়া এবাবরোহস্তীতি পূর্বপক্ষবীজং নিগূঢ়মুদ্যাট্য নিরস্ততি—
যত্বেপি—

যোগ্য নহে*। কেন-না, শ্রুতি বলিয়াছেন, সম্যকজ্ঞানেই নিঃশেষিতরূপে কর্মনিরন্তি
হয়, অস্ত্র কিছুতে হয় না। এত দূর ষিচাবের পর স্থির হইল যে, অনুশয়বিশিষ্ট
জীবেরই অবরোহণ এবং অভুক্ত বা সঞ্চিত কর্মের নাম অনুশয়। [তে...প্রতীয়তে]
তাহাদের অবরোহণ আরোহণক্রমে ও তদতিরিক্ত ক্রমেও হয়। ‘যথেষ্টং’
শব্দের অর্থ যথাগত। অভিপ্রায় এই যে, কর্মালোক যে প্রকায়ে বা যে
ক্রমে আরোহণ কবিয়াছিল, সেই প্রকারে বা সেই ক্রমে। ‘অন্তেষং’ শব্দে
—তদ্বিপরীত বা তদতিরিক্ত ক্রম বুঝায়। অবরোহণকালে পিতৃমান-পথে ধূমের
ও আকাশের কথন আছে, সে জন্ত, ‘যথেষ্ট’ শব্দে ‘যথাগত’ এই অর্থ প্রতীত
হয় এবং তাহাতে রাত্রির উল্লেখ না থাকায় ও মেঘের গ্রহণ থাকায় বিপরীত
ক্রমও প্রতীত হয় ॥ ৩। ১। ৮ ॥

“বাহারা ইহ-লোকে রমণীয় আচরণ করে” এই শ্রুতি অনুশয়ের অস্তিত্ব
প্রদর্শনার্থ আহরণ করিয়াছ*, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ঐ শ্রুতি কেবল আচরণের

* চরণাৎ শীলাৎ যোনিপ্রাপ্তিনীহুশয়াদিতি ন বক্তব্যম্ । যতঃ সা চরণশ্রুতিলক্ষণার্থেতি
কাঞ্চাজিনেৰ্গতম্ । স্মৃতাবক্রোধানয়ঃ শাস্ত্রার্থজ্ঞানরূপকু শীলাৎ সর্বকল্মাঙ্গমিত্যুক্তং, তদ্বোধকং
চরণপদমঙ্গিনঃ শ্রৌতাদিকল্মাণো লক্ষকং“কর্মণ এবোত্তরাবস্থা ধর্মাধর্মাখ্যাপূর্বম্” ইতি কর্মলক্ষণ্যেব
তদভিন্নাপূর্বাখ্যানুশয়সিদ্ধিরিতি কাঞ্চাজিনিমতমিতি ভাবঃ ।

রমণীয় চরণ, কণ্ঠচরণ, ইত্যাদিস্থলে যে চরণ-শব্দ আছে, তাহার অর্থ আচরণ অর্থাৎ শীল ।
তাহারই দ্বারা জীবের যোনিপ্রাপ্তি অর্থাৎ জন্মান্তরলাভ হয়। অনুশয়-শব্দ না থাকায়
অনুশয়ের দ্বারা যোনিপ্রাপ্তি, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য ; সুতরাং তাহা বলিতে পার না। কারণ,
শ্রুতিই চরণ-শব্দ অনুশয়ের উপলক্ষক অর্থাৎ লক্ষণাব দ্বারা অনুশয়ের বোধক, ইহা কাঞ্চাজিনি
মনি বলিয়াছেন ।

দর্শয়তি, নানুশয়াৎ । অন্তঃচরণমন্তোহনুশয়ঃ । চরণং চারিত্রমা-
 চারঃ শীলমিত্যনর্থান্তরম্ । অনুশয়স্তু ভুক্তফলাৎ কৰ্ম্মণৌহতি-
 রিক্তং কৰ্ম্মাভিপ্ৰেতম্ । শ্রুতিশ্চ কৰ্ম্ম-চরণে ভেদেন ব্যপদি-
 শতি “যথাচারী তথা ভবতি” ইতি, “যাত্ননবত্যানি কৰ্ম্মাণি
 তানি সেবিতব্যানি, নো ইतरাণি । যাত্নস্মাকং সূচরিতানি,
 তানি ত্বয়োপাস্তানি” ইতি চ । তস্মাচ্চরণাদ্ যোন্তাপত্তিশ্রুতে-
 নানুশয়সিদ্ধিরিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ । যতোহনুশয়োপলক্ষণার্থে-
 বৈষা চরণশ্রুতিরিতি কাৰ্খাজিনিরাচার্যো মন্যতে ॥৩।১।৯॥

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩।১।১০॥*

স্বাদেতৎ । কস্মাৎ পুনঃচরণশব্দেন শ্রোতং শীলং বিহায়

“অক্রোধঃ সৰ্ব্বভূতেষু কৰ্ম্মণা মনসা গিবা ।

অনুগ্রহশ্চ জ্ঞানঞ্চ শীলমেতদ্বিচক্ষুৰ্দ্ধাঃ ॥”

ইতি স্মৃতেঃ শীলমাচারোহনুশয়াস্তিঃ, তথাপ্যাত্নশয়শাস্ত্রতযাত্নশয়োপলক্ষণত্বং
 কাৰ্খাজিনিবাচর্যো মেনে । তথা চ বগবীষচরণাঃ কণ্বষচরণা ইত্যেনানু-
 শয়োপলক্ষণাং সিদ্ধিং সাঙ্গুণ্যানামেবাববোধগমিতি ॥ ৩ । ১ । ৯ ॥

“আচাৰহীনং ন পুনস্তি বেদাঃ” ইতি হি স্মৃত্য বেদপদেন বেদার্থমুপলক্ষ্যন্ত্যা

দ্বাবাই যোনি বা জন্মবিশেষ প্রাপ্তি দেখাইযাছেন, অনুশয়েব দ্বাবা নহে । অনুশয়
 ও আচরণ এক পদার্থ নহে ; প্রত্যুত বিভিন্ন । চরণ, আচরণ, আচাব, শীল,
 চাবিত্র বা চবিত্র, এ সকলেব অর্থপ্রভেদ নাই । অনুশয়শব্দ ভুক্তফল কৰ্ম্মেব
 অতিবিক্ত কৰ্ম্মেব (যাত্নাব ভোগে হয় নাই, তাহাব) অভিপ্ৰায়ে প্রযোজিত হয় ।
 শ্রুতিও কৰ্ম্মকে ও আচরণকে বিভিন্নরূপে উল্লেখ কবিযাছেন । যথা—
 “যেমন আচরণ—তেমনি গতি ।” “যে সকল কৰ্ম্ম অনিন্দিত, সেই সকলেব
 সেবা কবিরেক । নিন্দিত কৰ্ম্মেব সেবা কবিরেক নী । যাহা আমাদেব
 শোভন চবিত্র, তুমি তাহাবই উপাসনা কবিরো ।” ইত্যাদি । অভএব, আচার-
 নিমিত্তক যোনিপ্রাপ্তি-এতদ্রূপ শ্রবণ (শ্রুতি) থাকায় অনুশয় থাকা অসিদ্ধ
 বলিতে পারিবে না । কাবণ, ঐ চরণ-শ্রুতি অনুশয় অর্থের উপলক্ষক, ইহা
 কাৰ্খাজিনি আচার্যেব অভিমত । (কৃতকৰ্ম্মেব উত্তবাবস্থার অস্ত্র নাম
 অপূৰ্ণ, বাহার বিভাগ ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম এবং তাহাই এতন্মতে অনুশয় । এই
 অনুশয় কৰ্ম্ম-বাচক চরণ শব্দের লক্ষণালভ্য অর্থ অর্থাৎ ঐ অর্থ লক্ষণা রুত্তিব
 দ্বারা লব্ধ হয়) ॥ ৩ । ১ । ৯ ॥

মানিলাম, চরণ-শব্দেব অনুশয় অর্থ কাৰ্খাজিনিব অভিমত । কিন্তু

* চরণ-শব্দেন চেৎ লাক্ষণিকোহনুশযো গৃহ্যতে, তর্হি শীলবিধানানর্থক্যমিতি ন বক্তব্যম্ ।
 কৃতঃ ? তদপেক্ষত্বাৎ ; শ্রোতাধিকৰ্ম্ম হি শীলাপেক্ষম্ । শীলস্ত সৰ্ব্বকৰ্ম্মাদ্ভিন্ন তত্র পৃথক-
 কলাপেক্ষাহিকলেনাৰ্থবত্বাদিতি তাবঃ ।

লাক্ষণিকোহনুশয়ঃ প্রত্যায্যতে । ননু শীলশ্চৈব তু শ্রোতস্ব
বিহিতপ্রতিষিদ্ধস্য সাধনসাধুরূপস্য শুভাশুভযোক্ত্যাপত্তিঃ ফলং
ভবিষ্যতি । অবশ্যঞ্চ শীলস্ত্যাপি কিঞ্চিৎ ফলমভ্যুপগন্তব্যম্ ।
অনুথা হানর্থক্যমেব শীলস্য প্রসজ্যেতেতি চেৎ, নৈষ
দোষঃ । কুতঃ ? তদপেক্ষত্বাৎ । ইষ্টাদি হি কৰ্ম্মজাতং চরণা-
পেক্ষম্ । ন হি সদাচারহীনঃ কশ্চিদধিকৃতঃ স্ত্যৎ কৰ্ম্মণি ।
“আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ” ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ । পুরুষার্থবাদ-
প্যাচারস্য নানর্থক্যম্ । ইষ্টাদৌ হি কৰ্ম্মজাতে ফলমারভমাণে
তদপেক্ষ এবাচারস্তত্ত্বৈব কঞ্চিদতিশয়মারম্ভ্যতে । কৰ্ম্ম চ

বেদার্থানুষ্ঠানশেষত্বমাচারশ্রোতঃ, ন তু স্বতন্ত্র আচারঃ ফলস্ত সাধনম্ । তেন
বেদার্থানুষ্ঠানোপকারকতয়াচারস্য নানর্থক্যং ক্রত্বর্থস্ত । তদনেন সমিাদিবদা-
চ্যবস্ত ক্রত্বর্থত্বমুক্তম্ । সম্প্রতি স্তানাদিবঃ পুরুষার্থে পুরুষসংস্কারত্বেহপ্যদোষ
ইত্যাহ—“পুরুষার্থবাদপ্যাচারস্য” ইতি । তদেবং চষণশঙ্কেনাচারবাচিনা সর্বো-
হনুশয়ো লক্ষিত ইত্যুক্তম্ ॥ ৩।১।১০ ॥

কি কারণে চরণ-শব্দের শ্রুত্যান্ত শীল (সদাচার) অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা-বৃত্তির
দ্বারা অনুশয় অর্থ গ্রহণ কর ? শ্রুত্যান্ত সাধু ও অসাধুরূপ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ
শীল † কি শুভাশুভ জন্মরূপ ফলদানে সমর্থ নহে ? অবশ্যই শীলের
কোনকপ ফল থাকি মানিতেই হইবেক । না মানিলে নিশ্চয়ই শীল-বিধানের
আনর্থক্য হইবে । যদি কেহ একরূপ বলেন, বা আপত্তি কবেন, তাহা হইলে
তদুত্তরার্থ বলা বাইতেছে, ঐ দোষ অর্থাৎ শীলবিধানের আনর্থক্য দোষ হয় না ।
কেন-না, শ্রোত ও স্মার্ত প্রত্যেক কৰ্ম্মই শীল-সাপেক্ষ । [ইষ্টাদি...প্রসিদ্ধিঃ] ইষ্ট ও
পূৰ্ত্ত প্রভৃতি কৰ্ম্মসমূহ সনন্তই চরণাপেক্ষ অর্থাৎ শীলসাপেক্ষ । কেহই সদাচার-
বিহীন হইয়া শ্রোত স্মার্ত কৰ্ম্মে অধিকার লাভ করে না । কদাচার পুরুষ সে
সকল কৰ্ম্মে অনধিকারী, ইহা স্মৃতির দ্বারাও প্রমাণিত হয় । যথা—“বেদ
আচারবিহীনকে পবিত্র কবেন না” ইত্যাদি । আচার কৰ্ম্মকর্তা পুরুষের
সংস্কার সাধন করে, সে ভাবেও তাহার সাফল্য আছে । ইষ্টাদি কৰ্ম্ম আরম্ভ
হইলে তৎসঙ্গে ধৈ সদাচার অনুষ্ঠিত হয়, সে অনুষ্ঠান প্রকৃত বা অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্মের
কোন-না কোন অতিশয় (উৎকর্ষ) জন্মায় । কৰ্ম্মই সর্বাধিকারী, ইহা প্রতিতে

যদি চরণ-শব্দের মুখ্য আচারার্থ ত্যাগ করিয়া গোণ অনুশয়াৎ গ্রহণ কর, তবে, জিজ্ঞাস্য হইবে
য, আচার-বিধানের প্রয়োজন কি ? কোন ফলের জন্ত আচারের বিধান ? অর্থাৎ সদাচার বিধান
নিরর্থক । এতদুত্তরে বলা যায়, আচার বিধান নিরর্থক নহে, কেন-না, শ্রোত-স্মার্ত সমুদায় কৰ্ম্মই
শীল বা সদাচার-সাপেক্ষ । আচারপূত, না হইলে কৰ্ম্মাধিকার হয় না, এবং কৃতকৰ্ম্মের ফলও হয়
না । (ভাষ্য দেখ) ।

† কায়-মনোবাক্য গর্ভভূতের অপকারবর্জন, অনুগ্রহ ও জ্ঞান (শান্তিার্জন), এ সকল
বিহিত শীল এবং শোভন । ক্রোধ, অনৃত ও পাক্ষ্যাদি নিষিদ্ধ শীল, হুতরাং সে সকল অশোভন ।

সর্বার্থকারীতি ঋতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ কস্মৈব শীলোপ-
লক্ষিতমনুশয়ভূতং যোন্ত্যাপত্তৌ কারণমিতি কাঞ্চাজিনে-
শ্মতম্। ন হি কস্মিণি সম্ভবতি শীলাদ্ যোন্ত্যাপত্তিযুক্তা। ন হি
পদ্ভ্যাং পলায়িতুং পারয়মাণো জানুভ্যাং রংহিতুমর্হতীতি
॥ ৩। ১। ১০ ॥

স্মৃকৃত-দুষ্কৃতে এবৈতি তু বাদরিঃ ॥৩।১।১১॥*

বাদরিস্ত্বাচার্য্যঃ স্মৃকৃতদুষ্কৃতে এব চরণশব্দেন প্রত্যায্যেতে—
ইতি মন্ততে। চরণমনুষ্ঠানং কস্মৈত্যনর্থান্তরম্। তথাহি অবি-
শেষেণ কস্মামাত্রে চরতিঃ প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে। যো হীক্টা-
দিলক্ষণং পুণ্যং কস্ম করোতি, তং লৌকিকা আচক্ষতে ধর্ম্মক-
রত্যেষ মহাত্মেতি। আচারোহপি ধর্ম্মবিশেষ এব। ভেদব্যপ-
দেশস্ত কস্মচরণয়োত্রাক্ষণপরিব্রাজকন্ত্যায়োনাপ্যুপপত্ততে।

বাদরিস্ত মুখ্য এব চরণশব্দঃ কস্মণীত্যাহ—

ব্রাক্ষণপরিব্রাজকন্ত্যায়ো গোবলীবদন্ত্যায়ঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥৩।১।১১॥

ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। [তস্মাৎ...মর্হতীতি] অতএব, কস্ম ই শীলসহ অনুষ্ঠিত
হইয়া অবশেষে অনুশয়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুশয়ই যোনিপ্রাপ্তির (ভিন্ন ভিন্ন
যোনিতে জন্মগ্রহণ করার) কারণ, ইহা কাঞ্চাজিনি মুনির মত। কস্মের
প্রভাবে যোনিলাভ হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও শীলের দ্বারা যোনিলাভ হওয়ার
কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ। পদসঞ্চালনে পলায়ন করিতে পারিলে জাহ্নব দ্বারা পলায়ন
করা সম্ভব হয় না ॥ ৩। ১। ১০ ॥

বাদরি মুনিও বলিয়াছেন, চরণ-শব্দে স্মৃকৃত ও দুষ্কৃত বুঝায়। চরণ, অনুষ্ঠান,
কস্ম, এ সকল শব্দ একার্থক। লোকদিগকেও কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না করিয়া
কেবলমাত্র বা সাগাত্ততঃ কস্ম-অর্থে চরণ-বাক্যের প্রয়োগ করিতে দেখা যায়।
যাহারা ইষ্টাদি পুণ্য কস্ম করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, ইহার
ধর্ম্মাচরণ করিতেছে এবং ইহার মহাত্মা। [আচারো...নির্ণয়ঃ] আচারও এক
প্রকার ধর্ম্ম। তবে-যে, কোন কোন স্থলে কস্মের ও চরণের (আচারের)
প্রভেদ কখন দেখা যায়, তাহা ব্রাক্ষণ-পরিব্রাজক-দৃষ্টান্তে সম্ভব হয়। যে পরিব্রাজক,
(সে নিশ্চয়ই ব্রাক্ষণ। এতদৃষ্টান্তে যাহা কস্ম, তাহাই চরণ অর্থাৎ সদাচার)।

* বাদরিস্ত আচার্য্যঃ স্মৃকৃত-দুষ্কৃতে এব চরণশব্দেন বোধ্যেতে ইত্যাহ।

বাদরি আচার্য্য বলিয়াছেন, চরণ-শব্দে স্মৃকৃত ও দুষ্কৃত কস্ম বুঝায়।

তস্মাদ্রমণীয়চরণাঃ প্রশস্তকৰ্ম্মাণঃ, কপূয়চরণা নিন্দিতকৰ্ম্মাণ
ইতি নির্ণয়ঃ ॥ ৩।১।১১ ॥

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥ ৩।১।১২ ॥†

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীত্যুক্তম্, যে স্থিতরে
অনিষ্টাদিকারিণঃ, তেহপি কিং চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি, উত ন গচ্ছ-
ন্তীতি চিন্ত্যতে । তত্র তাবদাহ—ইষ্টাদিকারিণ এব চন্দ্রমসং
গচ্ছন্তীত্যেতম্ । কস্মাৎ ? যতোহনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্র-
মণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতম্ । তথা হ্রাবিশেষেণ কৌষীতকিনঃ

“যে বৈ কে চান্মাল্লোকং প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সৰ্ব্বে গচ্ছন্তি” ইতি
কৌষীতকিনাং সম্মানানন্দেহারস্তত্ত্ব চ চন্দ্রলোকগমনমন্তরেণানুপপত্তেঃ, পঞ্চম্যা-
মাহতাবিত্যাহতিসংখ্যানিয়মাৎ । তথাহি—ছ্যা-সোম-বৃষ্টায়-বেতঃপরিণামক্রমেণ তা
এবাপো দোষিদম্বো হতাঃ পুরুষবচসো-ভবন্তীত্যবিশেষেণ শ্রুতম্ । ন চৈতন্নমু-
খ্যাতিপ্রায়ং “কপূয়চরণাঃ স্বধোনিম্” ইত্যমলুখ্যাত্তাপি শ্রবণাৎ । গমনাগমনায় চ
দেবযানপিতৃযানয়োবেব মার্গয়োবান্মানাং, পথ্যন্তরত্ত্বাশ্রতেজ্জায়স্ব-ত্রিস্বস্বেতি
তৃতীয়ং স্থানমিতি চ স্থানত্বমাত্রোপগমাৎ পথিত্বেনাপ্রতীতেঃ । চন্দ্রলোকাদ-
বতীর্ণানামপি চ তৎস্থানত্বসম্ভবাদসম্পূরণেন প্রতিবচনোপপত্তেঃ, অনন্তমার্গ-
তয়া চ তন্তোগবিরহিণামপি গ্রামং গচ্ছন্ বৃক্ষমূলান্যুপসর্পতীতিবৎ সংঘমনাদিসু
ষমবশ্যত্বয়ৈ চন্দ্রলোকগমনোপপত্তেঃ । “ন কতরেণচন” ইত্যন্তাসম্পূরণপ্রতি-
পাদনপরতয়া মার্গত্বনিষেধপরত্বাভাবাৎ অনিষ্টাদিকারিণামপি, চন্দ্রলোক-
গমনে প্রাপ্তেহভিধীয়তে । সত্যং স্থানুতয়াহবগতস্ত ন মার্গত্বং, তথাপি “বেথ
যথাহসৌ লোকে ন সম্প্রধ্যতে” ইত্যন্ত প্রতিবচনাবসরে মার্গত্বনিষেধপূৰ্বে
অতএব, শ্রুত্যানু রমণীয়চরণ শব্দের অর্থ প্রশস্ত কর্ম্মকারী এবং কপূয়চরণ শব্দের
অর্থ নিন্দিতকর্ম্মকারী ॥ ৩।১।১১ ॥

বলা হইয়াছে যে, ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্মকারীরা চন্দ্রলোকে গমন করে, কিন্তু
যাহারা তদ্বিপক্লীতকারী অর্থাৎ অনিষ্টাদিকারী (নিন্দিতকর্ম্মকারী) তাহারা
কোথায় যায় ? তাহারাও কি চন্দ্রলোকে যায় ? অথবা যায় না ? এই প্রশ্নের
প্রথম পক্ষে বলা যায়, কেবল ইষ্টাদিকারীরাই যে চন্দ্রলোকে যায়, এমন নহে,
অনিষ্টকারীরাও যায় । কেন-না, চন্দ্রমণ্ডল অনিষ্টকারীদিগেরও গন্তব্য, ইহা শ্রুত
আছে (শ্রুতিতে উক্ত আছে) । যথা—“যে কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে,
তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায় ।” কৌষীতকি-ব্রাহ্মণের এই শ্রুতি ইষ্টকারী পুরুষ

† পূৰ্ণপক্ষনুজমেতৎ । অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতিমিতি সূত্রার্থঃ ।

“যে-কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে” এই শ্রুতিতে “যে-কেহ” এইরূপ সাধারণ উল্লেখ থাকায়
বলিতে পারি, যাহারা শাস্ত্র-নিশ্চিত কর্ম্ম করে, তাহারাও চন্দ্রলোকে যায় ।

সমামনন্তি “যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বৈ গচ্ছন্তি” ইতি। দেহারন্তোহপি চ পুনর্জ্জায়মানানাং নাস্তুরেণ চন্দ্রপ্রাপ্তিমবকল্লোত, পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যাছতি-সঙ্ঘ্যানিয়মাৎ। তস্মাৎ সর্বৈ এব চন্দ্রমসমাসৌদেয়ঃ। ইষ্টাদি-কারিণামিতরেষাঞ্চ সমানগতিত্বং ন যুক্তমিতি চেৎ, ন, ইত-রেষাং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগাভাবাৎ ॥ ৩। ১। ১২ ॥

সংযমনে ত্বুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ

তদাতিদর্শনাৎ ॥ ৩। ১। ১৩ ॥ *

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি। নৈতদস্তি—সর্বৈ চন্দ্রমসং

তৃতীয়ং স্থানমভিবদন্ অসম্পূরণায় তৎপ্রতিপক্ষমাচক্ষীত। যদি পুনস্তেনৈব মার্গেণাগত্য জন্মমরণপ্রবন্ধবৎ স্থানমধ্যাসীত, নৈতত্তৃতীয়ং স্থানং ভবেৎ। ন ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমণ্ডলাদবরুঞ্চ রমণীয়াং নিম্নিতাং বা যোনিং প্রতিপত্তমানা-স্তৃতীয়ং স্থানং প্রতিপত্তস্তে। তৎকস্তু হেতোঃ। পিতৃযানেন পথাবরোহাৎ। তদ্বদি ক্ষুদ্রজন্তুবোহপ্যানেনৈব পথাবরোহেয়ঃ, নৈতদেমাং জন্মমরণপ্রবন্ধবৎ তৃতীয়ং স্থানং ভবেৎ। ততোহবগচ্ছামঃ, সংযমনং সপ্ত চ যাতনাত্মমীর্মবশ-তয়া প্রতিপত্তমানা অনিষ্টাদিকারিণে ন চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহন্তীতি। তস্মাৎ “যে বৈ কে চ” ইতীষ্টাদিকারিণ্যেব, ন সর্ববিষয়ং, পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যি চ স্বার্থবিধান-পরং ন পুনরপঞ্চম্যাহুতিপ্রতিষেধপরমপি, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। “সংযমনে ত্বু-ভূয়” ইতি সূত্রেণাববোহাপাদানতয়া সংযমনস্তোপাদানাদ্ভিন্নমণ্ডলাপাদাননিষেধ আশ্রয়ঃ, তথা চ সিদ্ধাস্তসূত্রমেব। পূর্বপক্ষসূত্রে তু শব্দান্তরাধ্যাহারেণ কথ-ঞ্চিদগময়িতব্যম্। জীবজং জরায়ুজম্। সংশোকজং সংশ্বেদজম্ ॥ ৩। ১। ১২ ॥

[রত্নপ্রভা। সিদ্ধাস্তসূত্রং ব্যাচষ্টে—তুশব্দ ইত্যাদিনা। সংযমনে যমলোকে

যায়, আর অনিষ্টকারী যায় না, এমন কোন অবধানও বাক্য বলেন নাই, সামান্যতাই বলিয়াছেন। [দেহারন্তো...বাতাৎ] আরও দেখ, যাহারা পুনর্বার জন্মিবে, তাহাদের দেহোৎপত্তি চন্দ্রগমন ব্যতীত হয় বলিতে পার না। কারণ, “পঞ্চমী আহুতিতে—” এই ঋতিতে আহুতি-সংখ্যার নিয়ম আছে। অতএব, সাধারণতঃ সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য। যদি বল, ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়ের সমান গতি হওয়া উচিত নহে, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, অনিষ্টকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে যায় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহাদের সুখভোগ হয় না। ইহাই বিশেষ (পূর্বপক্ষ) ॥ ৩। ১। ১২ ॥

তু-শব্দ পূর্বপক্ষের নিষেধক। অর্থাৎ সকলেই যে, চন্দ্রমণ্ডলে যায়, তাহা

* তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবর্তকঃ। সর্বৈ চন্দ্রমণ্ডলং ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। সংযমনে যমপুত্রে বামীঃ যাতনা অন্তুভূয় ইতরেষাং অনিষ্টকারিণাং অবরোহন্তীত্যেবমারোহাবরোহৌ ঋয়েতে ইতি সূত্রার্থঃ।

গচ্ছন্তীতি । কস্মাৎ ? ভোগায়ৈব হি চন্দ্রারোহণং, ন নিশ্চ-
য়োজনং, নাপি প্রত্যবরোহায়ৈব । যথা কশ্চিদ্ বৃক্ষমারোহতি
পুষ্পফলোপাদানায়, ন নিশ্চয়োজনং, নাপি পতনায়ৈব ।
ভোগশ্চানিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমসি নাস্তীত্যুক্তম্ । তস্মাদি-
ষ্টাদিকারিণ এব চন্দ্রমসমারোহন্তি, নেতরে । ইতরে তু সংয-
মনং যমালয়মবগাচ্ছ স্বদুষ্কৃতানুরূপা যামীৰ্যাতনা অনুভূয়
পুনরেবেমং লোকং প্রত্যবরোহন্তি । এবমুত্তো তেষামারো-
হাবরোহৌ ভবতঃ । কুতঃ ? তদগতিদর্শনাৎ । তথাহি যম-
বচনস্বরূপা শ্রুতিঃ প্রয়তামনিষ্টাদিকারিণাং যমবশ্যতাং
দর্শয়তি—

যমকৃতা যাতনা অমুভূয়াবরোহন্তীত্যেবং আরোহাববোহাবিতি যোজনা সূত্রশ্চ
জ্ঞেয়া । যমবশ্যতাং মুদ্রা গচ্ছতাম্ । সম্যক্ পরস্তাৎ প্রাপ্যত ইতি সম্প্রায়ঃ
পরলোকঃ, তদুপায়ঃ সাম্প্রায়ঃ, বালমজ্জং, বিশেষতো বিস্তবাগেণ মুঢ়ং,
মোহাৎ প্রমাদং কুর্কস্তুং প্রতি ন ভীতি । স চ বালঃ অয়ং জীবিতাদিলোকো-

যায় না । কেন ? তাহা বিবেচনা কর । চন্দ্রে আরোহণ অর্থাৎ চন্দ্রলোকে
যাওয়া ভোগের নিমিত্ত, ক্ষুতরাং তাহা নিশ্চয়োজন নহে । লোকে যেমন
ফল-পুষ্পাদি গ্রহণেব নিমিত্তই বৃক্ষারোহণ কবে, কিন্তু নিশ্চয়োজনে কিংবা
পড়িবার জন্ত বৃক্ষারোহণ করে না, তেমনি, জীবও ভোগের উদ্দেশ্যেই চন্দ্রা-
রোহণ কবে, নিশ্চয়োজনে অথবা পতনের জন্ত চন্দ্রারোহণ করে না । সেখানে
(চন্দ্রলোকে) তাহাদের ভোগ হয় না, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি, স্বীকার
করিয়াছি, সে কাবণে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য ইহাবে যে, ইষ্টাদিকারীরাই চন্দ্র-
লোকে যায়, বিপরীতকারীরা যায় না । বাহারা অনিষ্টকর্য্যকারী তাহারা
যমালয়ে গমনপূর্ব্বক সেখানে সেই সেই দুষ্কৃত কৰ্ম্মের অমুকপ যমপ্রদত্ত যাতনা
অনুভব করিয়া তৎপরে ইহ লোকে প্রত্যাগমন কবে । [এবমুত্তো...ভবতি]
তাহাদের যে, কথিতপ্রকার আবোহণাবরোহণ হয়, তাহা যমবচনরূপা শ্রুতিতে
উক্ত আছে । তাহাদের তদুপ গতি অর্থাৎ যমবশ্যতা শ্রুতিকর্ত্ত্বক উক্ত হইয়াছে ।
যমের উক্তি যথা—“সাম্প্রায়ের অর্থাৎ পরলোকের প্রকৃততত্ত্ব অজ্ঞের—বিশেষতঃ

সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইষ্টানিষ্টকারীর বিশেষ নাই, এ পক্ষ অগ্রাহ্য । কারণ, শ্রুতিতে
অনিষ্টকারীর আরোহাবরোহ নিম্নলিখিত পকারে অভিহিত হইয়াছে । যথা—অনিষ্টকারীরা যমপুরে
আরোহণ করে, সেখানে যমকৃত যাতনা ভোগ করিয়া ভোগান্তে পুনরবরোহণ অর্থাৎ পুনর্দেহ
গ্রহণ কবে ।

“ন সাম্পারায়ঃ প্রতিভাতি বালং

প্রমাদন্তং বিস্তমোহেন যুটম্।

অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী

পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥” ইতি

“বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং” ইত্যেবঞ্জাতীয়কঞ্চ বহ্বেব
যমবশ্মতাপ্রাপ্তিলিঙ্গং ভবতি ॥ ৩। ১। ১৩ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ৩। ১। ১৪ ॥ *

অপি চ, মনুব্যাসপ্রভৃতয়ঃ শিষ্টাঃ সংযমনে পুরে যমায়ত্তং
কপূয়কর্ষবিপাকং স্মরন্তি নাচিকেতোপাখ্যানাদিষু ॥ ৩। ১। ১৪ ॥

অপি চ সপ্ত ॥ ৩। ১। ১৫ ॥ †

অপি চ, সপ্ত নরকা রৌরবপ্রমুখা দুষ্কৃতফলোপভোগ-

হস্তি ন পবলোকোহস্তীতি মানী, স মে মম যমশ্চ বশমাপ্নোতীত্যর্থঃ। পাপিনাং
যমবশ্মতাবাদি-বিশেষশ্রুতিস্মৃতিবলাৎ “যে বৈ কৈচ” ইত্যবিশেষশ্রুতিরিষ্টাদিকারি-
বিষয়ত্বেন ব্যাখ্যেয়েতিভাৱঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ১। ১৩ ॥]

(সংযমনে তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধে যমপুরে। কপূয়কর্ষবিপাকং পাপকর্ষজং
ফলম্। নচিকেতা নাম ঋষিস্তমধিকৃত্য প্রবৃত্তং উপাখ্যানং নাচিকেতোপাখ্যা-
নম্ ॥ ৩। ১। ১৪ ॥)

ধনমুদ্বেষ নিকট প্রতিভাত (প্রকাশিত) হয় না। তাহা বা মনে কবে, এই
লোকই আছে, ঐ লোক অর্থাৎ পবলোক নাই। সেই জন্তই তাহারা পুনঃপুনঃ
আমাব বশ্মতা প্রাপ্ত হয়। “যমলোক পাপিজনের গমনীয়” এইরূপ ও অন্তরূপ
অনেক বাক্য আছে—লম্বাহাতে পাপীর যমবশ্মতা প্রাপ্তির বোধক কথা
আছে ॥ ৩। ১। ১৩ ॥

মনু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও নাচিকেত উপাখ্যানাদিতে যমের সংযমননামক
পুরে যমপ্রদত্ত পাপ-কর্মের ফলভোগ বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৩। ১। ১৪ ॥

পৌরাণিকেরাও দুষ্কৃত কর্মের ফলভোগস্থান রৌরবপ্রভৃতি সপ্তসংখ্যক

* সংযমনাখ্যে যমপুরে যমায়ত্তং পাপিনাং পাপকর্ষবিপাকমিতি পুরবীক্ষম্।

মনু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও যমপুরে পাপীর পাপকর্মের ফলভোগ হওয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

† সপ্ত নবকা: সস্তীতি শেষঃ। তে চ দুষ্কৃতকর্মফলভোগভূময় ইত্যুপাখ্যঃ।

রৌরব মহারৌরব প্রভৃতি সাত প্রকার নরক স্থান আছে। সেই সকল স্থানে পাপীর গমন ও
দুষ্কৃতকর্মের ফলভোগ হয়, ইহা পুবাণাদিতেও বর্ণিত আছে।

ভূমিহেন স্বর্ধ্যন্তে পৌরাণিকৈঃ, তাননিষ্ঠাদিকারিণঃ প্রাপ্নু-
বন্তি, কুতন্তে চন্দ্রং প্রাপ্নুয়ুরিত্যভিপ্রায়ঃ। ননু বিরুদ্ধমিদং—
যমায়ত্তা যাতনাঃ পাপকর্মাণোহনুভবন্তীতি, যাবতা তেষু
রৌরবাদিষু অশ্বে চিত্রগুপ্তাদয়ো নানাধিষ্ঠাতারঃ স্বর্ধ্যন্ত-
ইতি, নেত্যাঃ—॥ ৩। ১। ১৫ ॥

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩।১।১৬॥*

তেষাপি সপ্তস্ব নরকেষু তৈশ্চৈব যমস্বাধিষ্ঠাতৃভ্যাপারা-
ভ্যুপগমাদবিরোধঃ। যমপ্রযুক্তা এব হি তে চিত্রগুপ্তাদয়ো-
হধিষ্ঠাতারঃ স্বর্ধ্যন্তে ॥ ৩। ১। ১৬ ॥

বিভা-কর্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩।১।১৭॥†

পঞ্চাশ্চবিভায়াং “বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে”

(যমায়ত্তা যাতনেতি চিত্রগুপ্তাদয়ো যাতয়ন্তীতি স্মৃতিবিরুদ্ধমিতি মহাহ নম্বিতি।
নানা বহবঃ ॥ ৩। ১। ১৫ ॥)

(অধিষ্ঠাতৃভ্যাপারঃ প্রেবকত্বম্। স্বর্ধ্যন্তেঃস্বতাবুচ্যন্তে ॥ ৩। ১। ১৬ ॥)

[রত্নপ্রভা। যদ্বক্তং মার্গান্তবাতাবাৎ পাপিনামপি চন্দ্রগতিরিতি, তন্ন, তৃতীয়-

নরকেব বর্ণনা করিয়াছেন। • তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, অনিষ্টকারীরা
সেই সফল স্থানেই বায়, চন্দ্র তাহাদের দলভ। চন্দ্রলোকে গমন করা দূরে
থাকুক, তাহাদের চন্দ্র দর্শনও হয় না। • [ননু...নেত্যাঃ] বলিতে পাব যে,
পাপীরা যে, যমপ্রদত্ত যাতনা ভোগ করে, এ কথা বিকল্প হয়। কেন-না, স্মৃতিতে
আছে, চিত্রগুপ্তাদি বৌরবাদি নরকেব অধীশ্বর, স্বতবাং তাঁহারা এই সেই সেই
নরকে নারকী জীবকে যাতনা প্রদান করেন, সেখানে যমেব কর্তৃত্ব নাই। যদি
কেহ একরূপ বলেন, তাহা হইলে তত্ত্বভবার্থ স্তব্ব এই—॥ ৩। ১। ১৫ ॥

সে সকল স্থান অর্থাৎ রৌরবাদি সপ্ত নরকেই যমেব কর্তৃত্বাধীন, ইহা স্বীকৃত
থাকায় ঐ সিদ্ধান্ত অবিকল্প। চিত্রগুপ্তাদিও যমনিযুক্ত পুরুষ, তৎকর্তৃক নিযুক্ত
হইয়াই তাঁহারা পাপিজনপূর্ণ নরকের উপর অধিপত্য করেন ॥ ৩। ১। ১৬ ॥

পঞ্চাশ্চবিভায় প্রস্তাবে একটা প্রশ্ন আছে। যথা—“তুমি কি তাহা জান ?

* তেষাপি নরকেষু তদ্ব্যাপাৰাৎ তন্ত যমস্ত কর্তৃত্বভ্যুপগমাৎ অবিরোধঃ বিরোধো নাস্তীতি
যোজন।

সে সকল স্থানেও যমের কর্তৃত্ব থাকায় কথিত সিদ্ধান্ত স্মৃতিবিরুদ্ধ নহে। (ভাষ্য দেখ)।

† তুঃ পুরোক্তিনিবাসায়। যদ্বক্তং মার্গান্তবাতাবাৎ পাপিনামপি চন্দ্রগতিরিতি, তন্ন।
তৃতীয়মার্গান্তেবিত্তি গর্তিতার্থঃ। তত্র “এতথোঃ পথোঃ” ইতি ঋতিভাগস্ত “এতথোর্কিচ্ছাকর্মণোঃ

ইত্যশ্চ প্রশ্নশ্চ প্রতিবচনাবসরে শ্রুয়তে “অথৈতয়োঃ পথোর্ন
কতরেণচন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি
জায়ন্ত ত্রিয়স্বৈত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন
সম্পূর্য্যতে” ইতি । তত্রৈতয়োঃ পথোরিতি বিদ্যাকৰ্ম্মণোরি-
ত্যেতৎ । কস্মাৎ ? প্রকৃতত্বাৎ । বিদ্যাকৰ্ম্মণী হি দেবযান-
পিতৃযানয়োঃ পথোঃ প্রতিপত্তৌ প্রকৃতে । “তদ্ য ইথং
বিদুঃ” ইতি বিদ্যা, তয়া প্রতিপত্তব্যো দেবযানঃ পন্থাঃ প্রকী-
ৰ্ত্তিতঃ । “ইষ্টাপূৰ্ত্তে দত্তম্” ইতি কৰ্ম্ম, তেন প্রতিপত্তব্যঃ পিতৃযানঃ
পন্থাঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । তৎপ্রক্রিয়ায়াম্, “অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ-

মার্গশ্রুতেরিত্যাহ—বিদ্যাকৰ্ম্মণোরিতি । মার্গদ্বিতয়োক্ত্যানন্তরং তৃতীয়মার্গোক্তিসমা-
রম্ভার্থং শ্রুতাবশ্যম্ । এতয়োৰ্বিদ্যাকৰ্ম্মণোঃ পথিদ্ধবসাধনদোরন্ততরেণাপি
সাধনেন যে নরা ন যুক্তাঃ, তে জন্মমরণাবৃত্তিরূপতৃতীয়সর্গস্থানি ভূতানি ভবন্তি ।
ক্রিয়াবৃত্তৌ লোট্ । তেন পাপিনাং চন্দ্রগতাভাবাচ্চন্দ্রলোকো ন সম্পূর্য্যতে
ইতি শ্রুতার্থঃ । প্রতিপত্তাবিতি প্রাপ্তিসাধনে ইত্যর্থঃ ।

অপি চ, পাপিনাং চন্দ্রগতো ‘অসৌ লোকঃ সম্পূর্য্যতে, অতঃচ ন সম্পূর্য্যতে’
ইত্যেতৎ প্রতিবচনং বিরুদ্ধং প্রসজ্যেতেত’ম্বয়ঃ । অববোধদাসম্পূৰ্ণবশ্ৰুতং ন
কল্লাং, শ্রুতহাত্যাপত্তেরিত্যাহ—নাশ্রুতম্বাদিতি । অববোধ এব তৃতীয়ং স্থানং
যে-প্রকারে চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না ?” এই প্রশ্নের প্রত্যাভবে শুনা যায়—“যে সকল
জীব দেবযান ও পিতৃযান, এই দুই পথের অন্তর পথেরও অনুপগন্ত, তাহারা
পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ-বৃত্ত তৃতীয় স্থানস্থ এই সকল ক্ষুদ্র জীবভাব (দংশ মশকাদি জন্ম)
হয় । ইহারা জন্মে, আবাব শীঘ্রই মরে । ইহারা তৃতীয় স্থান অর্থাৎ প্রোক্ত
পথদ্বয়তিরিক্ত তৃতীয় স্থানেই থাকে, চন্দ্রে গমন করে না । (দণ্ডিতার্থ—পাপীর
চন্দ্রলোকে গতি হয় না, সেই কাৰণে সে লোক পূর্ণ হয় না) ।” এই শ্রুতিতে যে,
এই দুই পথের—“কথা আছে, তাহাব অর্থ তদ্ব্যয় পথের সাধন—বিদ্যা ও কৰ্ম্ম ।
উহা প্রকৃত অর্থাৎ জ্ঞানকৰ্ম্ম প্রকরণে কথিত । (বিদ্যা + শ্রুতম্) । সেখানে
বিদ্যা (জ্ঞান বা উপাসনা) ও কৰ্ম্ম এই দুইটা যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান
পথের প্রাপক বা প্রাপ্তিসাধন, এই প্রস্তাব কৃত হইয়াছে । “যাহারা এই
প্রকারে জানে” এই বাক্যে বিদ্যার কথন, তাহাদের দেবযানপথ প্রাপ্তব্য ।
(ফলিতার্থ—জ্ঞানই দেবযান পথে লইয়া যায়) । “ইষ্ট, আপত্ত ও দত্ত,

পথষয়সাধনয়োঃ” ইথমর্থঃ কাব্যঃ । কৃতঃ ? প্রকৃতত্বাৎ তৎপ্রক্রিয়ামুক্তবাদিত্যর্থঃ । অন্তঃ ভাব্যে
জটব্যম্ ।

শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দ্বিবিধা গতি-বলিয়া তৃতীয় গতি বলিবার জন্য ‘অথ’ শব্দের
প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তৎপ্রস্তাব অনুসারে “এতয়োঃ পথোঃ” এই ব. ক্যার ভাষণার্থ “সেই দুই
পথের প্রাপক বিদ্যা ও কৰ্ম্ম ।”

চন” ইতি শ্রুতম্ । এতদুক্তং ভবতি, যে চ ন বিদ্যাসাধনেন দেবযানে পথ্যধিকৃতাঃ, নাপি কৰ্ম্মণা পিতৃযানে, তেষামেষ ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণোহসকৃদাবর্তী তৃতীয়ঃ পস্থা ভবতীতি । তস্মাদপি নানিষ্টাদিকারিভিঃ চন্দ্রমাঃ প্রাপ্যতে ।

স্বাদেতৎ । তেহপি চন্দ্রবিশ্বমারুহ্য ততোহবরুহ্য ক্ষুদ্রজন্তুং প্রতিপৎস্রত ইতি । তদপি নাস্তি, আরোহানর্থক্যাৎ । অপি চ, সৰ্ব্বেষু প্রয়ৎসু চন্দ্রলোকং প্রাপ্নুবৎসসৌ লোকঃ প্রয়ন্তিঃ সম্পূর্য্যতে—ইত্যতঃ প্রশ্নবিরুদ্ধং প্রতিবচনং প্রসজ্যেত । তথা হি প্রতিবচনং দাতব্যং, যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে । অবরো-হাভ্যাপগমাদসম্পূরণোপপত্তিরিতি, চেৎ, ন, অশ্রুতত্বাৎ । সত্য-মবরোহাদপ্যসম্পূরণমুপপত্ততে, শ্রুতিস্ত “তৃতীয়স্থানসঙ্কীৰ্তনে-নাসম্পূরণং দর্শয়তি “এতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে” ইতি । তেনানারোহাদেবাসম্পূরণমিতি যুক্তম্ ।

শ্রুতাক্রমিত্যত আহ—অববোহশ্রুতি । ইমমধ্বানং পুননিবর্তন্ত ইতি ইষ্টাদিকা-রিণামবনোহোক্তেনিষ্টাদিকারিণামপি অবরোহশ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ পুনরুক্তিকার্য্যার্থে-

এ সকল কৰ্ম্ম ।” এ সকলের দ্বারা পিতৃযান পথ প্রাপ্তব্য । কৰ্ম্মই পিতৃযান পথে লইয়া যাব) । ইহারই পরে শ্রুতি “অথ” বলিয়াছেন “এই দুই পথের” ইত্যাদি । ঐ অথ-শব্দেব দ্বারা তৃতীয় পথ বা তৃতীয়স্থান হুচিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত পথেব অতিরিক্ত । [এত .. প্রাপ্যতে] ঐ শ্রুতিতে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, যাহারা বিদ্যাসাধন দেবযান পথেব অনধিকাবী, অথবা যাহারা কৰ্ম্মসাধন পিতৃযান পথেব অধিকারী নহে, তাহারা এই সকল শীঘ্র জন্ম-মরণ শীল ক্ষুদ্র জন্তুকপ তৃতীয় স্থান বা তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত হয় । ঐ সকল কারণে দিকান্ত হয় যে, অনিষ্টাদিকারীরা চন্দ্রলোকে যায় না ।

[স্বাদেতৎ... প্রসঙ্গাৎ] যদি বল, এরূপ হইলেও ত হইতে পারে যে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণপূর্ব্বক পরে তথা হইতে আগমন করতঃ ক্ষুদ্রজন্তু প্রাপ্ত হয় ? ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে, অর্থাৎ তাহা হয় না । কেন-না, ভোগ না থাকায় আরোহণ নিস্প্রয়োজন । আরও দেখ, সকলেই যদি মরিয়া চন্দ্রলোকে যায়, তাহা হইলে চন্দ্রলোকের পূর্ণতাই স্থির থাকে, সুতরাং “পূরণ হয় না কেন ?” এ প্রশ্ন হইতে পারে না । অতএব, ঐ অর্থ প্রশ্নবিরুদ্ধ । (প্রশ্ন হইল—সম্পূরণ হয় না কেন ? ‘সম্পূরণ হয় না, ইহাই স্থির’, কিন্তু “কেন ?” ইহা অস্থির বা সংশয়িত । সেই জন্যই তদ্বিষয়ক প্রশ্ন অসম্ভব) । সম্পূরণ হয় না কেন ? তাহাই বলিতে হইবে, সম্পূরণের প্রকার বলিতে হইবে না । যদি বল,

অবরোহশ্চেষ্ঠাদিকারিষ্যপ্যবিশিষ্টত্বে সতি তৃতীয়স্থানোক্ত্যা-
নর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। তুশবস্ত্ব শাখান্তরীয়বাক্যপ্রভবামশেষগমনা-
শঙ্কামুচ্ছিনতি। এবং সত্যধিকৃতাপেক্ষঃ শাখান্তরীয়ে বাক্যে
সর্ব্বশব্দোহবতিষ্ঠতে,—যে বৈ কেচিদধিকৃতা অশ্মাল্লোকাৎ
প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তীতি ॥ ৩। ১। ১৭ ॥

যৎ পুনরুক্তং দেহলাভোপপত্তয়ে সর্ব্বে চন্দ্রমসং গন্তুমহন্তি,
পঞ্চম্যামাহতাবিত্যাহ্তিসম্ব্যানিয়মাদিতি, তৎ প্রত্যাচ্যতে—

তার্থঃ। অর্থৈতদ্যোবিত্তি মার্গান্তরোপক্রমবোধিত্বতো সশব্দবোধশ্চেত্যন্তঃ স্থান-
শব্দো মার্গলক্ষক ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ১। ১৭ ॥

[রত্নপ্রভা। এবমবিশেষশ্রুতেশ্চাৰ্গাভাবাচ্চেতি পূর্ব্বপক্ষবীজদ্বয়ং নিরস্ত
তৃতীয়বীজনিরাসার্থং হৃত্রমাহ—যৎপুনবিত্যাদিনা—

অবরোহণ স্বীকার করায় অসম্পূৰ্ণ বলি হয়, বস্তুতঃ তাহা হয় না। কারণ, তাহা
অশ্রুত অর্থাৎ ঐতি তাহা বলেন নাই, এবং সেরূপ প্রশ্নও করেন নাই। অবরোহণ
(তথা হইতে নাগিয়া আসা) স্বীকাৰে অসম্পূৰ্ণ উপপন্ন হয় সত্য; কিন্তু শ্রুতি
সেরূপে অসম্পূৰ্ণ দেখান নাই। ঐতি তৃতীয়স্থান কীৰ্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন ও
দেখাইয়াছেন, পাপীষা চন্দ্রলোকে যায় না, তাই চন্দ্রলোকের পূরণ হয় না।
যথা—“ইহা তৃতীয় স্থান অর্থাৎ কথিত দেবযান গতিব ও পিতৃযান গতির অভি-
রিক্তা তৃতীয়া গতি। সেই কারণে এই চন্দ্রলোক সম্পূর্ণ হইয়াছে না। (খালি
থাকে)। অতএব, আবোহণাবরোহণ ব্যতীত প্রকৃতিবৃত্তে অসম্পূর্ণ হওয়াই
শ্রুতিব ও যুক্তির অল্পমত। অবরোহণপ্রযুক্ত অসম্পূর্ণ, ইহা স্বীকার করিতে
গেলে ইষ্টাদিকারীসহিত অবিশেষ ঘটনা হয় এবং তৃতীয় স্থান কথনের
প্রয়োজন থাকে না। [তুশব...ইতি] অত্র শাখাস্থিত শ্রুতিতে যে সমুদায়
জীবৈব চন্দ্রগতি শুনা যায়, তৎ শ্রবণে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি হওয়ার আশঙ্কা
জন্মে—স্বত্রকার সে আশঙ্কা তুশব্দের প্রয়োগে বিদূরিত করিয়াছেন। তাহাতে
বুঝিতে হইবে, শাখান্তরীয় বাক্যে যে, সর্ব্বশব্দ আছে, তাহা অধিকৃতাপেক্ষ
অর্থাৎ তাহাব অর্থ অধিকারী সকল। ফলিতার্থ এই যে, যে সকল অধিকারী
(চন্দ্রলোকে যাইবার যোগ্য) এতলোক হইতে প্রায়ণ কবে, তাহারা সকলেই
চন্দ্রপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩। ১। ১৭ ॥

[যৎপুন..প্রত্যাচ্যতে] বলিয়াছিল যে, আহুতিসংখ্যার নিয়ম থাকায়
(চতুর্থী আহুতিব পর পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষশব্দবাচ্য অর্থাৎ দেহোৎপত্তি
হওয়ার নিয়ম থাকায়) সকলকেই চন্দ্রলোকে যাইতে হয়, স্বত্রকার এক্ষণে তাহার
প্রতিবন্ধ বলিতেছেন। (পঞ্চমী আহুতি=জীবোনিতে নিষ্কিপ্ত হওয়া। চন্দ্র-
লোকে না গেলে বর্ষাদিব দ্বারা পৃথিবীতে আসা ঘটে না এবং রেতে বা রক্তে
বাস করাও ঘটে না)। এক্ষণে স্বত্রের দ্বারা ঐ আপত্তির প্রত্যাপত্তি প্রদর্শিত
হইতেছে—

ন তৃতীয়ে তথোপলক্ষেঃ ॥ ৩ । ১ । ১৮ ॥ *

ন তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় পঞ্চসংখ্যানিয়ম আহুতী-
নামাদর্ভব্যঃ । কুতঃ ? তথোপলক্ষেঃ । তথা হস্তরৈণৈবাহু-
তিসংখ্যানিয়মং বর্ণিতেন প্রকারেণ তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরূপল-
ভ্যতে “জায়ষ ত্রিয়ষ” ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানমিতি । অপি চ,
“পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি মনুষ্য-
শরীরহেতুত্বেনাহুতিসংখ্যা সঙ্কীর্ত্যতে, ন কীটপতঙ্গাদিশরীর-
হেতুত্বেন । পুরুষশব্দস্য মনুষ্যজাতিবচনভাঃ । অপি চ,
পঞ্চম্যামাহুতাবাপাং পুরুষবচস্ত্বমুপদিশ্যতে, নাপঞ্চম্যামাহুতৌ
পুরুষবচস্ত্বং প্রতিষিধ্যতে, বাক্যস্য দ্ব্যর্থতাদোষাৎ । তত্র
যেষামারোহাবরোহৌ সম্ভবতস্তেষাং পঞ্চম্যামাহুতৌ দেহ

বিভাক্ষমশূন্যানাং কুমিকীটাদিভাবেন জায়স্বৈত্যাদিশ্রুত্যা নিরন্তরজন্ম-
মবগোপলকেন্নাহুতিসংখ্যাদয় ইত্যর্থঃ । পুরুষশব্দাচ্চৈবমিত্যাহ—অপি চেতি ।
ইতি রক্তপ্রভা ॥ ৩ । ১ । ১৮ ॥]

তৃতীয় স্থানে শরীবোৎপত্তির নিমিত্ত আহুতিব ও আহুতিসংখ্যার নিয়ম
নাই । শ্রুত্যানুসারে আহুতিসংখ্যা তৃতীয়স্থানে আদর্ভব্য নহে । কেন-না,
তাহাই উপলব্ধ (প্রতীত) হয় । নিয়মিত আহুতিসংখ্যা ব্যতীত কথিত
প্রকারে অর্থাৎ “জন্মে আর মধর ; জন্মে আব মরে ।” এইরূপে তৃতীয়স্থান
লাভ হওয়া প্রতীত হয় । [অপিচ. আরভ্যতে] “অপ্ পঞ্চমী আহুতিতে
পুরুষ-শব্দেব বাচ্য হয়” এই যে, শ্রুত্যানুসারে আহুতি-সংখ্যার নিয়ম, এ নিয়ম কেবল
মানব-শরীরবিষয়ে, কীট-পতঙ্গাদি শরীরবিষয়ে নহে । কারণ, ঐ পুরুষ শব্দ—
মনুষ্যজাতিরই বোধক, কীট পতঙ্গাদির বোধক নহে । আরও দেখ, শ্রুতি
পঞ্চমী আহুতিতে অপের পুরুষপদবাচ্য হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন সত্য ;
কিন্তু অপঞ্চমী আহুতিতে তাহার নিষেধ করেন নাই । (পঞ্চম আহুতিস্থান
ব্যতীত পুরুষদেহ হইবে না, এমন কথা বলেন নাই) । ঐ একই বাক্যের বিধি
নিষেধ উভয়ার্থ স্বীকার করিতে গেলে, তাহার দ্ব্যর্থতা দোষ স্বীকার করিতে
হইবে । (এক বাক্যে দুই অর্থ প্রতীত হয়, না । তাহা বলাও অশাস্য) । অত-
এব, বুঝিতে হইবে, যাহাদের আরোহাবরোহ সম্ভব, অপ্ পঞ্চমী আহুতিতে
তাহাদেরই দেহ জন্মায়, তন্ত্রি জীবের দেহ বিনা আহুতিতে ভূতাস্তর সংসৃষ্ট

* তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায়াহুতিসংখ্যানিয়মো নাপেক্ষিতঃ । কুতঃ ? তথোপলক্ষেঃ ।
বিনাপি . হি পঞ্চমীমাহুতিং জায়ষ ত্রিয়ষৈত্যেতৎপ্রকারেণৈব . তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরূপলভ্যত ইতি
মত্বাক্ষরার্থঃ ।

তৃতীয় স্থান প্রাপ্তিতে অর্থাৎ কীটপতঙ্গাদি শরীর লাভের নিমিত্ত আহুতিনিয়ম নাই । কেন-
না, বিনা আহুতিতেও ঐ সকল জীবের দেহ হইতে দেখা যায় । (ভাষ্যানুবাদ দেখ) ।

উক্তবিশ্ৰুতি, অন্তেষাম্স্ত বিনৈবাহুতিসংখ্যা ভূতান্তরোপসংখ্যভি-
স্তুর্দেহ আরভ্যতে ॥ ৩। ১। ১৮ ॥

স্বর্য্যতেহপি চ লোকে ॥ ৩। ১। ১৯ ॥ *

অপি চ স্বর্য্যতে লোকে দ্রোণধ্বংসপ্রভৃতীনাং সীতা-
দ্রৌপদীপ্রভৃতীনাঞ্চাযোনিজত্বম্। তত্র দ্রোণাদীনাং যোষি-
দ্বিষয়ৈকাহুতির্নাস্তি, ধ্বংসাদীনাং যোষিৎপুরুষবিষয়ে চ
অপ্যাহুতী ন স্তঃ। যথা চ তত্রাহুতিসংখ্যানাদরো ভবতি,
এবমন্যত্রাপি ভবিষ্যতি। বলাকাপ্যন্তরেণৈব রেতঃসেকং গর্ভং
ধত্ত ইতি লোকে কুটিঃ ॥ ৩। ১। ১৯ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৩। ১। ২০ ॥†

অপি চ, চতুর্বিধে ভূতগ্রামে জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভি-

[রত্নপ্রভাঃ। মনুস্মৃতিদেহগ্রামে নাস্তি। অপিচেত্যানি।
বিধিনিষেধরূপার্থধ্বংসে বাক্যভেদঃ স্তাদিত্যর্থঃ। অনিয়মে স্মৃতিসম্বাদার্থঃ সূত্রম্।
স্বর্য্যতেহপিতি। লোক্যতেহেনেনেতি লোকে ভারতাদিকল্পঃ। মুখ্যার্থমপ্যাহ—
বলাকেতি। ইতি রত্নপ্রভাঃ ॥ ৩। ১। ১৯ ॥]

[রত্নপ্রভাঃ। অণ্ডজানি চ জরায়ুজানি চ স্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি চেতি।

অপের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সে সকল শরীর আহুতিসংখ্যার নিয়ম
বহির্ভূত ॥ ৩। ১। ১৮ ॥

অন্য শব্দবৈব কথা দ্বয়ে থাকুক, মনুস্মৃতিরোৎপত্তিতেও যে, আহুতি-
সংখ্যার নিয়ম নাই, তাহা ভারতাদিগ্রন্থে দ্রোণ ধ্বংস, সীতা ও দ্রৌপদী
প্রভৃতির অযোনিজত্ব কখন দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রোণাদির জন্মে যোষি-
দ্বয়ক একটা আহুতির অভাব, এবং ধ্বংসাদির স্ত্রীপুং-সংসর্গরূপ আহুতিধ্বংসের
অভাব আছে। যেমন সে সকল দেহে আহুতিসংখ্যানিয়মের অভাব আছে,
তেমনি, দেহান্তরেও তাহার অভাব দেখা যায়। বকী (স্ত্রীবক) বিনা রেতঃসেকে
গর্ভিণী হয়, এ সংবাদ লোক-সমাজে প্রসিদ্ধ। (ঋতুমতী বকী মৈথুন-ধর্মে
গর্ভিণী হয় না, মেঘগর্জন শ্রবণে গর্ভিণী হয়) ॥ ৩। ১। ১৯ ॥

অপিচ, জরায়ুজ (১) অণ্ডজ (২) স্বেদজ (৩) ও উদ্ভিজ্জ (৪), এই চতু-

* লোক্যতেহেনেনেতি লোকে ভাবতাদিঃ।

ঋষিরা ভারতাদি গ্রন্থে আহুতিসংখ্যার আদরভাব স্মরণ করিয়াছেন, এবং জীবলোকেও তাহার
উদাহরণ দেখা যায়।

† বিনাপি গ্রাম্যধর্ম্মসংপত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ।

চতুর্বিধ ভূত গ্রামের মধ্যে বিবিধ ভূতের বিলা মৈথুনধর্মে দেহোৎপত্তি হইতে দেখা যায়।

জ্ঞানরূপে স্বেদজোত্তিজ্জয়োঃস্তরেণৈব গ্রামাধর্মমুৎপত্তির্দর্শ-
নাদাহ্তিসম্ভা্যানাদয়ো ভবতি, এবমন্যত্রাপি ভবিষ্যতি ॥৩।১।২০॥

ননু “তেষাং খল্লেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—
অগুজং জীবজমুত্তিজ্জম্” ইত্যত্র ত্রিবিধ এব ভূতগ্রামঃ শ্রুয়তে,
কথং চতুর্বিধত্বং ভূতগ্রামস্য প্রতিজ্ঞাতমিত্যত্রোচ্যতে—

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩।১।২১॥*

“অগুজং জীবজমুত্তিজ্জম্” ইত্যত্র তৃতীয়েনোত্তিজ্জশব্দে-
নৈব স্বেদজোপসংগ্রহঃ কৃতঃ প্রত্যেত্যব্যঃ, উভয়োঃপি স্বেদ-
জোত্তিজ্জয়োভূমুদেকোদ্ভেদপ্রভবত্বস্য তুল্যত্বাৎ । স্বাবরো-
দ্ভেদাদ্ভূমি বিন্যাসে জঙ্গমোদ্ভেদ ইত্যন্যত্র স্বেদজোত্তিজ্জয়ো-
ভেদবাদ ইত্যবিরোধঃ ॥ ৩।১।২১ ॥

শ্রুতাবষ্টন্তেন সূত্রং ব্যাচষ্টে—অপি চেতি । অত্রাপ্যনিষ্টাদিকাবিধিতাথঃ ।
নব্বপ্রভা ॥ ৩।১।২০ ॥]

অনয়া শ্রুত্যা চতুর্বিধ্যং কথমুক্তং, শ্রুতান্তরে ত্রীণ্যেবেত্যবধারণবিরোধাদিতি
শব্দান্তরত্বেন সূত্রমাদত্তে—নব্বিত্যাदि।

জীবজং জরায়ুজং মহুগাদি, ভূমিমুত্তি জায়তে বৃক্ষাদিকং, উদকং ভিত্তা
জায়তে যুদ্ধাদিজঙ্গমমিতি ভেদঃ । সংশোকঃ স্বেদঃ । ইতি বদ্বপ্রভা ॥৩।১।২১ ॥]

কিঞ্চ জীবজাতির বা ভূত গ্রামের মধ্যে স্বেদজ ও উত্তিজ্জৈব বিনা গ্রামাধর্মে
উৎপত্তি হইতে দেখা যায় । তাহাতে বুঝিতে হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে আহুতি-
সংখ্যা অনিয়মিত । যখন স্বেদজ ও উত্তিজ্জৈব জন্মে আহুতিসংখ্যার অনাদর দেখা
যায়, তখন সে, অত্রের জন্মেও আহুতিসংখ্যার অনাদর থাকিবেক, তদ্বিষয়ে আর
কথা কি ॥ ৩।২।২৪ ।

[ননু...মিত্যত্রোচ্যতে] যদি বল, শ্রুতি ত্রিবিধ ভূতগ্রাম বা জীবজাতিব
কথা বলিয়াছেন, যথা—“অগুজ (১) জীবজ বা জরায়ুজ (২) ও উত্তিজ্জ (৩) ।”
কিন্তু ভূমি বলিতেছ, ভূতজাতি চতুর্বিধ । ইহার কারণ কি ? সূত্রকার এ প্রশ্নেব
প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

“অগুজ, জীবজ ও উত্তিজ্জ” এই শ্রুতিতে যে, তৃতীয় উত্তিজ্জ শব্দ আছে,
ঐ উত্তিজ্জ শব্দে স্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক । কেননা,
স্বেদজ ও উত্তিজ্জ এই দুটির মধ্যে ভূমি ও জলউদ্ভেদ-পূর্বক উৎপন্ন হওয়ার
প্রণালী তুল্য । স্বাবরোদ্ভেদের লক্ষণ জঙ্গমোদ্ভেদে নাই, সে কারণেও তদ্বয়ের
ভেদবাদ অবিরুদ্ধ ॥ ৩।১।২০ ॥

* তৃতীয়েনোত্তিজ্জশব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্য অবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ । শ্রুত্যেতি শেনঃ ।

শ্রুতি উত্তিজ্জ শব্দে স্বেদজ জাতিব সংগ্রহঃ কবিষ্যচেন, ইহা বুঝিতে হইবেক ।

সাভাব্যাপত্তিরূপপত্তেঃ ॥ ৩।১।২২ ॥ †

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসমাসাং “তস্মিন্ যাবৎ সম্প্রতি-
মুষ্ণিতা ততঃ সানুশয়া অবরোহন্তি” ইত্যুক্তম্। অথাবরোহ-
প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে। তত্রেয়মবরোহশ্রুতির্ভবতি “অথৈতমেবা-
ধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে যথৈতম্—আকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুভূত্বা ধূমো
ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো
ভূত্বা প্রবর্ষতি” ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমাকাশাদিস্বরূপ-
মেবাবরোহন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে কিং বাকাশাদিসাম্যমিতি। তত্র
প্রাপ্তং তাবদাকাশাদিস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি। কুতঃ?
এবং হি শ্রুতির্ভবতি, ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ। শ্রুতি-লক্ষণা-
বিশয়ে চ শ্রুতিনির্ঘায়া, ন লক্ষণা। তথা চ “বায়ুভূত্বা ধূমো

যতপি “যথৈতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং” ইত্যতো ন তাদাত্ম্যং স্ফুটমবগম্যতে, তথাপি
বায়ুভূত্বেনাদেঃ স্ফুটতরতাদাত্ম্যাবগমাদ্ যথৈতমাকাশমিত্যেতদপি তাদাত্ম্য
এবাবতিষ্ঠতে। ন চাত্তন্ত্রভাবানুপপত্তিঃ। মনুষ্যশরীরস্ত নন্দিকেশ্ববস্ত দেবদেহ-
রূপপরিণামস্বরূপাং, এবং দেবদেহস্ত চ নহবস্ত তিথ্যাক্ষয়রূপাং। তস্মান্মুখ্যার্থ-
পরিভাষ্যে ন গোণী বৃত্তিরাশ্রয়ণীয়া। গোণ্যাক্ষ বৃত্তৌ লক্ষণাশব্দঃ প্রযুক্তৌ শুভে
লক্ষণায়াঃ সম্ভবাৎ। যথাহঃ—“লক্ষ্যমাণশুভৈর্যোগাদবৃত্তেবিষ্টৌ তু গোণতঃ” ইতি।
এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—“সাভাব্যাপত্তিঃ”।

ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম্মকাবীবা চন্দ্রমা প্রাপ্ত হইয়া পতনের পূর্বপর্ধ্যন্ত সে স্থানে বাস
করিয়া অবশেষে অভূক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে অর্থাৎ পুনর্বার
এতল্লোকে জন্ম গ্রহণ করে, ইহা বলা হইল। এক্ষণে কি রূপে অবরোহণ করে,
তাহা বিচারিত হইবে। অবরোহণবিষয়িণী শ্রুতি এইকপ—“অনন্তর তাহারা
যথাগত পথে পুনর্বাগমন কবে। ভোগান্তে শবীর দ্রবীভূত হইলে তাহারা প্রথমে
আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুপ্রাপ্ত, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূমের পর
অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ কবে।” ইত্যাদি। [তত্র...
ইতি] এখানে সংশয় এই যে, অবরোহণকারীরা কি আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত
হয়? অথবা আকাশাদির তুল্যতা প্রাপ্ত হয়? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদির
স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তাহাই শ্রুতির অর্থ, অত্রথা শ্রুত্যর্থ লক্ষণা করিতে হয়।
(মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অন্ত্যায়)। যে স্থানে শ্রৌত
অর্থ আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষণা-জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সে স্থানে আক্ষরিক

† সমানো ভাবে ধর্ম্মো যন্ত স সমাবন্তস্ত ভাবঃ সাভাব্য সাম্যমিত্যর্থঃ। সাম্যাপত্তির্ভবতি, ন
তু তত্তত্তাবাপত্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ।* তদেব হ্যপপত্ততে ন দৃষ্টং।

অবরোহণকারীরা অবরোহণ কালে আকাশাদির সমান হয়, আকাশাদি হয় না। কেননা,
আকাশাদি সমান হওয়াট যুক্তিসিদ্ধ।

ভবতি” ইত্যেবমাদীশ্বরাক্ষরাণি তৎস্বরূপোপপত্তাবেব কল্পন্তে ।
তস্মাদাকাশাদিস্বরূপোপপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—আকা-
শাদিসাম্যং প্রতিপদ্যন্ত ইতি ।

চন্দ্রমণ্ডলে যদন্ময়ং শরীরমূপভোগার্থমারব্ধং, তদূপভোগক্ষয়ে
সতি প্রবিলীয়মানং সূক্ষ্মমাকাশসমং ভবতি, ততো বায়োর্বশ-
মেতি, ততো ধূমাদিভিঃ সংসৃজ্যত ইতি । তদেতদুচ্যতে
“যথৈতমাকাশমাকাশান্ধায়ুম্” ইত্যেবমাদিনা । কুত এতৎ ?
উপপত্তেঃ । এবং হেতুপদ্যতে । ন হ্যন্ত্রান্ত্রাভাব
উপপদ্যতে । আকাশস্বরূপপ্রতিপত্তৌ চ বায়াদিক্রমেণাবরোহো

—~~মানো~~ ভাবো রূপং যেযাং, তে সভাবান্তেযাং ভাবঃ সাভাব্যং সাক্ষর্যং
সাদৃশ্যমিতি যাবৎ । কুতঃ ? উপপত্তেঃ । এতদেব বাতিরেকমুপেন ব্যাচষ্টে—“ন
হ্যন্ত্রান্ত্রাভাব উপপত্ততে” । যুক্তমেতদ, যদেবশরীরমঙ্গবভাবেন পবিণমতে, দেব-
দেহসময়েহক্ষগরশরীরস্তাভাব্যং । যদি তু দেবাজগরশরীরে সমসময়ে স্তাভাব্যং,
ন দেবশরীরমঙ্গগরশরীরং শিল্লিশতেনাপি ক্রিয়তে । ন হি দধিপয়সী সমসময়ে
পরম্পরাস্থানী শক্যে সম্পাদয়িতুং, তথেষাপি সূক্ষ্মশরীরবাক্যশযোৰ্গপজ্ঞাবান্ন
পবম্পবান্নত্বং ভবিতুমর্হতি । এবং বায়াদিষপি যোজ্যম্ । তথা চ তদ্ভাবন্ত-
অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্ত্রাণ্য বলিয়া লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ হয় না । লাক্ষণিক
অর্থের গ্রহণ না হইলেই “বায়ু হইয়া ধূম হয়” এইরূপ এইরূপ পাঠ সেই সেই
পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্তিব বোধক হইয়া থাকে ; সুতরাং পাণ্ডয়া গেল, অবরোহণ-
কাবীরা অববোহণকালে আকাশাদিব স্বরূপ হয়, আকাশাদিব তুল্য হয় না ।
স্বত্রকার এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, তাহাবা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত
হয় না ; কিন্তু আকাশাদির সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয় ।

[চন্দ্রমণ্ডলে...উপপত্ততে] ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় ভোগদেহ
উৎপন্ন হইয়া থাকে, ভোগ সমাপ্তিতে তাহা বিলীন হইয়া যায় । বিলীন বা বিকৃত
হইয়া (গলিয়া গিয়া) সূক্ষ্ম আকাশের সমান হয় । আকাশেব ত্রায় সূক্ষ্ম ও লঘু
হয় বলিয়া বায়ুব বশ্য হয়, বায়ুবশ্য হইয়া ধূমাদির সহিত সংসৃষ্ট (মিশ্রিত) হয় ।
এতদপ ক্রমে অব্ভ্রপ্রবিষ্ট (জলগর্ত্ত মেঘ অব্ভ্র এবং বর্ষণকানী মেঘ মেঘ ।
মেঘের সঞ্চয়াবস্থা অব্ভ্র, আর বর্ষণাবস্থা মেঘ) । তৎপরে বৃষ্টিজলে প্রবিষ্ট, তৎপরে
পৃথিবীতে আসিয়া ধাতাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয় । অতি এই তথ্যটা “যথাগত আকাশকে
প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শব্দে বলিয়াছেন ।
ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গতার্থ । ঐরূপ হইলেই সঙ্গতর্থও ঠিক থাকে, অতথা মুখ্যা-
র্থের অবরোধ হয়, অর্থাৎ উক্ত স্থলে মুখ্যার্থ অসম্ভব বল অনুপপন্ন হয় । [আকাশ-
স্বরূপ...র্যতে] জীব আকাশস্থ প্রাপ্ত হইলে, তাহাব বায়ু-আদিক্রমে অবরোহণ

নোপপত্ততে। বিভূত্বাচ্চাকশেন নিত্যসম্বন্ধত্বান্ন তৎসাদৃশ্য-
পত্তেরন্যস্তৎসম্বন্ধো ঘটতে। শ্রুতাসম্ভবে চ লক্ষণাশ্রয়ণং
ন্যায্যমেব। অত আকাশাদিতুল্যতাপত্তিরেবাত্রাকাশাদিভাব
ইতু্যপচর্যতে ॥ ৩। ১। ২২ ॥

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ৩। ১। ২৩ ॥ *

তত্রাকাশাদিপ্রতিপত্তৌ প্রাগ্ভীষাদিপ্রতিপত্তেৰ্ভবতি
বিশয়ঃ—কিং দীর্ঘং কালং পূর্বপূর্বসাদৃশ্যেনাবস্থায়োত্তরোত্ত-
রসাদৃশ্যং গচ্ছন্তি, উতাল্লমল্লমিতি। তত্রানিয়মঃ, নিয়মকারিণঃ
শাস্ত্রস্ত্রাভাবাৎ—ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—নাতিচিরেণেতি।

সাদৃশ্যেনোপচাণিকো ব্যাখ্যেয়ঃ। নব্বাকাশভাবেন সংযোগমাত্রং লক্ষ্যতাৎ, কিং
সাদৃশ্যেনেত্যত আহ—“বিভূত্বাচ্চাকশেন” ইতি ॥ ৩। ১। ২২ ॥

দুর্নিশ্পত্তরমিতি হুঃখেন নিঃসরণং ক্রতে, ন তু বিলম্বেনেতি মন্ততে পূর্ব-
উপপন্ন হয় না। আকাশ বিভূ, তাহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ। সে কারণ,
আকাশ-সদৃশ হওয়া ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। যেখানে শ্রুতার্থের অর্থাৎ
আক্ষরিক অর্থের অসম্ভাবনা, সেখানে লক্ষণীর আশ্রয়ই গ্রাহ্য। সেই জন্তই বলি,
শ্রুতি আকাশসাম্য হওয়াকেই উপচারক্রমে আকাশভাবপ্রাপ্তি বলিয়া-
ছেন ॥ ৩। ১। ২২ ॥

বলা হইল, অমুশরী জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া
ধাতাদিভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে সংশয়, ধাতাদিভাব প্রাপ্তির পূর্বে
যে, আকাশাদিভাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয়?
কিংবা বিলম্বে সমাপ্ত হয়? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব পূর্ব পদার্থের সাদৃশ্য-
বিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয়? কিংবা অল্প কালে হয় অর্থাৎ শীঘ্রই
পূর্বপূর্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ
করে? সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে কোন নিয়ম
নাই। কেন-না, নিয়মকারী শাস্ত্র নাই; (অতএব বিলম্বেও হইতে পারে, শীঘ্রও
হইতে পারে)। এই পূর্বপক্ষের সমাধানার্থ “নাতিচিরেণ” সূত্র বলা হইল।

* নাতিচিরেণ অনতিবিলম্বেনাক'শাদিসাম্যোবস্থায় ভুবমাপত্ত্বাতি শেষঃ। তত্র বিশেষা-
দিতি হেতুঃ। বিশিনষ্টি হি শ্রুতিভীষাদিভাবাপত্তিঃ “অতোবৈ দুর্নিশ্পত্তবৎ” ইত্যাদিনা সন্দর্ভঃ।
অত্র হুঃখেন ভীষাদিভাবান্নিঃসরণমুক্তম্। তেনাস্যাতং হুঃখেনাকাশাদিভাবান্নিঃসরণমন্তবতীতি, তদেব
চ বিশেষদর্শনমিতি।

অমুশরী জীব অল্পে অল্পে বা শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিষ্কান্ত হইয়া পৃথিবীতে আইসে।
পৃথিবীতে আসিলে যে শস্তাদিভাব প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থা শীঘ্র যায় না, এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন।
শ্রুতির সে কথাই বুঝা যায়, পূর্ব পূর্ব অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধাতাদি অনস্থা
বিলম্বে অতিক্রান্ত হয়।

অল্পমল্লং কালমাকাশাদিভাবেনাবস্থায় বর্ষধারাভিঃ সহেমাং
ভুবমাপত্তি। কুত এতৎ। বিশেষদর্শনাৎ। তথা হি ত্রীহা-
দিভাবাপত্তেরনন্তরং বিশিনষ্টি “অতো বৈ খলু দুর্নিশ্পতরম্”
ইতি। তকার একচ্ছান্দস্তাং প্রক্রিয়ায়াং লুপ্তো মন্তব্যঃ।
দুর্নিশ্পততরং দুর্নিশ্পততরং দুঃখতরমস্মাৎ ত্রীহাদিভাবান্নিঃস-
রণং ভবতীত্যর্থঃ। তদত্র দুঃখং নিশ্পতনং প্রদর্শয়ন্ পূর্বেষু
সুখং নিশ্পতনং দর্শয়তি। সুখদুঃখতাবিশেষশ্চায়াং নিশ্পত-
নস্ত কালাল্পত্বদীর্ঘত্বনিমিত্তঃ। তস্মিন্নবধৌ শরীরানিশ্পত্তেরূপ-
ভোগাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ ত্রীহাদিভাবাপত্তেঃ প্রাগল্লেনৈব
কালেনাবরোহঃ স্যাদিতি ॥ ৩। ১। ২৩ ॥

—অগ্ন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥ ৩। ১। ২৪ ॥*

তস্মিন্নেবাবরোহে প্রবর্ষণানন্তরং পঠ্যতে “ত ইহ ত্রীহিবাবা
পক্ষী। বিনা স্থলশরীরং ন স্থলশরীরে দুঃখভাগিতি দুর্নিশ্পতরং বলিৎ
লক্ষয়তীতি বাদান্তঃ ॥ ৩। ১। ২৩ ॥

আকাশসাক্ষ্যং বায়ুধূমাদিসম্পর্কোক্তশয়িনামুক্তঃ, ইহেদানীং ত্রীহিবাবা
অর্থ এই যে, অল্পকাল মাত্র আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধাবাদির
সহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিশেষ দর্শন থাকাতেই উক্ত সিদ্ধান্ত
অবিচাল্য। [তথাহি...স্বাদিষ্ঠি] বিশেষ কি? তাহা বলিতেছি। ধাত্তাদি-
শব্দভাব-প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্বাৱস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, ঐতি তাহা
দেখাইয়াছেন। যথা—“ইহা হইতে • দুর্নিশ্পতর হয়।” বৈদিকপ্রক্রিয়া
অনুসারে একটা ‘ত’ লুপ্ত হইয়াছে। উহাৱ অর্থ দুর্নিশ্পতর অর্থাৎ জীব অতি
দুঃখে ত্রীহাদি ভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই দুঃখনিষ্ক্রমই পূর্ব পূর্ব অবস্থার
সুখনিষ্ক্রম বলিতেছে। নিষ্ক্রমের সুগহঃখ—কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটত।
অর্থাৎ অল্পকালে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকালে ত্রীহাদিভাবে থাকাই
দুঃখ। সে সময়ে শরীরানিশ্পত্তি হয় না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ
অসম্ভব। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থিৎ হয় যে, অল্পশরী জীব যত দিন
না ধাত্তাদিভাব প্রাপ্ত হয়, তত দিন শীত্র শীত্র আকাশাদিভাব হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে ॥ ৩। ১। ২৩ ॥

ঐতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে যাওয়া বৃষ্টিধারাবর্ষণ পর্য্যন্ত

* অশ্বেন জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে জাতিহাবরে ত্রীহাদৌ সংসর্গমাত্রমশ্বশয়িনঃ প্রতিপদন্ত ইতি
পূর্বশয়িনম্। কুত এতৎ? তত্রাহ পূর্ববদিত। অত্রাপি পূর্ববৎ বায়ুদিনবৎ অভিলাপঃ—শ্রোতং
সকীর্তনমতীতি।—

স্বর্গচ্যুত কর্ণশেখী জীবেরা জাতিহাবর হয় না। জীবান্তরাধিষ্ঠিত জাতিহাবরে সংস্লেষমাত্র

ওষধিবনস্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে” ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমস্মিন্নেবাবধৌ স্বাবরজাত্যাপন্নঃ স্বাবরসুখদুঃখভাজো-
হনুশয়িনো ভবন্তি? আহোস্থিৎ ক্ষেত্রজান্তরাধিষ্ঠিতেষু স্বাবর-
শরীরেষু সংশ্লেষমাত্রং গচ্ছন্তীতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? স্বাবরজাত্যাপন্নাস্তৎসুখদুঃখভাজোহনুশয়িনো ভবন্তীতি। কুত
এতৎ। জনেন্মুখ্যার্থহোপপত্তেঃ, স্বাবরভাবস্য চ ঋতি-
স্মৃত্যোরূপভোগস্থানত্বপ্রসিদ্ধেঃ, পশুহিংসাদিযোগাচ্ছেষ্টাদেঃ
কৰ্মজাতশ্রানিষ্টফলহোপপত্তেঃ। তস্মান্মুখ্যমেবানুশয়িনাং
ত্রীহাদিজন্ম স্বাদিজন্মবৎ। যথা শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং
বা চণ্ডালযোনিং বেতি মুখ্যমেবানুশয়িনাং স্বাদিজন্ম তৎসুখ-
দুঃখান্বিতং ভবতি, এবং ত্রীহাদিজন্মাপীতি। এবং ঋতে
ক্রমঃ।

ওষধিবনস্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্ত ইতি শ্রুতে। তত্র সংশয়ঃ। কিমহু-
শয়িনাং ভোগাধিষ্ঠানং ত্রীহিবাদয়ঃ স্বাবরা ভবন্ত্যাহোস্থিৎ ক্ষেত্রজান্তরাধি-
ষ্ঠিতেষু সংসর্গমাত্রমহুভবন্তীতি। তত্র মনুষ্যো জায়তে দেবো জায়ত ইত্যাদৌ
প্রয়োগে জনেঃ শরীরপরিগ্রহে প্রসিদ্ধবাদত্রাপি বীহাদিশরীরপরিগ্রহে এব
জনিস্মুখ্যার্থ ইতি ত্রীহাদিশরীরা এবানুশয়িন ইতি যুক্তম্। ন চ বমণীয়চরণাঃ
কণ্ঠ্যচরণা ইতিবৎ কৰ্মবিশেষাসন্ধীৰ্ত্তনাত্তদভাবে ত্রীহাদীনাং শরীরভাবাভাবাৎ
বলিয়া বলিয়াছেন “তাহারা ধাত্ত, যব, ওষাধ, বনস্পতি, তিল, মাষ,—
ইত্যাদি ইত্যাদি হয়।” এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্বাবর-জাতি
প্রাপ্ত হইয়া স্বাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবান্তরাধিষ্ঠিত সেই
সেই স্বাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাপেরা যার, স্বাবর-
জাত্যাপন্ন কৰ্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্বাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়। ইহা
কেন বলি? না, ঐক্য হইলেই জন-ধাত্ত অথের মুখ্যতা থাকে। স্বাবরভাব
যে, সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা ঋতি-স্মৃতি উভয়ই প্রসিদ্ধ। অপিচ, ইষ্টা-
পূর্তাদিকর্মে পশুহিংসাদির সংযোগ পাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্টফল
হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, কৰ্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের যে, ধাত্তাদি
জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুকুরাদি জন্মের স্থায় মুখ্য জন্ম। [যথা...জন্মাপীতি]
“কুকুর-যোনি, শূকর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি” ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ সুখ-
দুঃখান্বিত মুখ্য কুকুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধাত্তাদি জন্মও
সেইরূপ জানিবে।

[এবং...পূর্ববৎ] ঐক্য প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল, স্বর্গচ্যুত
লাভ করে। কারণ এই যে, ঋতি ত্রীহাদি ভগ্নেও পুঙ্কর স্থায় বায়ু ধূমাদিভাব প্রাপ্তির
তুল্যতা বলিয়াছেন।

অন্যৈর্জীবৈরধিষ্ঠিতেষু ত্রীছাদিষু সংসর্গমাত্রমনুশয়িনঃ
প্রতিপত্তন্তে, ন তৎস্বত্বঃখভাজো ভবন্তি পূর্ববৎ । যথা বায়ু-
ধূমাদিভাবোহনুশয়িনাং তৎসংশ্লেষমাত্রম্, এবং ত্রীছাদিভাবোহপি
জাতিস্বাবরৈঃ সংশ্লেষমাত্রম্ । কুত এতৎ । তদ্বদেবেহাপ্যভি-
লাপাৎ । কোহভিলাপস্ত তদ্বদ্বাবঃ । কৰ্মব্যাপারমন্তরেণ
সক্ষীৰ্তনম্ । যথাকাশাদিষু প্রবর্ষণান্তেষু ন কক্ষিৎ কৰ্মব্যাপারং
পরায়ুশতি, এবং ত্রীছাদিজন্মত্বপি । তস্মান্নাস্ত্যত্র স্বত্বঃখভাক্ত-
মনুশয়িনাম্ । যত্র তু স্বত্বঃখভাক্তমভিপ্রৈতি, পরায়ুশতি তত্র
তত্র কৰ্মব্যাপারং “রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণাঃ” ইতি ।

অপি চ, মুখ্যেহনুশয়িনাং ত্রীছাদিজন্মানি ত্রীছাদিষু লুপ্তমানেষু
কণ্ডমাণেষু ভজ্যমানেষু পচ্যমানেষু ভক্ষ্যমাণেষু চ তদভিমানি-

ক্ষেত্রজ্ঞাস্তরাধিষ্ঠিতানাং তৎসম্পর্কমাত্রমিতি সাম্প্রতম্ । ইষ্টাদিকারিণামি-
ষ্টাদিকৰ্মসক্ষীৰ্তনাদিষ্টাদেশচ হিংসাদোষদূষিতত্বেন সাবলফলতয়া চন্দ্রলোক-
ভোগানন্তরং স্বাবরশরীরভোগ্যদ্বুঃখফলত্বাপ্যুপপত্তেঃ । ন চ ন হিংস্রাং সর্বা
ভূতানীতি সামান্ত্রাশাস্ত্রাণ্যিহোমীয়পণ্ডিৎসাবিষয়বিশেষশাস্ত্রেণ বাধনং, সামা-
ন্ত্রাশাস্ত্র হিংস্রাসামান্ত্রদ্বারেণ বিশেষোপসর্পণং বিলম্বেনতি সাক্ষাদ্বিশেষম্পৃশঃ
শাস্ত্রাৎ শীঘ্রত্বপ্রবৃত্তাদৃক্কলহাদিতি সাম্প্রতম্ । ন হি বলবদিত্যেব হৃদয়লং
কৰ্মশেষী জীব জীবাস্তরাধিত ধাত্বাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির ত্রায় স্বাবর ভূতে
সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয় ; স্তত্রাং স্বাবর-স্বত্বঃখভাগী হয় না । [যথা...শয়িনাম্]
অনুশয়ী অর্থাৎ কৰ্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ু ধূমাদিভাব যেমন প্রকৃত বায়ু-
ধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধাত্বাদিভাবও জাতিস্বাবরের সহিত
সংশ্লেষমাত্র । ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রোত কথনেব তদ্বদ্বাবের দ্বারা জানা
যায় । অভিলাপের তদ্বদ্বাব = কৰ্মব্যাপারের অক্ষীৰ্তন । অতি যেমন
আকাশাদি প্রবর্ষণ পর্যন্ত অবস্থায় কোনরূপ কৰ্মব্যাপার বলেন নাই, তেমনি,
ত্রীছাদিজন্মেও কৰ্মব্যাপার বলেন নাই । কৰ্মব্যাপার = পুণ্যপাপের
অনুশয়ী জন্মপ্রণালী) । অতএব, স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ধাত্বাদিভাব প্রাপ্তিতে
তজ্জাতীয় স্বত্বঃখভাগী হয় না । [যত্র তু...ভবতি] যেস্থলে স্বত্বঃখভাগিতা
ও জন্মবিশেষ কৰ্ম-বিশেষ উল্লেখ কথিত হয়, সেই স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে ।
যেমন, বলা হইয়াছে--রমণীয়চারী রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিতাচারী
নিন্দিত যোনি লাভ করে । [অপিচ...] আরও দেখ, যদি অনুশয়ীদিগের
ধাত্বাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা হইলে তদভিমানী অনুশয়ীরা অবশ্যই ধাত্বাদির

নোহনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুঃ। যো হি জীবো যচ্ছরীরমভিগম্যতে, স তস্মিন্ পীড়্যমানে প্রবসতীতি প্রসিদ্ধম্। তত্র ত্রীছাদিভাবাদ্ রেতঃসিগ্ভাবোহশয়িনাং নাভিলপ্যেত। অতঃ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনামন্যাধিষ্ঠিতেষু ত্রীছাদিষু ভবতি। এতেন জনৈশ্মুখ্যার্থত্বং প্রতিক্রিয়াৎ—উপভোগস্থানত্বঞ্চ স্বাবরভাবশ্চ। ন চ বয়মুপভোগস্থানত্বং স্বাবরভাবস্তাবজানীমহে। ভবত্বন্তেষাং জন্তুনাং পুণ্যসামর্থ্যেন স্বাবরভাবমুপগতানামেতদুপভোগস্থানম্, চন্দ্রমসস্তবরোহন্তোহনুশয়িনো ন স্বাবরভাবমুপভুক্তত ইত্যাচক্ষ্মহে ॥ ৩।১।২৪॥

বাধতে, কিন্তু সতি বিরোধে। ন চেহাস্তি বিরোধে ভিন্নগোচরচারিত্বাৎ : অগ্নীষৌম্যেয়ং পশুমালাভেভেতি হি ক্রতুপ্রকবণে সমান্নাতং ক্রত্বর্থতামশ্চ গময়তি, ন ত্বপনয়তি নিষেধাপাদিতামশ্চ পুরুষং প্রত্যনর্থহেতুতাম্। তেনাস্ত নিষেধদশ পুরুষং প্রত্যনর্থহেতুতা বিধেচ ক্রত্বর্থতা, কো বিবোধঃ ? যথাঃ—

“যো নাম ক্রতুমধ্যস্থঃ কলঙ্গাদৌনি ভক্ষয়েৎ।

ন ক্রতোস্তত্র বৈশুণ্যং যথা চোদিতসিদ্ধিতঃ ॥” ইতি।

তস্মাজ্জনেমুখ্যার্থবাদত্রীছাদিশরীরে অনুশয়িনো জ্ঞানস্ত ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

ছেদনে, কুটনে, ভজ্জনে, পচনে ও ভক্ষণে অর্থাৎ দ্বাত্তাদি দেহেব নাশ তদেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, ইহা মানিতে হইবেক। (মানিলে রেতঃসেক-যোগে মনুহাদিদেহোৎপত্তি, এ সিদ্ধান্ত বিঘটিত হইবেক)। প্রসিদ্ধই আছে যে, যে জীব যে দেহে অভিমানী, সে সে দেহের পীড়নে প্রয়াণ করে অর্থাৎ সে দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। দ্বাত্তাদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে প্রতি দ্বাত্তাদিভাবপ্রাপ্তিপূর্বক রেতঃসেকযোগে দেহোৎপত্তি হয়, এক্ষণ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির হয়, জীৱাস্তরাদিষ্ঠিত স্বাবর-দেহে চক্ষ্মমণ্ডলচ্যুত অনুশরীদিগের কেবলমাত্র সংশ্লেষ হয়, মুখ্য দ্বাত্তাদি জন্ম হয় না।, [এতেন...চক্ষ্মহে] এই বিচাের ফলিতার্থে বলিতে হইবেক, প্রতিবাদ করিতে হইবেক যে, ঐ জন্ম-শ্রুতি মুখ্যা নহে এবং সেই স্বাবরভাব তাহাদের মুখ্য ভোগায়তনও নহে। আমরা সামান্যতঃ স্বাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ কবি না। পাপপ্রভাবে অন্ত্রাত্ত জীব স্বাবরত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দেহ সেই সেই পাপভোগের আয়তন হয় হউক, কিন্তু যাহারা চক্ষ্মলোক হইতে অবতরণ করে, করিয়া স্বাবরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্বাবরে-সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, সুতরাং সেই সেই স্বাবরদেহ তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আমাদের ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ॥ ৩।১।২৪ ॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শকাৎ ॥ ৩ । ১ । ২৫ ॥

যৎ পুনরুক্তং, পশুহিংসাদিযোগাদশুদ্ধমাধ্বরিকং কৰ্ম, তন্ত্ৰানিষ্টমপি ফলমবকল্পতে—ইত্যতো মুখ্যমেবেহানুশয়িনাং ত্রীছাদিজন্মান্ত, তত্র গোণী কল্পনানর্থিকেতি, তৎ পরিত্রীয়তে । ন । শাস্ত্রহেতুত্বাদ্ব্যাদ্ব্যধ্বরিকবিজ্ঞানস্ত । অয়ং ধর্মোহয়মধর্ম ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণম্, অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োঃ, অনিয়তদেশকাল-নিমিত্তত্বাচ্চ । যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্মোহ-নুষ্ঠীয়তে, স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেষধর্মো ভবতি । তেন ন

ভবেদেতদেবং, যদি রমণীয়চরণাঃ কপূরচরণা ইতিবদত্রীছাদিষুশয়বতাং কর্মবিশেষঃ কীর্ত্যেত । ন চৈতদসিদ্ধি । ন চেষ্টাদেঃ কর্মণঃ স্বাবরশরীরো-পভোগ্যদুঃখফলপ্রসবহেতুভাবঃ সম্ভবতি । তন্ত্ৰ ধর্মত্বেন সূত্বৈকহেতুত্বাৎ । ন চ তদগতাত্মাঃ পশুহিংসায়া ন হিংসাদিতি নিষেধাৎ ক্রত্বার্থায়া অপি দুঃখফলস-ম্ভবঃ । পুরুষার্থায়া এব ন হিংসাদিতি প্রতিষেধাৎ । তথাহি ন হিংসাদিতি নিষেধস্ত নিষেধ্যারীণীনিকপণতয়া তদর্থং নিষেধাৎ, তদর্থ এব নিষেধো বিজ্ঞা-য়তে । ন চৈতৎ “নানুতং বদেৎ” “ন তৌ পশৌ কল্পোতি” ইতিবৎ কল্পচিৎ প্রকরণে সমায়াতং, যেনানুতবদনবদন্ত নিষেধস্ত ক্রত্বর্থত্বে নিষেধোহপি ক্রত্বঃ স্তাৎ । পশৌ নিষিক্করোরাভ্যাভাগয়ঃ ক্রত্বর্থত্বেন নিষেধস্তাপি ক্রত্বর্থত্বং ভবেৎ । এবং হি সত্যভ্যাভাগরহিতৈবপ্যভ্যাস্তরৈবভ্যাভাগমাধ্যঃ ক্রতৃপকাবে বিজ্ঞায়তে ।

বলা ইহবাচে যে, পশুহিংসাদি সম্পর্ক থাকায় যজ্ঞকার্য্য অশুদ্ধ ; সেই কারণে তাহা অনিষ্ট ফল প্রসব* করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু চন্দ্রলোকচ্যুত অনুশয়ীদিগেব ধাত্তাদি জন্ম মুখ্য, গোণ নহে । ধাত্তাদি জন্মের গোণন কল্পনা নিবর্থক । এই হুত্রে সেই পুঙ্খোক্ত* দোষবাদের পবিহার । [ন...বক্তুম্] যজ্ঞাদি-জনিত অপূর্ণ (ধর্ম) অশুদ্ধ অর্থাৎ দুরিতাপূর্ণমিশ্রিত নহে । কাবণ এই যে, তদ্বিজ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ ধর্মাদ্ব্যধ্বরিকানের প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই হেতু (গমক বা বোধক) । ধর্মাদ্ব্যধ্বরিক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েব অদ্বিযয়, স্ততরাং শাস্ত্র ব্যতীত তাহা জানিবার অত্র উপায় নাই । বিশেষতঃ তদ্ব্যয়েব দেশকালাদির নিয়ম নাই । যে দেশে যে কালে ও যে উপলক্ষে বা যে নিমিত্তেব বশে যাহা ধর্ম বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই আবার দেশান্তরে কালান্তরে ও নিমিত্তান্তরেব বশে অধর্ম হইয়া দাঁড়ায়, স্ততবাং

* অশুদ্ধ অনর্থহেতুনা দুরিতাপূর্ণেণ মিলিতমাধ্বরিকং কর্ম হিংসাদিযোগাদিতি ন । হেতুমাং শকাতিতি । শকাৎ । শাস্ত্রাদেব হি তন্ত্ৰ শুদ্ধতমবধার্য্যতে ।

জ্যোতিষ্টামাদি যং পশুহিংসাধা, সে কারণ তৎপ্রভব অপূর্ণ (ধর্ম) অশুদ্ধ (অধর্ম-মিশ্রিত), সেই কারণে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত জীব ধর্মফলভোগান্তে অধর্মফল ভোগার্থ স্বাবর জন্ম পায়, একপ বলিতে পাব না । কারণ, শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে, যজ্ঞীয় হিংসার দুরিতাপূর্ণ জন্মে না অর্থাৎ অধর্ম হয় না । যদি তাহা না হয়, তবে তৎফলভোগার্থ স্বাবর হইবে কেন ?

শাস্ত্রাদৃতে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং কস্মচিদন্তি । শাস্ত্রাচ্চ হিংসা-
নুগ্রহাভ্যাকৌ জ্যোতিষ্ঠৌমো ধৰ্ম্ম ইত্যবধারিতম্ । স কথম-
শুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্ । ননু “ন হিংস্যাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি” ইতি
শাস্ত্রমেব ভূতবিষয়াং হিংসায়ামধৰ্ম্ম ইত্যবগময়তি । বাঢ়ম্ ।
উৎসর্গস্ত সঃ, অয়ঞ্চাপবাদঃ—অমীষৌমীয়ং পশুমালাভেতেতি ।
উৎসর্গাপবাদয়োশ্চ ব্যবস্থিতবিষয়ত্বম্ । তস্মাদ্বিশুদ্ধং বৈদিকং
কৰ্ম্ম, শিষ্টৈরনুষ্ঠীয়মানত্বাদিনিদ্যমানত্বাচ্চ । তেন ন তস্ম প্রতি-

তস্মাদনারভ্যাধীতেন ন হিংসাদিত্যেনেনাভিহিতস্ত বিধিপতিতস্ত পুরুষ-
ব্যাপারস্ত বিধিভিত্তিবিবোধাদ্ভঃখাস্ত্বকপ্রকৃত্যর্থাহিংসাকৰ্ম্মভাব্যপরিত্যাগেন
পুরুষার্থ এব ভাব্যোহবতিষ্ঠতে । আখ্যাতানভিহিতস্তাপি পুরুষত্ব কর্তব্যাপা-
তিধানদ্বারেণোপস্থাপিতত্বাৎ কেবলং তস্ত রাগতঃ প্রাপ্তভ্যন্তদনুবাদেন নঞার্থঃ
বিধিরূপসংক্রামতি । তেন পুরুষার্থো নিষেধ ইতি তদধীননিরূপণে নিষে-
ধোহপি পুরুষার্থো ভবতি । তথা চায়মর্থঃ সম্পত্ততে—বৎ পুরুষার্থং হননং,
তন্ন কুৰ্যাদিতি ক্রত্বর্থস্তাপি চ নিষেধে হিংসয়াঃ ক্রত্বপকারকত্বমপি কল্যেত ।
ন চ দৃষ্টে পুরুষোপকারকত্বে প্রত্যর্থিনি সতি তৎ কল্পনাস্পদম্ । ন চ স্বাত-
ন্ত্যপারভন্ত্যে অসতি সংযোগপৃথক্তে, খাদিরতাদিবদেকত্র সম্ভবতঃ । তস্মাৎ
পুরুষার্থপ্রতিষেধো ন ক্রত্বর্থমপ্যাকন্দতীতি শুদ্ধমুখফলত্বমেবেষ্টাদীনাং, ন
স্বাবরণরৌপভোগ্যত্বঃখফলত্বমপীতি । আকাশাদিষিব কৰ্ম্মব্যাপারমন্তরেণা-
ভিলাপাৎ । অন্তঃশয়িনাং ব্রীহাদিসংযোগমাত্রং, ন তু দেহত্বমিতি ।

অয়মেবার্থ উৎসর্গাপবাদকথনেনোপলক্ষিতঃ । “অপি চ মুখ্যেহন্তঃশয়িনাং

শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত কোনও ব্যক্তির ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিতে
পাবে না । তাদৃশ শাস্ত্রে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, হিংসাদি-অনুগ্রহীত
অথবা হিংসা ও অনুগ্রহাদিযুক্ত (যজ্ঞে হিংসাও আছে, অনুগ্রহও আছে)
জ্যোতিষ্ঠৌমাди বাগ ধৰ্ম্ম (ধৰ্ম্মজনক) । অতএব, শাস্ত্রাবধৃত যজ্ঞকৰ্ম্মকে কি-
রূপে অশুদ্ধ বর্ণিতে পার ? [নহু স্বাবরত্বম্] বলিতে পার যে, “সৰ্বভূতে
অহিংসা করিবেক” এই নিষেধ শাস্ত্র ভূত- (ভূত-প্রাণি)-বিষয়ক হিংসার
অধৰ্ম্মজনকতা জানাইতেছে । স্বীকার করি, উহাও শাস্ত্র, কিন্তু উহা উৎ-
সর্গ অগাং সামান্ত শব্দ । ঐ সামান্ত শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র
এই—“অগ্নি ও সোম দেবতাব উদ্দেশে পশুঘাত করিবেক ।” সামান্ত ও
বিশেষ—দ্বিবিধ দর্শন হইলে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে । বিশেষের
অবিষয় স্থলগুলিতেই সামান্ত শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয় । (তাৎপর্য্য এই যে,
অবৈধ হিংসায় অধৰ্ম্ম, আর বৈধ হিংসায় ধৰ্ম্ম) । অতএব, বৈদিক কৰ্ম্মকলাপ
অশুদ্ধ নহে, কিন্তু শুদ্ধ । শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং
কোনও শাস্ত্রে ঐ সকল কৰ্ম্মেব নিন্দা অভিহিত হয় নাই । যদি তাহা অশুদ্ধ

রূপং ফলং জ্ঞাতিস্বাবরত্বম্ । ন চ স্বাদিজন্মবদপি ত্রীহাদিজন্ম ভবিতুমহঁতি । তদ্ধি কপূয়চরণানধিকৃত্যোচ্যতে, নৈবমিহ বৈশেষিকঃ কশ্চিদধিকারোহস্তি । অতশ্চন্দ্রশ্বলাং স্থলিতানাং-নুশয়িনাং ত্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাব ইতু্যপচর্য্যতে ॥ ৩।১।২৫ ॥

রেতঃসিগ্ যোগোহথ ॥ ৩।১।২৬ ॥*

ইতশ্চ ত্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাবঃ ; যৎকারণং ত্রীহাদি-ভাবস্থানন্তরমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্ভাব আশ্রয়তে “যো যো হ্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্বয় এব ভবতি” ইতি । ন চাত্ৰ মুখ্যো রেতঃসিগ্ভাবঃ সম্ভবতি । চিরজাতো হি প্রাপ্তযৌবনো রেতঃসিগ্ভবতি, কথমিবানুপচরিততদ্ভাবমদ্যমানান্নানুগতোহনুশয়ী ত্রীহাদিজন্মনি” ইতি ত্রীহাদিভাবমাপন্নঃ খন্ডনুশয়িনঃ পুরুষৈরুপভুক্তা রেতঃসিগ্-ভাবমভুভবন্তীতি শ্রয়তে । তদেতদ্ত্রীহাদিদেহেহনুশয়িনাং নোপপত্ততে । ত্রীহাদিদেহেহি ত্রীহাদিশূ লুনেষবহন্তিনা ফলীকৃতেষু চ ত্রীহাদিদেহবিনাশাদনুশ-য়িনঃ প্রবসেষুরিতি কথমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্ভাবঃ । সংসর্গমাত্রে তু সংসর্গিষু ত্রীহাদিষু নষ্টেষাপি ন সংসর্গিণোহনুশয়িনঃ প্রবসেষুরিতি বেতঃসিগ্ভাব উপ-পত্ততে । শেষমুক্তম্ । (প্রবাসো নির্গমঃ) ॥ ৩।১।২৪-২৫ ॥

সত্বোজাতো হি বালো ন রেতঃসিগ্ভবতাপি তু চিবজাতঃ পৌত্ৰযৌবনঃ, ত-না হয়, তবে, কি-জন্তু তাহার জ্ঞাতিস্বাবরত্ব ফল হইবে ? [ন চ...চর্য্যতে] ধাত্তাদিজন্ম কুকুবাদিজন্মেব সম্মান হইতেই পারে না । কেন-না, সে সকল পাপকর্ম্মাচরণ উপলক্ষ্যে কথিত হইয়াছে । এ স্থলে কোন বিশেষ অধিকার বা উপলক্ষ্যও নাই । উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চন্দ্রলোকচ্যুত অনু-শয়বান্ জীব ত্রীহিপ্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ত্রীহিগণাদি ভাব প্রাপ্ত হয় না । এতদিত সেই সংশ্লেষভাবকেই উপচারবাক্যে ত্রীহাদিভাব-শব্দে বলিয়াছেন ॥ ৩।১।২৫ ॥

ত্রীহাদিসংশ্লেষই ত্রীহাদিভাব, এতৎপ্রতি অত্র কারুণ এই যে, ত্রীহাদি-ভাবেব পর অনুশয়ী বেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্ত (বেতঃসেক্ত) হয় । এতদর্থে শ্রুতি এই যে “যেবে অন্ন ভক্ষণ করে, এবং রেতঃসেক করে, পুনর্বার সেই ভাব সে প্রাপ্ত হয় ।” বিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্ভাব সম্ভব হয় না । যে জন্মিয়া অনেক কাল অতিবাহন করিয়াছে, প্রাপ্ত-যৌবন হইয়াছে, সেই বেতঃসেক্ত হয় । অতএব, উপচার বা রূপক কল্পনা ব্যতীত অন্মাত্মগত অনু-শয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে ? এ স্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, রেতঃসিক্সম্বন্ধ হওয়াই রেতঃসিগ্ভাব প্রাপ্তি

* অত্র ত্রীহাদিভাবপ্রাপ্ত্যানন্তরং বেতঃসিগ্যোগঃ ত্রীহাদিশয়িনামিতি বোদ্ধব ।

অনুশয়ী ত্রীহাদিভাব প্রাপ্তির পর রেতঃসিক্সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় । (ফলিহার্থ ভাষ্যে ব্যক্ত হইয়াছে) ।

প্রতিপদ্যতে। তত্র তাবদবশ্যং রেতঃসিগ্‌যোগ এব রেতঃসিগ্‌-
ভাবোহভ্যুপগম্যব্যঃ। তদ্বৎ ত্রীহাদিভাবোহপি ত্রীহাদিযোগ
এবেত্যবিরোধঃ ॥ ৩। ১। ২৬ ॥*

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

অথ রেতঃসিগ্‌ভাবানন্তরং যোনৌ নিষিক্তে রেতসি
যোনেরধি শরীরমমুশয়িনামমুশয়ফলোপভোগায় জায়ত ইত্যাহ
শাস্ত্রং “তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ” ইত্যাদি। তস্মাদপ্যবগম্যতে
নাবরোহে ত্রীহাদিভাবাবসরে তচ্ছরীরমেব সূখদুঃখান্বিতং
ভবতীতি। তস্মাৎ ত্রীহাদিসংশ্লেষমাত্রমমুশয়িনাং তজ্জন্মেতি
সিদ্ধম্ ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাতাম্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতে,

তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩। ১ ॥

স্মাদপি সংসর্গমাত্রমিতি গম্যতে। তৎ কিমিদানীং সর্বত্রৈবাত্মশয়িনাং সংসর্গ-
মাত্রং। তথা চ রমণীয়চরণা ইত্যাদিষু তথাভাব আপত্ত্যেতেতি, নেত্যাহ ॥৩।১।২৬॥

সুগমম্ ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিবচিতায়াং ভামত্যাং তৃতীয়স্তাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।
[এবং কশ্মিণাং গতাগতিসংসারো দুর্ব্বার ইত্যমুসন্ধানাৎ কশ্মফলাদৈবাগত্যতত্ত্বজ্ঞান-
সাধনং সিদ্ধমিতি পাদার্থমুপসংহরতি—ইতি সিদ্ধমিতি। ইতি রত্নপ্রভা ॥৩।১।২৭]
(অভিপ্রায় এই যে, দেহ বিচূর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না; বহির্গত
হইয়া যায়, সুতরাং দেহমাত্র ভক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না।
সংশ্লেষ স্বীকার করিলে তৎসংশ্লিষ্ট ত্রীহাদিদেহ ভক্ষণেও সম্বন্ধ সম্ভব হয়।)
এবং দৃষ্টান্তে ত্রীহাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াট ত্রীহাদিভাব প্রাপ্তি; এইকপেই বিবোধ
ভঞ্জন হইতে পারে ॥ ৩। ১। ২৬ ॥

রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তিব পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অভ্যন্তরে
অমুশরীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে। এ কথাও “যাহাব ইহলোকে
রমণীয়াচরণ করে” ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহার দ্বাৰা ও জানা
যায়, অবরোহণকালে যে, ত্রীহাদি প্রাপ্তি হয়, তাহা বা সেই ত্রীহাদি
শরীর তৎসম্বন্ধী সূখদুঃখান্বিত নহে। প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা সিদ্ধ
হইতেছে যে, অমুশরীদিগের ত্রীহাদিজন্ম প্রকৃত জন্ম নহে, তৎসংশ্লিষ্ট
হওয়াই উপচারক্রমে তজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

* যোনেঃ শরীরমিতি ক্রতেন ত্রীহাদিশরীরত্বমমুশয়িনামিতি সত্রার্থঃ।

রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিদেশে ও রেত-উপাদানে অমুশরীদিগের অভুক্ত শেব কর্ণের
কলভোগযোগ্য শরীর জন্মে। (কথাগুলির কল ভাব্য ব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে)।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

সক্কো সৃষ্টিরাহ হি ॥ ৩।২।১ ॥*

অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাশ্চিবিদ্বাদমুদাহৃত্য জীবন্ত সংসারগতি-
প্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং তশ্চৈবাবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে ।
ইদমামনন্তি “স যত্র প্রমথপতি” ইত্যুপক্রম্য “ন তত্র রথা ন
রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে”
ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ— কিং প্রবোধ ইব স্প্রেহপি

ইদানীং তশ্চৈব জীবন্তাবস্থাভেদঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্টসিদ্ধার্থং প্রপঞ্চ্যতে—
“কিং প্রবোধ ইব স্প্রেহপি পাবমার্থিকী সৃষ্টিরাহোশ্বিন্নাম্মায়ময়ী” ইতি । যন্তপি
ব্রহ্মণোহমৃত্যুতান্নিকীচ্যতয়া জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাগত্যয়োরুভয়োরাপি সর্গয়োশ্চাম্মায়ময়ৎ.
তথাপি যথা জাগ্রৎসৃষ্টিব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাগমুভবর্ততে, ব্রহ্মভাব-
সাক্ষাৎকারাত্তু নিবর্ততে, এবং কিং স্বপ্নসৃষ্টিরাহোশ্বিং প্রতিদিনমেব নিবর্তত
ইতি বিমর্শার্থঃ । “হবোঃ” ইহলোকপবলোকস্থানয়োঃ সক্কো ভবং সন্ধ্যাম্ ।
ঐহলৌকিকচক্ষুর্বাদ্যাপারাজ্ঞপাদিসাক্ষাৎকারোপজননাদনৈহলৌকিকং, পাব-
লৌকিকৈল্লিঙ্গাদিব্যাপাবন্ত চ* ভবিষ্যতোহপ্রত্যুৎপন্নমেন ন পারলৌকিকম্ ।
নচ ন • রূপাদিসাক্ষাৎকারোহস্তি স্বপ্নদৃশা, তস্মাদ্ভয়োলৌকিকয়োঃ স্তান্তরালম্ভমিতি
ব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ তথাক্রমেই সৃষ্টির্ভবিষ্যতম্ভতি ।

অব্যবহিত পূর্বপাদে পঞ্চাশ্চি-বিদ্বাদ উদাহরণে জীবের নানাপ্রকার
সংসার-গতিসবিস্তবে বলা হইয়াছে ; এক্ষণে এই পাদে তাহার (জীবের)
অবস্থাভেদ (বিবিধ অবস্থা) বলা হইবেক ।

[ইদ...সৃষ্টিরতি] অতি “সেই জীব যাহাতে সুপ্ত হয়” এই উপক্রমে
বলিয়াছেন—“সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই । জীব রথ,
রথযোগ (অশ্ব) ও পথ সৃজন করেন ।” এখানে সংশয় এই যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি
কি জাগ্রৎ সৃষ্টির ত্রায় পারমার্থিক?—সত্য? অথবা মাণাময়ী?—রজ্জু

* স্বয়ংলৌকিকস্থানযোজ্যগ্রহস্বপ্তিস্থানযোজ্যী সক্কো অন্তরালে ভবং সন্ধ্যাং স্বপ্নঃ । তস্মিন্
যা সৃষ্টিঃ, সা তথ্যরূপা ভবিষ্যতম্ভতি । হি যতঃ, আহ ঐতিরিত্তি শেষঃ । পূর্বপক্ষসূত্রমেতৎ ।

ইহ-পর-লোকের সন্ধিতে (মরণ হইয়াছে, জন্ম হয় নাই, এই অন্তর্ব্যাপার) অথবা জাগ্রৎ
সৃষ্টির মধ্যে স্বপ্নস্থান, তত্রত্য সৃষ্টি জাগ্রৎসৃষ্টির ত্রায় সত্য । এ কথা বলিবার কারণ এই
যে, অতি তাহাই বলিয়াছেন । (এটা পূর্বপক্ষ সূত্র) ।

পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোশ্বিগ্নায়াময়ীতি। তত্র তাবৎ প্রতিপত্তে—
সঙ্ক্যে সৃষ্টিরিতি। সঙ্ক্যমিতি স্বপ্নস্থানমাচক্ষে, বেদে প্রয়োগ-
দর্শনাৎ “সঙ্ক্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্” ইতি। দ্বয়োলৌকস্থানয়োঃ
প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োৰ্বা সঙ্ক্যে ভবতীতি সঙ্ক্যং, তস্মিন্ সঙ্ক্যে
স্থানে তথ্যরূপৈব সৃষ্টিৰ্ভবিতুমহিতি। কুতঃ? যতঃ প্রমাণভূতা

অয়মভিসন্ধিঃ—ইহ হি সৰ্বাগ্যেব মিথ্যাজ্ঞানাত্মাদাহবৎ, তেষাং সত্যত্বং
প্রতিজ্ঞায়তে। প্রকৃতোপযোগিতয়া তু স্বপ্নজ্ঞানমুদাহৃতম্। জ্ঞানং বস্তু-
মববোধয়তি, স তথৈবেতি যুক্তম্। তথাভাবস্ত জ্ঞানারোহাৎ। অতথাত্ম-
ত্বপ্রতীয়মানস্ত তথাভাবপ্রমেয়বিরোধেন কল্পনানাম্পদত্বাৎ। বাধকপ্রত্যয়াদতথ্য-
মিতি চেৎ, ন, তস্ত বাধকত্বাসিদ্ধেঃ। সমানগোচরে তি বিরুদ্ধার্থোপসংহারিণী
জ্ঞানে বিরুদ্ধোতে। বলবদবলবত্বানিশ্চয়াদ বাধ্যবাধকতাবৎ প্রতিপত্তেতে।
ন চেহ সমানবিষয়ত্বম্। কালভেদেন ব্যবস্থাপপত্তেঃ। তথাহি ক্ষীরং দুহ-
কালান্তরে দধি ভবতি, এবং রজতং দৃষ্টং কালান্তরে শুক্তিৰ্ভবেৎ। নানারূপং বা
তদ্বস্ত। তদ্যস্ত তীত্রাপকরূপসহিতং চক্ষুঃ, স তথ্য বজতরূপতাং গৃহ্নাতি। যস্ত
তু কেবলমালৌক্যমাত্রোপকৃতং, স তথৈব শুক্তিৰূপতাং গৃহ্নাতি। এবমুৎপল-
মপি নীললোহিতং দিবা সৌবীৰ্ভাভিৰভিব্যক্তং নীলতয়া গৃহ্যতে। প্রদীপা-
ভিব্যক্তস্ত নক্তং লোহিততয়া। এবমসত্যং নিদ্রায়ং সত্যোৰপি রথাদীন্
ন গৃহ্নাতি, নিদ্রাংশ্চ গৃহ্নাতিতি সামগ্রীভেদাদ্বা কালভেদাদ্বা বিরোধাত্ভাবঃ।
নাপি পূৰ্ব্বোক্তবয়োৰ্কলবদবলবত্বনির্ণয়ঃ। দ্বয়োৰপি স্বগোচরচাবিতয়া সমান-
ত্বেন বিনিগমনাহেতোবতাবাৎ। তস্মাদপ্যবশ্যমবিবোধো ব্যবস্থাপনীয়ঃ। তৎ
সিদ্ধমেতৎ। বিবাদাম্পদং প্রত্যয়াঃ সম্যকঃ-প্রত্যয়স্বাজ্ঞাগ্রংস্তম্ভাদিপ্রত্যয়ব-

সম্পাদিব জ্ঞায় মিথ্যা? এই স শব্দের পূৰ্ব্বপক্ষ কোটাতে পাওয়া যায়,
সঙ্ক্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানীয় সৃষ্টি সত্য। [সঙ্ক্য...মহিতি] সঙ্ক্য-শব্দে স্বপ্নস্থান।
বেদেও স্বপ্নস্থান-অর্থে সঙ্ক্য-শব্দেব প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—“তৃতীয়
স্বপ্নস্থান, তাহা সঙ্ক্য আখ্যায় অভিহিত।” যাহা দুই লোকের† (ইহ-
পরলোকের) অথবা জাগ্রৎ ও স্বপ্তি, এই দুই অবস্থার সন্ধিতে বা
অন্তরালে হয়, তাহা সঙ্ক্য। এই বুৎপত্তি অল্পসাবেও সঙ্ক্য-শব্দে স্বপ্ন। এই
স্বপ্নস্থানের সৃষ্টি (স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা) বস্তুভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ
সৃষ্টির জ্ঞান সত্য। [কুতঃ...গম্যতে] সত্য বলিবার কাণ এই যে,

† ইহ পর-লোকেব অন্তরালে বা সন্ধিতে জীবের এক প্রকার দর্শন অথবা স্বপ্ন-সদৃশ প্রতীতি
উপস্থিত হয়। তাহা কাদাচিৎক ও নিতঃস্বপ্নের জ্ঞান সঙ্ক্য। সত্যকালে যখন সমুদায় ইন্দ্রিয়
নির্যাপার হয়, তখন আব সে এ লোক অনুভব করে না। তখন সে বাসনা বা সংস্কারমাত্র
অবলম্বনে এতলোক অতি অস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে থাকে। ঐ সময়ে তাহার পূৰ্ব্বকর্মে-বলে মানস
পরলোকের ক্ষুদ্ররূপ জ্ঞান উদ্ভূত হইতে থাকে। অর্থাৎ সে পরলোকে যেরূপ হইবেক, সেইরূপটি
তাহার ভাবনা পথে আইসে। এই ভাবনাময় জ্ঞান স্বপ্নসদৃশ বলিয়া স্বপ্ন। এই স্বপ্ন উক্ত প্রকারে
লোকত্বের সন্ধিতে হয় বলিয়া সঙ্ক্য।

শ্রুতিরেবমাহ “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদি।
“স হি কৰ্ত্তা ইতি” চোপসংহারাদেবমেবাবগম্যতে ॥ ৩।২।১।

নিৰ্ম্মাতারন্ধৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ৩।২।২ ॥*

অপি চ, একে শাখিনোহস্মিন্নেব সঙ্ক্যে স্থানে কামানাং
নিৰ্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি “য এষ সৃপ্তেষু জাগতি কামং কামং
পুরুষো নিৰ্ম্মমাণঃ” ইতি। পুত্রাদয়শ্চ তত্র কামা অভিপ্রেয়ন্তে-
—কাম্যন্ত ইতি। ননু কামশব্দেনেচ্ছাবিশেষা এবোচ্যেয়ন্,
ন; “শতান্নমঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ” ইতি প্রকৃত্য, অন্তে “কামানাং
দিতি। ইমমর্থং শ্রুতিরপি দর্শয়তি—“অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইতি।
ন চ “ন তত্র বথা ন বথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি বিরোধাতুপচরিতার্থী সৃজত-
ইতি শ্রুতির্যাত্যেয়া, সৃজত ইতি হি শ্রুতেঃ। বহুশ্রুতিসম্বাদাৎ প্রমাণান্তর-
সম্বাদাচ্চ। বলীয়স্বেন তদমুণ্ডণতয়া ন তত্র রথা ইত্যন্তা ভাক্ত্বেন ব্যাখ্যা-
নাং জাগ্রদবস্থাদর্শনযোগ্যা ন সন্তি, ন তু রথা ন সঙ্গীতি। অতএব কৰ্ত্তৃশ্রুতিঃ
শাখান্তরশ্রুতিরূদাহতা। প্রাজ্ঞকৰ্ত্তৃকত্বাচ্চ পারমার্থিকত্বং বিয়দাদিসর্গবৎ।
ন চ জীবকৰ্ত্তৃকত্বান প্রাজ্ঞককত্বমিতি সাপ্ততম্। অত্র দন্দাদন্তাদ্রাদাদিতি
প্রাজ্ঞৈশ্চৈব প্রকৃতত্বাৎ। জীবকৰ্ত্তৃকত্বেনপি চ প্রাজ্ঞাদভেদেন জীবন্ত প্রাজ্ঞত্বাৎ।

অপি চ জাগ্রৎপ্রত্যয়সম্বাদবস্তোহপি স্বপ্নপ্রত্যয়াঃ কেচিদন্তস্তে। তদ্ব্যব-
স্থাপ্তে শুক্লাষবদ্বয়ঃ শুক্লমাল্যভূষণেনো ব্রহ্মণায়নঃ প্রিহত্বতং প্রত্যাহ—প্রিয়ব্রত
পঞ্চমেহহনি প্রাতরেবোর্ষরাপ্রায়ভূমিদানেন নরপতিত্বাৎ মানস্বিত্যতীতি। স চ
জাগ্রতখান্ননো মানসমুভূয় স্বপ্নপ্রত্যয়াং সত্যমভিমগ্নতে। তস্মাৎ সঙ্ক্যে পারমার্থিকী
সৃষ্টিরিত্তি প্রাপ্তে উচ্যতে ॥ ৩।২।১।

[কিক, স্বপ্নার্থাঃ সত্যাঃ প্রাজ্ঞনির্ম্মিতত্বাৎ আকাশাদিবিদিতি সূত্রার্থমাহ—
প্রমাণরূপা শ্রুতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন। যথা—“অনন্তব রথ, বথ-
যোগ ও পথ সৃজন করেন।” “তিনিই কৰ্ত্তা অর্থাৎ সৃষ্টি করেন” এই শেষ
বাক্যেও উহার সত্যতা প্রতীত হয় ॥ ৩।২।১ ॥

আরও দেখ, কোন কোন শাখায় কথিত আছে, সঙ্ক্য অর্থাৎ স্বপ্ন-
স্থানে কাম্যনিবহের অর্থাৎ অভীষিত পুত্রাদি পদার্থের সৃজনকৰ্ত্তা আত্মা।
যথা—“ইজ্জিয়গণ সৃপ্ত হইলে • যে পুরুষ কাম অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ সৃষ্টি
করতঃ জাগ্রৎ থাকেন—” ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে যে কাম-শব্দ আছে,
তাহার অর্থ পুত্রাদি কাম্য পদার্থ। যাহা কামের অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয়
তাহাও কাম। [ননু...ইতি] কাম-শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই কথিত হয়,

* একে শাখিনঃ কামানাং নিৰ্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি কাম্যশ্চ পুত্রাদয়ঃ। কাম্য ইত্যস্মি-
নর্থ কামা ইতি।

কোনকোন শাখা (বেদভাগ) বলিয়াছেন, সঙ্ক্যাত্মকে যে কাম্য নির্মাণ হয়, তাহার কৰ্ত্তা
আত্মা। আত্মাই সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ দেখেন।

হা কামভাজং করোমি” ইতি প্রকৃতেষু তত্র পুত্রাদিষু কামশব্দস্য
প্রযুক্তত্বাৎ। প্রাজ্ঞঃ চৈনং নির্মাতারং প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং
প্রতীমঃ। প্রাজ্ঞস্য হীদং প্রকরণং “অন্যত্র ধৰ্ম্মাদন্যত্রাধৰ্ম্মাৎ”
ইত্যাদি। তদ্বিষয় এব চ বাক্যশেষোহপি—

“তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবায়তমুচ্যতে।

তস্মি'ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে তছু নাতেতি কশ্চন ॥” ইতি।

প্রাজ্ঞকর্তৃকা চ সৃষ্টিস্থথ্যরূপা। সমধিগতা জাগরিতাশ্রয়া,
তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টিৰ্ভবিতুমর্হতি। তথা চ শ্রুতিঃ “অথো
খন্ডাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্মৈম ইতি, যানি হেব জাগ্রৎ পশ্যতি
তানি সুষ্মপুঃ” ইতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ সমানন্তায়তাং শ্রাবয়তি।
তস্মাৎ তথ্যরূপৈব সঙ্কো সৃষ্টিরিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ ॥ ৩।২।২॥

অপি চেত্যাदिना। कठिमाशुक्त्य प्रकर्षणनिरञ्जति—नवित्यादिना। यः सृष्टेयु
करणेषु जागर्ति, तदेव शुक्रं स्रप्रकाशं ब्रह्मेतार्थः। स्रपञ्च जाग्रदर्थः समान-
देशश्चतुरभेदश्चेत्तच्च सत्यमे तांपर्गामित्याह—अथो खन्डाहरिति। इति
रत्नप्रभा ॥ ३।२।२॥]

অন্য কিছু কথিত হয় না, তাহা নহে। কেন-না, “তুমি শতবর্ষজীবী
পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কব” এই প্রক্রমের পব “শেষে তোমাকে কামভাগী অর্থাৎ
পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট কবিব” এই বাক্যে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদার্থে
কামশব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। অপিচ, প্রকরণ ও প্রস্তাবের
শেষ বাক্য, এই দু'এব দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রাজ্ঞ আত্মাই ঐ সন্ধ্যস্থানীয়
পদার্থের নির্মাতা অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্ত্তা। প্রকরণটি প্রাজ্ঞবিষয়ক। কেন-না,
উহা “যাহা ধৰ্ম্মাতীত, অধৰ্ম্মাতীত, কার্য্যকাবণেব অতীত, তাহা বল—”
ইত্যাদিবাক্যের পর উক্ত হইয়াছে। প্রকরণেব শেষেও ধৰ্ম্মাতীত প্রাজ্ঞ
আত্মার কথন আছে। যথা—“সেই বস্তুই শুক্র অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, এক
অর্থাৎ নিবতিশয় বৃহৎ, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত। এই সমুদায় লোক তাহাতেই
আশ্রিত (স্থিত) এবং কেহই তদ্বস্ত্ব অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।”

[প্রাজ্ঞ...প্রত্যাহ] যেহেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞের প্রস্তাবে কথিত,
সেই হেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ। জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য;
তখন তাহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও আছে।
যথা—“পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইহাঁব। ইনি জাগ্রৎস্থানে
যাহা দেখেন, তাহাই সুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্ন-স্থানস্থিত হইয়া দেখেন।” এই
শ্রুতি স্বপ্নেব ও জাগ্রতের সাম্য দেখাইয়াছেন। অতএব, সন্ধ্য-সৃষ্টিও
জাগ্রৎসৃষ্টির ত্রায় তথ্যরূপা। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে সৃজকার প্রত্যুত্তর
বলিতেছেন— ৩।২।২॥

মায়ামাত্রন্তু কাংশ্চৈনানভিব্যক্ত-

স্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ । ২ । ৩ ॥*

তুশকঃ পক্ষঃ ব্যাবৰ্ত্তয়তি । নৈতদস্তি—যদুক্তং সঙ্কো
সৃষ্টিঃ পারমার্থিকীতি । মায়াময়েব সঙ্কো সৃষ্টিন’ তত্র পর-
মার্থগন্ধোহপ্যস্তি । কুতঃ । ‘কাংশ্চৈনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ।
ন হি কাংশ্চৈন পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণাভিব্যক্তস্বরূপঃ স্বপ্নঃ । কিং
পুনরত্র কাংশ্চৈন’মভিপ্রেতম্ ? দেশকালনিমিত্তসম্পত্তিরবাধশ্চ ।
ন হি পরমার্থবস্তুবিষয়াণি দেশকালনিমিত্তান্ধবাধশ্চ স্বপ্নে
সম্ভাব্যতে । ন তাবৎ স্বপ্নে রথাদীনামুচিতো দেশঃ সম্ভবতি ।
ন তাবৎ সংসৃতে দেহদেশে রথাদয়োহবকাশঃ লভেরন ।

ইদমত্রাকৃতম্ । ন তাবৎ ক্ষীরশ্বেব’দপি, রজতশ্চ পরিণামঃ শুক্তিঃ সম্ভবতি ।
ন হি জাতীশ্বরগৃহে চিরস্থিতাত্তপি রজতভাজনানি শুক্তিভাবমহুভবন্তি দৃশ্যন্তে ।
ন চেতনশ্চ বজ্রতাহুভবসময়েহস্ত্রোহনাকুলেস্ত্রিয়ো ন তদ্রূপে শুক্তিভাবমহুভবতি
প্রত্যেক্তিচ । ন চোক্ষয়কপং বস্তু । সামগ্রীভেদাত্ত বদাচিদশ্চ তৌষভাবোহন-
ভূয়তে কদাচিন্মরীচিতেতি সাপ্ততর্ক্যু । পারমার্থিকে হস্ত তৌষভাবে তৎ-
সাধ্যামুদত্তোপশমলক্ষণার্থক্রিয়াং কুর্য্যান্মনীচিসাধ্যামপি কপপ্রকাশলক্ষণাম্ । ন
মরীচিভিঃ কশ্চচিভূষণা উদত্তোপশাম্যতি । ন চ তৌষমেব দ্বিবিধমুদত্তোপশমন-
তদক্ষপশমনমিতি যুক্তম্ । তদর্থক্রিয়াকারিত্বব্যাপ্তং তৌষভং মাত্রয়াপি তামকুর্কন্তোয়-
মেব ন শ্রুতং । অপি চ তৌষপ্রত্যয়-সনীচীনদ্বয়াহস্ত শৈববিদ্যমভ্যুপেয়তে,
তচ্চাভ্যুপগমেহপি ন সেক্ষমুর্হতি । তথা হসমর্থবিদ্যা তৌষমেতদিত্তি মথানো ন

হত্রস্থ তু-শক উদঘাটিত পূর্বপক্ষেব নিরাসক । বলিয়াছিলে যে, ‘স্বাপ্নিক
সৃষ্টি জাগ্রৎসৃষ্টিব ত্রীয সত্য । তাহা নহে । স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী ।
তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই । কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে
অভিব্যক্ত নহে । সত্য বস্তুর যে যে ধর্ম্ম, সে সন্মূল ধর্ম্ম স্বপ্নেব স্বরূপে
প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না ।* দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধবাহিত্য, এই গুলি
হত্রস্থ কাংশ্চ-শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিবে । সত্যবস্তু দর্শনবিষয়ক দেশ, কাল,
নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য, এ সকল স্বাপ্ন পদার্থে সম্ভাবিত নহে । [ন তাবৎ...
লভেরন] স্বপ্নস্থানে কি রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ আছে ? না এই

* তু-শব্দেব পূর্বপক্ষং নিবেদতি । সঙ্কো সৃষ্টিন’ পারমার্থিকীতি বাবৎ । সা মায়ামাত্রং
মায়ামধোব । যতঃ সা কাংশ্চৈন দেশকালনিমিত্তাদিক্রোপেণ পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণ অভিব্যক্তস্বরূপা ন
ভবতি, ততঃ সা সৃষ্টিন’ পরমার্থরূপা, কিন্তু মায়াময়ী । জাগ্রদর্থশ্চ সত্যব্যাপকো যো যো ধর্ম্মঃ,
স্বপ্নে তদভাবো দৃশ্যত ইতি নিব্বর্ত্তনঃ ।

স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎসৃষ্টির স্থায় তথাক্রপা নহে । তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা জাগ্রৎপদার্থে
ধর্ম্ম সমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত নহে অর্থাৎ প্রকাশিত নহে । (ভাব্যানুবাদ দেখ) ।

স্বাদেতৎ। বহির্দেহাৎ স্বপ্নং দ্রক্ষ্যতি, দেশান্তরিতদ্রব্যগ্রহণাৎ।
দর্শয়তি চ শ্রুতির্বহির্দেহাৎ স্বপ্নং—

“বহিঃ কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা

স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্”। ইতি।

স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদশ্চ মানিক্রান্তে জন্তৌ সামঞ্জস্যমশু-
বীতেতি।

নেতুচ্যতে। ন হি স্পৃশ্য জন্তোঃ ক্ষণমাত্রেন যোজন-
শতান্তরিতং দেশং পর্য্যেতুং বিপর্য্যেতুঞ্চ ততঃ সামর্থ্যং সম্ভাব্যতে।
কচিচ্চ প্রত্যাগমনবর্জিতং স্বপ্নং শ্রাবয়তি—কুরুষ্বহং শয্যায়াং
শয়ানো নিদ্রয়াভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পঞ্চালানভিগতশ্চাস্মিন্ প্রতি-

তুক্ষ্মাপি মরীচিতোয়মভিধাবেৎ, যথা মরীচীনন্তভবন্। অথাশব্দং শব্দমভিমন্ত-
মানোহভিধাবতি। কিমপরাক্ষং মরীচিষু তোয়বিপর্য্যাসেন সার্বজনীনেন, যন্তু-
মতিলজ্য বিপর্য্যাসান্তরং কল্পতে। ন চ ক্ষরদধিপ্রত্যয়নদাচার্য্যাতুলত্রাঙ্গণ-
প্রত্যয়বদা তোয়মরীচিবিজ্ঞানে সমুচিতাবগাহিনী, স্বানুভবাৎ। পরম্পর-
বিকল্পয়োর্মীথাবাকভাবাবভাসনাৎ। তত্রাপি রজতজ্ঞানং পূর্বমুৎপন্নং বাধ্যমুত্তবন্ত
বাধকং শুক্লিজ্ঞানং, প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ প্রতিবেদ্যত। রজতজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রাপক-
ভাবেন শুক্লেরপ্রাপ্তায়াঃ প্রতিষেধাসম্ভবাৎ পূর্বজ্ঞানপ্রাপ্তন্ত রজতং শুক্লিজ্ঞানম-
পবাধিতুমর্হতি। তদপবাধাত্মকঞ্চ স্বানুভবাদবসীযতে। যথাহ—

“আগামিতাদবাধিত্বা পবং পূর্বং হি জায়তে।

পূর্বং পুনববাধিত্বা পরং নোৎপত্ততে কচিৎ॥”

সঙ্কুচিত দেহস্থানে রথাদি পর্য্যাপ্ত হয়? [স্বাদেতৎ...বীতেতি] আচ্ছা,
এমন হইতেও ত পারে যে, জীব দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে? জীব
যখন দেশান্তরীর দ্রব্য দর্শন করে, তখন কেন না মনে করিব যে, জীব
দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে? শ্রুতিও দেহের বাহিরে যাও-
য়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—“সেই অমৃত পুরুষ (আত্মা) কুলায়ের অর্থাৎ
দেহ-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় ইচ্ছানুরূপ বিহার করেন,” আরও
দেখ, জীব যদি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হয়, তাহা হইলে স্থিতি, গতি
ও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণ (অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছি, যাইতেছি ও
অমুক দেশের অমুক পদার্থ দেখা হইল, এ সকল বা ইত্যাদি প্রকার স্বপ্ন)
সম্ভব হয় না।

[নেতুচ্যতে...কলয়েৎ] প্রেকারীর এই প্রশ্ন সাধু বা সম্ভব নহে। কেন?
তাহা বিবেচনা কর। স্বপ্ন জীব কি ক্ষণকালমধ্যে শত যোজন দূরে গিয়া

বুদ্ধশ্চ’ ইতি। দেহাচ্ছেদপেয়াং, পঞ্চালেষেব প্রতিবুধ্যত—
তানসাবভিগত ইতি, কুরুষেব তু প্রতিবুধ্যতে। যেন চায়ং
দেহেন দেশান্তরমশ্নু বানো মণ্ডতে, তমন্ত্রে পার্শ্বস্থাঃ শয়নদেশ
এব পশ্যন্তি। যথাভূতানি চায়ং দেশান্তরাণি স্বপ্নে পশ্যন্তি, ন
তানি তথাভূতান্তেব ভবন্তি। পরিধাবংশেচৎ পশ্যেজ্জাগ্রৎ,
বস্ত্ত ভূতমর্থমাকলয়েৎ। দর্শয়তি চ শ্রুতিরন্তরের দেহে স্বপ্নং
“স যত্রৈতৎ স্বপ্নায়াচরতি” ইত্যুপক্রম্য “সে শরীরে যথাকামং
পরিবর্ততে” ইতি। অতশ্চ শ্রুতু্যপপত্তিবিরোধাদ্বহিঃ কুলায়-
শ্রুতিগৌণী ব্যাখ্যাতব্য—“বহিরিব কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা’
ইতি। যো হি বসন্নপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং কৰোতি,
স বহিরিব শরীরাদ্ভবতীতি।

ন চ বর্তমানরজতাবভাসি জ্ঞানং ভবিষ্যন্তোমন্তা গোচরয়ন্ন ভবিষ্যতা
স্বপ্নমবর্ত্তিনীং শুক্তিং গোচবয়তা প্রত্যয়েন বাধ্যতে, কালভেদেন বিরোধাত-
বাদিতি যুক্তম্। মা নামাহন্তাজ্ঞানীং প্রত্যক্ষং ভবিষ্যত্ত্বং, তৎপৃষ্ঠভাবিতাহ-
মানমুপকারহেতুভাবমিবাসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে স্বেমানমাকলয়তি।
অসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে, রজতমিদং স্থিরং রজতত্বাদমুভূতপ্রত্যভি-
জ্ঞাতরজতবৎ। তথা চ ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং রজতং ব্যাপুয়াদিতি বিরোধাৎ
শুক্তিজ্ঞানেন বাধ্যতে। যথাহঃ—

“রজতং গৃহ্মনাগং হি চিরস্থায়ীতি গৃহ্মতে।

ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং ব্যাপ্নোতি তেন তৎ ॥” ইতি

পুনর্বার ফিরিয়া আসিতে পারে? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য সম্ভাবিত? (তাহা
কি যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিস্ব করা যায়?) আবার এমন স্বপ্নও আছে, যাহা প্রত্যা-
গমনবর্জিত। শ্রুতিও ঐরূপ একটা স্বপ্ন শুনাইয়াছেন। যথা—“আমি
কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নযোগে পাকাল-
দেশে গেলাম এবং তন্মুহূর্ত্তে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। (সে দেশ হইতে আর
প্রত্যাবর্তন করা ঘটিল না,)” জীব যদি সত্য সত্যই পঞ্চালদেশে যাইত,
তাহা হইলে পঞ্চালদেশেই থাকিত, পঞ্চালদেশেই জাগ্রৎ হইত, কিন্তু
সে পঞ্চালদেশে থাকে নাই, জাগ্রৎও হয় নাই, সে সেই কুরুদেশেই আছে
ও জাগ্রৎ হইয়াছে। সে স্বপ্নকালে যে-দেহে দেশান্তরে গিয়াছিল, পার্শ্বস্থ
লোক তাহার সে দেহ শয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে যে-
প্রকার দেশান্তর দেখে, সে দেশান্তর ঠিক প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া
দেখিলে, স্বপ্নে অবশ্যই জাগ্রদর্শনের সমান দর্শন হইত; কিন্তু তাহা হয়
না। স্বপ্নে অনেক বিপর্যয় ও অস্পষ্ট দর্শনও হয়। [দর্শয়তি...ভবতি ইতি]
দেহের মধ্যেই স্বপ্ন দর্শন হয়, ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“যাতাতে

স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদোহপ্যেবং সতি বিপ্রলম্ব এবাভ্যুপগম্যন্তব্যঃ ।
কালবিসম্বাদোহপি চ স্বপ্নে ভবতি, রজন্তাং স্রুণ্ডো বাসরং ভারতে
বর্ষে মন্যতে, তথা মুহূর্তমাত্রপ্রবর্ত্তিনি স্বপ্নে কদাচিৎ বহুন্
বর্ষপুগানতিবাহয়তি । নিমিত্তান্তপি চ স্বপ্নে ন বুদ্ধয়ে কৰ্ম্মণে
বোচিতানি বিদ্যন্তে । করণোপসংহারাদ্ধি নাস্ত্য রথাদিগ্রহণায়
চক্ষুরাদীনি সন্তি । রথাদিনিব্বর্ত্তনেনপি কুতোহস্ত নিমেষমাত্রেন
সামর্থ্যং, দোৰুণি বা । বাধ্যন্তে চৈতে রথাদয়ঃ স্বপ্নসৃষ্টাঃ প্রবোধে ।
স্বপ্ন এব চৈতে সুলভবাধা ভবন্তি, আশ্রয়ৈর্ব্যতিচারদর্শনাৎ ।
রথোহয়মিতি হি কদাচিৎ স্বপ্নে নির্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষ্যঃ সম্প-

প্রত্যক্ষণ চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত ইতি কেচিদ্ভ্যাচক্ষতে, তদন্তম্ । যদি চিৎ-
স্থায়িত্বং সৌগত্যং, ন সা প্রত্যক্ষগোচরঃ; শক্তেবতীন্দ্রিয়ত্বাৎ । অথ কালান্তর-
ব্যাপিত্বং, তদপ্যুক্তং, কালান্তরেণ ভবিষ্যতেন্দ্রিয়শ্চ সংযোগাযোগাৎ, তদপ-
হিতসীম্নো ব্যাপিত্বাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ । ন চ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়বদভ্যন্তি সংস্কারঃ
সহকারী, যেনাবর্ত্তমানমপ্যাকলয়েৎ । তস্মাদত্যন্তাত্যাসবশেন প্রত্যক্ষানন্তবৎ
শীঘ্রতরোৎপন্নবিনশ্চদবস্থাতুমানসহিতপ্রত্যক্ষাভিপ্রায়মেব চিৎস্থায়ীতি গৃহ্যত-
ইতি মন্তব্যম্ ।

অত এবৈতৎ সূক্ষ্মতরং কালব্যবধানমবিবেচয়ন্তঃ সৌগত্যঃ প্রাহঃ—দ্বিবিধো হি
দর্শন ৩য়” এই উপক্রমে বলা হইয়াছে “তিনি স্বীয় শরীরেই কামান্তরূপ
পরিবর্ত্তিত হনু।” অতএব, জীব নিজ দেহেব বাহিবে স্বপ্ন দর্শন কবে, এই
প্রতিব গোণ ব্যাখ্যা গ্রহণ কবাবে, তাহা হইলে আব শ্রুতি-যুক্তি-বিবোধ
হইবে না । সে গোণ ব্যাখ্যা এই—“অমৃত (আত্মা) যেন শরীরের বাহিরে
গিয়া—” ইত্যাদি । যে শরীরে থাকিগাও শরীর দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে
না, সে অবশ্যই শরীরবহিবর্ত্তীর জায় হব ।

[স্থিতি...বাহয়তি] স্বপ্নে অবস্থান ও যাওয়া প্রভৃতিও ঐক্য অর্থাৎ গোণ
(যেন যাইতেছে, ইত্যাদিবিধ) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । স্বপ্নেতে কালের
বিরুদ্ধতাও দেখা যায় । রজনী সময়ে স্বপ্নগত হইবামাত্র স্বপ্নদৃষ্টার এই ভারত-
বর্ষেই দিবস দর্শন হয় । আবও দেখ, স্বপ্ন মুহূর্ত্তমাত্র প্রবর্ত্তিত, কিন্তু স্বপ্নদৃষ্টা
কখন কখন দেখে, শত শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে । [নিমিত্তান্তপি...বক্ষঃ]
স্বপ্নবিষয়িনী বুদ্ধির অথবা ক্রিয়ার উপযুক্ত নিমিত্তও থাকে না, (নিমিত্ত= কারণ) ।
তৎকালে ইন্দ্রিয়গণ স্রুণ্ড, স্ততরাং তখন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয় নাই । জীবের কি নিমেষকালমধ্যে রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য
আছে? না, তথায় কাষ্ঠাদি উপকরণ জব্য আছে? তাহা নাই । আরও
দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট সপাদি জাগ্রদশায় বজ্জুসর্পের জায় বাসিত হয় অর্থাৎ থাকে

দ্রুতে । মনুষ্যোহয়মিতি বা নির্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষঃ । স্পষ্ট-
কথাভাং রথাদীনাং স্বপ্নে শ্রাবয়তি শাস্ত্রং “ন তত্র রথা ন রথ-
যোগা ন পস্থানো ভবন্তি” ইত্যাদি । তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্ন-
দর্শনম্ ॥ ৩।২।৩ ॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩।২।৪॥*

মায়ামাত্রহাং তর্হি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পরমার্থগন্ধ ইতি ।
নেহুচ্যতে । সূচকশ্চ হি স্বপ্নে ভবতি ভবিষ্যতোঃ সাধ্ব-
সাধুনোঃ । তথা হি শ্রুয়তে—

বিষয়ঃ প্রত্যক্ষশ্চ—গ্রাহ্যচাধ্যাবসেষশ্চ । গ্রাহ্যক্ষণ একঃ স্বলক্ষণোহধ্যাবসেষশ্চ সন্তান
ইতি । এতেন স্বপ্নপ্রত্যযো মিথ্যাহেনব্যব্যাখ্যাতঃ । যত্ন সত্যং স্বপ্নদর্শনমুক্তং,
তত্রাপ্যাত্মাত্মা ব্রাহ্মণায়নেনাখ্যাতো সম্বাদাভাবাং । প্রিয়ব্রতশ্রাদ্ধাতসম্বাদস্ত
কাকতালীয়ো ন স্বপ্নজ্ঞানং প্রমাণয়িতুমর্হতি । তাদৃশশ্রব বহুলং বিসম্বাদদর্শনাং ।
দর্শিতশ্চ, বিসম্বাদো ভাষ্যকৃত্য কাংশ্চৈনানভিব্যক্তিং বিরুদ্ধতা—বজ্রনাং স্বপ্ন
ইতি । রজনীসময়েহপি হি ভাবভাষণান্তরে কেতুমালাদৌ বাসরো ভবতীতি
ভারতে বর্ণ ইত্যুক্তম্ ॥ ৩।২।৩ ॥

দর্শনং সূচকম্ । তচ্চ স্বকপেণ সং, অসত্ত্ব, দৃশ্যম্ । অত এব স্ত্রীদর্শন-

না, অদর্শনপ্রাপ্ত হব । অদিক কি, স্বপ্নকালেও তাহা বাবিত (ল্প)
হয় । স্বপ্নে নিশ্চয় হইল, এটা বথ, কিন্তু ক্ষণকাল পবেই তাহা আর রথ
রহিল না । রথের পবিরবর্তে তাহা ক্ষুদ্র হইল, দেখিতে দেখিতে তাহা
আবার বৃক্ষ হইল । [স্পষ্টক...দর্শনম্] শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব
স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন । যথা—“সেবানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই ।”
ইত্যাদি । এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপ্নিক সৃষ্টি, মায়িক অর্থাৎ
মায়াময় ।

স্বপ্ন মায়িক (সংস্কার-সহায় অজ্ঞানের পরিণামবিশেষ), তাই বলিয়া যে,
তাহাতে সত্যের লেশ নাই, সত্যের সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই,
এমত নহে । স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচকও হয় । এ কথা শ্রুতিতেও শুনা
যায় এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সে কথা বলেন । শ্রুতি যথা—“যদি

* মায়িকোহপি স্বপ্নঃ সাধ্বসাধুনোর্বিষয়তোঃ সূচকোহনুমাণকঃ, অতস্তত্র পরমাখগন্ধো
নাভীতি ন বক্তব্যম্ । শ্রুতং হি স্বপ্নশ্চ ভবিষ্যৎসাধ্বসাধুসূচকম্ । তদ্বিদঃ স্বপ্নদি
আচক্ষতে চ ।

সত্য বটে, স্বপ্ন মায়ামাত্র ; কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক—অনুমাণক । কেন-না,
শ্রুতি ও স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বপ্নের তদ্রূপতা বলিয়াছেন ।

“যদা কৰ্ম্মহু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নে যু পশ্চতি ।

সমুদ্বিগ্নং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥” ইতি ।

তথা “পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্চতি, স এনং হস্তি” ইত্যেবমাদিভিঃ স্বপ্নৈরচিরজীবিত্বমাবেদ্যত ইতি প্রাবয়তি । আচক্ষতে চ স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ “কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি, খরযানাদীনুধন্যানি” ইতি । মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষনিমিত্তাশ্চ কেচিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনো ভবন্তীতি মন্যন্তে । তত্রাপি ভবতু নাম শূচ্যমানস্য বস্তুনঃ সত্যত্বং, সূচকস্য তু স্ত্রীদর্শনাদে-
র্ভবত্যেব বৈতথ্যং, বাধ্যমানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ ।

তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্ । যদুক্তম্ “আহ হীতি, তদেবং সতি ভাক্তং ব্যাখ্যাতব্যং, যথা লাঙ্গলং গবাদীনুদ্বহতীতি । নিমিত্তমাত্রত্বাদেবমুচ্যতে, ন তু প্রত্যক্ষমেব লাঙ্গলং গবাদী-
নুদ্বহতি । এবং নিমিত্তমাত্রত্বাৎ স্পষ্টো রথাদীনৃ সৃজতে, 'স হি

স্বকপসাধ্যাশ্চরমধাতুবিসর্গাদয়ো জাগ্রদবস্থারামনুবর্তন্তে । স্ত্রীসাধ্যাস্ত মালা-
বিলেপনদন্তক্ষতাদয়ো নানুবর্তন্তে ।

স্ব.প্র কাম্যকৰ্ম্মবিষয়ে স্ত্রী সন্দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই স্বপ্ন-
দর্শনের দ্বারা সে কার্যের সমুদ্বিগ্ন বা সূক্ষ্ম হইবে। “স্বপ্নে যদি কৃষ্ণ-
দন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয়, তবে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাহাকে বিনষ্ট করে।”
ইত্যাদিবিধ স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মরণের নৈকট্য জানাব। [আচক্ষতে...প্রায়ঃ]
স্বপ্নাধ্যায়-(শাস্ত্রবিশেষ) বেত্তগণও বলিয়াছেন, স্বপ্নে কুঞ্জবাবোহণাদি শুভ, আর
গর্দভারোহণাদি অশুভ । মন্ত্রের দ্বারা, দেবতাসমূহের দ্বারা ও ঔষধবিশেষ
সেবনের দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ দৃষ্ট হয়, সে সকলের অনেকগুলি সত্য ।
(এতাবত। এই বলা হইল যে, স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ সত্য
ঘটনার বোধক হয়) । ফলিতার্থ বা অভিপ্রায় এই যে, সূচ্যমান বস্তু সত্য হয়
হউক, সূচক স্ত্রীসন্দর্শনাদি মিথ্যা ।

[তস্মা...সৃজতি] প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা স্বপ্নেব মায়িকত্ব উৎপন্ন
হয় । স্বপ্নের তথ্যরূপতা পক্ষে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহা গৌণ অর্থে যোজনা
কর । যেমন নিমিত্তমাত্র লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, লাঙ্গল গো প্রভৃতিকে
চলাইতেছে, বস্তুতঃ লাঙ্গল গবাদির চালক নহে ; তেমন, নিমিত্তসামান্য লক্ষ্য
করিয়া শ্রুতি বর্ণিয়াছেন, স্পষ্টব্যক্তি রথাদি সৃষ্টি করে এবং স্পষ্ট রথাদির সৃজন-

কর্ত্তেতি চোচ্যতে, ন তু প্রত্যক্ষমেব স্বেপ্তো রথাদীন্ সৃজতি ।
 নিমিত্তত্বস্বস্ত্য রথাদিপ্রতিভাননিমিত্ত-মোদক্রাসদর্শনাং তন্নিমিত্তভূ-
 তয়োঃ স্কৃততদ্রূপ্তয়োঃ কর্ত্ত্বেনেতি বক্তব্যম্ । অপি চ, জাগ-
 রিতে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদিত্যাদিজ্যোতির্ব্যতিকরাচ্চা-
 ত্ত্বনঃ স্বয়ংজ্যোতির্কৃৎ দ্রষ্টৃদুর্কির্বেচনমিতি তদ্বিবেচনায়
 স্বপ্ন উপপত্ত্যঃ । তত্র যদি রথাদিসৃষ্টিবচনং শ্রুত্যা নোচ্যেত,
 স্বয়ংজ্যোতির্কৃৎ ন নির্ণীতং স্যাৎ । তস্মাদ্রথাগ্ধভাববচন-
 শ্রুত্যা রথাদিসৃষ্টিবচনং ভাক্তমিতি ব্যাখ্যেয়ম্ । এতেন
 নির্মাণশ্রবণং ব্যাখ্যাতম্ ।

যদপ্যুক্তং “প্রাজ্ঞমেনং নির্মাতারমামনন্তি” ইতি, তদপ্যসৎ ।
 শ্রুত্যান্তরে “স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায় স্মেন ভাসা স্মেন জ্যোতিবা
 প্রস্বপতি” ইতি জীবব্যাপারশ্রবণাৎ । ইহাপি চ “য এষ

ন চাত্মাভিঃ স্বপ্নেহপি প্রাজ্ঞব্যাপার ইতি । প্রাজ্ঞব্যাপারত্বেন পারমার্থি-
 কত্বানুমানঃ প্রত্যক্ষণ বাধকপ্রত্যয়েনাবিরুদ্ধ্যমানং নাত্মাং লভত ইতি ভাবঃ ।
 বন্ধমোক্ষয়োরান্তরালিকং তৃতীয়মৈশ্বর্যমিতি ॥ ৩।২।৪ ॥

কর্ত্তা । কিন্তু তিনি বাস্তব পক্ষে রথাদি সৃজন করেন না । [নিমিত্তত্ব ..ব্যাখ্যাতম্]
 স্বপ্নেও রথাদি দর্শনের পর ইর্ষবিষাদাদি হয় । তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে,
 মানিতে—হইবে যে, সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কারণীভূত স্কৃত তদ্রূপ (পুণ্য-
 গাপ) সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের প্রযোজক নিমিত্ত কারণ । অতঃ কণা এই যে,
 জাগ্রৎকালে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ থাকে, এবং আদিত্যাদি প্রকাশক পদার্থের
 ব্যতিকর (মিশ্রণ, স্পষ্ট সম্পর্ক বা প্রকাশ) থাকে, সেই কারণে আত্মার
 স্বয়ম্প্রকাশতা তৎকালে দুর্কিবেচনীয় হয় । আত্মার সেই দুর্কিবেচ্য স্বয়-
 ম্প্রকাশতাকে স্মৃতিবেচ্য বা স্মৃতিবোধ্য করিবার জন্ত শ্রুতি কথিত প্রকার স্বপ্ন বর্ণন
 করিয়াছেন । শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ আছে বলিয়া যদি রথাদি-
 সৃষ্টিবাক্যের মুখার্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতা স্মৃতিনির্ণীত
 হইবে না । অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতিব সাহায্যে রথাদিসৃষ্টি-
 বাক্যের গোণার্থ গ্রহণ করা উচিত । রথাদিসৃষ্টিশ্রুতির গ্রাম নির্মাণশ্রুতিবও
 গোণার্থ করা হইয়াছে ।

[যদপ্যুক্তং...বিরুদ্ধ্যতে] বলিয়াছিল যে, স্বাপ্ন পদার্থেব নির্মাণ-কর্ত্তা প্রাজ্ঞ
 আত্মা, তাহা সাধু নহে । কেন-না, অতঃ শ্রুতিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই
 ব্যাপারবিশেষ । যথা—“জীব বিহত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রদেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া
 নিজ বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাপ্নিত বুদ্ধিবৃত্তিব
 (বুদ্ধিবৃত্তি—বুদ্ধির এক প্রকার অবস্থা) ও স্বরূপ চৈতন্তের দ্বারা স্বপ্নান্নতব

স্বপ্নেযু জাগর্তি” ইতি প্রসিদ্ধানুবাদাজ্জীব এবায়ং কামানাং
নিৰ্মাতা সক্ষীৰ্ত্যতে। তস্ম তু বাক্যশেষেণ “তদেব শুক্লসুদৃশ্চ”
ইতি জীবভাবং ব্যাবৰ্ত্য ব্রহ্মভাব উপদিশ্যতে—“তদ্বমসি”
ইত্যাদিবদিত্তি ন ব্রহ্মপ্রকরণত্বং বিরুদ্ধ্যতে। ন চান্মাভিঃ
স্বপ্নেহপি প্রাক্তব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে। তস্ম সৰ্ব্বেশ্বরত্বাৎ
সৰ্ব্বাস্বপ্যবস্থাস্বধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ। পারমার্থিকস্ত নায়াং সক্ষ্যা-
শ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গবদিত্যেতাৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ
বিয়দাদিসর্গস্থাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তু। প্রতিপাদিতং হি
“তদনন্তত্বমারম্ভশব্দাদিভ্যঃ” ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্।
প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো
ভবতি, সক্ষ্যাশ্রয়স্ত প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইত্যতো বৈশে-
ষিকমিদং সক্ষ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্ ॥ ৩। ২। ৪ ॥

“পরান্ধিয়ানাং তিবোধিতং, ততো ‘হুগ্ধ বন্ধবিপর্যায়ো।’ “দেহযোগাচ্ছা
সোহপি’ ইতি স্বপ্নদ্বয়ং কৃতোপপাদনমস্মাভিঃ প্রথমমুদ্রে। নিগদব্যাক্যাতং
চৈতন্যোভাষামিতি ॥ ৩। ২। ৪-৬ ॥

কবেন।” কুঠঞ্চতিতেও “ইন্দ্রিয়গণ স্বপ্ন হইলে, এই যে ইনি জাগ্রৎ থাকেন”
এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য শব্দে অর্থাৎ স্বাপ্ন-
পদার্থেব নিৰ্মাতার কথিত হইয়াছে। পরে “তিনিই শুক্ল ও ব্রহ্ম” এই শেষবাক্যে
জীবের জীবত্ব নিষেধ পূর্বক ব্রহ্মত্বের উপদেশ হইয়াছে। “তদ্বমসি” ইত্যাদি
স্থলে যেমন প্রসিদ্ধ জীবাত্মবাদের পব জীবভাব নিষেধ ও তাহার ব্রহ্মভাবের
উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেইরূপ জানিবে এবং তাহাতেই ব্রহ্ম-
প্রকরণের বিবোধ বা বাধ হয় না। [ন চান্মাভিঃ...মুদিতম্] স্বপ্নে প্রাক্ত আত্মার
যে, কোনও ব্যাপার নাই, এমন কথা আগরাও বলি না। তিনি সৰ্ব্বেশ্বর।
সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাপ্রাপ্ত সৃষ্টি
আকাশাদি সৃষ্টির জ্বায় পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে; এই মাত্র অভিপ্রেত বা
প্রতিপাদ্য। আকাশাদি সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। সমুদায় প্রপঞ্চই
মায়িক, মিথ্যা, এ সকল “তদনন্তত্বম্” সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাবৎ
না ব্রহ্মাত্মসাক্ষ্যকার হয়, তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিতরূপে থাকে;
কিন্তু স্বপ্নাপ্রাপ্ত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত (অন্তথা হয়), এইমাত্র বিশেষ বা
প্রভেদ ॥ ৩। ২। ৪ ॥

পর্যাপ্তানাং তিরোহিতং ততো হস্ত বন্ধ-বিপর্যায়ো ॥৩২।৫॥*

অথাপি স্মৃৎ—পরশ্চৈব তাবদান্ননোহ'শো জীবোহগ্নেবিব
বিস্কুলিঙ্গঃ । তত্রৈবং সতি যথাগ্নিস্কুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহন-
প্রকাশনশক্তিী ভবতঃ, এবং জীবৈশ্বর্যোরপি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিী ।
ততশ্চ জীবৈশ্বর্য্যবশাৎ সাক্ষ্মিকী স্বপে রথাদিসৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি ।

অত্রোচ্যতে— সত্যপি জীবৈশ্বর্য্যোরংশাংশীভাবে প্রত্যক্ষমেব
জীবৈশ্বর্য্যবিপরীতধর্ম্মত্বং । কিং পুনর্জীবৈশ্বর্য্যসমানধর্ম্মত্বং
নাশ্চ্যেব ? ন নাস্তীতি । বিদ্যমানমপি তু তৎ তিরোহিতং
অবিদ্যাব্যবধানাৎ । তৎ পুনস্তিরোহিতং সং পরমেশ্বরমভিধ্যায়তো

[পূর্বে কপ্তসামগ্র্যভাবাৎ স্বপ্নো মাৎস্ক্যুক্তং, তচ্চাযুক্তং, সংকল্পমাত্রেনাপি,
সত্যসৃষ্টিসম্ভবাৎ—ইতি শকাৎ কৃত্বা পরিহরন্ স্বত্রং ব্যাচষ্টে—তথাপি স্মৃদিত্যা-
দিনা । সত্যসঙ্কল্পস্ত হি সঙ্কল্পাৎ সৃষ্টিঃ সত্য ভবতি, জীবস্ত অসত্যসঙ্কল্পতঃ
প্রত্যক্ষমিতি পরিহারার্থঃ । তর্হি বিরুদ্ধধর্ম্মবত্বজ্জীবৈশ্বর্য্যত্বং নাশ্চ্যেবেতি
শঙ্কতে—কিমিতি । নাস্তীতি ন, কিঙ্করুতমস্তি, তৎপুনরীশ্বর্য্যপ্রসাদাৎ কন্তুচিৎ
ব্যজ্যত ইত্যাহ—ন নাস্তীতি । বিদ্যুতধাতুস্ত নিম্পাপস্ত সংসিদ্ধস্তাণিমা-
নিশিষ্টস্তেত্যর্থঃ । ব্রহ্মৈবাহমিতি দেবং জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য সর্কপাশানাংবিজ্ঞা-
দিক্রেশানামপহানিবপক্ষরস্তভূয়ো ভবতি । স্মৃগৈশ্চ ক্রৈশ্চ স্তৎকার্য্যজন্মবশা-

বিস্কুলিঙ্গ যেমন অগ্নিব অংশ, জীব তেমনি পবনেশ্বরের অংশ । যেমন
দাহ-প্রকাশশক্তি উভয়েই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিও জীবৈশ্বর্য্যেব সমান ।
জীব যখন ঈশ্বরংশ ও ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, তখন একরূপ হইতেও পারে যে, ঐশ্বর্য্যবলে
জীবের সৃষ্টি-সঙ্কল্প হয়, সেই সঙ্কল্পে সত্য স্বপ্ন-রথাদির সৃষ্টি হয় । (ফলিতার্থ—
সত্যসঙ্কল্প পবনেশ্বরের সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টির সম্ভব আছে) ।

[অত্রোচ্যতে...জন্তু নাম্] এই আপত্তির প্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশি-
ভাব থাকিলেও জীবৈশ্বর্য্যের বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা প্রত্যক্ষ । জীব অসত্যসঙ্কল্প, কিন্তু
ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি । তবে কি জীবের ঈশ্বরই নাই ? নাই বলা যায় না,

* ঈশ্বরংশো জীবস্ততশ্চ তয়োজ্ঞানৈশ্বর্য্যে সমানে ইতি মহাহ পূর্বপক্ষী পরেতি । তৎসমা-
ধনমাহ—তিরোহিতমিতি । তুঃ পরাভিমতপক্ষব্যাবৃত্তাঃ । পরাভিধানাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্পাৎ সা
সত্যোতিপক্ষো ন সাধীরানিত্যর্থঃ । যদ্যপি জীবৈশ্বর্য্যসমানধর্ম্মত্বমস্তি, তথাপি তৎ তিরোহিত-
মাবৃত্তমেবাস্ত্যবিদ্যত্বা । ততস্তদ্বাদেব নিমিত্তাদীশ্বররূপানস্ত জীবস্ত বন্ধবিপর্য্যয়ো বন্ধমোক্ষৌ
ভবতঃ ।

• জীবই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, তাঁহার সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টি নাই হইবে কেন ? এ আশঙ্কা করিতে
পার না । কেন-না, জীব ঈশ্বর হইলেও জীবের ঐশ্বর্য্য-শক্তি অবিদ্যাব দ্বারা তিরোহিত আছে
এবং বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই ঈশ্বরনিমিত্তক । ভাব্য ব্যাখ্যার বিশদার্থ বলা হইয়াছে ।

যতমানস্য জন্তোর্বিন্দুতদ্বাস্তস্য তিমিরতিস্কতেব দৃকৃশক্তির্মৌষধ-
বীৰ্য্যাৎ, ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কশ্চিদেবাবির্ভবতি, ন স্বভাবত
এব সর্বেষাং জন্তু নাম্। কুতঃ। ততো হি—ঈশ্বরাক্ষেতোরস্য
জীবস্য বন্ধমোক্শৌ ভবতঃ। ঈশ্বরস্য স্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্বন্ধঃ, তৎ-
স্বরূপপরিজ্ঞানাত্ মোক্ষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

“জ্ঞাহ্না দেবং সর্বপাশাপহানিঃ,

ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ।

তস্মাভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে,

বিশেষশ্বৰ্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥”

ইত্যেবমাগ্না ॥ ৩।২।৫॥

অকবন্ধধ্বংস ইতি নিগুণবিদ্যাফলমুক্তং, সগুণবিদ্যাফলমাহ তত্ত্বতি।
পবস্তাতিমুখ্যোনাহংগ্রহেণ, ধ্যানাবদ্ধমোক্ষাপেক্ষয়া মন্ত্রোক্তহানিঘ্নাপেক্ষয়া বা
তৃতীয়াং বিশেষশ্বৰ্য্যমগ্নিমাদিক্রুপং মর্ত্যাদেহপাতে সতি সিদ্ধদেহে ভবতি, তচ্ছোগা-
নস্তবমাগ্নজ্ঞানাত্, কেবলো বৈতশ্চ আপ্তকামঃ প্রাপ্তশ্বৰ্য্যংজ্যোতিরানন্দো
ভবতীতি ক্রমমুক্তিরিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।৫॥]

আছে, কিন্তু তাহা অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত (প্রতিবন্ধ বা
অনাভিব্যক্ত) আছে। আবরণ-বিন্ধস্ত হইলেই তাহা অভিভ্যক্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত
(কার্য্যক্ষম) হয়। যে জীব পরমেশ্বরের অহংগ্রহ উপাসনায় রত থাকে,
নিষ্পাপ, যতমান অর্থাৎ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, ঈশ্বরপ্রসাদে সেই জীবেরই অবিদ্যাবরণ
তিরোহিত হয়, তখন তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যশক্তি যথাবৎ আবির্ভূত হয়।
যেমন তিমিরযোগে দৃকৃশক্তি তিরোহিত থাকে, পরে গুণ্য সেবায় তিমির বিনষ্ট
হয়, তখন পূর্ববৎ দৃকৃশক্তিও আবির্ভাব হয়, সেইরূপ। অতএব, থাকিলেও
স্বভাবতই যে, সর্ব জীবের জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য প্রকট প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না। [কুত-
স্ততো...মাগ্না] সেই কারণেই ঈশ্বর-নিমিত্তক বন্ধভাবে ‘ও মুক্তভাবে।
ঈশ্বর স্বকপতঃ অজ্ঞাত থাকায় বন্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ। এ কথা
শ্রুতিও বহিরাচ্ছেন। যথা—“সেই দেবকে অহংজ্ঞানে জানিলে সমুদায় পাশের
অর্থাৎ বন্ধন-রজ্জুর (অবিদ্যা দি ক্লেশ-পঞ্চকের) বিনাশ হয়, ক্লেশ সকল ক্ষয়
প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনও প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়।” তাঁহার
অভিধ্যানে মর্ত্যাদেহ পাত ও সিদ্ধাদেহ লাভ হইলে (অহংগ্রহ উপাসনায়) বন্ধ-
মোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অগ্নিমাদিক্রুপ অষ্টৈশ্বৰ্য্য (অগ্নিমা ও লব্ধিমা প্রভৃতি চ
প্রকার শক্তি) লাভ হয়, তৎপরে (ভোগান্তে) সে কেবল অর্থাৎ বৈতরহিত ও
আপ্তকাম (স্বাত্মানন্দ প্রাপ্ত) হয়। (এই শেষোক্ত সগুণ-জ্ঞানের ক্রমমুক্তিফল
বলা হইল এবং পূর্বাঙ্কে নিগুণজ্ঞানেব মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা স্মরণ
করিতে হইবেক ॥ ৩।২।৫॥

দেহযোগাদ্বা সোহপি ॥ ৩।২।৬ ॥ *

কস্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংস্থিরস্কৃতজ্ঞানৈ-
শ্বৰ্য্যে ভবতি ? যুক্তস্ত জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যায়োরতিরস্কৃতত্বং—বিশ্ফুলিঙ্গ-
শ্বেব দহন-প্রকাশয়োঃ । অত্রোচ্যতে—সত্যমেবৈতৎ, সোহপি
তু জীবস্ত জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যতিরোভাবো দেহযোগাদেহেন্দ্রিয়মনো-
বুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাস্তবতি । অস্তি চাত্রোপমা, যথাগ্নে-
দ্বহনপ্রকাশনসম্পন্নস্তাপ্যরণিগতস্ত দহন-প্রকাশনে তিরো-
ভবতঃ, যথা বা ভস্মনাচ্ছন্নস্ত, এবমবিচ্ছাদিত্যুপস্থাপিত-নাম-
রূপকৃতদেহাদ্যুপাধিযোগাৎ তদবিবেকভ্রমকৃতো জীবস্ত জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য-
তিরোভাবঃ । বাশকো জীবৈশ্বরয়োঃ স্তাশঙ্ক্যাব্যবৃত্ত্যর্থঃ ।

নব্বন্ত এব জীব ঈশ্বরাদস্ত, তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বৰ্য্যত্বাৎ, কিং
দেহযোগুকল্পনয়া । নেতুচ্যতে । ন হন্তত্বং জীবৈশ্বর্য্যদু-

[রত্নপ্রভা । উক্তৈশ্বৰ্য্যতিরোভাৱে দেহাভিমানো হেতুরিতি কথনার্থং সূত্রং ।
তন্নিবস্তাশঙ্ক্যামাহ কস্মাদিতি । সত্যাববগৎ নাস্তীত্যঙ্গীকৃত্য কল্পিতাবরণং সাধয়তি
—অত্রোচ্যত ইত্যাদিনা ।

জীবৈশ্বেরগ্রন্থঙ্গীকৃত্যাবরণকল্পনাৎ বরমন্যত্বকল্পনেতাশঙ্ক্যাব্যবৃত্ত্য

জীবঃ পরমাত্মাংশ, অথচ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য বিলুপ্ত, ইহার কারণ কি ?
যেমন বিস্ফুলিঙ্গের দাহ-প্রকাশ-শক্তি অতিরস্কৃত থাকে, তেমনি, জীবেরও
জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য অতিরস্কৃত থাকা উচিত । ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা
সত্য বটে ; কিন্তু দেহসম্বন্ধ থাকায়—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়াভ্যুভব,—
এই সকল থাকায়—তাঁহার (জীবের) জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য তিবোভূত হইয়া থাকে ।
[অস্তি...ভাবঃ] ইহার দৃষ্টান্তও আছে । যজুপ দাহ-শক্তি ও প্রকাশশক্তি
থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নির ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির, তাহা তিরোভূত থাকে,
তজুপ-জীবেরও অবিচ্ছাদিত ন্যূনরূপকৃত দেহাদি সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বৰ্য্য তিরোভূত
(বিলুপ্ত) হয় । [বা...বৃত্ত্যর্থঃ] জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, এ আশঙ্কা
নিবারণার্থং সূত্রে বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

[নব্বন্ত...বটতে] যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, তাহাতেই জীবের জ্ঞানৈ-
শ্বৰ্য্য অল্প ; দেহ-সম্পর্ক বশতঃ জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যের তিরোভাব হয়, এ কল্পনার প্রয়োজন

* কিঞ্চ, সং জ্ঞানৈশ্বৰ্য্যতিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহাদিসম্পর্কাৎ ভবতীতি শেষঃ ।

জীব ঈশ্বর সত্য ; কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ঘটনা হওয়ার তাঁহার
জ্ঞান ও ঈশ্বৰ্য্য অভিভূত হইয়া আছে ।

ପପଗ୍ରହେ, “ସେୟଂ ଦେବତୈକ୍ଷ୍ଣତ” ଇତ୍ୟୁପକ୍ରମ୍ୟ “ଅନେନ ଜୀବେନାନ୍ତ-
ନାମୁପ୍ରବିଷ୍ଠ” ଇତ୍ୟାନ୍ତଶବ୍ଦେନ ଜୀବନ୍ତ ପରାମର୍ଶାଂ । “ତଂ ସତ୍ୟଂ, ସ
ଆତ୍ମା, ତଦ୍ଭ୍ରମସି ଶ୍ଵେତକେତୋ” ଇତି ଚ ଜୀବାୟୋପଦିଶତୀଶ୍ଵରା-
ନ୍ତତ୍ତ୍ଵମ୍ । ଅତୋହନନ୍ତ ଏବେଶ୍ଵରାଦ୍ ଜୀବଃ ସନ୍ ଦେହଯୋଗାଂ ତିରୋ-
ହିତଜ୍ଞାନୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟୋ ଭବତି । ଅତଃଚ ନ ସାଙ୍କଲ୍ପିକୀ ଜୀବନ୍ତ ଅପ୍ନେ-
ରଥାଦିସୃଷ୍ଟିସିଦ୍ଧିର୍ଘଟିତେ । ଯଦି ଚ ସାଙ୍କଲ୍ପିକୀ ଅପ୍ନେ ସୃଷ୍ଟିସିଦ୍ଧିଃ
ସ୍ତାଂ, ନୈବାନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଂ କଞ୍ଚିତ୍ ଅପ୍ନଂ ପଶ୍ଚେତ୍ । ନ ହି କଞ୍ଚିଦନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଂ
ସଂସ୍ଥାପୟତେ । ଯଂ ପୁନରୁକ୍ତଂ—ଜାଗରିତଦେଶଞ୍ଚିତଃ ଅପ୍ନଂ ସତ୍ୟତ୍ତ୍ଵଂ
ଧ୍ୟାପୟତୀତି, ନ ତଂ ସାମ୍ୟାବଚନଂ ସତ୍ୟତ୍ତ୍ଵାଭିପ୍ରାୟଂ, ଅସ୍ୟଞ୍ଜ୍ୟୋତି-
କ୍ତବିରୋଧାଂ, ଞ୍ଚିତ୍ୟେବ ଚ ଅପ୍ନେ ରଥାନ୍ତବାସନ୍ତ ଦର୍ଶିତତ୍ତ୍ଵାଂ ।

ନିରନ୍ତରିତ—ନିରନ୍ତରିତାଦିନା । ଅପ୍ନେହପ୍ୟାଲୋକାଦେଃ ସତ୍ୟତ୍ତ୍ଵେ ଜାଗ୍ରତୀବାନ୍ତନଃ
ଅପ୍ରକାଶହମ୍ଭୁଟଂ ଶ୍ରୀଂ, ପ୍ରାତିଭାସିକତ୍ତ୍ଵେ ସ୍ଵାଲୋକେନ୍ଦ୍ରିୟାଦ୍ୟସତ୍ତ୍ଵେହପାର୍ଥାପାବୋକ୍ଷ୍ୟମାନ୍ତ-
ଜ୍ୟୋତିଃ ଏବେତି ସ୍ଵୁଟଂ ସିଦ୍ଧାତି । ତନ୍ମାନ୍ଦେଶାଦିସାମ୍ୟାବଚନଂ ଅପ୍ନଂ ଜାଗ୍ରତ୍ତ୍ଵା-
ତାନାଭିପ୍ରାୟମିତ୍ୟର୍ଥଃ । ଇତି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରଭା ॥ ୩ । ୨ । ୬ ॥]

କି ? ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଏ । ଜୀବକେ ଜିହ୍ଵା ହୈତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ବଳିବାର ବାଧା
ଥାଏ । ଜୀବର ଆତ୍ମାନ୍ତ୍ରିକ ଜିହ୍ଵାଭିନ୍ନତା ଉପପନ୍ନ ହୁଏ ନା । କେନ ? ତାହା
ବଳିତେଛି । “ସେହି ଏହି ଦେବତା ଆଲୋଚନା କଲିଲେ ।” ଏହି ଉପକ୍ରମର ପର
ବଳା ହେଉଛି, “ଜୀବକପୀ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶପୂର୍ବକ—” । ଏହି ଶ୍ରୀତି
ଆନ୍ତରାଶ୍ଵରୀ ଦ୍ଵାରା ଜୀବର ଅନୁସନ୍ଧାନ (ଉଲ୍ଲେଖ) କରିଛନ୍ତି । (ହିତାତ୍ତେଓ
ସ୍ଥିର ହୈତେଛି ଯେ, ପରାମର୍ଶାଦି ଜୀବକପେ ଦେହାଦିତେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ଆଛନ୍ତି) ।
ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତ ଶ୍ରୀତିଓ ଥାଏ । ଯଥା—“ହେ ଶ୍ଵେତକେତୋ, ତାହାହି ସତ୍ୟ,
ତୁମ୍ଭିହି ଆତ୍ମା, ତୁମ୍ଭିହି ତୁମ୍ଭିହି ।” ଏ ଶ୍ରୀତିଓ ଜୀବର ଉଦ୍ଦେଶ କଦ୍ରିୟା ତାହାରହି
ଜିହ୍ଵାଭିନ୍ନତା ଉପଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବେଶ୍ଵରର ଅଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି-
ଛନ୍ତି । ଏହି ଶ୍ରୀତି ବଳିତେ ହୁଏ, ମାନିତେ ହୁଏ, ‘ଜୀବ ଜିହ୍ଵା ହୈତେ ଅଭିନ୍ନ
ହୈତେଓ, ଭିନ୍ନ ନା ହୈତେଓ, ଦେହଯୋଗ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧଜ୍ଞାନୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ।
ସେହେତୁ ଜୀବ ତିବନ୍ତଜ୍ଞାନୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ—ସେହି ହେତୁ ‘ତୁମ୍ଭିହି ଅପ୍ନେ ସଂକଳ୍ପର ଦ୍ଵାରା ସତ୍ୟ
ରଥାଦି ସୃଜନ କରିପାରିବ ନା । ‘[ଯଦି ଚ...ମାନ୍ତ୍ରତ୍ତ୍ଵମ୍] ବିଶେଷତଃ ସ୍ଵାପ୍ନିକ ସୃଷ୍ଟି
ସଂସ୍ଥାପନା ହୈତେ କେନଓ ଧ୍ୟାନିଷ୍ଠ ଅପ୍ନ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବ ନା । କେ ଆପନାର
ଅନିଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥାପନ କରେ ? ଆରଓ ବଳିତେଛି ଯେ, ଜାଗରିତ-ଦେଶ-ଶ୍ରୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ନ
ଜାଗ୍ରତର ସମାନ, ଏହି ଶ୍ରୀତି ଉକ୍ତି ଅପ୍ନେର ସତ୍ୟତା ସ୍ଵାପନ କରିବେ । ବସ୍ତୁତଃ ତାହାଓ
କରିବେ ନା । ସତ୍ୟତା ଅଭିପ୍ରାୟେ ଐ ସାମ୍ୟା ଅଭିହିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅପ୍ନ ଜାଗ୍ରତବାସନା-
(ସଂସ୍କାର-)ପ୍ରଭବ ; ସେହି କାରଣେ ଅପ୍ନକେ ଜାଗ୍ରତ୍ତ୍ଵା ବଳା ହେଉଛି । ଅନ୍ତର୍ଥା ଆତ୍ମାର

জাগরিতপ্রভব-বাসনানিমিত্তত্বাত্ত্ব স্বপ্নস্য তত্ত্বল্যানির্ভাসত্বাভি-
প্রায়ং তৎ। তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্ ॥৩।২।৬॥

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ তেরাঅনি চ

॥ ৩।২।৭ ॥*

স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষিতা, স্বপ্নপ্তাবস্থেদানীং পরীক্ষ্যতে।
তত্রৈতাঃ স্বপ্নপ্তবিষয়াঃ শ্রুতয়ো ভবন্তি। কচিৎ শ্রুয়তে “তদ্
যত্রৈতৎ স্বপ্নঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি, আস্ত
তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি” ইতি। অন্যত্র তু নাড়ীরেবানুক্রম্য
শ্রুয়তে “তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে” ইতি। তথান্য-
ত্রাপি নাড়ীরেবানুক্রম্য “তাস্ত তদা ভবতি, যদা স্বপ্নঃ স্বপ্নং

ইহ হি নাড়ীপুরীততৎপরমাত্মানো জীবন্ত স্বপ্নপ্তাবস্থায়ং স্থানত্বেন শ্রুয়ন্তে।
তত্র কিমেবাং স্থানানাং বিকল্পঃ? আহোশ্বিৎ সমুচ্চয়ঃ? কিমতঃ যন্তেবং?
এতদতো ভবতি। যদা নাড়্যো বা পুরীতত্বা স্বপ্নপ্তস্থানাং, তদা বিপরীতগ্রহণনিবৃত্তা-
বপি ন জীবন্ত পরমাত্মভাব ইতি। ১। অবিজ্ঞাননিবৃত্তাবপি জীবন্ত পবমাত্মভাবায়
কারণান্তরমপেক্ষিতব্যম্। তচ্চ কশ্চৈব ন তু তত্ত্বজ্ঞানং, বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তি-
মাত্রেন তন্ত্রোপযোগীং। বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেচ্চ বিনাপি তত্ত্বজ্ঞানং স্বপ্নপ্তাবপি

স্বয়ম্প্রকাশতরী ব্যাঘাত ও ঐতিকর্জক স্বপ্ন রথাদির মিথ্যায় কখন বাধিত
হইবেক। ১০ উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে স্বপ্ন মায়াকর, সত্য
নহে ॥ ৩।২।৬ ॥

স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইল, এক্ষণে স্বপ্নপ্তাবস্থা বিচারিত হইবে। স্বপ্নপ্ত-
বিষয়ে এই সকল শ্রুতি আছে। এক স্থানে শুনা যায়, “যে প্রকারে স্বপ্ন
হয়, সেই প্রকারে এই জীব যখন স্বপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্য করণবর্গ নির্ভা-
পার হয়, এবং সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মনোলায় হেতু প্রসন্ন (শান্ত শিব ও অদ্বৈতপ্রায়) হয়, জীব
তখন নাড়ীস্থানগত থাকে”। অন্য স্থানেও নাড়ী অঙ্কুরের পর অভিহিত
হইয়াছে, “সেই সকল নাড়ীর দ্বারা প্রত্যবসর্পণপূর্বক পুরীতৎনাম্নী নাড়ীতে
শয়ন করেন”। অন্য শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের পর কথিত হইয়াছে—“যখন
স্বপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্নসন্দর্শন করেন না, তখন, অভিহিত নাড়ীস্থানে
থাকেন। অনন্তর প্রাণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন।” আবার শ্রুত্যন্তরে এইরূপ

* তদভাবঃ স্বপ্নদর্শনভাবঃ স্বপ্নপ্তমিতি যাবৎ। স চ নাড়ীষ্বানি চেতি ভবতীতি শেবঃ।
সূতঃ? তচ্ছ তেঃ। শ্রুতৌ স্বপ্নপ্তত্বা বিধিতমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অনেক নাড়্যাঙ্গীনাং সমুচ্চয় উক্তঃ।

জীব নাড়ী সমস্ত দ্বারা আত্মাতে (আপন স্বরূপে) স্বপ্ত হয়, ইহা শ্রুতির দ্বারা জানা
যাইতেছে।

ন কখন পশ্চতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইতি । তথান্নত্রাপি “য এষোহিস্তহৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে” ইতি । তথান্নত্র “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি” ইতি । তথা “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিশ্বস্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্” ইতি চ । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতানি নাড্যা-
দীনি পরম্পরনিরপেক্ষতয়া ভিন্নানি স্থপ্তিস্থানানি ? আহো
স্বিং পরম্পরানপেক্ষতয়ৈকং স্থপ্তিস্থানম্ ? ইতি ।

কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্ ? ভিন্নানীতি । কুতঃ ? একার্থত্বাৎ ।
নহ্যেকার্থানাং কচিৎ পরম্পরানপেক্ষত্বং দৃশ্যতে ত্রীহিষবাदीনাম্ ।
নাড্যাদীনাঞ্চৈকার্থতা স্মৃপ্তৌ দৃশ্যতে “নাড়ীষু স্মৃপ্তো ভবতি, পুরী-

সম্ভবাৎ । ততশ্চ কৰ্ম্মণৈবাপবর্গো ন জ্ঞানেন । যথাহঃ—“কৰ্ম্মণৈব তু সংসিদ্ধি-
মাস্থিতা জনকাদয়ঃ” ইতি । অথ তু পরমাষ্ট্রব নাড়ী-পুরীতৎস্থপ্তিধারা স্মৃপ্তি-
স্থানং, ততো বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেরস্তি মাত্রয়া পরমাষ্ট্রাবোপযোগঃ । তয়া হি
তাবদেশে জীবন্তদবস্থানো ভবতি কেবলম্, তদ্বজ্ঞানাভাবেন সমূলকামবিজ্ঞায়া
অকাবাৎ জাগ্রৎস্বপ্নলক্ষণং জীবন্ত ব্যাখ্যানং ভবতি । তস্মাৎ প্রয়োজনবতোবা
বিচারেণেতি ।

কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? নাড়ীপুরীতৎপরমাষ্ট্রব স্থানেষু স্মৃপ্তস্ত জীবন্ত নিলয়নং
প্রতি বিকল্পঃ । যথা বহুশ্চ প্রাসাদেষেকো নরেন্দ্রঃ কদাচিৎ কচিন্নিলীয়তে, কদাচিৎ
কচিদগ্ধত্র, এবমেকো জীবঃ কদাচিন্নাড়ীষু কদাচিৎ পুরীততি কদাচিদব্রক্ষণীতি ।
যথা নিরপেক্ষা ত্রীহিষবা ক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশপ্রকৃতিতয়া ঞ্জতা একার্থা বিকল্পাস্তে,
স্তনা যায়—“এই যে হৃদয়াস্তরস্থ আকাশ (ব্রহ্ম), এই আকাশে শয়ন করেন ।”
আবার অত্র ঞ্জতিতে অত্র প্রকাবও স্তনা যায় । যথা—“হে সোম্য খেতকেতো,
সেই সময়ে সংসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হয় ।” “সেই সময়ে প্রাজ্ঞ আত্মায়
সম্যক পরিষ্কৃত (একত্রপ্রাপ্ত) হওয়ার বাহু ও আন্তর কিছুই জানিড়ে পারে না—
বিভেদজ্ঞান থাকে না ।” [তত্র...তুল্যত্বাৎ] এই সকল ঞ্জতির তাৎপর্যার্থে
সংশয় এই যে, ঞ্জত্বাক্ষ নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম—এগুলি কি পরস্পর
নিরপেক্ষরূপে পৃথক্ পৃথক্ স্থপ্তিস্থান ? অর্থাৎ কখন নাড়ীতে, কখন
পুরীততে অথবা কখনও ব্রহ্মে শয়ন করেন ? অথবা পরম্পরানপেক্ষরূপে একই
স্থপ্তিস্থান ? (ভাবার্থ এই যে, জীব কি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে
বিকল্পে স্থপ্ত হন ? অথবা নাড়ীপথে পুরীততে গমন করতঃ ব্রহ্মে
শয়ান হন ?)

পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল স্থপ্তিস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন বা
ভিন্ন, অর্থাৎ বৈকল্পিক । ভিন্ন বা বৈকল্পিক হইলে ঐ সকলের একার্থতা
স্থির থাকিতে পারে ! যে সকল পদার্থ একার্থ—এক প্রয়োজনের নিমিত্ত কথিত,

ততি শেতে” ইতি চ, তত্র তত্র সপ্তমীনির্দেশস্ত তুল্যত্বাৎ ।
ননু নৈবং ‘সতি’ সপ্তমীনির্দেশো দৃশ্যতে—“সতা সোম্য তদা
সম্পন্নো ভবতি” ইতি । নৈষ দোষঃ । তত্রাপি সপ্তম্যর্থস্ত
গম্যমানত্বাৎ । বাক্যশেষে হি তত্রায়তনৈষী জীবঃ সচুপস-
পতি—ইত্যাহ । “অন্যত্রায়তনমলক্ । প্রাণমেবোপশ্রয়তে”
ইতি প্রাণশব্দেন তত্র প্রকৃতস্ত সত উপাদানাৎ । আয়তনঞ্চ
সপ্তম্যর্থঃ । সপ্তমীনির্দেশোহপি তত্র বাক্যশেষে দৃশ্যতে
“সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে” ইতি । সর্বত্র চ

এবং সপ্তমীশ্রত্যা বায়তনশ্রত্যা বৈকলিয়নার্থাঃ পরস্পরানপেক্ষা নাভ্যাদয়োহপি
বিকল্পমহন্তি । যত্রাপি নাড়ীভিঃ প্রত্যবস্থ্য পুরীততি শেত ইতি নাড়ীপুরীতভোঃ
সমুচ্চয়শ্রবণং, তথা “তাসু তদা ভবতি বদা স্তপ্তঃ স্বপ্নঃ ন কখন পশুতি, অথান্নিন্
প্রাণ এতৈবকথা ভবতি” ইতি নাড়ীত্রকণোরাদ্যায়োঃ সমুচ্চয়শ্রবণং প্রাণশব্দঞ্চ ব্রহ্ম,
অথান্নিন্ প্রাণে ব্রহ্মণি স জীব একথা ভবতীতি বচনাৎ, তথাপ্যাসু তদা নাড়ীসু
স্থপ্তো ভবতীতি চ, পুরীততি শেত ইতি চ নিরপেক্ষয়োনাড়ীপুরীতভোরাদ্যায়োঃ
নির্দেশান্নিরপেক্ষয়োরেবাদায়ন । ইয়াংস্ত বিশেষঃ—কদাচিদ্ভাভ্য এবাদারঃ

সে সকল পদার্থের পরস্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল্প দৃষ্ট হয় । যেমন ত্রীহি
ও যব প্রভৃতি । (পুরোডাশ প্রস্তুত করণার্থ ত্রীহিবের উপদেশ, সে নিমিত্ত
তাহাদের পরস্পরাপেক্ষতা নাই । উহারা কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না,
তাহাতেই তাহাদের বিকল্প হয় । বিকল্প হয় অর্থ—ত্রীহির দ্বারাও হয়, যবের
দ্বারাও হয়, ইহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত ।) সেইরূপ, শ্রুতিতেও নাড়ী প্রভৃতির
একার্থতা দেখা যায় । নাড়ীতে গমন করেন, পুরীততে শয়ন করেন, এ সকল
স্থলে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিভ্রাস আছে । (তাহাতে স্থির হয়, বুঝা যায়,
সুপ্তিরূপ ঐয়োজনের নিমিত্ত ঐ সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত । অর্থাৎ নাড়ী-
গত হইলেও সুপ্তি হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও সুপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে একই
প্রাপ্ত হইলেও সুপ্তি হয় ।) [ননু...বিশিষ্যতে] যদি বল “সতা সোম্য তদা—”
এ শ্রুতিতে সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে । তাহার প্রভাৱত্রে
আমরা বলি, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দোষ হইতেছে না । কেননা,
ঐ তৃতীয়া সপ্তমীরই অর্থে ব্যবহাপিত্ত্বা ঐ বাক্যের শেষে আছে, “জীব
আয়তনামেষী হইয়া সতে (ব্রহ্মে) উপগচ্ছত্বম্ ।” “অন্য কোথাও আশ্রয় লাভ
না করিয়া প্রাণে উপগত হয় ।” (প্রাণ=১৭ বা ব্রহ্ম) । আয়তন বা আশ্রয়
সপ্তমী বিভক্তিরই অর্থ । বাক্যশেষে স্পষ্ট সপ্তমী বিভক্তিও আছে । যথা—
“সতে সম্পন্ন (একীভূত) হইয়াও তাহারা জানে না যে, আমরা সতে অর্থাৎ
ব্রহ্মে সম্পন্ন (একই প্রাপ্ত) হইয়াছি ।” বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের

বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং স্মৃপ্তং ন বিশিষ্টতে। তস্মাদে-
কার্থত্বান্নাড্যাদীনাং বিকল্পেন কদাচিৎ কিঞ্চিৎ স্থানং স্বাপা-
য়োপসর্পতীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপাদ্যতে—“তদভাবো নাড়ী-
স্বাত্মনি চ” ইতি।

তদভাব ইতি, তস্মাৎ প্রকৃতস্য স্বপ্নদর্শনস্বাভাবঃ স্মৃপ্তমিত্যর্থঃ।
নাড়ীস্বাত্মনি চেতি সমুচ্চয়েনৈতানি নাড্যাদীনি স্বাপায়োপৈতি, ন
বিকল্পেনেত্যর্থঃ। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। তথা হি সর্বেষামেষাং
নাড্যাদীনাং তত্র তত্র সৃষ্টিস্থানত্বং শ্রুয়তে, তচ্চ সমুচ্চয়ে
সংগৃহীতং ভবতি। বিকল্পে হ্যেবাং পক্ষে বাধঃ স্তাৎ।
নন্বেকার্থত্বাদ্বিকল্পো নাড্যাদীনাং ত্রীহিষবাদিবদিত্যুক্তম্।

কদাচিৎনাড়ীভিঃ সঞ্চরণাশ্চ পুরীতদেব। এবং তাভিরেব সঞ্চরণাশ্চ কদাচিৎ-
ব্রহ্মবাধাব ইতি সিদ্ধসাধারত্বে নাড়ীপুরীতৎপরমাঙ্গানাগনপেক্ষত্বম্। তথাচ
বিকল্পো ত্রীহিষবদবদ্রথস্তরবধেতি প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে। জীবঃ সমুচ্চয়েনৈবৈতানি নাড্যাদীনি স্বাপায়োপৈতি,
ন বিকল্পেন। অয়মভিসন্ধিঃ—নিত্যবদান্নাতানাং যৎ পাক্ষিকত্বং নাম, তদন্যতন্তরা-
ভাবে কল্প্যতে। যথাহঃ—

“এবমেষোহষ্টদোষোহপি বদত্রীহিষবাক্যায়োঃ।

বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরহা ন বিদ্যতে ॥” ইতি।

প্রকৃতক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশদ্রব্যপ্রকৃতিতয়া হি পরস্পরানপেক্ষো ত্রীহিষবো
বিহিতৌ, শক্রুতশ্চৈতৌ প্রত্যেকং পুরোডাশমভিনির্কর্তৃমিতুম্। তত্র যদি মিশ্রাভ্যাং
পুরোডাশোহভিনির্কর্ত্তেত, পরস্পরানপেক্ষত্রীহিষবিধাতৃণী উভে অপি শাস্ত্রে
বাধ্যয়ানাম্। ন চৈতৌ প্রয়োগবচনঃ সমুচ্চৈতুমর্হতি। স হি যথাবিহিতাত্ত্বজ্ঞাতি-
সমীক্ষ্য প্রবর্ত্তমানো নৈতাত্ত্বগণিতুং শক্লোতি, মিশ্রণে চাত্ত্বথায়মেতেষাম্। ন

উপশম হওয়ার নাম সৃষ্টি, তাহা সর্বত্রই সমান। (নাড়ীস্থানে, পুরীততে ও
ব্রহ্মে, সর্বস্থানেই সমান, ইতব-বিশেষ নাই)। [তস্মা...স্তাৎ] ঐ সকল দেখিয়া
বলা যায়, জীব সৃষ্টির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতৎ ও পরমাঙ্গা এই তিনের বিকল্পিত
বা অল্পতম স্থানে উপসর্পিত হন। এই পূর্বপক্ষের উপর বলা হইয়াছে, তদভাব
নাড়ীতে ও আত্মায় ঘটিত হয়।

তদভাব শব্দেব অর্থ স্বপ্নদর্শনের অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি। তাহা নাড়ী ও আত্মা
উভয়সমুচ্চিত স্থানে হয়, অর্থাৎ জীব/সৃষ্টির জন্ত একযোগে নাড়ী প্রভৃতিতে
উপগত হন। বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতৎ প্রভৃতিতে, এক্রূপে
উপগত হন না। কেন-না, স্রুতি ঐরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। নাড়ী,
পুরীতৎ ও সং (ব্রহ্ম), এই তিনই সৃষ্টিস্থান বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত আছে।
সে অভিধান বা সে সকল সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে বাধিত। [নন্ব-

নেতৃত্বাচ্যতে । ন হ্যেকবিভক্তি নির্দেশমাত্রৈণৈকার্থত্বং বিকল্প-
শ্চাপত্যতি । নানার্থত্ব-সমুচ্চয়োরপ্যেকবিভক্তি নির্দেশদর্শনাৎ—
প্রাসাদে শেতে, পর্য্যঙ্কে শেত ইত্যেবমাদিমু । তথেষাপি নাড়ীষু
পুরীততি ব্রহ্মাণি চ স্বপিতীত্যেতদুপপদ্যতে সমুচ্চয়ঃ । তথা চ
ত্রুতিঃ “তাস্ম তদা ভবতি, যদা স্তপ্তঃ স্বপ্নঃ ন কঞ্চন পশ্যতি,
অথাস্মিন্ প্রাণএবৈকধা ভবতি” ইতি সমুচ্চয়ং নাড়ীনাং প্রাণশ্চ চ

চাক্ষুরোদেহেন প্রধানাভ্যাসো গোসবে উভে কুর্ধ্যাদিতিবদ্যুক্তঃ । অশ্রুতো হুত্র
প্রধানাভ্যাসোহ্চাক্ষুরোদেহেন চ সোহুত্যায্যঃ । ন চাক্ষুতৈতজ্ঞবায়বাদিগ্রহাহবোদেহেন
যথা প্রধানশ্চ সোমবাগস্তাবুতিরবমত্ৰাপীতি যুক্তম্ । সোমেন যজ্ঞেতেতি হি
তত্রাপূর্ব্ববাগবিধিঃ । তত্র চ দশমুষ্টিপরিমিতশ্চ সোমজব্রাশ্চ সোমমভিষণোতি,
সোমমভিষ্টাবয়তীতি চ বাক্যান্তরাহুলোচনয়া রসধারণে বাগসাধনীভূতশ্চৈবায়-
দ্যুদ্দেশেন প্রাদেশমাত্রেষু ধ্বপাত্রেষু গ্রহণানি পৃথক্-প্রকল্পনানি সংস্কারা বিধীয়ন্তে,
ন তু সোমবাগোদ্দেশেনৈবায়াদয়ো দেবতাশ্চোক্তন্তে, যেন তাসাং বাগনিপাতি-
লক্ষণৈকার্থত্বেন বিকল্পঃ স্থাৎ । ন চ প্রাদেশমাত্রমেকৈকমূর্দ্ধপাত্রং দশমুষ্টিপরিমিত-
সোমরসগ্রহণায় কল্পতে, যেন তুল্যার্থতয়া গ্রহণানি বিকল্পোরন । ন চ যাবন্মাত্র-
মূর্দ্ধপাত্রং ব্যাপোতি, তাবন্মাত্রং গৃহীত্বা পরিশিষ্টং ত্যজ্যেতেতি যুক্ত্যতে । দশমুষ্টি-
পরিমিতোপাদানশ্চানুষ্ঠার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ । এবং তদ্ব্যর্থং ভবেদ্, যদি তৎ সর্ব্বং বাগ-
উপযজ্যেত । ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ত্রায্যা । তস্যাং সকলশ্চ সোমরসশ্চ
বাগশেষত্বেন সংস্কারার্হিত্বাদেকেন চ গ্রহণেন সকলশ্চ সংস্কর্তৃমণকাত্তানবয়ববৈশ্ঠ-
কেন সংস্কারেবয়বান্তরশ্চ গ্রহণান্তরেণ সংস্কার ইতি কার্য্যভেদাদগ্রহণানি সমুচ্চীয়ে-
রন । অতএব সমুচ্চয়দর্শনং “দশৈতানবয়বান্ প্রাতঃসবনে গ্রহান্ গৃহীত্বা” ইতি ।
সমুচ্চয়ে চ সতি ক্রমোহুপ্যপগত্যতে । আশেনো দশমো গৃহীতে তৃতীয়ো হুত্বতে ।
তথৈবৈবয়ববাগান্ গ্রহান্ গৃহীত্বাতি । তেষাঞ্চ সমুচ্চয়ে সতি যাবদ্যুদ্দেশেন
গৃহীত্বং, তস্যাং তস্মৈ দেবতায়ৈ ত্যক্তব্যমিতার্থাদবাগশ্চ ব্রত্যা ভবিতব্যম্ । যদি
পুনঃ পৃথক্কৃত্যভ্যপেকীকৃত্য কাঞ্চন দেবতামুদ্दिशत ত্যজেরন, পৃথক্করণানি চ দেব-
কার্থত্বাৎ...ইত্যত্র] এক প্রয়োজনে কথিত ব্রাহ্মণবাদের ত্রায় সুপ্তিকপ এক
প্রয়োজনে কথিত নাড়্যাদির বিকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে । এক বিভক্তির নির্দেশ
থাকিলেই যে, একার্থ (একপ্রয়োজন) ও বিকল্প হয়, তাহা হয় না । নানার্থতা
(অনেক প্রয়োজন বা অনেক উদ্দেশ্য) ও সমুচ্চয় (যদ্বারা একই কার্য্য দুই
বা ততোধিক পদার্থের যোগ) এই উভয়স্থলে এক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় ।
প্রাসাদে শয়ন করে ও পর্য্যঙ্কে শয়ন কবে, ইত্যাদির ত্রায় (কখন প্রাসাদে,
কখন পর্য্যঙ্কে, একরূপ বিকল্প নহে,) নাড়ীতে পুরীততে ও ব্রহ্মে স্তপ্ত হয়, এইরূপ
সমুচ্চয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত । শ্রুতিও স্মৃতিতে নাড়ীর ও প্রাণের (ব্রহ্মের)
সমুচ্চয় ও নাইয়াছেন । যথা—“যখন সেই নাড়ীসমূহ থাকেন, তখন স্তপ্ত হন,

স্বপ্নো প্রাবয়তি, একবাক্যোপাদানাৎ। প্রাণস্য চ ব্রহ্মত্বং সমধিগতং “প্রাণস্থানুগমাৎ” ইত্যত্র।

যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ স্থপ্তিস্থানত্বেন প্রাবয়তি “আত্ম তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি” ইতি, তত্রাপি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধস্য ব্রহ্মণোহপ্রতিষেধান্নাড়ীদ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠত ইতি প্রতীয়তে। ন চৈবমপি নাড়ীষু সপ্তমী বিরুদ্ধ্যতে। নাড়ীভিরপি ব্রহ্মো-পসর্পন্ সৃপ্ত এব নাড়ীষু ভবতি। যো হি গঙ্গয়া সাগরং গচ্ছতি, গত এব স গঙ্গয়াং ভবতি। অপি চ, অত্র রশ্মিনাড়ীদ্বারান্নকস্য

তোদ্যেশাশ্চাদৃষ্টার্থা ভবেয়ুঃ। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা জ্ঞাযেতু্যক্তম্। তন্মাৎ তত্র সমুচ্চয়স্তাবস্তাবিত্তাদৃষ্টগাহুরোধেনাপি প্রধানাত্যাস আত্মীয়তে। ইহ স্ব-ভ্যাসকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ পুরোডাশদ্রব্যস্ত চানিয়মেন প্রকৃতদ্রব্যে যন্মিন্ কন্মিংশিৎ প্রাপ্ত এতৈক্য। পরম্পরানপেক্ষা ত্রীহিষ্কতিৰ্ব্যবশ্রুতিশ্চ নিয়ামিত্বেকার্থ-তয়া বিকল্পমর্থতঃ। ন তু নাড়ীপুৰীতং-পরমাশ্রয়ানামন্তোত্তানপেক্ষাণাৎকেনিলয়-নার্থত্বসম্ভবঃ, যেন বিকল্পো ভবেৎ। ন হেতুর্ভবিত্তিনির্দেশমাত্রেনৈকার্থতা ভবতি, সমুচ্চি তানামপ্যেকবিভক্তিনির্দেশদর্শনাৎ, পর্য্যক্কে শেতে প্রসাদে শেত ইতি।

তন্মাদেকবিভক্তিনির্দেশস্তানৈকান্তিকত্বাদন্ততো বিনিগমনা বক্তব্যম্। সা চোক্তা ভাষ্যকৃতা “যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ স্থপ্তিস্থানত্বেন প্রাবয়তি” ইত্যাদিনা। সাপেক্ষশ্চাত্তুরোধেন নিরপেক্ষশ্রুতিনেতৃত্বব্যত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্। নহ যদি ব্রহ্মৈব নিলয়নস্থানাং তাবন্মাত্রমুচ্যতাং, কৃতং নাড়্যুপগতাসেনেত্যত আহ— “অপি চাত্রেতি”। অপিনেতি সমুচ্চয়ে, ন বিকল্পে। এতদুপপত্তিসিহিতা পূর্ব্বোপ-

কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না। অনন্তর এই প্রাণে (পরমাশ্রায়) একীভূত হন।” এস্থলে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ায় সমুচ্চয় অর্থই প্রতীত হইতেছে। শ্রুতিস্থ প্রাণ-শব্দ যে, ব্রহ্মের বোধক, তাহা “প্রাণস্থানুগমাৎ” হত্রে পাওয়া গিয়াছে।

[যত্রাপি...ভবতি] যে শ্রুতিতে নাড়ী নিরপেক্ষ (ভিন্ন বা স্বতন্ত্র) স্থপ্তিস্থান বলিয়া প্রতীত হয়, যথা—“সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়ীতে সৃপ্ত হন, অর্থাৎ সঞ্চরণ করেন” ইত্যাদি, সে সকল শ্রুতির অর্থগ্রহণকালে বুঝিতে হইবে, শ্রুতান্তর-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নিবেশ না থাকায় জীব নাড়ীসঞ্চরণপূর্ব্বক ব্রহ্মে গিয়া সৃপ্ত হন। এরূপ অর্থ সপ্তমী বিভক্তির বিরুদ্ধ নহে। ফলিতার্থ—নাড়ীপথে ব্রহ্মে উপসর্পিত (অবস্থিত) হইয়া যেন নাড়ীতেই আছেন। যে গঙ্গা দিয়া সাগরে যায়, অবশ্যই তাহাকে গঙ্গাগত বলা যায়। [অপি চাত্র...ইত্যর্থঃ] ঐ সকল শ্রুতির এরূপ ভাৎপর্য্যও হইতে পারে যে, ব্রহ্মলোকেব পণ নাড়্যাকার রশ্মি অথবা রশ্মিসম্বন্ধ

বুদ্ধান্তায়ৈব”, “ইমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্ম-
লোকং ন বিন্দন্তি । ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো
বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদু-
যন্তবন্তি, তন্তদা ভবন্তি” ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ স্বাপপ্রবোধাদিকারে
পঠিতা নান্নাস্তরোথানে সামঞ্জস্যমীযুঃ । কৰ্ম্মবিদ্যাবিধিভ্যশ্চৈব-
মেব গম্যতে । অন্যথা হি কৰ্ম্মবিদ্যাবিধয়োহনর্থকাঃ স্যুঃ ।
অন্তোস্থানপক্ষে হি স্নপ্তপুমান্ত্রো মুচ্যত ইত্যাপদ্যেত । এবং
চেৎ স্মাৎ, বদ কিং কালান্তরফলেন কৰ্ম্মণা বিদ্যা বা কৃতং স্মাৎ ।

অপি চ, অন্তোস্থানপক্ষে, যদি তাবচ্ছরীরান্তরে ব্যবহরমাণো
জীব উত্তিষ্ঠেৎ, তত্তদ্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ স্মাৎ । অথ তত্র স্নপ্ত
উত্তিষ্ঠেত, কল্পনানর্থক্যং স্মাৎ । যো হি ‘বস্মিন্ শরীরে স্নপ্তঃ,
স তস্মিন্নোত্তিষ্ঠতি, অস্মিন্ শরীরে স্নপ্তোহস্মিন্মুত্তিষ্ঠতি ইতি

—যোহি ব্যাঘ্রযোনিঃ স্নপ্তো বুদ্ধান্তমাগচ্ছন্ স ব্যাঘ্র এব ভবতি, ন জাত্যন্তরম্ ।
তদিদমুক্তম্ । “ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা” ইতি ।

“অথ তত্র স্নপ্ত উত্তিষ্ঠতি” ইতি । যো হি জীবঃ স্নপ্তঃ স শরীরান্তর উত্তিষ্ঠতি ।
শরীরান্তরগতস্ত স্নপ্তজীবসম্বন্ধিনি শরীর উত্তিষ্ঠতি । তত্শ্চ ন শরীরান্তরে
ব্যবহারলোপ ইত্যর্থঃ ।

কবেন ।” “এই সকল প্রজা প্রত্যহই এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছে, অথচ জানে
না যে, আমরা ব্রহ্মলাভ করিতেছি ।” পূর্বপ্রবোধে যে যেরূপ ছিল,—সিংহ, ব্যাঘ্র,
বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক,—যে যেরূপ ছিল, পরপ্রবোধে সে তাহাই
হয় ।” স্নপ্তপ্রবোধাদিকারে পরপঠিত এই সকল শব্দ আত্মান্তরের উত্থানে সঙ্গত হয়
না । [কৰ্ম্ম ...কৃতং স্মাৎ] কৰ্ম্মের ও উপাসনার বা জ্ঞানের বিধান থাকতেও
স্নপ্তের উত্থান নিশ্চিত হয় । যদি স্নপ্তের উত্থান না হইয়া আত্মান্তরের উত্থান
নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে কৰ্ম্মবিধি ও বিদ্যাবিধি বার্থ হইবে । যাহাদের মতে
অন্তের উত্থান, তাহাদের কৰ্ম্ম অথবা জ্ঞান কিছুই প্রয়োজন হয় না । কেননা,
স্নপ্তি হইলেই মুক্তি (পুনর্জন্মনাশ) হয় । স্নপ্তিই শেষ, এরূপ হইলে কালান্তর-
ফলক কৰ্ম্মের ও উপাসনার প্রয়োজন কি লোকে কেন সে সকল কষ্টকর
অন্তর্জানে প্রবৃত্ত হইবে ।

[অপি চাত্তো...নাত্ত ইতি] যে স্নপ্ত হয়, তাহার উত্থান হয় না, নূতনের
উত্থান হয়, এতৎপক্ষে—শরীরান্তর-ব্যবহারী জীবেরই উত্থান সম্ভব, স্নতরাং সে
পক্ষে ব্যবহার-লোপ প্রাপ্তি দোষ আছে । যদি বল, তাহা নহে, স্নপ্ত জীবই উঠে,

কোহস্তাং কল্পনায়াং লাভঃ স্তাৎ । অথ মুক্ত উত্তিষ্ঠেৎ, অন্ত-
বান্মোক্শ আপদ্যেত । নিবৃত্তাবিভ্রাস্ত চ পুনরুত্থানমনুপপন্নম্ ।
এতেনেশ্বরোত্থানং প্রত্যুক্তম্, নিত্যনিবৃত্তাবিভ্রাস্তাৎ । অকৃতা-
ভ্যাগম-কৃতবিপ্রণাশৌ চ দুর্নিবারাব্যোত্থানপক্ষে স্তাতাম্ । তস্মাৎ
স এবোত্তিষ্ঠতি নাশ ইতি । যৎ পুনরুক্তং, যথা জলরাশৌ
প্রক্ষিপ্তৌ জলবিন্দুর্নোদ্ধর্তুং শক্যতে, এবং সতি সম্পন্নৌ জীবৌ
নোৎপতিতুমহীতীতি, তৎ পরিত্রিয়তে । যুক্তং তত্র বিবেক-
কারণাভাবাজ্জলবিন্দোরনুদ্বরণম্, ইহ তু বিভ্রতে বিবেককারণং

“অপি চ ন জীবৌ নাম কশ্চিৎ পরস্মাৎ” ইতি । যথা ঘটাকাশৌ নাম ন পবমা-
কাশাদভ্যঃ । অথ চান্ন ইব যাবদ্বটমহুবর্ততে । ন চাসৌ দুর্হিবেচস্তুত্বপাধেঘটস্ত
বিবিক্তস্য । এবমনাত্মনির্বচনীয়াবিভ্রোপধানভেদোপাধিকল্পিতৌ জীবৌ ন বস্তুভঃ
পবমাশ্বনৌ ভিদ্যতে, তত্পাধ্যস্তভাভিভাভ্যাং চোদ্ভূত ইবাভিভূত ইব প্রতীয়তে ।

প্রবুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ কল্পনা নিরর্থক হইবে । যে দে-শরীবে স্তপ্ত হয়—সে
যদি সেই শরীর লইয়াই উঠে, তাহা হইলে এক শরীবে স্তপ্ত হইয়া অল্প শরীবে
উঠে, একপ কল্পনা করার প্রয়োজন ? তাহাতে লাভ কি ? মুক্তাত্মার উত্থান হয়
বলিলে মোক্ষের বিনাশিত্ব-আপত্তি হইবে । অপিচ, যাহাব অবিভ্রাবিনাশ হই-
য়াছে, তাহাব উত্থান উপপন্নই হয় না । মুক্তাত্মার উত্থান-নিষেধ দ্বাবা দ্বন্দ্ববাত্মার
উত্থান পক্ষও নিষিদ্ধ জানিবে । তিনি নিত্যমুক্ত—কোনও কালে তিনি অবিভ্রা-
স্পৃষ্ট নহেন । অল্প আত্মাব উত্থান (জাগ্রৎ) পক্ষে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতপ্রণাশ
এই দুই দোষ দুর্নিবার্য । (স্তপ্ত আত্মা কৃতকর্মের ফলভোগ করিল না, আব
প্রবুদ্ধ বা উত্তিত আত্মা কিছু না করিয়াও ভোগ করিল, এ নিশ্চয় বা এ সিদ্ধান্ত
যুক্তিবহির্ভূত) । এই সকল কারণে, যে আত্মা স্তপ্ত হয়, সেই আত্মাই উঠে—
প্রবুদ্ধ হয় । [যৎপুন...বিবেচনম্] বলিয়াছিল যে, যেমন জলরাশিতে জলবিন্দু
প্রক্ষিপ্ত হইলে সে জলবিন্দু ব উদ্ধার (উঠান) অশক্য, তেমনি, জীব সতে (ব্রহ্মে)
একীভূত হইয়া ষাওঘাব সে জীবের উত্থান অসম্ভব । এই আপত্তি ব নিবাস
এইরূপে হইতে পারে । • জলরাশি-মধ্যগত জলবিন্দু ব উদ্ধার অশক্য সত্য ;
কেন-না, সে স্থলে বিবেক-কাবণের অভাব আছে, (পৃথক্ কবিবাব বা জানিবার
উপায় নাই) । কিন্তু প্রকৃত স্থলে (দাষ্টান্তিকে অর্থাৎ স্তপ্ত জীবের উত্থান পক্ষে)
তাহার অভাব নাই । প্রকৃতস্থলে, বিবেক-কারণ বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে ।
(ইহা সেই জীবই, এরূপ চিনিবার ও নির্দেশ করিবার বিস্পষ্ট উপায় আছে) ।
জীবের কর্ম ও বিভ্রা অর্থাৎ জ্ঞান, এই দুএর দ্বারা সেই কি-না, তাহা বিবেচিত
হইতে পারে । অতএব, জলরাশিতে জলবিন্দুর প্রবেশ, আর পরমাশ্রয় জীবের
প্রবেশ সমান নহে, তাহা পরিমিশ্রিতরূপ নহে । ক্ষীর-নীর হইতে ক্ষীর উদ্ধৃত
কবিবাব ক্ষমতা অগ্নাদির না থাকিলেও তাহা হংসজাতীয় জীবের আছে ।

কস্ম চ বিদ্যা চেতি বৈষম্যম্ । দৃশ্যতে চ ছুর্বিবেচনয়োরপ্য-
হস্যজ্ঞাতীয়েঃ ক্ষীরোদকয়োঃ সংসৃষ্টয়োহংসেন বিবেচনম্ ।

অপি চ, ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাদাত্মনোহন্তো বিদ্যতে,
যো জলবিন্দুরিব জলরাশেঃ সতো বিবিচেত্যত । সদেব তূপাধি-
সম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্য্যত ইত্যসকৃৎ প্রপঞ্চিতম্ । এবং সতি
যাবদেকোপাধিগতা বন্ধানুরক্তিস্তাবদেকজীবব্যবহারঃ । উপাধি-
স্তরগতায়ান্ত বন্ধানুরক্তৌ জীবান্তরব্যবহারঃ । স এবায়মুপাধিঃ
স্বাপপ্রবোধয়োর্বীজাকুরত্মায়েনেত্যতঃ স এব জীবঃ প্রতিবুধ্যত-
ইতি যুক্তম্ ॥ ৩।২।৯ ॥

মুক্তেহর্কসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩।২।১০॥*

অস্তি মুক্তো নাম--যং মুচ্ছিত ইতি লৌকিকাঃ কথয়ন্তি ।

ততশ্চ সুষুপ্তাদাবপ্যভিত্ত ইব জাগ্রদবস্থাদিসমুদ্ভূত ইব, তত্ত চাবিদ্যাতত্বাসনোপা-
ধেরনাদিতয়া কার্য্যকারণভাবেন প্রবর্ততঃ স্তবিবেচনয়া তদুপহিতোজীবঃ স্তবিবেচ
ইতি ॥ ৩।২।৯ ॥

বিশেষবিজ্ঞানাত্মাবান্মুচ্ছা জাগ্রদবস্থাপ্রাবস্থাত্যাং ভিদ্যতে, পুনরুত্থানাত্ম মরণা-
বস্থায়ঃ । অতঃ স্তবুপ্তিরেব মুচ্ছা, বিশেষজ্ঞানাত্মাবাবিশেষাৎ । চিরামুচ্ছাস-

[অপিচ...প্রপঞ্চিতম্] অত্র কথা এই যে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্, এমন
কোন জীবনামক পদার্থ নাই যে, তাহাকে জলবাশি হইতে জলবিন্দুর ত্রায় পৃথক্
করিবার চেষ্টা করিবে । পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্ক কল্পনায় জীব নাম প্রাপ্ত
হইয়াছেন, ইহা বার বার বলা হইয়াছে—দেখান হইয়াছে । [এবং...যুক্তম্]
অতএব, যাবৎ এক উপাধিতে বন্ধের অনুবর্তন, তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যবহার
এবং উপাধ্যস্তুরে অর্থাৎ অত্র উপাধিতে বন্ধানুবর্তন হইলে তাহা অত্র জীব বলিয়া
ব্যবহৃত হয় । বীজাকুরবসমান স্তবুপ্তি ও জাগ্রৎ এই দুইএব মধ্যে একই উপাধি
বিद्यমান, স্তত্রাং সেই একই জীব উভয়াবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ সে স্তপ্ত হয়, সেই
জীবই প্রবুদ্ধ হয়, এ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত ॥ ৩।২।৯ ॥

মুক্ত-নামক একটা অস্থা আছে, লোকে যাহাকে মুচ্ছ বলে । সম্প্রতি সেই
অবস্থার পরীক্ষা হইবেক । শরীরস্থ জীবের প্রধানতঃ তিনটা অবস্থা প্রসিদ্ধ ।

* পরিশেষাৎ জাগ্রদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ মুক্তে মুচ্ছিতেহর্কসম্পত্তিঃ সর্বস্বপ্ত্যাদিধর্ম্মৈরসম্পন্নতা
জ্ঞাতব্যা । সর্বৈঃ স্বপ্তিধর্ম্মৈরসম্পন্নো মুক্তঃ স্বপ্ত্যে ন ভবতি, সর্বৈর্ধর্ম্মণাবস্থাদিধর্ম্মৈরসম্পত্তেঃ-
মুক্তোহপি ন, কিন্তুবস্থান্তরং গত ইতি ভাবঃ ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ত, স্তবুপ্ত, এই চার অবস্থা হইতে মুক্ত অর্থাৎ মুচ্ছিত অবস্থাটা অতিরিক্ত ।
কোন-না, ইহাতে অর্কসম্পন্নতা দৃষ্ট হয় । (কোন কোন জাগ্রৎ-ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন
স্বপ্ত্যাদিধর্ম্মও দৃষ্ট হয়, স্তত্রাং মুচ্ছা অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য) ।

স তু কিমবস্থ ইতি পরীক্ষায়ামুচ্যতে—তিস্রস্তাবদবস্থাঃ শরীরস্থ
জীবস্থ প্রসিদ্ধাঃ—জাগরিতং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিমিতি । চতুর্থী শরীর-
দপশ্চুপ্তিঃ, ন তু পঞ্চমী কাচিদবস্থা জীবস্থ শ্রুতৌ শ্রুতৌ বা
প্রসিদ্ধাস্তি । তস্মাচ্চতসৃণামেবাবস্থানামন্যতমাবস্থা মূর্ছেত্যেবং
প্রাপ্তে ক্রমঃ ।

ন তাবন্মুক্তো জাগরিতাবস্থা ভবিতুমর্হতি । ন হয়মিন্দ্রিয়ৈ-
র্বিষয়ানীকতে । স্মাদেতৎ । ইষুকারন্যায়েন মুক্তো ভবিষ্যতি ।
যথেষুকারো জাগ্রদপি ইদ্রাসক্তমনস্তয়া নান্যান্ বিষয়ানীকতে,
এবং মুক্তো মুশলসম্পাতাদিজনিত-দুঃখানুভব্যাগ্রমনস্তয়া জাগ্রদপি
নান্যান্ বিষয়ানীকত ইতি । ন, অচেতয়মানত্বাৎ । ইষুকারো
হি ব্যাপৃতমনা ত্রবীতীষু মেবাহমেতাবস্তুং কালমুপলভমানোহভূব-
মিতি, মুক্তস্ত লক্ষসঞ্জেতা ত্রবীত্যেক্তে তমস্মাহমেতাবস্তুং কালং

বেপথুপ্রভৃতয়স্ত স্তপ্তেরবাস্তরভেদাঃ । তদ্বস্থা কশ্চিৎ স্তপ্তোখিতঃ প্রাহ স্ত-
মহমস্বাপ্নং লঘুনি মে গাত্রাণি প্রসন্নং মে মন ইতি । কশ্চিৎ পুনর্দুঃখমস্বাপ্নং
শুক্লং মে গাত্রাণি ভ্রমত্যানবাস্ততং মে মন ইহি । ন চৈতাবতা স্তপ্তপ্তির্ভিদ্ধ্যতে ।
তথা বিকারান্তরেহপি মুচ্ছা ন স্তপ্তপ্তির্ভিদ্ধ্যতে । তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধ্যভাবায়েয়ং
পঞ্চম্যবস্থেতি প্রাপ্তম্ ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি । এতদ্বিত্ত আর একটা অবস্থা আছে, তাহা শরীর হইতে
অপসর্পণ (মরণ) । এ অবস্থাটা চতুর্থী বলিয়া গণ্য । জীবের এই চারি অবস্থা
ব্যতীত অন্য কোন অবস্থা শ্রুতিতে ও শ্রুতিতে প্রখ্যাত নাই । সেই কারণে
পাওয়া যায়, বলা যায়, মুক্ত বা মুচ্ছিতাবস্থাটা ঐ চারিই মধ্যে একটা । এতৎ
প্রাপ্তে বলা হইল “মুক্তেহর্কসম্পত্তিঃ” ।

[ন তাবন্মুক্তো...নীকতে] মুক্তাবস্থাটা জাগ্রদবস্থামধ্যে নিবিষ্ট নহে । কেন-
না, মুচ্ছিত পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়াহুভব করে না । (যে অবস্থায়
ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু জানা যায়, সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ । এ লক্ষণ মুক্ত অবস্থায়
নাই) । [স্মাদেতৎ...জাগতি] আচ্ছা, এমনও হইতে পারে যে, মুক্ত
ইষুকারের জ্ঞান? (ইষুকার = শরনির্মাতা শিল্পী) । ইষুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও
শরাসক্তচিত্ত হওয়ায় বিষয়াস্তর দর্শন করে না, তেমনি, মুচ্ছিত ব্যক্তিও প্রহার-
জনিত দুঃখানুভব-নিমগ্ন থাকায় ‘বিষয়াস্তর দর্শন করিতে পারে না । এই
বিষয়ের প্রত্যুত্তর—তাহা নহে । কেন-না, মুক্তের চৈতন্য থাকে না—চৈতন্য লুপ্ত
থাকে । ইষুকার ইষুনির্মাণ ব্যাপারে নিমগ্ন থাকে বটে ; কিন্তু সে বিরতব্যাপার

প্রক্ষিপ্তোহুৎসবং, ন কিঞ্চিন্ময়া চেতিতমিতি । জাগ্রতশৈচক-
বিষয়াসক্তচেতসোহপি দেহো বিদ্রীয়তে, মুঞ্চস্ত তু দেহো ধরণ্যাং
পততি, তস্মাৎ ন জাগর্তি । নাপি স্বপ্নান্ পশ্যতি, নিঃসঞ্জ্ঞত্বাৎ ।
নাপি মৃতঃ, প্রাণোহগ্নগোৰ্ভাবাৎ । মুঞ্চে হি জন্তো মৃতোহয়ং স্মাৎ
ন বা মৃত ইতি সংশয়ানা উদ্বাস্তি নাস্তীতি হৃদয়দেশমালাভন্তে
নিশ্চয়ার্থং, প্রাণোহস্তি নাস্তীতি চ নাশিকাদেশম্ । যদি প্রাণো-
হগ্নোরস্তিত্বং নাবগচ্ছন্তি, ততো মৃতোহয়মিত্যব্যবসায় দহনায়ারণ্যং
নয়ন্তি, অথ তু প্রাণমুদ্বাণং বা প্রতিপদ্যন্তে, ততো নায়ং মৃত
ইত্যব্যবসায় সঞ্জ্ঞালাভায়াভিষজ্যন্তি । পুনরুত্থানাক্ষ ন দিষ্টং
গতঃ । ন হি যমং গতো যমরাষ্ট্রাৎ প্রত্যাগচ্ছতি । অস্ত তহি
স্বষুপ্তঃ, নিঃসঞ্জ্ঞত্বাদমৃতত্বাচ্চ । ন, বৈলক্ষণ্যাৎ । মুঞ্চঃ
কদাচিচ্চিরমপি নোচ্ছু সिति, সরোপথুরস্ম্য দেহো ভবতি, ভয়ানকঞ্চ

এবম্প্রাপ্ত উচ্যতে । যদ্যপি বিশেষজ্ঞানোপশমেন মোহমুপ্তয়োঃ সাম্যং,
তথাপি নৈক্যম্ । ন হি বিশেষবিজ্ঞানসম্ভাবসাম্যমাত্রেণ স্বপ্নজাগরয়োঃভেদঃ ।
বাহেস্ত্রিবিধ্যাপারভাবাভাবাত্ম্যভেদে তয়োঃ স্বষুপ্তমোহয়োঃপি প্রয়োজনভেদাৎ
কারণভেদাল্পক্ষণভেদাচ্চ ভেদঃ । শ্রমাপহৃত্যর্থী হি ব্রহ্মণা সম্পত্তিঃ স্বষুপ্তম্ ।
শরীরত্যাগার্থী তু ব্রহ্মণা সম্পত্তিশ্রোহঃ । যদ্যপি সত্যপি মোহে ন মরণং, তথাপ্য-
হইলে বলে, এত ক্ষণ আমি ইমুমাত্র দেখিতেছিলাম, অথ কিছু দেখি নাই,
কিন্তু মুচ্ছিত পুরুষ সংজ্ঞালাভের পর বলে, এ পর্যন্ত আমি ঘোর অজ্ঞানাকালে
নিপতিত ছিলাম, অচেতন ছিলাম । (আমার কিছু মাত্র চৈতন্য ছিল না) ।
আরও দেখ, জাগ্রৎকালে চিত্ত একবিষয়সক্ত থাকিলেও তাহার দেহ বিধৃত থাকে
কিন্তু মুচ্ছিতের দেহ ধরণীতে নিপতিত হয় । প্রদর্শিত কারণে মুঞ্চ পুরুষ জাগ্রৎ
নহে । [নাপি...প্রত্যাগচ্ছতি] মুদ্ধাবস্থা স্বপ্নাবস্থাও নহে । তৎপ্রতি হেতু সংজ্ঞা-
ভাব । স্বপ্নাবস্থায় সংজ্ঞা থাকে, জ্ঞান থাকে, মুচ্ছিতের তাহা থাকে না । মুচ্ছিত
মৃতও নহে । তৎপ্রতি কারণ, মুচ্ছিতের দেহে প্রাণ ও উদ্ভা থাকে । জন্ত মুচ্ছিত
হইলে, জীবিত আছে কি মৃত হইয়াছে বলিয়া লোকে সংশয় করে, অনন্তর প্রাণও
উদ্ভা (তাপ) আছে কি-না জানিবার জন্ত তাহার নাসিকায়ও হৃদয়দেশে হস্তার্ণ
করে । যদি প্রাণের ও উদ্ভার অস্তিত্ব অল্পভূত না হয়, তবে তখন তাহার নিশ্চয়
করে, এ ব্যক্তি মৃত হইয়াছে । তখন তাহার দেহ দাহার্থ শ্মশানভূমিতে লইয়া যায় ।
যদি তাহার প্রাণের ও উদ্ভার অস্তিত্ব জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় করে যে,
এ মরে নাই, জীবিত আছে । তখন তাহার তাহার সংজ্ঞালাভার্থ যত্নবান্ হয় ।
অপিচ, মুঞ্চের পুনরুত্থান হয়, মরণ হইলে তাহা হয় না । যে যমলোকে গিয়াছে,
সে কি আর তৎকালে যমলোক হইতে প্রত্যাগত হয় ? [অস্ত...যাতেনাপি]
মূর্ছাকালে সংজ্ঞা থাকে না, অধঃস্বপ্নমুক্তিও হয়, অন্তরাং মুচ্ছী স্বষুপ্তিমধ্যে

বদনং, বিস্ফারিতে নেত্রে । অস্থপ্তস্ত প্রসন্নবদনস্তল্যকালং পুনঃ
পুনরুচ্ছসিতি, নিমীলিতে অস্থ নেত্রে ভবতঃ । ন চাস্ত দেহো
বেপতে । পাণিপেষণমাত্রেণ চ অস্থপ্তমুখাপয়ন্তি, ন তু মুগ্ধং
মুদগরঘাতেনাপি । নিমিত্তভেদশ্চ ভবতি মোহস্বাপয়োঃ,
মুশলঘাতাদিনিমিত্তত্বম্মোহস্ত, শ্রমনিমিত্তত্বাচ্চ স্বাপস্ত । ন চ
লোকেহস্তু প্রসিদ্ধিস্মৃগ্ধঃ অপ্ত ইতি । পরিশেষাদর্কসম্পত্তিস্মৃগ্ধ-
তেত্যবগচ্ছামঃ । নিঃসজ্জত্বাৎ সম্পন্নঃ, ইতরস্মাচ্চ বৈলক্ষণ্যাদ-
সম্পন্ন ইতি । কথং পুনরর্কসম্পত্তিস্মৃগ্ধতেতি শক্যতে বক্তুন্ম ।
যাবতা অপ্তং প্রতি তাবদুক্তং শ্রুত্যা “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো-
ভবতি । অত্র স্তেনোহস্তেনোভবতি । নৈনং সেতুমহোরাত্রে
তরতঃ । ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন অকৃতং ন দুষ্কৃতম্”
ইত্যাদি । জীবে হি অকৃতদুষ্কৃতয়োঃ প্রাপ্তিঃ স্থিতিদুঃস্থিতি-

সতি মোহে ন মরণমিতি মরণার্থো মোহঃ । মুশলসম্পাতাদিনিমিত্তত্বম্মোহস্ত,
শ্রমাদিনিমিত্তত্বাচ্চ অস্থপ্তস্ত, মুখনেত্রাদিবিকাবলক্ষণত্বম্মোহস্ত, প্রবদনবদনত্বাদি-
লক্ষণভেদাচ্চ অস্থপ্তস্ত । অস্থপ্তস্ত স্ববাস্তবভেদেহপি নিমিত্তপ্রয়োজনলক্ষণাভেদা-

নিবিষ্ট হউক ? ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে । কেন-না, তদুভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য
আছে । মুচ্ছিত জন্তু যখন দীর্ঘকাল রুদ্ধধ্বাস থাকে, তাহার দেহ অনেকে সময়ে
সকলপ থাকে, তাহার মুখ ভীষণদৃঢ় হয়, নেত্রও বিস্ফারিত হয় ; কিন্তু অস্থপ্তের
বদন প্রসন্ন, নেত্র নিমীলিত এবং দেহ নিষ্কম্প এবং তাহার স্বাসপ্রবাস সমান
নিয়মে নির্বাহিত হয় । অপিচ, হস্তাবমর্ষণ দ্বারা অস্থপ্তকে উত্থাপিত করা যায়,
কিন্তু মুদগবপ্রহাবেও মুচ্ছিতের উত্থান হয় না । [নিমিত্ত...ইতি] মুচ্ছার ও
অস্থপ্তের কাবণও এক নহে, কিন্তু ভিন্ন । প্রহারাদিকারণে মুচ্ছা হয়, ঐচ্ছিক শ্রম
কারণে অস্থপ্ত হয় । অপিচ, কোনও লোকে মুচ্ছিতকে অপ্ত বলে না । এই
সকল কারণে, পরিশেষপ্রযুক্ত, মুগ্ধতা অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য । (সম্পন্নও বটে,
অসম্পন্নও বটে । এক অংশে সম্পন্ন, অত্র অংশে অসম্পন্ন, স্তত্রাৎ অর্কসম্পন্ন),
সংজ্ঞাত্বা তা বিধায় সম্পন্ন এবং অস্থপ্তি ও মরণ হইতে বৈলক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন ।
[কথং...সম্পত্তিরিতি] যদি বল, মুচ্ছা অর্কসম্পত্তিরূপা, এ কথাও বলিতে পার
কৈ ? শ্রুতি অস্থপ্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন—“তখন সংসম্পন্ন হয়” “ঐ সময়ে চোরও
অচোব হয় ।” “দিন ও রাত্রি ঐ মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না” “জরা, মৃত্যু, শোক,
অকৃত, দুষ্কৃত, এ সকল কিছুই থাকে না ।” ইত্যাদি । জীব যে অকৃত দুষ্কৃত
অর্থাৎ পুণ্যপাপ াপ্ত হয়, তাহা স্থিতি হঃস্থিতি জ্ঞানপূর্বক । কিন্তু অস্থপ্তিতে

প্রত্যয়োৎপাদনে ভবতি । ন চ স্থিত্বপ্রত্যয়ো দুঃখিত্বপ্রত্য-
য়ো বা স্থবুপ্তে বিদ্যতে । মুঞ্জেহপি তৌ প্রত্যয়ো নৈব বিদ্যতে ।
তস্মাদুপাধ্যপশ্যৎ স্থবুপ্তবমুঞ্জেহপি কৃৎসনসম্পত্তিরেব ভবিতু-
মহতি, নার্কসম্পত্তিরিতি । অত্রোচ্যতে—

ন ক্রমো মুঞ্জেহর্কসম্পত্তিজ্জীবন্ত ব্রহ্মণা ভবতীতি । কিং
তর্হি ? অর্কেন স্থবুপ্তপক্ষস্ত ভবতি মুক্তত্বম্, অর্কেনাবস্থান্তরপক্ষ-
স্তোতিক্রমঃ । দর্শিতে চ মোহস্ত আপেন সাম্যবৈষম্যে । দ্বার-
কৈতন্মরণস্ত । যদাস্ত সাবশেষং কস্ম ভবতি, তদা বাহ্মনসে প্রত্যা-
গচ্ছতঃ, যদা তু নিরবশেষং কস্ম ভবতি, তদা প্রাণোহ্মণাবপ-
গচ্ছতঃ । তস্মাদর্কসম্পত্তিং ব্রহ্মবিদ ইচ্ছন্তি । যত্ত্বজ্ঞং, ন
পক্ষমী কাচিদবস্থা প্রসিদ্ধাস্তীতি, নৈষ দোষঃ । কাদাচিংকীয়-
মবস্থেতি ন প্রসিদ্ধা স্যাৎ । প্রসিদ্ধা চৈষা লোকায়ুর্বেদয়োঃ ।
অর্কসম্পত্ত্যভ্যুপগমাচ্চ ন পক্ষমী গণ্যত ইত্যনবত্তম্ ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥

দেকত্বম্ । তস্মাৎ স্থবুপ্তমোহাবস্থয়োব্রহ্মণা সম্পত্তাবপি স্থবুপ্তে বাদৃশী সম্পত্তিন-
তাদৃশী মোহ ইত্যর্কসম্পত্তিক্রক্কা ।

সাম্যবৈষম্যাভ্যামর্কত্বম্ । যদা চৈতদবস্থান্তবৎ, তদা ভেদাৎ তৎপ্রবিলয়ায়
যত্নান্তরমাস্থেয়ম্ । অভেদে তু ন যত্নান্তরমিতি চিস্তাপ্রয়োজনম্ ॥ ৩১ ॥ ১০ ॥

স্থিত্ব জ্ঞান থাকে না, দুঃখিত্ব জ্ঞানও থাকে না । অতএব, উপাধি উপশান্ত
(নিবৃত্ত) হওয়ার মুচ্ছাও স্থবুপ্তির জ্ঞায় পূর্ণসম্পত্তি, অর্কসম্পত্তি নহে ।

[অত্রোচ্যতে...ইচ্ছন্তি] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা এমন কথা বলি না যে,
মুচ্ছাকালে জীবের ব্রহ্মে অর্কসম্পত্তি হয়, কিন্তু আমরা বলি, মুচ্ছায় স্থবুপ্তি পক্ষেব
অর্কলক্ষণ ও অবস্থান্তরের অর্ক লক্ষণ আছে । মুচ্ছার ও স্থবুপ্তির বৈষম্য দেখান
হইয়াছে । এই মুক্তত্ব মরণের দ্বার স্বরূপ । যদি তাহাব (মুচ্ছিতেন) কস্মশেষ
পাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যাগমন কবে, নচেৎ উহা হইতে প্রাণ ও উত্থা
পর্যন্ত অপগত হয় । সেই কারণে ব্রহ্মজগুণ অর্কসম্পত্তি বলিতে ইচ্ছা করেন ।
[যত্ত্বজ্ঞং...ইত্যনবত্তম্] বলিয়াছিল যে, পক্ষমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহাব
প্রত্যুত্তর এই যে, প্রসিদ্ধি না থাকায় কি দোষ হইতেছে ? মুচ্ছিতাবস্থা নিত্যবৎ
নহে, কদাচিং হয়, তাহাতেই উহার তত প্রসিদ্ধি নাই । অপিচ, স্রুতিতে ও
স্মৃতিতে উহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও লোক ও আয়ুর্বেদে উহার প্রসিদ্ধি
আছে । অপিচ, অর্কসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ায় উহা পক্ষমস্থানে গণ্য হইতে
পারে না ॥ ৩১ ॥ ১০ ॥

ন স্থানতোহপি পরশ্চোভয়লিঙ্গং

সর্বত্র হি ॥ ৩।২।১১ ॥*

যেন ব্রহ্মণা সূষুপ্তাদিষু জীব উপাধ্যুপশমাং সম্প্রদ্যতে, তশ্চেন্দানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্ধাৰ্য্যতে । সম্ভ্যভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ “সর্বকৰ্ম্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্ববসঃ” ইত্যেবমাচ্চাঃ সৰ্বিশেষলিঙ্গাঃ, অস্থূলমননহ্রস্বমদীৰ্ঘম্” ইত্যেবমাচ্চাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ । কিমাস্থ শ্রুতিষু ভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্ ? উতাত্ততরলিঙ্গম্ ? যদাপ্যাত্ততরলিঙ্গং, তদাপি সৰ্বিশেষমুত নির্বিশেষম্-ইতি গীমাংস্মতে । তত্রোভয়লিঙ্গশ্রুত্যানু-গ্রাহদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—

অবাস্তবসঙ্গতিমাহ—“যেন ব্রহ্মণা সূষুপ্তাদিষু” ইতি । যত্বেপি “তদনন্তত্বমারম্ভণ-শব্দাদিত্যঃ” ইত্যত্র নিশ্চয়পক্ষমেব ব্রহ্মোপপাদিতং, তথাপি শ্রুতলিঙ্গানাং বহুনীনাং শ্রুতীনাং দর্শনাস্তবতি পুনর্নির্বাচিকিংসা, ততস্তত্ত্ববিবারণায়ারম্ভঃ । তন্ত চ তত্ত্বজ্ঞানম-পবর্গোপযোগীতি প্রয়োজনবান্ বিচারঃ । তত্রোভয়লিঙ্গশ্রবণাভয়কৰ্ম্মং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তম্ । তত্রাপি সৰ্বিশেষত্ব-নির্বিশেষত্বয়োর্নিরোধাৎ স্বাভাবিকস্বাত্মপপত্তেরেকং স্বতঃ, অপবস্ত পরতঃ । ন চ যৎ পরং, তদপারমার্থিকম্ । ন হি চক্ষুরাদীনাম্ স্বতঃ-প্রমাণভূতানাং দোষতোহপ্রামাণ্যমপারমার্থিকম্ । বিপর্যায়জ্ঞানলক্ষণকার্য্যাত্মং-

সূষুপ্তাদিতে উপাধি বিলয়হওয়ায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন (যে ব্রহ্মেব সহিত একী-ভূত) হয়, ইদানীং শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করা হইতেছে । শ্রুতিতে সৰ্বিশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের বোধক বাক্য আছে । “তিনি সর্বকৰ্ম্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্ববস” ইত্যাদি বাক্য সৰ্বিশেষ ব্রহ্মের বোধক, এবং “তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীৰ্ঘও নহেন” ইত্যাদি বাক্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের বোধক । [কিমাস্থ...বিরোধাৎ] এই সকল শ্রুতি দেখিয়া কি বুঝিব ? ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ ? (সৰ্বিশেষ ও নির্বিশেষ এই দ্বিরূপ ?) না অত্ততর-লিঙ্গ ? (হ্রস্ব সৰ্বিশেষ, না হ্রস্ব নির্বিশেষ এই দু'এব-মধ্যে এক, এইরূপ বুঝিব কি ?) যদি অত্ততররূপ বুঝিতে হয়, তবে ইহাও বিচার্য্য হইবে যে, তাহা কোন্ রূপ ?—সৰ্বিশেষ রূপ ? না নির্বিশেষ রূপ ? এক্ষণে এই সংশয়িত পক্ষত্রয়ের গীমাংসা কৰা যাইতেছে । প্রথমতঃ দেখা যায়, পাওয়া যায়, উভয়চিহ্নাঙ্কিত

* পরন্ত পরমান্বনঃ স্থানতোহপি উপাধিতোহপি উভয়লিঙ্গঃ সৰ্বিশেষনির্বিশেষোভয়রূপত্বং ন সম্ভবতি । হি যতঃ সর্বত্র সর্বানু শ্রুতিষু নিরন্তরসম্মতবিশেষঃ ব্রহ্মোপদিষ্টতে । অতস্তৎ সর্ব-দৈবৈকরূপমিতি ইতি শ্রুতিপদানামর্থঃ ।

সত্ত্ব নিষ্ঠা এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম বুঝা যায়, এক্ষণে চিহ্নের অনেক কথা আছে সত্য ; কিন্তু তিনি উপাধির দ্বারাও উভয়রূপী নহেন । সমুদায় শ্রুতিতে সর্বদা একরস ব্রহ্মের উপদেশ দেখা যায় । (ভাস্যানুবাদ দেখ) ।

ন তাবৎ স্বত এব পরস্ত ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে । ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবেশোপেতং তদ্বিপরীতক্ষেত্যা-
ভ্যুপগন্তং শক্যং, বিরোধাত্ । অস্ত তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাভ্যু-
পাধিযোগাদিতি । তদপি নোপপদ্যতে । নহ্যুপাধিযোগাদপ্য-
ন্যাদৃশস্ত বস্তুনোহন্যাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি । ন হি স্বচ্ছঃ সন্
স্ফটিকোহলক্তকাভ্যুপাধিযোগাদস্বচ্ছো ভবতি, ভ্রমমাত্রহাদ-
স্বচ্ছতাভিনিবেশস্ত । উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ । অত-
পাদপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাদুভয়লিঙ্গকশাস্ত্রপ্রামাণ্যাহতরূপতা ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকীতি
প্রাপ্ত উচ্যতে—

ন স্থানতঃ উপাধিতোহপি পবস্ত ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে । একং হি পার-
মার্থিকমতদধ্যাবোপিতম্ । পারমার্থিকত্বেন হ্যুপাধিজনিতস্ত রূপস্ত ব্রহ্মণঃ পরিণামো
ভবেৎ, স চ প্রাক্ প্রতিবিদ্ধঃ । তৎপারিবেশ্যাৎ স্ফটিকমণেরিব স্বভাবস্বচ্ছধবলস্ত
লাক্ষ্যবাসবসেকোপাধিবর্ণাণ্যমা—সর্বগন্ধাদিরোপাধিকো ব্রহ্মণ্যস্ত ইতি পঞ্চমঃ ।
নির্কির্শেষতাপ্রতিপাদনার্থত্বাচ্ছ্রুতীনাং । সবিশেষতায়ামপি “বস্তুভাবস্তাৎ পৃথিব্যাং
তেজোময়ঃ” ইত্যাদীনাং শ্রুতীনাং ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরত্বাদেকত্বনানাত্বমোশৈ-
কশ্চিন্নসম্বাদেকত্বাৎ তেনৈব নানাত্বপ্রতিপাদনপর্যবসানাৎ । নানাত্বস্ত প্রমাণাস্তর-
সিদ্ধত্বানুবাৎসরাদেকত্বস্ত চানধিগতের্কির্শেষত্বোপপত্তেৰ্ভেদদর্শননিন্দয়া চ সাক্ষাদভূত-
সীভিঃ শ্রুতিভিবেদেদপ্রতিপাদনাদাকাববদব্রহ্মবিষয়াণাঞ্চ কাসাঞ্চিচ্ছ্রুতীনাং উপাসনা-
পবস্তমসতি বাধকেহস্তপরাধচনাৎ প্রতীয়মানমপি গৃহ্যতে । যথা দেবতানাং বিগ্রহ-
বস্তুম্ । সন্তি চাত্র সাক্ষাদ্ভূতপবাদেনাদৈতপ্রতিপাদনপরাঃ পতশঃ শ্রুতয়ঃ ।
কাসাঞ্চিচ্ছ্রুতীনাং দৈতভিধানীনীনাং তৎপ্রবিলম্বপবস্তুম্ । তস্মাৎনির্কির্শেষমেকরূপং
শ্রুতিবাক্যেব অনুবোধে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ নির্কির্শেষ এই দ্বিরূপ
হইলেও হইতে পারে । এই প্রথম পক্ষেব প্রাপ্তিতে সূত্রকাব বলিতেছেন,—

পবব্রহ্মণ স্বতঃ উভয়লিঙ্গতা অর্থাৎ সবিশেষ-নির্কির্শেষ এই দ্বৈরূপ্য উপপন্ন
হয় না । বস্তু এক অথচ তাহা বিশেষ বিশেষ রূপাদিযুক্তও বটে, এবং তদ্বিপরীত
অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বা নির্কির্শেষও বটে ; ইহা কোনও ব্যক্তির স্বীকার্য্য নহে ।
কেন-না, তাহা বিবুদ্ধ । [অস্ত...স্থাপিতত্বাৎ] এক বস্তু স্বতঃ দ্বিরূপ না হউক,
কিন্তু স্থানাদি উপাধিব দ্বারা দ্বিরূপ হইতে ত পারে ? দেখিতে গেলে তাহাও
অনুপপন্ন বা অনুপযুক্ত । উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্ত প্রকার হয় না ।
হওয়ার সম্ভাবনাও নাই । স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিক কি কখনও অলক্তকাদি (অলক্তক =
আলতা) উপাধির যোগে (মেলনে) অস্বচ্ছস্বভাব হয় ? তবে যে রক্ত-স্ফটিক
বলিয়া প্রতীতি হয়, সে প্রতীতি ভ্রম (মিথ্যা) । পরমাত্মার উপাধি অবিজ্ঞা ও
অবিজ্ঞানিত পদার্থ ; সে জ্ঞত সে সকল মিথ্যা । মিথ্যার দ্বারা কেবল আবরণ
ব্যতীত সত্যেব অন্ত কোন বৈপরীত্য ঘটে না । [অশশ্চা...দিশ্রুতে] অতএব,

শচান্তরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পকমেব
ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্”
ইত্যেবমাদিষপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ॥৩২।১১॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমত-

দ্বচনাৎ ॥ ৩।২।১২ ॥*

অথাপি স্মাৎ, যদুক্তং নির্বিকল্পকমেকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম, নাস্ত
স্বতঃ স্বানতো বোভয়লিঙ্গত্বমস্তুতি, তন্মোপপদ্যতে। কস্মাৎ ?
ভেদাৎ। ভিন্না হি প্রতিবিদ্যাং ব্রহ্মণ আকারা উপদিশ্যন্তে—
চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকলং ব্রহ্ম, বামনীত্বাদিলক্ষণং ব্রহ্ম,
ত্রৈলোক্যশরীরবৈশ্বানরশব্দোদিতং ব্রহ্ম—ইত্যেবজ্ঞাতীয়কাঃ।
তস্মাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোহভ্যুপগন্তব্যম্।

চৈতন্যৈকরসং সদব্রহ্ম। পরমার্থতোহবিশেষাশ্চ সর্বগন্ধ-বামনীত্বাদয় উপাধি-
বশাদধ্যস্তা ইতি সিদ্ধম্। শেষমতিরোহিতার্থম্।

অত্র কেচিদ্ধে অধিকরণে কল্পগন্তীতি—কিং সলক্ষণঞ্চ প্রকাশলক্ষণঞ্চ ব্রহ্ম ?
কিং সলক্ষণমেব ব্রহ্মোত প্রকাশলক্ষণমেবেহি। তত্র পূর্বপক্ষং গৃহীতি ॥৩২।১১॥

[রত্নপ্রভা। ভিন্নতঃ ইতি ভেদো বিশেষঃ। নির্বিশেষত্বতাবপি বিশেষত্বাপি
প্রত্যেকভয়রূপত্বং স্মাদিতি শব্দাং ব্যাচষ্টে—অথাপি স্মাদিতি।

অন্ততর রূপ স্বীকার কবিত্তে হইলে নির্বিশেষরূপই স্বীকার্য অর্থাৎ সর্বপ্রকার
বিশেষরহিত নির্বিকল্পক ব্রহ্মই উপাসকের ক্ষেত্র, এই পক্ষই শ্রেয়ঃ। ব্রহ্মস্বরূপ
প্রতিপাদক “তিনি অশব্দ, অরূপ, অস্পর্শ” ইত্যাদি সমুদায় বেদান্ত-বাক্যে
নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই উপদেশ হইয়াছে। সেই সকল উপদেশ ঐ সিদ্ধান্তের (পক্ষের)
পোষক প্রমাণ ॥ ৩।২।১১ ॥

বদি এমন বল যে, ব্রহ্মকে নির্বিকল্পক একরূপ এবং তাঁহার কি স্বতঃ কি
পরতঃ (উপাধিযোগে) কোনও রূপে ভেদ নাই বলা হইল, কিন্তু তাহা উপপন্ন
হয় কৈ ? প্রতি উপাসনাতেই যে, বিভিন্নাকারে ব্রহ্মের উপদেশ আছে, যথা—
চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকল ব্রহ্ম, বামনীত্বাদিগুণবুক্ত ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীর ব্রহ্ম, বৈশ্বা-
নর ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে অনেক প্রকার ভেদ কথন আছে ; সুতরাং ঐ সকল
অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও স্বীকার্য।

* ভেদাৎ প্রত্যো ভিন্নাকারতয়া ব্রহ্মণ উপদেশাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোহঙ্গীকর্তব্যমিতি ন।
হেতুমাং—প্রতি। প্রত্যেকং প্রত্যাধিভেদং অতঃস্বচনাৎ অভেদকথনাৎ। উপাধিভেদেনাভি-
হিতেহপি ভেদেভেদ এব ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় ইতি তাৎপর্যার্থঃ।

প্রতিতে ভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ থাকিলেও ব্রহ্মেব সবিশেষত্ব অঙ্গীকার্য নহে। কারণ,
ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সে সকল অতঃস্বচ অর্থাৎ ভিন্নবাচক নহে।
অতিপ্রায় এই যে, অস্পন্দ (নির্বিশেষ) উপদেশেই সে সকলের তাৎপর্য।

ননুক্তং নোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি । অয়মপ্যবিরোধঃ, উপাধিকৃতত্বাদাকারভেদস্য । অন্যথা হি নির্বিষয়মেব ভেদশাস্ত্রং প্রসজ্যেতেতি চেৎ ; নেতি ক্রমঃ । কুতঃ ? প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ । প্রত্যাপাধিভেদং হভেদমেব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রং “যশ্চায়মশ্রুত্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মা শারীর-স্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব সঃ, যোহয়মাত্মা” ইত্যাদি । অতশ্চ ন ভিন্নাকারযোগে ব্রহ্মণঃ শক্যতে বক্তুন্ম । ভেদশ্রো-পাসনার্থত্বাদভেদে তাৎপর্যাৎ ॥ ৩।২।১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ৩।২।১৩ ॥*

অপি চ, এবং ভেদদর্শনিনিন্দাপূর্ব্বকমভেদদর্শনমেবৈকে শাখিনঃ সমামনস্তি—

পূর্ব্বোক্তং বিরোধং স্মারয়তি—ননুক্তমিতি । ভেদশ্রুতিপ্রামাণ্যার্থমোপাধিক-রূপভেদস্বীকারাদবিরোধ ইতি সমাধ্যর্থঃ । কিমুপাধিগত এষ রূপভেদো ব্রহ্মণ্যুপ-চর্য্যতে ধ্যানীর্থমুতোপাধিযোগাৎ সত্যবিরুদ্ধরূপবত্ত্বা ব্রহ্মণো ভেদো ভবতীতি । আত্মেহস্মদিষ্টসিদ্ধিঃ, দ্বিতীয়ে ভেদশ্রুত্যা দৃশয়তি নেতি ক্রম ইতি ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।১২ ॥

[রত্নপ্রভা । ষৈতনিন্দাপূর্ব্বকমভেদোক্তেণ নির্বিণেয়ং তদ্ব্যমিতি হত্রার্থমাহ—

[ননুক্তং...বচনাৎ] যদি বল, ব্রহ্মের যে, দ্বৈক্য অসম্ভব, সে কথা বলা হই-
য়াছে, দেখান হইয়াছে ; তাহার প্রত্যুত্তর—সে রূপ ষৈক্য বা সে রূপ-ভেদ বিরুদ্ধ
নহে । কেন না, তাহা উপাধিকৃত । (ভেদ উপাধিক, অভেদ বাস্তব) । ইহা
অস্বীকার করিলে ভেদবাদী শাস্ত্রের স্থল থাকে না । এই মতের প্রতিবাদার্থ
সূত্রকার বলেন, তাহাও নহে । কারণ, শাস্ত্র প্রত্যেক উপাধিকভেদে ভেদবিপ-
রীত (অভেদ) বলিয়াছেন । [প্রত্যাপাধি...ইত্যাদি] ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক
উপাধি অনুসারে ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও অভেদপক্ষেই শ্রুতির
তাৎপর্য এবং শ্রুতি সাক্ষাৎ অভেদবোধক-শব্দেও তাহা শুনাইয়াছেন । যথা—
“যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, যিনি এই শরীরে আধ্যাত্মিক
তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি এই—যিনি এই আত্মা ।” ইত্যাদি ।
[অতশ্চ...তাৎপর্যাৎ] এতদ্বারা ব্রহ্মের ভিন্নাকার সম্বন্ধ শাস্ত্রীয় নহে, এ কথা
বলা হইল না ; বলা হইল, ভিন্নাকার যোগ পারমার্থিক নহে । ভেদের কথন
উপাসনার্থ, কিন্তু তাহার তাৎপর্য অভেদে ॥ ৩।২।১২ ॥

এক শাখা (বেদভাগ) ভেদদর্শনের নিন্দা ও অভেদ-দর্শনের উপদেশ

* একে শাখিনঃ, এবং ভেদদর্শননিষেধপূর্ব্বকমভেদং আহঃ ।

কোন কোন শাখা ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া অভেদদর্শনের উপদেশ করিয়াছেন ।

“মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ॥” ইতি ।

তথ্যন্তেহপি—

“ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মহা,

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্ম মে তৎ ।”

ইতি সমস্তস্য ভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃলক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈক-
স্বভাবতামধীয়তে ॥ ৩।২।১৩ ॥

কথং পুনরাকারবদ্বপদেশিনীষনাকারোপদেশিনীষু চ ব্রহ্ম-
বিষয়াস্তু ঋতিষু সতীষনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে, ন পুনর্বি-
পরীতমিত্যেতদ্বত্তরং পঠতি—

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩২।১৪॥ *

রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং, ন রূপাদিমং ।

কস্মাৎ ? তৎপ্রধানত্বাৎ—

অপি চেতি । ভোক্তা জীবঃ, ভোগ্যং শব্দাদি, তয়োঃ প্রেরিতারমীষরং চ মহা
বিচার্য্য মে মম প্রোক্তং তৎ সর্বং ত্রিবিধং ব্রহ্মৈবেতি জানোয়াদিত্যর্থঃ ॥
ইতি বক্তৃপ্রভা ॥৩২।১৩॥

[রক্তপ্রভা । দ্বিবিধঋতিষু সতীষু নির্বিশেষত্বে কিং নিয়ামকমিতি শঙ্কতে । কথং

করিয়াছেন। যথা—“এই ব্রহ্ম সুসংস্কৃত মনের প্রাপ্য । ইহাতে কেহনও রূপ
নানাস্ব (ভেদ) নাই । যে ইহাতে বুঝা নানাস্ব দেখে, সে মৃত্যুর পর মরণ
প্রাপ্ত হয় ।” “জীব, জীবদৃশ্য শব্দাদিবিষয় ও তদুভয়ের নিয়ন্তা ঈশ্বর, এই
তিনকে মনন (বিচার) করিলে মহত্ত্ব ত্রিবিধ ব্রহ্ম জানিতে পারিবেক ।”
এই ঋতি ভোগ্য ভোক্তা ও নিয়ন্তা,—এতলক্ষণ প্রপঞ্চের ‘ব্রহ্মস্বভাবতা’
বলিয়াছেন ॥ ৩।২।১৩ ॥

[কথং...পঠতি] যদি কেহ বলেন, সাকার নিরাকার উভয়বোধক ঋতি-
বাক্যই আছে, অথচ নিরাকার ব্রহ্ম স্থির করা হয়, সাকার স্থির করা হয় না,
এতৎ প্রাতি কারণ ? সূত্রকার তাহার উত্তর দিতেছেন—

ব্রহ্ম রূপাদি রহিত, ইহাই স্থির করা কর্তব্য । রূপাদিমং অর্থাৎ সাকার স্থির
করা কর্তব্য নহে । কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্যানিচয় তৎ-

* ব্রহ্ম অরূপবদেব রূপাদিরহিতমেব ।^১ হি বতঃ, তৎপ্রধানত্বাৎ রূপাদিরহিতব্রহ্মতাংপর্য্য-
কত্বাৎ ঋতীনামিতি শেষঃ ।

ব্রহ্ম রূপাদিবর্জিত । হেতু এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক ঋতিসমূহ, সমস্তই অরূপব্রহ্মপ্রধান অর্থাৎ
নিগুণ ব্রহ্মই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য্য ।

“অস্থূলমনগ্ৰহস্বমদীৰ্ঘম্”, “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং”,
 “আকাশোবৈ নামরূপয়োনির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম”,
 “দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হৃজঃ”, “তদেতদ্ব্রহ্মা-
 পূর্ব্বমনপরমনস্তরমবাহুম্”, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ” ইত্যেব-
 মাদীনি হি বাক্যানি নিশ্চপঞ্চব্রহ্মাত্তত্ত্বপ্রধানানি নার্থান্তর-
 প্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং “তত্ত্ব সমম্বয়াৎ” ইত্যত্রে ।

তস্মাদেবজ্ঞাতীয়কেষু বাক্যেষু যথাক্রমং নিরাকারমেব
 ব্রহ্মাবধারণ্যিতব্যম্, ইतरাণি স্বাকারবদ্বন্ধবিষয়াণি বাক্যানি ন
 তৎপ্রধানানি । উপাসনাবিধিপ্রধানানি হি তানি । তেষসতি
 বিরোধে যথাক্রমশ্চয়িতব্যম্, সতি তু বিরোধে তৎপ্রধানাত্ত-
 তৎপ্রধানেভ্যো বলীয়াংসি ভবন্তীতি—এষ বিনিগমনায়াং হেতুঃ—
 যেনোভয়াস্বপি ক্রতিষু সতীষ্বনাকারমেব ব্রহ্মাবধারণ্যে, ন
 পুনর্বিপরীতমিতি ॥ ৩।২।১৪ ॥

কা তর্হ্যাকারবদ্বিষয়াণাং ক্রতীনাং গতিরিত্যত আহ—

পুনরিতি । তৎপরাতৎপরবিরোধে তৎপরং বলবদিতি ত্রয়ো নিয়ামক ইত্যাহ
 অরূপবদেবেতি । উপাসনপরবাক্যেষু আকারে তাৎপর্য্যভাবেহপি দেবতাবিগ্রহ-
 বদাকারসিদ্ধিমাশঙ্ক্য নিশ্চপঞ্চপরক্রতিবিরোধাৎ নৈবমিত্যাহ—তেষসতীতি ॥
 ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।১৪ ॥

প্রধান অর্থাৎ নিরাকারব্রহ্মপ্রধান । সে সকল বাক্য নিরাকার ব্রহ্মই মুখ্যরূপে
 প্রতিপাদন করে । “তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম (পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্র) নহেন, দ্রুশ্ব
 নহেন, দীর্ঘও নহেন”, “অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়” “প্রসিদ্ধ আকাশ নামের
 ও রূপের নির্মাহক । নাম ও রূপ যাহার অন্তরে, তিনি ব্রহ্ম”, “তিনি দিব্য, মূর্ত্তি-
 হীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, স্তুরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ অর্থাৎ জন্ম-
 রহিত”, “সেই এই ব্রহ্ম অর্পূর্ব্ব, অনপর, অনস্তর, অবাহু”, “এই আত্মা ব্রহ্ম ও
 সকলের অন্তত্বভিষ্বরূপ”, এই সকল বাক্য যে, মুখ্যরূপে নিশ্চপঞ্চ ব্রহ্মাত্তত্ত্বাব-
 বোধ করায়, তাহা “তত্ত্ব সমম্বয়াৎ” সূত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে ।

[তস্মা...আহ] সেই জন্তই বলি, ঐ সকল ক্রতিতে শব্দানুযায়ী নিরাকার
 ব্রহ্মপ্রধান এবং সাধারণব্রহ্মবোধক বাক্য-রাশিকে উপাসনাবিধি-প্রধান বলিয়া
 অবধারণ কর । অপিচ, সে সকলের মধ্যে বিরোধ না থাকে ত যথাক্রম অর্থ
 গ্রহণ কর । বিরোধ থাকিলে তৎপ্রধান বাক্যের বলবত্তা আশ্রয় কর । এই
 বিনিশ্চয়ের এতি হেতু—সাকার নিরাকার এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবোধক ক্রতি থাকি-
 লেও নিরাকার ক্রতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ ॥ ৩।২।১৪ ॥

প্রকাশবচাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ৩।২।১৫ ॥*

যথা প্রকাশঃ সৌরশচান্দ্রমসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানো-
হঙ্গুল্যাভ্যুপাধিসম্বন্ধান্তেষু ঋজুবক্রাদিভাবস্প্রতিপত্ত্যমানেষু তদ্ভাব-
মিব প্রতিপত্ততে, এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাভ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তদাকার-
মিব প্রতিপত্ততে। তদালম্বনো ব্রহ্মণ আকারবিশেষোপদেশ
উপাসনার্থো ন বিরুদ্ধ্যতে। এবমবৈয়র্থ্যমাকারবদব্রহ্মবিষয়াণা-
মপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি। ন হি বেদবাক্যানাং কশ্চচিদর্থবদ্বৎ
কশ্চচিদনর্থবদ্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্ত্বং, প্রমাণত্বাবিশেষাৎ। নম্বেব-
মপি যৎ পুরস্তাৎ প্রতিজ্ঞাতং—নোপাধিযোগাদপ্যুভয়লিঙ্গত্বং
ব্রহ্মণোহস্তীতি, তদ্বিরুদ্ধ্যতে। নেতি ক্রমঃ। উপাধিনিমিত্তস্ত
বস্তুধর্মতানুপপত্তেঃ। উপাধীনাঞ্চাবিচ্ছাপ্রভূত্বপন্থাপিতত্বাৎ।
সত্যমেব চ নৈসর্গিক্যামবিচ্ছায়াং লোকবেদব্যবহারান্ধারু ইতি
তত্র তত্রাবোচাম ॥ ৩।২।১৫ ॥†

চকারাৎ সচ্চ। “অবৈয়র্থ্যাৎ” ব্রহ্মণি সচ্ছতেঃ ॥ ৩।২।১৫ ॥

বলিতে পার যে, তবে সাকার-বোধিকা শ্রুতির গতি কি? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ
বলিতেছেন—

যেমন সূর্য্যাসম্বন্ধীয় অথবা চন্দ্র-সম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া* অবস্থান
করিলেও, তাহা ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধির সংসর্গে (সম্পর্কে)
ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্তের স্থায় হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও পৃথিব্যাди-উপাধি-সংসর্গে
পৃথিব্যাদির আকার-প্রাপ্তের স্থায় হন। অতএব, উপাসনার উদ্দেশ্যে পৃথিব্যাদি
উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে, আকার-বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ বা
বিরুদ্ধ নহে। সাকারব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য সকল ঐরূপে অব্যর্থ অর্থাৎ সার্থক
জানিবে। বেদবাক্যের কতক সার্থক, কতক নিরর্থক, এরূপ বিবেচনা করা
অগ্রায্য। সমস্ত বেদবাক্যই প্রমাণ। সে বিষয়ে কোনরূপ ইতর-বিশেষ নাই।
[নম্বেবমপি...বোচাম] যদি এমন বল যে, ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ

* একরূপোহপ্যালোকো যথোপাধিসম্পর্কীভূত্বধর্মবানিব ভবতি, তথা ব্রহ্মাপ্যুপাধিসম্পর্ক-
ভূত্বধর্মবদিব ভবতীতি প্রতিপত্তব্যং, অবৈয়র্থ্যাৎ সাকারবিষয়কবাক্যানামর্থবদ্বাদর্থবদ্ব্যগ্নেতি বাবৎ।

সাকার ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য নিরর্থক হইবে, তাহাও সার্থক। সেই সার্থক্যের দ্বারা পাণ্ডা যায়,
জানা যায়, ব্রহ্ম উপাধিপক্ষপাতী আলোকের সমান। অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি যখন যেরূপ হয় বা
থাকে, আলোকও তখন তদাকারাকারিতরূপে দৃষ্ট হয়। এইরূপ ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধির
অনুরূপে অনুভূত হয়।

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ৩ । ২ । ১৬ ॥*

আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্বিশেষং ব্রহ্ম “স যথা সৈন্ধবঘনোহনস্তরোহবাছঃ কৃৎস্নো রসঘন এব,এবং বা অরেহয়মান্তরোহবাছঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব” ইতি । এতদ্ব্যুৎ ভবতি—নাস্ত্যান্নোহন্তর্ব্বাহির্বা চৈতন্যাদন্য-দ্রুপমন্তি, চৈতন্যমেব তু নিরন্তরমশ্চ স্বরূপম্ । যথা সৈন্ধবঘন-

সিদ্ধান্তয়তি—

প্রকাশমাত্রম্ । ন হি সত্ত্বং নাম প্রকাশরূপাদন্য—যথা সর্ব্বগন্ধাদয়ঃ, অপি তু প্রকাশরূপমেব । সদিতি নোভয়রূপং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ । তদেতদনেনোপগন্তু দৃষিতম্ । সত্ত্বপ্রকাশয়োরেকত্বে নোভয়লক্ষণম্ । ভেদে ন স্থানতোহপীতি নিরাকৃতমিতি নাধিকরণান্তরং প্রযোজয়তি । পরমার্থতত্ত্বভেদ এব প্রকর্ষপ্রকাশ-বদিতি । সর্ব্বোৎ সাধারণে প্রবিলম্বার্থে সতি “অল্পপদেব হি তৎপ্রধানহাৎ” বিনিগমনকারণবচনমনবকাশঃ স্তাৎ । এবং হি তত্ত্বাবকাশঃ স্তাদ্, যদি কাশ্চি-দুপাসনাপরতন্ত্র-রূপমাচক্ষীরন্, কাশ্চিন্নীকূপ-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপৰা ভবেয়ুঃ । সৰ্ব্বা-সাত্ত্ব প্রবিলম্বার্থে ন নীকূপব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থে উক্তো বিনিগমনহেতুর্ন স্তাদি-ত্যর্থঃ । একবিনিয়োগপ্রতীতে: প্রযোজদর্শপূর্ণমাসবাক্যবদিত্যধিকাবাতিপ্রায়ম্ । অহবন্ধভেদাত্তু ভিন্নোহনয়োরাপি নিয়োগ ইতি ॥ ৩ । ২ । ১৫ ॥

ভামতী—॥৩।২।১৬॥

উপাধিযোগেও পরব্রহ্মের উভয়চিহ্নতা (সাকার ও নিরাকার এই, বৈকল্য) অসম্ভব, সম্প্রতি আবার বলা হইল, পৃথিব্যাदि উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম তদাকার প্রাপ্তের ভ্রায় হন, স্তত্রাং পূর্বাপর বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইল, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরুদ্ধ হয় নাই । কেননা, বাহ্য উপাধিসমূহের নিমিত্ত (কারণ), তাহা বস্তুর ধর্ম্ম (স্বভাব) নহে ; তাহা অবিজ্ঞাকৃত । উপাধিমাত্রই অবিজ্ঞাকর্তৃক উপস্থাপিত । স্বাভাবিকী অবিজ্ঞা থাকাতেই লৌকিক, ব্যবহার ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার অন্তরিত হইয়াছে বা আছে, এ কথা তত্ত্বপ্রসঙ্গে বলা হইবে ও হইয়াছে ॥ ৩ । ২ । ১৫ ॥

শ্রুতিও বলিয়াছেন, এক নির্বিশেষ, একাকার ও কেবল চৈতন্য । যথা—“যজ্ঞপ লবণপিণ্ড অনন্তর, অবাস্ত, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তজ্জপ এই আত্মা ও অনন্তর, অবাস্ত, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন (কেবল চৈতন্য) ।” ইহাতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মার অন্তর্কীহ নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা আকার নাই । নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সার্বকালিক রূপ । যজ্ঞপ লবণপিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে

* তন্মাত্রং চৈতন্যমাত্রং আহ শ্রুতিরিত্যি শেষঃ ।

শ্রুতিও ব্রহ্মকে চিদেকবস বলিয়াছেন ।

শ্রান্ত্বর্কহিচ্চ লবণরস এব নিরন্তরো ভবতি, ন রসান্তরন্তথৈবায়-
মপীতি ॥ ৩।২।১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্যতে ॥ ৩।২।১৭ ॥

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্বিশেষঃ
“অথাত আদেশো নেতি নেতি।” “অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো
অবিদিতাদধি” ইতি। “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা
সহ” ইত্যেবমাখ্যা। বাঙ্কলিনা চ বাহ্বঃ (ধঃ) পৃষ্ঠঃ সম্ভবচনেনৈব
ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রুয়তে “স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।
স তুষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ—
ক্রমঃ খলু, ত্বন্তু ন বিজানাস্যপশান্তোহয়মাত্মা” ইতি। তথা
স্মৃতিষপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে—

[রত্নপ্রভা। বিধি শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পরনিষেধেন ব্রহ্মোপদেশাৎ নিস্ত্রপঞ্চ
ব্রহ্মেত্যাহ—দর্শয়তি চেতি। অথ বৈতোজ্যনন্তরং জ্ঞানহেতুহ্মানেতি নেতু্যপদেশঃ
ক্রিয়তইত্যর্থঃ। অধি অতঃ। পুনঃ পুনরধীহি ভো ইতি নির্বন্ধকার্ণকঃ তং দ্বিতীয়ে
তৃতীয়ে চ প্রপ্নে তুষ্ণীস্তাবং তাক্ষা উবাচ। উপশান্তো নিরন্তরতঃ। অতন্তু
তুষ্ণীস্তাব এবোত্তরমিতি। সৌত্রিচ্চ অথোপশান্তার্থকঃ। আদিমৎকার্য্যং তন্ন
লবণরস, রসান্তর নাই, তজপ, আত্মাও অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্তরূপী, তাঁহাতে
চৈতন্ত্যতিরিক্ত রূপ নাই।

শ্রুতি-পর-রূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—
“দ্বৈত কণনের পর জ্ঞানকাবণ বলিয়া না, না, অর্থাৎ ইহা নহে তাহাও ব্রহ্ম নহে,
এইরূপে উপদেশ করা হয়।” “তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও
উপরে—পৃথক্।” “বাক্য ও মন যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য যাহাকে
বলিতে ও মন যাহাকে মনন করিতে পারে না তিনিই ব্রহ্ম” ইত্যাদি। [বাঙ্ক-
লিনা...ইতি] শ্রুতিদ্বৈত আরও শুনা যায়, বাঙ্কলি-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব
নিরন্তরতার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। বাঙ্কলী “হে ভগবন্, ব্রহ্ম অধ্যয়ন
করান্।” এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাহ্ব নিরন্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়
বার “ব্রহ্ম বলুন” বলিলে তিনি বলিলেন, “আমিই নিশ্চয় বলিতেছি, তুমিই জানিতে
পারিতেছ না যে, এই আত্মা উপশান্ত অর্থাৎ অখণ্ডকরস অর্ধৈত।” (অভিপ্রায়
এই যে, নির্বিশেষত্ব হেতু তাহা বাক্যপথের অতীত, বলিবার অযোগ্য, স্তম্ভরায়
নিরন্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর।) [তথা...মাত্তাস্তু] স্মৃতিতেও
রূপপ্রতিষেধপূর্বক ব্রহ্মোপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—“বাহা জ্ঞেয়,

* দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অথো অপি স্মর্যতে স্মৃত্যবৃত্তান্তার্থঃ।

শ্রুতি তজপ ব্রহ্মের উপদেশ কবিয়াছেন এবং স্মৃতিও তাহা বলিয়াছেন।

“জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বাত্মমশ্নুতে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসচ্চ্যুতং ॥”

ইত্যেবমাশ্বাস্ত্র । তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদ-
মুবাচেতি স্মর্যতে—

“মায়া হ্যেয়া ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ ।

সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥” ইতি ॥৩২।১৭॥

অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥৩২।১৮॥*

যত এব চায়মাত্মা চৈতন্যস্বরূপো নির্বিশেষো বাঙ্মনসাতীতঃ
পরপ্রতিষেধেনোপদেশ্যঃ, অত এব চাস্ত্রোপাধিনিমিত্তায়মপার-
মার্থিকৌ বিশেষবস্তামভিপ্রৈত্য জলসূর্য্যকাদিবদিত্যুপমোপাদীয়তে
মোক্শশাস্ত্রেণ—

ভবভীত্যানাদিমং । সৎ ইন্দ্রিয়বেত্তম্ । অসৎ পরোক্ষং ন, স্বপ্রকাশাদিত্যর্থঃ ।
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং মাং দ্রষ্টুমর্হসি, পশ্যসীতি যৎ, সা মায়া । অত
এব সঠেষতো ভগবানিতি মাং দ্রষ্টুং নার্হসি, বস্তুতো বৈতাতীতবাদিত্যর্থঃ ॥ ইতি
রত্নপ্রভা ॥ ৩২।১৭ ॥]

[রত্নপ্রভা । কিঞ্চ, যথা জলদ্যুপাধিকল্পিতঃ সূর্য্যচন্দ্রাদের্ভেদচলনাদিধর্ম্মঃ, এব-
মাত্মন ইতি দৃষ্টান্তঃ । ঐশ্বর্য্যেচ নির্বিশেষং তত্ত্বমিত্যাহ—অত এব চোপমেতি ।

তাহা বলিতেছি । বাহার জ্ঞানে জীব মুক্তিলাভ করে, তাহাই জ্ঞেয় । জ্ঞেয় পর
ব্রহ্ম অনাদি । তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, এইরূপে অভিহিত হন ।” (সৎ =
প্রত্যক্ষ । অসৎ = পরোক্ষ । [তথা...ইতি] সূত্রান্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে
বলিতেছেন—“তুমি যে আমাকে দিব্যগন্ধাদিযুক্ত অর্থাৎ স্তম্ভিবিশিষ্ট দেখিতেছ,
ইহা মায়া । ইহা আমারই সৃষ্ট । একরূপ (মায়িকরূপধারী) না হইলে আমাকে
জানিতে পারিতে না” ॥ ৩২।১৭ ।

বেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নির্বিশেষ, বাক্য মনের অগোচর, এবং পররূপ
(অনায়রূপ) প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ, সেই হেতু মোক্ষশাস্ত্রে তাঁহার উপাধিকৃত
মিথ্যা বিশেষভাব প্রদর্শনার্থ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে । যথা—“যদ্রূপ
এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জগৎপূর্ণ ঘটে অমুগত (প্রতিবিম্বিত)
হওয়ায় বহুর ত্রায় হন, তদ্রূপ, এই জ্ঞানাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও

* নির্বিশেষম্বেব তত্ত্বমিত্যাশ্রয়াদেব কারণাৎ জলসূর্য্যকাদিবদিত্যুপমা দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে
মোক্শশাস্ত্রেণিতি যোজনা ।

বেহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্মই তত্ত্ব, সেই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে । (জলসূর্য্য
—জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব । সূর্য্য এক, কিন্তু বহু জলরূপ উপাধির দ্বারা তাহার বহুত্ব ভ্রম হয় ।
এতদদৃষ্টান্তে অমুগত ব্রহ্মের ও ব্রহ্মাদি উপাধির দ্বারা বহুত্ব ভ্রম নিশ্চিত হয়) ।

“যথা হুয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্থা-

নপো ভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন্।

উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো

দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোহয়মাত্মা” ॥ ইতি।

“এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥”

ইতি চৈবমাদিমু ॥ ৩। ২। ১৮ ॥

অত্র প্রত্যবস্থীয়তে—

অম্বুবদগ্রহণাতু ন তথাত্ম ॥ ৩। ২। ১৯ ॥

ন জলসূর্যাদিতুল্যত্বমিহোপপদ্যতে, তদ্বদগ্রহণাৎ। সূর্য্যা-
দিভ্যো হি মূর্ত্তেভ্যঃ পৃথগ্ভূতং বিপ্রকৃষ্টদেশং মূর্ত্তং জলং গৃহ্যতে,

জলবিশ্বত্বাকাষণে সূর্য্যস্তাভাসয়ন্তোত্তনায়* সূর্য্যকেতি ক-প্রত্যয়ঃ। যথায়ং
জ্যোতিঃস্বৰূপো বিবস্থান্ স্বত একোহপি ঘটভেদেন ভিন্না অপোহনুগচ্ছন্ বহুধা
ক্রিয়তে, এবমজোহয়মাত্মা দেবঃ স্বপ্রকাশ একোহপ্যুপাধিনা মায়য়া ক্ষেত্রে-
ষনুগচ্ছন্ ভেদরূপঃ ক্রিয়ত ইতি যোজন্য ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২। ৩। ১৮ ॥]

[রত্নপ্রভা। ইহাশ্রুত্যানুদৃষ্টান্তবৈষম্যাশঙ্কাসূত্রম্ অম্বুবদিতি। আত্মানৌহরূপত্বাৎ

মায়্যাকপ উপাধির বাবা বহু ক্ষেত্রে (বহু দেহে) অনুগত হওয়ায় বহুর স্ভাৱ
হইতেছেন।” ‘একই ভূতাত্মা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ভূতে (দেহে) অবস্থিত
হইয়া জলচন্দ্রব স্ভাৱ (জলে সে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই এ স্তলে জলচন্দ্র)
এক ও বহু প্রকারে দৃশ্য হন।’ ইত্যাদি ॥ ৩। ২। ১৮ ॥

পূৰ্ব্বপক্ষকারিগণ এই স্থানে মন্তকোত্তোলন কৰেন অৰ্থাৎ আপত্তি করেন—
আত্মাতে জলসূর্য্যের সাদৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে,
সে প্রকাৰে তাঁহার গ্রহণ (জ্ঞান) হয় না। *জল মূর্ত্ত, সূর্য্যও মূর্ত্তপদার্থ, পরন্তু
সূর্য্যাদি মূর্ত্তপদার্থ হইতে মূর্ত্ত জল পৃথক্ ও দূৰ্বেশস্ব বলিয়া গৃহীত হয়। (জলকে

* জলং যথা গৃহ্যতে জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়তে, ন তথাত্মা। তস্মাৎ ন তথাত্মনোপাধিকভেদবৎ
প্রত্যোভ্যাস, অরূপত্বাৎ দূরত্বোপাধ্যাত্বাচ্চ। মায়য়া বুদ্ধাদিভাৱনঃ প্রতিবিম্বভেদো ন বুদ্ধ
ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তবৈষম্যপ্রদর্শনসুত্রমেতৎ।

আত্মা জলের স্ভাৱ মূর্ত্তপদার্থ নহেন, সে জন্ত তাঁহাতে প্রোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। দৃষ্টান্ত
সঙ্গত না হওয়ার ফলস্বরূপ উপাধিক ভেদ অগ্রাহ্য হয়। (এটা পূৰ্ব্বপক্ষ-সূত্র)

তত্র যুক্তঃ সূর্যাদিপ্রতিবিশ্বোদয়ঃ ন স্বাত্মাহমূর্ত্তঃ, ন চাত্মাৎ
পৃথগ্ভূতা বিপ্রকৃষ্টদেশাশ্চোপাধয়ঃ, সৰ্ব্বগতত্বাৎ সৰ্বানন্ত-
ত্বাচ্চ। তস্মাদযুক্তোহয়ং দৃষ্টান্ত ইতি ॥ ৩। ২। ১৯ ॥

অত্র প্রতিবিধীয়তে—

বুদ্ধি-হাসভাস্ত্রমন্তর্ভাবাত্তয়সামঞ্জস্য-

দেবম্ ॥ ৩। ২। ২০ ॥*

যুক্ত এব ত্বয়ং দৃষ্টান্তঃ ; বিবক্ষিতাংশসম্ভবাৎ। ন হি দৃষ্টান্ত-
দাষ্টান্তিকয়োঃ কচিৎ কিঞ্চিদিবক্ষিতমংশং যুক্তম্। সৰ্বসারূপ্যং
কেনচিদদর্শয়িত্বং শক্যতে। সৰ্বসারূপ্যে হি দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তিক-
ভাবোচ্ছেদ এব স্যাৎ। ন চেদং স্বমনীষিকয়া জলসূর্য্যাদি-

দূরহোপাধ্যভাবাচ্চ মায়য়া বুদ্ধ্যাদিষু প্রতিবিষভেদে ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ইতি
রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ১৯ ॥]

[উপাধ্যস্ত্রাস্ত্রেন তৎকল্পিতধর্মবস্তুমত্র বিবক্ষিতাংশঃ, তেন সাম্যেন সমাধান-
সূত্রম্—বুদ্ধিহাসেতি। দৃষ্টান্তসাম্যোহপি নীকপাশ্বানঃ প্রতিবিষং স্ববুদ্ধ্যা কথং

পৃথক্ ও দূরত্ব রূপে জানা যায়)। অতএব জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্বের উদয় সঙ্গত
অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু আত্মা অমূর্ত্ত এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ ও দূরত্ব কোনও
উপাধি নাই। না-থাকার কারণ, তিনি সৰ্ব্বগত ও সৰ্ব্বাভিন্ন। সেই জন্তই বলা
হইল, আত্মায় জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত অযুক্ত, অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত নহে।
বিষম দৃষ্টান্তে অভ্রান্ত অনুমান হয় না ॥ ৩। ২। ১৯ ॥

এই আপত্তির সমাধান এই—

ঐ দৃষ্টান্ত ত্রায়া ; হেতু এই যে, উক্ত দৃষ্টান্তেব বিবক্ষিতাংশ সুসম্ভব।
বিবক্ষিতাংশ স্যাতীত দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তিকের সৰ্বসারূপ্য অর্থাৎ সৰ্বাংশে সমানতা
কদাপি কেহ দেখাইতে পারিবেন না। সৰ্বাংশে সমান হইলে-এক হইয়া যায়,
কে দৃষ্টান্ত, কে বা দাষ্টান্তিক, তাহা জানা যায় না ; সুতরাং দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তিকতাব
উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। [নচেৎ...মিতি] অপিচ, ঐ যে জলসূর্য্যক-দৃষ্টান্ত, ঐ

* অন্তর্ভাব উপাধ্যস্ত্রাস্ত্রাৎ উপাধিবিশ্বানুবিধাবিতাদিতি যাবৎ বুদ্ধিহাসভাস্ত্রমিত্যুপ
লক্ষণমুপাধিবর্জিতানিতি পরমার্থঃ। উপাধেজলন্ত 'বুদ্ধৌ প্রতিবিষায়কঃ সূর্য্যো যথা বুদ্ধি-
জজতে ন তু সূর্য্যাস্ত্রপাথেহেহাদেবুদ্ধৌ প্রতিবিষায়কঃ ব্রহ্ম (জীবাত্মা) বুদ্ধিভাক্ ভবতি ন তুঃ
ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ। সমাধানসূত্রমেতৎ। উপাধ্যস্ত্রাস্ত্রাভেন তৎকল্পিতধর্মবস্তুমত্র বিবক্ষিতাংশস্তেন
সাম্যমন্তোবেতি সমাধানসূত্রতাপ্যর্থম্।

• উপাধের পদার্থ উপাধিবর্জের অনুগামী, তদনুসারেই সূর্য্যের ও ব্রহ্মের হাসবুদ্ধাদিভাগিও
উপচরিত, সে অংশে দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিকের সাম্য আছে, সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ অসম
নহে।

দৃষ্টান্তপ্রণয়নম্, শাস্ত্রপ্রণীতস্য ত্বস্য প্রয়োজনমাত্রমুপন্যস্তুতে । কিং পুনরত্র বিবক্ষিতং সাক্ষ্যমিতি । তদুচ্যতে—বুদ্ধিহ্রাস-ভাক্ত্বমিতি । জলগতং হি সূর্য্যপ্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে, জলহ্রাসে হ্রসতি, জলচলনে চলতি, জলভেদে ভিঙতে—ইত্যেবং জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ সূর্য্যস্য তথাত্মমস্তি, এবং পরমার্থতোহবিকৃতমেকরূপমপি সৎ ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যস্ত-ভাবাৎ ভজত ইবোপাধিধর্ম্মান্ বুদ্ধিহ্রাসাদীন্ । এবমুতয়োদৃষ্টান্ত-দার্ঢ়্যাস্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাদবিরোধঃ ॥ ৩।২।২০ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৩।২।২১ ॥*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণো দেহাদিব্যুপাধিষন্তরনু-
প্রবেশং—

কল্যত ইত্যত্রাহ—ন চেদমিতি । শ্রুতং ন কল্যত ইত্যর্থঃ । শ্রুতদৃষ্টান্তস্ত
সূর্য্যকাদিবিং ইতুপত্তাসেন কিং কলমিত্যত আহ—শাস্ত্রেতি । আত্মনো নির্বি-
শেষত্বং কলমিত্যর্থঃ । অবিরোধ ইতি ন বৈষম্যমিত্যর্থঃ । আত্মা প্রতিবিম্বশূন্যঃ
নীরূপদ্রব্যত্বং বায়ুং ইত্যনুমানেন আকাশে ব্যভিচারঃ । অল্পজলৈ বিদুরাকাশ-
প্রতিবিম্বদর্শনাহুপাধিরূপস্বরূপমপি কচিদনপেক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥ ইতি রত্ন-
প্রভা ॥ ৩।২।২০ ॥]

দৃষ্টান্ত অশ্রুতাদির করিত নহে, উহা শাস্ত্রপ্রণীত । সূত্রে ঐ শাস্ত্রপ্রণীত দৃষ্টান্তের
প্রয়োজন মাত্র অভিহিত হইয়াছে । যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সাক্ষ্য
বিবক্ষিত ? (শাস্ত্র কোন্ অংশ বলিতে ইচ্ছুক ?) সেই জন্ত বলিতেছেন, বুদ্ধি-
হ্রাসভাক্ত্বমিতি । [জলগতং...অবিবোধঃ] জল বাড়িলে বা বিস্তৃত হইলে
জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জল হ্রস্ব বা অল্প হইলে অল্প বা হ্রস্ব হয় ।
জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাভেদে নানা (অনেক) দেখায় ।
এইরূপে সূর্য্য জলধর্ম্মানুযায়ী, কিন্তু পরমার্থপক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনই থাকেন,
উল্লিখিত প্রকারের কোনো প্রকার হই না । এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পর-
মার্থপক্ষে ব্রহ্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত
হওয়ায় উপাধিধর্ম্মের হ্রাসবৃদ্ধাদি ভজন করেন, এতাবন্মাত্র বিবক্ষিত এবং
ঐক্যেই দৃষ্টান্তদার্ঢ়্যাস্তিকের সামঞ্জস্য হওয়ায় অবিরোধ অর্থাৎ অবৈষম্য
হয় ॥ ৩।২।২০ ॥

শ্রুতি দেহাদি উপাধির মধ্যে পরব্রহ্মের অহুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন । যথা—
“সেই জৈশ্বর পূর্বে দ্বিপদের অর্থাৎ মনুষ্যাদির দেহ স্বজন করিলেন । চতুষ্পদের

* শ্রুতৌ পংস্যোবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণো দেহাদিব্যুপাধিষন্তরনুপ্রবেশদর্শনাতি বোজনা ।

শ্রুতিতে অবিকৃত পরব্রহ্মেরই শরীরান্তঃপ্রবেশ কথিত থাকাতোও ব্রহ্ম কেবল চিন্ময় ও একরূপ,
ইহা অবধারিত হয় ।

“পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ ।

পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশাৎ ॥” ইতি
“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবেশিৎ” ইতি চ । তস্মাদ্ যুক্তমেতৎ—
অত এবচোপমা সূর্য্যাদিবদিতি । তস্মাৎ নির্বিকল্পকৈকলিঙ্গ-
মেব ব্রহ্ম, নোভয়লিঙ্গং, ন বিপরীতলিঙ্গক্ষেতি সিদ্ধম্ ।

অত্র কেচিৎ দ্বৈ অধিকরণে কল্পয়ন্তি । প্রথমং তাবৎ—কিং
প্রত্যস্তমিতাশেষপ্রপঞ্চমেকাকারং ব্রহ্ম ? উত প্রপঞ্চবদনেকা-
কারোপেতম্ ? ইতি । দ্বিতীয়ন্তু—স্থিতে প্রত্যস্তমিতপ্রপঞ্চত্বে কিং
সল্লক্ষণং ব্রহ্ম ? উত বোধলক্ষণম্ ? উতোভয়লক্ষণম্ ? ইতি । অত্র
বয়ং বদামঃ—সর্ব্বথাপ্যানর্থক্যমধিকরণান্তরারম্ভশ্চেতি । যদি
তাবদনেকলিঙ্গত্বং পরন্তু ব্রহ্মণো নিরাকর্তব্যামিত্যয়ং প্রয়াসঃ, তৎ
পূর্বেণৈব—“ন স্থানতোহপি” ইত্যনেনাধিকরণেন নিরাকৃতমিত্যু-
ত্তরমধিকরণং “প্রকাশবচ্চ” ইতি ব্যর্থমেব ভবেৎ । ন চ সল্লক্ষণ-

পুর অর্থাৎ পশুদেহ সৃজন করিলেন । করিয়া চক্ষুবাতির অভিযাক্তির পূর্বে
পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গশরীরী হইয়া ঐ সকল পূরে অর্থাৎ ঐ সকল দেহে আবিষ্ট
হইলেন ।—দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ ।” জীবরূপে আত্মারূপে
অনুপ্রবেশপূর্ব্বক—” ইত্যাদি । অতএব, “সূর্য্যেব জ্যায়” এই উপমা জ্যায়
উপমা, সূত্ররূপ ব্রহ্ম একরূপ নির্বিশেষ, দ্বিরূপ ও বহুরূপ নহেন । ইহা প্রদর্শিত
প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হইতেছে ।

[অত্র...মিতি] কোন কোন ব্যাখ্যাকার এইস্থানে দুইটা বিচার পক্ষ কল্পনা
করেন । প্রথম বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম কি নিস্ত্রপঞ্চ একরূপ ? অথবা
সপ্রপঞ্চ অনেকরূপ ? দ্বিতীয় বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম নিস্ত্রপঞ্চ একরূপ,
ইহা সিদ্ধ হইলেও তাহার নির্দিষ্ট লক্ষণ অন্বেষণীয় । তাহাতে এই জিজ্ঞাস্তা যে,
তিনি কি সংস্করূপ ? না বোধরূপ ? অথবা সত্তা ও বোধ উভয়রূপ ? [অত্র...
দিশ্চেত] এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—বিচার দ্বয়ের আরম্ভ সর্ব্বপ্রকারে
নিষ্ফল—নিস্ত্রয়োজনীয় । যদি ব্রহ্মের অনেকলিঙ্গতা (অনেকরূপিতা) নিরা-
করণের জন্য ঐ প্রয়াস (বিচার) স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সূত্ররূপ
তাহাও ব্যর্থ । কেন-না, তাহা “ন স্থানতোহপি” এই পূর্ব্বসূত্রেব দ্বারা নিরাকৃত
হইয়াছে । পরে যে “প্রকাশবচ্চ” এই সূত্রে দ্বিতীয় বিচার আরম্ভ হইয়াছে, সে
বিচার কার্য্যেও ব্যর্থ বা নিস্ত্রয়োজনীয় হইতেছে । ব্রহ্ম কেবল সং অর্থাৎ
নিরবচ্ছিন্ন সত্তারূপ, বোধলক্ষণ বা বোধরূপ নহেন, এরূপ বলিতে পার না । না

যেব ব্রহ্ম, ন বোধলক্ষণমিতি শক্যং বক্তুং, “বিজ্ঞানঘন
এব” ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ । কথং বা নিরন্তরৈতৎ
ব্রহ্ম চেতনস্ত জীবস্তাত্ত্বেনোপদিশ্যেত । নাপি বোধ-
লক্ষণমেব ব্রহ্ম, ন সল্লক্ষণমিতি শক্যং বক্তুং, “অস্তীত্যেবো-
পলব্ধব্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ । কথং বা নিরন্ত-
রস্তাকো বোধোহভ্যুপগম্যেত । নাপ্যভয়লক্ষণমেব ব্রহ্মেতি
শক্যং বক্তুং, পূর্বাভ্যুপগমবিরোধপ্রসঙ্গাৎ । সত্তাব্যাবৃত্তেন
বোধেন বোধব্যাবৃত্তয়া চ সত্তয়োপেতং ব্রহ্ম প্রতিজ্ঞানানস্ত
তদেব পূর্বাধিকরণপ্রতিষিদ্ধং সপ্রপঞ্চত্বং প্রসজ্যেত । শ্রুত-
ত্বাদদোষ ইতি চেৎ, ন, একস্থানেকসত্তাবহানুপপত্তেঃ । অথ
সত্তৈব বোধঃ, বোধ এব চ সত্তা, নানয়োঃ পরস্পরব্যাবৃত্তির-
স্তীতি যদ্যুচ্যেত, তথাপি কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম ? উত বোধলক্ষণং ?
উতোভয়লক্ষণম্ ? ইত্যয়ং বিকলো নিরালম্বন-ব্রহ্ম-স্থাৎ ।
সূত্রাণি ত্বেকাধিকরণত্বেনৈবাস্মাভিনির্নাতানি ।

পারিবার কারণ এই যে, তাহাতে “বিজ্ঞানঘন” ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্যভঙ্গ হয় ।
ঐরূপ হইলে শ্রুতিই বা কেন নিরন্তরৈতৎ অর্থাৎ বোধরূপতা বিহীন পরব্রহ্মকে
চেতন জীবের আত্মা বলিয়া উপদেশ করিবেন ? [নাপি...গম্যেত] বোধই
ব্রহ্মের লক্ষণ, সত্তা নহে, ইহাও বলিতে পার না । বলিতে গেলে—“হুস্তি”—
আছেন, এতদ্রূপে উপলব্ধব্য” ইত্যাদিশ্রুতির সার্থক্য নষ্ট হইবেক । যাহার সত্তা
নাই, যাহাব সত্তা অস্বীকৃত, কি-প্রকারে তাদৃশ বোধ স্বীকার করিতে পার ?
[নাপ্যভয়...প্রসজ্যেত] সত্তা ও বোধ এই দুইটাই ব্রহ্মের লক্ষণ, এমন কথাও
বলিতে পার না । কেননা, তাহা পূর্বস্বীকৃতের বিরোধী । যে ব্যক্তি সত্তা-
বিহীন বোধকে অথবা বোধবিহীন সত্তাকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিতে প্রস্তুত, সে
ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা পূর্ববিচারে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রতিষিদ্ধ সপ্রপঞ্চতা
দোষ আপত্তি হইবে । (অভিপ্রায় এই যে, নিস্প্রপঞ্চ একরূপ, এতৎসিদ্ধান্ত
বিষটিত হয় এবং ইহার ভিন্নোভয়রূপত্ব পক্ষের প্রতিবন্ধক বা বাধাদায়ক হয়,
অর্থাৎ পূর্বপক্ষই হয় না ।) [শ্রুত্বা...নীতানি] শ্রুতি বলিয়াছেন, সত্তাও
নির্দোষ, এ কথাও বক্তব্য নহে । কারণ এই যে, একের অনেকসত্তাবতা
অসিদ্ধ । যদি এমন বল যে, সত্তাই বোধ, বোধই সত্তা, তদুভয়ের পরস্পর
ব্যাবৃত্তি (ভেদ) নাই, তথাপি, অর্থাৎ তাহা বলিলেও ব্রহ্ম কি সঙ্গী অথবা
বোধরূপী ? এই বিকল (সংশয়) নিরালম্বন (বিষয়শূন্য) হইয়া পড়ে । এই
সকল কারণে, অতএব ঐ কয়েকটা সূত্রকে এক বিচারের অন্তর্গত করিয়াছি ।

অপি চ, ব্রহ্মবিষয়াস্ত্ব শ্রুতিস্বাকারবদনাকারপ্রতিপাদনেন
বিপ্রতিপন্নাস্ত্ব অনাকারে ব্রহ্মণি পরিগৃহীতেহবশ্যং বক্তব্যোত্তরাং
শ্রুতীনাং গতিঃ । তাদর্থ্যেন প্রকাশবচ্চেত্যানীনি সূত্রার্থবস্ত-
রাণি সম্প্রস্তুতে । যদপ্যাহুরাকারবাদিনোহপি শ্রুতয়ঃ প্রপঞ্চ-
প্রবিলয়মুখেনানাংকারপ্রতিপত্ত্যর্থ্য এষ, ন পৃথগর্থ্য ইতি, তদপি
ন সমীচীনমিষ লক্ষ্যতে । কথম্ ? যে হি পরবিদ্যাধিকারে
কেচিৎ প্রপঞ্চা উচ্যন্তে “যথা যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশেত্যয়ং
বৈ হরয়োহয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহুনি চানন্তানি চ” ইত্যেব-
মাদয়ঃ, তে ভবন্তু প্রবিলয়ার্থ্যঃ, “তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমন-
ন্তরমবাহুং” ইত্যুপসংহারাৎ ।

যে পুনরুপাসনাধিকারে প্রপঞ্চা উচ্যন্তে, যথা “মনোময়ঃ
প্রাণশরীরো ভারূপঃ” ইত্যেবমাদয়ঃ, ন তেষাং প্রবিলয়ার্থত্বং
ন্যায্যং, “ন ক্রতুং কুর্ব্বীত” ইত্যেবজ্ঞাতীয়কেন প্রকৃতেনৈবোপা-
সনবিধিনা তেষাং সম্বন্ধাৎ । শ্রুত্যা চৈবজ্ঞাতীয়কানাং গুণানা-

[অপিচ...সম্প্রস্তুতে] অত্র কথা এই যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের মধ্যে যে
সকল বাক্য সন্ধিগ্ধার্থ, অনাকার ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে সে সকলের কোন একটা
গতি বলিতে হইবেক । সেই গতি বলিবার জন্তই “প্রকাশবচ্চ” ইত্যাদি স্থলের
উপান এবং তাহাতেই সে সকলের সার্থকাসিদ্ধি । [যদপ্যাহুঃ...সম্বন্ধাৎ] অত্র
এক টীকাকার বলেন, সাকার ব্রহ্মবাদিনী শ্রুতিগণও প্রপঞ্চ-বিলয় দ্বাৰা নিরাকার
ব্রহ্মের বোধক হয়, সে জন্ত সে সকল শ্রুতির পৃথক্ অর্থ নাই । এ ব্যাখ্যাও
সমীচীন নহে । পরবিদ্যাধিকারে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের প্রকরণে যে প্রপঞ্চ
পরিপঠিত, প্রপঞ্চ-বিলয় অর্থে সে সকলের সমাধান হইতে পারে । যেমন, “এই
জীবভাব প্রাপ্ত ঈশ্বরের দশটা হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় । এই ঈশ্বরই ঐ দশ, শত ও
সহস্র হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (প্রাণীর একত্ব বিবক্ষায় দশ, অনেকত্ব বিবক্ষায় শত,
সহস্র ও অনন্ত)” ইত্যাদি, এ সকল ও সে সকল শ্রুতিব তাৎপর্য্য প্রবিলয়, ইহা
হইতেও পারে । কেননা, ঐ প্রস্তাব “সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর
ও অবাহু—”এইরূপে অনাকারব্রহ্মতাৎপর্য্যে উপসংহৃত (সমাণ্ড) হইয়াছে ।

কিন্তু যে সকল প্রপঞ্চ উপাসনাধিকারে পঠিত, অথবা তিনি মনোময়, প্রাণ-
শরীর ও দীপ্তিরূপ ইত্যাদি,—এ সকল ও সে সকল প্রপঞ্চের বিলয়ার্থতা ন্যায্য
নহে । কেননা, “সেই উপাসক ক্রতু (উপাসনা—ধ্যান) করিবেক” এইরূপ
এইরূপ প্রকৃত (যাহার জন্ত প্রস্তাবারম্ভ, তাহা প্রকৃত) উপাসনা বিধির সহিতই
ঐ সকলের সম্বন্ধ বা অম্বয় । [শ্রুত্যা...বাক্যত্বম্] যদি শব্দার্থের দ্বাৰা ঐ সকল

মুপাসনার্থেহ্ বকল্প্যমানে ন লক্ষণয়া প্রবিলয়ার্থত্বমবকল্পতে । সর্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থে সতি “অরূপবদেব হি তৎপ্রধান-
ত্বাৎ” ইতি বিনিগমনকারণবচনমনবকাশঃ স্যাৎ । ফলমপ্যেবাং
যথোপদেশঃ কচিৎ ছুরিতক্ষয়ঃ, কচিদ্দৈশ্বর্যপ্রাপ্তিঃ, কচিৎ
ক্রমমুক্তিরিত্যবগম্যত এবেতি । অতঃ পার্থগর্থ্যমেবোপাসনা-
বাক্যানাং ব্রহ্মবাক্যানাঞ্চ স্যাৎ, নৈকবাক্যত্বম্ ।

কথঞ্চৈষামেকবাক্যতোৎপ্রেক্ষ্যেতেতি বক্তব্যম্ । একনিয়োগ-
প্রতীতেঃ প্রযাজ্ঞদর্শপূর্ণমাসবাক্যবদिति চেৎ, ন, ব্রহ্মবাক্যেযু
নিয়োগাভাবাৎ । বস্তুমাত্রপর্যবসায়ীনি হি ব্রহ্মবাক্যানি ন
নিয়োগোপদেশীনীতি । এতদ্বিস্তরেণ প্রতিপাদিতং “তত্ত্ব
সমম্বয়াৎ” [বেদা० অ० ১। পা० ১। সূ० ৪] ইত্যত্র ।

গুণের (ব্রহ্মবর্ষেব) উপাসনার্থতা সিদ্ধ, হয় তাহা হইলে আর লক্ষণাবৃতি আশ্রয়
করিয়া সে সকলের লয়প্রয়োজনতা কল্পনা করিতে পার না । সমুদায় গুণেরই
সাধারণরূপে বিলয়ার্থতা নিশ্চিত হইলে “অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ” এই সূত্র
নির্বিষয় হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ ঐ সূত্র বুলিবার আর প্রয়োজন হয় না, অথবা
উহার উল্লেখ নিবর্থক হয় । ঐ সকল উপাসনার ফলও উপদেশানুসারে
কোথাও পাপক্ষয়, কোথাও ঐশ্বর্য (অগ্নিমাдиশক্তি) লাভ, কোথাও বা ক্রম-
মুক্তি । অতএব, উপাসনাবাক্যেব ও ব্রহ্মবোধক বাক্যের পৃথক্ অর্থ হওয়াই
শ্রাব্য, একবাক্য বা একার্থ হওয়া শ্রাব্য নহে ।

[কথঞ্চৈষা...ইত্যত্র] কি-প্রকারেই বা একবাক্যতার উন্নয়ন করিবে ?
তাহা বলিতে হইবে । এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় প্রযাজ্ঞ ও দর্শপূর্ণমাস
* বাক্যের শ্রায় একবাক্য বা একার্থ (উপাসনাবাক্য ও ব্রহ্মবাক্য মিলিয়া এক
ব্রহ্মবোধক) হইবে বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে না । কেননা, ব্রহ্মবোধক-
বাক্যে নিয়োগ † নাই—নিয়োগ অসম্ভব । ব্রহ্মবাক্য কেবল মাত্র ব্রহ্মবস্তুর
বোধ জন্মায়, সে কারণে সে সকল বাক্য নিয়োগের উপদেশক নহে । এ সকল
সাবিস্তরে “তত্ত্ব সমম্বয়াৎ” সূত্রে বলা হইয়াছে ।

* শ্রুতির এক স্থানে পঠিত আছে, দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যাগ করিবেক । অস্ত্র স্থানে আছে,
প্রযাজ্ঞ ও অনুযাজ্ঞ প্রভৃতি করিবেক । ইহাতে মীমাংসাপরিশোধিত মত এই যে, ঐ সকল বাক্য
মিলিত হইয়া এক দর্শপৌর্ণমাস যাগেব বোধক হইবে ।

† প্রপঞ্চ বিলয়বাদীর অভিপ্রায় এই যে, তন্মাত্র আকাংষা ব্যতীত অস্ত্র আকারের বিলয় করাই
সেই সেই আকারবাদিনী শ্রুতির তাৎপর্য ।* মনোময়, এ উপদেশের তাৎপর্যার্থ এই যে, তিনি
মনোহিতরিক্ত উপাধিশূন্য । এইরূপ, প্রাণাতিরিক্ত উপাধিশূন্য । (উপাসকের চিন্তাবৃত্তি যেন
তন্মাত্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, অস্ত্রাকার গ্রহণ না করে, ইহাই ঐ সকল নিয়োগের তাৎপর্য) এবং
এবং ক্রমে বধন শরীর ও প্রাণ নিবারিত হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, ঐ নিম্নে মনেরও নিবেদ
হইয়াছে ; সূত্রস্বাং ঐ সমুদায় বাক্য চবনে নিরাকার ব্রহ্মেরই বোধক হইবে ।

কিংবিষয়কশ্চাত্রে নিয়োগোহভিপ্রেত ইতি বক্তব্যম্ । পুরুষো
 হি নিযুক্ত্যমানঃ কুর্বিষতি স্বব্যাপারে কস্মিংশ্চিৎ নিযুক্ত্যতে । ননু
 দ্বৈতপ্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নিয়োগবিষয়ো ভবিষ্যতি, অপ্রবিলাপিতে হি
 দ্বৈতপ্রপঞ্চে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ন ভবতীত্যতো ব্রহ্মতত্ত্বাববোধ-
 প্রত্যুনীকভূতো দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ প্রবিলাপ্যঃ । যথা স্বর্গকামস্য
 যাগোহনুষ্ঠাতব্য উপদিষ্টতে, এবমপবর্গকামস্য প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ ।
 যথা চ তমসি ব্যবস্থিতং ঘটাদিতত্ত্বং অববুভুৎসমানেন তৎপ্রত্য-
 নীকভূতং তমঃ প্রবিলাপ্যতে, এবং ব্রহ্মতত্ত্বমববুভুৎসমানেন তৎ-
 প্রত্যুনীকভূতঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলাপয়িতব্যঃ । ব্রহ্মস্বভাবো হি
 প্রপঞ্চে ন প্রপঞ্চস্বভাবং ব্রহ্ম । তেন নামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলাপ-
 নেন ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ভবতীতি ।

অত্র বয়ং পৃচ্ছামঃ—কোহয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়োনাম । কিমগ্নি-
 প্রতাপসম্পর্কায় যুক্তকাঠিন্যপ্রবিলয় ইব প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ কর্তব্যঃ,

“কোহয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ” ইতি ১ বাস্তবস্ত বা প্রপঞ্চস্ত প্রবিলয়ঃ সপ্তিষ
 ইবাগ্নিসংযোগাৎ, সমাবোপিতস্ত বা রজ্জ্বাৎ সর্পভাবস্তেব রজ্জুতত্ত্বপবিজ্ঞানাৎ । ন

[কিং...নিযুক্ত্যতে] অপিচ, কোন্ বিষয়ে বা কিরূপে নিয়োগ অভিপ্রেত,
 তাহা নিয়োগবাদীকে বলিতে হইবে । কেননা, যে “কর” ইত্যাদি প্রকারে
 নিযুক্ত্যমান হয়, সে নিয়োগের সমর্থ-কোন এক নিজ ব্যাপারেই নিযুক্ত হয় ;
 স্তত্ত্বাৎ উদাহৃত স্থলে কথিতপ্রকার নিয়োগ অভিপ্রেত কি-না, তাহা বলা
 আবশ্যক, কিন্তু বলিবে বা দেখাইবার উপায় নাই । (ব্যাপারের অযোগ্য বা
 অসাধ্য পদার্থে নিয়োগ হইতে পারে না ।) [ননু...ভবতীতি] যদি বল,
 দ্বৈতপ্রপঞ্চবিলয় উক্ত নিয়োগের বিষয়, কেননা, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলাপিত (বিলীন)
 না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাব্য হয় না, সেই কারণে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের শব্দস্বরূপ
 দ্বৈতপ্রপঞ্চ প্রবিলাপিত করিতে হয় । যাগ যেমন স্বর্গকামী পুরুষের অনুষ্ঠাতব্য,
 প্রপঞ্চ-বিলাপনও তেমনি সুমুকুর, কর্তব্য । ঘট আছে, কিন্তু অঙ্ককার নিবন্ধন
 তাহার জ্ঞান হইতেছে না । এই বিশ্বাসের অনুবলে ঘটতত্ত্ব জিজ্ঞাস্ত
 যেমন ঘটতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অঙ্ককার বিলাপিত করে (আলোকের
 উদয় করিয়া), তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাস্তও ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের
 প্রতিবন্ধক মিথ্যাপ্রপঞ্চ বিলাপিত করিবেন । প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বভাব, কিন্তু ব্রহ্ম
 প্রপঞ্চস্বভাব নহেন । তাই নামরূপপ্রপঞ্চবিলীন হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের বোধগম্য হয় ।

[তত্র...ভবিষ্যৎ] যাহারা এইরূপ বলেন, ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা
 করি, প্রপঞ্চবিলয় কথার অর্থ কি ? (অর্থাৎ কিরূপ বিলয় ?) অগ্নিসম্পর্কে যে,

আহোম্বিদেকস্মিন্ চক্রে তিমিরকৃতানেকচন্দ্রপ্রপঞ্চবদবিদ্যাকৃতো
ব্রহ্মাণি নামরূপপ্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপয়িতব্য ইতি । তত্র
যদি তাবদ্বিগ্ণমানোহয়ং প্রপঞ্চো দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিকো
বাহুশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যুচ্যেত, স পুরুষ-
মাত্রাণাশক্যঃ প্রবিলাপয়িতুমিতি তৎপ্রলয়োপদেশোহশক্যব্রিষয়
এব স্ম্যৎ । একেন চাদিমুক্তেন পৃথিব্যাদিপ্রবিলয়ঃ কৃতঃ, ইদানীং
পৃথিব্যাदिशृङ्खलं जगदभविष्यत् ।

অথাবিদ্যাধ্যন্তো ব্রহ্মণ্যেকস্মিন্নয়ং প্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবি-
লাপ্যত ইতি ক্রয়াৎ, ততো ব্রহ্মৈবাবিদ্যাধ্যন্ত-প্রপঞ্চপ্রত্যাখ্যানে-
নাবেদয়িতব্যং “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” “তৎ সত্যং স আত্মা তদ্ব-
মসি” ইতি । এবমাবেদিতে তস্মিন্বিদ্যা স্বয়মেবোৎপদ্যতে, তয়া

তাবদ্বাস্তবঃ সর্বসাধারণঃ পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চঃ পুরুষমাত্রেন শক্যঃ সমুচ্ছেত্ত্বম্ । অপি
চ প্রহ্লাদশুকাदिभिः पुरुषधोरेणैः समूलमुलूतः प्रपञ्च इति श्रुत्वा जगद्
ভবেৎ । ন চ বাস্তব, তদ্বজ্ঞানেন শক্যং সমুচ্ছেত্ত্বম্ । আরোপিতরূপ-
বিরোধিত্বাত্তদ্বজ্ঞানস্তেতু্যক্তম্ । সমারোপিতরূপস্ত প্রপঞ্চো ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাপনপট্টেরেব
বাটক্যব্রহ্মতত্ত্বমববোধযন্তিঃ শক্যঃ সমুচ্ছেত্ত্বমিতি কৃতমত্র বিধিনা । ন হি বিধি-
শতেনাপি বিনা তদ্বাববোধনং প্রবর্ত্তনাত্তদ্বজ্ঞান ইতি বা, কুরু প্রপঞ্চপ্রবিলয়মিতি বেতি
প্রবর্ত্তিতঃ শক্যোতি প্রপঞ্চপ্রবিলয়ং কৰ্ত্ত্বম্ । ন চাস্তাত্তদ্বজ্ঞানবিধিং বিনা ব্রহ্মদাস্তা-
ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ন ভবতি । মৌলিকস্ত স্বাধ্যায়াদ্যয়নবিধেরেব বিবক্ষিতার্থতয়া

যতকাঠিত্ব বিলীন হয় (গলিয়া যায়), জগৎপ্রপঞ্চকে কি তাহার ছায় বিলাপিত
করিতে হইবে? অথবা চক্রে নেত্রদোষজনিত দ্বিচ্ছাদি দর্শন হইলে তাহার
বিলাপন যদ্রূপ, ব্রহ্মে অবিচ্ছাদোষজনিত নামরূপপ্রপঞ্চের বিলাপনও তদ্রূপ করিতে
হইবে? এই দৃষ্টমান দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিক-প্রপঞ্চ ও পৃথিব্যাদিলক্ষণ বাহু-
প্রপঞ্চ, এই দ্বিবিধপ্রপঞ্চকে যদি যতকাঠিত্ব-বিলাপনের ছায় বিলাপিত করিতে
হয়, তাহা হইলে তাহা কোনও ব্যক্তির শক্য নহে; সুতরাং প্রপঞ্চবিলয়করণের
উপদেশ (বিধান) নির্বিসয় অর্থাৎ প্রলাপতুল্য নিরর্থক । অপিচ, প্রথম মুক্ত
পুরুষের দ্বারা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চের বিলয় সাধিত হওয়ায় ইদানীং পৃথিব্যাদি-
প্রপঞ্চের অস্তিত্ব না থাকাই উচিত ।

[অথাবিদ্যা...জায়েত] যদি এমন বলা হয় যে, এই দৃষ্টপ্রপঞ্চ অথবা ব্রহ্ম
অবিচার দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত, (যদ্রূপ রজ্জুতে সর্প আরোপিত, তদ্রূপ
আরোপিত), সুতরাং এই আরোপিত প্রপঞ্চ বিচার (তদ্বজ্ঞানের) দ্বারা

চাবিদ্যা বাধ্যতে, ততশ্চাবিদ্যাধ্যন্তঃ সকলোহয়ং নামরূপপ্রপঞ্চঃ
স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ প্রবিলীয়তে। অনাবেদিতে তু ব্রহ্মণি ব্রহ্মবিজ্ঞানং
কুরু, প্রপঞ্চপ্রবিলয়ক্ষেতি শতকৃৎসোহপ্যুক্তে ন ব্রহ্মবিজ্ঞানং
প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো বা জায়েত। নম্বাবেদিতে ব্রহ্মণি, তদ্বিজ্ঞান-
বিষয়ঃ প্রপঞ্চবিলয়বিষয়ো বা নিয়োগঃ স্মাৎ, ন, নিম্প্রপঞ্চ-
ব্রহ্মাত্মতত্ত্বাবেদনেনৈবোভয়সিদ্ধেঃ ; রজ্জুস্বরূপপ্রকাশনেনৈব হি
তৎস্বরূপ-বিজ্ঞানমবিদ্যাধ্যন্ত-সর্পাদিপ্রপঞ্চপ্রবিলয়শ্চ ভবতি। নচ
কৃতমেব পুনঃ ক্রিয়তে। নিয়োজ্যোহপি চ প্রপঞ্চাবস্থায়ং

সকলস্ত বেদরশেঃ ফলবদর্থাববোধনপরতামাপাদয়তো বিদ্যমানস্মাৎ, অন্যথা কৰ্ম-
বিধিবাক্যান্যপি বিধ্যস্তরমপেক্ষেরগ্নিতি। ন চ চিন্তাসাক্ষাৎকারয়োর্বিধিরিতি তত্ত্ব-
সমীক্ষায়ামস্মাভিরূপপাদিতম্। বিস্তরেণ চায়মর্থস্তত্রৈব প্রপঞ্চিতঃ। তস্মাজ্জ-
র্জিলবধাখ্য জুহুয়াদিতিবদ্ বিধিসরূপা এতে “আত্মা বা অবৈ ত্রৈব্যাঃ” ইত্যাদয়ো
ন তু বিধয় ইতি। তদ্বিদ্মুক্তং ত্রৈব্যাঃবিদ্যাদি। অপি তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা
ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধানা ইতি। অপি চ ব্রহ্মতত্ত্বং নিম্প্রপঞ্চমুক্তং, ন তত্র
নিয়োজ্যঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি। জীবো হি নিয়োজ্যো ভবেৎ, স চেৎ প্রপঞ্চপক্ষে
বর্ততে, কো নিয়োজ্যস্তত্ত্বোচ্ছিন্নত্বাৎ। অথ ব্রহ্মপক্ষে, তথাপ্যনিয়োজ্যঃ,
একগোহনিয়োজ্যত্বাৎ। অথ ব্রহ্মগোহনত্ত্বোহপ্যবিদ্যাহিত ইবেতি নিয়োজ্যস্তদ-
যুক্তম্। ব্রহ্মভাবে পারমার্থিকমবগময়তাগমেनावিষ্ঠায়া নিরন্তত্বাৎ। তস্মান্নি-

বিলাপিত করিতে হইবেক, একরূপ হইলে ব্রহ্ম এক ও দ্বিতীয়রহিত, তিনিই সত্য,
তাহাই আত্মা এবং তিনিই তুমি, ইত্যাদিপ্রকাৰে অবিদ্যাধ্যাত্ত প্রপঞ্চের নিষেধ
কবিয়া ব্রহ্মধর্মার্থ্য উপদেশ করা অর্থাৎ অধিকারী উপাসককে জ্ঞানাত্মক করা
শাস্ত্রের কর্তব্য। ব্রহ্মধর্মার্থ্য জ্ঞানগোচর কবাইতে পারিলে আপনা হইতেই
বিদ্যোৎপত্তি হইবেক, সেই বিদ্যা অবিদ্যা বিদূর্ণিত করিবেক, অবিদ্যার অভাব
হইলেই তৎকৃত সমুদায় নামরূপপ্রপঞ্চ স্বাপ্ন পদার্থের ত্রায় বিলীন হইবেক। ব্রহ্ম
যদি বিজ্ঞাত না হন, অথচ “ব্রহ্মজ্ঞান কর” “প্রপঞ্চবিলয় কর” এই দুই কথা শত
বার বল, তাহা হইলে কস্মিন্ কালেও ব্রহ্মবিজ্ঞান জন্মিবে না এবং প্রপঞ্চ
বিলয়ও হইবে না। [নম্বাবেদিতে...ক্রিয়তে] যদি ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হন, তাহা
হইলে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান ও প্রপঞ্চের বিলয়, এই দুই বিষয়ের নিয়োগ (বিধান)
নিম্প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ তাহা “কর” বলিয়া করাইতে হয় না। কেননা,
নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের যার্থ্য্য প্রতীতি হইলে উক্ত উভয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।
যেমন রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) হইলে রজ্জুধর্মার্থ্যের জ্ঞান ও
তন্নিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান-বিজ্ঞিত সর্পাদিপ্রপঞ্চের বিলয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, ব্রহ্ম
বিজ্ঞাত হইলেও সেইরূপ। বাহ্য কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ, তাহা কৃত্তির (যন্ত্রের বা
চেষ্টার) বিষয়। (ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিয়োগসাপেক্ষ নহে, কিন্তু
অনিবারক উপদেশসাপেক্ষ)। [নিয়োজ্যোহপি...এব] অপিচ, ব্রহ্মজ্ঞানে

যোহবগম্যতে জীবো নাম, স প্রপঞ্চপঞ্চশ্চৈব বা শ্যৎ ? ব্রহ্মপঞ্চ-
শ্চৈব বা ? প্রথমে বিকল্পে নিম্প্রপঞ্চব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদনে
পৃথিব্যাদিবজ্জীবশ্যাপি প্রবিলাপিতত্বাৎ কশ্চ প্রপঞ্চপ্রবিলয়ে
নিয়োগ উচ্যেত, কশ্চ বা নিয়োগনিষ্ঠতয়া মোক্ষোহবাশুভ্য
উচ্যেত । দ্বিতীয়েহপি ব্রহ্মৈবানিযোজ্যস্বভাবং জীবশ্চ স্বরূপম্ ।
জীবত্বং ত্ববিদ্যাকৃতমেবেতি প্রতিপাদিতে ব্রহ্মণি নিযোজ্যাত্বাৎ
নিয়োগাভাব এব । দ্রষ্টব্যাদিশব্দা অপি পরবিদ্যাধিকারপঠিতা-
স্তদ্বাভিমুখীকরণপ্রধানা ন তদ্বাববোধবিধিপ্রধানা ভবন্তি ।
লোকেহপি ইদং পশ্চৈদমাকর্ণয়েতি চৈবজ্ঞাতীয়কেষু নির্দেশেষু
প্রণিধানমাত্রং কুর্কিত্যুচ্যেত, ন সাক্ষাৎ জ্ঞানমেব কুর্কিতি ।
জ্ঞেয়াভিমুখশ্যাপি জ্ঞানং কদাচিজ্জায়তে, কদাচিৎ ন জায়তে,

যোজ্যাত্বাদপি ন নিয়োগঃ । তদিদমুক্তং “জীবোনাম স প্রপঞ্চপঞ্চশ্চৈব” ইতি ।
অপি চ জ্ঞানবিধিপরত্রে তন্মাত্রান্ত জ্ঞানশ্রুতং পশ্চৈব প্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্
তত্র ববং তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমেবাস্ত, তদ্বাববোধভ্যুপগম্যত্বেনোভয়বাদিসিদ্ধত্বাৎ ।
এবঞ্চ ক্লুতং তত্ত্বজ্ঞানবিধিনেত্যাহ—“জ্ঞেয়াভিমুখশ্যাপি” ইতি । ন চ জ্ঞানাদানে
ক্রিয়াকাণ্ডীয় নিযোজ্যের স্থায় নিযোজ্য থাকা অসম্ভব । কেন ? তাহা বলিতেছি ।
ব্রহ্মজ্ঞানের যে নিযোজ্যব্যক্তি প্রপঞ্চাবস্থায় ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করিব, সেই নিযোজ্য
কে ? সেই নিযোজ্য জীব । ইহা স্বীকৃত হইলেই জিজ্ঞাস্য হইবে;—জীব কি
প্রপঞ্চাস্তর্গত ? না ব্রহ্মস্বরূপ ? প্রপঞ্চার্গত হইলে জীব নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদ-
নের দ্বারা পৃথিব্যাতির স্থায় নিজেও বিলাপিত হইবে । জীব বিলাপিত (লয়প্রাপ্ত)
হইলে কে তখন প্রপঞ্চবিলয় করিবে ? কেই বা নিয়োগনিষ্ঠ থাকিয়া অর্থাৎ বিধান
প্রতিপালন করতঃ মুক্ত হইবে ? জীব যদি প্রপঞ্চাস্তর্গত না হয়—ব্রহ্মই হয়,
তবে সে পক্ষেও ব্রহ্মের অনিযোজ্যতা আছে । অর্থাৎ নিষ্কর্গ-নিষ্ক্রিয় নিলৈপ-
স্বভাব ব্রহ্ম নিয়োগার্থ নহেন । তাঁহার যে জীবভাব—তাহা অবিশ্রুত ;
সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞাপনেব নিযোজ্য না থাকায় নিয়োগেরও অভাব আছে ।
তাৎপর্য্য এই যে, নিয়োগের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না । ব্রহ্মবিজ্ঞান কেন,
ঋতাদিজ্ঞানও নিয়োগেব অনধীন । [দ্রষ্টব্যাদি...মুৎপত্ততে] ব্রহ্মবিজ্ঞাপকরূপে
“দ্রষ্টব্য” প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়যুক্ত শব্দ পঠিত হইলেও সে সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিধায়ক
নহে । সে সকল তত্ত্ববিষয়ে প্রণিধায়ক মাত্র । “ইহা দেখ” “ইহা শুন” “তাহাই
জ্ঞান” এইরূপ এইরূপ ‘লৌকিক প্রয়োগেও কেবল প্রণিধান করিতে বলা হয়,
অন্ত কিছু অর্থাৎ “জ্ঞান কর” এরূপ বলা হয় না । জ্ঞেয় পদার্থ সম্মুখে থাকি-
লেও কখন কখন প্রতিবন্ধক বশতঃ জ্ঞান হয় না, কখন বা প্রতিবন্ধকাত্মবে

তস্মান্তং প্রতি জ্ঞানবিষয় এব দর্শয়িতব্যো জ্ঞাপয়িতুকামেন ।
তস্মিন্ দর্শিতে স্বয়মেব যথাবিষয়ং যথাপ্রমাণঞ্চ জ্ঞানমুৎপদ্যতে ।

ন চ প্রমাণান্তরেণান্যথাপ্রসিদ্ধেহর্থেহন্যথাজ্ঞানং নিযুক্ত-
শ্রাপ্যুপপদ্যতে । যদি পুনর্নিযুক্তোহহমিত্যান্যথা জ্ঞানং কুর্যাৎ,
ন তু তজ্জ্ঞানম্, কিং তর্হি ? মানসী সা ক্রিয়া । স্বয়মেব
চেদন্যথোৎপদ্যতে, ভ্রান্তিরেব শ্রাৎ । জ্ঞানন্তু প্রমাণজন্যং যথাভূত-
বিষয়ঞ্চ, ন তন্নিয়োগশতেনাপি কারয়িতুং শক্যতে, ন হি তৎ পুরুষ-
তন্ত্রম্ । বস্তুতন্ত্রমেব হি তৎ । অতোহপি নিয়োগাভাবঃ ।
কিঞ্চান্যৎ—নিয়োগনিষ্ঠতয়ৈব পর্য্যবশ্যত্যান্মায়ে যদভ্যুপগতম-
নিয়োজ্যত্রন্ধাত্ত্বং জীবশ্চ, তদপ্রমাণকমেব শ্রাৎ ।

প্রমাণানপেক্ষশ্রান্তি কশ্চিৎপযোগো বিধেঃ, এবং হি তদুপযোগো ভবেদ্যন্ততথা-
কারং জ্ঞাতমন্যথাদদীত ।

ন চ তচ্ছক্যং বাপি যুক্তমিত্যাহ—“ন চ প্রমাণান্তরেণ” ইতি । কিঞ্চান্ত-
নিয়োগনিষ্ঠতয়ৈব চ পর্য্যাবশ্যত্যান্মায়ে যদভ্যুপগতং ভবন্তিঃ । শাস্ত্রপর্যালোচনয়াহ-
নিয়োজ্যত্রন্ধাত্ত্বং জীবশ্চেতি, তদেতচ্ছাস্ত্রবিরোধাদপ্রমাণকম্ ।

জ্ঞান হয় । সেই কারণে, জ্ঞাপক পুরুষ জিজ্ঞাস্ত পুরুষকে জ্ঞানের বিষয় দেখা-
ইয়া দেয়, বিষয় দেখান হইলেই তাহার আপনা আপনি জ্ঞান জন্মে ।

[ন চ...নিয়োগাভাবঃ] বস্তু চাক্ষুষাদি প্রমাণে যে-আকারে প্রসিদ্ধ, নিযুক্ত
(শাস্ত্রের নিকট আজ্ঞাপ্রাপ্ত) পুরুষ তদ্বস্তুরকে অত্র আকারে জানিবে, ইহা অতুপ-
পন্ন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত । আমি শাস্ত্রকর্তৃক নিযুক্ত—শাস্ত্র আমাকে শালগ্রাম
শিলায় বিষ্ণুজ্ঞান-উৎপাদন করিতে বলিতেছেন, এই জ্ঞানের বশ্য হইয়া যদি
কোন শাস্ত্রনিযুক্ত পুরুষ চেষ্টার দ্বারা শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপ্রকারক জ্ঞান
জন্মান, উৎপাদন করেন, তবে, সে স্থলে তাহা জ্ঞানপদ্বাচ্য হইবেক না ;
তাহা এক প্রকার মানসী ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইবেক । আর যদি স্বয়ং অর্থাৎ
বিনা চেষ্টায়, আপনা আপনি, ঐরূপ অন্তথা জ্ঞান জন্মে, তবে, সে স্থলে তাহা
ভ্রান্তি বলিয়া গণ্য হইবে । . জ্ঞান, বিষয় ও প্রমাণের (ইন্দ্রিয়াদিজনিত
বিষয়াকারা মনোবৃত্তির) দ্বারাই জন্মে, . এবং তাহা যথাবস্থিত বস্তুর আকারেই
উৎপন্ন হয়, অন্তথা হয় না ; সুতরাং শত শত নিয়োগও তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইতে
পারে না এবং শত শত নিষেধও নিবারণ করিতে শক্ত হয় না । (ফলিতার্থ
এই যে, প্রমাণ-পাত হইলেই প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান হইবেক) । জ্ঞান পুরুষের
অধীন নহে, তাহা বস্তুর অধীন । বস্তু যেমন, তেমনই জ্ঞান হইবেই হইবে, পুরুষ
তাহার অন্তথা করিতে পারিবেন না । এই জন্তই বলি, জ্ঞানে নিয়োগ নাই ।
নিয়োগ কেবল অজ্ঞেয় বা কর্তব্য পদার্থেই সম্ভবে । [কিঞ্চান্যৎ...শক্যাঃ]

অথ শাস্ত্রমেবানিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং ব্যাচক্ষীত, তদববোধে চ পুরুষং নিযুঞ্জীত, ততো ব্রহ্মশাস্ত্রশ্চৈকশ্চ দ্ব্যর্থপরতা বিরুদ্ধার্থ-পরতা চ প্রসজ্যেয়াতাম্। নিয়োগপরতায়াক্ষণ্ডতহানিরশ্ৰুত-কল্পনা। কৰ্ম্মফলবন্মোক্ষফলশ্রাদৃষ্টফলত্বমনিত্যত্বক্ষেত্যেবমাদয়ো দোষা ন কেনচিৎ পরিহৰ্তুং শক্যাঃ। তস্মাদবগতিনিষ্ঠাশ্চেব ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগনিষ্ঠানি। অতশ্চৈকনিয়োগপ্রতীতেরেক-বাক্যতেত্যুক্তম্। অভ্যুপগম্যমাণেহপি চ ব্রহ্মবাক্যেযু নিয়োগ-সম্ভাবে তদেকত্বং নিম্প্রপঞ্চোপদেশেষু সপ্রপঞ্চোপদেশেষু বা অসিদ্ধম্। ন হি শব্দান্তরাদিভিঃ প্রমাণৈর্নিয়েগভেদেহবগম্যমানে সৰ্ব্বত্রৈকোনিয়োগ ইতি শক্যমাশ্রয়িতুম্। প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যেযু ত্বধিকারাংশেনাভেদাদ্ যুক্তমেকত্বম্। ন ত্বিহ সগুণ-নিগুণচোদনাস্ত

তথৈতচ্ছাস্ত্রমনিযোজ্যব্রহ্মাত্মক জীবস্ত প্রতিপাদয়তি, জীবক নিযুক্তং, ততো দ্ব্যর্থক বিরুদ্ধার্থক শ্রাদিত্যাহ—“অথ” ইতি। দর্শপৌর্ণমাসাদিবাক্যেযু জীবশ্রানিযোজ্যত্বাপি বস্তুতো হ্যাত্মনিযোজ্যতাবস্ত নিযোজ্যতা যুক্তাঃ ন হি তদ্ব্যক্যং তস্ত নিযোজ্যতামাহ, অপি তু লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধাঃ নিযোজ্যতামা-শ্রিত্য দর্শপূর্ণমাসৌ বিধত্তে। ইদন্ত নিযোজ্যতামপনয়তি চ নিযুক্তং চেতি দ্ব্যর্থমিতি ভাবঃ। “নিয়োগপরতায়াক্ষণ্ড” ইতি। পৌৰ্ণমাস্যালাচনয়া বেদান্তানাং তত্ত্বনিষ্ঠতা শ্রুতা, ন শ্রুতা নিয়োগনিষ্ঠতেত্যর্থঃ। অপি চ নিয়োগনিষ্ঠত্বে বাক্যস্ত দর্শপৌর্ণমাসকৰ্ম্মণ ইবাপূৰ্ণবাস্তবব্যাপারাদাত্মজ্ঞানকৰ্ম্মণোহপ্যপূৰ্ণবাস্তবব্যাপার-দেব স্বর্গাদিফলবন্মোক্ষশ্রানন্দরূপফলস্ত সিদ্ধিঃ। তথা চানিত্যত্বং সাদ্বিশ্বত্বক্ অধিক কি বলিব, সমুদায় বেদকে যদি নিয়োগপ্রধান বল, তাহা হইলে, বেদে যে জীবের অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মতা কখন আছে, তাহা নিরর্থক ও নিশ্চয় হইবে।

যদি এমন হয় যে, শাস্ত্র অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মত্ব বলেন ও তজ্জ্ঞাপনার্থ পুরুষকে (জ্ঞান কর, বলিয়া প্রেরণ) কবেন, তাহা হইলে এক ব্রহ্মশাস্ত্রের (বেদান্ত-শাস্ত্রের) স্বক্কে বিদ্বদ্ধ দুইটা অর্থ বলার, বা বিরুদ্ধ দুইটা প্রতিপাদ্য প্রতি-পাদন করার দোষ অর্পণ করা হয়। ব্রহ্মশাস্ত্রকে নিয়োগপ্রধান বলিতে গেলে শ্রুত-হানি-দোষ, অশ্রুতকল্পনা-দোষ, কৰ্ম্মফলের ত্রায় মোক্ষের অদৃষ্টোৎপত্ততা ও অনিত্যতা এই দুই দোষ, এবং ঐরূপ অস্তিত্ব অপরিসীম অনেক প্রকার দোষ হইবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। [তস্মা...মাশ্রয়িতুম্] অতএব, সমুদায় বেদান্তবাক্য অবগতি-অর্থেই পর্য্যবসিত, নিয়োগ অর্থে নহে। বেদান্তবাক্য নিয়োগবাদী নহে বলিয়াই বাদীর পূর্বোক্ত “এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় একবাক্য হইবে, একার্থ প্রতিপাদক হইবে” এই কথা অসঙ্গত বা যুক্তিবহির্ভূত হইতেছে। বেদান্তবাক্যে নিয়োগ (বিধি, কর্তব্যাক্রমে উপদেশ বা আজ্ঞা) স্বীকার করিলেও, তাহার

কশ্চিদেকত্বাকারান্শোহস্তি। ন হি ভারূপত্বাদয়ো গুণাঃ প্রপঞ্চ-
বিলয়োপকারিণো ভবন্তি। নাপি প্রপঞ্চবিলয়াদয়ো গুণা ভারূপ-
ত্বাদিগুণোপকারিণঃ, পরম্পরবিরোধিত্বাৎ। ন হি কুৎস-
প্রপঞ্চপ্রবিলাপং প্রপঞ্চৈকদেশোপেক্ষণৈককম্বিন্ ধর্ম্মিণি যুক্তং
সমাবেশয়িতুম্। তস্মাদস্মদুক্ত এব বিভাগ আকারবদনাকারো-
পদেশানাং যুক্ততর ইতি ॥ ৩। ২। ২১ ॥

স্বর্গবস্তবেদিত্যাহ—“কর্ম্মফলবদ” ইতি। “অপি চ ব্রহ্মবাক্যো” ইতি। সপ্রপঞ্চ-
নিম্প্রপঞ্চোপদেশেষু হি সাধ্যানুবন্ধভেদাদেকনিয়োগত্বমসিদ্ধং, দর্শপৌর্ণমাস-
প্রযাজবাক্যে তু যতপ্যানুবন্ধভেদস্তথাপাদিকারান্শস্ত সাধ্যস্ত ভেদাতাবাদভেদ
ইতি ॥ ৩। ২। ২১ ॥

একত্ব স্বীকার ত্রুট। নিগুণের অথবা সগুণের যে কোন প্রকারের
উপদেশ হউক, বেদান্তবাক্যে নিয়োগের একত্ব (এক নিয়োগ) সিদ্ধ
হয় না। অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মবোধক বাক্যসমূহকে আকার বিলয়ন দ্বারা
নিরাকারে স্থাপন করা ও নিরাকার বাক্যেব সহিত একার্থ কবা ত্রুট
হয়। শব্দভেদ প্রভৃতির দ্বারা * বিভিন্ন নিয়োগ (বিধি) প্রভূত হয়
সত্য; কিন্তু তাহা সার্বত্রিক নহে। সর্বত্র একাকার নিয়োগ প্রথা অবলম্বিত
হইতে পারে না। কেননা, তাহা অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। [প্রযাজ...
সমাবেশয়িতুম্] প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস স্থলে † অধিকারান্শের ঐক্য থাকায়
একবাক্যতা যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু বেদান্তেব সগুণ-নিগুণ-উপদেশস্থলে কোনও
রূপ ঐক্যশেষ নাই। (একের সহিত অপরের ঐক্য করিয়া একার্থ কবিবার
উপায় নাই)। বিবেচনা কর, দীপ্তিরূপত্ব গুণকে ‡ প্রপঞ্চবিলয়ের ও
প্রপঞ্চবিলয়কে দীপ্তিরূপ গুণের উপকারী (অঙ্গ) বলা যায় কি? তাহা
যায় না। কারণ এই যে, ঐ গুণদ্বয় পরম্পরবিরোধী। বিরুদ্ধতা বধায়
এক বস্তুতে বা একাধারে নিখিল প্রপঞ্চের অভাব ও প্রপঞ্চমধ্যাপ্তী
একাত্ম বা * অংশবিশেষ স্থাপন করিতে পার না। [তস্মা...ইতি] অতএব,
সাকার নিরাকার উপদেশ সমূহের মধ্যে অন্তের কথিত বিভাগ অপেক্ষা
অস্বদীয় বিভাগই যুক্ততর ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২২ ॥

* তিন্ন ক্রিয়াবাহী শব্দ—শব্দভেদ।, নিগুণ সগুণ ইত্যাদি রূপভেদ। প্রকরণভেদ ফলভেদ,
অর্থাৎ কোন উপাসনার কল মুক্তি, কোন উপাসনার কল অভ্যাস (পূর্ণাদি)। এই সকল অবস্থানে
যে যুক্তি পঠিত হয়, তাহাও প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

† প্রযাজ—দর্শপূর্ণমাসনামক যাগের একটি অঙ্গ। দর্শ ও পূর্ণমাস, এতন্মায়ক দুইটী যাগে
একটি প্রধান যাগ নিম্পন্ন হয়। প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি তাহার অবয়ব বা অঙ্গ। গণেশ
পূজা যেমন সমুদায় প্রধান পূজার অঙ্গ, প্রযাজ অনুযাজও তেমনি দর্শপূর্ণমাস যাগের অঙ্গ।
* পূর্ণমাসায়াঃ ঐ সকলের বোধক প্রতি একত্রিত করিয়া একমাত্র প্রধান যাগেব বোধক করা হয়।
বেদান্তোক্ত নিগুণ সগুণ উপাসনাবোধক বাক্য সমূহকে সঙ্গুল করিবার উপায় নাই।

‡ পরমাত্মা দীপ্তিরূপী, ইত্যাদিক্রমে একটি উপাসনা কথিত হইয়াছে। ঐ উপাসনায়

প্রকৃতেতাবস্থং হি প্রতিবেদতি ততো

ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ৩।২।২২ ॥*

“হে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যাক্ষামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ
যচ্চ সচৈতচ্চ” ত্যচ্চ ইত্যুপক্রম্য পঞ্চ মহাভূতানি দ্বৈরা-

অধিকরণবিষয়মাহ—“হে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইতি। হে এব ব্রহ্মণো রূপে।
ব্রহ্মণঃ পরমার্থতোহরূপশ্রাধ্যারোপিতে হে এব কপে, তাভ্যাং হি তদ্রূপ্যতে।
তে দর্শয়তি—“মূর্ত্তৈবামূর্ত্তঞ্চ”। সমুচ্চীয়মানাবধারণম্। অত্র পৃথিব্যপ্তে-
জাংসি ত্রীণি ভূতানি ব্রহ্মণো রূপং মূর্ত্তং মূচ্ছিতাবয়বমিতবেতরাহুপ্রবিষ্টাবয়বং
কঠিনমিতি যাবৎ। তন্ত্ৰৈব বিশেষণান্তরাণি মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মকং স্থিতমব্যাপি
অবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ। সং অন্তোন্তো বিশিষ্যামগমসাধারণধর্ম্মবদিতি যাবৎ।
গন্ধস্নেহোষ্ণতাশ্চাত্তোত্ত্বাব্যবচ্ছেদহেতবোহসাধারণধর্ম্মান্ত্ত্বেতন্ত ব্রহ্মরূপশ্চ
তেজোহবল্লভ চতুর্কিংশেষণশ্চৈব রসঃ সারঃ, য এষ সবিতা তপতি। অথামূর্ত্তং
বায়ুশ্চান্ত্তরিক্ষঞ্চ। তন্নি ন কঠিনমিত্যমূর্ত্তমেতদমৃতমরণধর্ম্মকম্। মূর্ত্তং হি
মূর্ত্ত্যন্ত্বেরণাভিহ্রমানমবয়ববিল্লৈষাদ্ধ্বংসতে, ন তু তথাভাবঃ সম্ভবত্যামূর্ত্তশ্চ।
এতদ্ব্যংগিতি গচ্ছতি ব্যাপ্পোতীতি এতত্যাং নিত্যপরোকমিত্যর্থঃ। তন্ত্বেতন্ত-
মূর্ত্তশ্চৈতন্ত্যামৃতদৈতন্ত্য সত এতন্ত্য ত্যন্ত্বেই রসো য এষ এতন্নি স বিতুমণ্ডলে
পুরুষঃ। করণাত্মকো হিরণ্যগর্ভপ্রাণাহ্বয়ন্ত্য হেয রসঃ সারো নিত্যপরোকতা
চ সাম্যামত্যাধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্ত্য প্রাণান্ত্তরাকাশাভ্যাং
ভূতত্রয়ং শরীরান্ত্তকমেতন্মর্ত্ত্যমেতং স্থিতমেতং সং তন্ত্বেতন্ত্য মূর্ত্তশ্চৈতন্ত্য

“ব্রহ্মের দুইটা রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। (পরমার্থকল্পে তিনি অরূপ;
পরন্ত উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিত রূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত=
মূর্ত্তিমং অর্থাৎ স্থল। অমূর্ত্ত=তদ্রহিত অর্থাৎ হৃদয়। পৃথিবী, জল ও
তেজ, এই ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্ত রূপ এবং বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্বয় অমূর্ত্ত রূপ),
মূর্ত্ত রূপটা মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল—নশ্বর। অমূর্ত্তরূপটা অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী।
স্থিত অর্থাৎ অব্যাপী বহুপরিচ্ছিন্ন। সং অর্থাৎ অত্মাপেক্ষা বিশেষ বা অসাধারণ-
ধর্ম্মবিশিষ্ট। ত্যাং ও এতন্ অর্থাৎ নিত্যপরোকম্।” অতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ
ও পঞ্চ মহাভূতকে মূর্ত্তামূর্ত্ত রাশিধয়ে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন, “অমূর্ত্ত
ভূতদ্বয়ের সার লিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ—যিনি ঐ স্বর্ধ্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা ও পুরুষ।
মূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার এই দক্ষিণ চক্ষুঃ—এতদধিষ্ঠিত পুরুষ অমূর্ত্তভূতের সার।

পরমাত্মা দীপ্তিরূপে উপাস্ত। এই দীপ্তিরূপত্ব গুণ প্রপঞ্চবিলয়ের বিরোধী; হুতরাং তাহার
সহিত প্রপঞ্চবিলয়ের ঐক্য হইবে না। অত্যাশ্চ গুণেও এইরূপ জানিবে।

* হি যস্মাং প্রকৃতং যৎ এতাবস্থং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং রূপং, তৎ প্রতিবেদতি। যথা ভূয়ঃ পুনরপি
পরমভূতি ব্রবীতি অতিরিক্তি শেষঃ। তত্তত্তস্মাৎ ব্রহ্মণো ন কেবলং নিকীর্শেষচিন্মাত্রত্বমপি তু
সর্কনিবেদ্যাবিবেচন সঙ্গপত্বমিতি স্থিতিঃ।

যেহেতু অতি ব্রহ্মের প্রস্তাবিত বৈরূপা (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত) নিবেদ্য করতঃ বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম

শৌন প্রবিভজ্যামূর্ত্তরসস্ত চ পুরুষশব্দোদিতস্ত মাহারজনাদীনি
রূপাণি দর্শয়িত্বা পুনঃ পঠ্যতে, “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি ।
ন হেতস্মাদব্রহ্মণো নেত্যান্যং পরমন্তি” ইতি । তত্র কোহস্ত

মূর্ত্ত্যশ্চৈতস্ত স্থিতশ্চৈতস্ত সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হোষ রস ইতি । অথামূর্ত্ত
প্রাণশ্চ যশ্চায়মস্তরাণ্যাকাশঃ । এতদমৃতমেতদধদেতাত্যং, তশ্চৈতস্ত্যামূর্ত্তস্যো-
তস্ত্যামৃতশ্চৈতস্ত্যস্ত যত এতস্ত্য ত্যশ্চৈষ রসো যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষুঃ পুরুষস্তশ্চৈষ
রসঃ । লিঙ্গস্ত হি করণাত্মকস্ত হিরণ্যগৰ্ভস্ত দক্ষিণমক্ষ্যধিষ্ঠানং শ্রুতেরধিগতম্ ।
তদেবং ব্রহ্মণ উপাধিকর্যোমূর্ত্ত্যামূর্ত্তয়োরাধ্যাত্মিকাবিদৈবিকযোঃ কার্যাকারণ-
ভাবেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ সত্যাদৃশদবাচ্যয়োঃ । অথেনাদানীং তস্ত্য করণাত্মনঃ
পুরুষস্ত লিঙ্গস্ত রূপং বক্তব্যম্ । মূর্ত্ত্যামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়ং বিচিত্রং মায়াম-
হেন্দ্রজালোপমং তদ্বিচিত্রৈর্দৃষ্টাশ্চৈবদর্শয়তি তদ্ব্যপা “মাহারজনম্” ইত্যাদিনা ।
এতদ্বক্তব্যং ভবতি । মূর্ত্ত্যামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়স্ত্য বিচিত্রং রূপং লিঙ্গশ্চেতি ।
তদেবং নিরবশেষং সবাসনং সত্যরূপমুক্ত্য । যন্তং সত্যস্ত্য সত্যমুক্তং ব্রহ্ম তৎ-
স্বরূপাবধারণার্থবিদমারভ্যতে । যতঃ সত্যস্ত্য রূপং নিঃশেষমুক্তমতোহবশিষ্টং
সত্যস্ত্য যং সত্যং তস্ত্যানস্তরং তদ্ব্যক্তিহেতুকং স্বরূপং বক্তব্যমিত্যাহ—“অথাৎ
আদেশঃ” । কথম্ । সত্যাসত্যস্ত্য পরমাত্মনস্ত্যমাহ—“নেতি নেতি” । এত-
দর্থকথনর্থমিদমধিকরণম্ । নহ্ন ক্টিমেতাবদেবাদেশমুতেতঃ পরমত্তদপ্যস্তীত্যাত
আহ—“ন হেতস্মাদব্রহ্মণঃ” ইতি । •নেত্যাতিদষ্টাদন্তং পরমন্তি যদাদেশং ভবেৎ ।

তাহা প্রাণ বা লিঙ্গাত্মা ।” এইরূপে শ্রুতি পবমান্নাব উপাধি আধ্যাত্মিক ও
আধিদৈবিক মূর্ত্ত্যামূর্ত্তবিভাগ কথনপুংসব লিঙ্গাত্মাব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মার উপদেশ
করিয়াছেন । অনস্তর তাঁহার রূপবর্ণনা কবিয়াছেন । রূপবর্ণনকালে
মাহারজনাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । যেমন মাহাবজন বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ আবিক
বাস, যেমন ইন্দ্রগোপ, তিনিও তেমনি, ইত্যাদি । তাঁহার রূপ বাসনাময় ; স্ত্রুতরাং
স্বাপ্নিক বা মায়িক ;, সেই জন্ত তাঁহার স্বরূপ বিচিত্র । (মাহারজন = হরিজ্ঞা,
পাণ্ডু = শ্বেত । আবিক = পশম) । ফলিতার্থ এই যে, মূর্ত্ত্যামূর্ত্ত পদার্থের
সংস্কারীজাত বিজ্ঞান বিচিত্র, তাহাই আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও লিঙ্গাত্মার,
ইন্দ্রিয় আত্মার, অথবা হিরণ্যগৰ্ভ নামক সূত্রাত্মার স্বরূপ । সর্বশেষে বলিয়াছেন,
“অতঃপব ঐ সকল কারণে আদেশ অর্থাৎ কথন বা বলা যায়, তাহা নহে—
তাহা নহে । (ফলিতার্থ এই যে, তাহা বলা হইল, পবমার্থ পক্ষে তাহা ব্রহ্ম
নহে ; তাহা ব্রহ্মের উপাধিমাাত্র ।) বাহ্য প্রকৃত আদেশ, তাহা “তাহা নহে”
“তাহা নহে” এই নিষেধেব নিষেধ্য হইতে ভিন্ন, পর বা পরম ও অন্তিক্রপ
(সত্যাত্মক) । * [তত্র...দিশ্] এখানে জিজ্ঞাসা এই যে, “না বা নহে” এই

এতদতিরিক্তও আছেন” । সেই হেতু স্থির হয়, পবমার্থ কল্পে অন্ত কিছু নাই এবং তাঁহার রূপাদিও
পরমার্থকল্পে নাই । তিনি কেবল সজ্ঞপ । (বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যানুবাদে পাইবেন) ।

* শ্রুতি ব্রহ্ম ব্যাহিবার উদ্দেশে প্রথমে মূর্ত্ত্যামূর্ত্ত-বাসনা-বিজ্ঞানময় লিঙ্গাত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন ।
পরে বলিয়াছেন, এ সকল সত্য । তৎপরে বলিয়াছেন, বাহ্য এই সত্যের সত্য, তাহা ব্রহ্ম ।

প্রতিষেধস্ত বিষয় ইতি জিজ্ঞাসামহে । ন হৃত্রেদং তদিত্তি বিশেষিতং কিঞ্চিং প্রতিষেধ্যমুপলভ্যতে । ইতি-শব্দেন হৃত্র প্রতিষেধ্যং কিমপি সমর্প্যতে—নেতি নেতীতি, ইতি-শব্দপরত্বান্য়ং-প্রয়োগস্ত । ইতি-শব্দশ্চায়ং সন্নিহিতালম্বন এবং-শব্দ সমানবৃত্তিঃ প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে ‘ইতি হ স্মোপাধ্যায়ঃ কথয়তি’ ইত্যেবমাদিষু । সন্নিহিতঞ্চাত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ রূপদ্বয়ং সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ । তচ্চ ব্রহ্ম, যস্ত তে দ্বৈ রূপে । তত্র নঃ সংশয় উপজায়তে—কিময়ং প্রতিষেধো রূপে রূপবচ্ছোভয়মপি প্রতিষেধতি ? আহোশ্বিদেক-তরম্ ? যদাপ্যেকতরং, তদাপি কিং ব্রহ্ম প্রতিষেধতি, রূপে

তস্মাদেতাবদেবাদেশঃ নাপরমস্তীত্যর্থঃ । অত্রৈবমর্থো নেতিনা যৎ সন্নিহিতং পরামুদ্রং, তন্নিষিধ্যতে নঞাঃ সন্নিহিতঞ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বাসনং রূপদ্বয়ম্ । তদ-বচ্ছদকহেন চ ব্রহ্ম । তত্রৈদং বিচার্যতে । কিং কপদ্বয়ং স্বাসনং ব্রহ্ম চ সর্বমেব চ প্রতিষিধ্যত, উত ব্রহ্মৈবাত স্বাসনং রূপদ্বয়ম্, ব্রহ্ম-তু পরিশিষ্যত-ইতি । যত্ৰাপি তেষু তেষু বেদান্তপ্রদেশেষু, ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতং, তদসম্ভাব-জ্ঞানঞ্চ নিম্নিতমস্তীত্যেবোল্লেক্য ইতি চাশ্রিত্য সম্ভবধারিতং তথাপি সোধো-রূপং তদব্রহ্ম স্বাসনমূর্ত্তামূর্ত্তরূপসাধারণতয়া চ সামান্ত্রং, তস্ত চৈতে বিশেষা মূর্ত্তামূর্ত্তাদয়ঃ, ন চ তত্রদ্বিষেধনিষেধে সামান্ত্রমবস্থাতুইতি, নির্কিশেবস্ত

নিষেধেব বিষয় বা নিষেধ্য কি ? প্রতি ঐ নিষেধবাক্যে কাহার নিষেধ করিয়া-ছেন ? সংশয় হইবার কারণ এই যে, ঐ স্থানে কোনকপ নাম-নির্দিষ্ট নিষেধের উল্লেখ নাই । ইহা, তাহা বা অমুক এরূপ কোন কথা নাই । না থাকায় ঐ নিষেধেব কোনরূপ নির্দিষ্ট নিষেধ্য উপলব্ধ হয় না । কেবল ম+ইতি=নেতি—এইরূপে ঐ ন-কারের পর ‘ইতি’ শব্দ থাকায় সেই “ইতি” শব্দে স’মানতঃ কোন এক অনির্দিষ্ট নিষেধ্য সমর্পিত হয়, (‘প্রতীত’) করায় । ইতি-শব্দ সন্নি-হিতবাচী । যেমন এবং-শব্দ, তেমনি ইতি-শব্দ । বেদেও এবং-শব্দের অর্থে ইতি-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । যথা—“উপাধ্যায়” ইতি অর্থাৎ এইরূপ বলিয়াছেন ।” ইত্যাদি । [সন্নিহিতঞ্চাত্র...মুখ্যতঃ] অতএব, যাহা সন্নি-

এই বিচারটী সেই প্রত্যুক্ত সত্য-সত্য ব্রহ্মের স্বরূপ অবধাবণার্থ অবতারণিত । প্রতি যে নিখিল সত্তারূপ বলিয়া সত্য-সত্যের স্বরূপ বিজ্ঞাপনার্থ “নেতি” “নেতি” বলিয়াছেন, অর্থাৎ “না” “না” এই নিষেধবাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতে সহসা সত্য-সত্যের স্বরূপ প্রতীত হয় না, প্রত্যুত নানাপ্রকার সংশয় আগমন করে । কেননা, প্রোক্ত নিষেধের নিষেধ্য ঐ স্থলে অভিহিত নাই । নিষেধের অভিধান না থাকায় ব্রহ্মপর্যন্ত নিষেধ্যান্তর্গত হইবার সম্ভাবনা ; হুতরাং প্রত্যাবের পূর্ণাঙ্গের পর্যালোচনাপূর্ব্বক বিচার পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা ঐ ভ্রমের নির্ণয় করা আবশ্যক, হুতরাং বিচারান্তে নিরর্থক নহে ।

পরিশিনষ্টি? আহোম্বিক্রূপে প্রতিষেধতি, ব্রহ্ম পরিশিনষ্টি? ইতি।
তত্র প্রকৃতত্বাবিশেষাদ্ভয়মপি প্রতিষেধতীত্যাপেক্ষামহে। দ্বৌ তৌ
প্রতিষেধৌ, দ্বিনেতি-শব্দপ্রয়োগাৎ। তয়োরেকেন সপ্রপঞ্চং
ব্রহ্মণো রূপং প্রতিষিধ্যতে, অপরেণ রূপবদ্ব্রহ্মেতি ভবতি মতিঃ।
অথবা ব্রহ্মৈব রূপবৎ প্রতিষিধ্যতে। তদ্বি বাঙ্গনসাতীতত্বাদ-
সম্ভাব্যমানসম্ভাবং প্রতিষেধাইং, ন তু রূপপ্রপঞ্চঃ প্রত্যক্ষাদিগোচর-
ত্বাৎ প্রতিষেধাইঃ। অভ্যাসস্তাদরার্থঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

সামান্তপ্রয়োগাৎ। যথাহঃ—‘নির্কিংশেষং ন সামান্তং ভবেচ্ছবিষাণবৎ’^১।
ইতি। তন্মাত্রদ্বিশেষনিষেধেহপি তৎসামান্তস্ত ব্রহ্মণোহনবস্থানাং সৰ্বক্ৰৈশ্বৰ্য্যং
নিষেধঃ। অতএব ন হ্যেতদাদিতি নেত্যন্তংপরমন্তীতি নিষেধাৎ পরং নাস্তীতি
সৰ্বনিষেধমেব তদ্ব্যমাহ শ্রুতিঃ। অস্তীত্যেবোপলক্ষ্য ইতি চোপাসনাবিধান-
বল্লয়ং, ন ত্বস্তিহমেবান্ত তদ্ব্যম্। তৎপ্রশংসার্থক্যসম্ভাবজ্ঞাননিষ্ঠা। যচ্চাত্ত
ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনং তদপি মূর্ত্তামূর্ত্তরূপপ্রতিপাদনবিরোধার্থমসম্মিহিতোহপি
চ তত্র নিষেধো যোগ্যত্বাৎ সম্বন্ধস্ততে। যথাহঃ—‘যেন যস্তাতিসম্বন্ধো দূরত্ব-
স্তাপি তেন সঃ’ ইতি। তন্মাত্রং সৰ্বক্ৰৈশ্বৰ্য্যবিশেষেণ নিষেধ ইতি প্রথমঃ
পঞ্চঃ। অথবা পৃথিবাদিপ্রপঞ্চস্ত সমস্তস্ত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধবাদ্ ব্রহ্মণস্ত
বাঙ্গনসাগোচরতয়া সকলপ্রমাণবিরহাৎ কতরস্তান্ত নিষেধ ইতি বিশয়ে প্রপঞ্চ-
প্রতিষেধে সমস্তপ্রত্যক্ষাদিব্যাকোপপ্রসঙ্গাদব্রহ্মপ্রতিষেধে অব্যাকোপাদ-
ব্রহ্মৈব প্রতিষেধেন সম্বধ্যতে যোগ্যত্বান্ন প্রপঞ্চস্তদ্বৈপরীত্যাৎ। বীক্ষা তু তদ-
ত্যস্তান্তাবিস্তৃচনায়েতি মধ্যমঃ পঞ্চঃ। তত্র প্রথমং পঞ্চং নিরাকরোতি—

হিত—পূৰ্ণকথিত, তাহাই ইতি-শব্দের বোধ্য। সন্নিধানেন অর্থাৎ পূর্বে
ব্রহ্মের রূপদ্বয় বর্ণিত আছে। তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপদ্বয় বাঁহার, এইরূপে বর্ণিত
আছে; সুতবাং সংশয় হয়। সংশয়ের আকার এই যে, ঐ নিষেধ কি রূপ-
দ্বয় ও রূপদ্বয়যোগী ব্রহ্ম,—উভয়ের নিষেধক? অথবা একতরের নিষেধক?
যদি একতরের নিষেধক হয়, তবে, তদ্বারা কি ব্রহ্মেরই নিষেধ হইয়াছে?
(ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে?) না কেবল রূপদ্বয়ের নিষেধ হইয়াছে? (ব্রহ্মের
রূপ নাই বলা হইয়াছে?) প্রকৃতে বিশেষোক্তি না থাকায় অর্থাৎ প্রকরণে
উভয়ের প্রস্তাব থাকায় উভয়েরই নিষেধাশঙ্কা হয়। অপিচ, দুই বার
“নেতি” শব্দের প্রয়োগ থাকাতো মনে হয়, ঐ স্থলে দুইটা নিষেধ। একটার
দ্বারা ব্রহ্মগত প্রপঞ্চরূপের ও অতীটার দ্বারা রূপবদব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে।
[অথবা...প্রসঙ্গাৎ] অথবা বাঁহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে, তাঁহারই—সেই
ব্রহ্মেরই—নিষেধ হইয়াছে (ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে)। তিনি বাক্যও মনের
অগোচর, সেই কারণে তাঁহার সম্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব অসম্ভাব্যমান। অতএব,
নির্কিংশেষ ব্রহ্মই নিষেধের যোগ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম নিষেধের যোগ্য নহে। রূপ-
প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ, সুতরাং তাহা নিষেধের অব্যোগ্য। (যাহা চক্ষে দেখা যায়,

ন তাবহুভয়প্রতিষেধ উপপত্ততে, শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ । কিঞ্চিদ্ধি পরমার্থমালম্ব্যাপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে, যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ । তচ্চ পরিশিষ্যমাণে কস্মিংশ্চিদ্ধাবেহবকল্পতে । কৃৎস্নপ্রতিষেধে হি কোহন্তো ভাবঃ পরিশিষ্যেত । অপরিশিষ্যমাণে চান্ত্যস্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে, তস্য প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ তস্মৈব পরমার্থতাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ । নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপপত্ততে, “ব্রহ্ম তে ব্রবাণি” ইত্যুপক্রমবিরোধাৎ । “অসম্ভেব

“ন তাবহুভয়প্রতিষেধ উপপত্ততে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ” ইতি । অয়মভিসন্ধিঃ— উপাধয়ো হস্ত পৃথিব্যাদয়োঃ বিজ্ঞাকল্পিতাঃ ন তু শোণ-কর্কাদয় ইব বিশেষা অস্বহস্ত । ন চোপাধিবিগমে উপহিতস্তাবোহপ্রতীতির্বা । ন হ্যুপাধীনাং দর্পণমণিরূপাণাদীনামপগমে মুগ্ধস্তাবোহপ্রতীতির্বা । তস্মাদুপাধিনিষেধেহপি নোপহিতস্ত শব্দবিষাণায়মানতা অপ্রত্যয়ো বা । ন চ ইতীতি সন্নিধানাবশেষাৎ সর্বস্ত প্রতিষেধ্যত্বমিতি যুক্তম্ । ন হি ভাবমহুপাশ্রিত্য প্রতিষেধ উপপত্ততে, কিঞ্চিদ্ধি কচিরিষিধ্যতে । ন হ্যনাপ্রমঃ প্রতিষেধঃ শক্যঃ প্রতিপত্তম্ । তদিদমুক্তম-পরিশিষ্টমাণে চান্ত্যস্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে, তস্য প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ তস্মৈব পরমার্থতাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ ।

মধ্যমং পক্ষং প্রতিক্ষিপতি । নাপি ব্রহ্মনিষেধ উপপত্ততে । যুক্তং যদ্বৈসর্গিকাবিজ্ঞাপ্রাপ্তঃ প্রপঞ্চঃ প্রতিষিধ্যতে, প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ প্রতিষেধ্যস্ত । ব্রহ্ম তু নাবিজ্ঞাসিদ্ধং নাপি প্রমাণান্তবান্ । তস্মাৎ শব্দেন প্রাপ্তং প্রতিষেধ-নীয়ম্ । তথা চ যন্তস্ত শব্দঃ প্রাপকঃ, স তৎপর ইতি স ব্রহ্মণি প্রমাণ-মিতি কথমস্ত নিষেধোহপি প্রমাণবান্ । ন চ পৃথুদাসাদিকুরণপূর্ব-পক্ষত্বায়েন বিকল্পঃ, বস্তুনি সিদ্ধস্তভাবে তদুপপত্তেঃ । ন চাবাস্তনসগোচরো বুদ্ধাবালেশ্বিতুং শক্যঃ । অশক্যচ্চ কথং নিষিধ্যতে । প্রপঞ্চস্তনাথবিজ্ঞাসিদ্ধো-হনুত ব্রহ্মণি প্রতিষিধ্যত ইতি যুক্তম্ । তদিমামনুপপত্তিমাভিপ্রেত্যোক্তং “নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপপত্ততে” ইতি । হেবন্তরমাহ—“ব্রহ্ম তে ব্রবাণি” ইতি । “উপ-তাহা নাই বলা যায় না; স্তুরাং তাহা নিষেধের গোচ্য নহে) । হই বার নিষেধ অর্থাৎ নেতি-শব্দের উল্লেখ আছে সত্য; তাহুর এক উল্লেখের আদ-রার্থতা ব্যতীত অন্য অর্থ নাই । অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন বাক্য ও মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে নাই বলাই শ্রেয়ঃ ও আদরণীয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ দ্বিকৃতি বস্তু হইয়াছে । এই আশঙ্কার বা এই পূর্বপক্ষের উপর বলা যায়, উভয়নিষেধ যুক্তিসিদ্ধ নহে । উভয়নিষেধে শূন্যবাদ আইসে ।

[কিঞ্চিদ্ধি...প্রসঙ্গাচ্চ] যদ্বপ রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদির নিষেধ, সেইরূপ, কোন এক পরমার্থসং আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে অপবমার্ধের (মিথ্যার) নিষেধ হইয়া থাকে । নিষেধ সঙ্গত বা সাধু হইতে পারে, যদি কিছু অব-শেষ থাকে । সর্বনিষেধ হইলে কোনও বস্তু অবশিষ্ট থাকিবেক না । যদি

স ভবত্যসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ” ইত্যাদিনিন্দাবিরোধোৎ,
 “অস্তাত্যেবোপলব্ধব্যঃ” ইত্যবধারণবিরোধোৎ, সর্ববেদান্ত-
 ব্যাকোপপ্রসঙ্গাচ্চ। বাহ্যনসাতীতত্বমপি ব্রহ্মণো নাভাবা-
 তিপ্রায়োগাভিধীয়তে। ন হি মহতা পরিকরবন্ধেন “ব্রহ্মবিদা-
 ন্নোতি পরং” “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যেবমাদিনা বেদা-
 ন্তেষু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য, তস্মৈব পুনরভাবোভিলপ্যেত, “প্রক্ষা-
 লনাক্ষি পক্ষশ্চ দূরাদম্পর্শনং বরম্” ইতি শ্রুত্যাং। অতঃ প্রতি-
 পাদনপ্রক্রিয়া হ্রেষা “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা

ক্রমবিরোধোৎ” ইতি। উপক্রমপরামর্শোপসংহারপর্যালোচনয়া হি বেদান্তানাং
 সর্বেষামেব ব্রহ্মপরম্ব্যুপপাদিতং প্রথমেন্ধ্যায়ে। ন চাসত্যামাক্ষায়াং দূরতর-
 স্ত্বেন প্রতিষেধে নৈবাং সম্বন্ধঃ সম্ভবতি। যচ্চ বাহ্যনসাতীততয়া ব্রহ্মণস্তৎপ্রতি-
 ষেদশ্চ ন প্রমাণান্তরবিরোধ ইতি। তত্রাহ—“বাহ্যনসাতীতত্বমপি” ইতি। প্রতি-
 পাদয়ন্তি বেদান্তা মহতা প্রযত্নেন ব্রহ্ম। ন চ নিষেধাৎ তৎপ্রতিপাদনমহুপপত্তে-
 রিতুক্তমধ্যস্তাৎ। ইদানীন্ত নিম্নয়োজনমিত্যুক্তং, প্রক্ষালনাক্ষি পক্ষশ্চেতি শ্রুত্যাং।
 তস্মাদ্বেদান্তবাচা মনসি সন্নিধানাদ্ ব্রহ্মণো বাহ্যনসাতীতত্বং নাঙ্গমম্, অপি তু প্রতি-
 অবশেষ না থাকে, কিছুই না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে অন্তের নিষেধ
 অর্থাৎ যাহাতে “নাই” বলিবে, তাহাও নিষেধের বিষয় হইবে। তাহা হইলে
 সন্ধনিষেধ সিদ্ধ হইবে না। কেননা, এক পরমার্থ সং থাকায় তাহার নিষেধ
 যুক্তিবিহীন হয়। অপিচ, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে তাহা উপপন্ন হইবে
 না; কেননা, তাহা “তোমাকে ব্রহ্ম বলিব” এই উপক্রমের বা প্রতিজ্ঞার-
 বিরুদ্ধ এবং তাহা “সেও অসৎ হয়—যে ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে।”
 ইত্যাদি বাক্যে যে, অসদ্ব্রহ্মবাদীর নিন্দা অভিহিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধও
 বটে। “অস্তি—আছেন, এইরূপে তিনি উপলব্ধ্য।” এই যে, অবধারণ
 অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মনিষেধপক্ষ তাহারও বিরোধী। অধিক কি বলিব,
 ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে সমুদায় বেদান্তের অবমাননা করা হইবে।
 (অতএব, লৌকিক প্রমাণপ্রাপ্ত দ্বৈতই উক্ত নিষেধের নিষেধ্য; বেদান্ত-
 প্রথিত অদ্বয় ব্রহ্ম নিষেধ্য নহে)। [বাহ্যনসা...ষেদতীতি। শ্রুতি তাঁহাকে
 বাক্যমনের অগোচর বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভাব অর্থাৎ
 নাস্তিত্ব কথিত হয় নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই, এ অভিপ্রায়ে বাক্যাদির
 অগোচর বলা হয় নাই। প্রমাণভূতা শ্রুতি-মহা আড়ম্বরে “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত
 হন” “ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দ ও অনন্ত” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন
 করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাই বলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐরূপ বলিবার
 প্রয়োজনও নাই। শরীরে পাক মাখিয়া তাহা ধোত করা অপেক্ষা পাক না মাখাই

সহ” ইতি। এতদুক্তং ভবতি—বান্ধনমাতীতমবিষয়াস্তঃপাতি-
প্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মেতি। তস্মাৎ
ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চং প্রতিষেধতি, পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেত্যবগন্ত-
ব্যম্। তদেতদুচ্যতে—“প্রকৃতৈতাবদ্বং হি প্রতিষেধতি” ইতি।

প্রকৃতং যদেতাবদ্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং,
তদেষ শব্দঃ প্রতিষেধতি। তন্নি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ পূর্ব্বস্মিন্
এস্বেহধিদেবতমধ্যাত্মঞ্চ। তজ্জনিতমেব চ বাসনালক্ষণমপরং
রূপমমূর্ত্তরসভূতং গুরুষশব্দোদিতং লিঙ্গাত্মব্যপাশ্রয়ং মাহা-
রজনাভ্যুপনাত্তির্দর্শিতম্, অমূর্ত্তরসস্য চ পুরুষস্য চক্ষুর্গ্রাহরূপ-

পাদনপ্রক্রিয়োপক্রম এষঃ। যথা গবাদয়ো বিষয়াঃ সাক্ষাচ্ছূদ্রগ্রাহিকয়া প্রতি-
পাত্তস্তে প্রতীয়ন্তে চ, নৈবং ব্রহ্ম। যথাহঃ—ভেদপ্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ চ
নিরূপণমিতি।

নমু প্রকৃতপ্রতিষেধে ব্রহ্মণোহপি কস্মিন্ন প্রতিষেধ ইত্যত আহ—“তন্নি
প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ” ইতি। প্রধানং প্রকৃতং, প্রপঞ্চশ্চ প্রধানং ন ব্রহ্ম। তস্য
ষষ্ঠ্যন্ততয়া প্রপঞ্চাবচ্ছেদকত্বেনাপ্রধানত্বাদিত্যর্থঃ।

ভাল, ইহা সামান্য লৌকিক পুরুষেরাও বুঝে। “বাক্য ও মন যাহাকে না
পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বাক্য যাহাকে বলিতে, কিংবা মন যাহাকে
মনন করিতে পারে না”, এ শ্রুতি তাঁহার অভাব বলেন নাই; কিন্তু ব্রহ্ম
প্রতিপাদনেব প্রক্রিয়া বা প্রণালী মাত্র বলিয়াছেন। উহাতে ইহাই উক্ত
হইয়াছে যে, ব্রহ্মরূপটী বাক্যমনের অতীত অর্থাৎ অবিষয়। প্রত্যগাত্মা
অবিষয় ও নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিষেধ—ঐ “নেতি
নেতি” বাক্য—রূপপ্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশেষিত করিয়াছেন।
অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, অথ কিছু নাই, ইহা বলিয়াছেন।” সূত্রকারও
“প্রকৃতৈতাবদ্বং প্রতিষেধতি” এই অংশের দ্বারা, ঐ কথাই বলিয়াছেন।

[প্রকৃতং...রূপভেদঃ] যে এতাবদ্বং প্রস্তাবিতঃ অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রস্তাবে যে,
ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ “নেতি” শব্দে তাহা-
রই নিষেধ হইয়াছে। অর্থাৎ তাহা পরমার্থকল্পে নাই, ইহাই ঐ শব্দে
বলা হইয়াছে। যাহা প্রকৃত, তাহা পূর্ব্ব অধ্যাত্ম ও অধিদেবতভেদে
বিভাগে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তজ্জনিত বাসনাত্মক অপর একটী রূপ—
যাহা অমূর্ত্তরূপের রস অর্থাৎ সাদৃশ্য, তাহা পুরুষ ও লিঙ্গাত্মা-শব্দে শব্দিত
হইয়াছে এবং সেরূপটী মাহারজন অর্থাৎ হরিত্রাক্ত বস্ত্র প্রভৃতি উপমান
দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে (শ্রুতিকর্ত্তক)। অমূর্ত্ত ভূতের সারস্বরূপ মূর্ত্ত-
বাসনাময় হিরণ্যগর্ত্তের চক্ষুর্গ্রাহ রূপ নাই বলিয়াই উপমান দ্বারা বুঝাইতে

যোগিস্থানুপপত্তেঃ । তদেতৎ সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং সন্নি-
 হিতালম্বনেতি-করণেন প্রতিষেধক-নঞং প্রত্যাপনীয়ত ইতি
 গম্যতে । ব্রহ্ম তু রূপবিশেষণত্বেন ষষ্ঠ্যা নির্দিষ্টং পূর্বস্মিন্
 গ্রন্থে, ন স্বপ্রধানত্বেন । প্রপঞ্চিতে চ তদীয়ে রূপদ্বয়ে, রূপবতঃ
 স্বরূপজিজ্ঞাসায়ামিদমুপক্রান্তং “অথাৎ আদেশো নেতি
 নেতি” ইতি । তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানে ব্রহ্মণঃ স্বরূপা-
 বেদনমিদমিতি নির্ণীয়েত । তদাম্পাদং হীদং সমস্তং কার্য্যং
 নেতি নেতীতি প্রতিষিদ্ধম্ । যুক্তঞ্চ কার্য্যস্য বাচারম্ভগণ-
 দাদিভ্যোহসদ্ব্যমিতি “নেতি নেতি” ইতি প্রতিষেধনং, ন তু
 ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বকল্পনামূলত্বাৎ ।

ন চাত্রেয়মাশঙ্কা কর্তব্য—কথং হি শাস্ত্রং স্বয়মেব ব্রহ্মণো
 রূপদ্বয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মেব পুনঃ প্রতিষেধতি “প্রক্ষালনাদ্ধি পক্ষস্য

“ততোহন্তদব্রবীতি” ইতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধাদন্তত্বয়ো ব্রবীতীতি,
 তন্নির্ব্বচনম্, “ন হেতুস্বাদিত্যস্ত যদা ন হেতুস্বাদিতি নেতি নেত্যাদিষ্টাদব্রহ্মণো-
 হইয়াছে । [তদেতৎ...মূলত্বাৎ] এই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ইতি-শব্দে উপস্থাপিত
 হইয়া নিষেধার্থক ন-কারে উপনীত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে । পূর্বগ্রন্থস্থ ব্রহ্ম-
 শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিশেষণভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে প্রদর্শিত
 হইয়াছেন । রূপদ্বয় (মূর্ত্তামূর্ত্ত) প্রপঞ্চিত হওয়ায়, রূপবানের অর্থাৎ
 বাহার সেই দুই রূপ—তাহার অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা (জানিবান ইচ্ছা)
 স্বতই উৎপন্ন হয়, তৎপরিপূরণার্থ “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি” একপে
 উপক্রম । ঐ উপক্রমবাক্যে ব্রহ্মের কল্পিত রূপ প্রত্যাখ্যান, ও স্বরূপেব
 বিজ্ঞাপন, এই দুই তত্ত্ব নির্ণীত হয় । এই যে-কিছু কার্য্য—যে-কিছু জন্মবান্
 বস্তু—সমস্তই ব্রহ্মাশ্রিত । সেই কারণে এ সকল ব্রহ্মে নিষিদ্ধ । তাৎপর্য্য
 এই যে, অবিচারিত জ্ঞানে এ সকল ব্রহ্মাম্পাদ, কিন্তু পবমার্থজ্ঞানে এ সকল মিথ্যা
 অর্থাৎ আদৌ অসত্য । কার্য্য (জন্তুবস্তু) মাত্রেই বাক্যারম্ভ অর্থাৎ কথা মাত্র,
 বস্তুসং নহে, ইত্যাদি শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং
 তাহারই নিষেধ যুক্তিযুক্ত । ব্রহ্ম সমুদায় কল্পনার মূল ; সুতরাং ব্রহ্ম নিষেধের
 অর্থাৎ ব্রহ্মকে নাই বলার উপায় নাই ।

[ন চাত্রেয়...নিবর্ত্ততে] শাস্ত্র ব্রহ্মের রূপদ্বয় দেখাইয়া নিষেধ করিলেন
 কেন ? কর্দ্দম মাধিয়া দ্বৌতকরণ অপেক্ষা কর্দ্দম না মাথাই-ত ভাল ? এ আশঙ্কা
 কর্তব্য নহে । তৎপ্রতি হেতু এই যে, শাস্ত্র ব্রহ্মের ঐ রূপদ্বয় প্রতিপাদ্যভাবে

দূরাদম্পর্শনং বরম্” ইতি। যতো নেদং শাস্ত্রং প্রতিপাদ্যেহন
ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং নির্দিশতি, লোকপ্রসিদ্ধস্ত্বদং রূপদ্বয়ং কল্পিতং
পরায়ুশতি প্রতিষেধ্যত্বায় শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায় চেতি
নিরবদ্যম্। হৌ চৈতো প্রতিষেধো যথাসম্ভাভ্যায়েন হে অপি
মূর্ত্তামূর্ত্তে প্রতিষেধতঃ। যদ্বা, পূর্ব্বঃ প্রতিষেধো ভূতরাশিঃ
প্রতিষেধতি, উত্তরো বাসনারাশিম্। অথবা “নেতি নেতি”
ইতি বীম্পেয়মিতি যাবৎ কিঞ্চিছুৎপ্রেক্ষ্যতে, তৎ সর্ব্বং ন
ভবতীতি তদর্থঃ। পরিগণিতপ্রতিষেধে হি ক্রিয়মাণে, যদি নৈতদ্
ব্রহ্ম, কিমন্যদ্ ব্রহ্ম ভবেদিতি জিজ্ঞাসা স্যাৎ, বীম্পায়াস্তু সত্যং
সমস্তস্য বিষয়জাতস্য প্রতিষেধাদবিষয়ঃ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মেতি
জিজ্ঞাসা নিবর্ত্ততে। ‘তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতি-
ষেধতি, পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ। ইতশ্চৈচম্ এব নির্ণয়ো
যতঃ, ততঃ প্রতিষেধাদ্ভূয়ো ব্রুকীতি—‘অন্যৎ পরমস্তি’ ইতি।

হত্বং পবমস্তীতি ব্যাখ্যানং, তদা প্রপঞ্চপ্রতিষেধাদত্বদ্বৈক্যেব ব্রবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্।
উল্লেখ করেন নাই, বলেন নাই, লৌকিক প্রমাণ প্রাপ্ত অর্থাৎ বিচারিত জ্ঞান-
ভাষ-প্রযুক্ত কল্পিত তদ্বয়েব অনুবাদ বা অনুসন্ধান মাত্র করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তামূর্ত্ত
রূপদ্বয়েব পরামর্শ (অনুসন্ধান) ও নিষেধ্যতা কখন শুদ্ধ ব্রহ্মেব স্বরূপ প্রতিপাদন
উদ্দেশ্যেই কৃত হইয়াছে। ঐ প্রতিষেধদ্বয় যথাসম্ভাভ্যায়ে অর্থাৎ যথাক্রমে মূর্ত্তা-
মূর্ত্ত রূপেব প্রতিষেধ করে। অথবা প্রথম নিষেধে ভূতরাশির এবং দ্বিতীয়
নিষেধে বাসনারাশির নিষেধ হইয়াছে। কিম্বা “নেতি” “নেতি” এই দ্বিরুক্ত
প্রয়োগ বীম্পা। বীম্পা প্রয়োগের ফল বা উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মে যে কিছু উৎ-
প্রেক্ষিত হয় ও হইতে পারে, সে সমস্তই তাঁহাতে নাই। “ইহা নহে” এতাবৎ-
মাত্র পরিগণিত নিষেধে জিজ্ঞাসা নিবর্ত্তি হয় না। অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে, তবে কি
অন্য কিছু ব্রহ্ম? এইরূপ জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। আব বীম্পা হইলে সমুদায়
বিষয়ের একত্র নিষেধ হয়, তাহাতে অবিষয় প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মতা নিশ্চিত হয়।
নিশ্চয় জ্ঞান হইলেই জিজ্ঞাসা ও সংশয় থাকে না। [তস্মাৎ...ক্রয়াৎ] প্রদর্শিত
যুক্তিতে সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে, শ্রুতি ব্রহ্মের রূপপ্রপঞ্চ নিষেধ করিয়া কেবল
ব্রহ্মকে অবশেষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই পরমার্থ সং বস্তু আছেন, আর
সকল নাই বা মিথ্যা। অন্য হেতুতেও ঐ নির্ণয় লব্ধ হয়। সে হেতু এই—
শ্রুতি ঐ প্রতিষেধেব পর অর্থাৎ “ইহা নহে ইহা নহে” এইরূপ নিষেধ করিয়া
বলিয়াছেন “যাবৎ নিষেধ্য ভিন্ন পরমাত্মা আছেন।” সমুদায় নিষেধযোগ্য

অভাবাবসানে হি প্রতিষেধে ক্রিয়মাণে কিমন্তং পরমস্তুতি
ক্রিয়াৎ ।

তত্রৈবাক্ষরযোজনা—নেতি নেতীতি ব্রহ্মাদিশ্য তমেবাদেশং
পুনর্নিব্বক্তি । নেতি নেতীত্যশ্চ কোহর্থঃ ? ন হেতস্মাৎ
ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তমস্তুতি, অতো নেতি নেতীত্ব-
চ্যতে, ন পুনঃ স্বয়মেব নাস্তীত্যর্থঃ । তচ্চ দর্শয়তি ‘অন্তং
পরমপ্রতিষিদ্ধং ব্রহ্মাস্তি’ ইতি । যদা পুনরেবমক্ষরাণি
যোজ্যন্তে—ন হেতস্মাদিতি নেতি নেতি প্রপঞ্চপ্রতিষেধরূপা-
দেশনাদন্তং পরমাদেশনং ন ব্রহ্মণোহস্তুতি, তদা “ততো
ব্রবীতি চ ভূয়ঃ” ইত্যেতন্মামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্ । “অথ
নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্”
ইতি হি ব্রবীতি ইতি । তচ্চ ব্রহ্মাবসানে প্রতিষেধে সমঞ্জ-

যদা তু ন হেতস্মাদিতি সর্বনান্না প্রতিষেধো ব্রহ্মণ আদেশঃ পরামুশ্রুতে, তদাপি
প্রপঞ্চপ্রতিষেধমাত্রং ন প্রতিপত্তব্যম্, অপি তু তেন প্রতিষেধেন ভাবরূপং
ব্রহ্মোপলক্ষ্যতে । কস্মাদিত্যত আত্ম—“ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ” ইতি । যস্মাৎ
প্রতিষেধস্ত পরস্তাদপি ব্রবীতি, অথ ব্রহ্মণো নামধেয়ং—নাম সত্যস্য সত্যমিতি,
তদ্ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ “প্রাণা বৈ সত্যম্” ইতি । মাহারজনাট্যপমিতং লিঙ্গমুপলক্ষয়তি ।
তং খলু সত্যমিতরাপেক্ষয়া, তস্তাপি পবং সত্যং ব্রহ্ম । তদেবং যতঃ প্রতিষেধস্ত
নিষেধ হইল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম অর্থাৎ যাহা নিষেধের অযোগ্য,
অথচ যাহা নিষেধসীমা, তাহাই ব্রহ্ম । নিষেধ কবিত্তে করিতে যদি কিছু না
থাকে, যদি সর্বভাবেই অভিপ্রোক্ত হয়, তবে, শ্রুতি “পরমস্তুতি” শব্দে কাহাকে
বলিলেন ?

[তত্রৈব...ইতি] এই ব্যাখ্যা অনুসাবে সূত্রস্থ পদের অর্থ এইরূপ—শ্রুতি
নেতি নেতি—ব্রহ্ম একরূপ সেকরূপ নহে, এইরূপে ব্রহ্মোপদেশ করিয়া পুনর্বার
ঐহাকে ব্রহ্মত্বের নিমিত্ত বলিয়াছেন—নেতি নেতি—একরূপ নহে । একরূপ
নহে, এ কথার অর্থ কি ? অর্থ এই যে, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বা ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু
নাই ; সূত্রায়ং নেতি নেতি বলা হইল । ঐ কথার, নেতি নেতি কথার, এমন
অর্থ হয় না যে, তিনি স্বয়ং নাস্তি । তাহা বা সেই তাৎপর্যই ঐ বাক্যে দর্শিত
হইয়াছে । অর্থাৎ “অনিষিদ্ধ—নিষেধের অযোগ্য ব্রহ্ম আছেন ।” [যদা...
শ্রামঃ] একরূপ যোজনাও (সূত্রার্থ) করিতে পার । যথা—নেতি নেতি এই
প্রপঞ্চনিষেধাত্মক উপদেশ ব্যতীত পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উপদেশ (ব্রহ্মবিষয়ক)
আর নাই । এই ব্যাখ্যায় “ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ” এই সূত্রশেষকে নাম-কথন
অর্থে যোজনা করিতে হইবে । অর্থাৎ সেই জন্তই শ্রুতি ঐহার তদর্থবোধক

সম্ভবতি । অভাবাবসানে তু প্রতিষেধে কিং সত্যস্ত সত্যমি-
ত্যাচ্যেত । তস্মাদ্ ব্রহ্মাবসানোহয়ং প্রতিষেধো নাভাবাবসান
ইত্যধ্যবশ্যামঃ ॥ ৩।২।২২ ॥

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ৩।২।২৩ ॥*

যৎ প্রতিষিদ্ধাৎ প্রপঞ্চজাতাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম, তদস্তু
চেৎ কস্মাৎ ন গৃহ্যত ইতি । উচ্যতে—তদব্যক্তমনিন্দ্রিয়-
গ্রাহ্যং, সর্বদৃশ্যসাক্ষিত্বাৎ । আহ হেবং শ্রুতিঃ “ন চক্ষুষা
গৃহ্যতে, নাপি বাচা নানৈর্দেবৈস্তপসা কৰ্ম্মণা বা । স এষ
নেতি নেত্যাশ্রা, অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে ।” “যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্ ।”

পরন্তাদব্রবীতি, তস্মান্ প্রপঞ্চপ্রতিষেধমাত্রং ব্রহ্ম, অপি তু ভাবরূপমিতি । তদেবং
পূৰ্ব্বস্মিন্ ব্যাখ্যানেন নির্বচনং ব্রবীতীতি ব্যাখ্যাভ্যন্তম্, অস্মিন্স্থ সত্যস্ত সত্যমিতি
ব্রবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্ । শেষমতিবোধিতার্থম্ ॥ ৩।২।২২ ॥ *

[রত্নপ্রভা । অগ্রাহ্যত্বাৎ ব্রহ্ম নাস্তীতি শঙ্কানিরাসার্থং শূত্রং ব্যাচষ্টে—যৎ-
নামসমূহং বলিয়াছেন । তদ্ব্যথা—“ব্রহ্ম সত্যের সত্য, প্রাণই সত্য (প্রাণ=
ব্রহ্ম), তত্তাবত্তের মধ্যে ব্রহ্মই সত্য” ইত্যাদি । নিষেধপক্ষ যদি ব্রহ্মে অবসান
প্রাপ্ত হয়, তবেই ঐ নামকথন সম্ভব হয় । সর্বনিষেধে বা অভাববাদে উহা
সম্ভব হয় না । যে নিষেধের চরমে অভাব, সে নিষেধ অভিপ্রেত হইলে “সত্যের
সত্য” বলিবেন কেন ? অতএব, বুদ্ধিতে হইবে, ঐ নিষেধ ব্রহ্মাবসান, অভাবা-
বসান নহে ॥ ৩।২।২২ ॥

বলা হইল, নিষিধ্যমান প্রপঞ্চের অতিরিক্ত ব্রহ্ম আছেন । যদি থাকেন, ত
গৃহীত হন না কেন ? জ্ঞান-বিষয় না হন কেন ? তাহা বলিতেছি । “তিনি অব্যক্ত
অর্থাৎ অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়তিরিক্ত প্রমাণ-গ্রাহ্য ।
সে প্রমাণ ধ্যান-ধারণা-সমাধি-সংস্কৃত-মানস জ্ঞানবিশেষ ।) তৎপ্রতি হেতু এই
যে, তিনি নিখিল দৃশ্যের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা (প্রকাশক) । এ কথা শ্রুতিও
বলিয়াছেন । যথা—“চক্ষুঃ তাঁহাকে গ্রহণ করে না, অস্ত্রাণ্ড ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে
গ্রহণ করে না । তপস্কার ও কৰ্ম্মের দ্বারাও তিনি বিজ্ঞাত হন না ।” “আত্মা

* তৎ ব্রহ্ম অব্যক্তং কপাত্তভাবে ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং, ন ভসবাদিতি ভাবঃ । হি আহ ব্রবীতি ব্রহ্মণ
ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যতাং শ্রুতিরिति শেষঃ ।

প্রতিষেধ-যোগ্যেরই প্রতিষেধ হয়, এই দৃষ্ট প্রপঞ্চ সমুদায়ই প্রতিষেধ্য যদি এতদতিরিক্ত ব্রহ্ম-
থাকেন, তবে দৃষ্ট হন না কেন ? তাহা বলিতেছি । তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অগম্য ;
সেই জন্যই তিনি ইন্দ্রিয়গণে ব্যক্ত হন না ।

“যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহ নাভ্যোহ নিরুক্তেহ নিলয়নে”
ইত্যাদ্য। স্মৃতিরপি “অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যো-
হয়মুচ্যতে” ইত্যেবমাছা ॥ ৩।২।২৩ ॥

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানু-

মানাভ্যাম্ ॥ ৩।২।২৪ ॥*

অপি চ, এনমাত্মানং নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চমব্যক্তং সংরাধনকালে
পশুন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং ভক্তিদ্ব্যনপ্রণিধানাচ্চনুষ্ঠানম্।
কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশুন্তীতি? প্রত্যক্ষানুমানা-
ভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রুতিঃ—

প্রতিষিদ্ধাদিতি। রূপাত্তভাবদব্যক্তমিচ্ছিয়া গ্রাহ্যং, ন বসত্বাদিত্যর্থঃ। অত্বেদৈবৈরি-
চ্ছিয়াস্তরৈর্ন গৃহত ইত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।২৩ ॥]

[রত্নপ্রভা। তর্হি কদা গ্রাহ্যমিতি শঙ্কোত্তরং সূত্রং ব্যাখ্যাতি—অপি চৈন-
মিতি। চত্বর্থঃ, ইচ্ছিয়ৈর্ন গৃহতে, অপি তু সংবাধনেন শাস্ত্রসংস্কৃতমনসেত্যর্থঃ।
ভক্তিদ্ব্যনভ্যাং প্রত্যগাঅনুশিত্তে ঐকর্ষণে নিধানং স্থাপনং প্রণিধানং। জপ-
নমস্কারাদিরাদিশকার্থঃ। স্বয়ম্ভূবীধবঃ। খানৌচ্ছিয়াণি। পরাক্ষি অনাত্মগ্রাহকণি
কৃৎস্না ব্যতৃণং নাশিতবান্। স হি তেষাং নাশো যদসমর্থগ্রাহিতয়া সজ্জনং, তস্মাৎ
একপ নহে সেরূপ নহে।” “যেহেতু আত্মা ইচ্ছিয়াদির দ্বারা গৃহীত হন না, সেই
হেতু তিনি অগৃহ্য অর্থাৎ গ্রহণীয় নহেন”, “তাহা অদৃশ্য ও অগ্রহণীয়।”
“যখন এই সুপ্রসিদ্ধ, অদৃশ্য, অনাত্ম্য ও নির্বচনের অযোগ্য আত্মা—ইত্যাদি।
ইহার অতুচ্চতা স্মৃতি ঐ কথাই বলিয়াছেন। যথা—“তত্ত্বজ্ঞকর্তৃক কথিত
হইয়াছে, ইনি অব্যক্ত, চিন্তার অপ্রাপ্য এবং অবিকার্য।” ইত্যাদি ॥ ৩।২।২৩ ॥

যোগীরহি সংরাধনকালে (আরাধনার সময়) এই অব্যক্ত ও নিশ্প্রপঞ্চ
আত্মাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করেন। চিত্ত ভক্তি ও ধ্যান দ্বারা বিনষ্টরাগ হইলে
তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মভাব স্থাপন করার নাম প্রণিধান। এই ভক্তি-ধ্যান-
প্রণিধান ও নামজপ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকার নাম ‘সংরাধন’ বা
আরাধনা। যদি বল, যোগীরা যে, আরাধনা কালে ঐহাকে দেখিতে পান,
তাহা তোমরা কিসে জানিলে? ইহার প্রত্ন্যন্তরে বলা যায়, শ্রুতিপ্রমাণে ও
স্মৃতিপ্রমাণে জানিয়াছি। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—

* সংরাধনমাত্মাননিতানবীজম্। আরাধনকাল্যে এনমাত্মানং পশুন্তি যোগিন ইতি পূর্বগীরম্।
স আত্মা ভক্তিদ্ব্যনপ্রণিধানাচ্চনুষ্ঠানসংস্কৃতমনসেব গৃহতে, ন ইচ্ছিয়ৈঃ। এতচ্চ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং
বিজায়তে। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।

এই নিশ্প্রপঞ্চ আত্মা ইচ্ছিয়ের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ বিজ্ঞাত হন না। শ্রুতির ও স্মৃতির দ্বারা
জানা যায় যে, ইনি আরাধনাকালে আরাধকের ভক্তিপবিত্র চিত্তে বিজ্ঞাত অর্থাৎ প্রকাশিত হন।

“পরাক্ষি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ন্তু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্চতি নান্তরাগ্নম্।
কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দারুতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥” ইতি।

“জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ,
ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।”
ইতি চৈবমাছা। স্মৃতিরপি—
“যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুজ্ঞানাস্তস্মৈ যোগাত্মানে নমঃ ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥”
ইতি চৈবমাছা ॥ ৩।২।২৪ ॥

ননু সংরাধ্যসংরাধকভাবাদ্যুপগমাৎ পরাপরাগ্ননোরম্যত্বং
স্বাদিতি। নেতু্যচ্যতে—

তেষাং তথাস্থষ্ট্যাং সর্বো লোকঃ পরাগর্থমেব পশ্চতি, নান্তরাগ্নানম্। কশ্চিৎ
ধীরো ধীমানারুতচক্ষুর্নিকৃদেন্দ্রিয়ঃ শুদ্ধে চেতসি প্রত্যগাত্মানং শাস্ত্রেণ পশ্চতি
মোক্ষার্থীত্বার্থঃ। ততঃ কৰ্ম্মণা বিশুদ্ধচিত্তো জ্ঞানাখ্যসত্ত্বোৎকর্ষণে ধ্যায়ন্তং নিষ্কলং
পশ্যতীত্বার্থঃ। বিনিদ্রা বিতমস্কাঃ। তত্র হেতুজ্জিতশ্বাসত্বং প্রাণায়ামনিষ্টত্বম্।
যুজ্ঞানা ধ্যায়িনঃ। যোগলভ্য আত্মা যোগাত্মা ॥ ইতি ব্রহ্মপ্রভা ॥ ৩।২।২৪ ॥]

“স্বয়ন্তু অর্থাৎ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়াদিগকে পরাগর্শী অর্থাৎ অনাস্বাদর্শী করিয়া
নিগৃহীত করিয়াছেন। সেই কারণে তাহারা (ইজ্রিয়েবা) অনাত্ম (বাহ) বস্তুই
দেখে, অন্তরাগ্নাকে দেখিতে পায় না। সেই জন্ত, কোন কোন ধীর (মোক্ষার্থী)
তাঁহাকে ইজ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক কেবলমাত্র জ্ঞানধ্যানাদি-সংস্কৃত চিত্তে শাস্ত্রবাক্যা-
বলম্বনে দেখিতে পান।” “কামনা বর্জনপূরঃপর কৰ্ম্মাত্মা স্থান করিতে করিতে
যে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, (বুদ্ধি নির্মলা হয়), তাহার অত্ম নাম জ্ঞানপ্রসাদ (জ্ঞান প্রসন্ন
অর্থাৎ নির্মল হওয়ার নাম জ্ঞানপ্রসাদ)। যোগী জ্ঞানপ্রসাদবিশিষ্ট অর্থাৎ
জ্ঞানাখ্য সত্ত্বোৎকর্ষ-বিশিষ্ট শু ধ্যানরত হইয়া সেই নিষ্কল (নিরাকার) পুরুষকে
দর্শন করেন।” ইত্যাদি। স্মৃতিপ্রমাণ যথা—“শ্বাসজয়ী অর্থাৎ প্রাণায়াম-তৎপর
তমোগুণবর্জিত, সুতরাং সন্তুষ্ট ও সংযতেন্দ্রিয় যোগীরা ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ
দর্শন করেন, সেই যোগলভ্য জ্যোতির (আত্মার) উদ্দেশে আমার নমস্কার।”
“যোগীরাই সেই সনাতন ভগবানকে অর্থাৎ যৈড়ৈশ্বর্যশালী পরমেশ্বরকে দেখিতে
পান।” ইত্যাদি ॥ ৩।২।২৪ ॥ :

এক্কে প্রসন্ন হইতে পারে যে, আরাধ্য-আরাধকভাব (সেব্যসেবক-ভাব) -
স্বীকার করিতে গেলে জীবপরমাঙ্গার ভেদ স্বীকার করিতে হয় কি-না। স্বত্বকার
তদুত্তরার্থ বলিতেছেন যে, না, হয় না—

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ

কৰ্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ৩ । ২ । ২৫ ॥*

যথা প্রকাশাকাশসবিত্প্রভৃতয়োঃ স্কুলিকরকোদকপ্রভৃতিষু
কৰ্ম্মসূপাধিভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসন্তে, ন চ স্বাভাবিকীন্ম-
বিশেষাত্মতাং জহতি, এবমুপাধিনিমিত্ত এবায়মাত্মভেদঃ, স্বত-
স্বৈকাত্ম্যমেব । তথা হি বেদান্তেষু ভ্যাসেনাসকৃজ্জীবপ্রাজ্ঞায়োর-
ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ॥ ৩ । ২ । ২৫ ॥

অতোহনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ৩ । ২ । ২৬ ॥*

অতশ্চ স্বাভাবিকত্বাদভেদস্তাবিদ্যাকৃতত্বাচ্চ ভেদস্ত

[রত্নপ্রভা । যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিত্তস্তে, ন স্বতঃ, এবং প্রকাশশ্চিদা-
ত্ৰাপি ধ্যানাদিকৰ্ম্মণ্যুপাধৌ ভিত্ততে, স্বতস্বত্বাবৈশেষ্যমেকরসত্বমেব তত্ত্বমসীত্যভ্যাস-
সাদিতি হৃদযোজনা ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩ । ২ । ২৫ ॥]

যেমন প্রকাশস্বভাব সৌর কিরণ প্রভৃতি অঙ্গুলি, করক। (বর্ষোপল) ও সে
সকলের প্রচলনাদিক্রিয়াক্রম উপাধিতে সবিশেষের ত্রায় (সবিশেষ = বিভিন্নকার)
দৃষ্ট হয়, তাহাতে সূর্য্যাদির স্বাভাবিক একরূপতা পরিত্যক্ত হয় না; সেইরূপ,
এই আত্মাও উপাধি অনুসারে সেই সেইরূপে পরিদৃষ্ট হন । কিন্তু আত্মার একতাই
স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ । আত্মার সেই স্বাভাবিক ঐকাত্ম্য প্রদর্শনার্থ
বেদান্তে অভ্যাস-(অভ্যাস = পুনঃ পুনঃ কথন)-বাক্যে (তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে)
জীবাত্ম-পরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩২।২৫॥

অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের আবিদ্যকতা আছে বলিয়াই জীব
নিদ্রার দ্বারা অবিজ্ঞার নিবারণ করিতে পারে এবং অবিজ্ঞা নিবানিত হইলেই

* যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিত্তস্তে, ন স্বতঃ, এবং প্রকাশশ্চিদাত্মাহপি ধ্যানাদিকৰ্ম্মণ্যুপাধৌ
ভিত্ততে ন স্বতঃ । অস্ত চাবৈশেষ্যং একরসত্বমভ্যাসাৎ তত্ত্বমস্যাংশিঃ প্রাশ্চিন্ধ্যীয়ত ইতি
যোজনা ।

আরাধ্য-আরাধকভাব মাস্ত কঁরিলেই যে, জীবপরমাত্মার বাস্তব ভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হয় না ।
প্রকাশ অর্থাৎ আলোক যেমন উপাধিভেদে ভিন্নপ্রায় হয়, প্রকাশস্বভাব চিদাত্মাও সেইরূপ চিত্তো-
পাধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় অর্থাৎ পাস্য-উপাসকভাব প্রাপ্তের স্তায় হন বস্তুতঃ তিনি অবিশেষ
অর্থাৎ একরস । তাঁহার একরসত্ব “তত্ত্বমসি” শাস্ত্রের অভ্যাস অর্থাৎ বার বার কথন দ্বারা জ্ঞাত
হওয়া গিয়াছে ।

* অত ইতি । ভেদস্যাবিদ্যাকৃতত্বাদভেদস্য স্বাভাবিকত্বাদিত্যর্থঃ । জীবোহনন্তেন ব্যাপিনা
পরমাত্মনৈক্যং গচ্ছতীতি পুরণীয়ম্ । লিঙ্গং জ্ঞাপকং ব্রহ্মাত্মত্বফলশ্চৈক্যরূপম্ ।

যেহেতু ভেদ আবিদ্যাকৃত—অবিদ্যাকৃত এবং অভেদ স্বাভাবিক, সেই হেতু জীব অবিজ্ঞাবিনাশের
পর অপরিস্ক্রিয় পরমাত্মার একত্ব প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে লিঙ্গ অর্থাৎ তত্ত্ববোধক শ্রুতিবাক্য
আছে । (অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের ব্রহ্মাত্মত্বপ্রাপ্তি রূপ ফল গুণা যায়, তাহাতে ভোমার
উপাধিকত্ব ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব অনুমিত হইতে পারে) ।

বিদ্যায়াহবিদ্যাং বিধুয় জীবঃ পরেণানন্তেন প্রাজ্ঞেনাত্মনৈকতাং
গচ্ছতি। তথা হি লিঙ্গং “স যো হ বৈতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ,
ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি” ইত্যাদি ॥৩।২।২৬॥

উভয়ব্যাপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ৩।২।২৭ ॥

তস্মিন্বেব সংরাধ্য-সংরাধকভাবে মতাস্তরমুপন্যস্ততি স্বমত-
বিশুদ্ধয়ে। কচিজ্জীবপ্রাজ্ঞয়োর্ভেদো ব্যাপদিশ্যতে “ততস্ত-
তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ” ইতি ধ্যাতৃধ্যাতব্যত্বেন দ্রষ্ট-
দ্রষ্টব্যত্বেন, “পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং” ইতি গন্ত-
গন্তব্যত্বেন, “যঃ সৰ্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি” ইতি নিয়ন্তৃ-

[রত্নপ্রভা। জীবন্ত ব্রহ্মাত্মবাক্যশ্রুতিরূপলিঙ্গাদপি ভেদ উপাধিক এবত্যাহ
সূত্রকাবঃ। অতোহনন্তেনেতি। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।২৬ ॥]

অনেনাংহিকপেণাভেদঃ কুণ্ডলাদিকপেণ তু ভেদ ইত্যুক্তং, তেন বিষয়ভেদা-
দ্ভেদাভেদেয়োরবিরোধ ইত্যেকবিষয়ত্বেন বা সৰ্ব্বদোপলক্ষেববিরোধঃ। বিরুদ্ধ-
সে অপরিমিত পরমাঙ্গার সহিত এক হয়। ইহার নিদর্শন অর্থাৎ অনুমাপক
শাস্ত্র এই—“যে এই পরব্রহ্মকে জানে, সে পবব্রহ্ম হয়।” “উপাসক
জীব পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্ম হইলেন।” ইত্যাদি।
(ব্রহ্মভাব অজ্ঞাত ছিল, জ্ঞান হওয়ায় সে অজ্ঞতা নিবারিত হইল, সূত্রায় সে
এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল) ॥ ৩।২।২৬ ॥

স্বমত-পরিশোধনার্থ উল্লিখিত আরাধ্য-আরাধকভাব-বিষয়ে অত্র এক
মত উত্থাপিত হইতেছে। কোন শ্রুতিতে জীব-পরমাত্মার ভিন্নতা-কথন
আছে। যথা—“ধ্যানকারী সেই নিষ্কল পরমাত্মাকে দেখিতে পায়।”
এই শ্রুতিতে ধ্যানকর্তার ও ধ্যাতব্য পরমাত্মার পৃথক্ ব্যাপদেশ দেখা যায়,
এবং ঐ শ্রুতি দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্যভাবেও জীবপরমাত্মার ভেদ বলিতেছেন। আবার
অপর এক শ্রুতি প্রাপ্যপ্রাপকভাব এবং অত্র শ্রুতি নিয়ম্য-নিয়ামকভাব
দেখাইয়া তত্ত্বভয়ের ভিন্নতা বলিয়াছেন। তদুদ্যুগ্ধা—“উপাসক সেই দিব্য
পরাংপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন। “যিনি অন্তর্বে অবস্থান করতঃ সমুদায় ভূতকে
অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিতেছেন, অথবা নিয়মের অধীন

* উভয়ব্যাপদেশাঙ্কতোঃ অহিকুণ্ডলিত্বায়েন সিদ্ধান্তয়িতব্যঃ। যথা সর্পভেদাভেদঃ, কুণ্ডলাখ্যস্য
সর্পাবস্থাবিশেষস্য কুণ্ডলিভেদ ভেদঃ, এবং জীবাখ্যব্রহ্মভেদাভেদো জীবভেদ চ ভেদ ইতি
সূত্রতাৎপর্যম্।

যেহেতু ভিন্ন ও অভিন্ন এই দ্বিবিধ উপদেশ দৃষ্ট হয়, সেই হেতু অহিকুণ্ডলের অনুরূপ সিদ্ধান্ত
করা কর্তব্য। অর্থাৎ সর্পভাব গ্রহণে অভেদ, কিন্তু তাহারই কুণ্ডলাকারাদ অবস্থা ভেদ অনুসারে
ভিন্নত্ব। (কুণ্ডল—সদয়াকার অবস্থা। ভিন্ন—নানা। সর্প, কুণ্ডলী, ইত্যাদি)। এইরূপ জীবও
ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম এবং জীবভাবে অব্রহ্ম ও নানা।

নিয়ন্তব্যত্বেন চ । কচিৎ তয়োরেবাভেদো ব্যপদিষ্ঠতে—
 “তদ্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি” “এষ ত আত্মা সর্বাস্তরঃ” “এষ ত-
 আত্মাহস্তর্য্যাম্যমৃতঃ” ইতি । তত্রৈবমুভয়ব্যপদেশে সতি যত্তভেদ
 এতৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত, ভেদব্যপদেশো নিরালম্বন এব স্তাৎ ।
 অত উভয়ব্যপদেশদর্শনাদহিকুণ্ডলবদত্বে তদ্বং ভবিতুমর্হতি । যথা
 অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি চ ভেদঃ, এব-
 মিহাপীতি ॥ ৩।২।২৭।

প্রকাশাশ্রয়বদা তেজস্বাৎ ॥ ৩।২।২৮ ॥*

অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্ । যথা প্রকাশঃ
 সাবিত্রস্তুদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তভিমো, উভায়োরপি

মিতি হি নঃ ক সম্প্রত্যয়ো ন যৎ প্রমাণেনোপলভ্যতে । আগমতশ্চ প্রমাণা-
 দেকগোচরাবপি ভেদাভেদো প্রতীয়মানো ন বিরোধমাবহতঃ—সবিতৃপ্রকাশয়ো-
 রিব প্রত্যক্ষাৎ প্রমাণাস্তেদাভেদাবিতি ॥ ৩।২।২৭ ॥

রাখিয়াছেন” ইত্যাদি । এতস্তিন্ন, শ্রুতান্তরে অভেদ কখনও আছে । যথা—
 “তিনিই তুমি” “আমি ব্রহ্মই” “ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই সকলের অন্তরে—”
 “এই আত্মাই অন্তর্যামী ও অমৃত (অমর বা মুক্ত) ।” [তত্রৈব...হাপীতি]
 শাস্ত্রে ঐ দ্বিপ্রকার ব্যপদেশ (কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্মার ভেদ,
 আবার অর্ন্তাত্ম শাস্ত্রে অভেদ, এই দ্বিপ্রকার উল্লেখ) দৃষ্ট হয় । যদি অভেদ-
 পক্ষকে ঐকান্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভেদবাদিনী শ্রুতি আলম্বন-
 শূন্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া পড়ে । এ নিমিত্ত, উভয়বিধ উল্লেখ থাকায় তাহার
 তদ্ব (যাথার্থ্য অহিকুণ্ডলের অমুরূপ হইতে পাবে । যেমন সর্পত্বপ্রকাষে সর্পের
 অভেদ—একত্ব, আর কুণ্ডলাকারত্ব, আভোগত্ব, প্রাংশুত্ব ও উন্নতমুখত্বপ্রকারে ভেদ
 অর্থাৎ ভিন্নত্ব, তেমনি, জীবও ব্রহ্মত্বপ্রকাষে অভিন্ন, কিন্তু জীভূত্বপ্রকাষে ভিন্ন ।
 (কুণ্ডলাকার = বলয়াকার অবস্থা । আভোগ = ফণা । প্রাংশুত্ব = দীর্ঘ-দণ্ডাকার
 অবস্থা । ফলিতার্থ—অবস্থান্তেভেদে ভিন্ন ; অবস্থা নগণ্য করিলে অভিন্ন । একই
 সর্প অবস্থান্তেভেদে কুণ্ডলী ও ফণী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়) ॥৩।২।২৭॥

জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়ের অমুরূপ জানিবে । যেমন
 সূর্যালোক ও সূর্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উভয়ই তেজস্বে (তেজোরূপে) সমান,

* যথা সূর্য্যপ্রকাশযোগেকতেজস্বৈকধর্ম্মাবচ্ছেদেন ভেদাভেদাৎ জীবপরমাত্মানোরপ্যেকেনৈ-
 বাত্বত্বধর্ম্মেণ ভেদাভেদো প্রতিবলাৎ স্বীক্রিয়েতে ইতি যোগিনা ।

• যেমন একবার তেজোরূপ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদ, উভয়রূপতা (সূর্য্য ও আলোক)
 গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ, আত্মাও ধর্ম্ম লইয়া ব্রহ্মেরও ভেদাভেদ (ব্রহ্ম ও জীব) প্রতিবলে স্বীকৃত
 হইতে পাবে ।

তেজস্ব্যবিশেষাৎ, অথ চ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবতঃ,
এবমিহাপীতি ॥ ৩।২।২৮ ॥

পূর্ববদ্য ॥ ৩।২।২৯ ॥*

যথা বা পূর্বমুপপত্ত্যন্তঃ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতি, তথৈবৈ-
তদ্ভবিভূমহিতি । তথা হ্যবিচ্ছাকৃতত্বাদ্বক্ষ্য বিদ্যয়া মোক্ষ
উপপত্ত্যতে । যদি পুনঃ পরমার্থত এব বন্ধঃ কশ্চিদাত্মা অহি-
কুণ্ডলন্যায়েন বা পরস্মাত্মনঃ সংস্থানভূতঃ প্রকাশাপ্রয়ন্যায়ৈ-
নৈবৈকদেশভূতোহভ্যুপগম্যেত, ততঃ পারমার্থিকস্য বন্ধস্য

প্রকারান্তরেণ ভেদাভেদয়োববিবোধমাহ—॥ ৩।২।২৮ ॥

তদেবং পরমতমুপপত্ত্য স্বমতমাহ—

অয়মভিসন্ধিঃ ।—যস্ত মতং বস্তুনোহহিৎসেনাভেদঃ কুণ্ডলন্যেণ ভেদ ইতি, স
এবং ক্রবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে, কিমহিৎসুকুণ্ডলন্যে বস্তুনো ভিন্নে উতাভিন্নে ইতি ।
যদি ভিন্নে অহিৎসুকুণ্ডলন্যে, তিন্নে ইতি বক্তব্যং, ন তুবস্তুনস্তাত্ম্যং ভেদাভেদৌ । ন
হত্বেদাভেদাত্ম্যমজ্ঞানমভিন্নং বা ভবিভূমহিতি, অতি প্রসঙ্গাৎ । অথ বস্তুনো
ন ভিন্নেতে অহিৎসুকুণ্ডলন্যে, তথা সতি কো ভেদাভেদয়োর্বিসমভেদঃ, তয়োর্বিস্ত-
নোহনন্তত্বেনাভেদাৎ । ন চৈকবিষয়ত্বেনাপি সদাত্মভূতমানত্বাভেদাভেদয়ো-
বিবোধঃ । স্বরূপবিরুদ্ধয়োপ্যবিবোধে কী নাম বিবোধো ব্যবকিষ্ঠেত । ন চ
সদাত্মভূতমানং বিচারাসহং ভাবিকং ভবিভূমহিতি । দেহাত্মভাবস্তাপি সর্বদাত্ম-
অথচ উক্ত উভয় ভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয় ; সেইরূপ, জীব পরমাত্মা অত্যন্ত ভিন্ন
না হইলেও কাল্পনিক ভেদব্যবহারের আশ্পদ হয় ॥ ৩।২।২৮ ॥

অথবা, ইতিপূর্বে যে “প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং” যত্র বলা হইয়াছে, তদনুসারে
উক্ত ভেদাভেদ ব্যবহারকে সঙ্গত বলিতে পার । তাহাব বিবরণ বা ফলিতার্থ এই
যে, বন্ধন অবিচ্ছাকৃত, সেই জন্তই বিচার দ্বারা মোক্ষ হয় । জীব যদি সত্য সত্যই
ব্রহ্মস্বভাব হয়, তাহা হইলে বন্ধন অহিকুণ্ডলের দৃষ্টান্তে পরমাত্ম্য অবস্থাবিশেষ
হইতে পাবে, প্রকাশাপ্রয়ের দৃষ্টান্তে একদেশকপীও হইতে পারে । কিন্তু তদুভয়
পক্ষে বন্ধনের তিরস্কার হইতে পাবে না । বন্ধনের তিরস্কার (মোচন) বাতীত
মোক্ষশাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না । (মোক্ষ শাস্ত্রের সার্থক্য বা প্রামাণ্য রক্ষার্থ
বন্ধনের অসত্যতাষ্ট স্বীকার্য্য) । ঐতি ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার বলিয়াছেন

† সিদ্ধান্তসূত্রমতেৎ । পূর্ববৎ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতিবৎ । যথা প্রকাশাকাশদয়ঃ
স্বরূপৈকরূপাঃ উপাদিভিন্ন, বিভিন্নরূপাঃ এবমাত্মা স্বরূপৈকরূপ উপাদিভিন্ন জীবাত্মনৈকরূপ
ইতি নির্গলিতার্থঃ ।

কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্ম্যাব অর্ভেদ কখন ও শাস্ত্রান্তরে ভেদ কখন থাকায় সেই বিসম্বাদ
ভঙ্গনার্থ পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেও পার, অর্থাৎ প্রকাশাদির দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতেও
পার । যেমন আলোক স্বরূপতঃ এক বা অভিন্ন, কিন্তু উপাদিযোগে ভিন্ন, তেমনি, আত্মাও স্বরূপতঃ
অভিন্ন (জীব ও পরম এক), পবন বুদ্ধাদিযোগে ভিন্ন । (জীব অন্ত ও পরমাত্মা অন্ত) ।

তিরস্কর্তৃমশক্যত্বান্মোক্শশাস্ত্রবৈয়র্থাৎ প্রসজ্যেত । ন চাত্মো-
ভাবপি ভেদাভেদৌ শ্রুতিস্তুল্যবদ্ব্যপদিশতি । অভেদমেহ হি
প্রতিপাত্ত্বেন নিদ্দিশতি, ভেদস্ত পূর্বপ্রসিদ্ধমেবামুদত্যা-
র্থাস্তরবিবক্ষয়া । তস্মাৎ প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যেষ এব
সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩।২।২৯ ॥

প্রতিবেদাচ্চ ॥ ৩।২।৩০ ॥*

ইতশ্চৈষ এব সিদ্ধান্তঃ, যৎকারণং পরম্মাদাত্মনোহন্ত্যৎ
চেতনং প্রতিষেধতি শাস্ত্রং “নান্নোহতোহস্তি দ্রষ্টা” ইত্যেব-
মাদি । “অথাত আদেশো নেতি নেতি ।” “তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব-
মনপরমনস্তরমবাহুঃ” ইতি চ । ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রপঞ্চনিরাকর-
ণাৎ ব্রহ্মমাত্রপরিশেষাচ্চৈষ এব সিদ্ধান্ত ইতি গম্যতে ॥ ৩২।৩০ ॥

ভূয়মানস্ত ভাবিকত্বপ্রসঙ্গাৎ । প্রপঞ্চতর্কৈতদস্মাভিঃ প্রথমমূত্র ইতি নেহ প্রপঞ্চ-
তম্ । তস্মাদনাত্মবিজ্ঞাবিক্রাভিতমৈবকস্তাত্মনো জীবভাবেভেদো ন ভাবিকঃ ।
তথা চ তত্ত্বজ্ঞানাদবিজ্ঞাননিবৃত্তাবপর্গসিদ্ধিঃ । তাত্ত্বিকত্বে ত্বস্ত ন জ্ঞানান্নিবৃত্তি-
সম্ভবঃ । ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদগ্নাদপর্গসাধনমস্তি । যথাহ শ্রুতিঃ—“তমেব বিদিত্বাতি-
মৃত্যুমেতি । নাত্তঃ পস্থা বিজ্ঞতেহয়নায়” ইতি । শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩২।২৯ ॥

(ব্রহ্মমাত্রপরিশেষে হেতুস্তরমাহ প্রতীতি । প্রতিবেদাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-
প্রপঞ্চনিরাকরণাৎ শ্রুত্যেতি শেষঃ ॥ ৩।২।৩০ ॥)

সত্য ; পবস্ত তাহা তুল্যরূপে বলেন নাই (তুল্যরূপে বলিলেও উভয়সত্যতা
স্বীকার্য্য হইতে পারে না । যেহেতু তাহা বিরুদ্ধ । একের তাদৃশ বৈরূপ্য অবশ্যই
যুক্তিবিরুদ্ধ ।) শ্রুতি অভেদকেই প্রতিপাত্ত্বরূপে বলিয়াছেন । ভেদ ত লোকসিদ্ধ,
সুতরাং অত্র উদ্দেশ্যে তাহার অনুবাদমাত্র কবিয়াছেন । অতএব, প্রকাশের
ত্মায় অভেদ, এই সিদ্ধান্তই সংসিদ্ধান্ত । (প্রকাশ স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক-
রূপ, কিন্তু উপাধিযোগে ভিন্ন অর্থাৎ নানারূপ । জীব ও পরমাআর ভেদাভেদ
ইহারই অলুপ) ।

এ হেতুতেও ঐ সিদ্ধান্ত সাধু—যেহেতু “ইহা হইতে ভিন্ন, এমন দ্রষ্টা নাই”
এই শাস্ত্র পরমাত্মা ব্যতীত অত্র চেতন নাই বলিয়াছেন । “অনন্তর উপদেশ এই
যে, ইহা নহে, ইহা নহে । সেই এই ব্রহ্ম’অপূর্ব (অনাদি), অনণর (অনন্ত),
অনন্তর (ভেদশূন্য) ও অবাহ অর্থাৎ একরূপ ।” এ শাস্ত্রও ব্রহ্মাতিরিক্ত
চেতনের অন্তিস্ত নিষেধ করিয়াছেন । প্রপঞ্চ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্মাতিরিক্ত
প্রপঞ্চের অনন্তিস্ত, ব্রহ্মই নিষেধের সীমা, ব্রহ্মই নিষেধ ভূমিকায় অবশেষিত হন,
এইরূপ এইরূপ শাস্ত্র থাকায় প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সাধু বলিয়া গণ্য হয় ॥ ৩২।৩০ ॥

* নান্নোহতোহস্তি ত্রুট্যাদিশাস্ত্রাদপ্যহভেদবাদঃ সাধারানীতি সূত্রার্থঃ ।

পরমতঃ সেতুমান-সম্বন্ধ-ভেদ-

ব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩।২।৩১ ॥*

যদেতন্নিরন্তরসমস্তপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম নির্দ্বারিতম্, অত্রাস্মাৎ পরমত্বং তদ্ব্যমস্তি নাস্তীতি ঐতিবিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। কানিচিদ্ধা-
ক্যান্ধ্যাপাতেনৈব প্রতিভাসমানানি ব্রহ্মণোহপি পরমত্বং
তদ্বং প্রতিপাদয়ন্তীব। তেষাং পরিহারমভিধাতুময়মুপক্রমঃ
ক্রিয়তে। পরম্ অতো ব্রহ্মণোহত্বং তদ্বং ভবিতুমহঁতি।
কুতঃ? সেতুব্যপদেশাৎ, উন্মানব্যপদেশাৎ, সম্বন্ধব্যপদেশাৎ,
ভেদব্যপদেশাচ্চ।

সেতুব্যপদেশস্তাবৎ “অথ য আত্মা স সেতুর্কিঞ্চিতিঃ”
ইত্যাদিশব্দাভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ সেতুত্বং সঙ্কীৰ্ত্তয়তি। সেতুশব্দশ্চ
হি লোকে জলসন্তানবিচ্ছেদকারকে যুদ্ধাৰ্বাদিপ্রচয়ে প্রসিদ্ধঃ।

যতপি ঐতিপ্রাচুর্যাদব্রহ্মব্যতিরক্তং তদ্বং নাস্তীত্যবধারণং, তথাপি
সেত্বাদিশ্রুতীনাংপাততত্ত্বদ্বিরোধদর্শনাৎ তৎপ্রতিসমাধানার্থময়মারম্ভঃ।

পরমাত্মা হইতে পব অর্থাৎ ভিন্ন এমন তদ্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত ঐতিবিরোধ
ধাকায় সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্ত অনাস্ত মনে হয় না। (ইহা পূর্বপক্ষ)। কোন
কোন ঐতির শ্রবণমাত্রে প্রতীতি হয়, সে সকল ঐতি যেন ব্রহ্মভিন্ন তদ্ব
(জীব) আছে বলিতেছে। তৎপবিশোধনার্থ বা সে সকল ঐতিব তাৎপর্য
নিরূপণার্থ এতৎ হৃদয়ের অবতারণা। উল্লিখিত সংশয়ের পব পূর্বপক্ষে
এইকপ পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এরূপ তদ্বাস্তব আছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম-
ভিন্ন জীবনামক অপন একটা পদার্থ আছে। [কুতঃ...দেশাচ্চ] কেন-না, ঐতিতে
সেতুর ব্যপদেশ, উন্মানের ব্যপদেশ, সম্বন্ধেব ব্যপদেশ ও ভেদেব ব্যপদেশ
(উল্লেখ) দেখা যায়।

[সেতু...গম্যতে] সেতুব ব্যপদেশ যথা—“যিনি আত্মা, তিনিই লোকমর্যাদা-
বিহারক সেতু।” এই ঐতি আত্মশব্দে ব্রহ্মকে বলিয়াছেন, এবং তাঁহাকে সেতু

“ইহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা নাই” ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবভাবের পারমার্থিকতার নিষেধ থাকতে অভেদ
পক্ষই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রামাণিক হয়।

* পুনঃ পূর্বপক্ষস্বত্বম্। অতঃ অস্মাৎ পরমাত্মনঃ পবঃ অন্তঃ তদ্বং জীবাত্মমতীতি সেতু-
ব্যপদেশাৎ উন্মানব্যপদেশাৎ সম্বন্ধব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চাবগম্যমিতি।

পরমাত্মাতিরিক্ত তদ্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধশূন্য নহে। কারণ এই যে, ঐতি সেতু প্রভৃতির
উল্লেখ তদ্বনিশ্চয় কবাত পবমাত্মাতিরিক্ত তদ্বেব (জীবের) পৃথক অস্তিত্ব প্রতীতি করাইয়াছেন।

ইহ চ সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি লৌকিক-সেতোরিবাক্ত-সেতোরন্তস্থ বস্তুনোহস্তিত্বং গময়তি । “সেতুং তীর্থা” ইতি চ ‘তরতি’শব্দপ্রয়োগাৎ । যথা লৌকিকং সেতুং তীর্থা জাঙ্গল-মসেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে, এবমাত্মানং সেতুং তীর্থাহনাত্মানম-সেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে ।

উন্মানব্যপদেশশ্চ ভবতি “তদেতৎ ব্রহ্ম চতুস্পাদকৃশফং ষোড়শকলং” ইতি । যচ্চ লোকে উন্মিতমেতাবদিদমিতি পরিচ্ছিন্নং কার্ষাপগাদি, ততোহন্যদ্বস্তুতীতি প্রসিদ্ধং, তথা ব্রহ্ম-

“জাঙ্গলং” স্থলম্ । প্রকাশবদনস্তবজ্জ্যোতিষদায়তনবদিতি ‘পাদা ব্রহ্মণশ্চত্বার-স্তেযাং পাদানামর্দ্ধান্তষ্টৌ শকাঃ ।’ তেহষ্টাবস্ত ব্রহ্মণ ইত্যষ্টশফং ব্রহ্ম । ষোড়শ কলা অস্ত্রেতি ষোড়শকলম্ । তদযথা প্রাচীপ্রতীচীদক্ষিণোদীচীতি চতুশ্চ কলা অবয়বা ইব কলাঃ, স প্রকাশবান্নাম পাদঃ । এতদুপাসনায়ানং প্রকাশবান্ মুখ্যো ভবতীতি প্রকাশবান্ নাম পাদঃ । অথাপবা পৃথিব্যস্তরিক্ষং ত্রয়ো সমুদ্র ইতি

বলিয়া কৌর্জন করিয়াছেন । লোক-সকল জলপ্রবাহবিচ্ছেদকারক মৃত্তিকারচিত অথবা কাষ্ঠাদিরচিত স্বনামপ্রসিদ্ধ পদার্থকে সেতু বলে । প্রদর্শিত স্থলে শ্রুতি আত্মাকে সেতু বলায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লৌকিক সেতুর সদৃশ আত্মসেতু এবং তদভিত্তিক পদার্থান্তর বিদ্যমান আছে । শ্রুতিতে “সেতুং তীর্থা”—সেতু উত্তীর্ণ হইয়া, এক্রপ প্রয়োগও আছে । লোকসকল যজ্ঞপ্ লৌকিক সেতু অতিক্রম করিয়া (পার হইয়া) জাঙ্গল (স্থল ভূমি) প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, সাদৃশ্যও আত্মসেতু উত্তরণ করিয়া অনাত্মপদার্থ প্রাপ্ত হয় ।

[উন্মান...গম্যতে] ব্রহ্মবিজ্ঞানোপদেশে উন্মানের ব্যপদেশও দেখা যায় । (উন্মান = পরিমিত প্রমাণ) । যথা—“সেই ব্রহ্ম চতুস্পাদ, অষ্টশফ ও ষোড়শ কলাব্রহ্ম ।” * লোক মধ্যে যে-কিছু বস্তু উন্মিত অর্থাৎ এত বড় বা ঈশ্বর-সংখ্যক, ইত্যাদি প্রকারে পরিগণিত বা পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সে সকল ছাড়া যে, অল্প বস্তু আছে, তাহা সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ

* চারিটি দিক্ চারিটি কলা (অংশ) । ইহা ব্রহ্মের প্রকাশবান্ পাদ । পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দিব্ (স্বর্গলোক) ও সমুদ্র, এই কলাচতুষ্টয় তাঁহার অনন্তবান্ নামক পাদ । অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র; বিদ্যুৎ, এই চারিটি কলা এবং ইহা তাঁহার জ্যোতিষ্মান্ নামক পাদ । চক্ষুঃ শ্রোত্র, বাক্ ও জ্ঞান, ইহা অপব কলাচতুষ্টয়—এই কলাচতুষ্টয় তাঁহার আয়তনবান্ নামক পাদ । ব্রহ্ম এইরূপে চতুস্পাদ । চারি পাদের অর্ধেকের অর্ধেক ৮ আটটি শব্দ অর্থাৎ ক্ষুর । কোন্ পদার্থকে শব্দ বলা হইয়াছে, তাহা উপনিষদ দেখিলে প্রতীত হইবে । ভামতী দেখুন, উপনিষদবাক্যের একাংশ পাইবেন । প্রাচ্যাদি ও পৃথিব্যাদি দুই দুই পাদার্থে এক একটা শব্দ । এক্রপ শব্দ-কল্পনা উপাসনার প্রয়োজনীয় । প্রত্যেক পাদে ৪টি কলা, তদনুসারে চতুস্পাদে ১৬ কলা ।

গোহপুশ্পানাং ততোহন্তেন বস্তুনা ভবিতব্যমিতি গম্যতে । যথা
সম্বন্ধব্যপদেশো ভবতি “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি,”
“শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাগ্ননা সম্পরিষক্তঃ” ইতি চ । মিতা-
নাঞ্চ মিতেন সম্বন্ধো দৃষ্টঃ, যথা নরাণাং নগরেণ ।
জীবানাঞ্চ ব্রহ্মণা সম্বন্ধঃ ব্যপদিশতি স্মৃশুপ্তৌ, অতন্ততঃ
পরমশ্রুদমিতমন্তীতি গম্যতে । ভেদব্যপদেশশ্চেনমর্থং গময়তি ।
তথাহি “অথ য এষোহস্তুরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে”
ইত্যাদিত্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশ্য, ততো ভেদেনাক্যাধারমীশ্বরং
ব্যপদিশতি “অথ য এষোহস্তুরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” ইতি ।

অতিদেশক্যামুনা রূপাদিনু কেরোতি “তস্মৈতন্ত তদেব

চতুঃ কলাঃ এব দ্বিতীয়ঃ পাদোহনন্তবান্নাম, সোহয়মনন্তবহ্নে ন গুণেনোপাস্তমানো-
হনন্তমুপাসকস্তাবহতীত্যানন্তবান্ পাদঃ । অথাগ্নিঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমাবিহৃত্যদিতি চতুঃ
কলাঃ, স জ্যোতিষ্মান্নাম পাদতৃতীয়ঃ, তত্পাসুনাঙ্ক্যোতিষ্মান্ ভবতীতি জ্যোতিষ্মান
পাদঃ । অথ ভ্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং বাগিতি চতুঃ কলাশ্চতুর্থঃ পাদ আয়তনবান্নাম ।
এতে ভ্রাণাদয়োহি গন্ধাদিবিষয়া মন আয়তনমাশ্রিত্য ভোগসাধনং ভবন্তীত্যায়তন-
বান্নাম পাদঃ । তদেব চতুঃপাদব্রহ্মাষ্টশব্দং ষোড়শকলমুন্নিবিতং শ্রুত্যা । অত-
কথনের দ্বারাই প্রতীত হয় । তদ্ব্যবস্থায় ব্রহ্মেণ নির্দিষ্ট পরিমাণেব কখন
থাকায় ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব লক্ষ হইতে পারে । [তথা...গম্যতে]
এতদ্বিনি, সম্বন্ধের উল্লেখও আছে । যথা—“হে সোম্য, স্বৈতকেতো, সেই
সময়ে জীব সংস্পন্ন হয় ।” (সং=ব্রহ্ম, সম্পত্তি=তদ্ব্যবপ্রাপ্তি) “তখন
এই শারীর আত্মা অর্থাৎ জীব প্রাজ্ঞে অর্থাৎ ব্রহ্মে পরিষক্ত হয় । সেই
কারণে সে বাহ্যিক ও আন্তরিক কোনও জ্ঞেয় বস্তু জানে না ।” যেমন নরের সহিত
নগরের সম্বন্ধ, তেমনি, এই সকল শ্রুতিতে পরিমিতের সহিত পরি-
মিতের (ব্রহ্ম পরিমিত, জীবও পরিমিত) সম্বন্ধ-বিশেষ হওয়া বর্ণিত
হইয়াছে । শ্রুতি যখন স্মৃশুপ্তিকালে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হওয়া
বর্ণন করিয়াছেন, তখন কেননা বুঝিব যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন আরও এক
পদার্থ (জীব) আছে । [ভেদ...প্রতিপত্তিতে] শ্রুতিতে যে, ভেদব্যপ-
দেশ আছে, তাহাও ঐ অর্থেরই বোধক । ভেদব্যপদেশ যথা—“আদিত্যের
অস্তরে ঐ যে হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যায়—” এইরূপে শ্রুতি আদিত্যাধার
ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়া নেত্রাধার ঈশ্বরকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন
করিয়াছেন । যথা—“এই যে চক্ষুর অস্তরে পুরুষ—” ইত্যাদি ।

তাহার পরে শ্রুতি আদিত্যাধার পুরুষের রূপাদি নেত্রাধার পুরুষে অতিদেশ

রূপং যদমুখ্য রূপং, যাবমুখ্য গেযোঁ তৌ গেযোঁ, যন্মাম তন্মাম” ইতি। সাবধিকক্ষেত্ৰত্বমুভয়োৰ্ব্যপদিশতি “যে চামুদ্রাং পরাঞ্চো লোকান্তেষাঞ্চেক্টে দেবকামানাঞ্চ” ইত্যেকস্ত। “ষে চৈতন্মাদৰ্ব্যাঞ্চো লোকান্তেষাঞ্চেক্টে মনুষ্যকামানাঞ্চ” ইত্যেকস্ত। যথৈদং মাগধস্ত রাজ্যমিদং বৈদেহস্তেতি ॥ ৩। ২। ৩১ ॥

এবমেতেভ্যঃ সেন্সাদিব্যপদেশেভ্যো ব্রহ্মণঃ পরমস্তীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপত্তে—

সামান্যাত্ম ॥ ৩। ২। ৩২ ॥*

তু-শব্দেন প্রদর্শিতাং প্রাপ্তিং নিরূপদ্ধি। ন ব্রহ্মণোহন্তঃ

স্ততো ব্রহ্মণঃ পরমত্বদন্তি। স্থাদেতৎ। অস্তি চেৎ পরিসংখ্যায়োচ্যাতামেতা-
দিত্তি, অত আহ—“অমিতমস্তীতি” প্রমাণসিদ্ধং। ন ত্বেতাং বিদিত্যর্থঃ। ভেদব্যপ-
দেশঃ চ ত্রিঃ প্রকারঃ। আধারতত্বাতিদেশতত্বাবধিতত্বঃ ॥ ৩। ২। ৩১ ॥

জগতন্তর্গদ্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বঞ্চ সেতুসামান্যম্। যথা হি তন্তবঃ পটং বিধার-

করিয়াছেন। যথা—“এই চাক্ষুশপুরুষের সেইরূপ রূপ, যাহা আদিত্য-পুরুষের রূপ, অক্ষিপুরুষেরও সেই রূপ। আদিত্য-পুরুষের যে গেয, অক্ষি-পুরুষেরও সেই গেয। আদিত্য পুরুষের যে নাম, অক্ষিপুরুষেরও সেই নাম।” ইত্যাদি। শ্রুতি আদিত্যাদি ঈশ্বরের এবং নেত্রাদি ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বলিয়াছেন, অসীম ঈশ্বরের কথা বলেন নাই। যথা—“সেই লোকেব উপর যে দেব-
ভোগ্য লোক, এই আদিত্যপুরুষ সেই দেবভোগ্য লোকের নিয়ন্তা।” “যাহা তাহা হইতে মনুষ্যভোগ্য নিম্ন লোক, এই অক্ষিপুরুষ তাহার নিয়ন্তা।” লোকে যেমন লৌকিক ঈশ্বরের (রাজার) সীমাবদ্ধ ঈশ্বরত্ব বর্ণন করে, যেমন বলে, এই রাজ্য মগধরাজ্যের এবং এই রাজ্য বিদেহরাজ্যের ইত্যাদি; তেমনি শ্রুতিও একের অসীমতা ও অপরের সসীমতা উপদেশ করিয়াছেন। অতএব, শ্রুতি যখন সেতু প্রভৃতি নিদর্শনের দ্বারা তত্ত্ব বর্ণন করিয়া-
ছেন, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মভিন্ন অস্ত তত্ত্বও আছে ॥ ৩২। ৩১ ॥

এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তিতে পঠিত হয়—(ঐ সেন্সাদি ব্যপদেশ সামান্যতঃ অর্থাৎ গোণ; মুখ্য নহে।)

প্রাপ্ত পূর্বপক্ষ—যাহা দেখান বা বলা হইল, তাহা তু-শব্দের দ্বারা

* সেতুসামান্য সেতুব্যপদেশ ইতি যোজনা। জগতন্তর্গদ্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বং সেতু-
সামান্যম্।

শ্রুতিতে সেতুব্যপদেশ অর্থাৎ আশ্রয় যে সেতুশব্দের প্রয়োগ, তাহা কোন এক সেতুভাবমাত্র
অবলম্বনে, ইহা বুঝিতে হইবে। সারার্থ এই যে, তিনি সেতু নহেন, কিন্তু সেতুর মত
মধ্যস্থবিধারক (সীমাসংস্থাপক)।

কিঞ্চিদ্বিভূমহতি, প্রমাণাভাবাৎ । ন হ্যন্যস্তান্তিহে কিঞ্চিং
প্রমাণমুপলভামহে । সর্বস্য হি জনিমতো বস্তুজাতস্য জন্মাদি
ব্রহ্মণো ভবতীতি নির্ধারিতম্, অনন্যত্বঞ্চ কারণাৎ কার্যস্য । ন
চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদজং সম্ভবতি, “সদেব সোম্যেদমগ্র-
আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং” ইত্যবধারণাৎ । একবিজ্ঞানেন চ
সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ । ন চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্তিত্বমব-
কল্পতে ।

ননু সেত্বাদিব্যপদেশাঃ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং সূচয়ন্তীতুক্তম্ ।
নেতুচ্যতে । সেতুব্যপদেশস্তাবৎ ন ব্রহ্মণো বাহ্যস্য সম্ভাবং
প্রতিপাদয়িতুং ক্ষমতে ‘সেতুরায়েতি হ্যাহ, ন পুনস্ততঃ
পরমস্তি’ ইতি । তত্র পরশ্চিন্নমসতি সেতুত্বং নাবকল্পত ইতি
পরং কিমপি কল্পেত, ন চৈতন্মায়ম্ । হঠো হ্যপ্রসিদ্ধকল্পনা ।

যস্তি, তদুপাদানহাৎ এবং ব্রহ্মাপি জগদ্বিধায়তি, তদুপপাদকত্বাৎ । তদ্ব্যর্থাদানঞ্চ
বিধারণঞ্চ ব্রহ্ম । ইতরথাহতিচপলত্বল বলবৎকল্লোলমালাকলিলো জলনিধিরিলা-

বিদূরিত করা যাইতেছে । বিশদার্থ এই যে, প্রমাণ না থাকায় কিছুই
ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে । আমরা ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্বে প্রমাণ থাকা দেখিতে
পাই না । ব্রহ্ম হইতেই সমুদায় জন্মবান্ পদার্থের জন্মাদি হয়, এবং
যাহা যাহা জন্মে, তাহা তাহাই কারণের অনতিরিক্ত (যট যেমন মৃত্তিকার
অনতিরিক্ত), ইহা অবধারিত । [ন চ...কল্পতে] ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞ
অর্থাৎ নিত্যবস্তু অসম্ভব । “সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎ-ই ছিল”
এই অবধারণ ও একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞার দ্বারা
ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ পৃথক্ সত্তা বিদূরিত হয় ।

[ননু...কল্পনা] বলিতে পার, সেতুব্যপদেশ প্রভৃতি ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্বের
সূচক । সেক্ষেপে সূচক—অনুমাণক হয়, তাহা বলা হইয়াছে, তদ্বস্তুরে বলিতেছি
তাহা নহে । অর্থাৎ ঐ সকল ব্যপদেশ ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর পারমার্থিক অস্তিত্বের
অনুমাণক নহে । সেতুব্যপদেশ (সেতুক্ষেপে ব্রহ্ম কথন) ব্রহ্মবহিত্বত বস্তুর
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পাবে না । “ঋষি বলিয়াছেন, আত্মা সেতুব্রহ্মণ,
তাহার পর অর্থাৎ তদতিরিক্ত বস্তু নাই ।” এই শ্রুত্যস্তর তাহার পোষক
প্রমাণ । পর অর্থাৎ বস্তুস্তর না থাকিলে সেতুত্ব কল্পনা হয় না, তদ-
নুরোধে যে, অজ্ঞ কিছুই বাস্তবত্ব কল্পনা করিবে, তাহা অজ্ঞাধ্য । অপ্রসিদ্ধ
কল্পনা হঠ অর্থাৎ বলপ্রকাশ মাত্র ।

অপি চ, সেতুব্যপদেশাদাত্মনো লৌকিকসেতুনিদর্শনেন সেতুবাহ্যবস্তুতাং প্রসঞ্জয়তা যুদ্ধাক্রময়তাপি প্রাসঞ্জেত । ন চ তন্মাত্ম্যম্, অজ্ঞহাদিঋতিবিরোধাৎ । সেতুসামান্যাত্ম সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি শ্লিষ্যতে, জগতন্তুস্বার্থাদানাপ্ত বিধারকত্বং সেতুসামান্যমাত্মনঃ । অতঃ সেতুরিব সেতুরিতি প্রকৃত আত্মা স্তুষ্যতে । “সেতুং তীৰ্ণা” ইত্যপি তরতেরতিক্রমাসম্ভবাৎ প্রাপ্নোত্যর্থ এব বর্ততে । যথা ব্যাকরণং তীর্ণ ইতি—প্রাপ্ত-ইত্যুচ্যতে, নাতিক্রান্তস্তদ্বৎ ॥ ৩ । ২ । ৩২ ॥

বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ ॥ ৩ ২ ৩৩ ॥*

যদপ্যুক্তম্, উগ্মানব্যপদেশাদিস্তি পরমিতি, তত্রাভিধীয়তে ।

পরিমণ্ডলমবগিলেৎ । বড়বানলো বা বিষ্ক জ্বিতআলাঙ্গটিলো জগন্তুস্বাস্তাবয়েৎ । পবনঃ প্রচণ্ডো বাহকাওমেব ব্রহ্মাণ্ডং বিঘটয়ৈদতি । তথা চ শ্রুতিঃ—‘ভীষাস্মা-
হাতঃ পবতে’ ইত্যাদিকা ॥ ৩ । ২ । ৩২ ॥

মনসো ব্রহ্মপ্রতীকৃত সমারোপিতব্রহ্মভাবস্ত বাগ্ভাষণশব্দকুঃ শ্রোত্রমিতি চ হারঃ

[অপিচ...স্তুষ্যতে] সেতুব্যপদেশ আছে, তাহা দেখিয়া যদি আত্মাকে বাহ্যবস্তুবিশিষ্ট বল, (সেতু বলিলেই, লোকে বুঝে, সেতুভিন্ন স্থলান্তর আছে ; স্তুষ্যং সেতু-শব্দ সেতুর বহিঃস্থ পদার্থের জ্ঞাপক । যদি একরূপ বল,) তবে, তৎ-সঙ্গে ইহাও বল বা কল্পনা কর যে, আত্মাও মুন্যয় অথবা কাষ্ঠময় । (সর্বত্রাংশ সমান বলিতে গেলে কাষেই ঐরূপ বলিতে বা স্বীকার কবিত্তে হইবে) । পবন্ত তাহা ভ্রায়সঙ্গত নহে । তাহাতে “আত্মা অনাদি অজব অমর” এই শ্রুতির বিরোধ আছে । অতএব, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আত্মায় যে সেতু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সেতুসামান্য অর্থাৎ কোন এক অংশে সেতুভাব লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে । জগৎ ও তদন্তর্গত মর্যাদা আত্মার দ্বারা বিধৃত ও সংরক্ষিত হইতেছে, সেই কারণে তিনি সেতু । অর্থাৎ তিনি জগৎ-বিধারণে সেতুর মত । আত্মা সেতুর ভ্রায় বিধারক ও মর্যাদারক্ষক, শ্রুতি এই কথার দ্বারা প্রস্তাবিত পরমাভাব স্তব করিয়াছেন মাত্র, বস্তুস্তরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন নাই । [সেতুং...তদ্বৎ] “সেতুং তীৰ্ণা”—সেই আত্ম সেতু উত্তরণ করিয়া এই বাক্যে যে উত্তরণ শব্দ আছে, এ স্থলে তাহার অতিক্রমার্থ অসম্ভাবিত । কাষেই প্রাপ্তি অর্থ স্বীকার্য্য । ব্যাকরণ উত্তীর্ণ, এ প্রয়োগে যেমন তৃ-ধাতুর প্রাপ্তি অর্থ, তেমনি, “আত্মসেতুং তীৰ্ণা,” এ প্রয়োগেও তৃধাতুর প্রাপ্ত্যর্থ স্বীকার কর ॥ ৩ । ২ । ৩২ ॥

বলিয়াছিলে, শ্রুতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণের কথন থাকায় পরমাভা হইতে পৃথক পদার্থ

* বুদ্ধার্থঃ জ্ঞানার্থঃ উপাসনার্থ ইতি বাবৎ । যথা লৌকিকে কার্ষাপণাদৌ পাদবিভাগো দৃষ্টান্তে, এনমিহাপি ।

উন্মানব্যপদেশোহপি ন ব্রহ্মব্যতিরিক্তত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। কিমর্থস্তর্হি ? বুদ্ধ্যর্থ উপাসনার্থ ইতি যাবৎ। চতুষ্পাদকোশফঃ ষোড়শকলমিত্যেবংরূপা বুদ্ধিঃ কথং নু নাম ব্রহ্মণি স্থিরা স্তাদিতি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উন্মানকল্পনৈব ক্রিয়তে। ন হ্যবিকারেহনন্তে ব্রহ্মণি সর্বৈঃ পুস্তিঃ শক্যা বুদ্ধিঃ স্থাপয়িতুম্, মন্দ-মধ্যোত্তমবুদ্ধিহ্মাং পুংসামিতি। পাদবৎ। যথা মন-আকাশয়োরাধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ ব্রহ্মপ্রতীকয়োরাশ্নাতয়োচ্ছদ্বারে! বাগাদয়ো মনঃসম্বন্ধিনঃ পাদাঃ কল্প্যন্তে, চত্বারশ্চায়াদয় আকাশ-সম্বন্ধিন আধ্যানায়, তদ্বৎ। অথবা পাদবদিতি—যথা কার্যাপণে পাদবিভাগো ব্যবহারপ্রাচুর্য্যায় কল্প্যতে। নহি সকলেনৈব

পাদাঃ। মনোহি বস্তব্যভ্রাতব্যজটব্যশ্রোতব্যান্ গোচরান্ বাগাদিভিঃ সঞ্চরতীতি সঞ্চরণসাধারণতয়া মনসঃ পাদান্তদিদমধ্যাত্মম্। আকাশস্ত ব্রহ্মপ্রতীকস্তাশ্রিবাযু-রাদিত্যো দিশ ইতি চত্বারঃ পাদাঃ। তে হি ব্যাপিনো নভস উদর ইব গোঃ পাদা বিলগ্না উপলক্ষ্যন্ত ইতি পাদাঃ। তদিদমধিদৈবতম্। তদনেন ‘পাদবদিতি’

থাকা প্রতীত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে। সেই নির্দিষ্ট পরি-মাণের কথন ব্রহ্মভিন্নের অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। তাহার কথন কেবল জ্ঞানের অর্থাৎ উপাসনার ক্ষত্ৰ; স্তুরাং তাহা উপাসনারই প্রতিপাদক। [চতু...মিতি] যদি বল, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশক ও ষোড়শকল, † ব্রহ্মে এতদ্রূপ জ্ঞান কিরূপে স্থির থাকিবে? সত্য হইবে? ব্রহ্ম অনন্ত; তাঁহাতে ঐরূপ পরিমাণ কি বাস্তব হয়? ইহার প্রত্যুত্তর—ব্রহ্মে পরিমাণ কল্পনা বিকারবহুত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজাত পদার্থ ঘটতি। নচেৎ কোনও পুরুষ নির্বিকার অসীম ব্রহ্মে ঐ রূপ বিশেষ জ্ঞান স্থাপন করিতে সমর্থ নহেন। [পাদবৎ...দিত্যর্থঃ] ব্রহ্মধ্যানের প্রতীক মন ও আকাশ (আধ্যাত্মিক প্রতীক মন, অধিদৈব, প্রতীক আকাশ। প্রতীক=আলম্বন)। যেমন ধ্যানের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞের পাদ কল্পনা করা হয়, (বাক্য, ব্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, এই চারিটা মনের এবং অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্, এই চারিটা আকাশের পাদ), সেইরূপ, ধ্যানার্থ ব্রহ্মেরও পাদ, শব্দ ও কলা প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে। অথবা যেমন লৌকিক ব্যবহাবে কার্যাপণ ঐভূতির পাদ কল্পনা দৃষ্ট হয়, তেমনি, (উত্তমোদমমধ্যম উপাসকের) ধ্যানসৌকর্য্যার্থ অপরিমিত ব্রহ্মে ঐরূপ পরিমাণ-বিশেষ কল্পিত হইয়া থাকে। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ নিশ্চিত না থাকায় সকল ব্যক্তি সকল সময়ে কার্যাপণ লইয়া ক্রয়বিক্রয় সমাধা করিতে পারে না, সেই

পরিমাণব্যপদেশ বস্তুরপ্রতিপাদক নহে। তাহা কেবল উপাসনার্থ, অথবা স্মৃতিবোধার্থ জানিবে।

+ ইহা এক প্রকার উপাসনার বিবরণ। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, পরেও বলা হইবেক। আবেগ্যক্রান্তিতে ইহার বিশদ উপদেশ আছে।

কার্ষাপণেন সর্ববদা সর্বৈ জনা ব্যবহর্তু মীশতে ক্রয়বিক্রয়পরিমাণা-
নিয়মাৎ, তদ্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩ । ২ । ৩৩ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩ । ২ । ৩৪ ॥*

ইহ সূত্রে দ্বয়োরপি ব্যপদেশয়োঃ পরিহারোহভিধীয়তে ।
যদপ্যুক্তং সম্বন্ধব্যপদেশোভেদব্যপদেশোচ্চ পরমতঃ স্যাদিতি ।
তদপ্যসৎ । যত একস্তাপি স্থানবিশেষাপেক্ষয়া এতৌ
ব্যপদেশাবুপপদ্যেতে । সম্বন্ধব্যপদেশে তাবদয়মর্থঃ—বুদ্ধ্যা-
দ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুভূতস্ত বিশেষবিজ্ঞানস্তোপাধ্যুপশমে য
উপশমঃ, স পরমাত্মনা সম্বন্ধ ইত্যুপাধ্যাপেক্ষ্যোপচর্য্যতে, ন

বৈদিকং নিদর্শনং ব্যাখ্যায় লৌকিকক্ষেদং নিদর্শনমিত্যাহ—“অথবা পাদব-
দিতি” । “তদ্বৎ” ইতি । ইহাপি মন্দবুদ্ধীনামাধ্যানব্যবহারায়ৈত্যাৰ্থঃ ॥ ৩ । ২ । ৩৩ ॥

বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুভূতস্ত জাগ্রৎস্বপ্নয়োৰ্বিশেষবিজ্ঞানস্তোপাধ্যুপ-

কারণে, কার্ষাপণেব পাদ কল্পনা (পার=৪ চারি ভাগের এক ভাগ) হইয়াছে ;
সেইরূপ, সকল উপাসক ব্রহ্মের পূর্ণতা ধারণা ও মনন করিতে পারে না বলিয়াই
তাহাদের জ্ঞাত ঐ সকল কল্পনা উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩ । ২ । ৩৩ ॥

এই সূত্রে অত্র দুইটী ব্যপদেশের পরিহাব দেখান হইয়াছে । (সম্বন্ধব্যপ-
দেশের ও ভেদব্যপদেশের) । বলিয়াছিলে যে, শাস্ত্রে সম্বন্ধের ও ভেদের
উল্লেখ আছে, সুতরাং জীবভিন্ন পরমাত্মা আছে, সে কথা অসৎ । কেননা, এক
বস্তুর ও স্থান-বিশেষ অহুসারে ঐরূপ ব্যপদেশ (ভেদ ও সম্বন্ধ ব্যবহার) হইতে দেখা
যায় । [সম্বন্ধ...পেক্ষয়া] সম্বন্ধ প্রদর্শক বাক্যের অর্থ এই যে, বুদ্ধাদি উপাধির
যোগেই বিশেষ বিজ্ঞান (ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান) জন্মে, সুতরাং সেই সকল উপাধির অভাবে
একাত্তৈতভাবই অবশিষ্ট হয় । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, একই পরমাত্মা বুদ্ধাদি-
স্থানসম্পর্কে জীবাদি নানীভাবে প্রাপ্তের ত্রায় হন, তাঁহার সহিত বুদ্ধাদির
যে সম্বন্ধ, তাহা ঔপচারিক । অর্থাৎ উপচারক্রমেই তদ্রূপ সম্বন্ধের ব্যপদেশ হয় ।
অপিচ, সে ব্যপদেশ বুদ্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অধীন । কথাগুলির অভিপ্রায়
এই যে, বুদ্ধি ও মন প্রভৃতি পদার্থ পরিমিত ও নানা, তৎসম্পর্কে ব্রহ্ম ও তদ্রূপ-

* স্থান উপাধিবুদ্ধ্যাদিঃ । বিশেষো ভেদঃ । তন্মাত্রাৎ স্রষ্টব্যস্তসম্বন্ধভেদাবুপচারণে সঙ্গচ্ছেতে
ইতি শেষঃ । প্রকাশাদিবাদিতি, নখা সৌরালোক্যদেরকুল্যাদ্যুপাধিনা ভিন্নস্তোপাধিবোগেন
সম্বন্ধোপচাবলুখাহচক্ৰবোঃ স্থানয়োভেদাৎ হিরণ্যরপুরুবাদিভেদকল্পনৈত্যাৰ্থঃ ।

স্থানবিশেষ অর্থাৎ উপাধিভেদ-অনুসারে সৌরালোক্যাদির ভেদ ও সম্বন্ধকল্পনার ত্রায় একের
সম্বন্ধ ও ভেদকল্পনা উপচারক্রমে সঙ্গত হইতে পারে ।

পরিমিতত্বাপেক্ষয়া । তথা ভেদব্যপদেশোহপি ব্রহ্মণ উপাধি-
ভেদাপেক্ষ্যৈবোপচর্য্যতে, ন স্বরূপভেদাপেক্ষয়া ।

প্রকাশাদিবদিত্যুপমোপাদানম্ । যথৈকস্য প্রকাশস্য সৌর্য্যস্য
চান্দ্রমস্য বোপাধিযোগাদুপজ্জাতবিশেষস্তোপাধ্যুপশমাৎ সম্বন্ধব্য-
পদেশো ভবতি, উপাধিভেদাচ্চ ভেদব্যপদেশঃ । যথা বা
সূচ্যাকাশাদিসূপাধ্যাপেক্ষ্যৈবৈতৌ ভেদব্যপদেশৌ ভবতঃ,
তদ্বৎ ॥ ৩ । ২ । ৩৪ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৫ ॥ *

উপপদ্যতে চাত্রেদৃশ এব সম্বন্ধো নাত্যাদৃশঃ । যথা
“স্বমপীতো ভবতি” ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধমেনমামনন্তি । স্বরূপস্য

শমেহভিভবে স্বযুগ্মবস্থানমিতি । তথা ভেদব্যপদেশোহপি ত্রিবিধো ব্রহ্মণ
উপাধিভেদাপেক্ষ্যেতি ।

যথা সৌখ্যলমার্গনিবেশিতঃ সবিতৃভাসো জ্বালমার্গোপাধিভেদান্তিন্না ভাসন্তে,
তদ্বিগমে তু গভস্তিমণ্ডলে নৈকীভবন্ত্যতন্তেন সম্বন্ধ্যন্ত ইব, এবমিহাপীতি ॥ ৩২।৩৪॥

স্তাদেতৎ । একোভাবঃ কস্মাদিহ সম্বন্ধঃ কথঞ্চিদ্যাপ্যায়তে, ন মুখ্য এব
ইত্যেতৎ সত্রেণ পরিহবতি ।

প্রায় হন । [তথা ..স্তবৎ] ভেদব্যপদেশঃ উপাধিভেদ অন্বয়ী, স্তত্রাং উপ-
চারিক । ফলতঃ তিনি উপাধিভেদে ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক ।

যেমন একই সৌবালোক অথবা চন্দ্রালোক অঙ্গুল্যাদি উপাধির দ্বারা বিশেষ-
ভাব (ভিন্ন ভিন্ন আকার) প্রাপ্ত হয়, আবার উপাধি-বিগমে নির্বিশেষ
অর্থাৎ একরূপ হয় । সেস্থলে যেমন সে সকলের সম্বন্ধ ও ভিন্নতা কেবল সেই সেই
উপাধির যোগে পরিকল্পিত, তেমনি, আত্মাবৈষয়ক সম্বন্ধ এবং ভেদও উপাধিযোগেই
পরিকল্পিত ॥ ৩ । ২ ৩৪ ॥

ব্রহ্মবিষয়ে ঐরূপ (ভেদনিবৃত্তিরূপ) সম্বন্ধই উপপন্ন হয়, অন্ত কোনরূপ মুখ্য
(সংযোগাদি) সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না । “স্বযুগ্মকালে আপনাতেই লয়প্রাপ্ত হন”
এই শ্রুতি স্বরূপ সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন । স্বরূপ অনন্তর ; অতএব, নরের
সহিত নগরের বৈরূপ সম্বন্ধ, সেরূপ সম্বন্ধ জীব-পরমায়ায় ঘটনা হয় না । উপাধির

* উপপত্তেরূপ ভেদনিবৃত্তিরূপঃ সূক্ষ্মো জ্ঞেয়ো ন তু মুখ্যঃ সংযোগাদিঃ, বস্ত্ত্বয়্যাসম্বাৎ ।
ভেদোহপি ন স্তত্র একত্বশ্রুতেরিতি নিষ্কর্ষঃ ।

সম্বন্ধকথন ও ভেদবর্ণন মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ । কেননা, গৌণ পক্ষই উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিলভ্য ।
বস্ত্ত্বয়্য না থাকায় মুখ্য সংযোগাদিসম্বন্ধ ও মুখ্যভেদ উপপন্ন হয় না ।

চানপায়িত্বাৎ ন নর-নগরন্ত্যয়েন সম্বন্ধো ঘটতে। উপাধিকৃত-
স্বরূপতিরোভাবাত্তু “স্বমপীতো ভবতি” ইত্যুপপদ্যতে। তথা
ভেদোহপি নান্যাদৃশঃ সম্ভবতি, বহুতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈকেশ্বরত্ব-
বিরোধাৎ। তথা চ শ্রুতিরেকশ্রুতাপ্যাকাশস্ত স্থানকৃতং ভেদ-
ব্যপদেশমুপপাদয়তি “যোহয়ং বহির্দ্বী পুরুষাদাকাশো যোহয়মন্তঃ
পুরুষ আকাশঃ” “যোহয়মন্তঃ হৃদয় আকাশঃ” ইতি চ ॥ ৩২। ৩৫ ॥

তথাত্মপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩। ২। ৩৬ ॥ *

এবং সেত্বাদিব্যপদেশাৎ পরপক্ষহেতুত্বমুখ্য সম্প্রতি স্বপক্ষং
হেতুস্তরেণোপসংহরতি—‘তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ’ অপি ন ব্রহ্মণঃ
পরং বস্তুস্তরমস্তুীতি গম্যতে। তথা হি “স এবাধস্তাদহমেবাধস্তা-

“স্বমপীতঃ” ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধং ক্রতে। স্বভাবশ্চেদনেন সম্বন্ধে ন স্পষ্টস্ততঃ
স্বাভাবিকস্তাদাত্ম্যান্নাতির্যচ্যত ইতি তর্কপাদ উপপাদিতমিত্যর্থঃ। তথা ভেদো-
হপি ত্রিবিধো নাত্মাদৃশঃ স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ ॥ ৩। ২। ৩৫ ॥

স্বগমেন ভাষণেণ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩। ২। ৩৬ ॥

[রত্নপ্রভা। স্বরূপেণ ব্রহ্মণা জীবন্ত সম্বন্ধো ভেদনিবৃত্তিরূপো নৃজ্যতে ন মুখ্যঃ
দ্বারা গ্রন্থে প্রচ্ছন্ন থাকায় “আপনাতে অপ্যয় অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হন” এ কথা স্-
জেই উপপন্ন হইতে পারে। [তথা...ইতি চ] ভেদও উপাধিকৃত, স্বরূপতঃ
নহে। কেননা, তাহা একেশ্বরবাদিনী বহু শ্রুতির বিরুদ্ধ। শ্রুতি একই আকা-
শের স্থানকৃত ভেদ উপপাদন করিয়াছেন। যথা—“এই যে পুরুষের বহির্দ্বী
আকাশ, এই যে পুরুষের অন্তর্দ্বী আকাশ, এবং এই যে হৃদয়ান্তর্গত আকাশ”
ইত্যাদি। ঐ দৃষ্টান্তেই এক পরমাত্মার উপাধিকৃত ভেদ (নানাভাব) উপপন্ন
হয় ॥ ৩। ২। ৩৫ ॥

পরকীয় মত উত্থানের কারণীভূত শ্রুতিস্ব সেত্বাদি-ব্যপদেশের যুক্তিযুক্ত সমা-
ধান সমাধা করিয়া সূত্রকার হেতুস্তর আহরণপূর্বক স্বমতের উপসংহার করিতে-
ছেন। ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ থাকাতেও ব্রহ্মভেদবিশিষ্ট কোন বস্তু নাই
বলিয়া প্রতীত হয়। যথা—“তিনিই নিম্নে, আমিও নিম্নে, আত্মাই নিম্নে, সমস্তই
নিম্নে। ব্রহ্ম তাহার দূরে বান—যে এ সমুদায়কে আত্মাতিরিক্ত বলিয়া জানে”।
“এ সমস্তই ব্রহ্ম।” “এ সমস্তই আত্মা।” “এই ব্রহ্মে নানাভাব নাই”। “এমন

* অন্তপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মভিন্নত্ব বস্তুস্তরত্ব প্রতিষেধাৎ পরমার্থস্বনিবারণাৎ।

পরপক্ষীয় মতের উত্থাপক সেত্বাদিপ্রয়োগের পরপক্ষীয় ব্যাখ্যায় দোষ দেখান হইয়াছে।
এতদ্বিত্ত, শ্রুতিতে বস্তুস্তরের অস্তিত্ব-নিষেধও আছে। বস্তুস্তরের প্রতিষেধ থাকাতেও ব্রহ্মভিন্ন
পদার্থের অনস্তিত্ব জানা যায়।

দাত্ত্বৈবাস্ত্যং”, “সর্বং তং পরাদাদ্যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ।”
 “ব্রহ্মৈবেদং সর্বমাত্মৈবেদং সর্বম্।” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।”
 “তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনস্তরমবাহম্” ইত্যেবগাদিবাक्यानि
 স্বপ্রকরণস্থান্যর্থত্বেন পরিণেতুমশক্যানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্তুস্তরং
 বারয়ন্তি। সর্বান্তরপ্রত্যয়শ্চ ন পরমাত্মনোহন্তরোহন্য আত্মা-
 হস্তীত্যবগমতে ॥ ৩। ২। ৩৬ ॥

অনেন সর্বগতত্বমায়ামশকাতিভ্যঃ ॥ ৩। ২। ৩৭ ॥*

অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন অন্তপ্রতিবেশসমাশ্রয়ণেন
 চ সর্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি। অন্যথা হি তন্ন সিধ্যৎ।
 সেত্বাদিব্যপদেশেষু হি মুখ্যেষঙ্গীক্রিয়মাণেষু পরিচ্ছেদ আত্মনঃ

সংযোগাদিঃ, বস্তুদ্বয়সম্বন্ধঃ। তথা ভেদোহপি ন স্বতঃ, একত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ।
 ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ৩৯ ॥]

ব্রহ্মাত্ত্বৈবাস্ত্যাবপি ন সর্বগতত্বং সর্বব্যাপিতা সর্বস্ত ব্রহ্মণা স্বরূপেণ রূপবস্তুং
 সিধ্যতীত্যত আহ—“অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন” পরহেতুনিরাকরণে-

কিছুই নাই—যাহা তাঁহা হইতে পর।” “সেই এই ব্রহ্ম অনাদি (অকারণ),
 অনপর, অনস্তর ও অবাহ অর্থাৎ তাঁহার পর নাই, বিচ্ছেদ নাই এবং বাহিরেও
 কিছু নাই।” ইত্যাদি। এই সকল বাক্য ব্রহ্মপ্রকরণে পঠিত; স্মৃতরাং অন্ত
 কোনরূপ অর্থে যোজনা করিবার অযোগ্য। যদি ঐ সকল বাক্যের অন্তপ্রকার
 অর্থ না থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ কর যে, ঐ সকল বাক্য ব্রহ্মব্যতিরিক্ত পদার্থের
 অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, “তিনিই সকলের অন্তরে—” এই সর্বান্তর-
 শ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, প্রাণিদেহে পরমাত্মা ব্যতীত আত্মান্তর
 নাই। অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে পরমাত্মা ব্যতীত জীব বা অন্ত কিছুই নাই ॥ ৩। ২। ৩৯ ॥

সেতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে পরমত উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিরাস
 ও বস্তুস্তরের অস্তিত্ব প্রতিবেশ, এই দুএর দ্বারা আত্মার সর্বব্যাপিতাও সিদ্ধ হই-
 য়াছে। কেননা, ঐ সকলের নিষেধ ব্যতীত আত্মার সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয় না।
 সেত্বাদিব্যপদেশের মুখ্যার্থ স্বীকার করিতে গেলে আত্মার পরিচ্ছেদ প্রাপ্তি হয়,
 অর্থাৎ সর্বব্যাপিতা ভঙ্গ হয়। কেননা, সেতুপ্রভৃতি তদাত্মক অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন

* অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন বস্তুস্তরপ্রতিবেশেন চান্তঃ সর্বগতত্বসিদ্ধির্ভবতীতি
 শেষঃ। আয়ামশকাতিভ্যোহপি। আয়াম শব্দঃ ব্যাপ্তিবাদী শব্দঃ। আদিশব্দাৎ নিত্যাদিশ্রীঃ।
 কথিত বিচারের দ্বারা ও ব্যাপ্তিবাদী আয়ামশব্দের দ্বারা আত্মার সর্বগতত্বও সিদ্ধ হয়।

প্রসজ্যেত, সেত্বাদীনামেবমাত্মকত্বাৎ । তথান্যপ্রতিষেধেহ্যসতি
বস্ত্ত বস্ত্তস্তুরাদ্যাবর্ত্তত ইতি পরিচ্ছেদ এবাত্মনঃ প্রসজ্যেত ।
সর্বগতত্বক্শাস্ত্রায়ামশব্দাদিভ্যোহবগম্যতে । আয়ামশব্দো ব্যাপ্তি-
বচনঃ শব্দঃ । “যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেবোহস্তহৃদয় আকাশঃ”,
“আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ”, “জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানা-
কাশাৎ” “নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ম্” ইত্যেবমাদয়ো হি
শ্রুতিস্মৃতিত্য়ায়াঃ সর্বগতত্বমাত্মনোহববোধয়ন্তি ॥ ৩ । ২ । ৩৭ ॥

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩ । ২ । ৩৮ ॥ *

তশ্চৈব হি ব্রহ্মণো ব্যাবহারিক্যামীশিত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়-
ময়মন্যঃ স্বভাবো বর্ণ্যতে । যদেতদিষ্টানিষ্টব্যামিশ্রলক্ষণং

নান্যপ্রতিষেধসমাপ্রয়ণেন চ স্বসাধনোপত্ৰাসেন চ সর্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং
ভবতি । অদ্বৈতে সিদ্ধে সর্বোহয়মনির্বচনীয়ঃ প্রপঞ্চাবভাসো ব্রহ্মাধিষ্ঠান ইতি
সর্বশ্চ ব্রহ্মসম্বন্ধাদব্রহ্ম সর্বগতমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩ । ২ । ৩৭ ॥

সিদ্ধান্তোপক্রমমিদমধিকরণম্ । • শ্রাদেতৎ । নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্ত ব্রহ্মণঃ
কৃত ঈশ্বরত্বং কৃতশ্চ ফলহেতুত্বমপৌণ্ড্র্যত আহ—“তশ্চৈব ব্রহ্মণো ব্যাবহারিক্যাম্”
পদার্থ । [তথা...গম্যতে] বস্ত্তস্তুরের নিষেধ না থাকিলেও, অর্থাৎ অদ্বৈত পক্ষ
ব্যতীত দ্বৈতপক্ষেও এক বস্ত্ত অস্ত্র বস্ত্ত হইতে ব্যাবহৃত (ভিন্নতাপ্রাপ্ত) হয় ;
সুতরাং পরমাত্মারও পরিচ্ছিন্নতা ঘটনা হয় । এ দিকে, আয়ামাদি শব্দ থাকাতে
পরমাত্মার সর্বব্যাপিতা অবগত হওয়া যায় । [আয়াম...বোধয়ন্তি] আয়ামশব্দ
অর্থাৎ ব্যাপ্তিবাদী শব্দ (সর্বগতত্ববোধক বাক্য) । যথা—“এই আকাশ যদ্রপ,
হৃদয়ান্তরস্থ আকাশও তদ্রপ” (হৃদয়ান্তরস্থ আকাশ = আত্মা) । “ইনি আকা-
শের ত্রায় সর্বগত ও নিত্য ।” “দিব্ (আকাশপর্যায়ক অন্তরিক্ষ) অপেক্ষা
বড়, আকাশ অপেক্ষা বড় ।” “নিত্য সর্বগত, স্থিতিশীল ও স্ফুল অর্থাৎ কূট-
বৎ নির্বিকার ।” ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও ত্রায় (যুক্তি) আত্মার সর্ব-
ব্যাপিতা বোধ করায় ॥ ৩৭ ২ । ৬৭ ॥

ব্রহ্মের আর একটি ব্যাবহারিক বিভাগ আছে, তাহা ঈশ্বর ও ঈশিতব্য নামে
প্রসিদ্ধ । এই জগৎ ও জগৎস্থ জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ম্য, এবং ঈশ্বর ইহার
নিয়ন্তা । এই যে ব্যাবহারিক বিভাগ, সম্ভ্রুতি এ বিভাগে ব্রহ্মের অস্ত্র একটি স্বভাব
বর্ণিত হইবে । সংসারে জীবমাত্রেরই ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও

* অতঃ অন্যান্য ঈশ্বরাৎ ফলং জীবানাং কর্ম্মদুষ্করণো ভোগো ভবতি । স্বর্গাদিকং বিশিষ্ট-
দেশকালকর্ম্মাভিজ্ঞাতৃকং কর্ম্মফলত্বাৎ সেবামূলবদিত্যুপপত্তিঃ ।

ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা, জীব সকল ঈশ্বর হইতেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়, অস্ত্র কিছু হইতে নহে, ইহা
উপপত্তিবলে অর্থাৎ যুক্তিবলে পাওয়া যায় ।

কৰ্মফলং সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তনাম্, কিমেতৎ কৰ্মণো ভবতি ? আহোম্বিদীপ্তরাং ? ইতি ভবতি বিচারণা। তত্র তাবৎ প্রতিপদ্যতে—ফলমতঃ—ঈশ্বরানুভিতুমর্হতি। কুতঃ ? উপপত্তেঃ। স হি সৰ্ব্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ বিচিত্রান্ বিদধদ্দেশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কৰ্ম্মিণাং কৰ্ম্মানুরূপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপদ্যতে। কৰ্ম্মগন্ত্বক্ষবিনাশিনঃ কালান্তরভাবি ফলং ভবতীত্যুপপন্নম্, অভাবাৎ ভাবানুৎপত্তেঃ।

শ্রাদেতৎ। কৰ্ম্ম বিনশ্যৎ স্বকাল এব স্বানুরূপং ফলং জনয়িত্বা বিনশ্যতি, তৎ ফলং কালান্তরিতং কত্র। ভোক্ষ্যত ইতি, তদপি ন পরিশুধ্যতি। প্রাক্ ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ ফলত্বানুপপত্তেঃ।

ইতি। নাস্ত্র পারমার্থিকং রূপমাত্রিত্যেতচ্চিন্ত্যতে, কিন্তু সাধ্যবহারিকম্। এতচ্ছ, “তপসা চীয়েত ব্রহ্ম” ইতি ব্যাচক্ষাণৈরস্মাভিরূপপাদিতম্। ইষ্টং ফলং স্বর্গঃ। যথাহঃ—

“যন্ন দুঃখেন সন্তিন্নং ন চ গন্তমনস্তরম্।

অভিলাষোপনীতঞ্চ সুখং স্বর্গুপদাস্পদম্॥” ইতি।

অনিষ্টমবীচ্যাদিস্থানভোগ্যম্। ব্যামিশ্রমহুশ্চভোগ্যম্। তত্র তাবৎ প্রতিপাত্তে। ফলমতঃ ঈশ্ববাং কৰ্ম্মভিরারাধিতানুভিতুমর্হতি। অথ কৰ্ম্মণ এব ফলং কস্মিন্ন ভবতীত্যত আহ—“কৰ্ম্মগন্ত্বক্ষবিনাশিনঃ” প্রত্যক্ষবিনাশিন ইতি।

চোদয়তি—“শ্রাদেতৎ কৰ্ম্ম বিনশ্যৎ” ইতি। উপাত্তমপি ফলং ভোক্তৃম-বোগ্যত্বাৎ কৰ্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধাচ্চ ন ভুজ্যত ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—“তদপি ন পরি-ব্যামিশ্র কৰ্ম্মফল ভোগ করে, ইহা সৰ্ব্ববিদিত। এই সৰ্ব্ববিদিত সুখাদি ফল কি কেবল কৰ্ম্মপ্রভাবেই উপস্থিত হয়? না তাহা ঈশ্বর হইতে সঙ্কৃত হয়? কস্মই কৰ্ম্মফলদাতা? কি ঈশ্বর কৰ্ম্মফলদাতা? এরূপ বিচারণা উপস্থিত হইয়া থাকে। বিচারে পাওয়া যায়, জীব সুখদুঃখাদি ফল ঈশ্বরের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের দ্বারা ফলপ্রাপ্ত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। [স হি...হুৎপত্তেঃ] ঈশ্বর সৰ্ব্বাধ্যক্ষ, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-যুক্ত বিচিত্র বিশ্বের বিধাতা, স্রষ্টা, তিনিই সকলের দেশ-কাল-কৰ্ম্ম জ্ঞাত আছেন, সুতবাং কৰ্ম্মিণগণের কৰ্ম্মানুরূপ ফল তাঁহা হইতেই সম্পন্ন হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কৰ্ম্ম যে ক্ষণবিনাশী, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ (প্রত্যক্ষসিদ্ধ); সুতরাং অভাবগ্রস্ত কৰ্ম্ম হইতে কালান্তর-ভাবী ফল হওয়া যুক্তিবহির্ভূত। কোনও কালে অভাব ভাবপদার্থের জনক নহে।

[শ্রাদেতৎ...স্তৌকিকঃ] যদি বল, এমনও হইতে পারে যে, কৰ্ম্ম আপন আপন অবস্থানকালের মধ্যে অনুরূপ ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, অনন্তর কৰ্ম্মকর্ত্তা তাহা যথাকালে ভোগ করে, এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ নহে।

যৎকালং হি যৎ সুখং দুঃখং বা আত্মনা ভুজ্যতে, তস্মৈব লোকে
ফলত্বং প্রসিদ্ধম্ । ম হুসম্বন্ধস্তাত্মনা সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং
প্রতিযন্তি লৌকিকাঃ । অথোচ্যেত—মাভূৎ কৰ্ম্মানন্তরং
ফলোৎপাদঃ, কৰ্ম্মকার্য্যাদপূৰ্ব্বান্তবেদিতি, তদপি নোপপত্ততে ।
অপূৰ্ব্বস্তাচেতনস্য কাৰ্ঠলোষ্ট্রসমস্য চেতনেনাপ্রবর্তিতস্য প্রযত্যানু-
পপত্তেঃ, তদন্তিস্তে চ প্রমাণাভাবাৎ । অৰ্থাপত্তিঃ প্রমাণমিতি
চেৎ, ন, ঈশ্বরসিদ্ধেরৰ্থাপত্তিক্রিয়াৎ ॥ ৩ । ২ । ৩৮ ॥

শ্রুত্যাতি” ইতি । ন হি স্বৰ্গ আত্মানং সভতামিত্যাধিকারিণঃ কামযন্তে, কিন্তু
ভোগ্যোহস্মাকং ভবন্তিতি । তেন যাদৃশমেতিঃ কাম্যতে, তাদৃশস্ত ফলত্বমিতি
ভোগ্যত্বমেব মৎ ফলমিতি । ন চ তাদৃশং কৰ্ম্মানন্তরমিতি কথং ফলং—সদপি
স্বরূপেণ । অপি চ স্বৰ্গনরকৌ তীব্রতমে সুখদুঃখে ইতি তদ্বিশেষণানুভবেন
ভোগাপরনান্নাহবশ্যং ভবিতব্যম্ । তস্মাদনুভবযোগ্যে অননুভূয়মানে শশশব্দ
স্ত ইতি নিশ্চীয়েতে । চোদয়তি—“অথোচ্যেত, মাভূৎ কৰ্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ,
কৰ্ম্মকার্য্যাদপূৰ্ব্বান্তবেৎ” ইতি । পরিহরতি । “তদপি ন” ইতি । যদ্বদচেতনং
তত্ত্বং সৰ্ব্বং চেতনাধিষ্ঠিতং প্রবর্তত ইতি প্রত্যক্ষাগমাত্মাবধারণিতম্ । তস্মাদ-
পূৰ্ব্বেণাপ্যচেতনেন চেতনাধিষ্ঠিতেনৈব প্রবর্তিতবাৎ, নাত্তথৈত্যাৰ্থঃ । ন চাপূৰ্ব্বং
প্রামাণিকমপীত্যাহ—“তদন্তিস্তে চ” ইতি ॥ ৩ । ২ । ৩৮ ॥

অৰ্থাৎ ঐ কথা নির্দোষ নহে । কেন-না, যাবৎ না আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয়,
তাবৎ তাহাঁ ফল বলিয়া গণ্য হয় না । যে সুখ ও যে দুঃখ যে কালে আত্মা ভোগ
করেন, সেই কালের সেই সুখ ও সেই দুঃখই ফল, ইহা সৰ্ব্ববিদিত । আত্মার
সহিত অসম্বন্ধ এমন সুখকে অথবা দুঃখকে কেহই ফল বলিয়া স্বীকার কবে না,
করিতে পারেও না । [অর্থো...কর্যাৎ] কেহ কেহ বলেন বটে যে, কৰ্ম্মজন্তু অপূৰ্ব্ব
হইতেই ফলের জন্ম হয়, (কৰ্ম্ম আত্মায় অপূৰ্ব্ব নামক শক্তি জন্মায়, পবে সেই
শক্তি ফল জন্মায়), কিন্তু তাহাতেও ফলভোগ উপপন্ন হয় না । অপূৰ্ব্ব অচেতন,
কাৰ্ঠ-লোষ্ট্রের সমান, চেতনকৰ্ত্তৃক প্রেরিত না হইলে তাহার প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব
(প্রবৃত্তি = ফলদানে উন্মুক্ত হওয়া । তাহা ঈশ্বরের বিনা অধিষ্ঠানে অসম্ভব) ।
(অপিচ, তাদৃশ অপূৰ্ব্বের অস্তিত্বে প্রমাণও নাই । ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ না
হইলে অৰ্থাপত্তি প্রমাণও কীৰ্ণ অৰ্থাৎ কার্য্যকর হয় না । (যাগ ক্ষণস্থায়ী, তাহা
থাকে না, অথচ শ্রুতি বলেন, যাগ স্বৰ্গ জন্মায় । শ্রুতি মিথ্যা বলেন না, সেই
বিশ্বাসে উভয়ের মধ্যে শক্তিবিশেষ উৎপন্ন হওয়া স্বীকৃত হয় । এই কল্পনামূলক
স্বীকার অৰ্থাপত্তিপ্রমাণ নামে খ্যাত) । কৰ্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বর সদাকাল
আছেন । জীব তাঁহার দ্বারা কৰ্ম্মফল লাভ করে, এই কল্পনাই প্রবল, সূতরাং
পূৰ্ব্বোক্ত কল্পনা অৰ্থাৎ অৰ্থাপত্তি প্রমাণ দুৰ্ব্বল, (দুৰ্ব্বল বলিয়া তাহা প্রবলের
দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩ । ২ । ৩৮ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩।২।৩৯ ॥*

ন কেবলমুপপত্তেরেবেশ্বরং ফলহেতুং কল্পয়ামঃ। কিং
তর্হি? শ্রুতত্বাদপীশ্বরমেব ফলহেতুং মন্যামহে। তথা হি
শ্রুতির্ভবতি “স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বহুদানঃ”
ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ॥ ৩।২।৩৯ ॥

ধর্ম্যং জৈমিনিরত এব ॥ ৩।২।৪০ ॥†

জৈমিনিস্বাচার্য্যো ধর্ম্যং ফলস্য দাতারং মন্যতে। অতএব

“অন্নাদঃ” অন্নপ্রদঃ ॥ ৩।২।৩৯ ॥

সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্বপক্ষং গৃহীতি—

শ্রুতিমাহ—“শ্রুতে তাবৎ” ইতি। ননু স্বর্গকামো যজ্ঞেতেত্যানয়ঃ শ্রুতয়ঃ ফলং
প্রতি ন সাধনতয়া যাগং বিদধতি। তথাহি—যদি যাগাদয় এব ক্রিয়া, ন তদতি-
রিক্তা ভাবনা, তথাপি ত এব স্বপদেভ্যঃ পূর্বাপরীভূতাঃ সাধ্যস্বভাবা অবগম্যন্ত-
ইতি ন সাধ্যান্তরমপেক্ষন্ত ইতি ন স্বর্গেণ সাধ্যান্তরেণ সম্বন্ধমর্হতি। অথাপি
তদতিরেকিণী ভাবনাস্তি, তথাপ্যসৌ ভাব্যাপেক্ষাপি স্বপদোপাত্তং পূর্বাগতঞ্চ
ভাব্যং ধাত্বর্থমপহায় ন ভিন্নপদোপাত্তং পুরুষবিশেষঞ্চ স্বর্গাদি ভাব্যতয়া স্বীকর্তৃ-
মর্হতি, ন চৈকস্মিন্ বাক্যে সাধ্যদ্বয়সম্বন্ধসম্ভবঃ, বাক্যভেদপ্রদ্বাং। ন কেবলং
শব্দতো বস্তুতশ্চ পুরুষপ্রযুক্ত্য ভাবনায়াঃ সাক্ষাদ্ধাত্বর্থ এব সাধ্যো ন তু স্বর্গাদি-
তস্ত তদব্যাপ্যত্বাৎ। স্বর্গাদেস্ত নামপদাভিধেয়তয়া সিদ্ধরূপস্তাখ্যাভাব্যাং ধাত্বর্থং
প্রতি ‘ভূতং ভব্যায়োপদিগ্ধতে’ ইতি স্তায়্যাং সাধনতয়া গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ। তথা
চ পারমর্ষ্যং সূত্রম্—‘দ্রব্যগাং কর্মসংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ’ ইতি। তথা চ
কর্মণো যাগাদেদুঃখত্বেন পুরুষণাসমীহিতত্বাৎ, সমীহিতস্ত চ স্বর্গাদেদেবসাধ্যত্বাৎ

ঈশ্বর ফলদাতা, এ তথ্য কেবল যুক্তিকর্য্য নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঐ তথ্য লব্ধ।
শ্রুতি—“সেই এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা সমুদায় প্রাণীকে অন্নদান করেন, ধন-
দানও করেন।” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন ॥ ৩।২।৩৯ ॥

পূর্বপক্ষকারী হয় ত বলিবেন, জৈমিনি মুনি মনে করেন, ধর্ম্মই ফলদাতা।
তিনিও ধর্ম্মের ফলদাত্ত্বে ঐ দুই কারণ (শ্রুতি ও যুক্তি) উপলব্ধ করেন। ধর্ম্ম

* ন কেবলমুপপত্তেরীশ্বরং ফলহেতুং, অপি তু শ্রুতত্বাৎ তস্ত ফলহেতুত্বম্। কর্ম্মণোঃ পূর্বস্ত
বা জড়ত্বেনোপকরণমাত্রত্বাৎ স্বতন্ত্রশ্চেতন ঈশ্বর এব ফলদাত্তেতি তাৎপর্য্যম্।

কেবল যুক্তির দ্বারা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঈশ্বরের ফলদাত্ত্ব নিশ্চয় হয়।

† জৈমিনিরাম মুনিরতএব শ্রুতরূপপত্তেঃ চৈব হেতোধর্ম্মঃ কলস্ত দাতারং মন্যতে। পূর্ব-
পক্ষসূত্রে মতং।

এ স্থলে জৈমিনির মত পূর্বপক্ষ কোটিতে গৃহীত হইতে পারে। জৈমিনি মনে করেন, ধর্ম্মই
ফলদাতা। কেননা, শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রমাণই ঐ নির্ণয়ের সাধক।

হেতোঃ—শ্রুতেরূপপত্তেশ্চ । শ্রুততে তাবদয়মর্থঃ “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যেবমাদিষু বাক্যেষু । তত্র চ বিধিশ্রুতের্বিষয়-ভাবোপগমাদবাগঃ স্বর্গশ্রোত্বেপাদক ইতি গম্যতে । অন্যথা হননুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত । তত্রোশ্রোত্বেপদেশবৈয়র্থ্যং শ্রোত্বে ।

যাগাদয়ঃ পুরুষশ্রোতৃকুর্নন্তি, অনুপকারিণাঐকমাং ন পুরুষ ঈষ্টে ‘অনীশানশ্চ ন তেষ্ সম্ভবত্যাধিকারী’ ইত্যধিকারীভাবপ্রতিপাদিতানর্থক্যপরিহারায় কৃত্বশ্রোত্বেবান্নাস্ত নিম্নোষ্টিনিধিলভ্যঃখানুযজ্ঞনিত্যাস্থগময়ব্রহ্মজ্ঞানপরমং ভেদপ্রপঞ্চবিলয়নদ্বারেন । তথা হি—সর্বত্রৈবান্নায়ে কচিং কস্তচিত্তেন্দ্রশ্রুতপ্রবিলম্বোপপত্তে, যথা স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি শরীরাত্মভাবপ্রবিলয়ঃ । ইহ খৰাপাত্তো দেহাতিরিক্ত আনুযজ্ঞকলোপত্তো-গ-সমর্থেহধিকারী গম্যতে । তত্রাধিকারশ্রোত্বেন ক্রমেণ নিরাকরণাসদতোহপি প্রতীয়মানস্ত বিচাবাসহশ্রোত্বেপাত্তোমাত্রোণবহানাদনেন বাক্যেন দেহাত্মভাব-প্রবিলয়স্তৎপরেণ ক্রিয়তে । গোদোহনেন পশুকামস্ত প্রণয়েদিত্যত্রাপ্যাপাত-তোহধিকৃত্যধিকারাবগমাদধিকারিভেদপ্রবিলয়ঃ । নিষেধবাক্যানি চ সাক্ষাদেব প্রবৃন্তিনিষেধেন, বিধিবাক্যানি চাত্তানি সংগ্রহণ্য যজ্ঞেত গ্রামকাম ইত্যাদীনি ন সংগ্রহণাদিপ্রবৃন্তিপবাণি, অপি তুণ্যাস্ত্রোপদেশেন সেবাদিনৃষ্টোপায়প্রতিষে-ধার্থানি । যথা বিষং ভৃঙ্কু—মাহস্ত গৃহে ভৃঙ্কু ইতি । তথা চ রাগাঙ্ঘ্রাক্ষিপ্ত-প্রবৃন্তিপ্রতিষেধেন শাস্ত্রস্ত শাস্ত্রত্বমপ্যুপপত্ততে, বাগনিবন্ধনাং তুণ্যোপদেশস্বারেণ প্রবৃন্তিমন্তজ্ঞানতো রাগসম্বন্ধনাদশাস্ত্রত্বপ্রসঙ্গঃ । তন্নিষেধেন তু ব্রহ্মণি প্রণিধানমাদ-ধং শাস্ত্রং শাস্ত্রং ভবেৎ । তন্মাত্র্য কৰ্ম্মফলসম্বন্ধস্তাপ্রামাণিকত্বাদনাদিবিচিত্রাবিজ্ঞা-সহকারিণ ঈশ্বরাদেব কৰ্ম্মানপেক্ষাদিচিত্রফলোৎপত্তিরিতি । কথং তর্হি বিধিঃ, কিমত্র কথং প্রবর্তনামাত্রাহাধিধেস্তস্ত চাধিকারমন্তরেণাপ্যুপপত্তেঃ । ন হি যোযঃ প্রবর্তয়তি, স সর্বোহধিকৃততমপেক্ষতে । পবনাদেঃ প্রবর্তকস্ত তদনপেক্ষত্বাদিতি শঙ্কামপাচিকাবুঁরাহ—“তত্র চ বিধিশ্রুতের্বিষয়ভাবোপগমাদবাগঃ স্বর্গশ্রোত্বেপাদক ইতি গম্যতে” ইতি । “অন্যথা হননুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত” ইতি চ । অয়মভি-সন্ধিঃ—উপদেশো হি বিধিঃ । যথোক্তং, তস্ত জ্ঞানমুপদেশ ইতি । উপদেশশ্চ নিষোজ্যপ্রয়োজনে কৰ্ম্মণি গোকশাপ্রয়োঃ প্রসিদ্ধঃ । তদ্ব্যখারোগ্যকামো জীর্বে ভুক্তীত । এষ স্থপস্থাঃ গচ্চতু ভবানুনেতি । ন চাত্তাদিবিব নিয়োক্তপ্রয়োজন-স্তত্রাভিপ্রায়স্ত প্রবর্তকত্বাং, তস্ত চাপোরুয়েয়েহসম্ভবাং । অস্ত চোপদেশস্ত

ফলদাতা, এ অর্থ “স্বর্গকামী যাগ করিবেক” ইত্যাদি বাক্যে শ্রুত আছে । [তত্র ...শ্রোত্বে] ঐ বাক্যে যে বিধি শ্রবণ আছে, (করিবেক এইকপ নিয়োগ আছে), তাগার বিষয় বাগ এবং ত হাতেই বুঝা যায়, ঈগই স্বর্গের উৎপাদক । ঐবাক্যে ঐ অর্থ প্রতীত না হইলে কেহ যাগপ্রবৃত্ত হইত না এবং বাগ অনুষ্ঠানগোচরে উপস্থিত না হওয়ায় যাগোপদেশ ব্যর্থ হইত, (কিন্তু শ্রুতির উপদেশ অব্যর্থ) ।

নন্বক্ষকবিনাশিনঃ কৰ্ম্মণঃ ফলং নোপপদ্যত ইতি
পরিত্যক্তোহয়ং পক্ষঃ । নৈব দোষঃ, শ্রুতিপ্রামাণ্যং ।
শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং, যথয়াং কৰ্ম্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে,
তথা কল্পয়িতব্যঃ । ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূৰ্ব্বং কৰ্ম্ম বিনশ্যৎ
কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোতি । অতঃ কৰ্ম্মণো বা

নিযোজ্যপ্রয়োজনব্যাপারবিষয়মুষ্ঠাত্রপেক্ষিতাহুকূলব্যাপারগোচরত্বমস্মাভিরূপপা-
দিতং শ্রায়কণিকায়াম্ । তথা চ স্বৰ্গকামো যজ্ঞেতেত্যাदिषু স্বৰ্গকামাদেঃ সমী,
হিতোপায় গম্যন্তে যাগাদয়ঃ । ইতরথা ত্ব ন সাধয়িতারমহুগচ্ছেয়ুঃ । তদ্বক্ত-
মুষ্ণিণা 'অসাধকন্তু তাদর্থ্যাৎ' ইতি । অনুষ্ঠাত্রপেক্ষিতোপায়তারহিতপ্রবর্তনা-
মাত্রার্থত্বে যজ্ঞেতেত্যাदीনামসাধকং কৰ্ম্ম যাগাদি শ্রুৎ, সাধয়িতারং নাধিগচ্ছে-
দিত্যর্থঃ । ন চৈতে সাক্ষাত্তাবনাভাব্যা অপি কৰ্ত্ত্রপেক্ষিতসাধনতাবিধূপহিত-
মর্যাদা ভাবনোদ্দেশ্য ভবিতুমর্হন্তি । যেন পুংসামনুপকাবকাঃ সন্তোনাধিকার-
ভাজোভবেয়ুঃ । চঃথত্বেন কৰ্ম্মণাং চেতনসমীতানাম্পদত্বাৎ । স্বৰ্গাদীনাস্ত
ভাবনাপূৰ্ব্বরূপকামনোপধানাত্ । প্রীত্যাত্মকত্বাচ্চ । নামপদাভিধেয়ানামপি
পুরুষবিশেষণানামপি ভাবনোদ্দেশ্যতালক্ষণভাব্যত্বপ্রতীতেঃ* ফলার্থপ্রবৃত্তভাব-
নাভাব্যত্বলক্ষণেন চ যাগাদিসাধ্যত্বেন* ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাভাব্যত্বরূপশ্চ ফল-
সাধ্যত্বশ্চ সমপ্রধানত্বভাবেনৈকবাক্যসমবায়সম্ভবাৎ ভাবনাভাব্যত্বমাত্রশ্চ চ
যাগাদিসাধ্যত্বশ্চ করণেহপ্যবিরোধাৎ । অত্রথা সৰ্ব্বত্র তদুচ্ছেদাৎ পবনাদে-
রপি ছিদাদিষু তথাভাবাৎ ফলশ্চ সাক্ষাত্তাবনাব্যাপ্যত্ববিরহিণোহপি তদুদ্দেশ্য-
তয়া সৰ্ব্বত্র ব্যাপিতয়া ব্যবস্থানাং স্বৰ্গসাধনে যাগাদৌ স্বৰ্গকামাদেরধিকাব
ইতি সিদ্ধম্ । ন চাপ্রাপ্তার্থবিষয়াঃ সাংগ্রহণ্যাদিবাগবিধয়ঃ পরিসংখ্যায়কা
নিয়ামকা বা ভবিতুমর্হন্তি । ন চাধিকাবাভাবে দেহাত্মপ্রবিলম্বো বাধিকাবি-
ভেদপ্রবিলম্বো বা শক্য উপপাদয়িতুম্ । আপাততঃ প্রতিভানে চাত্ত তৎ-
পবনমেব নার্বায়াতপবঃ, স্ববসতঃ প্রতীয়মানেহর্থে বাক্যশ্চ তাদর্থ্যো সম্ভবতি
ন সম্পাতয়াতপবত্বমুচিতম্ । ন চৈতাবতা শাস্ত্রত্বব্যাঘাতঃ ।* তত্ত্ব স্বৰ্গ-
দ্যুপায়শাসনেহপি শাস্ত্রত্বোপপত্তেঃ । পুরুষশ্চেন্নোহ'ভদ্রায়কত্বং হি শাস্ত্রত্বং ।
সরাগ-বীতরাগপুরুষশ্চেন্নোহ'ভদ্রায়কত্বেন সৰ্বপারিহৃততয়া ন তত্ত্বব্যাঘাতঃ ।
তস্মাদ্বিধিবিষয়ভাবোপগমাদ্ যাগঃ স্বৰ্গশ্চোৎপাদক ইতি সিদ্ধম্ ।

[নন্বক্ষক...প্রকাষণে] বলিতে পার, কৰ্ম্মমাত্রই প্রত্যক্ষবিনাশী, প্রত্যক্ষ
দেখা যায়, তাহা থাকে না, বাহা থাকে না, কিপ্রকারে তাহা ফল জন্মাইবে ?
কারণ বিত্তমান না থাকিলে কার্য জন্মায় না, স্ততরাং যাগও অবিত্তমানাবস্থায়
স্বৰ্গফল জন্মায় না ।) অতাব ভাবের জনক হইতে পারে না বলিয়া কৰ্ম্মেব
ফলদাতৃ পক্ষ ইতিপূর্বে ত্যাগ করা হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া
দেখিলে এবং শ্রুতি প্রামাণ্য স্বীকার করিলে ঐ দোষ স্থানপ্রাপ্ত হইবে না ।

কাচিদবস্থা ফলশ্চ বা পূর্বাবস্থাহপূর্বং নামাস্তীতি তর্ক্যতে।
উপপদ্যতে চায়মর্থ উক্তেন প্রকারেণ। ঈশ্বরস্ত ফলং দদা-
তীত্যনুপপন্নম্। অবিচিত্রশ্চ কারণশ্চ বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তে-
বৈষম্যমনৈস্বর্ণ্যপ্রসঙ্গাৎ তদনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেষ্চ। তস্মা-
দ্ধর্মাদেব ফলমিতি ॥ ৩।২।৪০ ॥

পূর্ববক্তৃ বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৩।২।৪১॥*

বাদরায়ণস্বাচার্য্যঃ পূর্বোক্তমেবেশ্বরং ফলহেতুং মন্যতে।

“কর্মণো বা কাচিদবস্থা” ইতি। কর্মণোহবাস্তবব্যাপারঃ। এতদুক্তং
ভবতি—কর্মণোহি ফলং প্রাপ্তি তৎসাধনত্বং শ্রুতং, তন্নির্বাহিত্বং তন্ত্ৰৈবাবাস্তব-
ব্যাপারো ভবতি। ন চ ব্যাপারবতি সত্যেব ব্যাপারো নাস্তীতি যুক্তম্। অসৎ-
স্বপ্ন্যাগ্নেয়াদিভূ তদ্বৎপত্ত্যপূর্বাণাং পরমাপূর্বে জনয়িতব্যে তদবাস্তবব্যাপারত্বাৎ।
অসত্যপি চ তৈলপানকর্মণি তেন দেহপুষ্ঠৌ কর্তব্যায়ামন্ত বা তৈলপরিণামভেদানাং
তদবাস্তবব্যাপারত্বাৎ। তস্মাৎ কর্মকার্য্যমপূর্বং কর্মণা ফলে কর্তব্যে তদ-
বাস্তবব্যাপার ইতি যুক্তম্। যদা পুনঃ ফলোপজননান্নত্বানুপপত্ত্যা কিঞ্চিৎ
কল্যাতে, তদা ফলশ্চ বা পূর্বাবস্থা কল্যাতাৎ নাম। “অবিচিত্রশ্চ কারণশ্চ ইতি”।
যদৌধরাদেব কেবলাদিতি শেষঃ। ‘কর্মভির্বা শুভাশুভৈঃ কার্য্যৈর্দ্বিধোৎপাদে
রাগাদিমত্তপ্রসঙ্গ ইত্যশয়ঃ ॥ ৩।২।৪০ ॥

দৃষ্টান্তস্মারিণী হি কল্পনা যুক্তা, নাগ্রথা। ন হি জাতু যুৎপাদদ্বাদয়ঃ
এতি যখন নির্দোষ প্রমাণ, তখন যেক্রমে কর্মেব সহিত ফলের সম্বন্ধ থাকিতে
পারে, এবং যাহাতে উহা উপপন্ন হয়, তাহা বা সেইরূপ অনুমান করাই কর্তব্য।
যখন দেখা যাইতেছে, নশ্বরস্বভাব কর্ম কোন এক অপূর্ব (নূতন ব্যাপার) না
জন্মাইয়া কালান্তরে ফলপ্রসব করিতে পারে না, তখন অবশ্যই তর্কণা (অনুমান)
করা উচিত যে, অপূর্বনামধেয় কোন এক শক্তিপদার্থ আছে—যাহা কর্মের
চবমাবস্থায় কর্মকর্তার সম্বন্ধে জন্মে, জন্মিয়া ফলকাল পর্য্যন্ত র্ত্তমান থাকে।
সেই অপূর্ব পদার্থই ফলের জনক। সেই অপূর্বকে হয় কৃত কর্মের অবাস্তব
ব্যাপার বা স্বল্প চরমাবস্থা, বা হয় ফলের পূর্বাবস্থা, অথবা বীজাবস্থাও বলিতে
পার। এ তথ্যও ‘বহুত্ব প্রণালীতে উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে।
[ঈশ্বরস্ত...ফলমিতি] ঈশ্বর ফল দেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অবিচিত্র
অর্থাৎ একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র অর্থাৎ নানাপ্রকার কার্য্য হওয়া
অযুক্ত। বিশেষতঃ ঈশ্বর ফলদাতা হইলে তাঁহাতে বিষমকারিত্ব ও নিষ্করতা
এই দুইটা দোষ হয়, এবং কর্মদ্রষ্টারও নিষ্প্রয়োজনতা আপত্তিত হয়। অতএব,
• কর্মের দ্বারাই ফল, ঈশ্বরের দ্বারা নহে ॥ ৩।২।৪০ ॥

পূর্বপক্ষীয় ঐ পক্ষ সদোষ। বাদরায়ণ মূনি মনে করেন, পূর্বোক্ত ঈশ্বরই

* তুঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন জৈমিনেদ্বিতং সাক্ষিতি প্রতিবাদিনাশয়ঃ। পূর্বং পূর্বোক্ত-

কেবলাৎ কৰ্ম্মণোহপূৰ্ব্বাদ্ধা কেবলাৎ ফলমিত্যয়ং পক্ষঃ
তু-শব্দেন ব্যাবর্ত্যতে । কৰ্ম্মাপেক্ষাদপূৰ্ব্বাপেক্ষাদ্বা যথা তাথাস্তু,
ঈশ্বরঃ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ । কুতঃ ? হেতুব্যপদেশাৎ । ধৰ্ম্মা-
ধৰ্ম্ময়োৱপি হি কারয়িত্বেনেধ্বরো হেতুব্যপদিশ্যতে ফলস্ত
চ দাতৃত্বেন । “এষ উ হেব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো
লোকেভ্য উম্নিনীষতে । এষ উ হেবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং,
যমধো নিনীষতে” ইতি । স্বৰ্য্যতে চায়মর্থো ভগবদ্বাকীতাস্ত্—

কুন্তকারাত্মনধিষ্ঠিতাঃ কুন্তাভ্যায়ন্তায় প্রভবন্তো দৃষ্টাঃ । ন চ বিদ্যাংপবনাদি-
ভিরপ্রযত্নপূৰ্ব্বৈব্যভিচারঃ, তেষামপি কল্পনাস্পাদতয়া ব্যভিচারনিদর্শনত্বাত্মপ-
পত্তেঃ । তস্মাদচেতনং কৰ্ম্ম বাহপূৰ্ব্বং বা ন চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং স্বকার্যো
প্রবর্তিতুমুৎসহতে । ন চ চৈতন্ত্যমাত্রং কৰ্ম্মস্বরূপসামান্যবিনিয়োগাদিবিশেষবি-
জ্ঞানশূন্যপুণ্ড্রজ্যতে, বেন’ তদ্রহিতক্ষেত্রজ্যমাত্রাধিষ্ঠানেন সিদ্ধসাধ্যত্বমুদ্ভাব্যেত ।
তস্মাৎ তন্ত্ৰংপ্রাসাদাত্তীলগোপুৱতোরণাছাপজননিদর্শনসংস্রৈঃ সুপরিমিতচিতং
যথা চেতনাধিষ্ঠানাদচেতনানাং কৰ্ম্মারম্ভকত্বমিতি, তথা’ চৈতন্ত্যং দেবতাস্থা
অসতি বাধকে প্রতিষ্তুতীতিহাসপুরাণপ্রসিদ্ধং ন শক্যং প্রতিষেদ্ধমিত্যপি
স্পষ্টং নিরটঙ্কি দেবতাধিকরণে । লৌকিকশেষ্বরো দানপরিচরণপ্রণামাজলি-
করণস্ততিভিরতিশ্রদ্ধাগভাতিভক্তিভিরারাদিতঃ প্রসন্নঃ স্বানুকমপমারাদকায়
ফলং প্রযচ্ছতি, বিরোধতশ্চাপক্রিয়াভির্বিরোধকাযাহিতমিত্যপি সুপ্রসিদ্ধম্ ।
তদিহ কেবলং কৰ্ম্ম বাহপূৰ্ব্বং বা চেতনানধিষ্ঠিতমচেতনং ফলং প্রাপ্ত ইতি

ফলের হেতু । সেই কারণে তৎপক্ষে সূত্রাবয়বে তু-শব্দ দিয়া কেবল কৰ্ম্মের
ও অপূৰ্ব্বের ফলদাতৃত্ব নিরস্ত কবিয়াছেন । [কৰ্ম্মাপেক্ষা...নিনীষতে ইতি]
হয় কৰ্ম্মানুসারে, না হয় কৰ্ম্মজন্ত অপূৰ্ব্বানুসারে (অপূৰ্ব্ব = ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম)
ঈশ্বরই কৰ্ম্মিগণকে ফল বিতরণ করেন, ইহাই সংসিদ্ধান্ত । কেননা, প্রতি
ঈশ্বরকেই জীবকৃত কৰ্ম্মের, কৰ্ম্মজন্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের ও তৎফলের কারয়িতা ও
দাতা বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন । যথা—“ইনি বাহাকে এ লোক হইতে
উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধুকৰ্ম্ম করান এবং ইনি যাহাকে
অধোগামী করাইতে ইচ্ছুক হন, তাহাকে অসৎ কৰ্ম্ম (গৰ্হিত কৰ্ম্ম) করান ।”
[স্বৰ্য্যতে...হিতান্ ইতি] এ অর্থ গীতা-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে । যথা—“যে

মোক্ষরং ফলহেতুমিতি বাদরায়ণোমন্ততে । যতঃ ক্রতো তত্ত্বেষবস্ত কৰ্ম্মাদীনাং কারয়িত্বেন
হেতুত্বমুচ্যতে । অচেতনস্ত কৰ্ম্মণঃ স্বতঃ প্রযুক্ত্যযোগাৎ সৰ্ব্ববেদান্তেবীষরন্ত জগদ্ধেতুত্বশ্চৈতন্ত
ঈশ্বরাদিষ্ঠিতাৎ কৰ্ম্মণো জগদন্তঃপাতিকলসিদ্ধিরিতি নির্গলিতার্থঃ ।

বাদরায়ণ মূনি মানেন, পূৰ্ব্বোক্ত ঈশ্বরই ফলদাতা । কৰ্ম্ম উপকরণ বা উপলক্ষ্য, তদনুসারে
তিনি ফলপ্রদান করেন । কেবল কৰ্ম্ম যথোক্ত ফল দিতে অসমর্থ, কেননা তাহা জড় ।

“যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াহঁচ্চিতুমিচ্ছতি ॥

তস্ম তস্মাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মারাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়েব বিহিতান্ হিতান্ ॥” ইতি

সর্ববেদান্তেষু চেশ্বরহেতুকা এব স্মৃতিয়ো ব্যপদিশ্যন্তে ।

তদেব চেশ্বরস্য ফলহেতুত্বং, যং স্বকর্মানুরূপাঃ প্রজাঃ

দৃষ্টবিরুদ্ধম্ । যথা বিনষ্টং কৰ্ম ন ফলং প্রসূত ইতি কল্প্যতে দৃষ্টবিরোধঃ, এব-
মিহাপীতি । তথা দেবপূজাশ্রকো যাগো দেবতাং ন প্রসাদয়ন্ ফলং প্রসূত
ইত্যপি দৃষ্টবিরুদ্ধম্ । ন হি রাজপূজাশ্রকমারাদনং রাজানমপ্রসাদ্য ফলায়
কল্পতে । তস্মাদ্ভট্টানুগুণ্যায় যাগাদিভিরপি দেবতাপ্রসত্তিরূপপাত্ততে । তথা
চ দেবতাপ্রসাদাদেব স্থায়িনঃ ফলাৎপত্তেরূপপত্তেঃ কৃতমপূৰ্ণেণ । এবমন্তে-
নাপি কৰ্মণা দেবতাবিরোধনং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্ । ততঃ স্থায়িনোহনিষ্টফল-
প্রসবঃ । ন চ শুভাভিশুকারিণাং তদনুরূপং ফলং প্রসূতানাং দেবতা দ্বেষপক্ষ-
পাত্তবতীতি যুক্ত্যতে । ন হি রাজা সাধুকারিণমনুগৃহ্মণীকৃত্ব বা পাপকারিণাং
ভবতি দ্বিষ্টো রক্তো বা, তদ্বদলৌকিকোহপীধরঃ । যথা চ পরমাপূৰ্ণে কৰ্ত্তব্যে
উৎপত্ত্যপূৰ্ণাণামঙ্গাপূৰ্ণাণাঞ্চোপযোগঃ, এবং প্রধানারাদনেন্জ্ঞারাদনানামুৎপ-
ত্ত্যারাদনান্ধাঞ্চোপযোগঃ স্বাম্যারাদন ইব তদমাত্যতঃপ্রণয়িজনারাদনানামিতি
সৰ্বং সমানমন্তত্ৰাভিনিবেশাৎ । তস্মাদ্ভট্টাবিরোধেন দেবতারাদনং ফলং, ন
তদপূৰ্ণাং কৰ্মণো বা কেবলাদ্বিরোধতঃ । হেতুব্যপদেশশ্চ শ্রোতঃ স্মার্তশ্চ
ব্যত্যাভ্যতঃ । যে পুনরন্তৰ্ধামিবি্যাপারায় ফলাৎপাদনায় নিত্যত্বং সৰ্বসাপারগ-

ভক্তিমান্ উপাসক শ্রদ্ধাপূৰ্ণক যে মূৰ্ত্তি ভজনা করিতে ইচ্ছুক হয়, অর্থাৎ তদনুরূপ
অমুষ্ঠান করে, আমি সেই সেই মূৰ্ত্তিতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি (স্থাপন
করাই) । সেইব্যক্তি সেই-শ্রদ্ধায় অধিত (যুক্ত) হইয়া সেই মূৰ্ত্তির আরাধনায়
নিযুক্ত হয় । অনন্তর সে আমার বিহিত (সৃষ্ট) হিত ও কাম্য ফল (প্রার্থিত বস্তু)
লাভ করে ।” [সর্ব...প্রসজ্যন্তে] সমুদায় বেদান্তে ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টি হওয়ার
ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে, এবং তাহাতেই ঈশ্বরের ফলহেতুতা সিদ্ধ হইয়াছে ।
যেহেতু তিনি প্রজাদিগকে স্বকর্মানুযায়ী করিয়া সৃজন করেন, সেই হেতু-
তেই তাঁহার ফলহেতুতা সিদ্ধ হয় । বলিয়াছিল যে, ঈশ্বর ফলদাতা
হইলে এরূপ বিচিত্র কার্য হইতে পারে না, সে দোষ উক্ত প্রকারে
উন্মার্জিত হইতে পারে । অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রযত্ন (কৰ্ম) অনু-
সারে ফলবিধান করেন, এরূপ হইলে আর ঐ সকল দোষ হয় না । প্রযত্ন বা কৰ্ম

সৃজতি । বিচিত্রকার্য্যানুপপত্ত্যদয়োহপি দোষাঃ কৃতপ্রযত্না-
পেক্ষত্বাদীশ্বরস্য ন প্রসজ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ
তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ । ২ ॥

অমিতি মতমানা ভাব্যকারীয়মধিকরণং দৃশয়াবুভূবন্তেভ্যো ব্যাবহারিক্যামীশি-
ত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়ামিতি ভাষ্যং ব্যাচক্ষীত ॥ ৩ । ২ । ৪১ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিত্তে ভাষ্যবিভাগে ভাস্যত্যাং
তৃতীয়স্তাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ । ২ ॥

পুরুষভেদ বিচিত্র, স্ততরাং তাহাদ ফলও বিচিত্রই হইবে । (এ কথা পুনঃ
পুনঃ বলা হইয়াছে) ॥ ৩ । ২ । ৪১ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ।



সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাচ্চবিশেষাৎ ॥৩৩১॥*

ব্যাখ্যাৎ বিজ্ঞেয়স্ত ব্রহ্মণস্তত্ত্বম্, ইদানীন্ত প্রতিবেদান্তঃ
বিজ্ঞানানি ভিদ্যন্তে ন বেতি বিচার্যতে। ননু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম
পূর্বাংপরাদিভেদরহিতমেকমেকরসং সৈন্ধবঘনবদবধারিতম্,
তত্র কুতো বিজ্ঞানভেদাভেদচিস্তাবতারঃ। ন হি কণ্ঠবহুত্ব-
বৎ ব্রহ্মণো বহুত্বমপি বেদান্তেষু প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি
শক্যং বক্তুম্, ব্রহ্মণ একত্বাৎ একরূপত্বাচ্চ। ন চৈকরূপে

পূর্বেণ সঙ্গতিমাহ—“ব্যাখ্যাৎ বিজ্ঞেয়স্ত ব্রহ্মণঃ” ইতি। নিরূপাধিব্রহ্ম-
তত্ত্বগোচরং বিজ্ঞানং মন্থান আক্ষিপতি—“ননু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম” ইতি। সাব্যবস্ত
হব্যবানাং ভেদাৎ তদব্যববিশিষ্টব্রহ্মগোচরাণি বিজ্ঞানানি গোচবভেদান্তিষ্টে-
রনু ইত্যব্যব ব্রহ্মণো নিরাকৃতাঃ পূর্বাংপরাদীত্যানেন। ন চ নানাস্বভাবং ব্রহ্ম,
যতঃ স্বভাবভেদান্তিমানি জ্ঞানানীতু্যক্তমেকরসমিতি। “ঘনং” কঠিনম্। নষেক-
মপ্যনেকরূপং লোকে দৃষ্টং, যথা সোমশর্শ্বৈকোহপ্যাচার্যো মাতুলঃ পিতা পুত্রো
ভ্রাতা ভর্তা-যামাতা দ্বিজোত্তম ইত্যনেকরূপঃ, ইত্যত উক্তম্ “একরূপত্বাচ্চ”।

ইতঃপূর্বে জ্ঞাতব্য পরব্রহ্মের তত্ত্ব (স্বরূপ) ব্যাখ্যাত অর্থাৎ বিচারিত হইয়াছে।
সম্প্রতি তদ্ব্যবয়ক ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান ফলতঃ, কি বিভিন্ন-
রূপ, তাহা বিচারিত হইতেছে। সমুদায় উপাসনা কি একেরই অভিন্ন উপাসনা ?
কি বিভিন্নের বিভিন্ন উপাসনা ? তাহা স্থিবিীকৃত হইবে। [ননু...রূপত্বাচ্চ]
নদি বল, বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্বপ্রকারভেদবিরহিত, অঘর, একরূপ অর্থাৎ সৈন্ধব-
ঘনবৎ চিদেকরস, ইহা যখন অবধারিত হইয়াছে, তখন কি রূপে তদ্ব্যবয়ক জ্ঞানগত
ভেদাভেদের বিচার অবশর প্রাপ্ত হইবে ? স্বীকার করিতে পারিবে না যে, বেদের
পূর্বেকাণ্ড যেমন কণ্ঠবহুত্ব প্রতিপাদন করে, উত্তরকাণ্ড বেদান্তও সেইরূপ ব্রহ্মবহুত্ব
প্রতিপাদন করে। কেননা, ব্রহ্ম এক ও একরূপ নির্দ্ধাবিত হইয়াছে। [ন
চৈক...বেদান্তেষু] এক ও একরূপ ব্রহ্মে অনেকপ্রকার বিজ্ঞান সম্ভবে না।

* সর্বের্বেদান্তঃ প্রতীয়ন্ত ইতি সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি। তৈত্তিরিহিতান্যুপাসনানীতার্থঃ।
অভিন্নান্তেবেতি পুরণীয়ম্। হেতুমাহ চোদনেতি। বিধাবকঃ শব্দশ্চোদিতপ্রবক্তো বা চোদনা।
তদানীদানমবিশেষাৎ একাদিতার্থঃ। আদিপদাৎ ফলসংযোগ-রূপ-প্রবক্তৃত্বাচ্চ। প্রাছাঃ। যথা
জ্যেষ্ঠাদ্বাদিগুণকপ্রাণবিছা সর্বশাখাশ্বেকা, তথা পঞ্চাগ্নিবিছাপি ফলসংযোগাচ্চবিশেষাদেকৈব।
এবং সঙ্গতঃ।

ব্রহ্মণ্যনেকরূপাণি বিজ্ঞানানি সম্ভবন্তি । ন হ্যন্থার্থেহন্থথা-
জ্ঞানমিত্যভ্রান্তং ভবতি । যদি পুনরেকস্মিন্ ব্রহ্মণি বহুনি
বিজ্ঞানানি বেদান্তান্তরেণ প্রতিপিপাদয়িষিতানি, তেষামেক-
মভ্রান্তং, ভ্রান্তানীতরাণীত্যনাশ্বাসপ্রসঙ্গো বেদান্তেষু । তস্মাৎ
ন তাবৎ প্রতিবেদান্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানভেদ আশঙ্কিতুং শক্যতে ।
নাপ্যস্ম্য চোদনান্নবিশেষাদভেদ উচ্যতে, ব্রহ্মবিজ্ঞানস্ম্যচোদ-
নালক্ষণত্বাৎ । অবিধিপ্রধানৈর্হি বস্তুপর্য্যবসায়িভিঃ ব্রহ্মবাক্যৈ-
ব্রহ্মবিজ্ঞানং জ্ঞাত ইত্যবোচদাচার্য্যঃ “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ”
[বেং অ০ ১ । পা০ ১ । সূ০ ৪] ইত্যত্র । তৎ কথমিমাং ভেদা-
ভেদচিন্তামারভত ইতি ।

তদুচ্যতে,—সগুণব্রহ্মবিষয়া প্রাণাদিবিষয়া চেয়ং বিজ্ঞান-

একস্মিন গোচরে সম্ভবন্তি বহুনি বিজ্ঞানানি ন ত্বনেকাকারানীত্যুক্তম্ “অনেক-
রূপাণি” । রূপমাকারঃ ।

সমাধেস্তে—“উচ্যতে । সগুণেতি” । • তত্ত্বদগুণোপাধানব্রহ্মবিষয়া উপাসনাঃ

বস্তু এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অগুণপ্রকাব, এরূপ হইলে সে জ্ঞান অভ্রান্ত
হয় না । যদি অদ্বয় ব্রহ্মে বহু বিজ্ঞান উপাদান কবা বেদান্তের অভিপ্রেত হয়,
তাহা হইলে অবশ্যই তন্মধ্যে একটা জ্ঞান অভ্রান্ত, অবশিষ্ট সমস্তই ভ্রান্ত হইবে ।
তাদৃশ দ্বৈতরূপ স্বীকার করিতে গেলে বেদান্তের প্রতি লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত
হইবে । [তস্মাৎ...ইত্যত্র] সেই জন্ত, প্রতি বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞান,
এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না এবং নিরোগাদিব অভেদ কল্পনা করিয়া
অভেদ বা একরূপতাও বলিতে পার না । হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান নিরোগের অধীন
নহে । তাহা ‘কর’ বলিলে করা যায় না । যাহাতে বিধির প্রাধান্ত নাই, যাহা
বস্তুমাত্র-পর্য্যবসায়ী (বস্তুমাত্রের অধীন), তাদৃশ ব্রহ্মবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান
উদ্ভূত হয় । এ কথা আচার্য্য ব্যাস “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” শব্দে বলিয়াছেন
(দেখাইয়াছেন) । [তৎকথ...ত্যদোষঃ] যদি তাহাই হয়, তবে, কি-
জন্ত এই ভেদাভেদ চিন্তা (বিচার) আরম্ভ করিলে ?

এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, এই বিজ্ঞানভেদাভেদের বিচার সগুণব্রহ্মবিষয়ক

ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু বেদান্তের নামভেদ,
উপাসনার রূপভেদ ও ধর্মভেদ দেখা যায় । সেই কারণে সংশয় হয়, একই উপাসনা বিভিন্ন
বেদান্তে কথিত হইয়াছে? কি প্রত্যেক বেদান্তে এক একটা পৃথক উপাসনা কথিত হইয়াছে । সংশয়ের
পর সিদ্ধান্ত এই যে, একই উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে । কারণ এই যে, বিধাবক
শব্দের ও ফলের ভেদ কখন নাই । সে সকল সর্বত্র একপ্রকাব । (ভাষা ব্যাখ্যা দেখ) ।

ভেদাভেদচিস্তেত্যদোষঃ । অত্র হি কৰ্ম্মবদুপাসনানাং ভেদাভেদো
সম্ভবতঃ, কৰ্ম্মবদেব চোপাসনানি দৃষ্টফলাদৃষ্টফলানি চোচ্যন্তে,
ক্রমমুক্তিফলানি চ কানিচিৎ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ । তেষ্মৈনা
চিস্তা সম্ভবতি—কিং প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদঃ ? আহোশ্মিৎ
নেতি ।

তত্র পূৰ্ব্বপক্ষহেতবস্তাবদুপশ্চান্তে—নান্নস্তাবদেদপ্রতি-
পত্তিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং জ্যোতিরাদিষু । অস্তি চাত্র বেদান্তান্তর-

প্রাণাদিবিষয়াশ্চ দৃষ্টাদৃষ্টক্রমমুক্তিফলা বিষয়ভেদান্তিগন্ত ইত্যর্থঃ । তত-
উপপন্নো বিমর্শ ইত্যাহ—“ভেষ্যা চিস্তা” ।

পূৰ্ব্বপক্ষঃ গৃহীত—“তত্র” ইতি । “নান্নস্তাবৎ” ইতি । অস্তি “অর্থৈষ
জ্যোতিরেতেন সহস্রদক্ষিণেন যজ্ঞেত” ইতি । তত্র সংশয়ঃ । কিং যজ্ঞেতেতি
সম্মিহিত-জ্যোতিষ্টোম্যাদ্বাদেন সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানম্ ? উতৈতদগুণবিশিষ্ট-
কৰ্ম্মান্তরবিধানম্ ? ইতি । কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্ ? জ্যোতিষ্টোম্যন্ত প্রকান্তবাদযজ্ঞেতেতি
তদনুবাদাজ্যোতিরিতি প্রাতিপাদিকমাত্রং পঠিত্বা, এতেনেত্যনুকূল্য কৰ্ম্মসামা-
নাধিকরণ্যেন কৰ্ম্মনাম-ব্যবস্থাপনাং কৰ্ম্মণশ্চানুবাংগত্বেন, তত্তন্ত্রস্ত্র নায়েইপি
তথৈব ব্যবস্থাপনাং জ্যোতিঃশব্দস্ত “কসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা” ইতি চ জ্যোতি-
ষ্টোমে যোগদর্শনাৎ নাইমকদেশেন চ নামোপলক্ষণস্ত্র লোকসিদ্ধহাৎ ভীম-
সেনোপলক্ষণ-ভীমপদবৎ অংশস্ত্র চানন্তর্য্যার্থস্ত্রাসম্বন্ধিত্বেন্দুপপত্তেগুণবিশিষ্ট-
কৰ্ম্মান্তরবিদেশে চ গুণমাত্রবিধানস্ত্র লাঘবানুদাদশতদক্ষিণায়াশ্চোৎপত্ত্যশিষ্টতয়া
সমশিষ্টতয়া সহস্রদক্ষিণয়া সহ বিকল্পোপপত্তেঃ প্রকৃতশ্চৈব জ্যোতিষ্টোম্যন্ত
অর্থাৎ প্রাণাদি-উপাসনাবিষয়ক । একপ বলিলে আর ঐ অসামঞ্জস্য দোষ
হইবে না । [অত্র হি...নেতি] বেদের পূৰ্ব্বকাণ্ডে যজ্ঞপ কৰ্ম্মের ভেদাভেদ
(অমুক অমুক একত্রে মিলিতভাবে একটা প্রধান কৰ্ম্ম এবং অমুক অমুক পৃথক্ কৰ্ম্ম,
ইত্যাদি) বিচারিত হয়, তজ্রপ, এই বেদান্তেও উপাসনাব ভেদাভেদ বিচারিত
হওয়া সুসম্ভব । কেননা, কৰ্ম্মের ত্রায় বেদান্তোক্ত উপাসনাবও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল কথিত
হইয়াছে । কোন উপাসনার ফল দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক এবং কোনও উপাসনার
ফল অদৃষ্ট অর্থাৎ পাবনৌকিক । আবাব অত্র উপাসনাব ফল তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির
দ্বারা ক্রমমুক্তি । (ব্রহ্মলোকে গমন, সেখানে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি, তৎপরে মুক্তি ।
ইহারই নাম ক্রমমুক্তি ।) সেই জন্ত, বেদান্তোক্ত সেই সেই উপাসনা বা জ্ঞান
লইয়া এই চিস্তা (বিচারান্ত) উপস্থিত হয় যে, সেই সেই বিজ্ঞান বা উপা-
সনা সমুদায়তঃ এক কি অনেক, অর্থাৎ ভিন্ন কি অভিন্ন ।

[তত্র...মাদি] যে যে হেতুতে বিচারের পূৰ্ব্বপক্ষ দাঁড়ায়, সে সকল হেতু
প্রদর্শিত হইতেছে । নাম একটা কৰ্ম্ম-প্রভেদের কারণ । জ্যোতিষ্টোম, অখনেধ,
সোম, ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দ্বারা তত্ত্বনামক বিভিন্ন কৰ্ম্মের বোধ জন্মায় । এইরূপ

বিহিতেষু বিজ্ঞানেষুদন্ত্যনাম—তৈত্তিরীয়কং, বাজসনেয়কং, কোথুমকং, কোশীতকং, শাট্যায়নমিত্যেবমাদি।

তথা রূপভেদোহপি কৰ্মভেদস্ত্য প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ—
“বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজিনম্” ইত্যেবমাদিষু। অস্তি

সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানার্থময়মুবাদঃ, ন তু কৰ্মাস্তরমিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ভবেৎ পূৰ্ব্বস্মিন্ গুণবিধির্দি তদেব প্রকরণং স্তাৎ, বিচ্ছিন্নস্ত তৎ। তথাহি—সন্নিধাবপি পূৰ্ব্বসম্বন্ধার্থং সংজ্ঞাস্তরং প্রতীযমানমন্ত্যায়ন-কার্থত্বমিতি স্তায়াদুৎসর্গতোহর্থাস্তরার্থহাৎ পূৰ্ব্ববুদ্ধিং ব্যবচ্ছিন্তাপূৰ্ব্ববুদ্ধিঞ্চ প্রসূত ইতি লোকসিদ্ধম্। ন জাতু দেহি দেবদত্তায় গাম্, অথ দেবায় বাজিন-মিতি দেবশব্দাদ্বেবদত্তং বাজিতাজমধ্যবস্ত্তি লৌকিকাঃ। তথা চোপরি-ষ্টাৎ যজ্ঞেতেতি স্ত্রয়মাণমসম্বন্ধার্থদব্যবায়ৎ তৎকৰ্মবুদ্ধিম্নাদাৎ তত্র গুণ-বিধানগাত্রাসমর্থং কৰ্মাস্তরমেব বিধত্তে। ন চৈকত্রাহুপপত্ত্যা লক্ষণয়া জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমে প্রবৃত্ত ইত্যসত্যামনুপপত্তৌ লাক্ষণিকো যুক্তঃ। ন হি গঙ্গায়াং যোব ইত্যত্র গঙ্গাপদং লাক্ষণিকমিতি যীনো গঙ্গায়ামিত্যত্রাপি লাক্ষণিকং ভবতি। ভেদেহপি চ প্রথমং সংজ্ঞাস্তবেণোল্লিখিতে যজ্ঞিশদসামা-নাধিকরণ্যং কৰ্মনামধেয়তামাত্রতামাবহতি, ন তু সংজ্ঞাস্তবোপজনিতাং ভেদ-ধিষমপনতুয়ুৎসহতে। তথা চাথশব্দোইধিকারার্থঃ প্রকরণাস্তরতামবহত্যোত-য়তি। এষ-শব্দচাধিক্রিয়মাণপরাগর্শক ইতি সোহয়ং সংজ্ঞাস্তরাস্তদে ইতি।

ভবতু সংজ্ঞাস্তরাং কৰ্মভেদঃ, প্রস্তুতে তু কিমায়তমিত্যত আহ—“অস্তি চাত্র বেদান্তাস্তরবিহিতেষু” ইতি। যথৈব কাঠকাদিসমাখ্যা গ্রন্থে প্রযুক্ত্যতে, এবং জ্ঞানেহপি লৌকিকাঃ। ন চাস্তি বিশেষঃ, যতো গ্রন্থে মূখ্যা বিজ্ঞানে গোণী ভবেৎ। প্রণয়নঞ্চ গ্রন্থজ্ঞানযোরভিন্নং প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। তন্মাত্রজ্ঞানস্থাপি বাচিকী সমাখ্যা। তথা চ যদা জ্যোতিষ্টোমসন্নিধৌ স্ত্রয়মাণং সমাখ্যাস্তবং তৎ-প্রতীকমপি কৰ্মণো ভেদকং, তদা কৈব কথা শাখাস্ত্রীয়ে বিপ্রকৃষ্টতমেহতৎ-প্রতীকভূতসমাখ্যাস্তবাভিধেয়ে জ্ঞান ইতি।

তথা রূপভেদোহপি কৰ্মভেদস্ত্য প্রতিপাদক প্রসিদ্ধঃ, যথা “বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজিনম্” ইত্যেবমাদিষু। ইদমান্নায়তে—“তপ্তে পয়সি দধানয়তি সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা” ইতি। অত্র হি দ্রব্যদেবতাসম্বন্ধানুস্মিতো যাগো বিধীয়তে, তদ-নস্তরক্ষেদমান্নায়তে—বাজিভ্যোবাজিনমিতি। অত্রোদং সন্নিহতে। কিং পূৰ্ব-স্মিন্বেব কৰ্মণি বাজিনং গুণো বিধীয়তে, উত কৰ্মাস্তরং দ্রব্যদেবতাস্তরবিশিষ্টমপূৰ্বং

বেদান্তের ও বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানেরও (উপাসনারও) ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তদনুসারে সে সকলও ভিন্ন হইতে পারে। বেদান্তের নামভেদ যথা—তৈত্তিরীয়ক, বাজসনেয়ক, কোথুমক, কোশীতক, শাট্যায়নক, ইত্যাদি।

[তথা...যোজ্যসিব্যাঃ] পূৰ্ব্বতস্ত্রে “বৈশ্বদেবী আমিক্ষা” “বৈশ্বদেবতার

চাত্ত্বে রূপভেদঃ । তদব্ধা কেচিচ্ছাখিনঃ পঞ্চায়িবিদ্যায়াং
মৰ্শমপৰময়িমামনন্তি, অপরে পুনঃ পঠৈব পঠন্তি । তথা

বিধীয়ত ইতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । দ্রব্যদেবতাস্তরবিশিষ্টকৰ্ম্মাস্তরবিধৌ
বিধিগোরবপ্রসঙ্গাৎ কৰ্ম্মাস্তরাপূৰ্ব্বাস্তবকল্পনা-গোরবপ্রসঙ্গাচ্চ ন কৰ্ম্মাস্তরবিধাম্, অপি
তু পূৰ্ব্বস্মিন্নেব কৰ্ম্মণি বাজিনদ্রব্যবিধিঃ । ন চোৎপত্তিশিষ্টামিক্ষাণ্ডণাবরোধাত্তত্র
বাজিনমলঙ্কাবকাশং কৰ্ম্মাস্তরং গোচরয়তীতি যুক্তম্ । উভয়োরপি বাক্যয়োঃ
সমসময়প্রবৃত্তেবামিক্ষাবাজিনয়োৰুৎপত্তৌ সমং শিষ্যমাণত্বেন নামিক্ষায়াঃ শিষ্টত্বং,
তৎ কথমনয়াবরুদ্ধং কৰ্ম্ম ন বাজিনং নিবিশেৎ । ন চ বৈশ্বদেবীত্যত্র শ্রোত
আনিক্ষাসম্বন্ধো বিধেয়াং দেবানাং, যেন বাজিনসম্বন্ধাৎ বাক্যগম্যাদ্ভবান্ ভবেদু-
ভয়োরপি পদাস্তরাপেক্ষপ্রতীতিতয়া বাক্যগম্যত্বাবিশেষাৎ । নো পলু বৈশ্বদেবী-
ত্যাঙ্কে আমিক্ষাপদানপেক্ষামামিক্ষামধ্যবস্তামঃ । অস্ত বা শ্রোতত্বং, তথাপি
বাজিভ্য ইতি পদং বাজমন্নমামিক্ষা তদেষামন্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা তৎসম্বন্ধিনো বিশ্বান্
দেবাহুপলক্ষয়তি । যত্বপি বিধেদেবশব্দবাজিপদং ভিন্নং যেন চ শব্দেন চোদনা
তেনৈবোদ্দেশে দেবতাত্বং ন শব্দান্তরেণ । অত্ৰাপ্যর্থৈকত্বেন সূর্যাদিত্য-
পদয়োঃ সূর্যাদিত্যচকোরেকদৈবতাপ্রসঙ্গাৎ । তথাপি বাজিন্নিতীনে: সৰ্ব-
নামার্থে স্ববণাৎ সন্নিহিতস্ত চ সৰ্বনামার্থত্বাদ্বিধেয়াং দেবানাঞ্চ বিশ্বদেবপদেন
সন্নিধাপনাং তৎপদপূরঃসবা এবৈতে । বাজিপদেনোপস্থাপ্যাং, ন তু সূর্যাদিত্য-
পদবৎ স্বতন্ত্রাঃ, তথা চ তদুপলক্ষণার্থং বাজিপদং বিশ্বদেবোপহিতামেদ
দেবতামুপলক্ষয়তীতি ন শব্দান্তরাদ্বেবতাভেদঃ । ততচ্চামিক্ষাসম্বন্ধোপ-
জীবনেন বিধেতো বাজিনং বিধীয়মানং নামিক্ষয়া বাধ্যতে, কিন্তু তয়া সহ
সমুচ্চীয়ত-ইতি ন কৰ্ম্মাস্তরমপি তু বাক্যাভ্যাং দ্রব্যযুক্তমেকং কৰ্ম্ম বিধীয়ত-
ইতি প্রাপ্ত-উচ্যতে । শ্রাদেতদেবম্, যদি বৈশ্বদেবীতি তদ্বিত্তপ্রত্যামিক্ষা
নোচ্যত । তদ্বিত্তস্ত হত্বৈতি সৰ্বনামার্থে স্ববণাৎ সন্নিহিতস্ত চ বিশেষস্ত
সৰ্বনামার্থত্বাৎ তত্রৈব তদ্বিত্তস্থাপি বৃত্তিঃ । ন তু বিধেয়ু দেবেষু, ন তৎসম্বন্ধেনাপি
তৎসম্বন্ধিমাত্রো । নহেবং সতি কৰ্ম্মবৈশ্বদেবীশব্দমাত্রাদেব নামিক্ষাঃ প্রতীমঃ
কিমিতি চামিক্ষাপদমপেক্ষামহে । তদ্বিত্তাস্তস্ত পদস্তাভিধানাপর্য্যবসান্ন
প্রতীমস্তৎপর্য্যবসানায় চাপেক্ষামহে । অবসিতাভিধানং, হি পদং সমর্থমর্থ-
ধিয়মাধাতুম্, ইদন্ত সন্নিহিতবিশেষাভিধায়ি তৎসন্নিধিমপেক্ষাপদমপেক্ষত ইতি কৃত
আমিক্ষাপদানপেক্ষ আমিক্ষাপ্রত্যয়প্রসঙ্গঃ, কুতো বা তত্রানপেক্ষা । অতশ্চ
সত্যমপি পদাস্তরাপেক্ষায়াং যৎ পদং পদাস্তরাপেক্ষমভিধত্তে, তৎ প্রমাণভূত-
প্রথমভাবিপদাবগম্যত্বাৎ শ্রোতং বলীয়শ্চ । যতু পর্য্যবসিতাভিধানপদাভি-
হিতপদার্থাবগমগম্যাং, তত্তচ্চরমপ্রতীতিবাক্যগম্যং দুৰ্ললঙ্কেতি তদ্বিত্তপ্রত্যাব-
গতামিক্ষালক্ষণগুণাবরোধাৎ পূৰ্ব্বকৰ্ম্মাসংযোগিবাজিনদ্রব্যং সম্বন্ধি পূৰ্ব্বস্মা-
ন্তিনন্তি । এবঞ্চ সতি নিত্যবদবগতানপেক্ষসাধনভাবামিক্ষা ন বাজিনদ্রব্যোণ

উদ্দেশে বাজী (ছানার জল)” ইত্যাদিবিধি রূপভেদ দৃষ্টে কৰ্ম্মভেদ স্বীকৃত
হইয়াছে । বেদান্তেও তেমনি উপাসনায় রূপভেদ দৃষ্ট হয় । যেমন কোন শাখী

প্রাণসম্বাদাদিষু কেচিদূনান্ বাগাদীনামনন্তি, কেচিদধিকান্ । তথা ধর্মবিশেষোহপি কস্মভেদস্ত প্রতিপাদক আশঙ্কিতঃ কারীর্যাদিষু । অস্তি চাত্র ধর্মবিশেষো যথাথর্বণিকানাং শিরোব্রতমিতি । এবং পুনরুক্তাদয়োহপি ভেদহেতবো যথাসম্ভবং বেদান্তান্তরেষু যোজয়িতব্যঃ । তস্মাৎ প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদ ইতি ।

সহ বিকল্পমুচ্চরৌ প্রাপ্ন্যতি । ন চাশ্বহে নিকটত্বাদনপেক্ষবৃত্তি বাজিপদং কথঞ্চিদৌগিকং সাপেক্ষবৃত্তি বিধেদেবশব্দাং দেবতাং বৈশ্বদেবীপদাদামিক্ষা-
দ্রব্যং প্রতাপসর্জনীভূতামবগতামূলক্ষয়িষ্যতি । প্রকৃতং হি নর্বনামপদ-
গোচরঃ প্রধানঞ্চ প্রকৃতমুচ্যতে নোপসর্জনম্ । প্রামাণিকে চ বিধিকল্পনা-
গোরবেইভ্যুপেতব্য এব প্রমাণস্ত তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ । তস্মাদন্থথেহ পূর্বকর্মাঙ্গসম্ভ-
বিনো গুণাৎ কস্মভেদ এবমিহাপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঃ বড়গ্নিবিজ্ঞা ভিন্না, এবং
প্রাণসম্বাদেব নাদিকভাবেন নিত্যাভেদ ইতি । তথা ধর্মবিশেষোহপি কস্ম-
ভেদস্ত প্রতিপাদক ইতি । তথাহি—কারীর্যাবাক্যাত্মধীয়ানাত্তৈত্তিগীয়া ভূমৌ
ভোজনমাচরন্তি, নাচবন্ত্যগ্রে । তথাগ্নিমদীয়ানাঃ কেচিদুপাধ্যায়স্তোদকুস্তমাহ-
রন্তি নাহরন্ত্যগ্রে । তথাগ্নমেধমদীয়ানাঃ কেচিদশ্বস্ত বাসমানয়ন্তি, নানয়ন্ত্যগ্রে ।
কেচিৎস্বাচরন্ত্যগ্রেব ধর্মম্ । ন চ তাঃেব কস্মাগ্নি ভূমিভোজনাদিজনিতমুপ-
কারমাকাজ্জন্তি নাকাজ্জন্তি চেতি যুক্ত্যতে । অতোহবগম্যতে ভিন্নানি তাস্থ
তাস্থ শাখাস্থ কস্মাগ্নীতি । অস্ত, প্রস্তুতে কিমায়াতমিত্যত আহ—“অস্তি
চাত্র” ইতি । অস্ত্রেষাং শাগিনাং নাস্তীতি শেষঃ । “এবং পুনরুক্তাদয়োহপি”
ইতি । সমিধো যজ্ঞতীত্যাদিষু পঞ্চকুহোহভ্যস্তো যজ্ঞতিশব্দঃ । তত্র কিমেকা
কস্মভাবনা কিং বা পঠেৎবেতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । ধাত্বর্থানুবন্ধভেদেন
শব্দান্তরাধিকরণে ভাবনাভেদাভিধানাদ্ভাব্যস্ত চ ধাতুভেদমন্তরেণ ভেদানুপপত্তেঃ
সমিধো যজ্ঞতীতি প্রথমভাবিনা বাক্যেন বিহিতা কস্মভাবনা বিপবিবর্ত্তমানোপরি-
পঞ্চাগ্নি-উপাসনায় অত্র এক বষ্ট অগ্নি পাঠ করেন, আবার অত্র শাখা-
ধ্যায়ীরা তাহা পাঠ করেন না । তাঁহারা মাত্র পাঁচটা অগ্নির উল্লেখ করেন ।
প্রাণোপাসনাবিষয়েও কেহ কেহ প্রাণের (প্রাণ = ইন্দ্রিয়) নূন সংখ্যা, কেহ
বা অধিক সংখ্যা কীর্ত্তন করেন । কারীর্যী যাগ প্রভৃতির বিধানস্থলে পূর্ব-
মীমাংসা-শাস্ত্র ধর্মভেদকে কস্মভেদের কাবৎ বলিয়াছেন । বেদান্ত-বিহিত
উপাসনাতেও ধর্মভেদ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে উপাসনারও ভিন্নতা ইহাতে
পারে । অধিক কি বলিব, পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রে কস্মভেদের (ঐ সকল ও
পুনরুক্তি প্রভৃতি) যত গুলি কারণ কথিত আছে, সে সকল গুলিই বেদান্ত-
শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সকলকে যথাসম্ভব যোজনা করিতেও
পারা যায় । [তস্মাৎ...বিশেষাৎ] অতএব, বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা সকল
এক নহে, বেদান্তে বেদান্তে বিভিন্ন । (যে সধর্গবিদ্যা ছান্দোগ্যে, বাজসমে-
ন্থকে সে সধর্গ বিজ্ঞা নহে, তাহা এক পৃথক সধর্গবিজ্ঞা, ইত্যাদি) ।

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্ তস্মিন্ বেদান্তে তানি তাণ্ডেব ভবিতুমর্হন্তি । কুতঃ ? চোদনাদ্বিশেষাৎ । আদিগ্রহণেন শাখাস্তরাধিকরণসিদ্ধান্ত-সূত্রোদিতা অভেদহেতব ইহাক্রম্যন্তে । সংযোগরূপচোদনাখ্যা-বিশেষাদিত্যর্থঃ । যথৈকস্মিন্নগ্নিহোত্রে শাখাভেদেহপি পুরুষ-প্রগত্তস্তাদৃশ এব চোদ্যতে—জুহুয়াদিতি, এবং “যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ

নৈর্ঝাকৈরনুতী । ন চ প্রয়োজনভাবাদনুবাদঃ, প্রমাণসিদ্ধান্তপ্রয়োজনশা-হননুযোজ্যত্বাৎ কৰ্মভাবনাভেদে চানেকাপূৰ্ণকল্পনাপ্রসঙ্গাদেকাপূৰ্ণবাস্তব্যা-পারমেকং কৰ্মেতি প্রাপ্তম্ ।

এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । পরস্পরানপেক্ষাণি হি সমিধাদিবা ক্যানীতি সর্ভাণ্যেব প্রাণম্যাহাণ্যপি যুগপদধ্যয়নানুপপত্তেঃ ক্রমেণাধীতানীতি । ন স্ববমেবাং প্রয়োজকঃ ক্রমঃ । পরস্পরাপেক্ষাণামেকবাক্যদে হি প্রয়োজকঃ স্তাৎ, তেন প্রাথম্যাতাবাং প্রাপ্তমিত্যেব নাস্তীতি কস্ত কোহনুবাদঃ । কথঞ্চিদ্বিপরিবৃত্ত-মাত্রস্তোংসর্গিকাপ্রবৃত্তপ্রবর্তনালক্ষণবিধিতাপবাদসামর্থ্যাতাবাং । গুণশ্রবণে হি গুণবিবিশিষ্টকৰ্ম্মবিধানে বিধিগোরবভিন্না গুণমাত্রবিধানলাঘবায় কস্মানুবাদাপে-ক্ষয়াৎ বিপরিবৃত্তরূপকারঃ, যথা দগ্না জুহোতীতি দধিবিধিপরে বাক্যে বিপরিবৃত্তা-পেক্ষায়ামগ্নিহোত্রং জুহোতীতি বিহিতস্ত হোমস্ত বিপরিবর্তমানশানুবাদঃ । ন

এইরূপ পূৰ্ণপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে, বেদান্তবিহিত বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনাসকল সেই সে-ই অর্থাৎ একই জানিবে । হেতু এই যে, চোদনা (অভিধায়কশব্দ) প্রভৃতির অবিশেষ বা অভেদ (ঐক্য) দৃষ্ট হয় । [আদি ..চোদনা] সূত্রস্থ আদি-শব্দে শাখাস্তরাধিকরণোক্ত * অভেদবোধের কারণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে । মিলিতার্থ এই যে, সংযোগ, রূপ, চোদনা ও সমাখ্যার অবিশেষ (অভেদ বা ঐক্য) হেতু ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান । অগ্নিহোত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় (দেবভাগে) কথিত হইলেও তদ্রূপ হোত পুরুষের হোমশ্রবণ তুল্য বা একরূপ, একরূপেই অভিহিত, একরূপে অভিহিত বলিয়া এক, (অগ্নিহোত্র হোম সর্বত্রই-জুহুয়াৎ. শব্দে কথিত হইয়াছে, অত্র কোনরূপে কথিত হয় নাই, সূত্রাৎ হোমশ্রবণ সর্বত্র এক বা একরূপ)

* শাখাধিকরণসিদ্ধান্ত—পূৰ্ব্বমীমাংসার একটা বিচার । সে বিষয়ে জৈমিনীকৃত সূত্র এই—“একং বা সংযোগ-রূপচোদনা-সমাখ্যাবিশেষাৎ ।” অর্থ এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম বিভিন্ন শাখায় অভিহিত হইলেও সে সকল একই কৰ্ম্ম । কেননা, ফলসম্বন্ধ, রূপ, চোদনা (বিধায়ক শব্দ) ও সমাখ্যা (নাম), এ সকলের অবিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই । এই সিদ্ধান্ত বেদান্তেও গৃহীত হয় এবং তদনুসারে প্রতি বেদান্তে কথিত হইলেও উপাসনা সকলের একত্ব স্থিরীকৃত হয় ।

শ্রেষ্ঠং চ বেদ” ইতি বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাক্ষ তাদৃশ্চেব চোদনা ।
 প্রয়োজনসংযোগেহপ্যবিশিষ্ট এব “জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্থানাং
 ভবতি” ইতি । রূপমপ্যভয়ত্র তদেব বিজ্ঞানশ্চ, যদুত জ্যেষ্ঠ-
 শ্রেষ্ঠাদিগুণবিশেষণাস্থিতং প্রাণতত্ত্বম্ । যথা চ দ্রব্য-দেবতে
 যাগশ্চ রূপং, এবং বিজ্ঞেয়ং রূপং বিজ্ঞানশ্চ, তেন হি তদ্রূপ্যতে ।
 সমাখ্যাপি সৈব প্রাণবিদ্যেতি । তস্মাৎ সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং

চাত্র গুণাস্ত্বেদঃ সমিাদাদিপদানাং কৰ্মনামধেয়ানাং গুণবচনত্বাভাবাৎ । অগৃহমাণ-
 বিশেষতয়া চ কিং বচনবিহিতং কিং কৰ্ম্মানুবাদেন কশ্চ গুণবিধিতমিতি ন
 বিনিগম্যতে । ন চাপূৰ্ব্বং নাম জ্যোতিরাদিবদ্বিধানাসম্বন্ধং প্রথমমবগতং, যতঃ
 পূৰ্ব্ববুদ্ধিবিচ্ছেদেন বিধীয়মানং কৰ্ম্ম পূৰ্ব্বম্বাৎ সংজ্ঞাতো ব্যবচ্ছিন্দ্যাৎ, কিন্তু
 প্রথমত এব কৰ্ম্মসামান্যধিকরণেনাবগতাঃ সমিাদাদয়স্তত্ত্বাৎ কৰ্ম্মনামধেয়তাং প্রতি-
 পত্তমানা আখ্যাতস্ত্রানুবাদহেতুবাধাঃ, বিধিহে বিষয়ঃ, ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ কশ্চিদিদী-
 শতে । তস্মাৎ স্বরসসিদ্ধাপ্রাপ্তকৰ্ম্মবিধিপন্নত্বাৎ কৰ্ম্মণ্যয়মভ্যাসো ভাবনানুবন্ধ-
 দুতানি ভিন্দানো ভাবনাং ভিনন্তি যথা, তথা শাখাস্তববিহিত্যে অপি বিজ্ঞাঃ শাখা-
 স্তববিহিতাত্যো বিজ্ঞাত্যোহভ্যাসো ভেৎস্তুত্বীতি । অশক্বেচ । ন হেতুঃ পুরুষঃ
 সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ান্বিকামুপাসনামুপসংহৰ্ত্তৃং ঞ্জক্ৰোতি, সৰ্ববেদান্তাধ্যয়নাসামর্থ্যাৎ,
 অনধীতার্থোপসংহারেহধ্যয়নবিধানবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ । প্রতিশাখং ভেদে তুপাসনানাং
 নাশং দোষঃ । সমাপ্তিভেদাচ্চ । কেষাঞ্চিৎ শাখিনামোক্তারসার্বাধ্যাক্ষণেন সমাপ্তিঃ,
 কেষাঞ্চিদন্তত্র । তস্মাদুপ্যুপাসনাভেদঃ । অন্ত্যর্থদর্শনাদপি । তথাহি—“নৈতদ-
 চীর্ণব্রতোহধীতে” ইত্যচীর্ণব্রতস্ত্রাধ্যয়নাবাদর্শনাদুপাসনাভাবঃ । কচিদচীর্ণব্রত-
 ত্রাধ্যয়নদর্শনাদুপাসনাবগম্যতে । তস্মাদুপাসনাভেদ ইতি । অত্র সিদ্ধান্তমাহ—
 “সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাত্তবিশেষাৎ” । তদ্ব্যাচষ্টে সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি সৰ্ব-
 বেদান্তপ্রমাপানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্তস্মিন্ বেদান্তে তানি তাত্ত্বেব ভবিতুমর্হন্তি ।
 যাত্ত্বেকস্মিন্ বেদান্তে, তাত্ত্বেব বেদান্তান্তরেষপীত্যর্থঃ । চোদনাত্তবিশেষাদিত্যাদি-
 শব্দেন সংযোগরূপাখ্যাঃ সংগৃহ্যন্তে । অত্র চ চোদত ইতি চোদনা পুরুষপ্রযত্বঃ ।
 স হি পুরুষস্ত ব্যাপারঃ । তত্র খৰ্ঘয়ং হোমাদিধাত্ত্বার্থাবচ্ছিন্নে প্রবর্ততে । তস্ত

তেমনি, একবিষয়ক এক বেদান্তোক্তঃ চোদনাঃ ও অন্ত বেদান্তোক্ত চোদনার সহিত
 সমান, স্ততরাং তাহা একেরই বিধায়ক । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বাজসনেয়ি-
 বেদান্তোক্ত “যে উপাসক প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে” এই চোদনাই
 (বিধায়ক বাক্যই) ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে । ছান্দোগ্যোক্ত চোদনার সহিত
 ঐ চোদনার অবিশেষ অর্থাৎ ঐক্য থাকায় উক্ত উভয় চোদনাই এক, অর্থাৎ
 অভিন্ন বলিয়া গণ্য । [প্রয়োজন...বিজ্ঞানানাম্] ফলেরও বিশেষ নাই অর্থাৎ
 তাহারও ঐক্য আছে । যথা—“সে জ্ঞাতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়।” এ ফল
 উভয় বেদান্তেই সমানরূপে কথিত । উপাসনার রূপও উভয় বেদান্তে এক অর্থাৎ

বিজ্ঞানানাম্ । এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বৈশ্বানরবিদ্যা-শাণ্ডিল্যবি-
দ্রোত্রেয়বাদিষু যোজয়িতব্যম্ ॥ ৩ । ৩ । ১ ॥

যে তু নামরূপাদয়ো ভেদহেত্বাতাসাং, তে প্রথম এব কাণ্ডে
“ন নান্না স্তাদচোদনাভিধানত্বাৎ” ইত্যারভ্য পরিহৃতাসাং, ইহাপি
কঞ্চিদ্ভিশেষমাশঙ্ক্য পরিহরতি—

দেবভোক্তেশেন ত্যাগস্তাসেনাদিকস্তাবচ্ছেদ্যঃ পুরুষপ্রযত্নঃ, স এব শাখান্তরে
বৈশ্বানরবিদ্যাপি প্রাণজ্যোত্বশ্রেষ্ঠত্ববেদনবিষয়ঃ পুরুষপ্রযত্নঃ স এব শাখান্তরেষপীতি ।
এবং ফলসংযোগোহপি জ্যোত্বশ্রেষ্ঠত্ববনলক্ষণঃ স এব । রূপমপি তদেব । যথা
যাগস্ত যদেকস্তাং শাখায়াং দ্রব্যবেদতা রূপং, তদেব শাখান্তরেষপীতি, এবং বেদন-
স্তাপি যদেকত্র প্রাণজ্যোত্বশ্রেষ্ঠত্বরূপং বিষয়শূদ্ধাখান্তরেষপীতি ॥ ৩ । ৩ । ১ ॥

“কঞ্চিদ্ভিশেষম্” ইতি । যুক্তং যদগ্নীষোমীয়স্তোত্রপন্নম্ পশ্চাদেকাদশকপালত্বা-
দিসম্বন্ধেহপ্যভেদ ইতি । যথোৎপন্নম্ তত্র সৰ্বত্র প্রত্যভিজায়মানত্বাৎ, ইহ
ত্বগ্নিবু উৎপত্তিগত এব গুণভেদ ইতি কথং বৈশ্বদেবীবয় ভেদক ইতি বিশেষঃ,
তমিমং বিশেষমভিপ্রেত্যাশঙ্কতে সূত্রকারঃ—

অভিন্ন । উভয়স্থানেই প্রাণতত্ত্ব জ্যোত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদি-বিশেষণে কথিত হইয়াছে ।
যেমন যাগের রূপ দ্রব্য ও দেবতা, তেমন, বিজ্ঞানের (উপাসনার) রূপও
বিজ্ঞেয় (উপাস্ত) । কেননা, বিজ্ঞানের দ্বারাই বিজ্ঞেয়ের নিকপণ হয় ।
সমাখ্যাও (সমাখ্যা = নাম) উভয়ত্র সমান অর্থাৎ এক । বাজসনেয়ীরাও
ঐ উপাসনাকে প্রাণোপাসনা বলে, ছন্দোগেরাও উহাকে প্রাণোপাসনাই
বলে । এই সুকল কারণে, বলিতে হয় বা মানিতে হয় যে, উপাসনা সকলের
সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়তা আছে । অর্থাৎ একই উপাসনা সেই সেই বেদান্তে
সেই সেই বাক্যে বিহিত বা বোধিত হইয়াছে । [এবং...হরতি] পঞ্চাগ্নি-
বিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা, সৰ্বত্রই এতদঙ্গসারে ব্যাখ্যা
করিবে ॥ ৩ । ৩ । ১ ॥

নাম ও রূপ প্রভৃতি আপাততঃ ভেদহেতু বলিয়া প্রতীত হয় সত্য ;
কিন্তু সে সকল যথার্থ ভেদ হেতু নহে ; হেতুর আয় দেখায় মাত্র । সে সকল
প্রকৃত হেতু নহে বলিয়াই সে সকল পূর্বকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনীয় মীমাংসায়
পরিহৃত হইয়াছে । সে সকল যেমন সেখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখানেও
অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রেও কোন এক বিশেষের আশঙ্কা করিয়া সে সকলের
পরিহার প্রদর্শিত হইবে । প্রথমতঃ আশঙ্কা, তৎপরে তাহার পরিহার ;
আশঙ্কা ও পরিহার এইরূপ—

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ৩। ৩। ২ ॥*

শ্রাদেতং, সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং বিজ্ঞানানাং গুণভেদা-
মোপপত্ততে। তথা হি বাজসনেয়িনঃ পঞ্চাশ্চিবিদ্যাং প্রস্তুত্যা
ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনস্তি “তশ্চাশ্চিরেবাগ্নিৰ্ভবতি” ইত্যাদিনা।
ছন্দোগান্ত তং নামনস্তি, পঞ্চসম্ব্যয়েব চোপসংহরন্তি “অথ হ
য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ” ইতি। যেযাঞ্চ স গুণোহস্তি,
যেযাং চ নাস্তি, তেযাং কথমুভয়েষামেকা বিদ্যোপপদ্যতে।
ন চাত্ত গুণোপসংহারঃ শক্যতে প্রত্যেতুং, পঞ্চসম্ব্যাবিরোধাৎ।
তথা প্রাণসম্বাদে শ্রেষ্ঠাদিত্যাশ্চতুরঃ প্রাণান্ বাক্চক্ষুঃশ্রোত্র-
মনাংসি ছন্দোগা আমনস্তি। বাজসনেয়িনস্ত পঞ্চমমপ্যাম-

“ভেদান্নেতি চেৎ” ইতি। পরিহারঃ সূত্রাবয়বঃ। “ন একশ্চামপি” ইতি।
পট্টঞ্চব সাম্পাদিকা অগ্নয়ো বাজসনেয়িনামপি ছন্দোগ্যানামিব বিধীয়ন্তে। ষষ্ঠস্বগ্নিঃ
সম্প্রদ্ব্যতিরেকায়ানুত্ততে ন তু বিধীয়তে। বৈশ্বদেব্য্যাং তুৎপত্তৌ গুণো বিধীয়তে
ইতি ভবতু ভেদঃ। অথবা ছন্দোগ্যানামপি ষষ্ঠোহগ্নিঃ পঠ্যত এব। অথবা ভবতু

একই বিজ্ঞান (উপাসনা) সেই সেই বেদান্তে বিহিত হইয়াছে, এ
কথা উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, গুণের বা উপাসনার
প্রকার সকল বেদান্তে সমান (একরূপ) নহে। নিদর্শন দেখ—বাজসনেয়ী
শাখাধ্যায়ীরা (বাজসনেয়ী=যজুর্বেদের অতীতম শাখা) পঞ্চাশ্চিবিদ্যাপ্রস্তাবে
“সেই উপাসকের অগ্নি ও অগ্নি” এবংক্রমে ষষ্ঠ অগ্নির কল্পনা করেন। কিন্তু
ছন্দোগগণ তাহা কবেন না। ছন্দোগগণ পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াই
প্রস্তাব শেষ করেন। (ছন্দোগ্য=সামবেদের বিভাগ) যথা—“অনন্তর,
যে উপাসক এইরূপে এই পঞ্চাশ্চি জানে, উপাসনা করে—” ইত্যাদি। যখন
এক শাখায় এক গুণের উল্লেখ ও অত্র শাখায় সে গুণের (অঙ্গের) উল্লেখ
নাই; তখন কিপ্রকারে উভয় শাখার উপাসনা এত হইতে পারে? ষাঁহাদের
গুণোল্লেখ নাই, তাঁহারা অত্র শাখোক্ত গুণকে (‘অঙ্গ অর্থাৎ ষষ্ঠ অগ্নিকে’)
গ্রহণ করিতে পারিবেন না। করিলে পঞ্চসংখ্যার বিবোধ হইবে।
[তথা...ইতি] এইরূপ, ছন্দোগ্য-উপনিষৎপাঠীরা প্রাণোপসনায় মুখ্য প্রাণ

* ভেদাৎ গুণভেদাৎ গুণভেদঃ দৃষ্টেত্যর্থঃ। বিজ্ঞানানাং (উপাসনানাং) সৰ্ববেদান্তবিহি-
তত্বং একত্বমিতি যাবৎ, নেতীতি ন বক্তব্যং, যত একশ্চামপি বিদ্যায়াং তজ্জাতীয়কো গুণভেদো
যুক্ত্যত ইতি সূত্রপদানাম্ ব্যাখ্যা।

গুণের অর্থাৎ উপাসনাপ্রকারের ভিন্নতা আছে বলিয়াই সে সকলক বিভিন্নোপাসনা বলিতে
পার না। কারণ এই যে, উপাসনা এক হইলেও সে সকল গুণ অর্থাৎ প্রকারভেদ সকল উপপন্ন
হইতে পারে।

নন্তি “রেতো বৈ প্রজাপতিঃ । প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য
এবং বেদ” ইতি ।

আবাপোদ্বাপভেদাচ্চ বেদ্যভেদো ভবতি, বেদ্যভেদাচ্চ
বিদ্যাভেদো দ্রব্যদেবতাভেদাদিব যাগশ্চেতি চেৎ ; নৈষ দোষঃ ।
যত একস্থামপি বিদ্যায়ামেবজ্ঞাতীয়কো গুণভেদ উপপদ্যতে ।
যদ্যপি ষষ্ঠস্থান্নৈরুপসংহারো ন সম্ভবতি, তথাপি দ্ব্যপ্রভৃतीনাং
পঞ্চানামগ্নীনাযুভয়ত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ ন বিদ্যাভেদো
ভবিতুমর্থিতি । ন হি ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োরতিরাত্রো ভিদ্যতে ।
পঠ্যতেহপি চ ষষ্ঠোহগ্নিশ্ছন্দোগৈঃ “তং প্রেতং দিষ্টমিতোহগ্নয়-

বাজসনেয়িনাং ষষ্ঠাগ্নিবিধানং. মা চ ভূচ্ছন্দোগানাং, তথাপি পঞ্চত্বসম্বন্ধায়া
অবিধানান্নোৎপত্তিশিষ্টং সম্বন্ধায়াঃ, কিন্তু ২পন্নৈষ্ণিন্দু প্রচয়শিষ্টা সম্বন্ধান্নন্ততে
সাম্পাদিকানগ্নীনবচ্ছেত্ত্বং, তেন যেসামুৎপত্তিস্তেষাং প্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞা-

ছাড়া আরও চানিট প্রাণ স্বীকার কবেন । যথা—বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন ।
কিন্তু বৃহদারণ্যকপাঠীরা ঐস্থলে পাঁচটামাত্র প্রাণ অধ্যয়ন করেন । যথা—বাক্,
চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও রেতঃ (রেতঃ শব্দে চবম ধাতু ‘ও প্রজাপতি) । যে উপাসক
ঐরূপ জ্ঞানে অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনা কবে, সে প্রজাবান্ ও পশুমান হয় ।

[আবাপো...পদ্বতে] যদি বল, যেমন দ্রব্যের ও দেবতার ভিন্নতায় যাগের
ভিন্নতা স্বীকৃত হয়, সেইরূপ, বিভিন্ন আবাপ উদ্বাপে * বেদ্যেব অর্থাৎ উপাস্তের
ভিন্নতা ঘটে, বেদ্যেব ভেদে বিচারও অর্থাৎ উপাসনাবও পার্থক্য হয় । এস্থলে
আমাদের বক্তব্য—তাহা হয় না । অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ রূপভেদ উপাসনাকোর
বিরোধী নহে । হেতু এই যে, অভিন্ন উপাসনায়ও ঐক্যপ অল্প গুণভেদ উপপন্ন
বা স্বীকৃত হইয়া থাকে । [যত্বপি...বাদঃ] যদিও ষষ্ঠ অগ্নিব উপসংহার অর্থাৎ
সংগ্রহপূর্বক একবাক্য করার সম্ভব নাই, কেননা, ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাগ্নিব উল্লেখ
পর্যন্ত নাই, তথাপি, ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে উভয়জাই দিব্ প্রভৃতি অগ্নি-
পঞ্চকের পাঠ থাকায় প্রতীত হয় যে, উক্ত উভয় বেদান্তে একই উপাসনা কথিত
হইয়াছে ; সে জন্ত উপাসনাভেদ অযুক্ত । অতিরাত্র যাগে ষোড়শী (পাত্র)
গ্রহণ ও অগ্রহণ দুই প্রকার বাক্য আছে, তাই বলিয়া যে, দুইটা অতিরাত্র যাগ
হইবে, তাহা হইবে না । অতিরাত্র যাগ একটা, ইহা পূর্বরীমাংসায় স্থিরীকৃত

* আবাপ=নিষ্কেপ । অর্থাৎ অল্প বিধান হইতে কোন একটা গুণের গ্রহণ । উদ্বাপ=
প্রক্ষেপ । অর্থাৎ কোন একটা গুণের ত্যাগ । যাগের পার্থক্য—এ একটা যাগ, সে একটা যাগ,
এতদ্রূপ ভিন্নতা । যাগের দ্রব্য ভিন্ন হইলে, একরূপ দ্রব্য না হইলে, বিভিন্ন যাগ বলিয়া
গ্রাহ্য । দেবতা ভিন্ন হইলেও যাগেব ভিন্নতা হয় ।

এব হরন্তি” ইতি। বাজসনেয়িনস্তু সাম্পাদিকেষু পঞ্চ-
স্মিধনুভায়াঃ সনিক্ৰুমাদিকল্পনায়া নিবৃত্তয়ে “তন্ত্ৰাগ্নিরেবাগ্নি-
ৰ্ভবতি স্মিৎ স্মিৎ” ইত্যাদি সমামনন্তি, স নিত্যানুবাদঃ ।

অথাপ্যুপাসনার্থ এষ বাদঃ, তথাপি স গুণঃ শক্যতে চ্ছন্দোগৈর-
প্যুপসংহর্তুন্ম্ । ন চাত্ত পঞ্চসম্ব্যাবিরোধ আশঙ্ক্যঃ । সাম্পাদি-
কাগ্ন্যভিপ্রায়া হেয়া পঞ্চসম্ব্যাব্য নিত্যানুবাদভূতা ন বিধিসম-
বায়িনীত্যদোষঃ । এবং প্রাণসম্বাদাদিস্বপ্যধিকস্ত গুণশ্চৈতর-

মানায়াশ্চ সম্ব্যাব্য অনুবাদেহেনানুৎপত্তেৰ্বিধীয়মানস্ত চাধিকস্ত ষোড়শ গ্রহণবদিকল্প-
সম্ববাৎ ন শাখান্তরে জ্ঞানভেদঃ ।

হইয়াছে। সেইরূপ, এই উত্তরকাণ্ডেও অর্থাৎ বেদান্তেও এক স্থানে যষ্ঠাগ্নিব
উল্লেখ ও অত্রস্থানে তাহার অনুল্লেখ দৃষ্টে পঞ্চাগ্নিবিভাগ দ্বিধ হইবে না, প্রত্যুত
ঐক্যই হইবেক। চ্ছন্দোগেবা (সামবেদাধ্যায়ীবা) যে, আদৌ যষ্ঠাগ্নির পাঠ বা উল্লেখ
করেন না, এমন নহে। তাঁহাবাও স্থানান্তরে যষ্ঠাগ্নিব পাঠ কবিয়াছেন। যথা—
“জ্ঞাতিগণ এ লোক হইতে পরলোকগত সেই উপাসককে অগ্নিসাৎ করিবার জন্ত
লইয়া যায়।” যদিও সামবেদাধ্যায়ীরা অগ্নিমাাত্রের উল্লেখ করেন, আর যজুর্বেদা-
ধ্যায়ীরা তদতিরিক্তেরও অর্থাৎ সমিধ্ বিশেষের উল্লেখ করেন; তথাপি, সে সকল
নিত্যপ্রাপ্তের অনুবাদ মাত্র। যজুর্বেদীয়েরা সাম্পাদিক (যাহা ধ্যান বা কল্পনা
বলে সম্পন্ন করিতে হয়, তাদৃশ) অগ্নিপঞ্চকের অনুবর্তনে যে সমিধ্ ধূমাদির কল্পনা
করিয়াছেন, সেই কল্পনার সমাপ্তি সাধনের জন্ত তাহারাও “তাহার অগ্নিই অগ্নি,
সমিধ্ই সমিধ্” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। (এই লৌকিকাগ্নিই অগ্নি, এই প্রসিদ্ধ
সমিধ্ই সমিধ্ অর্থাৎ কাষ্ঠ। অভিপ্রেতার্থ এই যে, এখানে যষ্ঠাগ্নির অনুবাদমাত্র,
তাহা উপাসনাক্স নহে। দিব্ প্রভৃতি সাম্পাদিক অগ্নিপঞ্চকই উপাস্ত। তাহা
উভয়বেদে সমান, সুতরাং উভয় বেদেই পঞ্চাগ্নি-উপাসনা এক) ৭

[অথা...দোষঃ] ঐ সকল কথা উপাসনার্থ—উপাসনার প্রয়োজনে কথিত,
সুতরাং তাহুসারে রূপভেদ স্বীকার্য, এ কথা বলিতে পার না। বলিলেও সাম-
বেদাধ্যায়ীরা ঐ গুণটিকে (যষ্ঠাগ্নিরূপ অঙ্গকে) গ্রহণ করিতে পারে। তাহা
তাহাদের পঞ্চসংখ্যা-বিকল্প কি-না, সে আশঙ্কা হয় না। কারণ এই যে, ঐ পঞ্চ-
সংখ্যা সাম্পাদিকাগ্নি অভিপ্রায়ে অভিহিত। (দিব্ প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নি-
জ্ঞান উপপাদনপূর্বক তাহা অবিচাল্য করিতে হয়, সে জন্ত সে জ্ঞান সাম্পাদিক),
সুতরাং তাহা প্রায় অনুবাদ অর্থাৎ অনুবাদতুল্য; বিধির সহিত তাহার প্রকৃত
সম্বন্ধ নাই। কাষেই কথিত প্রকারে অর্পিত দোষের পরিহার হয়। [এবং...
মেব] পঞ্চাগ্নিবিদ্যাসম্বন্ধে এই যেমন এক স্থানস্থ অধিক গুণ অত্রস্থানে উপসংহৃত
হইবার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল, এইরূপ, প্রাণবিভাগেও এক বেদান্তোক্ত

ত্রোপসংহারো ন বিরুদ্ধ্যতে। ন চাবাপোদ্ধাপভেদাচ্ছেদভেদো
বিদ্যাবেদশাশক্যঃ, কস্মাচ্ছেষ্টাংশস্তাবাপোদ্ধাপয়োরপি ভূয়সো-
র্বেদভেদিত্রোরভেদাবগমাৎ। তস্মাদৈকবিদ্যমেব ॥ ৩। ৩। ২ ॥

স্বাধ্যায়স্ত তথাভেন হি সমাচারেহধিকারাচ্চ

সরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৩। ৩। ৩ ॥*

যদপ্যুক্তমাত্মকগণিকানাং বিদ্যাং প্রতি শিরোব্রতাদ্যপেক্ষ-
ণাদন্তেষাঞ্চ তদনপেক্ষণাদ্বিদ্যাভেদ ইতি। এতৎ প্রত্যাচ্যতে।

উৎপত্তিশিষ্টত্বেন্নিহিত্বৈ প্রাণসম্বাদাদয়োহপি ভবন্তি প্রত্যভিজ্ঞানাদভিন্নাত্মানু
তাস্মু শাখাস্থিতি ॥ ৩। ৩। ২ ॥

যৈরাধর্কণিকগ্রন্থোপায়া বিদ্যা বেদিতব্য, তেষামেব শিরোব্রতপূর্ব্বাধ্যায়ন-
প্রাপ্তগ্রন্থবোধিতা ফলং প্রযচ্ছতি নাগ্রথা। অস্ত্রোক্ত ছান্দোগ্যাদীনাং সৈব
অধিক গুণ (অঙ্গ) অত্র বেদান্তে উপসংহার করিলে অর্থাৎ লইয়া গেলে
তাহা বিরুদ্ধ হইবে না। প্রক্ষেপ-নিক্ষেপ ঘটিত ভেদ দৃষ্টে বিদ্যা ভেদের
আশঙ্কা করিতে পন্ন না। কারণ এই যে, কোন এক স্বল্প অংশের
আবাপ উদ্ধাপ করিলেও বহু অংশে অভেদ দৃষ্ট হয়, সূত্রাং সে অনুসারেও
একা বিদ্যা অর্থাৎ একই উপাসনা, ইহা স্থিরীকৃত হয় ॥ ৩। ৩। ২ ॥

বলিয়াছিল যে, ঐ উপাসনায় আধর্কণিক দিগেব শিরোব্রত অন্তর্ভুক্ত
অপেক্ষা আছে, কিন্তু অস্ত্রোক্ত তাহা নাই। সেই কারণে বলিতে হয়,
শাখাভেদে উপাসনা বিভিন্ন। এই আপত্তিব প্রতাপত্তি অর্থাৎ খণ্ডন
এই যে, ঐ শিরোব্রত তাঁহাদের অধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে।

* শিবোব্রতমিতি স্বাধ্যায়স্ত বেদাধ্যয়নস্ত ধর্ম্মো ন বিদ্যাঃ। আধর্কণিকানাং বিহিতং
শিরোব্রতং ন বিদ্যান্নং, কিন্তুধ্যয়নাদ্ভিন্নতত্ত্বং বিদ্যাভেদে কারণম্। হি যতস্তথাভেন স্বাধ্যায়-
ধর্ম্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আধর্কণিকা শিরোব্রতমপি বেদব্রতত্বেন সমা-
খ্যাতমিতি কথয়ন্তি। অধিকারাচ্চ। অচীর্ণব্রতো মুণ্ডকং নাবীত ইতি চীর্ণশিরোব্রতত্বৈব মুণ্ডকা-
ধ্যয়নাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে। তস্মাদপি শিবোব্রতং ন বিদ্যান্নং, কিন্তু মুণ্ডকাদ্যয়নাদ্ভিন্নম্। সরব-
দিত্তি দৃষ্টান্তঃ। যথা সরা হোমঃ, আধর্কণিকৈঃ স্বসূত্রে উদিত একোহগ্নিরেককর্ষিসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ,
তন্নিগ্রগ্নৌ কার্ধ্যা ইতি নিয়মাস্তে তথৈতদর্থঃ।

বলিয়াছিল যে, আধর্কণিকদিগের শিরোব্রত আছে, অস্ত্রের তাহা নাই, সেই জন্য শিরোব্রত
ধর্ম্মটি উপাসনার ভেদক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, ঐ ব্রতটি মুণ্ডকাদ্যয়নের অঙ্গ, উপাসনার
অঙ্গ নহে। উহা যে স্বাধ্যায়ের অঙ্গ, তাহা বেদব্রত উপদেশশ্রঙ্গের কথিত আছে। সেখানে
ঐ ব্রতকে অধ্যয়নাদ্ভিন্ন বলা হইয়াছে। শিরোব্রত না করিলে মুণ্ডকাদ্যয়নে অধিকার হয় না,
করিলে হয়, এ কথাতেও ঐ ব্রতের বিদ্যাস্বতা নিবারিত হয়। শিরোব্রতটি আধর্কণিকদিগের
মুণ্ডকাদ্যয়নের নিয়মিত অঙ্গ, অস্ত্রের নহে। তাহার দৃষ্টান্ত সর অর্থাৎ হোম। অর্থাৎ যেমন
সৌর্যাদি হোম আধর্কণিকদিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ ব্রতটিও তাহাদের মুণ্ডকাদ্যয়নেই নিয়মিত
(মুণ্ডক=অধর্কণিকের উপনিষদ)। ফলিতার্থ এই যে, শিরোব্রত ধর্ম্মটি উপাসনাদ্ভিন্ন নহে বলিয়া
তাহা ভেদকারণও নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

স্বাধ্যায়শ্চৈষ ধর্মো ন বিদ্যায়াঃ। কথমিদমবগম্যতে? যত-
স্তথাৎনৈন স্বাধ্যায়ধর্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে
আথর্বণিকা ইদমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি সমামনন্তি।
“নৈতদচীর্ণব্রতোহধীতে” ইতি চাধিকৃতবিষয়াদেতচ্ছব্দাদধ্যয়ন-
শব্দাচ্চ স্রোপনিষদধ্যয়নধর্ম এবৈষ ইতি নির্দ্ধার্যতে।

ননু চ “তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বেদেচ্ছিরোব্রতং বিধি-
বদ্যৈস্ত চীর্ণম্” ইতি ব্রহ্মবিদ্যাসংযোগশ্রবণাদেকৈব সর্বত্র
ব্রহ্মবিদ্যেতি সঙ্কীৰ্ত্ত্যৈতৈষ ধর্মঃ, ন, তত্রাপ্যেতামিতি প্রকৃত-
পরামর্শাৎ। প্রকৃতত্বঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়া গ্রন্থবিশেষাপেক্ষমিতি
গ্রন্থবিশেষসংযোগ্যেবৈষ ধর্মঃ। সরবচ্চ তন্নিয়ম ইতি নিদর্শন-

বিজ্ঞানচীর্ণশিরোব্রতানাং ফলদেত্যথর্বণগ্রন্থাধ্যয়নসম্বন্ধাদবগম্যতে। তৎসম্বন্ধাচ্চ
বেদব্রতত্বেনেতি “নৈতদচীর্ণব্রতোহধীতে” ইতি সমান্বানাদবগম্যতে।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিজ্ঞানং বেদেদিতি বিজ্ঞানসংযোগেহপ্যেতামিতি প্রকৃতপরা-
মর্শিনা সর্বনাম্গ্রন্থাধ্যয়নসম্বন্ধাবিরোধাথর্বণবিহিতৈব বিজ্ঞোচ্যত ইতি। সরা

কিসে জানিলাম, তাহা বলিতেছি। যে স্থলে বেদব্রতের উপদেশ আছে,
(যেকপ যেকপ ব্রতচরণ করতঃ বেদ গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্বিয়ক
উপদেশ আছে), সেই স্থলে ঐ শিরোব্রতকে তাঁহারা অধ্যয়নান্ন বলিয়া
কীর্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা শিরোব্রত অনুষ্ঠানপূর্বক মুণ্ডকশ্রু-
ত্যাধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, অবধারিত হয়, শিরোব্রতটি
আথর্বণিকদিগের মুণ্ডকধ্যয়নেবই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উপাসনার
অঙ্গ বা ধর্ম না হওয়ায় তাহা উপাসনার ভেদক নহে। যে ঐ ব্রত
অনুষ্ঠান না করে, সে মুণ্ডক অধ্যয়ন করে না, এতদ্ব্যক্যস্থ অধিকৃতস্থ বিষয়,
এতৎ-শব্দ ও অধ্যয়ন শব্দ,—এই তিনের দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে,
ঐ ব্রতটি আথর্বণিকদিগের অথর্বোপনিষদ্ অধ্যয়নের ধর্ম, উপাসনার
ধর্ম নহে।

[ননু চ...বিজ্ঞেকত্বম্] যদি বল, “যাহারা এই শিরোব্রত বিধি অনুসারে
অনুষ্ঠান করে, তাহাদেরই এই ব্রহ্মবিজ্ঞান—” এই শ্রুতিতে শিরোব্রতের সহিত
ব্রহ্মবিজ্ঞানের সংযোগ (সম্বন্ধ) শুনা যায়; সুতরাং সর্ব শাখায় এই ব্রহ্মবিজ্ঞান,
ইহা স্থিরীকৃত হয়, হইলে ঐ শিরোব্রত ধর্মটি সঙ্কীর্ণ (সঙ্কর বা মিশ্রিত,
অনিশ্চিত) হইয়া পড়ে; সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা হয় না।
কেননা, ঐ শ্রুতিব ‘এতাং—এই কথা প্রস্তাবিত বিষয়েরই আকর্ষক।
প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিজ্ঞান গ্রন্থবিশেষ-সাপেক্ষ, সুতরাং ঐ ধর্মটি (শিরোব্রতচরণ)

নির্দেশঃ । যথা চ সরাঃ হোমাঃ সপ্ত সৌর্যাদয়ঃ শতৌদনপর্যন্তা
বেদান্তরোদিত-ত্রেতাগ্ন্যনভিসম্বন্ধাদাথর্কগোদিতৈকাগ্ন্যভিসম্বন্ধাচ্চ
আথর্কগণিকানাং নিয়ম্যন্তে, তথায়মপি ধর্ম্মঃ স্বাধ্যায়বিশেষ-
সম্বন্ধাৎ তত্রৈব নিয়ম্যেত । তস্মাদপ্যনবদ্যং বিদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩।৩।৩ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৩।৩।৪ ॥*

দর্শয়তি চ বেদোহপি বিদ্যৈকত্বং সর্ববেদান্তেষু বেদৈ-
কত্বোপদেশাৎ “সর্বৈ বেদা যৎপদমামনন্তি” ইতি । “তথৈত-
মেব বহুচা মহত্বকৃথে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবাক্ষর্য্যব এতং মহা-
ব্রতে চন্দোগাঃ” ইতি । তথা “মহদ্ভুতং বজ্রমুত্তমম্” ইতি
কাঠকে চ । উক্তশ্চেশ্বরগুণস্য ভয়হেতুত্বস্য তৈত্তিরীয়কে

হোমাঃ সপ্ত সৌর্যাদয়ঃ শতৌদনান্তা আথর্কগণিকানাং ত একগ্নিস্নেবাথর্কগণিকৈ-
হগ্নৌ ক্রিয়ন্তে, ন ত্রেতাগ্ন্যনভো বিদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩।৩।৩ ॥

ভূষোভূয়ো বিদ্যৈকত্বস্ত বেদদর্শনাৎ । যত্রাপি সগুণব্রহ্মবিজ্ঞানাং ন সাক্ষা-
বেদ একত্বমাহ, তাসামপি তৎপ্রায়পঠিতানাং তদ্বিধানাং প্রায়দর্শনাদেকত্বমেব ।
তথাহগ্র্যপ্রায়ে লিখিতং দৃষ্ট্বা ভবেদয়মগ্র্য ইতি বুদ্ধিরিতি । যচ্চ কাঠকাদি-

গ্রন্থবিশেষ-সম্পর্কীয় । “সরবচ্চ তন্নিয়মঃ”—সরের জ্ঞান তাহা নিয়মিত, এই
সূত্রাংশ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ কথিত হইয়াছে । যেমন সৌর্যাদি (সৌর্য=সূর্য্য-
সম্বন্ধীয়) শতৌদন পর্য্যন্ত সাত প্রকার সর অর্থাৎ হোম অন্ত বেদোক্ত অগ্নিব্রহ্মেব
সহিত সম্বন্ধ না থাকায় এবং আথর্কগণিক দিগের একগ্নির সহিত তাহার সম্বন্ধ
থাকায় উহা আথর্কগণিক দিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ বেদাধ্যয়নবিশেষের
সহিত সম্বন্ধ “থাকায় ঐ ধর্ম্মটী তদধিকারেই নিয়মিত । অতএব, বিজ্ঞান বা
উপাসনার একত্ব পক্ষই অনবচ্ছ অর্থাৎ অনিন্দিত ॥ ৩।৩।৩ ॥

বেদও বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা—“সমুদায় বেদ যে
প্রাপ্যকে বলেন ।” এই ঋতিতে বলা হইয়াছে, একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব
বেদান্তবেদ্য অর্থাৎ অদ্বিতীয় উপাস্ত । বেদ্য অর্থাৎ উপাস্ত এক, স্বতরাং
উপাসনাও এক । উপাসনা ও বিদ্যা সমান কথা । একত্ব বোধক
বেদান্তরও আছে, তাহা এই—“ঋগ্বেদীরা মহৎ উক্থে (উক্থ=এক
প্রকার উপাসনা,) ইহাঁকেই চিন্তা করেন, যজুর্বেদীরা বাহা করেন, তাহাঁও
ইনি এবং সামবেদীরাও মহাব্রতে ইহাঁকেই পূজা করেন ।” “ইনি ভেদ-

* দর্শয়তি বিদ্যৈকত্বং বেদোহপিতি পূরণীয়ম্ ।

বেদও বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ।

ভেদদর্শননিন্দায়ৈ পরামর্শো দৃশ্যতে “যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্মু-
দরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্মা ভয়ং ভবতি । তদ্বৈষাভয়ং বিদ্বষো-
মদ্বানস্ম” ইতি । তথা বাজসনেয়কে প্রাদেশমাত্রসম্পাদিতস্ম
বৈশ্বানরস্ম ছান্দোগ্যে সিদ্ধবদুপাদানং “যস্তুতমেবং প্রাদেশ-
মাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে” ইতি । তথাচ সর্ব-
বেদান্তপ্রত্যয়ত্বেনাস্মত্র বিহিতানামুখাদীনামন্ত্রোপাসনবিধানা-

সমাখ্যোপাসনাভেদ ইতি । তদযুক্তম্ । এতে হি পৌরুষেয়াঃ সমাখ্যাঃ
কঠাদিপ্রবচনযোগাৎ .তাসাং শাখানাং ন তূপাসনানাম্ । ন হ্যেতাঃ কঠা-
দিভিঃ প্রোক্তাঃ । ন চ কঠাশ্রুষ্ঠানমাসামিতবাহুষ্ঠানেভ্যো বিশেষ্যতে । ন চ
কঠপ্রোক্ততানিমিত্তমাত্রেন গ্রন্থে প্রবৃত্তৌ তদ্বোগাচ্চ কথঞ্চিল্লক্ষণোপাসনাস্থ
প্রবৃত্তৌ সম্ভবন্ত্যুপাসনাভিধানমপ্যাসাং শকাৎ কল্পয়িতুম্ । ন চ তত্ত্বদাভেদৌ
জ্ঞানভেদাভেদপ্রযোজকৌ । মা ভূদ্ব্যখাস্বমাসামভেদাজ্ঞানানামেকশাখাগতা-
নানৈক্যম্ । কঠাদিপুরুষপ্রবচননিমিত্তাশ্চৈতাঃ সমাখ্যাঃ কঠাদিভ্যঃ প্রাক্ না-
সন্নতি তন্নিবন্ধনো জ্ঞানভেদো নাসীদিত্যনীং চান্তীতি দৃঘটগাপত্তে । তস্মান্ন
সমাখ্যাতো ভেদঃ । অভ্যাসোহপি নাত্র ভেদকঃ । যুক্তং যদেকশাখাগতো
যজ্ঞত্যাভ্যাসঃ সমিাদীনীং ভেদক ইতি । তত্র হি বিধিষ্মোৎসর্গিকমজ্ঞাতজ্ঞাপনম-
প্রবৃত্তপ্রবর্তনঞ্চ কুপ্যেয়াতাম্ । শাখাস্তবে ত্র্যধ্যতপুরুষভেদাদেককত্বেহপি নোৎসর্গিক-
বিধিজন্যাকোপ ইতি । অশক্তিরপি ন ভেদহেতুঃ । সাধ্যায়োহধ্যতব্য ইতি স্ব-
শাখায়ামধ্যয়ননিয়মঃ । ততশ্চ শাখাস্তবীযানর্থানন্তেভ্যস্তদ্বিধেভ্যোহধিগম্যোপসং-
রিয়তি । সমাপ্তেষ্টৈকস্মিন্নপি তৎসম্বন্ধিনি সমাপ্তে তস্মা ব্যপদিশ্যতে । যথা-
ধর্ম্যবে কর্ম্মণি জ্যোতিষ্টোমস্ম সমাপ্তিং ব্যপদিশস্তি জ্যোতিষ্টোমঃ সমাপ্ত ইতি ।

দর্শী উদ্যত বজ্র মহন্তয । ঈশ্বরের এই লোকভয়হেতুঃ স্তম্ভ তৈত্তিরীয়
উপনিষদে ভেদজ্ঞানের নিন্দার্থ পবামৃষ্ট (অহুসন্ধিত) হইতে দেখা যায় ।
যথা—“এই নব যদি এই অদ্বয় ব্রহ্মে অল্পমাত্র ভেদজ্ঞান স্থাপন করে
অর্থাৎ ইহাকে আত্মভিন্ন বলিয়া জানে, তাহা হইলে তাহার তন্নিবন্ধন সংসার
ভয় হয় । কিন্তু যিনি বিদ্বান্, অভেদজ্ঞানী, তাহার সম্বন্ধে ইনি অভয় ।”
[তথা বাজ...সিদ্ধিঃ] যে বৈশ্বানর-বিদ্যা যজুর্কেদ ব্রাহ্মণে (বৃহারণ্যকে
উপনিষদে) “ইনি প্রাদেশপ্রমিত” ইত্যাদি, প্রকারে অভিহিত হইয়াছে,
সেই বৈশ্বানরবিদ্যাই ছান্দোগ্যে অহুবাদভাবে কথিত হইতে দেখা যায় । যথা—
“যে উপাসক এই প্রাদেশ-পরিমাণ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে” ইত্যাদি ।
ইহাতেও স্থিৎ হইতেছে যে, আরণ্যকোক্ত ও ছান্দোগ্যোক্ত বৈশ্বানর উপাসনা
একই উপাসনা । সেই সেই বেদান্তে উক্তাদি উপাসনার বিধান প্রতীত হইলেও
তন্নিব বৈদান্তে যে, পুনর্বার সেই সেই উপাসনার গ্রহণ দেখা যায়, তাহাতে ইহাই
প্রতিপাদিত হইতেছে যে. এক বেদান্তের অভিহিত উপাসনাই অন্য বেদান্তে
গৃহীত বা কথিত হইয়াছে । যেহেতু অধিকাংশ উপাসনাই ঐরূপ অর্থাৎ উপা-

য়োপাদানাং প্রায়োদর্শনন্তায়োনোপাসনানামপি সর্ববেদান্ত-
প্রত্যয়ত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৩। ৩। ৪ ॥

উপসংহারোইথার্থভেদাদ্বিধিশেষবৎ

সমানে চ ॥ ৩। ৩। ৫ ॥*

ইদং প্রয়োজন সূত্রম্ ।

স্থিতে চৈবঃ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বে বিজ্ঞানানামন্ত্রোদি-
তানাং বিজ্ঞানগুণানামন্ত্রোপি সমানে বিজ্ঞানে উপসংহারো
ভবতি । অর্থার্থভেদাৎ । য এব হি তেষাং গুণানামেকত্রার্থো
তস্যাং সমাপ্তিভেদোইপি ন সাধনমুপাসনাভেদন্ত । তদেবমসতি বাধকে চোদনাগ্ন-
বিশেষাং সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি কস্মীণি তানি তাগ্নেবেতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ৩। ৪ ॥

কক্ষিধিশেষনাশক্য পূর্বতন্ত্রপ্রসাধিতম্ ।

বক্ষ্যমাণার্থসিদ্ধার্থমর্থমাহ স্ম সূত্রকৃতং ॥

চিন্তাপ্রয়োজনসিদ্ধার্থং সূত্রম্ ।

অত্রৈদমাশঙ্কতে । ভবতু সর্বশাখাপ্রত্যয়মেকং বিজ্ঞানাং, তথাপি শাখান্তবো-
ক্তানাং তদন্তান্তরাণাং ন শাখান্তবোক্তে তস্মিন্মুপসংহারো ভবিতুমর্হতি । তদন্তান্ত-
কস্মণো যাবন্মাত্রমঙ্গজাতমেকস্তাং শাখায়াং বিহিতং, তাবন্মাত্রৈগৈবোপকাবসিদ্ধে-
রধিকানপেক্ষণাং । অপেক্ষণে চাপিকমপি তত্র বিধীয়েত, ন চ বিহিতম্ । তস্যাং
সনার একত্ব দেপাইবার অভিপ্রায়ে একই উপাসনা দুই তিন বেদান্তে কথিত
সেই হেতু প্রায়োদর্শন-ন্তায়ে (প্রায়োদর্শনন্তায় = আদিকা দৃষ্ট হইলে বাহ্যাব
আধিক্য, তাহাব বিধান, একরূপ যুক্তি) সন্মুদায় উপাসনাই সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়তা
নির্গাত হয় ।

বিজ্ঞানগুণের অর্থাৎ উপাসনা-সমূহের সর্ববেদান্তপ্রত্যয়তা কথিত প্রকারে
সিদ্ধ হইলে কাষেই বিভিন্ন স্থানোক্ত বিজ্ঞানগুণের (উপাসনার অবয়বের, অঙ্গের
বা ধর্মের) সেই সেই বিজ্ঞানে (উপাসনায়) উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ আপনা
হইতেই সিদ্ধ হয় । কেননা, সেইরূপেই অর্থের (অর্থ = উপাসনারূপ বস্তু)
অভেদসিদ্ধি হইয়া থাকে । অর্থাৎ উপাসনার একত্ব সুসিদ্ধ হয় । [য এব...

* উপসংহারঃ একাকীকরণং, তচ্চ বিচ্ছেকাভিচারস্য ফলম্ । অর্থার্থভেদাৎ বিজ্ঞান্য অভেদাৎ
ঐক্যাদ্ভেদোতিরিত্তি যাবৎ । সমানে বিজ্ঞানে সমানায়ঃ বিজ্ঞানাং বিশিষ্যবদুপসংহারঃ—তত্ত্ব-
দান্তোক্তবিজ্ঞানধর্মাদ্যামেকস্যোপাসনস্যাক্তোপসংগ্রহং ভবতীতি সূত্রাকরার্থঃ ।

বেদে বস্তুগুলি উপাসনা কথিত আছে, সে সকলের প্রত্যেকটাই প্রত্যেক বেদান্তের অভিমত ।
অর্থাৎ এক বেদান্তে যে উপাসনা, অন্য বেদান্তেও সেই উপাসনা । এই সিদ্ধান্তের অঙ্গ এক ফল
এই যে, সেই সেই উপাসনার অঙ্গ বা ধর্মগুলি উপাসনার একত্ব বিধায় উপসংহার্য অর্থাৎ সেই
সেই উপাসনার যোজনীয় । যেমন পূর্বমীমাংসায় বিধিবোধিত কর্ত্ত্বের ঐক্য থাকিলে অনৈক্য
অঙ্গেরও ঐক্য সাধন করা হয়, বেদান্তোক্ত উপাসনা সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে ।

বিশিষ্টবিজ্ঞানোপকারঃ, স এবাত্ত্রাপি। উভয়ত্রাপি হি তদেবৈকং বিজ্ঞানম্। তস্মাদুপসংহারঃ। বিধিশেষবৎ—যথা বিধিশেষাণামগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং তদেবৈকমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্বত্রৈত্যর্থীভেদাদুপসংহার এবমিহাপি। যদি হি বিজ্ঞান-ভেদোভবেৎ ততো বিজ্ঞানান্তরনিবন্ধত্বাৎ গুণানাং প্রকৃতি-বিকৃতিভাবাভাবাচ্চ ন স্মাদুপসংহারঃ। বিজ্ঞানৈকত্বে তু

যথা নৈমিত্তিকং কর্ম্ম সকলানুবদ্বিহিতমপ্যশক্তৌ যাবচ্চক্যমঙ্গমহুষ্ঠাতুং, তাবম্মাত্রাজ-জ্ঞানোপকারোপপত্তুং ভবত্যেবমিহাপ্যাক্ষান্তরাবিধানাদেব ভবিষ্যতীত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে। সর্ব্বত্রৈকত্বে কর্ম্মণঃ স্থিতে গৃহমেধীয়ন্তায়ৈন নোপকারাবচ্ছেদো যুজ্যতে। ন হি তদেব কর্ম্ম সং তদঙ্গমপেক্ষতে নাপেক্ষতে চেতি যুজ্যতে। নৈমিত্তিকে তু নিমিত্তানুরোধাদবশ্তকর্ত্তব্যে সর্ব্বাঙ্গোপসংহারস্ত সদাতনস্থাসম্বাদুপকারাবচ্ছেদঃ কল্যতে। প্রকৃতোপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবিধানাৎ। গৃহমেধীয়ে-হপ্যুপকারাবচ্ছেদঃ স্মাদিহ তু শাখান্তয়ে কতিপয়ান্বিধানং তানি বিষতে নেত-রাণি পরিসংখ্যে। ন চ তদুপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবদ্ভিন্নাত্ত্রবিধা-

মিহাপি] সেই সকল অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গটী এক বেদান্তে উপাসনার উপকারক, অত্র বেদান্তোক্ত তন্মামক উপাসনাতেও সেই অঙ্গটী তদনুরূপ উপকারক, স্মতরাং তাহা তাহাতেও যোজনীয়। অতএব, উভয় বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান (উপাসনা) একই বিজ্ঞান এবং সেই কারণেই এক বেদান্তোক্ত উপাসনাস্থের অন্তত্ৰোক্ত উপা-সনায় উপসংহার বা সংগ্রহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন বিধিশেষের (বিধেয় পদার্থের গুণের বা অঙ্গের) একত্র সংগ্রহ হয়, বেদান্তেও সেইরূপ জানিবে। অগ্নিহোত্রাদি যাগ বিধিবোধিত, তাহার ধর্ম্ম বা অঙ্গ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকারে কথিত, তথাপি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এক বলিয়া সে সকল অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মেব অঙ্গরূপে যোজিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীতে বেদান্তেও এক উপাসনায় একস্থানের ধর্ম্ম অত্রস্থানে নীত হইয়া একত্রিত করা হয়। [যদি... ভবিষ্যতি] বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা এক না হইয়া বিভিন্ন হইলে সেই সেই উপা-সনা স্বতন্ত্র গুণ-সমূহের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব অভাবে* উপসংহার হইতে পারে না। স্মতরাং বুঝিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের (উপাসনার) ঐক্য থাকাতাই বিজ্ঞানগুণের উপসংহার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে একনামক উপাসনা কথিত আছে, সেই একনামক উপাসনা বেদান্তভেদ থাকাতো ভিন্ন কি অভিন্ন অর্থাৎ উভয় বেদান্তে একই উপাসনা কি তন্মামক বিভিন্ন উপাসনা (বৃহদারণ্যকেও পঞ্চাঙ্গ উপাসনা কথিত আছে, আবার ছান্দোগ্যেও পঞ্চাঙ্গ উপাসনা অভিহিত আছে। অতএব তন্মামক একই উপাসনা উক্ত উভয় বেদান্তে কথিত ? কি

* প্রকৃতি=প্রথম উপদিশ্চ। বিকৃতি=প্রকৃতিমূলক উপদেশ। অগ্নিহোত্র যাগ প্রথম উপদিশ্চ, সেক্ষত্ৰ তাহা প্রকৃতি। অজ্ঞাত যাগ তাহার বিকৃতি। যে স্থলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব থাকে, সেই স্থলে প্রকৃতির গুণ বা অঙ্গ বিকৃতি যাগে নীত হইতে পারে।

নৈবমিতি । অশ্বেষ চ প্রয়োজনসূত্রস্য প্রপঞ্চঃ সৰ্বভেদাদিত্যারভ্য ভবিষ্যতি ॥ ৩। ৩। ৫ ॥

অন্যথাৎ শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৩। ৩। ৬ ॥*

বাক্সনেন্যেকে “তে হ দেবা উচুহন্তাস্থান্ যজ্ঞ উদগীথেনা-
হত্যামেতি । তে হ বাচমুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি । “তথা”—ইতি
প্রক্রম্য বাগাদীন্ প্রাণানাস্থরপাপুবিদ্ধেহেন নিন্দিত্বা মুখ্যপ্রাণ-
পরিগ্রহঃ পঠ্যতে “অথ হেমমাসত্বং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি,
নম্ । তস্মাত্তেহেন কৰ্ম্মণাং সৰ্বান্নসঙ্গম ঔৎসর্গিকোহসতি বলবতি বাধকে নাপব-
দিতুং যুক্ত ইতি ॥ ৩। ৩। ৫ ।

দ্বয়া দ্বিপ্ৰকারাঃ প্রাজ্ঞাপত্যা দেবাশ্চাস্থবাশ্চ । ততঃ কানীয়সা এব দেবা
জ্যায়সা অস্থরাঃ । শাস্ত্রজগত্যা সাহিত্য্য বুদ্ধ্যা সম্পন্ন দেবাঃ, তে হি দীব্যস্ত ইতি
দেবাঃ । শাস্ত্রযুক্ত্যপরিব্রজিতমতঃ তামসবত্ত্বপ্রধানা অস্থবাঃ । অস্থভিঃ
প্রাণৈরনিন্দিত্যৈরগৃহীতৈস্তেষু তেষু বিষয়েষু বমস্ত ইত্যস্থরাঃ । অত এব তে
জ্যায়াসঃ, যতোহমী তজ্জ্ঞানবন্তঃ কানীয়সাস্ত দেবাঃ, অজ্ঞানপূর্বকত্বাত্তজ্ঞানস্ত ।
প্রাণস্ত প্রাজ্ঞাপতেঃ সাহিত্য্যবৃত্ত্যবস্তমসবৃত্ত্যভিভবঃ কদাচিৎ । কদাচিত্তামস-
বৃত্ত্যবস্থাবোহভিভবশ্চ সাহিত্য্য বৃত্তেঃ ।* সেয়ং স্পর্ধা । তে হ দেবা উচুঃ । হস্তা-
স্থরান্ যজ্ঞ উদগীথেনাত্যায়াম অস্থরান্ জয়াম্মিমাভিচারিকে যজ্ঞে উদগীথলক্ষণ-
সামভক্ত্যুপলক্ষিতেনোদগীথেন কৰ্ম্মণেতি । তে হ বাচমুচুরিত্যাাদিনা সন্দর্ভেণ
বাকপ্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনসামাস্থরপাপুবিদ্ধতয়া নিন্দিত্বা, অথ হেমমাসত্বমাস্তে ভব-
মাসত্বং মুখান্তর্কিলস্যং মুখ্যং প্রাণং প্রাণাভিমানবতীং দেবতামুচুস্ত্বং উদগায়েতি ।
তথেষ্ট্যুপগম্য তেষা এব প্রাণ উদগাযং, তেহস্থরা বিজয়েনৈন প্রাণেনোদগীত্বা
পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত ?) এই বিচারেব পব যে একই উপাসনা বলিয়া
সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহার ফল বলিবার জগ্গ এই “উপসংহাব” স্ত্র বলা হইল ।
পবে যে সৰ্বভেদাৎ ইত্যাদি সূত্র বলা হইবে সে শুধি এই সূত্রেবই প্রপঞ্চ
অর্থাৎ বিস্তার (বিবরণ), স্ত্রুরাং সে সকল সূত্র পুনরুক্তিদোষাত্মক নহে ॥ ৩। ৩। ৬ ॥

বাক্সনেন্যেকে অর্থাৎ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে আছে “সেই দেবতাবা
পরস্পর বলাবলি করিল, আমরা যজ্ঞে ঔদগীত্ব কর্ষেব দ্বাবা অস্থর-
দিগকে অতিক্রম করিব । অনন্তব তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমা-
দের ঔদগীত্ব কর্ষ কর ।”* যজুর্ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া পরে বাক্-
প্রভৃতি প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) আস্থর-দোষ-দুষ্টিতা দেখিয়া সে সকলকে নিন্দা করি-

* শব্দাদিতি । বাক্সনেন্যেকে উদগীথেনেতি কর্তৃলক্ষ্যপ্রয়োগাৎ অন্তথাৎ বিদ্যাস্তমিতি ন
বিস্তার্যম্ । কৃতঃ ? অবিশেষাৎ । তাবৎত্ব বিশেষণে বিদ্যাভেদে ন ভবতাবিশেষ্যসাপি বহুতরস্য
সম্বাৎ । অঙ্গরপভেদে ন বিদ্যেব্যবিবোধীতি ভাবঃ ।—যজুর্বেদের আরণ্যক ব্রাহ্মণে যে প্রণালীতে
প্রাণোপসনা কথিত, ছান্দোগ্যে সে প্রক্রমে কথিত হয় নাই । সেই কারণে উভয় বেদান্তে বিতি :

তথেন্তি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ” ইতি । তথা ছান্দোগ্যেহপি “তদ্ধ দেবা উদগীথমাজহুঃ রনেনৈনানভিভবিষ্যামঃ” ইতি প্রক্ৰম্যেত-
রান্ প্রাণানামুরপাপুবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা তথৈব মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ
পঠ্যতে “অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে”
ইতি । উভয়ত্রাপি চ প্রাণপ্রশংসয়া প্রাণবিজ্ঞাবিধিরধ্যবসীয়তে ।

তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যাভেদঃ শ্রাদাহোম্বিৎ বিদ্যৈকত্ব-
মিতি । কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্ ? পূর্বেণ ন্যায়েন বিদ্যৈকত্বমিতি ।

নোহস্মান্ দেবা অত্যন্তস্তীতি । তমভিদ্ধত্য পাপুনাহবিধায়স্বরাঃ । যথাস্মান-
মুত্বা প্রাপ্য মুত্বা লোষ্ট্রো বা বিবৎসত এবং বিধ্বৎসমানা বিধ্বৎসোহমুবা বিনেন্তুঃ ।
তদেতৎ সজ্জিগ্যাহ—“বাজসনেয়কে” ইতি । “তথা ছান্দোগ্যেহপ্যেতদুক্তমিত্যাহ
—“তথা ছান্দোগ্যেহপি” ইতি ।

বিষয়ং দর্শয়িত্বা বিমৃশন্তি “তত্র সংশয়ঃ” ইতি । পূর্বপক্ষং গৃহ্ণতি “বৈশ্বক-

লেন । পরে তৎকার্য্যে যোগ্য বিবেচনার পর মুখমব্যাহ মুখ্যপ্রাণকে গ্রহণ
করিয়া বলিলেন “অনন্তর তাঁহারা এই মুখুভব প্রাণকে (মুখ্য প্রাণকে) বলিলেন,
তুমি আমাদের উদগাত্র কার্য্য কর । অনন্তর সে ‘তথাস্ত’ বলিল এবং সে দেবতা-
উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে গান কবিত্তে লাগিল ।” [তথা ছান্দোগ্যে...সীয়তে]
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ঠিক ঐকপ কথা আছে । যথা—“দেবতাবা উদগীথ অমুষ্ঠান
করিলেন । তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা এই উদগীথের দ্বাৰা এই অমুভদিগকে
অভিভব (জয়) কবিব ।” ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও ঐকপ প্রকমেব পর ইতব প্রাণ
সমূহকে (ইন্দ্রিদিগকে) গ্রস্তবপাপম্পৃষ্ট দেখিয়া নিন্দা করিলেন, তৎপরে যজু-
ব্রাহ্মণেব ত্রায় মুখ্য প্রাণকেই তৎকাৰ্য্য-করণ-ক্ষম বিবেচনায় গ্রহণ কবিয়া বলি-
লেন—“এই যে মুখ্য প্রাণ, ইনিই আমাদের উদগীথ ও উপাত্ত ।” প্রণিধান কর,
দেখিবে, উভয় বেদান্তেই প্রাণের প্রশংসা করা হইয়াছে ; সুতবাং নিশ্চয় হই-
তেছে, উভয় বেদান্তেই প্রাণবিজ্ঞাব (প্রাণোপাসনার) কথন ।

[তত্র ..মানস্যাং] এই স্থানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় বেদান্তোক্ত প্রাণো-
পাসনা কি ভিন্ন না অভিন্ন ? পূর্বোক্ত বৃত্তিতে পাওয়া যায়, অভিন্ন অর্থাৎ একই
উপাসনা উক্ত উভয় স্থলে কথিত হইয়াছে । বলিতে পাব, যখন প্রক্রিয়া (প্রকরণ
ভিন্ন, তখন এক উপাসনা বলা অযুক্ত । বাজসনেয়ীরা এক প্রকারে প্রস্তাবারম্ভ
উপাসনা, এ আশঙ্কা করিও না । কাবণ, বহু অংশে সমানতা আছে, এবং বহু অংশে সমানতা
থাকিলে অল্প বিশেষ (প্রভেদ) অনেকের কারণ হয় না ।

* মনের সাধিক বৃত্তিসকল দেবতা । রাজসী ও তামসী বৃত্তিনিচয় অম্বর । উদগাত্র কর্ণ
অর্থাৎ ওঙ্কারাদি প্রতীক অবলম্বনে সাম গান । বজ্রকর্মে সম্পূর্ণ তদগীথকর্ণকর্তা প্রাণই
উপাস্যরূপে কথিত, কিন্তু ছান্দোগ্যে উদগীথের অবয়ব ওঙ্কার প্রাণজ্ঞানে উপাত্ত । এইরূপ
কর্তৃ-কর্ণ-ভেদ দৃষ্টে আশঙ্কা হয়, একই উপাসনা কি-না, পরন্তু সিদ্ধান্ত একই উপাসনা ।

ননু ন যুক্তং বিদ্যৈকত্বং, প্রক্রমভেদাৎ । অন্যথা হি প্রক্রমস্তে
বাজসনেয়িনোহন্যথা চ্ছন্দোগাঃ । “ত্বং ন উদগায়” ইতি বাজ-
সনেয়িন উদগীথস্য কর্তৃত্বেন প্রাণমামনস্তি, চ্ছন্দোগাস্ত উদগীথত্বেন
“তন্মুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে” ইতি, তৎ কথং বিদ্যৈকত্বং স্যাদিতি
চেৎ । নৈষ দোষঃ । ন হেতাবতা বিশেষণ বিদ্যৈকত্বমপগচ্ছতি,
অবিশেষস্তাপি বহুতরস্য প্রতীয়মানত্বাৎ । তথা হি দেবাস্থরসংগ্রা-
মোপক্রমত্বং, অস্থরাত্যয়াভিপ্রায়ঃ, উদগীথোপন্যাসঃ, বাগাদি-
সঙ্কীৰ্ত্তনং, তন্মিন্দয়া মুখ্যপ্রাণব্যাপাশ্রয়স্তদ্বীৰ্য্যাচ্চাস্থরবিধ্বংসনমশ্ব-
মল্লোষ্ট্রনিদর্শনেনেত্যেবং বহুবোহৰ্থা উভয়ত্রোপ্যবিশিষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে ।
বাজসনেয়কেহপি চোদগীথসামান্যধিকরণ্যং প্রাণস্য শ্রুতং “এষ

হুম” ইতি । পূৰ্ব্বপক্ষমাক্ষিপতি “ননু ন যুক্তম্” ইতি । একত্রোদগাত্বেনোচ্যতে
প্রাণঃ, একত্র চোদগানত্বেন । ক্রিয়াকত্রোশ্চ স্মৃটৌ ভেদ ইত্যর্থঃ । সমাধিতে
“নৈষ দোষঃ” ইতি । বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানং কিক্লিন্নক্ষণয়া
নেতব্যং । ন কেবলং শাখান্তবে, একস্তমিপি শাখায়াং দৃষ্টমেতৎ । ন চ তত্র বিভা-
ভেদ ইত্যাহ—“বাজসনেয়কেহপি চ” ইতি । বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানানুগ্রাহয়
চোমিত্যনেনাপি উদগীথাবয়বেন উদগীথ এব লক্ষণীয় ইতি পূৰ্ব্বপক্ষঃ ॥৩৭৩, ৬॥

করিয়াছেন, ছান্দোগ্যেরা তাহা অন্য প্রকার বলিয়াছেন । প্রকারভেদ থাকায় উহা
অভিন্ন হইবার নিতান্ত অন্তশস্য । বাজসনেয়ীবা “তুমি আমাদের উদগীথ কার্য্য
কর” এইরূপে প্রাণকে উদগীথ-কার্য্যেব কর্ত্তা বলিয়াছেন, পরন্তু ছান্দোগ্যেরা বলিয়া-
ছেন “প্রাণই উদগীথ ও উপাস্ত” । যখন উহা এক প্রণালীতে উক্ত হয় নাই, তখন
এক উপাসনা বলা কদাপি সম্ভব নহে—যদি কেহ একপ বলেন, তবে, উহার
প্রতি প্রত্যুত্তর এই যে, ঐরূপ কীৰ্ত্তন দোষাবহ নহে । ঐ যৎকিঞ্চিৎ বিভ্রাস-
ভেদ দ্বারা বা বিশেষোক্তির দ্বারা উপাসনার ঐক্য নষ্ট হয় না, কেননা, উহার বহু
অংশে অবিশেষ অর্থাৎ একরূপতা আছে । [তথাহি...বিভেদকত্বমিতি] দেবাস্থর
যুদ্ধের বর্ণনা, অস্থরাভিভব, উদগীথের উল্লেখ. বাগিন্দ্ৰিয়াদির গুণদোষ কথন, মুখ্য-
প্রাণের প্রশংসা, তাহারই সামর্থ্যে অস্থরবিজয়, প্রস্তুত-যুদ্ধিকা-লোষ্ট্রেব দৃষ্টান্ত, এ
সমস্তই উভয় বেদান্তে অবিশেষ অর্থাৎ সমান বা সাধারণরূপে কথিত হইয়াছে ।
অপিচ, উদাহৃত যজুর্বেদ-বাক্য অনুসারে উদগীথকৰ্ম্মকর্ত্তা প্রাণই উপাস্ত হয়
সত্য ; পরন্তু ঐ বেদের অন্ত বাক্যে প্রাণের ও উদগীথের (ঐশ্বক্যে ব্রাহ্মোপাসনার)
ভেদ শ্রবণও আছে । যথা—“এই প্রাণই উদগীথ” ইত্যাদি । ইহাতে ব্ৰুথিতে
হইবে যে, ঐ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কল্পভাবে উদগীথের প্রশ্রোগ করিয়াছেন ; সুতবাং
লক্ষণার দ্বারা তাহার কর্ত্তৃত্ব পৰ্য্যবসান করা আবশ্যক । ফলিতার্থ এই যে,

উ বা উদগীথঃ” ইতি । তস্মাচ্ছান্দোগ্যেহপি কর্তৃত্বং লক্ষয়িতব্যম্ । তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বমিতি ॥ ৩।৩।৬ ॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়- স্বাদিবৎ ॥ ৩।৩।৭ ॥*

ন বা বিদ্যৈকত্বমত্র শ্রায্যং, বিদ্যাভেদ এবাত্র শ্রায্যঃ । কস্মাৎ ? প্রকরণভেদাৎ । প্রক্রমভেদাদিত্যর্থঃ । তথা হি—
ইহ প্রক্রমভেদো দৃশ্যতে । ছান্দোগ্যে তাবৎ “ওঁমিত্যেতদক্ষর-
মুদগীথমুপাসীত” ইতি । এবমুদগীথাবয়বশ্চোক্তারস্ত উপাস্তৃত্বং
প্রস্তুত্যা রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানঞ্চ তত্র কৃত্বা “অথ খল্বেতৈশ্চ-

বহুতরপ্রত্যভিজ্ঞানেহপি উপক্রমভেদান্তদ্রবোধেন চোপসংহারবর্ণনাদেকশ্চিন্
বাক্যে তন্ত্বেব চোদগীথস্ত পুনঃপুনঃ সঙ্কীৰ্ত্তনাৎ লক্ষণায়াঞ্চ ছান্দোগ্যে বাজসনে-

প্রাণই উভয় বেদান্তে উদগীথরূপে উপাস্ত, সেই কারণে উক্ত বেদান্তদ্বয়োক্ত
প্রাণোপাসনা অভিন্ন ॥ ৩।৩।৬ ॥ *

পুনর্বার পূৰ্ণপক্ষ বা আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে । যেহেতু প্রক্রমের বা
আরম্ভের প্রকার ভিন্ন, সেই হেতু প্রাণোপাসনার একত্র বলা শ্রায্য নহে । ভিন্নতা
বলাই শ্রায্য । এই প্রাণোপাসনা বিভিন্ন ক্রমে কথিত হইয়াছে । (কিরূপ
বিভিন্ন ? তাহা বলিতেছি ।) ছান্দোগ্যে যে-প্রক্রমে কথিত, আরণ্যকে সে প্রক্রমে
কথিত নহে, সুতরাং প্রক্রমেব বা আরম্ভ প্রকারের বিভেদ থাকায় প্রোক্ত
উপাসনা অবশ্যই বিভিন্ন । [ছান্দোগ্যে...ইত্যাহ] ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রথমে “ওঁ”
এই অক্ষরকে উদগীথ জ্ঞানে উপাসনা করিবেক । এইরূপে উদগীথের অবয়ব
(এক অংশ) ওকারকে উপাস্ত বলিয়া প্রস্তাবনা করিয়া রসতমত্বাদিগুণে তাহার
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । (ওঁকার পৃথিব্যাতির সারের সার এবং ওঁকারই প্রাপ্তি ও
সমৃদ্ধিগুণের আকর, ইত্যাদি প্রকারে প্রণবগুণ বলিয়াছেন) । অনন্তর বলিয়া-

* বহুবিকল্পরূপ-ভেদান্ন বিদ্যেক্যমিতি মনসিকৃত্যাহ পূৰ্ণপক্ষী—ন বেতি । বা বিকল্পে ।
প্রকরণভেদাৎ উপক্রমভেদাৎ ন বিদ্যেক্যমিতি যোজ্যম্ । পরোবরীয়স্বাদিবদিত্তি দৃষ্টান্তোপপত্তাসঃ ।
পর ইতি সকারান্তম্ । পরশ্চাসৌ বরীয়ান্ চ । বরোহং বরতরঃ । ইৎ পরোবরীয়ানিত্যেকং-
পদং শ্রুতৌ প্রযুক্তমন্তি । তথাচ যথা পরমায়দৃষ্ট্যধ্যাসস্যামোহপি পরোবরীয়াদিগুণবিশিষ্ট-
মুদগীথোপাসনমক্ষ্যাদিত্যগতহিরণ্যম্ অক্ষাদিগুণবিশিষ্টোদগীথোপাসনান্ত্বয়ং, তথেনি দৃষ্টান্তপদা-
ক্ষরার্থঃ ।

উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভপ্রণালীর ভিন্নতা থাকায় উপাসনাও ভিন্ন, এক নহে । তদ্রূপ
পরোবরীয়স্বাদি গুণবিশিষ্ট উদগীথ উপাসনা আদিত্যাদিগত হিরণ্যম্ অক্ষাদি গুণবিশিষ্ট উদগীথ
উপাসনা হইতে ভিন্ন, েইরূপ ।

বাক্ষরশ্রোপব্যাখ্যানং ভবতি” ইতি পুনরপি তমেবোদগীথাবয়ব-
মোক্ষারমণুবর্ত্যদেবাস্ত্রাখ্যায়িকাদ্বারেণ “তং প্রাণমুদগীথমুপা-
সাক্ষকিরে” ইত্যাহ । তত্র যদ্যুদগীথশব্দেন সকলা সামভক্তি-
রভিপ্রেয়েত, তস্তাশ্চ কর্তোদগাত্ত্বিক্, তত উপক্রমশ্চোপরুধ্যত,
লক্ষণা চ প্রসজ্যেত । উপক্রমতস্ত্রেণ চৈকস্মিন্ বাক্যে উপ-
সংহারেণ ভবিতব্যম্ । তস্মাদত্র তাবদুদগীথাবয়বে ঔঙ্কারে প্রাণ-
দৃষ্টিরূপদিশ্যতে । বাজসনেয়কে তু উদগীথ-শব্দেনাবয়বগ্রহণ-
কারণাভাবাৎ সকলৈব ভক্তিরাবেদ্যতে । “ত্বং ন উদগায়”
ইত্যপি তস্তাঃ কর্তোদগাত্ত্বিক্ প্রাণত্বেন নিরূপ্যত ইতি প্রস্থা-
নান্তরম্ ।

যদপি তত্রোদগীথসামানাদিকরণ্যং প্রাণশ্চ, তদপ্যুদগাত্ত্ব-
নৈব দিদর্শয়িম্বিতস্ত প্রাণশ্চ সর্বাত্মত্বপ্রতিপাদনার্থমিতি ন বিদ্যেক-
য়কে প্রমাণাভাবাৎ বিভ্রাভেদ ইতি রাধাস্তঃ । ঔঙ্কারশ্রোপাত্ত্বং প্রস্তুত্যা রস-
তমাদিশ্রোপব্যাখ্যানমোক্ষারশ্চ । তথাহি—ভূতপৃথিব্যোষধিপুরুষবাগ্গন্ধকসাম্রাৎ
ছেন “এই অক্ষরের এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয় ।” ব্যাখ্যানের পব পুনর্বার সেই
উদগীথাবয়ব ঔঙ্কারেব অনুবর্তন (উত্থাপন বা আকর্ষণ) করিয়া দেবাস্ত্রের গল্প
বলিয়াছেন এবং তাহাতেই বলিয়াছেন “যাহা প্রাণ, তাহাই উদগীথ, দেবতার
তাহার অর্থাৎ প্রাণাভিন্ন উদগীথের উপাসনা করিল ” [তত্র...প্রস্থানান্তরম্]
এখানে যদি উদগীথ-শব্দে সমুদায় ভক্তি (উদগীথের সকল অংশ বা সম্পূর্ণ উদগীথ)
বলা হইয়া থাকে, আর তাহার কর্তা উদগাতা স্বত্বিক্ হয়, তাহা হইলে প্রদর্শিত
উপক্রমের বাধা ও লক্ষণা এই দুই দোষ হয় ।* উপসংহার অর্থাৎ প্রস্তাব-সমাপ্তি
উপক্রমেরই অনুরূপ হয়, তদ্বিরুদ্ধরূপ হয় না । সে অনুসারে, বুঝিতে হইবে,
ছান্দোগ্যোক্ত উদগীথাবয়ব ত্বম্কার প্রাণ-দৃষ্টিতে উপাশ্চ, কিন্তু বাজসনেয় ব্রাহ্মণে
উদগীথ শব্দে উদগীথাবয়ব ঔঙ্কার গ্রহণ করিবার কারণ না থাকায় সম্পূর্ণ উদগী-
থেরই গ্রহণ এবং প্রাণ তাহার গানকর্তা, ইহা নিরূপিত হয় ; সুতরাং বাজসনেয়
ব্রাহ্মণোক্ত পথ ও ছান্দোগ্যোক্ত পথ (প্রণালী) ভিন্ন প্রকার ।

[যদপি ..গায়ং ইতি] বাজসনেয় ব্রাহ্মণে উদগীথের সহিত প্রাণের
সামানাদিকরণ্য অর্থাৎ সাম্যকথন আছে সত্য ; কিন্তু তাহাতে প্রাণের সর্বাত্মতা

* সাম পাক্তভক্তিক ও সাপ্তভক্তিক প্রভৃতি বহু প্রকারে গীত হয় । এখানে ভক্তিগানের
অর্থ অংশ অর্থাৎ গানের এক একটা পদ বা কন্দি । উদগীথও একপ্রকার গান, সুতরাং
তাহারও ভক্তি বা পদ আছে । এই গানের প্রথম পদ ও । প্রথমেই ও অবলম্বনে উদগীথ-গান
আরম্ভ হইয়া থাকে । যজ্ঞে যে ঋত্বিক্ অর্থাৎ যে পুরোহিত ঐ সকল গান করে, সে উদগাতা
নামে প্রসিদ্ধ ।

ত্বমাবহতি, সকলভক্তিবিশয় এব চ তত্রাপ্যুদগীথশব্দ ইতি বৈষম্যম্ । ন চ প্রাণশ্চোদগাতৃত্বমসম্ভবেন হেতুনা পরিত্যজ্যেত, উদগীথভাববহুদগাতৃত্বাবশ্যোপাসনার্থত্বেনোপদিষ্টমানত্বাৎ । প্রাণ-বীৰ্য্যেণৈব চোদগাতৌদগাত্ৰং কৰ্ম্ম করোতীতি নাস্ত্যসম্ভবঃ । তথা চ তত্রৈব শ্রাবিতং “বাচা চ হেব স প্রাণেন চোদগায়ৎ” ইতি । ন চ বিবক্ষিতার্থভেদেহবগম্যমানে বাক্যচ্ছায়াবিস্তারমােত্রণ সমানার্থ-ত্বমধ্যবসাতুং যুক্তম্ ।

তথা হৃদ্যদয়বাক্যে পশুকামবাক্যে চ “ত্রেধা তগুলান্ বিভজেৎ”, পশুকামবাক্যে চ—“যে মধ্যমাঃ স্যস্তানয়য়ে দাত্রে পূৰ্ব্বশ্চোত্তরমুত্তরং বসতয়া সারতয়োক্ৰম্ । তেষাং সর্কেষাং রসতম ওঁকার উক্ত-ছান্দোগ্যে ।

“ন চ বিবক্ষিতার্থভেদে” ইতি । একত্রোদগীথোদগাতারাবুপাত্ত্বেন বিবক্ষিতা-বেকত্র তদবযব ওঁকার ইতি । “তথা হৃদ্যদয়বাক্যে” ইতি । এবং হি —শ্রয়তে— “অপি বা এতৎ প্রজয়া পশুভির্বাধিক্যতি বর্দ্ধয়তি অশ্ব ভ্রাতৃব্যং যশ্ব হবিনীকৃপ্তং পুরস্তাচ্চক্রমা অভ্যুদেতি । স ত্রেধা তগুলান্ বিভজেৎ, যে মধ্যমাঃ স্যস্তানয়য়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালঃ নির্বপেৎ, যে স্থবিষ্টান্তানিল্লায প্রদাত্রে দধৎচক্ৰং, যে ক্ষোদিষ্ঠান্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায শূতে চক্ৰম্ ইতি । তত্র সন্দেহঃ—কি কালাপ-রাধে ষাগান্তরমিদং চোত্ততে, উত তেষেব কৰ্ম্মসু প্রকৃতেষু কালাপবাধে নিমিত্তে ও গানকত্বমাত্র প্রতিপাদিত হয়, অশ্ব কিছু প্রতিপাদিত হয় না ; সুতরাং সে সামান্যধিকরণে উপাসনার অভেদ (ছান্দোগ্যোক্ত উপসনাই যে, বাজসনেয় ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, একরূপ) গৃহীত হইতে পারে না । অত্র উপনিষদে সম্পূর্ণ উদগীথ-অর্থেই উদগীথশব্দের প্রয়োগ, ওঁকাররূপ ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ অংশ-বিশেষ অর্থে নহে ; সুতরাং ইহাতে ছান্দোগ্য অপেক্ষা বৈষম্য দেখা যাইতেছে । যদি বল, প্রাণের উদগাতৃত্ব অসম্ভব, (প্রাণ কি গান করিতে পারে ?) অসম্ভব বলিয়া প্রাণের উদগাতৃত্ব অর্থ পবিত্যজ্য । উপাসনার জন্ত যেমন উদগীথভাবে বর্ণন, তেমনি, উপাসনার জন্তই ঐ উদগাতৃত্বেরও কথন । ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে পারি, উদগাত্ৰ কৰ্ম্ম প্রাণের সামর্থ্যেই নির্বাহিত হয়, তদনুসারে প্রাণকে অবশ্য উদগীথকন্তা (উদগাতা) বলা অত্যায বা অসম্ভব নহে । শ্রুতিও ঐ কথা ঐস্থানেই বলিয়াছেন । যথা—“যেহেতু বাক্যের ও প্রাণেব (প্রাণকাষ্যায়িত বাক্যের) দ্বারা উদগান করিতেছে—” ইত্যাদি । [ন চ...বৎ] যখন বুঝা যাইতেছে, উভয় বেদান্তে অভিপ্রোথার্থ বা উদ্দেশ্য ভিন্ন, তখন আর বাক্যাভাস অবলম্বনে তদুভয়ের সমানার্থতা নিশ্চয় করা যুক্ত নহে ।

পুরোডাশমকীকপালং কুর্য্যাৎ” ইত্যাদিনির্দেশমামোহপ্যপক্রম-
ভেদাদভ্যুদয়বাক্যে দেবতাপনয়োহধ্যবসিতঃ, পশুকামবাক্যে তু

দেবতাপনয় ইতি—এষ তাবদত্র বিষয়ঃ । অমাবস্তায়ামেব দর্শকর্ম্মার্থং বেদিক্রিয়াগ্নি-
প্রণয়নক্রিয়া ত্রতাদিশ্চ যজমানসংস্কারঃ । দধ্যর্থশ্চ দোহঃ । প্রতিপদি চ দর্শকর্ম্ম-
প্রবৃত্তিরিত্যুপস্থানক্রমস্তাত্ত্বিকঃ । যন্ত তু যজমানস্ত কুতশ্চিদ্রমনিবন্ধনাস্তদুদ্ভা-
মেবামাবস্তাবুদ্ধৌ প্রবৃত্তপ্রয়োগস্ত চন্দ্রমা অভূদীয়তে, তত্রৈদং শ্রয়তে—যন্ত হবি-
নিকৃপ্তমিতি । তেন যজমানেনাভ্যাদিতেনামাবস্তায়ামেব নিমিত্তাধিকারং পরি-
সমাপ্য পুনস্তদহরেব বেদ্যাক্রবণাদিকর্ম্ম কৃত্বা প্রতিপদি দর্শঃ প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ । তত্রা-
ভ্যুদয়ে কিং নৈমিত্তিকমিদং কর্ম্মাস্তবং দর্শাচ্চোত্ততে ? উত তস্মিন্নেব দর্শকর্ম্মণি পূর্ব্ব-
দেবতাপনয়নেন দেবতাস্তরং বিধীয়ত ইতি । তত্র হবির্ভাগমাত্রপ্রবণাচ্চরবিধান-
সামর্থ্যাচ্চ কর্ম্মাস্তরম্ । যদি হি পূর্ব্বদেবতাভ্যো হবীংষি বিভজ্জেদিতি শ্রুয়েত,
ততস্তাত্ত্বেব হবীংষি দেবতাস্তবণে যজ্যমানানি ন কর্ম্মাস্তরং গময়িতুমর্হতি । কিন্তু
প্রকৃতমেব কর্ম্ম তদ্বিক্রমপনীতপূর্ব্বদেবতাকং দেবতাস্তরযুক্তং শ্রাং ।

অত্র পুনস্তেথা ততুলান্ বিভজ্জেদিতি হবিষ এব মধ্যমাদিক্রমেণ বিভাগপ্রবণাং,
অনপনীতা হবিষি পূর্ব্বদেবতা ইতি পূর্ব্বদেবতাবন্ধে হবিষি দেবতাস্তরলক্ষাবকাশং
শ্রয়মাণং কর্ম্মাস্তরমেব গোচরয়েৎ । অপি চ, প্রাপ্তে পূর্ব্বম্নিন কর্ম্মণি দগ্নস্ততুলানাং
পবস্ততুলানাঞ্চৈত্রাদিদেবতাসম্বন্ধশ্চ বিধাতব্যঃ । চকরঞ্চাত্র বিহিতং নাস্তীতি
তদপি বিধাতব্যম্ । তথা প্রাপ্তে কর্ম্মণ্যনেকগুণবিধানাং বাক্য-ভিত্তেত । কর্ম্মাস্তরং
তপূর্ব্বং শক্যমেকেকৈনব প্রযত্নেনানেকগুণবিশিষ্টং বিধাতুমিতি নিমিত্তে কর্ম্মাস্তব-
মেব বিধীয়তে, দর্শস্ত লুপ্যতে কালাপবাধাদিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—ন কর্ম্মাস্তরম্ ।
পূর্ব্বদেবতাভ্যো হবিংষী বিভাগপূর্ব্বং নিমিত্তে দেবতাস্তববিধানাং । চর্কর্থশ্চ চার্ধ-
প্রাপ্তেঃ । ভবেদেতদেবং, যদা ত্রেথা ততুলান্ বিভজ্জেদিতি ততুলানাং ত্রেথা বিভাগ
বিধানপবমেতদ্বাক্যং শ্রাং, অপি তু বাক্যাস্তবপ্রাপ্তস্ততুলানাং ত্রেথাস্বমনস্ত বিভজ্জে-
দিত্যেতাবদ্বিধিতে । তত্র বাক্যাস্তরালোচনয়া পূর্ব্বদেবতাভ্যো ইতি গম্যতে । ততুলান-
নিতি হবিবাক্ষিতং হবিরুভয়ত্ববং । তথা চ যে মধ্যমা ইত্যাদীনি বাক্যাত্তপনীতে
পূর্ব্বদেবতাসম্বন্ধে হবিষস্তস্মিন্নেব কর্ম্মণি অপ্ৰত্যাং দেবতাস্তবসম্বন্ধং বিধাতুং
শক্যবন্তি । তথা চ দ্রব্যমুখেন প্রকৃতযুগপ্রত্যভিজ্ঞানাদেবতাস্তরসম্বন্ধেহপি ন
কর্ম্মাস্তরকল্পনা ভবিতুমর্হতি । ততশ্চ সমাপ্তেহপি নৈমিত্তিকাধিকায়ে নিত্যাধিকাব-
সিক্যার্থং তাত্ত্বেব পুনঃ কর্ম্মণ্যনুষ্ঠেয়ানি । ন চ দধনি চকমতি চরুসপ্তমার্থযো-
র্বিধানং, তথোরপ্যর্থপ্রাপ্ত্যাং । প্রকৃতে হি, কর্ম্মণি ততুলান্ পবণপ্রথনং পুরোডাশ-

ইহার নিদর্শন পূর্ব্বমীমাংসার অভ্যুদয় বাক্য ও পশুকাম বাক্য । (সেখানে
উপক্রমাদি অমুসাবে ঐ দুই বাক্যের বিবক্ষিতার্থ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ায়
বিভিন্ন-কর্ম্মবোধক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে) । যথা—“ততুল সকল তিন
প্রকারে বিভাগ করিবেক ।” এটা অভ্যুদয় বাক্যেব অংশ । আর একটা বাক্য
আছে, তাহার নাম পশুকামবাক্য । তাহাতে এইরূপ আছে । “মধ্যম ভাগ
লইয়া দাতৃগুণযুক্ত অগ্নির উদ্দেশে অষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করিবেক ।”

যাগবিধিঃ, তথোপ্যুপক্রমভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ পরোবরীয়স্তাদিবৎ ।
যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যাসাম্যেহপি—“আকাশো হেবেভ্যো জ্যায়ান-

পাকাদি দধিপয়সী চ প্রাপ্তানি, তত্রাত্মদয়নিমিত্তে দধিযুক্তানাম্পয়োযুক্তানাম্ তত্ত্ব-
লানাং বিভজেদিতি বাক্যেন পূৰ্বদেবতাপনয়ং কৃত্বা যে মধ্যমা ইত্যাদিভির্বাচ্য-
দেবতাস্তরসম্বন্ধঃ কৃতঃ । ন চ প্রভৃতদধিপয়ঃসংসাক্তরনৈস্তত্ত্বলৈঃ পুরোভাশক্রিয়া
সম্ভবতীতি পুরোভাশনিবৃত্তৌ তদর্থন্তু প্রধানস্তাপি নিবৃত্তিঃ, অনিবৃত্তস্ত পাকোহপবাদ-
ভাবাৎ, তথা চার্খপ্রাপ্তশ্চোত্তরে । ভবতু বাহনেকবাক্যকল্পনম্ । প্রকৃত্যধিকারাব-
গমবলাদস্তাপি জ্ঞায্যবাদিতি । তস্যাৎ তদেবেদং কৰ্ম ন তু কৰ্মাস্তরমিতি সিদ্ধম্ ।
পশুকামবাক্যে ত্পূৰ্বককৰ্মবিধিরভ্যাদয়বাক্যসাক্ষ্যোহপি, যঃ পশুকামঃ স্ত্রাৎ সোহমা-
বাস্ত্রায়ামিষ্টা বৎসানপাকুৰ্য্যাৎ । যে স্থবিষ্ঠাস্তানয়য়ে সনিমতেহষ্টকপালং নিৰ্ধ-
পেৎ । যে মধ্যমাস্তান্ বিস্ববে শিপিবিষ্টায় শূতে চক্ৰম্ । যে ক্ষৌদিষ্ঠান্ধানিদ্রায়

এ বাক্য পূৰ্ববাক্যসমান হইলেও উপক্রমভেদ থাকায় পূৰ্ববাক্যে দেবতাপরিবর্তন
স্বীকৃত (পৃথক্ কৰ্ম বলিয়া অবধাবিত) হইয়াছে এবং পরবাক্যে যাগবিধি
অঙ্গীকৃত হইয়াছে । * ঐক্যপ, এখানেও উপক্রমভেদ দৃষ্টে উপাসনাভেদ হওয়া
উচিত । অপিচ, বেদান্তেও উহাব অল্পরূপ নিদর্শন আছে । সে নিদর্শন
পরোবরীয়স্ত ও আনন্ত্য প্রভৃতি শ্লোক । [যথা...ষিতি] “এ সকল অপেক্ষা
আকাশ (ব্রহ্ম) জ্যেষ্ঠ, আকাশই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানশ্রয়, সেই এই পরোবরীয়ান্ (পর

* এদে অমাবস্তায় দর্শনাগ ও পূর্ণিমায় পৌর্ণমাস যাগ করিবার বিধান আছে ।
তৎপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, দেবাৎ যদি অমাবস্তা ভ্রমে চতুর্দশীতে দর্শনাগেব অনুষ্ঠান করা
হয়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠান বৃথা হয় এবং তাহাতে দর্শনাগ অঙ্গহীন ও কালব্যতিক্রম
দোষে দূষিত হওয়ায় যাগকর্ত্তব্য শক্রবৃদ্ধি কবে । এই দোষেব পবিত্রার্থ সেই স্থানে
একটি প্রাশস্তিত্ত অভিহিত হইয়াছে । প্রাশস্তিত্ত বাক্যটি এইরূপঃ—“দর্শদেবতা। অগ্ন্যাণ্ডি
উদ্দেশে হবিঃ (ঘৃত, তণ্ডুল, দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য) প্রস্তুত কবিবার পর যদি
চন্দ্র দর্শন হয় অর্থাৎ চতুর্দশীতে অমাবস্তা ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আযোজন
তাৎক্ষণিক গুণ ও পশু হইতে বিযুক্ত করে এবং শক্রবৃদ্ধি করায় । অতএব, (দোষণাস্তির
জন্য) প্রস্তুত তণ্ডুলগুলিকে ছোট বড় মধ্যম তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া পশ্চাদ্ভুক্ত প্রকারে
সেই সেই দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেক বা দর্শদেবতাদিগকে দিবেক । মধ্যম ভাগ
অষ্টপাত্র সংকৃত পুরোভাশ প্রস্তুত করতঃ দাত্ত্বগুণবিশিষ্ট* অগ্নির উদ্দেশে, সূক্তভাগ দধি-
মিশ্রিত কবিয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং সূক্ষ্মভাগ দুগ্ধে চক্ৰ* প্রস্তুত কবিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে
হোম করিবেক ।” এই প্রাশস্তিত্ত বাক্যকে অভ্যাদয়বাক্য বলে এবং ইহার পূর্বমীমাংসাসিদ্ধ
সিদ্ধান্ত—এতদ্বাক্যোক্ত যাগ পৃথক্ ২গ্নি নহে । ঐ বাক্য দর্শকায়ো দেবতাস্তর সম্বন্ধের
বিধায়ক মাত্র । ঐ সঙ্গে আর একটা বাক্য আছে, তাহা “যে পশুকামনা করিবে, সে
অমাবস্তায় বজ্র করিয়া গোদোহনার্থ বৎস মোচন করিবেক” এইরূপে আরও হইয়াছে, অব-
শেষে তাহা ঠিক ঐ অভ্যাদয় বাক্যের অনুরূপ বাক্যে সমাপ্ত হইয়াছে । তাই মীমাংসাশাস্ত্রকার
জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পশুকামনা উপক্রমে পঠিত হওয়ার অভ্যাদয়
বাক্যের সহিত পশুকামবাক্যের একবাক্যতা হইবেক না, প্রভূত, উপক্রান্ত বাক্য অষ্ট
এক পৃথক্ বাগের বিধান হইবেক । উল্লেখ সমান হইলেই যে, এক জিনিশ হয়, তাহা হয় না, ইহা
দেখাইবার জন্য সজকাব নাম জৈমিনির সিদ্ধান্ত নিদর্শনার্থ গ্রহণ বা প্রদর্শন করিয়াছেন ।

কাশঃ পরায়ণঃ, স এষোহনন্তঃ” ইতি পরোবরীয়স্বাদিশুণবিশিষ্ট-
মুদগীথোপাসনমক্ষ্যাদিত্যগত-হিরণ্যশ্ৰুত্বাদিশুণবিশিষ্টোদগীথো-
পাসনাস্তিম্নঃ, ন চেতরেতরগুণোপসংহার একস্মামপি শাখায়াং,
তদ্বচ্ছাখান্তরস্বপ্যেবজ্ঞাতীয়কেষ পাসনেষিতি ॥ ৩।৩।৭ ॥

সংজ্ঞাতশ্চেৎ তদুক্তমস্তু তদপি ॥৩।৩।৮॥*

অথোচ্যেত, সংজ্ঞেকত্বাদ্বিদ্যৈকত্বমত্র ত্রায়াং, উদগীথবিদ্যেত্যা-
ভয়ত্রোপেকা সংজ্ঞেতি, তদপি নোপপদ্যতে । উক্তং হ্যেতৎ “ন
প্রদাত্রে দধৎশ্চকুমিতি । অত্র হি অমাবস্তাঃগিষ্টে তি সমাপ্তে যাগে পশুকামেষ্টি-
বিধানং, নাত্র পূর্বশ্চ কৰ্ম্মণোহনন্তবৃত্তেৰ্ধীগান্তববিধিবিতি যুক্তম্ । পরোবরীয়স্বাদি-
বং । যথোদগীথোপাসনাসাম্যেহপাদিত্যগতহিব্যাশ্ৰুত্বাদিশুণবিশিষ্টোদগীথো
পাসনাতঃ পরোবরীয়স্বাদিশুণবিশিষ্টোদগীথোপাসনা ভিন্না, তদ্বদিদমপীতি । পরস্মাৎ
পরশ্চ, বরাচ্চ বরীয়ানিতি পরোবরীয়স্বাদিগীথঃ পবমাস্ত্রকপঃ সম্পন্নঃ । অত এবা-
নন্তঃ পরমাস্ত্রদৃষ্টিমুদগীথে ভাবয়িতুমাকাশো হ্যেবৈভ্যো ভূতেভ্যো জ্যাবানিত্যা-
কাশশব্দেন পবমাস্ত্রানি নির্দিশতি ॥ ৩।৩।৭ ॥

স্মৃতিতরে ভেদাবগমে সংজ্ঞেকত্বং নাভেদসাধনমতিপ্রসঙ্গাপাতাং ।
অপিচ শ্রুত্যাঙ্কবালোচননাভেদপ্রত্যয়োহন্তবঙ্গশ্চানপেক্ষশ্চ । সংজ্ঞেকত্বক

হইতেও পর এখং বব হইতেও বব । পব=জ্যোষ্ঠ, বব=শ্রেষ্ঠ) উদগীথ এবং
সেই সেই উদগীথ অনন্ত ।” এই বাক্যেব দ্বাৰা পরোবরীয়স্বাদিশুণে এবং অস্ত্র
বাক্যে নৈর্ভাষিত্তি হিব্যাশ্ৰুত্বাদিশুণে উদগীথ উপাসনাব বিধান দৃষ্ট হয় । পবন্ত
উভয়ত্রই পবমাস্ত্রদর্শনাভ্যাস সমান । সমান হইলেও দুই উপাসনা পৃথক্, এক
নহে । ইহা প্রদর্শিত দষ্টান্তে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । এখানে যেমন উক্ত বাক্যদ্বয়
এক শাখা (বেদের এক বিভাগ) স্থিত হইলেও ঐ দুই বিভিন্ন গুণেব উপসংহার
(একত্র সঙ্কলন) হয় নাই, অস্ত্র শাখাগত উপাসনাস্তব সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা
জানিবে । তাৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন গুণ দৃষ্ট হইলে গুণীও বিভিন্ন হয় ॥৩।৩।৭॥

সংজ্ঞার অর্থাৎ নামেব ঐক্য আছে, সে জন্যও উদাহৃত স্থলে বিচার
(উপাসনার) একত্ব । “উদগীথ-বিজ্ঞা” নামটা উভয় বেদান্তে সমান
অর্থাৎ একই, স্তবনাং তদ্বোধ্য নামীও এক অর্থাৎ অভিন্ন, এ কথা

* চেৎ যদ্বাচ্যেত—সংজ্ঞাতঃ সংজ্ঞেকাৎ বিষ্টেকামিতি, তদপি নোপপদ্যত ইতি বোদ্ধ-
নীয়ম্ । বতন্তদুক্তং তদপি প্রত্যুক্তং ন বা একরূপভেদামিত্যত্র । তদপি সংজ্ঞেকাহেতুক-
বিষ্টেকামপ্যস্তি কচিং, ন সর্গত্ৰিতি সূত্রতাৎপর্য্যম্ ।

সংজ্ঞা বা নাম এক, তাই বলিয়া উপাসনাও এক, একথা বলিতে পার না । কেন ?
তাহা ‘ন বা’ ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে, যেখান হইয়াছে । সংজ্ঞাব ঐক্যে সংজ্ঞার ঐক্য
দেখা যায় বটে ; কিন্তু তাহা সাক্ষাতিক নহে । তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষ কাৰণে
স্বীকৃত হয় মাত্র ।

বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্বাদিবৎ” ইতি। তদেব চাত্রে শ্রীযাতরং, শ্রুতাক্ষরানুগতং হি তৎ। সংজ্ঞেকত্বস্তু শ্রুতাক্ষরবাহ্যমুদগীথ-
শব্দমাত্রপ্রয়োগাৎ লৌকিকৈর্ব্যবহৃত্ত্বভিরূপচর্য্যতে। অস্তি চৈতৎ
সংজ্ঞেকত্বং প্রসিদ্ধভেদেষপি পরোবরীয়স্বাদ্যুপাসনেষ দুর্গীথ-
বিদ্যেতি। তথা প্রসিদ্ধভেদানামপ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং
কাঠিকৈকগ্রন্থপরিপঠিতানাং কাঠিকসংজ্ঞেকত্বং দৃশ্যতে, তথেষাপি
ভবিষ্যতি। যত্র তু নাস্তি কশ্চিদেবজ্ঞাতীয়কো ভেদহেতুস্তত্র
ভবতু সংজ্ঞেকত্বাদ্বিদ্বেকত্বং, যথা সম্বর্গবিদ্যাदिषু ॥ ৩। ৩। ৮ ॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ৩। ৩। ৯ ॥*

“ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইত্যত্রাক্ষরোদগীথশব্দয়োঃ

শ্রুতিবাহিতয়া বহিরঙ্গক পৌকষেযতয়া সাপেক্ষক। তস্মাদ্ভূতলং নাভেদ-
সাধনায়ালমিতি ॥ ৩। ৩। ৮* ॥

“অধ্যাসো নাম” ইতি। গোণী বুদ্ধিবধ্যাসঃ। যথা মানবকেহনিবৃত্তায়া-
উপপন্ন হইবে না। অর্থাৎ কেহই ঐ কথা সমর্থন করিতে পারেন না।
কেন? তাহা “ন বা প্রকরণভেদাৎ—” সূত্রে বলা হইয়াছে। সেখানে
যাহা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে, তাহাই অধিকতর শ্রীযাত। কেন-
না, তাহাই শ্রুতশব্দের অত্মরূপ। সংজ্ঞার একতা শ্রুতশব্দেব বহির্কর্ত্তী,
অর্থাৎ তাহা আক্ষরিক অর্থে লব্ধ হয় না। উভয় স্থলে “উদগীথ”
শব্দেব প্রয়োগ আছে, তাহা দেখিয়াই লোকে উপচারক্রমে তুল্য
সংজ্ঞার ব্যবহার কবে; কিন্তু তুল্যসংজ্ঞাব ব্যবহার অযথার্থ অর্থাৎ
উপচাষমাত্র, সূত্রবাং তাহাব দ্বাবা উপাসনাব একতা নির্দ্ধারিত
হইতে পারে না। পরোবরীয়স্বাদিগুণের উপাসনা অক্ষিপুরুষ উপাসনা
হইতে ভিন্ন, তথাপি লোকে তদুভয়কে উদগীথবিদ্যা বলে। অগ্নিহোত্র,
দর্শ, পূর্ণমাস, এই তিন্ যাগ পবম্পব ভিন্ন হইলেও কঠশাপায় পঠিত
হইয়াছে বলিয়া ঐ তিনের কাঠিক নাম প্রচারিত দেখা যায়। (অতএব,
সংজ্ঞা বা নাম একরূপ হইলেই যে, তদ্বলে সর্বত্রই সংজ্ঞার বা নামের একত্ব
নির্ণীত হয়, তাহা হয় না।) [যত, তু...দিষু] যেস্থলে বিশিষ্ট কারণ থাকে,
সেই স্থলেই নামভেদ দ্বাবা বিভ্রাভেদ হয়। যেমন সম্বর্গবিদ্যা (তন্মামক
উপাসনা) স্থলে হইয়াছে ॥ ৩। ৩। ৮ ॥

“ও ইহা অক্ষর ও উদগীথ, ইহার উপাসনা করিবেক।” এই শ্রুতিতে

* চতুর্থে। “ও” ইত্যক্ষরং উদগীথং—” ইত্যত্রাক্ষরোদগীথয়োঃ সামানাদিকব্যাভবণাৎ
অধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভানে, তত্র কতমঃ পক্ষঃ সাধীয়ান্নাত বিচারণায় তু-
শব্দস্তাননিবেশনীষ-চ-শব্দেন অধ্যাসাদিভবং সাবভায়েন ব্যাবর্ত্ত্য বিশেষণপক্ষ এবোপাদীষত-

সামান্যধিকরণে অয়মাণেহধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণং প্রতি-
ভানাৎ কতমোহত্র পক্ষো ন্যায্যঃ স্খাদিতি বিচারঃ । তত্রাধ্যাসো
নাম দ্বয়োৰ্ব্বস্ত্বনোরনিবর্তিতার্যামেবান্তরবুদ্ধাবন্তরবুদ্ধিরধ্যাস্ততে ।
যস্মিন্মিতরবুদ্ধিরধ্যাস্ততে, অনুবর্ত্ততএব তস্মিন্ন্তদ্বুদ্ধিরধ্যাস্তেতর-
বুদ্ধাবপি । যথা নান্নি ব্রহ্মবুদ্ধাবধ্যাস্তায়ামপ্যনুবর্ত্তত এব নামবুদ্ধিঃ,
ন ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে । যথা বা প্রতিমাদিষু বিষ্মাদিবুদ্ধ্যধ্যাসে,
এবমিহাপ্যক্ষরে উদগীথবুদ্ধিরধ্যাস্তা ? উত উদগীথে বাক্ষরবুদ্ধি-

মেব মাণবকবুদ্ধিব্যপদেশরত্তো সিংহবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তিঃ সিংহো মাণবক ইতি ।
এবং প্রতিমায়াং বাসুদেববুদ্ধিন্যামি চ ব্রহ্মবুদ্ধিস্তথোক্ষর উদগীথবুদ্ধিব্যপদেশা-
বিত্তি অপবাদৈকত্বম্ । বিশেষণানি চোক্তানি । একার্থেহপি চ শব্দদ্বয়-

ও অক্ষরের ও উদগীথের সামান্যধিকরণ্য (তুল্যার্থতা) ঐত হইতেছে ।
সামান্যধিকরণ্যেব দ্বারা অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ, এই পক্ষ-
চতুষ্টয়ের অন্ততম গৃহীত হইতে পারে বটে ; কিন্তু কোন পক্ষের গ্রহণ
অধিক ভ্রাত্য, তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক । [তত্রাধ্যাসো...বুদ্ধিরিতি]
অনেক স্থলে দুই বিভিন্ন পদার্থে সেই সেই পদার্থাকাংক্ষা জ্ঞান লুপ্ত হয় না, অথচ
একে অস্ত্রের জ্ঞান অধ্যাবোপিত হইয়া থাকে । যাহাতে অন্তপ্রকারের জ্ঞান
আরুঢ় করান হয় এবং সেই আরুঢ় জ্ঞানের সঙ্গে যদি সে বস্তুর জ্ঞান অনুবর্ত্তিত
থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুতে তাদৃশ আবোপিত জ্ঞান অধ্যাস সংজ্ঞায়
সংজ্ঞিত হয় । এই অধ্যাস-লক্ষণটি অল্প কথায় বলিতে হইলে “বুদ্ধিপূৰ্ব্বক বা
জ্ঞানপূৰ্ব্বক এক পদার্থে অপর পদার্থের অভেদ চিন্তা করার নাম অধ্যাস” এইরূপ
বলাই সম্ভব । যেমন “নাম ব্রহ্ম” ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যাবোপিত
(স্থাপন) করিলেও ব্রহ্মবুদ্ধি কখনই নাম-বুদ্ধির অনুবর্ত্তন নিষেধ করে না । অর্থাৎ
নামজ্ঞান লুপ্ত হয় না, অথচ তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির থাকে । ইহার নিদর্শন
নামকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা অর্থাৎ নামোপাসনা করা । নামোপাসনাই অধ্যাসের
অন্ততম নিদর্শন । প্রতিমায় ও শালগ্রাম-শিলায় যে বিষ্মাদিজ্ঞান, তাহাও
অধ্যাস । এতনিদর্শনানুসারে, ও অক্ষরে উদগীথের অধ্যাস ? কি উদগীথে
ও অক্ষরের অধ্যাস ? (বুদ্ধিপূৰ্ব্বক অভেদ জ্ঞান জন্মান ?) তাহা বিচার্য ।

ইতি ভাবঃ । ব্যাপ্তেহেতোরোমিত্যন্তোদগীথমিত্যেতদ্বিশেষণমেব সমঙ্গস্য নিয়বদ্যঃ কল্পনালাঘ-
বাদিত্যক্ষরযোগ্যনা ।

“ও এই অক্ষর উদগীথ” এই বাক্যে অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব অর্থাৎ অভেদ ও বিশেষণ,
এই চারি প্রকার অর্থ প্রতীত হইতে পারে । তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার অসমঙ্গস্য অর্থাৎ
সঙ্গত হয় না । ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ বিশেষণ পক্ষই সঙ্গীত হয় । কলিতার্থ—ওকারে প্রাপনুষ্টি
বিধানার্থ এই উদগীথ শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই অর্থই প্রতীত ও সঙ্গত হয় ।
(ভাষ্যানুবাদ দেখ) ।

রিতি। অপবাদো নাম যত্র কস্মিন্শ্চিদ্বস্ত্বনি পূর্বনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধৌ নিশ্চিতায়াং পশ্চাদুপজায়মানা যথার্থা বুদ্ধিঃ পূর্ব-নিবিষ্টায়া মিথ্যাবুদ্ধেনিবর্তিকা ভবতি। যথা দেহেন্দ্রিয়সজ্জাতে আত্মবুদ্ধিরাত্মশ্চেবাত্মবুদ্ধ্যা পশ্চাত্তাবিষ্ঠা “তত্ত্বমসি” ইত্যনয়া যথার্থবুদ্ধ্যা নিবর্ত্যতে। যথা বা দিগ্ভ্রান্তিবুদ্ধির্দিগ্‌যাথার্থবুদ্ধ্যা নিবর্ততে। এবমিহাপ্যক্ষরবুদ্ধ্যোদগীথবুদ্ধিনিবর্ত্যেত, উদগীথ-বুদ্ধ্যা বাহক্ষরবুদ্ধিঃ। একত্বত্বক্ষরোদগীথশব্দয়োরনতিরিক্তার্থ-বৃত্তিত্বম্। যথা দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণো ভূমিদেব ইতি। বিশেষণং পুনঃ সর্ববেদব্যাপিনঃ ঔমিত্যেতশ্চাক্ষরশ্চ গ্রহণপ্রসঙ্গে ঔদ্-

প্রয়োগো দৃশ্যতে। যথা বৈশ্বদেব্যামিহ। বিজ্ঞানমানন্দম্। ব্যাখ্যায়াক্ষ পর্যায়ারণামপি সহপ্রয়োগো যথা সিন্ধবঃ কবী পিকঃ কোকিল ইতি।

[অপবাদো...বুদ্ধিঃ] অপবাদ কি, তাহাও বলিতেছি। ‘কোন এক পদার্থে পূর্বস্থাপিত মিথ্যাজ্ঞান দৃঢ়ীভূত আছে, এমত অবস্থায় যদি যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়া পূর্বনিবিষ্ট মিথ্যাজ্ঞানকে বিদূরিত করে, তাহা হইলে তাহা অপবাদ বলিয়া গণ্য। এই অপবাদের অজ্ঞ নাম “বাধ”। এখন এই দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে আত্মবুদ্ধি (অহং জ্ঞান) স্থির আছে, তত্ত্বমস্তাদি-বাক্যের শ্রবণ, তদর্থের মনন ও নিদিধ্যাসনের পর ইহাতে আব আত্মবুদ্ধি থাকিবে না, আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি জন্মিবে, জন্মিয়া, পূর্বাবিষ্ট মিথ্যাবুদ্ধিকে তিরোহিত বা বিনষ্ট করিবেক, কারণে ইহার বাধ বা অপবাদ সূক্ষ্মতম হইবেক। এ সম্বন্ধে লৌকিক উদাহরণও আছে। যেমন দিক্‌তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে দিগ্ভ্রান্তির বাধ বা অপবাদ, হয়, তেমন। এতদ্বিগ্ননাশসাবে প্রস্তাবিত ও অক্ষরে অক্ষরবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্বপ্রথিত উদগীথ-বুদ্ধি নিবারণীয়? কি উদগীথ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্বপ্রথিত অক্ষর-বুদ্ধি নিষেধনীয়? একরূপ বিচারও হইতে পারে। [একত্ব...সীততি] একত্বশব্দের অর্থ বাস্তবাত্তেদ। অর্থাৎ অক্ষর ও উদগীথ এই দুইই অর্থগত প্রভেদ না থাকা। দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণ, ভূদেব, এ, সকল শব্দ যজ্ঞগ, ও অক্ষর ও উদগীথ কি তজ্ঞপ? উহার মধ্যে কি কোনরূপ প্রভেদ নাই? একপও সংশয় বা প্রশ্ন হইতে পারে। বিশেষণ কি, তাহাও বলিতেছি। ব্যাবর্তক ও বিশেষণ তুল্যার্থ। ঔ অক্ষরটী সর্ববেদব্যাপী, সেই অজ্ঞ ও বলিলে সর্ববেদব্যাপী প্রশ্নবের গ্রহণ হইতে পারে। উদাহৃত স্থলে তাহার ব্যাবর্তন অর্থাৎ ওঁকারের অত্যাশ্রয় স্থান নিষেধ করিয়া ঔ অক্ষরকে কেবলমাত্র ঔদগাত্ৰ (উদগাতা=সামগায়ক ঋত্বিক বা পুরোহিত। ঔদগাত্ৰ=উদগাতা যে কাৰ্য্য করে, তাহা অর্থাৎ সামগান করা) বিষয়ে সমর্পণ কবাইতেছে বলিয়া উদগীথশব্দ ওঁ অক্ষরের বিশেষণ। যেমন

গাত্রবিষয়স্য সমর্পণম্ । যথা নীলং যচ্ছংপলং, তদানয়েতি ।
এবমিহাপ্যুদগীথো যঃ ওঁকারস্তমুপাসীতেতি । এবমেতস্মিন্
সামানাদিকরণ্যাবাক্যে বিম্বশ্চামানে এতে পক্ষাঃ প্রতিভাস্তি ।

তত্রাত্তমনির্দ্ধারণে কারণাভাবানির্ধারণপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে—
ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসমিতি । চশব্দোহয়ং তুশব্দস্থাননিবেশী
পরপক্ষত্রয়ব্যবর্তনপ্রয়োজনঃ । তদিহ ত্রয়ঃ পক্ষা সাবদ্যা
ইতি পর্য্যদন্তস্তে, বিশেষণপক্ষ এবৈকো নিরবদ্য
ইতু্যপাদীয়তে । তত্রাধ্যাসে তাবৎ যা বুদ্ধিরিতরত্রাধ্য-
ন্ততে, তচ্ছবদ্য লক্ষণাবৃত্তিভুং প্রসজ্যেত, ফলঞ্চ কল্পেত ।

বিম্বস্থানধ্যবসায়লক্ষণং পক্ষং গুহ্যতি—“তত্রাত্তমঃ” ইতি । সিদ্ধান্তমাহ—
“ইদমুচ্যতে ব্যাপ্তেচ্চ” । প্রত্যয়বাক্যপ্রত্যয়চমুপক্রমে চ সমাপ্তৌ চোকারঃ সর্ব-
বেদব্যাপীতি কিংগতোহয়মোকারস্তদাপ্তাদিগুণবিশিষ্টগুণে তস্মৈ কামাবা-
প্ত্যাদিফলাযোগান্তত্বেনাধিক্রিয়তে— ইত্যপেক্ষায়ামুদগীথপদেনেতি বিশিষ্যতে ।
উদগীথপদেনোকারান্তব্যবহৃতিতসামভক্তিভেদাভিধায়িনা সমুদায়স্তাব্যবহাবা-
হুপপত্তেস্তৎসম্বন্ধ্যব্যব ওঁকারো লক্ষ্যতে, ন পুনরোকারেণাবয়বিন উদগীথস্ত
লক্ষণা । ওঁকারস্তেবোপরিষ্ঠাতু তত্তদগুণবিশিষ্টস্ত তত্তৎফলবিশিষ্টস্ত চোপ-
ব্যাপ্ত্যন্তমানত্বাৎ । দৃষ্টেচ্চ সমুদায়শব্দোহব্যববে লক্ষণয়া, যথা গ্রামো দম্বঃ,
পটো দম্ব ইতি তদেবদেদশদাহে । অধ্যাসে তু লক্ষণা ফলকল্পনা চ । তথা
হ্যাপ্তাদিগুণক-প্রণবোপাসনাদিদমুদগীথোপাসনসম্প্রবস্তাত্ত্বৎ । ন চাত্রাপ্ত্যাদি
লোকে বলে, যে উৎপলটী নীল, সেইটী আন ; তেনান শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যে
উদগীথ ওঁকার—তাহার উপাসনা কর ।

[এব...মিতি] “ওঁ অক্ষর উদগীথ” এ বাক্যের বিচারণা আরম্ভ করিলে
প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিস্পষ্ট কারণের অভাবে কোন
একটা নির্দিষ্ট প্রকার বা পক্ষ স্থির হয় না । তাই সূত্রকার পক্ষ স্থিরী-
করণার্থ সূত্র বলিলেন, “ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসম্” । [চ-শব্দো...ফলম্]
পর্য্যভিত পক্ষত্রয় ব্যাবর্তন করিবার অভিপ্রায়ে তু-শব্দ নিবেশের
পরিবর্তে চ-শব্দের নিবেশ করা হইয়াছে । অর্থাৎ ব্যাপ্তেচ্চ বলিতে
ব্যাপ্তেস্ত বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে । সন্দোষ বলিয়া অধ্যাসাদি
পক্ষের পরিভাগ এবং নির্দোষ বলিয়া কেবলমাত্র বিশেষণ পক্ষের
গ্রহণই জায্য । অধ্যাসপক্ষে দোষ এই যে, উদগীথের জ্ঞান ওঁকারে
অধ্যস্ত (আরোপ) করিলে, ওঁকারে তদ্ব্যচক উদগীথ-শব্দের লক্ষণাস্বীকার করিতে
হইবে, এবং পৃথক ফলকল্পনাও করিতে হইবে । লক্ষণা করিতে গেলে যে সম্বন্ধের
প্রয়োজন হয়, অসিদ্ধতা বিধায় সে সম্বন্ধও কল্পনীয় হয় । সম্বন্ধের ও ফলের

শ্রুত এব ফলং “আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি” ইত্যাদীতি
 চেৎ, ন, তস্মান্ফলত্বাৎ। আপ্যাদিদ্ৰষ্টিকফলং হি তৎ, নোদ্গীথা-
 ধ্যাসফলম্। অপবাদেহপি সমানঃ ফলাভাবঃ। মিথ্যাজ্ঞান-
 নিবৃত্তিঃ ফলমিতি চেৎ, ন, পুরুষার্থোপযোগানবগমাৎ। ন চ
 কদাচিদপ্যেক্কারাদেক্কারবুদ্ধিনিবর্ততে, উদ্গীথাদ্বোদ্গীথবুদ্ধিঃ।
 ন চেদং বাক্যং বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদনপরম্, উপাসনবিধিপরত্বাৎ।
 নাপ্যেকত্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে। নিম্প্রয়োজনং হি তদা শব্দরয়োচ্চারণং
 স্মৃৎ, একেনৈব বিবক্ষিতার্থসমর্পণাৎ। ন চ হৌত্রবিষয়ে
 বাধ্যর্থাববিষয়ে বাহুক্ষেত্রে ওঙ্কারশব্দবাচ্যে উদ্গীথপ্রসিক্তিরস্তি,
 নাপি সকলায়াম্ সাম্নো দ্বিতীয়াং ভক্তাবুদ্গীথশব্দবাচ্যায়াম্-

উপাসনেষু ফলং শ্রুতে, তস্মাৎ কল্পনীয়ম্। উদ্গীথসম্বন্ধিপ্রণবোপা-
 সনাধিকারপরে বাক্যে পরার্থে নাযং দোষঃ। অপি চ, গোপ্যা বৃত্তে লক্ষণা-
 বৃত্তির্লয়সী, লাঘবাৎ। লক্ষণয়া হি লক্ষণীয়পরত্বং পদম্। তৈশ্চ বাক্যার্থান্তর-
 ভাবাৎ। যথা গজায়াং ঘোষ ইতি লক্ষ্যমাণম্ তীরস্ত বাক্যার্থেহস্তর্ভাবোহধিকরণ-
 তয়া। গোব্রাহ্মীক ইত্যত্র তু গোসম্বন্ধিতিষ্টমুত্রপূরীষাদিলক্ষণয়া ন তৎপরত্বং গো-
 শব্দম্। অপি তু, তৎকক্ষাধ্যবসিততদগুণযুক্ত-বাহীকপরহমিতি গোপ্যা বৃত্তে-
 কল্পনা অবশ্যই গোব ব দোষাবহ। যদি বল, ফলশ্রুতি আছে, তু-শব্দার্থক চ-
 শব্দের প্রয়োগে ইহাই জানান হইয়াছে যে, “এই উপাসনা উপাসকের কামনা-
 সমূহের প্রাপক, যে উপাসনা করে, সে কাম প্রাপ্ত হয়” এই শ্রুতি ফলই হইবে,
 কল্পনা করিতে হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তর—ঐ শ্রুতি ফল অধ্যাসের নহে,
 উহা আপ্যাদিজ্ঞানের ফল। [অপবাদেহপি...পরত্বাৎ] অপবাদ পক্ষেও ফলাভাব
 অর্থাৎ কোনরূপ ফল নাই। মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিই ফল, এ কথাও বস্তুব্য
 নহে। কেননা, তদগত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি পুরুষার্থ মধ্যে গণ্য নহে; তাহাতে
 কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? অপিচ, কোনও কালে এক্ষারে ওঙ্কার-বুদ্ধির ও উদ্-
 গীথে উদ্গীথ-বুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। আরও কথা এই যে, ঐ বাক্য উপাসনার
 বিধায়ক, বস্তুতত্ত্ব-প্রতিপাদক নহে। বস্তুতত্ত্ব প্রতিপাদক হইলেও কথঞ্চিৎ সাফল্য
 থাকিত। [নাপ্যেকত্ব...স্মৃৎ] একত্বপক্ষও সঙ্গত নহে। একত্ব (অনতিরিক্তার্থ)
 পক্ষে শুঁও উদ্গীথ এই শব্দস্বরের প্রয়োগ নিম্প্রয়োজনীয়। শুঁ অথবা উদ্গীথ,
 ছুঁএর একটীতেই বিবক্ষিতার্থ (অভিপ্রেত বিষয়) লাভ হইতে পারে। হোতৃ কার্যো
 ও আধ্যর্থাব-কার্যো যে ওঁ প্রযুক্ত হয়—সে ওঁ উদ্গীথ নহে। অর্থাৎ সে ওঁ-
 কারের উদ্গীথও প্রসিক্তি নাই। সকল সামও উদ্গীথ নহে। সামের যে দ্বিতীয়া
 ভক্তি—অংশবিশেষ, তাহাই উদ্গীথশব্দের বাচ্য এবং তাহাতেই ওঁ-শব্দের

মোক্ষারশব্দপ্রসিদ্ধির্বেনানতিরিক্তার্থতা স্যাৎ । পরিশেষাধিশেষণ-
পক্ষঃ পরিগৃহ্যতে । ব্যাপ্তেঃ সৰ্ববেদসাধারণ্যাৎ । সৰ্বব্যাপ্য-
করমিহ মা প্রসঞ্জীতেত্যত উদগীথশব্দেনাকরং বিশিষ্যতে । কথং
নামোদগীথাবয়বভূত ওঁকারো গৃহ্যত ইতি ।

নহুশ্লিষ্যপি পক্ষে সমানা লক্ষণা উদগীথশব্দস্তাবয়বলক্ষণার্থ-
ত্বাৎ । সত্যমেবমেতৎ, লক্ষণায়ামপি তু সন্নির্কৰ্ষ-বিপ্রকৰ্ষৌ ভবত
এব । অধ্যাসপক্ষে হর্থাস্তরব্যুদ্ধিরর্থাস্তরে নিষ্কিপ্যত ইতি
বিপ্রকৃষ্টা লক্ষণা, বিশেষণপক্ষে ত্বয়বিবচনেন শব্দেনাবয়বঃ
সমর্প্যত ইতি সন্নিহুতা লক্ষণা । সমুদায়েষু হি প্রবৃত্তাঃ শব্দা
অবয়বেষুপি বর্তমানা দৃষ্টাঃ পট-গ্রামাদিশু । অতশ্চ ব্যাপ্তে-

ছ'ৰ্ললত্বম্ । তদিদমুক্তং “লক্ষণায়ামপি তু” ইতি গোণ্যপি নৃতিল্পলক্ষণাবয়বত্বলক্ষ-
ণোক্তা । যত্বপি বৈষদেবীপদমামিক্ষায়াশ্চবর্ততে, তথাপ্যর্থভেদঃ স্ফুটতরঃ ।
আমিক্ষাপদং হি রূপেণামিক্ষায়াশ্চবর্ততে । বৈষদেবীপদস্ত তত্ত্বামেব বৈষদেব-
বিশিষ্টায়াম্ ।

এবং হি বিজ্ঞানানন্দয়োবপি স্ফুটতরঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদঃ সত্যপি ব্রহ্মণ্যে-
প্রসিদ্ধি । একরূপ স্থলে একার্থতা সিদ্ধ হয় কৈ ? [পরি...গৃহ্যতেতি] এক্ষণে
বিশেষণপক্ষ অবশিষ্ট ; নির্দোষ বলিয়া সেই অবশিষ্ট পক্ষই গ্রাহ্য । ওঁকারেনব
ব্যাপ্তি অর্থ্যাৎ সৰ্ববেদসাধারণ্য আছে, সুতরাং “ওঁ ইত্যাকরং উপাসীত” এতৎস্থলে
মনে করিতে পাবেন যে, সৰ্ববেদব্যাপী ওঁকারই প্রস্তাবিত উপাসনায গ্রহণীয়,
ঐতি তন্নিষেধার্থ উদগীথশব্দ বিশেষণ দিয়াছেন । উদগীথ বিশেষণ দেওয়ার
বিশেষ ওঁকারের গ্রহণ হয় । ফলিতার্থ—যে ওঁকার উদগীথের অবয়ব, সেই
ওঁকারই উপাসনার্থ গ্রহণীয় । সৰ্ববেদব্যাপী ওঁকার গ্রহণীয় নহে ।

[নহুশ্লিষ্যপি...লক্ষণা] বলিতে পার যে, উদগীথ শব্দের অর্থ উদগীথের
অবয়ব, ইহা লক্ষণা ব্যতীত সুস্পষ্ট হয় না ; সুতরাং অন্তান্তপক্ষের ভ্রায় বিশেষণ-
পক্ষেও লক্ষণা দোষ রহিল । যদি তাহাই রহিল, তবে আব বিশেষণ-পক্ষ গ্রহণের
ফল কি ? কথাটা সত্য বটে ; কিন্তু লক্ষণার, সন্নির্কৰ্ষ বিপ্রকৰ্ষ আছে । অর্থ্যাৎ
নিকটসম্বন্ধ ও দূরসম্বন্ধ আছে । অধ্যাসপক্ষে এক বস্তুর জ্ঞান অন্য বস্তুতে অর্পিত
হয়, সুতরাং সে পক্ষে লক্ষণা বিপ্রকৃষ্ট অর্থ্যাৎ দূরসম্বন্ধাশ্রিত । কিন্তু বিশেষণ পক্ষেব
লক্ষণায় অবয়বীর সন্নিহুত অবয়বকে পাওয়া যায় ; সে জন্য বিশেষণপক্ষের লক্ষণা
নিকটসম্বন্ধাশ্রিত । (দূরসম্বন্ধ অপেক্ষা নিকটসম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ ও বলবৎ) । [সমু...
মিত্যর্থঃ] সমুদায়প্রবৃত্ত ওঁম শব্দকে অবয়বার্থেও প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় । যেমন
বস্ত্র পট গ্রাম প্রভৃতি । (বস্ত্র অবয়বী ; সূত্র অবয়ব । অবয়ব দৃষ্ট হইলেও লোকে

হেঁতোরোমিত্যেতশ্চোদ্গীথমিত্যেতদ্বিশেষণমিতি সমঞ্জসমেতন্নির-
বদ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩।৩।৯ ॥

সৰ্বভেদাদন্যত্বেমে ॥ ৩।৩।১০ ॥*

বাক্সসনেয়িনাং ছন্দোগানাঞ্চ প্রাণসম্বাদে শ্রেষ্ঠ্যগুণান্বিতস্ত
প্রাণশ্রোতাস্তত্ত্বমুক্তং, বাগাদয়োহপি তত্র বসিষ্ঠত্বাদিগুণান্বিতা
উক্তাঃ। তে চ গুণাঃ প্রাণে পুনঃ প্রত্যর্পিতাঃ “যদ্বা অহং
বসিষ্ঠোহস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোহসি” ইত্যাদিনা। অন্তেষামপি তু
কার্যো। ন চ ব্যাখ্যানম্ভয়োরপি প্রসিদ্ধার্থান্তিরার্থশাচ্চ। শেষমতি-
রোহিতার্থম্ ॥ ৩।৩।৯ ॥

এবংশব্দ সন্নিহিতপ্রকারভেদপৰ্যায়ার্থতাং সাক্ষাচ্ছকোপস্থাপিতস্ত চ সন্নি-
ধানাৎ শাখাস্তরগতস্ত চান্তক্ৰমতরা সন্নিধানাভাবান্ন কৌষীতিকপ্রাণসম্বাদবাক্যে
প্রাণস্ত বসিষ্ঠত্বাদিভিঃ গৈরুপাস্তত্বম্, অপি তু জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠত্বগত্বেনেতি পূর্কঃ পক্ষঃ।
সিদ্ধাস্তস্ত, সত্যং সন্নিহিতং পরামুণ্যত্বোক্তাবঃ, ন তু শব্দোপাস্তমাত্রং সন্নিহিতং,
বলে, বস্ত্র দ্বন্দ্ব হইয়াছে। গ্রাম অবয়বী, পল্লী অবয়ব। পল্লী বিধ্বস্ত হইলেও
লোকে বলে, গ্রামটা ধ্বস্ত হইয়াছে)। প্রদর্শিত কারণে, সর্ববেদব্যাপী ও
অক্ষবেদ উদ্গীথ বিশেষণটী, ব্যাবর্তনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাই সমঞ্জস অর্থাৎ
নির্দোষ ॥ ৩।৩।৯ ॥

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে প্রথমতঃ শ্রেষ্ঠত্ব গুণান্বিত প্রাণের উপাস্ততা কথিত
হইয়াছে, তৎপবে বাক্ প্রভৃতির বসিষ্ঠত্বাদিগুণ বর্ণিত হইয়া, সে সকল গুণ
প্রাণে সমর্পিত হইয়াছে। যথা—“আমি বসিষ্ঠ, তুমিও বসিষ্ঠ হইলে” ইত্যাদি।
কৌষীতিকপ্রভৃতি অন্তান্ত বেদশাখায় প্রাণেব শ্রেষ্ঠতা মাত্র কথিত হইয়াছে,

* ইমে বসিষ্ঠাদয়ঃ কচিদুক্তা গুণা অন্ততাপ্যুপাদীয়ন্ত ইতি শেষঃ। কৃতঃ? সর্বভেদাৎ
সর্বত্র সর্ববিজ্ঞানৈক্যাদিত্যর্থঃ।

বাক্সসনেয়ীরা ও ছান্দোগ্য অধ্যায়ীরা শ্রেষ্ঠত্ব-গুণান্বিত প্রাণেব উপাসনা বলিয়া বাক্যাদির
বসিষ্ঠত্বাদি গুণ বর্ণিয়াছেন। কৌষীতিকশাখাধ্যায়ীরা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু
বসিষ্ঠত্বাদি গুণ বলেন নাই। অন্তান্ত উপাসনাতো এইরূপ অনেকানেক স্তম্ভেব গ্রহণ অগ্রহণ
আছে। সে সকলের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন বিজ্ঞান বা উপাসনা অভিন্ন অর্থাৎ এক, তখন
অবশ্যই এক স্থানে কথিত গুণ অন্ত স্থানে নিকৃষ্ট অর্থাৎ সংযোজিত হইবেক।

† বসিষ্ঠত্ব—স্থখবাসিত্ব। বায়ী স্থখে বাস করে, সুতরাং বাক্যের বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে।
চক্ষুমানেরই পাদপ্রতিষ্ঠা (প্রকৃষ্ট স্থিতি) দেখা যায়, সে জন্য চক্ষুর প্রতিষ্ঠা গুণ আছে।
শ্রবণ দ্বারা সর্ববস্তুজ্ঞান সম্পন্ন হয়, সে কারণ শ্রোত্রেণ সম্পাদ্য। মনোবৃত্তির দ্বারা সর্ব-
প্রকার ভোগা জীবের আশ্রয়ে অবস্থান কবে, এ জন্ত মনের আশ্রিতত্ব গুণ আছে। বাক্য
প্রভৃতি বস্তু জানিল যে, প্রাণই সর্বশ্রেষ্ঠ, তখন তাহারা ঐ সকল স্ব স্ব গুণ প্রাণে সমর্পণ
করিল। আরণ্যক ও ছান্দোগ্য উভয়ত্রই এই ভাবেব কথা আছে।

কৌষীতিকপ্রভৃতীনাং প্রাণসম্বাদেষু “অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানম্, এতা হ বৈ দেবতা অহঃশ্রেয়সে বিবদমানাঃ” ইত্যেবজ্ঞাতীয়কেষু প্রাণস্তা শ্রেষ্ঠায়ুক্তং, ন ত্বিমে বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণা উক্তাঃ । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণাঃ কচিদুক্তা অত্যাশ্রিত্যশ্চরন্ ? উত নাস্তোরম্মিতি । তত্র প্রাপ্তং তাবদাস্তোরম্মিতি । কুতঃ ? এবং-শব্দসংযোগাৎ, “অথো য এবৈবং বিদ্বান্ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা” ইতি হি তত্র তত্রৈবংশব্দেন বেদ্যং বস্তু নিবেদ্যতে । এবং-শব্দশ্চ সন্নিহিতাবলম্বনো ন শাখাস্তরপরিপাঠিতমেবজ্ঞাতীয়কং গুণজাতং শক্নোতি নিবেদয়িতুম্ । তস্মাৎ স্বপ্রকরণশ্চৈরেব গুণৈর্নিরাকাজ্জত্বমিত্যেব প্রাপ্তে প্রত্যাহ—

অস্তোরম্মিমে গুণাঃ কচিদুক্তা বসিষ্ঠত্বাদয়োহন্যত্রাপি । কুতঃ ? সৰ্বভেদাৎ । সৰ্বত্রৈব হি তদেবৈকং প্রাণবিজ্ঞানমভিন্নং কিন্তু যচ্ছকাতিহিতার্থনাস্তবীকৃতয়া প্রাপ্তম্ । তদপি হি বুদ্ধৌ সন্নিহিতং সন্নিহিতমেব । যথা “যস্ত পৰ্ণময়ী জুহুর্ভবতি,” ইত্যব্যতিচারিতক্রতুসমন্বয় জুব্-হোপস্থাপিতঃ ক্রতুঃ । তস্মাদপ্যস্তফলপ্রত্যভিজ্ঞানাত্তদব্যতিচাৰিণঃ প্রকাবভেদস্তেহাজ্জত্বাপি বুদ্ধৌ সন্নিধানাৎ প্রকৃতপরামর্শিনৈবন্ধারেণ পরামর্শো যুক্ত ইতি সিদ্ধম্ ।

পনক্ত বসিষ্ঠত্বাদি গুণ কথিত হয় নাই । (অনন্তব শ্রেষ্ঠতাব নির্দ্বাপণ । এই সকল দেবতা (ইন্দিয়গণ) আপন আপন শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ করিল, ইত্যাদি প্রস্তাব দেখ) । এখানে সংশয় এই যে, কোন কোন শাখায় যে, বসিষ্ঠত্বাদি গুণ উক্ত হইয়াছে সে সকল অন্য শাখায় (যাচাতে তাহাব উল্লেখ নাই) নিক্ষেপ বা সংগ্রহ করিতে হইবে কি না । সংশয়ের পব প্রথমতঃ পাওয়া যায়—নিক্ষেপ করিতে হইবে না । কারণ এই যে, শাখাস্তরে এবং-শব্দের প্রয়োগ আছে । যথা—“এবং অর্থাৎ এইকপ জানিল । প্রাণেবই শ্রেষ্ঠতা জানিয়া—” ইত্যাদি । এই স্থানে এবং-শব্দ বেদ্যবস্তু অর্থাৎ বিজ্ঞেয় (উপাস্ত) বস্তু সমর্পণ করিতেছে । এবং-শব্দ সন্নিহিতবাচী । যাহা নিকটে থাকে, সেই বস্তুই এবং-শব্দের বোধ্য হয় ; সুতরাং এবং-শব্দ শাখাস্তরপাঠিত ঐ সকল গুণ বুঝাইতে সমর্থ নহে । উহা কেবল স্বপ্রকরণোক্ত গুণ বুঝাইয়া দিয়াই নিবাকাজ্জ হয়, সে জন্ত অন্য প্রকরণোক্ত গুণ আকর্ষণ করিতে পারে না ।

এই পূর্বপক্ষের প্রতিপক্ষে হয় বলা হইল ‘সৰ্বভেদাৎ’ কোন কোন স্থানে কথিত বসিষ্ঠত্বাদি গুণ অত্যাশ্রিত্যশ্চরন্ নিক্ষিপ্ত হইবেক । কারণ এই যে, সৰ্বশাখাস্থ সমুদায় বিস্তা অভিন্ন অর্থাৎ এক । [সৰ্বত্রৈব...নাস্তোরম্ম] যে কোন শাখা হউক, সৰ্বত্র একই প্রাণ-বিজ্ঞান (একই প্রাণোপাসনা সেই সেই শাখায়

প্রত্যভিজ্ঞায়তে, প্রাণসম্বাদাদিসারূপ্যাৎ। অভেদে চ বিজ্ঞানশ্চ
কথমিমে গুণাঃ কচিদুক্তা অগ্নত্র নাস্তুরন। ননু এবং-শব্দস্তত্র
তত্র ভেদেনৈবজ্ঞাতীয়কং গুণজাতং বেদ্যত্বায় সমর্পয়তীত্যুক্তম্।
অত্রোচ্যতে। যদ্যপি কোষীতকিব্রাহ্মণগতেনৈবং-শব্দেন বাজ-
সনেয়িব্রাহ্মণগতং গুণজাতমসংশদিতমসম্মিহিতত্বাৎ, তথাপি তস্মি-
মেব বিজ্ঞানে বাজসনেয়িব্রাহ্মণগতেনৈবং-শব্দেন তৎসংশদিত-
মিতি ন পরশাখাগতমপ্যভিন্নবিজ্ঞানাবদ্ধং গুণজাতং স্বশাখাগতা-
দ্বিশিষ্যতে। ন চৈবং সতি শ্রুতহানিরশ্রুতকল্পনা বা ভবতি।
একস্থামপি হি শাখায়াং শ্রুততা গুণাঃ শ্রুততা এব সর্বত্র ভবন্তি,
গুণবতো ভেদাভাবাৎ। ন হি দেবদত্তঃ শৌর্য্যাদিগুণত্বেন স্বদেশে
প্রসিদ্ধো দেশান্তরগতস্তদ্দেশশৈশ্বর্য্যবিভাবিতশৌর্য্যাদিগুণোহপ্যতদ-
গুণো ভবতি, যথা চ তত্র পরিচয়বিশেষাদ্দেশান্তরেহপি দেবদত্ত-
গুণা বিভাব্যন্তে, এবমভিযোগবিশেষাচ্ছাখান্তরেহপ্যপ্যাস্তাঃ গুণাঃ

কোষীতকিব্রাহ্মণগতেন তাবদেবকাবৎ শক্যতে পবায়ন্তুম্। তথাপ্যভ্যুপে-
ত্যপি ক্রম ইত্যাশয়বতা ভাষ্যকৃতোক্তং “তথাপি তস্মিন্নেব বিজ্ঞানে বাজসনেয়ি-
কথিত ইহ্যাছে), ইহা প্রাণ-সংবাদের সারূপ্য দৃষ্টে প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানেব বিষয়
ইয। যদি প্রাণ-বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাণোপাসনা এক ইয, বিভিন্ন না হয়, তবে,
এক শাখাব বসিষ্ঠাদি গুণ অগ্ন শাখায় নিক্ষিপ্ত না হইবে কেন? [নৈবং শব্দ ..
শিষ্যতে। বলিয়াছিল যে, কোষীতকিব্রাহ্মণে কথিত এবং-শব্দ তৎপ্রকবণোক্ত
গুণনিচয়কেই বুঝায় ও বাজিব্রাহ্মণোক্ত গুণ অসম্মিহিত বলিয়া পৃথক থাকে।
সে কথার প্রত্যুত্তর এই।—যদিও কোষীতকিব্রাহ্মণের এবং-শব্দ বাজিব্রাহ্মণোক্ত
গুণের সূচক হয় না মত, তথাপি, প্রোক্ত উপাসনায় সে সকল গুণ বাজিব্রাহ্মণোক্ত
এবং-শব্দে অভিহিত হইতে পারে। কেননা, উপাসনা অভিন্ন অর্থাৎ এক।
যেহেতু উপাসনা এক, সেই হেতু শাখান্তরকথিত তৎসম্বন্ধীয় গুণনিচয় স্বশাখায়
অভিহিত না হইলেও পৃথক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। [ন চৈবং...
প্যস্তুরন] তাহাতে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা দোষ হয় না। যে সকল গুণ এক
শাখায় (বেদের এক বিভাগে) শ্রুত ইহ্যাছে, গুণীর ভেদ না থাকায় অর্থাৎ
একত্ব থাকায় সে সকল গুণ সে শাখাতেও শ্রুত ইহ্যাছে, ইহা বুঝিতে
হইবেক। স্বদেশে শৌর্য্যাদিগুণে প্রসিদ্ধ দেবদত্ত দেশান্তরে গমন করিয়াছে,
তদ্বেন্দ্রীয়েরা তাহার সে সকল গুণ শুনে নাই, তাই বলিয়া কি দেবদত্তের সে সকল
গুণ বিলুপ্ত হইবে? সে দেশেও যেমন পরিচয়-বিশেষের দ্বারা দেবদত্তের সে সকল
গুণ পরিগৃহীত হয়, তেমনি, বিশেষ বিশেষ (পরিচায়ক) হেতুর দ্বারা শাখান্তবোক্ত

শাখাস্তরেহপ্যশ্চেরন। তস্মাদেকপ্রধানসম্বন্ধা ধর্ম্মা একত্রাপ্যুচ্য-
মানাঃ সর্বত্রৈবোপসংহর্তব্য ইতি ॥ ৩। ৩। ১০ ॥

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ম ॥ ৩। ৩। ১১ ॥*

ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরাস্ত্র শ্রুতিস্বানন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং
সর্বগতত্বং সর্বাত্মকত্বমিত্যেবজ্ঞাতীয়কা ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ কচিৎ
কেচিৎ শ্রুয়ন্তে। তেষু সংশয়ঃ—কিমানন্দাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা
যাবন্তো যত্র শ্রুয়ন্তে, তাবন্ত এব তত্র প্রতিপত্তব্যাঃ? কিং বা
সর্বো সর্বত্র? ইতি। তত্র যথাশ্রুতিবিভাগঃ ধর্ম্মপ্রতিপত্তৌ
প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে—

ব্রাহ্মণগতেন” ইতি। “শ্রুতহানিঃ” ইতি। কেবলস্ত্র শ্রুতস্ত্র হানিরিতরসহিতস্ত্র
চাশ্রুতস্ত্র কল্পনা চেত্যর্থঃ। অতিবোহিতমগ্ণং ॥ ৩। ৩। ১০ ॥

গুণবত্পাসনাবিধানস্ম বাস্তবগুণব্যাপ্যানাধিবেকার্থমিদমধিকরণম্। যথৈ-
কস্ত্র ব্রহ্মণঃ সম্প্রদায়াদয়ঃ সত্যকামদয়ঃচ গুণা ন নকীর্ষ্যেবন, এবমানন্দ-
বিজ্ঞানদ্বাদয়ো বিভূতিনিত্যাদিভিঃশ্রুতৈঃ প্রদেশান্তরোক্তৈন নকীর্ষ্যেবন।
তৎসঙ্করৈকী সম্প্রদায়দ্বাদয়োহপি সত্যকামদ্বাদিভিঃ সঙ্কীর্ষ্যেবন। ন হি ব্রহ্মণো
ধর্ম্মিণঃ সত্বে কশ্চিৎশেষ ইতি পূর্বঃ পক্ষঃ।

উপাস্ত্র একেব গুণ অত্রাশ্র শাখাতেও নিকপ্ত অর্থাৎ পরিগৃহীত হয়। [তস্মা...ইতি]
অবশেষে বিচারের উপসংহার এই যে, এক অগচ প্রধান, এরূপ উপাস্ত্রসম্বন্ধীয়
ধর্ম্ম সকল কোঁন এক স্থানে শ্রুত না হইলেও সে সকল প্রদর্শিতপ্রকারে ও কারণে
সংগৃহীত হইবেক ॥ ৩। ৩। ১০ ॥

যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মেব স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে (বুঝাইতে) প্রবৃত্ত,
সে সকল শ্রুতিতে ও অত্রাশ্র শ্রুতিতে ব্যস্ত সমস্ত ক্রমে আনন্দরূপত্ব, জ্ঞানঘনত্ব,
সর্বগতত্ব ও সর্বাত্মকত্ব প্রভৃতি কোন কোন ব্রহ্মধর্ম্ম গুণা যায়। অর্থাৎ এক
শ্রুতিতে আনন্দরূপত্ব ধর্ম্ম শ্রুত আছে, অগচ বিজ্ঞানঘনত্ব ধর্ম্ম শ্রুত নাই।
আবার কোন কোন শ্রুতিতে সমুদায় ব্রহ্মধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, পরন্তু অত্র
এক শ্রুতিতে দেখা যায়, সে সকল ধর্ম্মেব চাই তিনটী ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ কথিত হয়
নাই। ইহাতে সংশয় হয়, আনন্দাদি ব্রহ্মধর্ম্মসকলের মধ্যে যেখানে যেটী শ্রুত
হইয়াছে, সেখানে সেইটাই গৃহীত হইবে? কিংবা একব্যাক্যে, রীত্যন্তসারে সর্বত্রই
সকল গুণি গ্রহণ করিতে হইবে? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল ব্রহ্মধর্ম্ম শ্রোত
বিভাগ অনুসারেই প্রতিপত্তব্য (গ্রহীতব্য)।

এই পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত আপাত-জ্ঞানের ব্যাধাসার্থ সূত্রে বলা হইল, “আনন্দাদয়ঃ

* * আনন্দরূপত্ব-বিজ্ঞানঘনত্ব-সর্বগতত্ব-সর্বাত্মকত্ব-সত্যবাদরূপত্ব তত্রোক্তাঃ সৰ্ব, এব ধর্ম্মাঃ
প্রধানস্ত্র বিশেষাত্ত্র ব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তব্যাঃ। সৰ্বভেদাদিত্যাকুয়া হেতুর্ধোজনীয়ঃ।

আনন্দরূপত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মে পরিকল্পিত, সে সকল এক স্থানে কথিত হয় নাই।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ সর্ব্বৈ সর্ব্বত্র প্রতি-
পত্তব্যাঃ। কস্মাৎ? সর্ব্বাভেদাদেব। সর্ব্বত্র হি তদেবৈকং
প্রধানং বিশেষ্যং ব্রহ্ম ন ভিद्यতে। তস্মাৎ সার্ব্বত্রিকত্বং ব্রহ্ম-
ধর্ম্মাণাং তেনৈব পূর্বাধিকরণাদিতেন দেবদত্তশৌর্য্যাदिनिदर्शनेन।
নস্বৈবং সতি প্রियशिरस्वादयोऽपि धर्म্মাঃ সর্ব্বৈ সর্ব্বত্র সক্ষীर्येयन्।
তথাহি তৈত্তিরীয়কে আनन्दमयमात्रानं प्रक्रम्यान्नायते “तस्य
प्रियमेव शिरो मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उदरः पक्ष आनन्द
आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इति। अत उदरं पठति—
॥ ३। ३। ११ ॥

ব্রাহ্মান্তস্ত বাস্তববিশেষ্যোর্কস্তুধর্ম্মতয়া চাত্ম্যেতয়া চাব্যবস্থাব্যবস্থে
ব্যবতিষ্ঠেতে। বস্তুধর্ম্মো হি যাবৎস্তু ব্যবতিষ্ঠেতে। নাসাবেকক্ৰোক্তোহন্ত্রাত্মকো
নাতীতি শকাৎ বক্তুন্ম। বিশেষস্ত পুরুষপ্রযত্নত্বঃ, পুরুষপ্রযত্নশ্চ যত্র যাবৎগুণ-
বিশিষ্টে ব্রহ্মণি চোদিতঃ, স তাবতোব্যবতিষ্ঠেতে, নাবিহিতমপি গুণং গোচরী-
কর্তুর্মহতি। তস্মাৎ বিধিতস্তদ্ব্যবস্থেচ ব্যবস্থানাং। তস্মাদানন্দবিস্তানাদয়ো
ব্রহ্মতত্ত্বাত্মতয়োক্তা যত্র যত্র ব্রহ্ম শ্রয়তে, তত্র তত্রাত্মকো অপি লভ্যস্তে।
সম্পদ্ব্যমাদবশ্চোপাসনাপ্রবৃত্তাবিধিবিষয়া যথাবিধ্যব্যতিষ্ঠন্তে, ন তু যথাবস্ত্বিতি সিদ্ধম্।
প্রিয়শিবস্বাদীনাম্ তুপাস্তত্ত্বমোপা ত্রায়ো দর্শিতঃ। তস্মাৎ তু বিষয়ঃ সম্পদ্ব্যমাদি-
ব্রহ্মতঃ। মোদনমাত্রঃ মোদঃ। প্রমোদঃ প্রকৃষ্টো মোদঃ। তাবির্মো
পরম্পরাপেক্ষাবূপচরাপচরৌ ॥ ৩। ৩। ১১—১৩ ॥

প্রধানশ্চ”। অর্থ এই যে, আনন্দাদি সমুদায় ধর্ম্মনিচয় প্রধানেন (ব্রহ্মেণ)
সম্বন্ধে সার্ব্বত্রিক। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমুদায় ধর্ম্ম সমাবেশিত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে
হইবেক। কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই অভিন্ন অর্থাৎ এক। [সর্ব্বত্র...
নিদর্শনে] সর্ব্বত্র অর্থাৎ সমুদায় বেদান্তে একাঙ্ক্য ব্রহ্ম প্রধান অর্থাৎ বিশেষ্য-
রূপে কথিত। সে কারণ, কোন এক শাখায় কোন এক বিশেষণ অনভিহিত
হইলেও ব্রহ্ম অভেদ অর্থাৎ এক। (এবই ব্রহ্ম সমুদায় শাখায় উপদ্রষ্ট, সে জন্ত
শাখান্তরোক্ত বিশেষণ শাখান্তরে নীত হয়, বিভিন্ন ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয় না)।
ইতিপূর্বে যে, শৌর্য্যাदिগুণের উদাহরণ দেখান হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্রহ্মগুণের
সার্ব্বত্রিকতা অন্তর্মান কর। [নস্বৈবং...পঠতি] এই সিদ্ধান্তের উপর কেহ কেহ
বলিতে পারেন, আপত্তি করিতে পারেন, তবে প্রিয়শিরস্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মও সার্ব্বত্রিক

না হইলেও অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথিত না হইলেও তাৎপর্য্যবশে বুঝিতে হইবে যে, সমুদায়
গুলিই সর্ব্বত্র প্রধানের অর্থাৎ বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা বিশেষণ। অর্থাৎ যে-কিছু ব্রহ্মের
স্বরূপবিশেষণ সমস্তই সর্ব্বত্র সংগৃহীত হইবে। কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অভেদ ও প্রধান
(বিশেষ)। যখন বিশেষ্যের ভেদ নাই, একই বিশেষ্য সর্ব্বত্র কথিত, তখন, কোন এক স্থানে
কোন এক বিশেষণ কথিত না হইলেও তাহা কথিতের স্থায় গণ্য হইবে।

প্রিয়শিরস্বাত্তাপ্রাপ্তিরূপচয়াপচয়ো হি ভেদে ॥ ৩ । ৩ । ১২ ॥*

প্রিয়শিরস্বাদীনাম ধর্ম্মাণাং তৈত্তিরীয়কে আনাতানাং নাস্ত্য-
ন্যত্র প্রাপ্তিঃ । যৎকারণং প্রিয়ং মোদঃ প্রমোদ আনন্দ ইত্যেতে
পরম্পরাপেক্ষয়া ভোক্তৃস্তরাপেক্ষয়া বোপচি তাপচিতরূপা
উপলভ্যন্তে । উপচয়াপচয়ো চ সতি ভেদে সম্ভবতঃ ।
নির্ভেদস্ত ব্রহ্ম “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । ন চৈতে
প্রিয়শিরস্বাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ । কোশধর্ম্মাস্থেতে ইত্যুপদিষ্টম-

[রত্নপ্রভা । ব্রহ্মৈক্যাচ্ছেদানন্দত্বাদিধর্ম্মাণাং সর্বত্র প্রাপ্তিস্তর্হি সত্ত্বব্রহ্ম-
বিজ্ঞাপ্তধর্ম্মপ্রাপ্তিরপি স্হাদিতি শঙ্কানিরাসার্থঃ সূত্রম্ । ব্যাচষ্টে—প্রিয়েতি ।
পুত্রদর্শনজস্বখং প্রিয়ং, তদ্বার্তাদিনা মোদঃ, তস্ত বিজ্ঞাদ্যতিশয়ে প্রমোদঃ, ইত্যেবং
তারতম্যবস্তো ধর্ম্মাস্বয়ং জ্ঞেয়ে ন প্রাপ্তবন্তি । তেষামব্রহ্মস্বরূপাণাং ব্রহ্মজ্ঞানানু-
পযোগাদিতি ভাবঃ । তেষাং ব্রহ্মধর্ম্মত্বং চাসিদ্ধমিত্যাহ—ন চৈত ইতি । ব্রহ্মনি
অর্থাৎ তৈত্তিরীয়োক্ত “প্রিয়মেব শিরঃ” ইত্যাদি ঈ শৃণুও অত্র শাখায় নীত
হইবে ? এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ ১২ সূত্র বলা হইল ॥ ৩ । ৩ । ১১ ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পরিপঠিত প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম অত্র শাখায় নীত
হইবে না । কারণ এই যে, মোদ প্রমোদ ও আনন্দ, এ সকল আপেক্ষিক ও
বুদ্ধিহ্রাসযুক্ত । (আপেক্ষিক অর্থাৎ নিমিত্তাধীন ; স্মরণ্য তারতম্যযুক্ত ও হ্রাস-
বুদ্ধিমান্ । স্মরণ্য তারতম্য অথবা ভোক্তার ইতর-বিশেষতাব ব্যতীত
অত্র কিছু নহে । যথা—পুত্র দর্শনজ স্বখ প্রিয়, পুত্রের কুশলাদি জানিলে মোদ,
এবং তাহাতে বিদ্যাদি অতিশয় অর্থাৎ গুণাধিক্য দেখিলে প্রমোদ । অতএব,
প্রিয় মোদ ও প্রমোদ এ সকল স্মরণ্য তারতম্য বা অবস্থাভেদে ব্যতীত অত্র
কিছু নহে ।) ভেদ থাকিলে তাহাতে উপচয় অপচয় অর্থাৎ বুদ্ধিহ্রাস ও তারতম্য
ধর্ম্ম থাকে, তাহা অভেদে থাকিবার সম্ভাবনা কি ? ব্রহ্ম নির্ভেদ—ভেদবর্জিত
অর্থাৎ অদ্বয় বা এক । তাহাতে বুদ্ধিহ্রাস অথবা তারতম্য কিছুই নাই । (কাথেই
মানিতে হইতেছে, প্রিয়শিরস্বাদি ব্রহ্মধর্ম্ম নহে । ব্রহ্ম-ধর্ম্ম না হওয়ায় তাহা অত্র
স্থানোক্ত ব্রহ্মব্যক্যে নীত হয় না) । [ন চৈতে... স্বাদীনাম্] অপিচ, ঐ প্রিয়-

+ তৈত্তিরীয়শ্রুতি “আনন্দময় আত্মা” এই উপকৃমে বলিয়াছেন—“তাঁহার শির (মস্তক)
প্রিয়, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ, আনন্দ আত্মা ও ব্রহ্ম পূজ্য ।” তৈত্তিরীয়শ্রুতি ইত্যাদি
প্রকারে প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম বলিয়াছেন সত্য ; পরন্তু তাহা উপাসনার্থ, কিন্তু স্বরূপবোধনার্থ নহে ।

* ব্রহ্মৈক্যাচ্ছেদানন্দাদিধর্ম্মাণাং প্রাপ্তিঃ সর্বত্র, তর্হি সত্ত্বব্রহ্মবিজ্ঞাপ্তধর্ম্মপ্রাপ্তিরপি
স্হাদিত্যশঙ্ক্যাহ শিরেতি । নিমিত্তাধারে প্রিয়শিরস্বাদীনাম সত্ত্বব্রহ্মধর্ম্মাপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তিনীতিভাবঃ ।
হি যতঃ ভেদে সতি উপচয়াপচয়ো সম্ভবতঃ । প্রিয়াদীনামুপচি তাপত্তিতরূপজ্ঞানদ্বয়ে তৎপ্রাপ্তি-
নীতিতি ন তৎ শঙ্ক্যাহানমিতি ভাবঃ ।

“প্রিয়ই সেই আনন্দময় আত্মার মস্তক, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ, আনন্দ আত্মা
এবং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা মূল পূজ্য” এই যে, তৈত্তিরীয় শাখোক্ত প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম বা গুণ, এ সকল বুদ্ধি-

স্মৃতিঃ “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” ইত্যত্র [বেং সূং ১।১।১২] ।
অপি চ, পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চিত্তাবতারোপায়মাত্রত্বেনৈতে পরি-
কল্পান্তে, ন দ্রষ্টব্যত্বেন । এবমপি, স্তবরামন্ত্রাপ্রাপ্তিঃ প্রিয়-
শিরস্বাদীনাম্ ।

ব্রহ্মধর্মাংস্তেতান্ কৃত্বা শ্রায়মাত্রমিদমাচার্যোগাদর্শিতং প্রিয়-
শিরস্বাদ্যপ্রাপ্তিরিতি । স চ শ্রায়োহন্তেষু নিশ্চিতেষু ব্রহ্মধর্ম-
েষু পাসনারোপদিষ্টমানেষু নেতব্যঃ সম্পদ্বামত্বাদিশু সত্যকামত্বাদিশু
চ । তেষু হি সত্যপ্যুপাশ্রয়ব্রহ্মণ একত্বে প্রক্ৰমভেদাছুপাসনভেদে
সতি নান্যোন্ত্রধর্মাণামন্যোন্ত্র প্রাপ্তিঃ । যথা চ হে ভার্য্যে একং
নৃপতিমুপাসাতে—চামরেণাত্মা ছত্রেণাত্মা । তত্র চোপাশ্রয়কত্বে-

চিত্তাবতারোপায়ত্বেনৈতেষাং প্রাপ্তিঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমপীতি । অজ্ঞেয়ত্বা-
দেবাং ন জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ । কিমর্থং তর্হি স্ত্রুতমিত্যত আহ—

ব্রহ্মধর্মাংস্তিতি । ব্রহ্মধর্ম্যানিতি কৃত্বা । চিন্তাফলমাহ—স চেতি । জ্ঞেয়ে
বাহুধর্মাণামনুপযোগাদপ্রাপ্তিরিতি শ্রায়াং সম্পদ্বামত্বাদীনামপ্রাপ্তিরিতি স্ত্রুতং
শিরস্বাদি (প্রিয়=মুখ ; শিরঃ=মস্তক । কলিতার্থ—স্বথকে আনন্দময় আত্মাব
মস্তক বলিয়া জান, ইত্যাদি) ব্রহ্মের ধর্ম নহে ; ওসকল আনন্দময় কোশের
ধর্ম । এ কথা “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” স্ত্রুত্রে বলা হইয়াছে এবং প্রতিপাদন
করাও হইয়াছে । অত্র কথা এই যে, পবব্রহ্মে চিত্তনিবেশ করাইবার জন্তই ঐ
সকল (মস্তক, পক্ষ ও পুচ্ছ প্রভৃতি) কল্পিত হইয়াছে মাত্র ; উহা ব্রহ্মজ্ঞানার্থ
নহে । অর্থাৎ মহাবাক্য-সমুখ ব্রহ্মজ্ঞানে ঐ সকলের অল্পমাত্রও উপযোগ নাই ।
যদি তাহাই হইল, তবে আর কি জন্ত ঐ সকল অত্র ব্রহ্মবাক্যে নীত হইবে ।

[ব্রহ্ম...মিহাপীতি] বলিতে পার, তবে এ স্ত্রুতের অবতারণা কেন ? কেন,
তাহা বলিতেছি । আচার্য্য বেদব্যাস ঐ সকলকে ব্রহ্মধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া
লইয়া এই প্রিয়শিরস্বাদি স্ত্রুত্রে যুক্তিমাত্র দেখাইয়াছেন । যুক্তি-রচনার ফল বা
উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল ধর্ম বা গুণ উপাসনার্থ উপদিষ্ট, এবং যে সকল ব্রহ্মধর্ম
বলিয়া নিশ্চিত (অসংশয়িত), সে সকলের বিনিয়োগে উক্ত শ্রায় অর্থাৎ ঐ যুক্তি
উপনার্থিত করিবে (দেখাইবে) । যেমন সম্পদ্বামত্ব ধর্ম ও সত্যকামত্ব ধর্ম ।
সর্বত্রই উপাশ্রয় ব্রহ্ম এক সত্য ; কুথাপি, প্রক্ৰমের ভিন্নতায় উপাসনারও ভেদ
স্বীকৃত হয় এবং সেই সেই স্থানেই অত্রাত্ম ধর্ম অত্রাত্ম উপাসনার নীত হয় বা
পাওয়া যায় । যেমন দুই স্ত্রী একই রাজার উপাসনা করে, এক স্ত্রী চামর দ্বারা,
এবং অত্র স্ত্রী ছত্রে দ্বারা । সেখানে যেমন উপাশ্রয় এক হইলেও উপাসনার প্রকার
ভিন্ন হওয়ার উপাসনা-ধর্মের ব্যবস্থা আছে, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে ।

হাসধর্মবিশিষ্ট । অর্থাৎ ঐ সকল ধর্ম হির ধর্ম নহে । এ কারণ, ঐ সকল ধর্ম অপর ব্রহ্মের
বাস্তব ধর্ম নহে । অপর ব্রহ্মে ঐ সকল ধর্ম অপ্রসিদ্ধ ।

হুপ্যুপাসনভেদে ধর্মব্যবস্থা চ ভবতি, এবমিহাপীতি । উপচি-
পচিতগুণত্বং হি সতি ভেদব্যবহারে সগুণে ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে, ন
নিগুণে পরম্ভিনু ব্রহ্মণি । ‘অতো ন সত্যকামত্বাদীনাং ধর্মাণাং
কচিচ্ছ তানাং সর্বত্র প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ । ৩ । ১২ ॥

ইতরে ত্বর্থসামান্যং ॥ ৩ । ৩ । ১৩ ॥*

ইতরে জ্ঞানন্দাদয়ো ধর্ম্যাঃ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায়ৈবোচ্যমানা
অর্থসামান্যং প্রতিপাদ্যন্ত ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ সর্বৈ সর্বত্র
প্রতীয়েন্নিসিতি বৈষম্যম্ । প্রতিপত্তিমাত্রপ্রয়োজনা হি ত ইতি
॥ ৩ । ৩ । ১৩ ॥

ব্যাখ্যায়মিত্যর্থঃ । জ্ঞানাহুপযোগেহপি ধ্যানে তেবাং ধর্মাণামুপযোগাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তেষু হীতি । ধ্যানবিধিপরতন্ত্রাণাং ধর্মাণাং যথাবিধি ব্যবস্তেত্যর্থঃ ।
ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩ । ৩ । ১২ ॥

[রত্নপ্রভা । সম্প্রদায়মত্বাদিধর্ম্মেভ্য আনন্দাদীনাং বৈষম্যং জ্ঞানোপযোগিত্বা-
দিত্যাহ ইতবে স্থিতি । ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩ । ৩ । ১৩ ॥]

(অভিপ্রায় এই যে, যে সকল ধর্ম বা গুণ ধ্যানবিধির অধীন, সে সকলের ব্যবস্থা
সেই সেই বিধিবই অনুরূপ । কিন্তু অহুপযোগী বলিয়া জ্যে ব্রহ্মে সে সকলের
প্রাপ্তি নাই) । [উপচিত...নিত্যর্থঃ] সগুণ ব্রহ্মে ভেদ ব্যবহার হয়, সেই জন্ত
সগুণ ব্রহ্মেই ঐ সকল বুদ্ধিত্বাসম্বন্ধিত গুণ উপপন্ন হয় । নিগুণ পরব্রহ্মে ভেদ-
ব্যবহার হয় না, সুতবাং তাঁহাতে ঐ সকল বুদ্ধিত্বাসম্বন্ধিত গুণের সমাবেশও হয়
না । অতএব, কচিৎ শ্রুত সত্যকামত্বাদিধর্ম্ম অসার্বত্রিক অর্থাৎ সে সকল মাত্র
সেই সেই স্থানেই সেই সেই উপাসনার্থ ব্যবস্থাপিত জানিবে ॥ ৩ । ৩ । ১২ ॥

প্রিয়শিরস্বাদি ও সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম ব্যতীত অত্রাত ব্রহ্মধর্ম্ম সকল অর্থাৎ
আনন্দরূপত্ব ও বিজ্ঞানঘনত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মেব স্বরূপ প্রতিপাদনার্থ
উপদিষ্ট, সে সকল প্রতিপাত্ত ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীর একত্ব বিধায় সর্বত্রই প্রতীত হয়,
সমুচিত হয় না । অতএব, প্রিয়শিরস্বাদি ধর্ম্ম ও স্বরূপবোধক আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্ম
সমান নহে । সমান নহে বলিয়াই তাহাঁ উক্ত ত্রায়ের (উক্তির) অবিষয় ॥ ৩ । ৩ । ১৩ ॥

* আনন্দাদীনাং সম্প্রদায়মত্বাদিসাম্যং নাশঙ্কনীয়মিতি তুশঙ্কাবোধেহনুসঙ্গেবঃ । অর্থস্ত প্রতি-
পাত্ত ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ ইতরে আনন্দরূপত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সর্বৈ সর্বত্র প্রতীয়েন্নিসিতি তেবাং
সম্প্রদায়মত্বাদিবৈষম্যাৎ সর্বত্রোপসংহর্তব্যতা-ব্যাঘাত ইতি সূত্রার্থঃ ।

প্রিয়শিরস্বাদি ও সত্যকামত্বাদি বিধানানুসারে ব্যবস্থাপিত হয় । ঐ সকল ধর্ম্ম সার্বত্রিক নহে,
এ কারণ দ্বারা আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্মের অসার্বত্রিকতা আইসে না । কারণ এই যে, প্রতিপাত্ত জ্যে
ব্রহ্ম অম্বর বা এক, সেই জন্ত তৎস্বরূপবোধক সে কিছু, সে সমস্তই সার্বত্রিক অর্থাৎ সর্বত্র
প্রতীতিব বিষয় হব । ফলিতার্থ—জ্যে ব্রহ্মে ব্রহ্মধর্ম্মেব প্রাপ্তি হব না ।

আখ্যানায় প্রয়োজনাভাবঃ ॥৩৩১৪॥*

কাঠকে পঠ্যতে—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ” ইত্যরভ্য—

“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।” ইতি।

তত্র সংশয়ঃ—কিমিমে সর্ব্ব এবার্থাদয়স্ততস্ততঃ পরত্বেন প্রতিপাদ্যন্তে ? উত পুরুষ এবৈভ্যঃ সর্ব্বৈভ্যঃ পরঃ প্রদীপাদ্যতে ? ইতি। তত্র তাবৎ সর্ব্বৈষামেবৈষাং পরত্বেন প্রতিপাদনমিতি ভবতি মতিঃ। তথা হি শ্রুয়তে—ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিতি। ননু বহুত্বার্থেষু পরত্বেন প্রতিপিপা-

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যাঃ” ইতি। কিমত্র সর্ব্বৈষামেবার্থাদীনাং পরত্বং প্রতিপিপাদয়িষিতম্, আহো পুরুষশ্চৈব। তৎপ্রতিপাদনার্থক্ষেত্রেবৈষাং পরত্বপ্রতিপাদনম্। তত্র প্রত্যেকমর্থাদিপবত্বপ্রতিপাদনশ্রুতে: শ্রয়মাণতত্ত্বংপবত্রে চ সম্ভবতি, ন তত্ত্বততিক্রমে সর্ব্বৈষামেকপবত্বাধ্যবসান্, শ্রাযাম্। ন চ প্রয়োজনাভাবদসম্ভবঃ।

কঠ উপনিষদে পঠিত হইয়াছে—“ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অর্থ (বিসয়) পর, অর্থাপেক্ষা মন পব (শ্রেষ্ঠ বা বড়)।” ইত্যাদি। ঐ বাক্যের শেষে আছে, “পুরুষ অপেক্ষা পর এমন কিছুই নাই। পুরুষই পরা কাষ্ঠা এবং পরমা গতি।” এখানে এই সংশয় হয় যে, ঐ সকল অর্থাদি কি উক্ত বাক্যে পর পব শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে ? কিংবা ঐ বাক্য একমাত্র পুরুষেরই সর্ব্বপবত্ব প্রতিপাদন (বোধন) কবিতোছে ? [তত্র...ক্রমঃ] এই বিষয়ে বলা যায়, প্রত্যেক পদার্থেরই উত্তরোত্তর পবত্ব (প্রধানত্ব) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাও অভিহিত হইয়াছে। যথা—“ইহা ইহা অপেক্ষা প্রধান, ইহা অমুক অপেক্ষা প্রধান।” ইত্যাদি। যদি বল, বহু বস্তুব প্রাধান্ত প্রতিপাদন করিতে গেলে বাক্যভেদ হইবে, অর্থাৎ এক-বাক্যভা ভঙ্গ হইয়া বহু বাক্য হইবে ; আমরা বলিব, বাক্যভেদ দোষ হইবে না। বহু বাক্যই হইবে। ঐ স্থলে বহু

* “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যাঃ” ইত্যাদৌ কাঠকবাক্যে প্রয়োজনাভাবঃ নৈকল্যাৎ নার্থাদীনাং পরত্বপ্রতিপাদনং, সফলত্বাৎ পুরুষশ্চৈব তু প্রাধান্তেন প্রতিপাদ্যতম্। আখ্যানায় আখ্যানপূর্ব্বকার-সমাগ্ধর্শনায সমাগ্ধর্শনার্থমিতি যাবৎ। তত্রাকলানামর্থাদীনাং পরত্বকথনং পুরুষশেষতয়েতি দ্রষ্টব্যম্।

কঠ উপনিষদে যে “ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অর্থ পর” ইত্যাদি কথা আছে এবং উহার শেষ বাক্যে যে, পুরুষের পরত্ব কথন আছে, সে সকল কথাই তত্ত্বজ্ঞানেব উপকারার্থ পুরুষেই পরাংপরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেননা, অর্থাদির পরত্ব বর্ণনে ফলাভাব ; পরত্ব পুরুষের সর্ব্বপবত্ব জ্ঞানে মুক্তিরূপ ফল আছে।

দয়িষিতেষু বাক্যভেদঃ স্মৃৎ । নৈষ দোষঃ । বাক্যবহুত্বোপ-
পত্তেঃ । বহুত্বেনৈব হেতানি বাক্যানি প্রভবন্তি বহুনর্থান্ পর-
ত্বোপেতান্ প্রতিপাদয়িতুम् । তস্মাৎ প্রত্যেকমেবাং পরত্ব-
প্রতিপাদনমিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

পুরুষ এবৈভ্যঃ সৰ্বৈভ্যঃ পরঃ প্রতিপাদ্যত ইতি যুক্তং, ন
প্রত্যেকমেবাং পরত্বপ্রতিপাদনম্ । কস্মাৎ ? প্রয়োজনাভাবাৎ ।
ন হীতরেষু পরত্বেন প্রতিপন্নেষু কিঞ্চিং প্রয়োজনং দৃশ্যতে
শ্রীয়েতে বা । পুরুষে হিন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরস্মিন্ সৰ্বানর্থব্রাতাতীতে
প্রতিপন্নৈ দৃশ্যতে প্রয়োজনং মোক্ষসিদ্ধিঃ । তথা চ শ্রুতিঃ

সৰ্বৈষামেব প্রত্যেকং পবিত্রাভিধানাধ্যানপ্রয়োজনত্বাৎ । তত্তদাধ্যানানাঞ্চ
প্রয়োজনবৎস্বতেঃ । তথা হি শ্রুতিঃ—

“দশ মনস্তবাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ ।

ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্রং জ্ঞাতিমানিকাঃ ॥

বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজরাঃ ।

পূর্ণং শতসহস্রস্ত তিষ্ঠন্ত্যব্যাক্তচিন্তকাঃ ॥

পুরুষং নিগুণং প্রাপ্য কালসম্ভ্যা ন বিদ্যতে ॥” ইতি

প্রামাণিকত্ব বাক্যভেদশ্রুত্যাভ্যুপেয়ত্বাৎ প্রত্যেকং তেষামর্থাদীনাং পবিত্রপরাণ্যে-
তানি বাক্যানীতি প্রাপ্ত উচ্যতে ।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃদী ইত্যেন তাবৎসন্দর্ভে বস্তুত্বপ্রতিপাদনপরঃ প্রভীয়েতে,
নাধ্যানবিধিপরঃ, তদশ্রুতেঃ । তদত্র যৎপ্রত্যয়ত্ব সাক্ষাৎ প্রয়োজনবৎসং দৃশ্যতে,
তৎপ্রত্যয়পরত্বং সৰ্বৈষাম্ । দৃষ্টং বিষ্ণোঃ পরমপদজ্ঞানস্ত নিখিলানর্থসংসার-
কারণাবিছোপশমঃ । তত্ত্বজ্ঞানোদয়স্ত বিপর্যাসোপশমলক্ষণত্বেন তত্র তত্র দর্শনাৎ ।

বাক্যই উপপন্ন হয় । বাক্য বহু হইলে অবশ্যই সে সকল বহুপরত্বযুক্ত অর্থ বোধন
করিতে সমর্থ হইবে । অতএব, ঐ বাক্যে ঐ সকলের প্রত্যেকেব পরত্বই প্রতি-
পাদিত হইয়াছে । এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে ১৪ সূত্র বলা হইল ।

[পুরুষ...সিদ্ধিঃ] এ হুমাত্র পূর্ববই ঐ সূত্রের পর, ইহাই ঐ বাক্যের প্রতি-
পাদ্য । ঐ বাক্যে উল্লিখিত পদার্থ-রাশির প্রত্যেকের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হয়
নাই, পুরুষেরই সর্বপ্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে । কারণ এই যে, পুরুষাতিবিক্ত
পদার্থের প্রাধান্য প্রতিপাদন করার প্রয়োজন বা কোনরূপ ফল নাই । অর্থাৎ
পদার্থকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করার কোনরূপ ফল দেখা যায় না এবং তাহা
শাস্ত্রেও শুনা যায় না । কিন্তু সর্বপর ও সর্বানর্থাতীত পরমপুরুষ জ্ঞানে মোক্ষ-
রূপ ফল দেখা যায় । [তথাচ...প্রধানম্] এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—“অধি-

“নিচায্য তং যত্ন্যমুখাং প্রমুচ্যতে” ইতি ।^{*} অপি চ, পরপ্রতি-
ষেধেন কাষ্ঠাদিশব্দেন চ পুরুষবিষয়মাদরং দর্শয়ন্ পুরুষপ্রতি-
পত্ত্যর্থৈব পূর্বাপরপ্রবাহোক্তিরিতি দর্শয়তি—আধ্যান্নায়েতি ।
আধ্যানপূর্বকায় সম্যগদর্শনায়েত্যর্থঃ । সম্যগদর্শনার্থমেব হীহাধ্যান-
মুপদিশ্যতে, ন হ্যাধ্যানমেব স্বপ্রধানম্ ॥ ৩। ৩। ১৪ ॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ৩। ৩। ১৫ ॥*

ইতচ্চ পুরুষপ্রতিপত্ত্যর্থৈবেয়মিঙ্গিয়াদিপ্রবাহোক্তিঃ, যৎ-
কারণং—

“এষ সর্বেষু ভূতেশু গৃঢ়োত্তমা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥” ইতি—

অর্থাদিপরত্বপ্রত্যয়ন্ত তু ন দৃষ্টমস্তি প্রয়োজনম্ । ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ত্র্যয়া ।
ন চ পরমপুরুষার্থহেতুপরত্বে সম্ভবত্যবাস্তবপুরুষার্থতোচিতি । তন্মাদৃষ্টপ্রয়োজন-
বত্বাং পুরুষপরত্বপ্রতিপাদনার্থোহয়ং সন্দর্ভ ইতি গম্যতে । কিঞ্চাদরাদপ্যয়মেবা-
ন্তার্থ ইত্যাহ—“অপি চ পরপ্রতিষেধেন” ইতি । নহত্রাধ্যানবিধিনির্নাস্তি, তৎ কথ-
মুচ্যত আধ্যান্নায়েত্যত আহ—“আধ্যান্নায়” ইতি ॥ ৩। ৩। ১৪ ॥

অনধিগতার্থপ্রতিপাদনস্বভাবত্বাং প্রমাণানাং বিশেষতশ্চাংগমন্ত, পুরুষ-

কারী পরাংপর পুরুষ সাক্ষাৎকারেব অনন্তর যত্ন্যমুখ ইহিতে মুক্ত (সংসারমুক্ত)
হয় ।” আরও দেখ, ক্রটি পব-প্রতিষেধ ‘ও কাষ্ঠাদি (কাষ্ঠা=সীমা) শব্দের
প্রয়োগ করিয়া পুরুষের পরত্বেই আদর দেখাইয়াছেন । তাহাতেও বুঝা যাই-
তেছে যে, কেবল পুরুষ-জ্ঞানেব জ্ঞত্বই ঐ পরোক্তিপ্রবাহের কথন । আচার্য্য
বেদব্যাস এই শ্রোত তৎপর্য্য প্রদর্শনার্থ এই ১৪শ সূত্র বলিয়াছেন । ১৪শ সূত্রের
অর্থ এই যে, ঐ উক্তি ধ্যানমূলক তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভাবনার্থ, ইতর পদার্থের প্রাধান্ত
খ্যাপনার্থ নহে । অমুক অপেক্ষা অমুক পর, এ আধ্যান (ভাবনা)
তত্ত্বজ্ঞান দর্শনার্থ উপদিষ্ট ; ধ্যানপ্রাধান্যার্থ অথবা অর্থাদিপ্রাধান্তার্থ উপদিষ্ট
নহে ॥ ৩। ৩। ১৪ ॥

ঐ ইঙ্গিয়াদিপ্রবাহোক্তি যে পুরুষজ্ঞানার্থ, তাহা তৎপ্রকরণস্থ আত্মশব্দের
দ্বারাও স্থিরীকৃত হয় । কাঠকপ্রতি পুরুষের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, “সমুদায়
ভূতে গৃঢ় এই আত্মা (আপাত জ্ঞানে) প্রকাশিত হন না ; কিন্তু তিনি

* আত্মশব্দাদপি তত্র পুরুষপ্রতিপাত্ততেতি বোজনীয়ম্ ।

ঐ বাক্যে আত্মশব্দের প্রবেশ হইয়াছে, তদ্বারাও ঐ বাক্যের পুরুষপ্রতিপাত্ততা প্রতীত
হয় ।

প্রকৃতং পুরুষমাত্মৈত্যাহ । অতশ্চানাত্মত্বমিতরেবাং বিব-
ক্ষিতমিতি গম্যতে । তস্মৈব চ দুর্বিজ্ঞানতাং স্ত্রুসংস্কৃতমতি-
গম্যতাক্ষ দর্শয়তি । তদ্বিজ্ঞানায়ৈব চ “যচ্ছেদ্বাদ্বানসী প্রাজ্ঞঃ”
ইত্যাখ্যানং বিদধাতি । তদ্ব্যাখ্যাতম্ “আনুমানিকমপ্যেকেষাম্”
ইত্যত্র [বে० সূ० ১।৪।১] ।

এবমনেকপ্রকার আশয়াতিশয়ঃ শ্রুতেঃ পুরুষে লক্ষ্যতে,
নেতরেষু । অপি চ “সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিক্ষোঃ পরমং
পদম্” ইত্যুক্তে কিংতদধ্বনঃ পারং বিক্ষোঃ পরমং পদমিত্যশ্রামা-
কাজ্জামিন্দ্রিয়াদানুক্রমণাং পরমপদপ্রতিপত্ত্যর্থ এবায়মায়াস
ইত্যবসীয়তে ॥ ৩ । ৩ । ১৫ ॥

শব্দবাচ্যস্ত চাত্মনঃ স্বয়ং ঐতৈব হ্রদধিগমস্বাধারণাং, বস্তুতঃ হ্রদধিগমস্বাং,
অর্থাদীনাঞ্চ স্ত্রুগমস্বাং, তৎপবনত্বমেবার্থাদিপবনত্বাভিধানশ্চেত্যর্থঃ ।

শ্রুতেরাশয়াতিশয় ইবাশয়াতিশয়ঃ, তত্ত্বাৎপর্যতেতি যাবৎ । কিঞ্চ
শ্রুত্যন্তরাপেক্ষিতাভিধানাদপ্যেবমেব, অর্থাদিপরয়ে তু স্বরূপেণ বিবক্ষিতেনা-
পেক্ষিতং শ্রুতিরচষ্ট ইত্যাহ—“অপি চ সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি” ইতি ॥৩।৩।১৫॥

স্বল্পদর্শীর শ্রেষ্ঠতম সূক্ষ্মবুদ্ধিতে দৃষ্ট বা প্রকাশিত হইয়া থাকেন ।” [অতশ্চানাত্মত্ব
...নেতরেষু] ঐ শ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, পুরুষ অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয়,
তাহা ধ্যানাদিসংস্কৃত বুদ্ধির গম্য, তদতিবিস্তৃত যে-কিছু—সমস্তই অনাত্মা এবং
একমাত্র পুরুষই মুখ্য আত্মা । এই পুরুষ-নামক মুখ্য আত্মার সাক্ষাৎকারার্থ
“বুদ্ধিমান্ উপাসক বাগিন্দ্রিয়কে মনে বিলীন বা স্থাপন করিবেন” ইত্যাদি
ইত্যাদি আধ্যানের (চিন্তারূপ উপাসনাব) বিধান হইয়াছে । প্রথমাধ্যায়ের
চতুর্থ পাদের ১ম সূত্রে এ সকলের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে ।

শ্রুতিতে পুরুষবিষয়েই এইরূপ ও অন্তরূপ আশয়াতিশয় (পুরুষসাক্ষাৎকারার্থ
ধ্যানের প্রকারবাহ্যরূপ শ্রুতি-তাৎপর্য) দেখা যায়, অন্তপদার্থবিষয়ে নহে ।
[অপিচ...সীয়তে] আরও দেখ, শ্রুতি “সে পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত
হয়” এইরূপ বলাতে যে আকাজ্জা হইয়াছিল, “পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ—
তাহা কি ? কিংস্বরূপ ?” ইত্যাকার জিজ্ঞাসা হইতেছিল, সেই জিজ্ঞাসা পরি-
পূরণার্থ শ্রুতি ঐরূপে ইন্দ্রিয়াদির উল্লেখ করিয়াছেন । (ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরার্থা
ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন ।) ইহাতেও নিশ্চয় হইতেছে যে, শ্রুতি উপাসককে
পরম পদ বুঝাইবার জন্তই ঐ আয়াস (অধিক বর্ণনা করার ক্লেশ) স্বীকার
করিয়াছেন ॥ ৩ । ৩ । ১৫ ॥

আত্মগৃহীতিরিতরবহুত্তরাৎ ॥ ৩। ৩। ১৬ ॥*

ঐতরেয়কে শ্রুয়তে “আত্মা বা ইদমেক এবাং আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিমং, স ঐক্ষত লোকান্মু সৃজা ইতি, স ইমাল্লোকানসৃজতাস্তো মরীচীশ্মর আপঃ” ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ— কিং পর এবাত্মা ইহাত্মশব্দেনাভিলপ্যতে? উতান্যঃ কশ্চিৎ? ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? ন পরমাত্মেহাত্মশব্দাভিলপ্যো ভবিতুমর্হীতি। কস্মাৎ? বাক্যান্বয়দর্শাৎ। ননু বাক্যান্বয়ঃ

শ্রুতিশ্রুত্যাঁহি লোকসৃষ্টিঃ পরমেশ্বরাদিষ্টিতা—পরমেশ্বরহিরণ্যগর্ভকর্তৃকো-
পলঙ্কা। সেয়মিহ মহাভূতসর্গমনভিধায় প্রাথমিকী লোকসৃষ্টিকপলভ্যমান-
বাস্তবৈশ্বর্যকার্য্যা প্রাপ্তংপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণকাবাস্তবৈশ্বর্যসম্বন্ধিতয়া গময়তি,

ঐতরেয় উপনিষদে আছে, “সৃষ্টির পূর্বে এ সকল এক আত্মাকপেই ছিল, স্পন্দমান অত্র কিছু ছিল না। আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব। পবে তিনি অন্তঃ, মবীচী, মর ও আপ, এ সকল লোক সৃজন করিলেন। (অন্তঃ=স্বর্গ, মবীচী=অন্তরিক্ষ, মর=মর্ত্য-লোক, আপ=পাতাল-লোক)।” এখানে সংশয়—ঐ আত্মশব্দে পরমাত্মার কখন হইয়াছে? কি অত্র কিছু অভিহিত হইয়াছে? কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—পরমাত্মা ঐ আত্মশব্দের অভিলাপ্য নহে। কারণ, ঐ স্থলে বাক্যান্বয় থাকা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ঐ বাক্য স্বত্রাত্ম-উপাসনার প্রতিপাদক; সুতরাং তত্রস্থ আত্মশব্দ স্বত্রাত্মারই গ্রাহক (বোধক), পরমাত্মার গ্রাহক নহে। [ননু...ইতি] কেহ হয় ত বলিবেন, ঐ বাক্যে যখন উৎপত্তির পূর্বে আত্মৈক্যের অবধারণ ও আলোচনাপূর্বক সৃজন করা কথিত হইয়াছে, তখন উহা (ঐ বাক্য) প্রকারান্তরে পরমাত্মপর বা পরমাত্মবোধক হইতেছে। এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ বাক্য পরমাত্ম-বোধক হইতে পারে না। কারণ এই যে, ঐ বাক্য লোকসৃষ্টি বলিতেছে। ঐ বাক্যে যদি সর্ব প্রকৃতি পরমাত্মাব কখন হইত, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে, মহাভূত সৃষ্টি বলা হইত। তাহা বলা হয় নাই, বরং লোকসৃষ্টিই বলা হইয়াছে। লোক

* আত্মা বা ইদমিত্যাদিবাত্মগৃহীতিঃ পরমাত্মগ্রহণং জ্ঞায়াম্। কৃতঃ? উত্তরাৎ বাক্যশেষাৎ স ঐক্ষতেত্যাদিকাৎ। ইতরবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথেষ্টতরেণ তদ্ব্যবহৃত্যাদিকেণ সৃষ্টিবাক্যেণ পরমাত্মানো গ্রহণং। যথাবৈতরস্মিন্ লৌকিকাত্মশব্দপ্রয়োগে প্রত্যগাত্মৈব মুখ্যো গৃহ্যতে, তথ-
হাপীতার্থঃ। অত্র মহাভূতসৃষ্টিপূর্বকং লোকানসৃজতেতি শ্রুতিক্রিয়াধোয়া।

“যখন এ সকল সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র আত্মা ছিলেন” এই ঐতরেয় শ্রুতিতে আত্মশব্দ আছে। অন্তান্ত সৃষ্টিবাক্যেব দৃষ্টান্তে এ আত্মশব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবেক। তৎপ্রতি হেতু—উত্তর বাক্য অর্থাৎ ঐ প্রত্যবের শেষ বাক্য। পরমাত্মগ্রহণযোগ্য বিশেষণান্তরও আছে।

সুতরাং পরমাত্মবিষয়ো দৃশ্যতে, প্রাপ্তপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণাৎ,
ঈক্ষণপূর্বকশ্রুত্ববচনাচ্চ । নেতৃত্বাচ্যতে । লোকসৃষ্টিবচনাৎ ।
পরমাত্মনি হি শ্রুতরি পরিগৃহ্যমাণে মহাভূতসৃষ্টিরাদৌ বক্তব্য ।
লোকসৃষ্টিস্থিহাদাবুচ্যতে । লোকাশ্চ মহাভূতসন্নিবেশবিশেষাঃ ।
তথা চান্তঃপ্রভৃতীন্ লোকহেনৈব নির্বক্তি “অদোহন্তঃ পরেণ
দিবম্” ইত্যাদিনা । লোকসৃষ্টিশ্চ পরমেশ্বরাদিষ্ঠিতেনাপরেণ
কেনচিদীশ্বরেণ ক্রিয়ত ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোরুপলভ্যতে । তথা
হি শ্রুতিভবতি “আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ” ইত্যাদ্যা ।
স্মৃতিরপি—

“স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।

আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্যে সমবর্তত ॥” ইতি ।

ঐতরেয়িণোহপি “অথাতো রৈতসঃ সৃষ্টিঃ । প্রজাপতে
রৈতো দেবাঃ” ইত্যত্র পূর্বস্মিন্ প্রকরণে প্রজাপতিকর্তৃকাং
পারমেশ্বরসর্গস্থ মহাভূতাকাশাদিভ্যাং, অস্ত চ তদৈপরীত্যাং । অস্তি হি তস্মৈ-
বৈকস্তু বিকারান্তরাপেক্ষ্যাগ্রভমস্তি চেক্ষণম্ ।

অপি চৈতদস্মিন্নৈতরেয়কে পূর্বস্মিন্ প্রকরণে প্রজাপতিকর্তৃকৈব লোকসৃষ্টি-
কৃত্য । তদনুসারাদপ্যোতদেং বিজ্ঞায়তে । অপি চ, তাত্যো গামানয়দিত্যাদয়শ্চ
ব্যবহারাঃ শ্রুত্যোক্তা বিশেষবদ্বপরমাত্মনু প্রসিদ্ধাঃ । ততোহপ্যাবান্তরেখর এব
কি ? তাহা বিবেচনা কর । লোক সকল মহাভূতেরই বিতাস-বিশেষ,
অন্ত কিছু নহে । সেই জন্তই শ্রুতি “অন্তরিক্ষের পর অন্তঃ অর্থাৎ স্বর্গ”
ইত্যাদি ক্রমে অন্তঃপ্রভৃতি শব্দের নির্বচন (বুৎপত্তি) বলিয়াছেন ।
অপিচ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে দেখা যায়, লোকসৃষ্টি (বাহ্য মহাভূতেরই
রচনা বা বিতাস-বিশেষ, তাহা) ঈশ্বরাদিষ্ঠিত কোন কিছুকর্তৃক সম্পন্ন
হয় । শ্রুতি যথা—“লোকসৃষ্টির পূর্বে এ সকল পুরুষাকার আত্মা ছিল ।”
(নরাকার আত্মা ব্রহ্মা) ইত্যাদি । স্মৃতি যথা—“লোকসৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা উপপন্ন
হন । ইনিই প্রথম শরীরী এবং ইহঁকেই লোক ও শাস্ত্র পুরুষ বলে । ইনিই
প্রাণি-নিবহের আদি-কর্তা ।”

[ঐতরে...ইত্যত্র] ঐতরেয়শাখাধ্যায়ীরাও প্রথম প্রস্তাবে প্রজাপতির বিচিত্র
সৃষ্টি বর্ণন করিয়া থাকেন । যথা—“ইহারই পরে রৈতসী সৃষ্টি হয় । দেবতা
সকল প্রজাপতির রৈতঃ অর্থাৎ কার্য্য ।” (প্রজাপতি কারণ, দেবতা ও লোক
সকল তাঁহার কার্য্য । “পূর্বে এ সকল পুরুষবিধ অর্থাৎ নরাকার আত্মা ছিল ।”

বিচিত্রাং সৃষ্টিমায়নন্তি। আত্মশব্দোহপি তস্মিন্ প্রযুক্ত্যমানো
দৃশ্যতে—“আত্মবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ” ইত্যত্র। একত্বা-
বধারণমপি প্রাপ্তপক্ষে স্ববিকারাপেক্ষমুপপদ্যতে। ঈক্ষণমপি
তস্মৈ চেতনত্বাভ্যুপগমাদুপপন্নম্। অপি চ, “তাভো গামানয়ৎ,
তাভ্যোহশ্বমানয়ৎ, তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ, তাশ্চাক্রবন্” ইত্যেব-
জ্ঞাতীয়কো ভূয়ান্ ব্যাপারবিশেষো লৌকিকেষু বিশেষবৎস্বাত্মস্ব
প্রসিদ্ধ ইহানুগমাতে। তস্মাৎ বিশেষবানুব কশ্চিদিহাত্মা
স্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

পর এবাত্মেহাত্মশব্দেন গৃহ্যতে, ইতরবৎ। যথেষ্টরেষু
সৃষ্টিশ্রবণেষু “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মান আকাশঃ সমুতঃ” ইত্যেব-
বিজ্ঞায়তে। আত্মশব্দপ্রয়োগশ্চাত্মপি দৃষ্টঃ, তস্মাদপরাত্মাভিলাপোহয়মিতি প্রাপ্ত-
উচ্যতে।

পরমাত্মনো গৃহীতিরিহ। যথেষ্টরেষু সৃষ্টিশ্রবণেষু “এতস্মাদাত্মান আকাশঃ
সমুতঃ” ইত্যাদিষু। তস্মাদুত্তরাৎ স ঈক্ষতেতীক্ষণপূর্ণক-শ্রষ্ট ত্রশ্রবণাদাত্মৈত্যবধা-
এই ক্ষতিতে প্রজ্ঞাপতিব প্রতি আত্মশব্দেব প্রয়োগ হইয়াছে। [একত্বাব...
পন্নম্] লোকসৃষ্টির পূর্বে যে, একত্বাবধারণ শ্রুত হইয়াছে, তাহা স্ববিকারাপেক্ষায়ও
উপপন্ন হয়। (প্রজ্ঞাপতিই প্রজ্ঞাপত্য সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, এ সকল ছিল না,
এইকপে এই একত্ববাদ সম্ভব হইতে পারে) এবং তাঁহার চেতনত্ব স্বীকৃত
পাকায় ঈক্ষণও অর্থাৎ আলোচনাও সম্ভব হয়। [অপিচ...ক্রমঃ] আরও
দেখ, “তিনি প্রজ্ঞাদিগেব প্রীতিব জন্ত গো আনয়ন করিলেন, তাহাদিগের
জন্ত অশ্ব আনয়ন করিলেন, তাহাদিগের জন্ত পুরুষ আনয়ন করিলেন,
তখন তাহারা বলিল, আমরা তৃপ্ত হইলাম।” এইরূপ বিশেষ বিশেষ বহু-
ব্যাপার লৌকিক সবিশেষ (ভেদ) আত্মসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ; সুতরাং তদৃষ্টান্তে
প্রদর্শিত শ্রুতিতত্ত্ব সবিশেষ আত্মার গ্রহণ শ্রাব্য, ইহা বেশ বুঝা যায়।
“প্রদর্শিত প্রকারে অগ্রে একমাত্র আত্মা ছিলেন, তিনি আলোচনা করি-
লেন, করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন” এখানে প্রজ্ঞাশ্রষ্টা বিশেষবান্ আত্মা,
ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় (বুঝা যায়), নির্বিশেষ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না।
এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্তার্থ এই ১৬ সূত্র বলা হইল।

[পর...শ্রাব্যম্] যেমন অত্যাগত সৃষ্টিবাক্যে আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ
হয়, তেমনি, এতদ্বাক্যস্ব আত্মশব্দেও পরমাত্মার গ্রহণ হইবে। “সেই এই
আত্মা হইতে আকাশ সমুত হইয়াছে” ইত্যাদি বাক্যে যেমন আত্মশব্দে পর-
মাত্মার গ্রহণ এবং লৌকিক প্রয়োগেও আত্মশব্দে মুখ্য প্রত্যগাত্মার গ্রহণ,

মাদিষু পরমাত্মানো গ্রহণং, যথা বেতরস্মিন্ লৌকিকাত্মশব্দ-
প্রয়োগে প্রত্যগাত্মৈব মুখ্য আত্মশব্দেন গৃহ্যতে, তথেষাপি ভবিষ্য-
মহতি । যত্র তু “আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যেবমাদৌ পুরুষ-
বিধ ইত্যেবমাদি বিশেষণান্তরং শ্রীয়েতে, ভবেৎ তত্র বিশেষবত
আত্মানো গ্রহণম্ । অত্র পুনঃ পরমাত্মগ্রহণানুগুণমেব বিশেষণ-
মপ্যন্তরমুপলভ্যতে “স ঐক্ষত লোকান্মু সৃজৈ” ইতি, “স
ইমাল্লোকানসৃজত” ইত্যেবমাদি । তস্মাৎ তস্মৈব গ্রহণমিতি
শ্রাব্যম্ ॥ ৩। ৩। ১৬ ॥

অনুয়াদিতি চেৎ স্মাদবধারণাৎ ॥ ৩। ৩। ১৭ ॥*

বাক্যাস্বয়দর্শনাৎ ন পরমাত্মগ্রহণমিতি পুনর্যত্নস্তং, তৎ পরি-
হর্তব্যমিত্যত্রোচ্যতে—স্মাদবধারণাদিতি । ভবেদুপপন্নং পর-
রণাচ্চ । এতদভিসংহিতম্—মুখ্যং তাবৎ সর্গাৎ প্রাক্বেদলভ্যমাত্মপদস্তং সৃষ্টৃষক
পরমেশ্বরস্তাত্ৰ ভবতঃ । তদসত্যামনুপপত্তৌ নাত্তত্র ব্যাখ্যাভ্যুচিতম্ ॥ ৩। ৩। ১৬ ॥

ন চ মহাত্মত্বস্থানভিধানেন লোকসৃষ্টাভিধানমনুপপত্তিবীজম্ । আকাশ-
পূর্বকায়ঃ বস্তুতো ব্রহ্মণঃ সৃষ্টৌ যথা ক্লৃতিভেদঃ পূর্বকসৃষ্টাভিধানং ন বিকথ্যতে,
তেমনি, এখানেও অর্থাৎ উদাহৃত শ্রুতিতেও পরমাত্মার গ্রহণ হইবে ।
যে স্থানে দেখিবে, “পূর্বে এ সকল আত্মাত্ম ছিল” ইত্যাদি প্রয়োগেব পর
“পুরুষবিধ” বিশেষণ আছে, সে স্থলে বিশেষণেব অনুবোধে সবিশেষ আত্মার
(সমুপ ব্রহ্মের) গ্রহণ করিতে পার । কিন্তু এখানে (উদাহৃত শ্রুতিতে)
সে রূপ বিশেষণ না থাকায় প্রত্যুত তদন্তরে পরমাত্মাব অন্তগুণ বিশেষণ
থাকায় পবমাত্মার গ্রহণই শ্রাব্য । উত্তরে অর্থাৎ পবে যে পরমাত্মাব অন্তগুণ
বিশেষণ (পবমাত্মায় সঙ্গত হয়, এরূপ বিশেষণ) আছে, সেই বিশেষণ
এই—“তিনি ঐক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি লোকসৃজন কবির ।”
“তিনি এই সকল (পশ্চাত্ত্বক) লোক সৃজন করিয়াছেন ।” ইত্যাদি ।
অতএব, উদাহৃত সৃষ্টিবাক্যস্থ আত্মার পরমাত্মত্বই শ্রাব্য ॥ ৩। ৩। ১৬ ॥

পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন, বাক্যাস্বয় (পূর্বাপর বাক্যের সম্বন্ধ) দেখা
যায়, সেই কারণে ঐ আত্মশব্দ পবমাত্মার বোধক নহে । পূর্বপক্ষবাদীর
এই পক্ষ নিরাস করা কর্তব্য বলিয়া ১৭ সূত্র অবতারণিত হইল । বাদী

* অস্বয়াৎ বাক্যাস্বয়দর্শনাৎ ন পবমাত্মগ্রহণং স্মাদিতি যত্নস্তং—তৎ প্রত্যাচ্যতে স্মাদিতি ।
অবধারণাৎ ব্রহ্মাত্মত্বাবধারণদর্শনাৎ পরমাত্মগ্রহণমেব স্মাদিতি বোজনা ।

বাদী বলিয়াছিলেন, পূর্ববাক্যের অস্বয় (অনুবর্তন) থাকে দেখা যায়, স্মতরাং উদাহৃত শ্রুতিস্থ
আত্মা পরমাত্মা নহে । বাদীর এই কথার প্রতিগাদার্ঘ্য বলা যাইতেছে, যেহেতু সাধারণ বাক্যের
প্রয়োগ আছে, (এক.এব আত্মা, এইরূপ উক্তি আছে), সেই হেতু ঐ আত্মা পরমাত্মা । (ভাষ্য
ও ভাষ্যানুবাদ দেখ) ।

মাত্মন ইহ গ্রহণম্। কস্মাৎ ? অবধারণাৎ। পরমাত্মগ্রহণে হি
প্রাপ্তপ্তেরাত্মৈকত্বাবধারণমাঙ্গসমবকল্পতে। অন্যথা হ্যনাঙ্গসং
তৎ পরিকল্প্যেত। লোকসৃষ্টিবচনস্তু ঋত্যন্তরপ্রসিদ্ধমহাভূত-
সৃষ্ট্যানন্তরমিতি যোজয়িষ্যামি। যথা “তত্তেজোহসৃজত” ইত্যে-
চ্ছৃত্যন্তরপ্রসিদ্ধ-বিয়দ্বায়ুসৃষ্ট্যানন্তরমিত্যযুযুজম্, এবমিহাপি।
ঋত্যন্তরপ্রসিদ্ধো হি সমানবিষয়ো বিশেষঃ ঋত্যন্তরেষু প-
সংহর্তব্যো ভবতি।

যোহপ্যয়ং ব্যাপারবিশেষানুগমঃ “তাভ্যো গামানয়ৎ” ইত্যাদিঃ,
সোহপি বিবক্ষিতার্থাবধারণানুগুণ্যেনৈব গ্রহীতব্যঃ। ন হ্যয়ং

“এতন্মাদাত্মন আকাশঃ সঙ্ভূতঃ” ইতি দর্শনাৎ। আকাশং বায়ুং সৃষ্টেতি হি তত্র
পূর্বমিত্যব্যম্, এবমিহাপি মহাভূতানি সৃষ্টেতি কল্পনীয়ম্। সর্বশাখাপ্রত্যয়ত্বেন
জ্ঞানস্তু ঋতিসিদ্ধার্থমশ্রুতোপলব্ধৌ যত্নবত। ভবিষ্যৎ, ন পুনঃ শ্রুতে মহাভূত-
াদিহে সগস্ত শৈথিল্যমাদরণীয়ম্। অপি চ স্বাধ্যায়বিধ্যাধীনগ্রহণো বেদরাশির-
ধ্যায়নবিধ্যাপাদিতপ্রয়োজনবদর্থ্যভিধানো যথা যথা প্রয়োজনাধিক্যমাপ্নোতি,
তথা তথানুমত্তেতরাম্। যথা চাস্ত, বন্ধগোচরহে পরমপুরুষার্থৌপরিকল্প্য,
নৈবমন্তগোচরহে।

তদিদমুক্তম্—“যোহপ্যয়ং ব্যাপারবিশেষানুগমঃ” ইতি। ন লোকসর্গোহপি

যে, বাক্যায়ম্ হেতু দেখাইয়া বলেন, ঐ আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হয়
না, তদুত্তবে আমরা বলি, অবধারণ শ্রবণ থাকায় পরমাত্মার গ্রহণই
নিশ্চিত হয়। ঐ স্থলে পরমাত্মার গ্রহণই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত। কেন-
না, ঐ স্থলে একত্বাবধারণ শ্রুত আছে। উৎপত্তির পূর্বে যে, আত্মৈকতার
অবধারণ শুনা যায়, তাহা পরমাত্মার গ্রহণপক্ষেই সমঞ্জস (স্বভাবিক বা বিনা
ব্যাখ্য সঙ্গতার্থ); অত্র পক্ষে অসমঞ্জস। “তিনি এই সকল লোক (স্বর্গ, মর্ত্য,
পাতাল ও অন্তরিক্ষ) সৃজন করিলেন”, এই শ্রুতিতে যে, লোক সৃষ্টির কথন আছে,
তাহা শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ মহাভূত সৃষ্টির অনন্তরার্থে যোজনা করিব। অর্থাৎ তিনি
মহাভূত সৃজন করিয়া পরে এই সকল লোক সৃজন করিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যা
করিব। [যথা...ভবতি] “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে
যেমন অত্র শ্রুত্যুক্ত বায়ু সৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক যোজনা করা হয়, অর্থাৎ “বায়ু
সৃষ্টির অনন্তর তেজের সৃষ্টি” এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, সেইরূপ, এখানেও
শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ মহাভূতের সৃষ্টি যোজনা করা জায়া হইবে। সমান বিষয়
হইলে অর্থাৎ বিষয়ভেদ না থাকিলে এক শ্রুতির বিশেষোক্তি অত্র শ্রুতিতে
সংগৃহীত হইয়া থাকে।

[যোহপ্যয়ং...বক্ষিতম্] ঐ স্থানে “তাহাদের জন্ত গো আনয়ন করিলেন,
অশ্ব আনয়ন (সৃষ্টি) করিলেন” ইত্যাদি বহু ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে সত্য;

সকলঃ কথাপ্রবন্ধো বিবক্ষিত ইতি শক্যতে বক্তুং, তৎপ্রতিপত্তৌ
পুরুষার্থাভাবাৎ । ব্রহ্মাত্মত্বং ত্বিহ বিবক্ষিতম্ । তথা হস্তঃ-
প্রভৃতীনাং লোকানাং লোকপালানাং চাখ্যাদীনাং সৃষ্টিং শিক্তা।
করণানি করণায়তনঞ্চ শরীরং উপদিষ্টা স এব অর্থো “কথং স্মিদং
মদৃতে স্মাৎ” ইতি বীক্ষ্য ইদং শরীরং প্রবিবেশেতি দর্শয়তি “স
এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপত্যত” ইতি । পুনশ্চ
“যদি বাচাভিব্যাহৃতং, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতম্” ইত্যেবমাদিনা
করণব্যাপারবিবেচনপূর্ব্বং “অথ কোহহম্” ইতি বীক্ষ্য “স
এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যৎ” ইতি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনমবধার-
য়তি । তথোপরিষ্ঠাদপি “এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্রঃ” ইত্যাদিনা সমস্তং

হিরণ্যগর্ভব্যাপারোহপি তু তদন্তপ্রবিষ্টন্ত পরমাশ্রয় ইত্যত্রৈবোক্তম্ । তস্মাদাত্মৈ-
বাত্ম ইত্যুপক্রমাৎ তদ্ব্যাপারেণ চেক্ষণেন মধ্যে পরামর্শাহুপবিষ্টাচ্চ ভেদজাতং
মহাভূতৈঃ সহাত্মকম্য ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠেত্বেন ব্রহ্মণ উপসংহারাদব্রহ্মাভিলাপভ্রমেবাস্তেতি
পরন্তু ঐ সকল উল্লেখকৈ বিবক্ষিতার্থেব অনুরূপে যোজনা (ব্যাখ্যা) করিব । ঐ
স্থলে সমুদায় বাক্যসন্দর্ভ বিবক্ষিত হইয়া অসম্ভব ; সেই জন্ত মূল কারণ ব্রহ্মকে
বিবক্ষিত জ্ঞান করিয়া তাঁহারই অনুরূপে আর আর বাক্য নিচয় সংযোজিত
করিব । এ কথা এই জন্ত বলি, গো আনয়ন ও অশ্ব আনয়ন প্রভৃতির জ্ঞানে
পুরুষার্থ (মোক্ষ) নাই । [তথা হি...ধারণতি] ঐ সকল শ্রোত কথার এক
বাক্যতাজনিত এই তাৎপর্যার্থ পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রুতি স্বর্গ প্রভৃতি লোকের
ও অখ্যাদি লোকপালের সৃষ্টি উপদেশ করিয়া তৎপরে ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়া-
শ্রয় দেহের উপদেশান্তে দেখাইয়াছেন যে, স্রষ্টা আলোচনাপূর্ব্বক স্বসৃষ্ট শরীর
সমূহে অনুরূপে আছেন । আলোচনার আকার এই—“কথং স্মিদং মদৃতে
স্মাৎ ?”—আমা ব্যতীতকে ইহা কি হইবে ? কোন্ কার্যে লাগিবে ? আমার
অধিষ্ঠান ব্যতীত ইহা কথায়—অকস্মাৎ । সৃষ্টিকর্ত্তা এইকপ আলোচনা করিয়া
এই সকল শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন । শ্রুতি এইরূপে লোক, লোকপাল, ইন্দ্রিয়
ও ইন্দ্রিয়ায়তন শরীর সৃষ্টি বর্ণনার পবেই স্রষ্টাব এইকপে শরীর-প্রবেশের কথা
বলিয়াছেন । যথা—“অনন্তর সেই পরমেশ্বর ইহাকে ছিদ্ৰিত করিয়া, ব্রহ্মরজ্জ্ব
নামক দ্বার দিয়া, ওত্নধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন” । তিনি দেহ অবশেষের পর বিবে-
চনা করিলেন, বাগিঞ্জিয় বাক্য বলিতেছে, প্রাণ জীবন ব্যাপার করিতেছে,
তবে আমি কে ? এইকপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-পর্যালোচনা করিয়া আমি
কে ? তাহা বিচার কবিতো লাগিলেন । বিচারের পর জানিলেন, আমি সেই
ব্যাপ্ততম ব্রহ্ম । এইরূপ প্রক্রমে শ্রুতি ব্রহ্মাত্মত্ব অবধারণ করায় স্থির হইতেছে
যে, ব্রহ্মাত্মত্ববই ঐ সকল কথাপ্রবন্ধের বিবক্ষিত অর্থ (উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য) ।
[তথোপরি...বাদম্] শ্রুতি ঐ কথার পরে আরও বলিয়াছেন । বলিয়াছেন,

ভেদজাতং সহ মহাভূতৈরনুক্রম্য “সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ইতি ব্রহ্মাত্মদ্বন্দ্বদর্শনমেবাবধারণতি । তস্মাদিহাত্মগৃহীতিরিত্য-
নপবাদম্ ।

অপর। যোজনা—আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ । বাজসনেয়কে “কতম্ আত্মেতি । যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ-
পুরুষঃ” ইত্যাত্মশব্দেনোপক্রম্য তস্মৈব সর্বসঙ্গবিমুক্তত্বপ্রতিপাদ-
নেন ব্রহ্মাত্মতামবধারণতি । তথা হ্যপসংহরতি “স বা এষ
মহানজ আত্মাহজরোহমরোহমুতোহভয়ো ব্রহ্ম” ইতি । ছান্দোগ্যে
তু “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যন্তরেণৈবা-
নিশ্চীয়তে । যত্র তু পুরুষবিদ্যাदिপ্রবণং, তস্ম ভবেত্তত্তপরত্বং গত্যন্তরাভাবাদিতি
সর্বমবদাতম্ ।

অপরঃ কল্পঃ । সহপক্রমস্ত সন্দর্ভস্তাত্ত্বোপক্রমস্ত চ কিমৈকার্থ্যমাহোষিদর্থ-
ভেদঃ । তত্র সচ্ছন্দস্তাবিশেষেণাত্মনি চাত্মনি চ প্রবৃত্তেনািত্মার্থত্বং, কিন্তু সমস্ত-
বস্তুগুতসন্তাসামাত্মার্থত্বম্ । তথা চোপক্রমভেদাদিত্মার্থত্বম্ । স আত্মা তত্ত্বমসীতি
“ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র” ইত্যাদি । যে কিছু ভিন্ন ভিন্ন (দেবতা ও ভূত-ভৌতিক),
ঐতি সমস্তই ঐরূপে উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, “সমস্তই প্রজ্ঞানের
অর্থাৎ চিদাত্মার নিয়ম্য এবং সমস্তই চিদাত্মার অবস্থিত । লোক সকল প্রজ্ঞা-
নিয়ম্য, প্রজ্ঞা প্রতিজ্ঞা । অর্থাৎ চিদাত্মা ব্রহ্ম । এখন দেখ, ঐতি এই
শেষ বাক্যেও ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের অবধারণ দেখাইয়াছেন । অতএব, উদাহৃত ঐতিস্ম
আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ পক্ষে কোনও রূপ সংশয় অথবা বাধা দেখা যায় না ।

[অপবা...দিশতি] এই ১৭ সূত্রের অন্তপ্রকাব ব্যাখ্যাও আছে । যথা—
বৃহদাবণ্যকে “আত্মা কি ? কে আত্মা ?” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অভিহিত হই-
য়াছে—“হৃদয়ে প্রাণগণের মধ্যে যে, এই বিজ্ঞানময় অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ ।
আরণ্যক ঐতি এইরূপে আত্মশব্দোন্মেষে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া প্রস্তাবিত প্রত্য-
গাত্মার অসঙ্গভাব ও মুক্তস্বভাবতা প্রতিপাদন করায় ব্রহ্মাত্মতাই অবধারণ করিয়া-
ছেন । সেই কারণে প্রস্তাবের উপসংহার—“সেই এই আত্মা মহান, জন্মবর্জিত
অজর, অমর, অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম ।” এইরূপে হইয়াছে । কিন্তু ছান্দোগ্য উপ-
নিষৎ ব্রহ্মপ্রকরণ প্রারম্ভে আত্মশব্দের উল্লেখ করেন নাই । ছান্দোগ্য আত্মশব্দ
ত্যাগ করিয়া “সৃষ্টির পূর্বে এ সকল সং-ই ছিল, তাহা এক ও প্রভেদশূন্য ।”
এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন । কেবল উপসংহার কালে বলিয়াছেন “শেত-
কেতু ! সেই আত্মা তুমি ।” ছান্দোগ্য অবশ্রবণে ব্রহ্মতাদাত্ম্য উপদেশ করিয়া-

অশব্দমুপক্রম্য উদর্কে “স আত্মা তত্ত্বমসি” ইতি তাদাত্ম্যমুপ-
 দিশতি । তত্র সংশয়ঃ । তুল্যার্থত্বং কিমনয়োরান্নানয়োঃ স্তাদ-
 তুল্যার্থত্বং বেতি । অতুল্যার্থত্বমিতি তাবৎ প্রাপ্তম্ ; অতুল্য-
 স্তাদান্নানয়োঃ । ন হ্যান্নানবৈষম্যে সত্যর্থসাম্যং যুক্তং প্রতি-
 পত্তম্, আন্নানতন্ত্রত্বাদর্থপরিগ্রহস্ত । বাজসনেয়কে চাত্মশব্দোপ-
 ক্রমাদাত্মতত্ত্বোপদেশ ইতি গম্যতে । ছান্দোগ্যে ভূপক্রমবি-
 পর্যয়াভূপদেশবিপর্যয়ঃ । ননু চ ছন্দোগানামপ্যস্তি উদর্কে
 তাদাত্ম্যোপদেশ ইত্যুক্তম্ । সত্যযুক্তম্, উপক্রমতন্ত্রত্বাভূপ-
 সংহারস্ত ন তাদাত্ম্যসম্পত্তিঃ সেতি মন্যতে । তথা প্রাপ্তেহ-
 ভিধীয়তে—

আত্মগৃহীতিঃ “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্র ছন্দো-
 গানামপি ভবিতুমহতি । ইতরবৎ । যথা “কতম আত্মা”

চোপসংহার উপক্রমানুরোধেন সম্প্রত্যর্থতয়া ব্যাখ্যেয়ঃ । তন্নি সংসামান্নং পরমাত্ম-
 তয়া সম্পাদনীয়ম্ । তদ্বিজ্ঞানেন চ সর্ববিজ্ঞানং মহাসামান্নস্ত সত্তায়াঃ সমস্তবস্ত-
 বিস্তারব্যাপিভাদিত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

আত্মগৃহীতির্বাজসনেয়ানাং ছান্দোগ্যানামপ্যুক্তবাৎ—স আত্মা তত্ত্বমসীতি

ছেন । [তত্র...পরিগ্রহঃ] এখানে সংশয়—ঐ বাক্য তুল্যার্থ কি-না । প্রথমতঃ
 ইহাও পাওয়া যায়, বুঝা যায় যে, যখন বাক্যোচ্চরণ অতুল্য, অসমান, তখন
 তদ্ব্যবহার প্রতিপাদ্যও অসমান । পাঠেব বৈষম্য থাকিলে অর্থের বৈষম্য হয়,
 সুতরাং উদাহৃত বাক্যদ্বয়ের অর্থের বৈষম্য ব্যতীত সামার্থ্য গ্রহণ অযুক্ত । কারণ
 এই যে, অর্থজ্ঞান পাঠক্রমেরই অধীন । [বাজসনে...বিপর্যয়ঃ] বাজিত্রাক্ষণে
 অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে আত্মশব্দোন্মেষী উপক্রম দৃষ্টে প্রতীত হয়, বুঝা যায়, ঐ স্থলে
 আত্মতত্ত্বোপদেশ হইয়াছে এবং ছান্দোগ্যের উপক্রম তদ্বিপরীতক্রমে অবতারিত
 হওয়ায় প্রতীত হয়, ছান্দোগ্যে উপদেশের বিপর্যয় আছে । [ননু...দেশাৎ]
 ছান্দোগ্যে উপসংহারকালে ব্রহ্মতাদাত্ম্যের উপদেশ থাকিলেও তাহা প্রকৃত
 তাদাত্ম্যের বোধক হইবেক না । কেননা, উপসংহার মাঝেই উপক্রমের অধীন ।
 (উপক্রম দৃষ্টে উপসংহারের ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; কিন্তু উপক্রমে আত্মার উল্লেখ
 নাই) । এই প্রকার পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—

• “অগ্রে এ সকল সন্মাত্র ছিল” এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও আরণ্যক শ্রুতির
 দ্বারা আত্মার গ্রহণ হইবেক । হেতু এই যে, উদাহৃত ছান্দোগ্য-প্রস্তাবের উপ-
 সংহারে সৎ-তাদাত্ম্যোপদেশ আছে । সৎ-তাদাত্ম্যোপদেশ থাকাতোই সৎ-শব্দের

ইত্যত্র বাজসনেয়িনামাগ্ন্যগৃহীতিস্তথৈব । কস্মাৎ ? উত্তরাৎ তাদা-
 স্ত্র্যোপদেশাৎ । অম্বয়াদিতি চেৎ, স্মাদবধারণাৎ । যদুক্তং
 উপক্রমাস্থয়াৎ উপক্রমে চাত্মশব্দশ্রবণাভাবাৎ নাত্মগৃহীতিরिति,
 তস্য কঃ পরিহার ইতি চেৎ, সোহভিধীয়তে—স্মাদবধারণাদিতি ।
 ভবেদুপপন্নেহাত্মগৃহীতিরবধারণাৎ । তথা হি “যেনাশ্রতং শ্রতং
 ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব-
 বিজ্ঞানমবধারণ্য তৎসম্পিাদয়িষয়া সদেবেত্যাহ । তচ্চাত্মগৃহীত্যাং
 সত্যং সম্পাদ্যতে, অন্যথা হি যোহয়ং মুখ্য আত্মা, স ন বিজ্ঞায়ত-
 ইতি নৈব সর্ববিজ্ঞানং সম্পাদ্যত । তথা প্রাপ্তংপত্তেরেকত্বাবধারণং
 জীবন্ত চাত্মশব্দেন পরামর্শঃ স্বাপাবস্থায়াক্ষ তৎস্বভাবসম্পত্তিকথনং
 পরিচোদনাপূর্বকঞ্চ পুনঃ পুনঃ “তদ্ব্যমসি” ইত্যবধারণমিতি চ
 সর্বমেতৎ তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনায়ামেবাবকল্পতে, ন তাদাত্ম্যসম্পা-

তাদাত্ম্যোপদেশাৎ । অস্ত্র তাবদাত্মব্যতিরিক্তশ্চ প্রপঞ্চশ্চ সদসত্বাত্ম্যামনির্কাচ্যতয়া
 ন সৎ, সৎ স্বাধ্বাতোরৈব তন্মেন নির্কাচ্যত্বাৎ, তস্মাদাত্ম্যেব সন্নিতি । অভ্যুপে-
 ত্যাহ সচ্ছন্দস্য সত্ত্বাসামাত্মাভিধায়িত্বাৎ, প্রতিব্যক্তি চ তস্য প্রবৃত্তেবাত্মনি চাত্ত্ব চ
 সচ্ছন্দপ্রবৃত্তেঃ, সংশয়ে সত্যুপসংহারানুরোধেন সদেবেত্যাত্ম্যেবাবস্থাপ্যতে । নির্ণা-
 আত্মার্থতা গৃহীত হয় । [অম্বয়াদিতি...সম্পাদ্যতে] আত্মা, উপসংহার উপক্রমের
 অধীন ; তদম্বয়ারে উপসংহারে উপক্রমের অম্বয় (অনুবৃত্তি, সন্ধ) আছে, সুতরাং
 উপক্রমে আত্মশব্দ না থাকায় আত্মার্থ প্রতিষ্ঠা হয় না, এ কথার পরিহার কি ?
 প্রত্যুত্তর কি ? প্রত্যুত্তর—অবধারণ । অবধারণ বাক্য থাকতেই ঐস্থলে (সং-
 শব্দে) আত্মার প্রতিষ্ঠা হয় । বিবেচনা কর, শ্রুতি “যাহার শ্রবণে অশ্রুতও শ্রুত
 হয়, মনন না করিলেও মনোগোচর হয়, অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়,”
 এইরূপে একের জ্ঞানে নিখিলেব জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার অবধারণ (নিশ্চয়) করিয়া,
 তৎপরে ঐ প্রতিজ্ঞাত অবধারণকে সিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় (উপপাদন
 করিবার জন্য) “সৎ এব” ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন । সং-শব্দের অর্থে আত্মাকে
 গ্রহণ না করিলে ঐ প্রতিজ্ঞাত অবধারণ উপপন্ন বা সিদ্ধ হইবে না । তাহা না
 হইলেও যাহা মুখ্য আত্মা—যাহার জ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইবে—তাহাকে
 জানা হইবেক না ; সুতরাং সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইবেক না । [তথা...
 সম্পাদনায়াম্] আরও দেখ, সৃষ্টিরপূর্বাবস্থায় একত্ব কথন, আত্মশব্দের দ্বারা জীবের
 উল্লেখ, সুষুম্ন্যাবস্থায় তাঁহার স্বীয়রূপে অবস্থিতি, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া
 “সে-ই তুমি বা তুমিই সেই” এতদ্রূপ ঐক্যাবধারণ কথন, এ সকল তাদাত্ম্য
 প্রতিপাদন পক্ষেই সম্ভব হয় ; তাদাত্ম্যসম্পাদন পক্ষে নহে । [প্রতিপাদন = বুঝা-

দনায়াম্ । ন চাত্রোপক্রমতন্ত্রতোপন্যাসো ন্যায্যঃ । ন হ্যপক্রমে
আত্মত্বসকীৰ্ত্তনমনাত্মত্বসকীৰ্ত্তনং বাস্তি । সামান্যোপক্রমশ্চ ন
বাক্যশেষগতেন বিশেষেণ বিরূধ্যতে, বিশেষাকাজ্জিহ্বাৎ
সামান্যশ্চ । সচ্ছব্দার্থোহপি চ পর্যালোচ্যমানো ন মুখ্যাদা-
ত্মনোহন্যঃ সম্ভবতি । অতোহন্যশ্চ বস্তুজাতস্তারভূষণাদি-
ভ্যোহনৃত্ত্বোপপত্তেরান্নানবৈষম্যমপি নাবশ্যমর্থবৈষম্যমাবহতি ।
আহর পাত্রং, পাত্রমাহরেত্যাদিষ্বর্থসাম্যোহপি তদর্শনাৎ ।
তস্মাদেবজ্ঞাতীয়কেষু বাক্যেষু প্রতিপাদনপ্রকারভেদেহপি প্রতি-
পাত্তার্থভেদ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩ । ৩ । ১৭ ॥

কার্য্যাখ্যানাদপূর্বম্ ॥ ৩ । ৩ । ১৮ ॥*

ছন্দোগা বাজসনেয়িনশ্চ প্রাণসম্বাদে স্বাদিমর্য্যাদং প্রাণ-
তাপোপক্রমাতুরোধেন হ্যপসংহারবর্ণনা, ন পুনঃ সন্দিক্ধার্থেনোপক্রমেণোপসংহারো
বর্ণনীয়ঃ । অপি চ সম্পত্তৌ ফলং কল্পনীয়ম্ । ন চ সামান্তমাত্রে জ্ঞাতে বিশেষ-
জ্ঞানসম্ভবঃ । ন ঋণবাদ বৃক্ষে জ্ঞাতে শিশুপাদম্বস্তৃণিশেষা জ্ঞাতা ভবন্তি । তদেব-
মবধারণাদি সৰ্ব্বমনাত্মার্থেষু শ্রাদ্ধপুণ্যমিতি ছান্দোগ্যস্তাত্মার্থত্বমেবেতি সিদ্ধম্ ।
অত্র চ পূৰ্ব্বম্বিন্ পূৰ্ব্বপক্ষে ত্রিগুণগর্ভোপাসনা, সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মভাবনেতি ॥৩৩১৭॥
বিষয়মাহ “ছন্দোগা বাজসনেয়িনশ্চ” ইতি । অননং প্রাণনং, অনঃ প্রাণঃ ।

ইয়া দেওয়া । সম্পাদন = কৃতির অর্থাৎ যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন) । [ন চাত্রোপ-
ক্রমঃ...তদর্শনাই] এ স্থলে উপক্রমের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া বাক্য-বিত্তাস করা
জ্ঞায্য নহে । কেননা, উপক্রমে অর্থাৎ প্রস্তাবপ্রাবস্তে কি আত্মা, কি অনাত্মা
কাহারও উল্লেখ নাই ; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ঐ উপক্রম সামান্ত অর্থাৎ
সাধারণরূপে অভিহিত হইয়াছে । বাক্যশেষে যে, কোনও প্রকার বিশেষ কথন,
তাহা সামান্ততঃ উক্ত উপক্রমের বাধাদায়ক বা বিরোধী হয় না । কেননা, সামান্ততঃ
উল্লেখ বিশেষের আকাজ্জী এবং তাহা বিশেষেই পর্য্যবসিত হয় । উপক্রমে যে
“সং” শব্দ আছে, পর্যালোচনা করিলে তাহারও মুখ্যাত্মা ব্যতীত অন্ত অর্থ সম্ভব-
গোচরে আনা যায় না । শাস্ত্রা ব্যতীত আর যে-কিছু, সমস্তই আরম্ভগাণি যুক্তিতে
মিথ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধিত বা অবধারিত হইয়াছে । তাহাতেও স্থির হয় বা জানা
যায়, বাক্য-উচ্চারণের বৈপরীত্য বস্তুতত্ত্বের বৈপরীত্য জন্মায় না । “আন পাত্র”
“পাত্র আন” এই দুই উচ্চারণের বৈষম্য থাকিলেও অর্থের বৈষম্য নাই ; প্রত্যুত
সাম্যই আছে । [তস্মাদেবং...সিদ্ধম্] বিচারের সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সেই
বাক্যের প্রতিপাদন-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রতিপাত্তের ভেদ নাই, ইহা বুঝিতে
হইবে ॥ ৩ । ৩ । ১৭ ॥

ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণোপাসনা বিধায়ক প্রাণসংবাদনামক

* কার্য্যাখ্যানং কার্য্যত্বেন রূপোপদেশাৎ বিধিবিভক্ত্যা কথনাদিতি বাবৎ । অপূৰ্ব্বং

স্মার্মান্নায় তস্মৈবাপো বাস ইত্যামনস্তি । অনন্তরঞ্চ ছন্দোগা আমনস্তি “তস্মাদ্ধা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচোপরিষ্ঠা-দন্তিঃ পরিদধতি” ইতি । বাজসনেয়িনশ্চামনস্তি “তদ্বিদ্ধাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বা চার্চামন্ত্যেতমেব তদন-মনগ্নং কুর্বন্তো মন্যন্তে । তস্মাদেবস্বিদশিষ্যম্মাচামেদশিত্বা চার্চামেদেতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে” ইতি । অত্রাচমনমনগ্ন-

তং প্রাণমনগ্নং কুর্বন্তঃ অনগ্নতাচিন্তনমিতি মন্তস্ত ইতি । মননং জ্ঞানং তদ্ব্যানপর্যাস্ত-মিতি চিন্তনমুক্তম । সংশয়মাহ “তন্নিমম” ইতি ।

একটা আধ্যাত্মিক আছে । তাহাতে লিখিত আছে, † কুমি হইতে কুকুর পর্যাস্ত জীবসকল প্রাণের অন্ন এবং জল তাহার (প্রাণেব) বস্ত্র । এই কথাটা উভয় শাখাতেই সমানরূপে আছে, কিন্তু ইহার পরে উভয় শাখার কিছু কিছু বিশেষ দেখা যায় । ছান্দোগ্যে বিশেষ এই—“সেই হেতু অর্থাৎ যেহেতু জল প্রাণেরই অবস্থাবেদ অথবা জলে প্রাণেব অবস্থা বিশেষ আছে, সেই হেতু ভোজনকারী শ্রোত্রিয়েরা এইরূপ করে—ভোজনের পূর্বে ও পরে আচমন (কিঞ্চিৎ জল পান) কবে । আচমন কবে অর্থ কি ? না, জলের দ্বারা প্রাণকে আচ্ছাদিত করে ।” এই স্থলে আরণ্যকাধ্যায়ীরা এইরূপ পাঠ করেন ।—“সেই জন্ত প্রাচীন শ্রোত্রিয় (বেদপারগ) ব্রাহ্মণ ভোজন করিবার আদিতে ও ভোজনান্তে আচমন করিতেন । তাঁহারা এই আচমনেব দ্বারা প্রাণ অনগ্ন অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত হইল, এইরূপ চিন্তা করিতেন । ইদানীন্তন উপাসকেরা তাহা জ্ঞাত হইয়া ভোজনের পূর্বে আচমন করিবেন এবং ভোজনের পরেও আচমন (শাস্ত্রীয় নিয়মে জল ভক্ষণ) করিবেন এবং চিন্তা করিবেন, এতদ্বারা এই প্রাণ অনগ্ন হইল ।” * [অত্রা...বিচার্যতে] উক্ত পুরাণপ্রাপ্তঃ অনগ্নতাদ্ব্যানমিতি শেবঃ । স্মৃত্যু ও দ্ব্যর্থঃ কার্য্যভেদে বিহিতে সকলকন্দ্রাজিতরা প্রাপ্তাচমনানুবাদেনাহপূর্ব্বঃ অনগ্নতাদ্ব্যানঃ বিধীয়ত ইতি নিদ্ব্বঃ ।

শ্রুতিতে যে, প্রাণেব আচমন ও অনগ্নতা চিন্তন প্রতীত হয়, সেই আচমন ও অনগ্নতা চিন্তন দুইটাই যে বিধেয়; তাহা নহে । এ কথাব একটীর বিধান ও অপরটীর অনুবাদ । অনগ্নতার বিধান আর আচমনের অনুবাদ হইয়াছে । (ভাব্যানুবাদ দেখ)

† এই কথাটা প্রাণসংবাদনামক আধ্যাত্মিকায় আছে এবং সে আধ্যাত্মিক এইরূপে প্রস্তুত হইয়াছে—প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, আমার অন্ন কি ? বস্ত্রই বা কি ? বাগাদি ইঞ্জির বলিল, কুমি হইতে কুকুর পর্যাস্ত যে-কিছু—সমস্তই তোমার অন্ন এবং জল তোমার বস্ত্র । শ্রুতি এইরূপ কথাপ্রবন্ধে প্রাণোপাসকের কর্তব্য বিধান করিয়াছেন । তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রাণিগণ যে-কিছু ভক্ষণ করে, সে সমস্তই প্রাণের ভক্ষ্য এবং জল তাহার বস্ত্র বা আচ্ছাদক দ্রব্য । প্রাণোপাসক এবংশ্রুতির চিন্তা করিবেন ।

* পুরাতন প্রাণোপাসকগণ ভোজনের প্রারম্ভে ও ভোজনান্তে অলগণ্ডব গ্রহণ করিতেন, এবং ধ্যান করিতেন, প্রথম গণ্ডব প্রাণের আভরণ এবং দ্বিতীয় গণ্ডব তাহার পিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন । এই গণ্ডবদ্বয় প্রাণের বস্ত্ররূপ । বস্ত্র ধোমনদেহ আচ্ছাদিত রাখে, সেইরূপ এই গণ্ডবও প্রাণকে আচ্ছাদিত রাখে । শ্রুতি এতৎপ্রবন্ধের দ্বারা ইহাই বিধান করিতেছেন বা বলিতেছেন যে, উপাসক যাকেই এরূপ করিবেন এবং এরূপ চিন্তা করিবেন ।

তাচিন্তনঞ্চ প্রাণস্ত প্রতীয়তে। তৎ কিমুভয়মপি বিধীয়তে ?
উতাচমনমেব ? উতানন্যতাচিন্তনমেব ইতি বিচার্যতে।

কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। ‘উভয়মপি বিধীয়ত ইতি। কুতঃ ?
উভয়স্থাপ্যবগম্যমানত্বাৎ। উভয়মপি চৈতদপূর্ব্বত্বাদ্বিধ্যৈর্ম্।
অথবাচমনমেব বিধীয়তে, বিস্পষ্টা হি তস্মিন্ বিধিবিভক্তিঃ—
“তস্মাদেবশ্বিদিশিষ্মাচামেদশিত্বা চাচামেৎ” ইতি। তত্শেব তু
স্তত্যর্থমনন্যতাসঙ্কীৰ্ত্তনমিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। নাচমনস্ত
বিধেয়ত্বমুপপত্ততে, কার্য্যাখ্যানাৎ। প্রাপ্তমেব হীদং কার্য্যত্বেনাচ-
মনং প্রায়ত্যর্থং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমন্বাখ্যায়তে।

খুরবমাত্রোণাপাতত উভয়বিধানপক্ষং গৃহীত্বা মধ্যমং পক্ষমালম্বতে পূর্ব্বপক্ষী।
“অথবাচমনমেব” ইতি। যত্তেবমনন্যতাসঙ্কীৰ্ত্তনস্ত কিং প্রয়োজনমিত্যত আহ—
“তত্শেব তু স্তত্যর্থম্” ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—যতপি স্মার্কং প্রায়ত্যর্থমাচমন-
বিধানমস্তি। তথাপি প্রাণোপাসনপ্রকরণে বিধানাত্তদঙ্গত্বেনাপ্রাপ্তমিতি বিধানমর্থ-
বদ্বত্যানুতবদনপ্রতিষেধ ইব স্মার্কং জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে সমান্নাতো নানুতং বদে-
দिति প্রতিষেধো জ্যোতিষ্টোমাদ্বতয়ার্থবানিতি।

শ্রুতিদ্বয়ে ঐক্যপ আচমন ও অনন্যতা ধ্যান এই দুই অর্থ প্রতীত হওয়ায় এইরূপ
বিচার উপস্থিত হয় যে, উক্ত উভয় শাখায় কি উভয়েই বিধান ? কি কেবল
আচমনের অথবা কেবল অনন্যতা ধ্যানের বিধান ?

[কিং...বিধ্যৈর্ম্] প্রথমতঃ পাওয়া যায়, উভয়েরই বিধান। আচমন ও
অনন্যতা ধ্যান, এই দুইটাই অপূর্ব্ব (এই শাস্ত্র ব্যতীত অত্র কোথাও শ্রুত হয়
নাই, সে কারণ উভয়ই অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বাপ্রাপ্ত), সুতরাং উভয়ই বিধির যোগ্য।
[অথবা...সঙ্কীৰ্ত্তনমিতি] অথবা আচমনেরই বিধান হইয়াছে, অনন্যতা-ধ্যান
তাহার প্রশংসাহৃদক অন্তবাদমাত্র। কারণ এই যে, আচমনের উপরেই বিধিবিভক্তি
দেখা যায়। (আচামেৎ=আচমন করিবেক)। যাহাতে বিধিবিভক্তি,
তাহারই বিধান, ইহা সিদ্ধান্ত। [এবং...খ্যায়তে] এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর প্রদত্ত
হইতেছে যে, ঐ স্থলে আচমনের বিধেয়তা সঙ্গত হয় না। কেননা, তাহা
শাস্ত্রান্তরে কর্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রান্তর
স্মৃতি, তাহাতে আচমনের বিধান দেখা যায়। স্মৃতি বলিয়াছেন, শুদ্ধির নিমিত্ত
আচমন করিবেক। শ্রুতি সেই স্মৃতিপ্রাপ্ত কৰ্ম্মাদ্ আচমন অন্তবাদ করিয়াছেন
মাত্র, তাহাতে তাহার বিধান-নিষ্পত্তি হয় নাই। (কেননা, বিধি অপ্রাপ্ত-
প্রাপক)।

নশ্বিয়ং শ্রুতিস্তুত্বাঃ স্মৃতের্মূলং স্মৃতাং । নেতৃত্বাচ্যতে,
বিষয়নানাত্বাং । সামান্তবিষয়া হি স্মৃতিঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধং
প্রায়ত্যাৰ্থমাচমনং প্রাপয়তি, শ্রুতিস্তু প্রাণবিজ্ঞাপকরণপঠিতা
তদ্বিষয়মেবাচমনং বিদধতী বিদধ্যাং । ন চ ভিন্নবিষয়য়োঃ শ্রুতি-
স্মৃত্যোর্মূলমূলিভাবোহবকল্পতে । ন চেয়ং শ্রুতিঃ প্রাণবিজ্ঞা-
সংযোগ্যপূর্ব্বমাচমনং বিধাস্মৃতীতি শক্যমাশ্রয়িতুং, পূর্ব্বস্মৈব
পুরুষমাত্রসংযোগিন আচমনস্মেহ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাং । অত
এব নোভয়বিধানম্ । উভয়বিধানে চ বাক্যং ভিद्यেত । তস্মাং
প্রাপ্তমেবাশিশিষ্যতামশিতবতাক্ষোভয়ত আচমনমনুষ্ঠ “এতমেব

রাঙ্কাস্তমাহ “এবং প্রাপ্তে” ইতি । চোদয়তি—“নশ্বিয়ং শ্রুতিঃ” ইতি । পরি-
হরতি—“ন” ইতি । তুল্যার্থয়োর্মূলমূলিভাবো নাতুল্যার্থয়োঁরিতার্থঃ । অভিপ্রায়ঃ
পূর্ব্বপক্ষবীজং নিরাকরোতি “ন চেয়ং শ্রুতিঃ” ইতি । ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োঁরনৃতবদন-
প্রতিষেধয়োঁরুক্তমপোনরুক্ত্যম্ । ইহ তু স্মার্তমাচমনং সকলকৰ্ম্মাদিতয়া বিহিতং
প্রাণোপাসনাজ্ঞমপীতি ব্যাপকেন স্মার্তেনাচমনবিধিনা পুনরুক্ত্যদনর্থকম্ । ন চ
স্মার্তস্তাহনেন পৌনকৃত্যং, তস্ত চ ব্যাপকত্বাদেতস্ত চ প্রতি নিয়তবিষয়ত্বাদিতি ।
মধ্যমং পক্ষমপাকৃত্য প্রথমপক্ষমপাকরোতি—“অত এব নোভয়বিধানম্” । যুক্ত্য-
স্তরমাহ—“উভয়বিধানে চ” ইতি । উপসংহরতি । “তস্মাং প্রাপ্তমেব” ইতি ।

[নশ্বিয়ং...ভিद्यেত] যদি বল, এই শ্রুতি সেই স্মৃতির মূল, * আমরা বলি,
তাহা নহে । কেননা, তদ্ব্যয়ের বিষয় বিভিন্ন । স্মার্ত আচমনের বিষয় সামান্ত
অর্থাৎ সর্বসাধারণ । স্মৃতি শুদ্ধির উদ্দেশে কৰ্ম্ম-সাধারণে আচমনের কর্তব্যতা
উপদেশ কবিয়াছেন ; স্মৃতির তাহা পুরুষেব শুদ্ধিজনক বা শুদ্ধত্বজনক আচমন,
ইহাই পাওয়া যায় ; কিন্তু প্রদর্শিত শ্রুতি প্রাণবিজ্ঞাপকরণে পরিপঠিত, সে জন্ত
তদ্ব্যক্ত আচমন কেবলমাত্র প্রাণবিজ্ঞার বিষয়েই বিহিত, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় ।
অতএব; বিভিন্নবিষয়ক শ্রুতিস্মৃতির মূলমূলিভাব থাকিতে পারে না । প্রদর্শিত
শ্রুতি প্রাণোপাসনার সম্বন্ধে অভিনব আচমনের বিধান করিতেছে, এ কথাও
বলিতে পারা না । কারণ, পূর্ব্বপরিজ্ঞাত আচমন সর্বপুরুষসম্বন্ধীয় । প্রাণো-
পাসকও সর্বমধ্যপাতী । সে জন্ত প্রাণোপাসকের আচমনও সেই আচমন, ইহা
অবাধে প্রতীতি হয় । প্রদর্শিত কারণে উভয়বিধান-পক্ষ খণ্ডিত হইতেছে ।
বিশেষতঃ উভয়বিধান পক্ষে গুরুতর বাক্যভেদ দোষের আশঙ্কা আছে । [তস্মাং...
উপদিশতে] অতএব, স্মৃতিতে যে ভোজন প্রারম্ভে ও ভোজনাবসানে আচমনের
বিধান আছে, শ্রুতি তাহার অনুবাদ অর্থাৎ উল্লেখ মাত্র করিয়া “আচমনের দ্বা

* অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি স্মৃতির কথা বলিবেন কেন । শ্রুতি দ্বারা বিধান করেন, স্মৃতি
তাহার অনুবাদ করেন, ইহাই স্বাভাবিক । কলিতার্থ—মূলমূলি ভাব আছে । শ্রুতি মূল,
স্মৃতি স্নানী । শ্রুতি অনাদি, স্মৃতি সাদি । হতরাং শ্রুতির দ্বারা স্মৃতিব অনুবাদ হওয়া অসম্ভব ।

তদনমনয়ং কুর্ব্বন্তো মন্তন্তে” ইতি প্রাণস্থানগ্রন্থাকরণসঙ্কলোহনেন
বাক্যোনাচমনীয়াস্বপ্নস্থ প্রাণবিদ্যাসম্বন্ধিত্বেনাপূর্ব উপদিষ্টতে ।

ন চায়মনগ্রন্থাবাদ আচমনস্ত্যর্থ ইতি শ্রাব্যম্ । আচ-
মনস্ত্যবিধেয়ত্বাৎ । স্বয়ংকানগ্রন্থাসঙ্কলস্ত্য বিধেয়ত্বপ্রতীতেঃ ।
ন চৈবং সত্যেকস্ত্যচমনস্ত্যোভয়ার্থতাত্পর্যপগতা ভবতি, প্রায়-
স্ত্যার্থতা পরিধানার্থতা চেতি ক্রিয়াস্তরত্বাত্পর্যপগমাৎ । ক্রিয়া-
স্তরমেব হ্যচমনং নাম প্রায়স্ত্যার্থং পুরুষস্ত্যাত্পর্যপগম্যতে,
তদীয়াস্ত্য ত্বপ্সু বাসঃ-সঙ্কলনং নাম ক্রিয়াস্তরমেব পরিধানার্থং
প্রাণস্ত্যাত্পর্যপগম্যত ইত্যনবত্তম্ ।

অপি চ “যদিং কিং চা শব্দ্য আ শকুনিভ্য আ কুমিভ্য

“ন চায়মনগ্রন্থাবাদঃ” ইতি । স্তোত্রব্যাভাবে স্ততির্নোপপত্তত ইত্যর্থঃ । অপি
চ, মানান্তরপ্রাপ্তেনাপ্রাপ্তং বিধেয়ং শ্রয়তে । ন চানগ্রন্থাসঙ্কলোহনতঃ প্রাপ্তঃ,
যতঃ স্তাবকো ভবেৎ ।’ ন চাচমনগ্রন্থতোহপ্রাপ্তং, যেন বিধেয়ং সং স্ত্যেতে-
ত্যাৎ—“স্বয়ংকানগ্রন্থাসঙ্কলস্ত্য” ইতি । অপি চ, একস্ত্য কর্মণ একার্থতৈবেত্যাচিতং,
তস্ত্য বলবৎপ্রমাণবশাদনগ্রগতিস্ত্যে সত্যনৈকার্থতা কল্যাতে । সঙ্কলন্ত্য তু কর্ম্মান্তরে
বিধীয়মানে নাস্ত্য দোষ ইত্যাহ—“ন চৈবং সত্যেকস্ত্যচমনস্ত্য” ইতি ।

অপি চ, দৃষ্টিচোদনাসাহচর্যাদৃষ্টিচোদনৈব শ্রাব্যম্, ন চাচমনচোদনেত্যাহ—

এই প্রাণ অনগ্র হইল, এইরূপ মনে করে, ভাবনা করে,” ইত্যাদিবিধি শ্রুতি
বাক্যে প্রাণের অনগ্রতাকরণ সংকল্পের (সংকল্প = মানব-ব্যাপাব বা চিন্তাপ্রবাহ
উত্থাপনরূপ ধ্যান) বিধান করিয়াছেন । বৃত্তিতে হইবে যে, প্রাণোপাসকদিগের
আচমনীয় জলে প্রাণের বস্ত্রসংকল্পের পৃথক্ বিধান হইয়াছে । অনগ্রতা-সংকল্প
করা এতৎ শাস্ত্র ব্যতীত অত্র কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় নাই, জানা যায়
নাই, স্মরণ্য তাহা অপূর্ব, পূর্বাপ্রাপ্ত । পূর্বাপ্রাপ্ত বলিয়াই অনগ্রতা চিন্তন,
ঐ বাক্যে বিধেয় ।

[ন চায়...ইত্যনবত্তম্] ঐ অনগ্রতাবাদ (কথন), আচমন প্রশংসার্থ একরূপ
বলাও শ্রাব্য নহে । হেতু এই যে, আচমন ঐ বাক্যের বিধেয় নহে । ঐ স্থলে
অনগ্রতা ধ্যানই অপূর্ব, স্মরণ্য তাহাই বিধেয় । যদি বল, একই আচমনে শুদ্ধি
ও পরিধান (প্রাণের বস্ত্রভাব) এই দ্বিবিধ প্রয়োজন (অর্থ) কিরূপে সিদ্ধ হইবে ?
ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলা যায়, স্বীকার করা যায়, আচমন একটা পৃথক্ ক্রিয়া ;
তাহা কর্তার শুদ্ধ্যর্থ বিহিত । তৎসম্বন্ধীয় জলে যে প্রাণের বস্ত্রভাব চিন্তা,
তাহা অত্র একটা স্বতন্ত্র ক্রিয়া । এই ক্রিয়াটী প্রাণবিদ্যার অঙ্গ । অঙ্গ বলিয়াই
প্রাণোপাসকের সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্ত অনিচ্ছিত ।

[অপিচ...সম্ভবতি] অপিচ, পক্ষান্তরে দেখা যায়, “কুক্কর পর্যাস্ত, শকুনি

আ কীটপতঙ্গৈভ্যন্তুভেহন্নম্” ইতি। অত্র তাবন্ন সৰ্ব্বান্নাভ্য-
বহারশ্চোদ্যত ইতি শক্যতে বক্তুন্ম, অশব্দত্বাদশক্যত্বাচ্চ। সৰ্ব্বন্ত
প্রাণশ্চান্নমিতীয়মন্নদৃষ্টিশ্চোদ্যতে। তৎসাহচর্য্যাচ্চাপো বাস
ইত্যত্রোপি নাপাচমনং চোদ্যতে, প্রসিদ্ধাস্থেবাচমনীয়াস্বপ্ন
পরিধানদৃষ্টিশ্চোদ্যত ইতি যুক্তম্। ন হর্দ্ধবৈশমং সম্ভবতি।

অপি চ, আচামন্তীতি বর্তমানাপদেশিত্বান্নায়ং শব্দো
বিধিক্রমঃ। ননু মত্তন্ত ইত্যত্রোপি সমানং বর্তমানাপদেশিত্বম্।
সত্যমেবমেতৎ। অবশ্বশ্রিধেয়ে ত্বন্যতরশ্চিন্, বাসঃ কার্য্যাখ্যানাৎ
অপাং বাসঃসঙ্কল্পনমেবাপূর্বং বিধীয়তে, নাচমনং, পূর্ববন্ধি
“অপি চ যদিদং কিঞ্চ” ইতি। যথা হি স্বাদিমর্ঘ্যাদন্তান্নস্তান্তু মণক্যত্বাদন্নদৃষ্টিশ্চোদ্যতে,
এবমিহাপ্যপাং পরিধানাসম্ভবাদৃষ্টিরেব চোদ্যত ইত্যন্নদৃষ্টিবিধিসাহচর্য্যাৎগম্যতে।
অশব্দত্বঞ্চ যত্বেপি দৃষ্ট্যভাবহারয়োস্তল্যাৎ, তথাপি দৃষ্টিঃ শব্দদৃশ্যনাস্তরীয়কতয়া
সাক্ষাচ্ছন্দেন ক্রিয়মাণোপলভ্যতে। অভাবহারস্বঘ্যাহরণীয়ঃ কথঞ্চিদ্ব্যোগ্যতা-
মাত্রণেতি বিশেষঃ। কিঞ্চ ছান্দোগ্যানাং বাজসনেয়িনাংচ আচমনে প্রায়োগাচা-
মন্তীতি বর্তমানাপদেশঃ। এবং যত্রোপি বিধিবিভক্তিস্তত্রোপি জ্ঞানলব্ধবাপ্তা বা
জুহুয়াদিত্যবস্থিধিমবিবক্ষিতম্।

মত্তন্ত ইতি ত্বপ্রাপ্তার্থত্বাৎ সমিধো যজ্ঞতীত্যাদিবহিধিরেবেত্যাহ—“অপি
চাচামন্তি” ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্॥ ৩। ৩। ১৮ ॥

পর্যন্ত ও কীটপতঙ্গ পর্যন্ত যে-কিছু—সমস্তই তোমার অন্ন।” এই বাক্যে যে
অন্নঞ্চ কথন আছে, এ কথন “ঐ সকল ভক্ষণ করিবেক” এ অভিপ্রায়মূলক
নহে। ভক্ষয়েৎ=ভক্ষণ করিবেক—এরূপ শব্দ না থাকায় এবং মত্তন্ত উপাসকের
ঐ সকল অন্ন ভক্ষণ করিবার সামর্থ্য না থাকায় স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ বাক্যে ভক্ষণ
ক্রিয়ার বিধান হয় নাই, মাত্র অন্নদৃষ্টিরই বিধান হইয়াছে। কলিতার্থ এই যে,
প্রাণোপাসক ভাবিবেন, ধ্যান করিবেন, সমস্তই প্রাণেব অন্ন (ভক্ষ্য)। ঐ
বাক্যের মধ্যে যে “জল তাঁহাব বস্ত্র” এইরূপ অভিধান আছে, তাহাতেও পবিধান
ক্রিয়ার অর্থ আচমন ক্রিয়ায় বিহিত হয় নাই, কিন্তু প্রসিদ্ধ আচমনীয় জলে প্রাণ-
সম্বন্ধীয় বস্ত্র জ্ঞানের বিধান হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিসহ; অর্দ্ধবৈশম
ব্যাখ্যা অসম্ভব। [অপিচ...পাদিতম্] আরও দেখ, “আচামন্তি”—আচমন করে—
এইরূপ বর্তমান প্রয়োগ থাকায় ঐ শব্দ আচমন বিধানে অসমর্থ। “মত্তন্তে” মনে
করে—এখানেও ঐরূপ বর্তমান প্রয়োগ আছে সত্য; থাকিলেও বস্ত্রকাষ্যের
(আচ্ছাদনের) আখ্যান (কথন) থাকায় তদ্বাক্যে পূর্বাপ্রাপ্ত বস্ত্রচিন্তার বিধাম
ব্যতীত আচমনের বিধান হইতে পারে না। আচমন অপূর্ব নহে; কিন্তু পূর্ববৎ
অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত। যেকণে শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত, তাহা পূর্বেরই বলা হইয়াছে, দেখান

তদিভ্যুপপাদিতম্ । যদপ্যুক্তং বিম্পষ্টা চাচমনে বিধিবিভক্তি-
রিত্তি, তদপি পূর্ববদ্বেনৈবাচমনস্ত প্রভুক্তম্ । অতএবাচমনস্তা-
বিধিৎসিতত্বাৎ “এতমেব তদনমনগ্নং কুর্ক্বন্তো মন্তন্তে” ইত্যত্রৈব
কাণাঃ পর্য্যবস্ত্যন্তি, নানমনন্তি “তস্মাদেবস্বিং” ইত্যাদি । তস্মাৎ
মাধ্যন্দিনানামপি পাঠে আচমনানুবাদেনৈবস্বিদামেব প্রকৃতপ্রাণ-
বাসোবিধিত্বং বিধীয়ত ইতি প্রতিপত্তব্যম্ ।

যোহপ্যয়মভ্যুপগমঃ কচিদাচমনং বিধীয়তে, কচিদ্বাসো-
বিজ্ঞানমিতি, সোহপি ন সাধুঃ । আপো বাস ইত্যাদিকার্যা
বাক্যপ্রবৃত্তেঃ সর্বত্রৈবৈকরূপ্যাৎ । তস্মাদ্বাসোবিজ্ঞানমেবেহ
বিধীয়তে, নাচমনমিতি ন্যায্যম্ ॥ ৩ । ৩ । ১৮ ॥

সমান এবধ্বাভেদাৎ ॥ ৩ । ৩ । ১৯ ॥*

বাজসনেয়িশাখায়ামগ্নিরহস্তে শাণ্ডিল্যানামাঙ্কিতা বিজ্ঞা

ইহাভ্যাসাধিকরণত্বায়েন পূর্বঃ পক্ষঃ । দ্বয়োর্কিঁতাবিধ্যোরেকশাখাগত্যোর-

হইয়াছে । [যদপ্যুক্তং...পত্তব্যম্] বলিয়াছিল যে, আচমনবিষয়ে বিম্পষ্ট বিধি-
বিভক্তি আছে (আচমেৎ = আচমন করিবেক), পূর্ববৎ (শাস্ত্রান্তবপ্রাপ্ততা)
থাকায় তাহা প্রতিক্ষেপযোগ্য । অর্থাৎ অপূর্বতা না থাকায় তাহার (আচ-
মনের) বিধেয়তা সিদ্ধ হয় না । সেই জন্যই কাণাখাখায়ায়ীরা “তদনমনগ্নং
কুর্ক্বন্তো মন্তন্তে”* এই পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন, পাঠ করেন, “আচমেৎ” পাঠ
করেন না । তাঁহারা “মন্তন্তে” পাঠেব পবেই “তস্মাদেবস্বিং” ইত্যাদি পাঠ অধ্য-
য়ন কবেন । ঐ কারণে অর্থাৎ আচমন অবিধিৎসিত বলিয়া মাধ্যন্দিনশাখাখায়ায়ী-
রাও আচমনের অনুবাদে (উল্লেখ) প্রাণবিৎ দিগের প্রাণ-বস্ত্রবিধির উপদেশ
করেন, ইহাই বুঝিতে হইবে ।

[যোহপ্যয়...ন্যায্যম্] একবাক্যে এক স্থানে আচমনের বিধান, স্থানান্তরে
বস্ত্রভাবচিন্তার বিধান, এ পক্ষ বা এ অর্থ সঙ্গত নহে । কারণ, “জলই বস্ত্র”
ইত্যাদি বাক্যের প্রবৃত্তি সর্বত্রই একরূপ অর্থাৎ সমান । (প্রবৃত্তি একরূপ হইলে
অর্থতত্ত্বও একরূপ হয় ; দ্বিরূপ হয় না) । এই সকল কাণে নিশ্চয় হয় যে,
উদাহৃত বাক্যে আচমনের বিধান হয় নাই ; প্রাপ্ত আচমনের অনুবাদে
তৎসম্বন্ধীয় জলে প্রাণের বস্ত্রভাব ধ্যান মাত্র বিহিত হইয়াছে । এই অর্থই
ত্ৰায্য ॥ ৩।৩।১৮ ॥

বাজসনেয়ী-শাখায় অগ্নিরহস্তকাণ্ডে শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা (উপাসনাবিশেষ) কণিত

* চোহপ্যর্থে । অভেদাৎ উপাস্তরূপত্বক্যাৎ, তিন্দ্ৰশাখাষিব সমানে সমানায়াঃ শাখায়া-
নপি, বিদ্বৈক্যমিতি শেবো বোধঃ । ভাবার্থস্ত—বস্ত্র বহবোত্তপাঃ স্ত্রুতান্ত্র প্রধানবিধিঃ ।
অন্তত্র তদনুবাদেন গুণবিধিঃ । ইতি নিশ্চয়াৎ অগ্নিরহস্তে প্রধানবিধিবদ্বস্ত্রত্ৰ গুণবিধিরিতি :

বিজ্ঞাতা । তত্র গুণাঃ শ্রয়ন্তে “স আত্মানমুপাসীত মনোময়ং
প্রাণশরীরং ভারূপম্” ইত্যেবমাদয়ঃ । তন্ত্যামেব শাখায়াং
বৃহদারণ্যকে পুনঃ পঠ্যতে—“মনোময়োহয়ং পুরুষো ভাঃ
সত্যস্বমিহিতঃ যথা ত্রীহির্বা যবো বা, স এষ সর্বশ্রে-
ষ্ঠানঃ সর্বস্থাপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি, যদিদং কিঞ্চ” ইতি ।
তত্র সংশয়ঃ—কিমিয়মেকা বিদ্যাহ্মিরহস্ত-বৃহদারণ্যকয়ো-
গোপসংহারশ্চ ? উত বে ইমে বিদ্যে গুণানুপসংহারশ্চ ? ইতি ।
কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? বিদ্যাহভেদো গুণব্যবস্থা চেতি । কুতঃ ?
পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ । ভিন্নাস্থি হি শাখাস্বধ্যেত্বেদিদং ভেদাৎ

গৃহমাণবিশেষতয়া কত্ব কো মুখ্যোহমুবাদ ইতি বিনিষ্টয়াভাবাদজ্ঞাতজ্ঞাপনাপ্রবৃত্ত-
প্রবর্তনারূপশ্চ চ বিধিত্ব স্বয়মসিদ্ধেরূপভ্রোপাসনাভেদঃ । ন চ গুণান্তরবিধা-
নাত্মৈকত্বানুবাদঃ, উভয়ত্রাপি গুণান্তরবিধানোপলব্ধিকোনিগমনাহেতুভাবাৎ সমান-
গুণানভিধানপ্রসঙ্গাচ্চ । তন্ত্যং সমিধো যজ্ঞতীত্যাদিবদভ্যাসাছপাসনাভেদ ইতি
প্রাপ্ত উচ্যতে । নৈককর্ম্ম্যমেকয়েন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । ন চাগৃহমাণবিশেষতা,
হইয়াছে । তাহাতে “আত্মার উপাসনা করিবেক ; আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর,
ভারূপ অর্থাৎ প্রকাশরূপ” ইত্যাদি ইত্যাদি কথা শুনা যায় । আবার ঐ শাখার
বৃহদারণ্যকে পঠিত হইয়াছে, “এই উপাস্ত পুরুষ মনোময়, দীপ্তিরূপ ও সত্য ।
ইনি হৃদয়াস্তরে ত্রীহির ত্রায় যবেব ত্রায় অর্থাৎ সূক্ষ্ম আকারে অবস্থিত । ইনিই
সকলের ঈশান (নিয়ন্তা), সকলের অধিপতি, এবং ইনিই এ সমুদয় শাসন
করিতেছেন ।” এখানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় শ্রুতিতে কি একই উপাসনা
কথিত হইয়াছে ?” উভয় শ্রুতুক্ত অল্লাদিক গুণ (ধর্ম বা অঙ্গ) কি একই উপা-
সনার অঙ্গ বলিয়া একত্র সকলন করিতে হইবে ? অথবা দুই বিভিন্ন উপাসনা ও
অল্লাদিক গুণের যথোক্ত ক্রম স্থির রাখিতে হইবে ? [কিং...মহতি] কি পাওয়া
যায় ? সংশয়ের পর পাওয়া যায়, দুই স্থানে দুই উপাসনা কথিত হইয়াছে,
সুতরাং অল্লাদিক গুণেরও কণনপরিপাটী ক্রমে ব্যবস্থা করিতে হইবে । শাখা

বাক্যসম্বন্ধে শাখার অগ্নিরহস্তকাণ্ডে শান্তিলাবিদ্যা কথিত হইয়াছে । তাহাতে আত্মা মনোময়,
প্রাণশরীর, দীপ্তিরূপী, ইত্যাদি প্রকার উক্তি আছে । ঐ শাখার আরণ্যকে মনোময়ত্বাদি
বিশেষণ ছাড়া কএকটি অধিক বিশেষণ আছে । তদুপে সংশয় হয়, উক্ত উভয় স্থলে একই বিদ্যা
(উপাসনা) কথিত হইয়াছে ? কি বিভিন্ন বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে ? অল্লাদিক গুণ একত্রিত করিয়া
এক উপাসনা স্থির করিতে হইবে ? কি সে সকলের ব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন উপাসনা নিশ্চয় করিতে
হইবে ? ইহার সিদ্ধান্ত সূত্র এই । সূত্রের অর্থ এই যে, যখন উপাস্তরূপ এক, এবং সেই একত্ব
দৃষ্টে বিভিন্ন শাখোক্ত বিদ্যার একত্ব নিশ্চয় ও অল্লাদিক গুণের একত্ব সংগ্রহ করার নিয়ম দৃষ্ট হয়,
তখন এখানেও তদুপে সমান অর্থাৎ এক শাখোক্ত উক্ত উভয়ের একত্ব ও অল্লাদিক গুণের
একত্ব সংগ্রহ অবশ্যই স্থায্য হইবে ।

পৌনরুক্ত্যপরিহারমালোচ্য বিদ্যৈকত্বমধ্যবসায়ৈকত্বাতি-
রিক্তা গুণা ইতরত্রোপসংহ্রিয়ন্তে প্রাণসম্বাদাদিম্বিত্যুক্তম্ ।
একস্থাং পুনঃ শাখায়ামধ্যত্ব-বেদিত্ত্বেদাভাবাদশক্যপরিহারে
পৌনরুক্ত্যেন বিপ্রকৃষ্টদেশস্থৈকা বিদ্যা ভবিতুমর্হতি । ন
চাত্রেকমাত্মনং বিদ্যাবিধানার্থমপরং গুণবিধানার্থমিতি বি-
ভাগঃ সম্ভবতি । তদা হতিরিক্তা এব গুণা ইতরত্রেতরত্র
চাত্মায়েরন্ অসমানাঃ, সমানা অপি তু উভয়ত্রোন্নায়ন্তে মনো-
ময়ত্বাদয়ঃ । তস্মাত্মাত্মোন্মত্তগুণোপসংহার ইত্যেবং প্রাপ্তে
ক্রমহে—

যথা ভিন্নান্ন শাখান্ন বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চ ভবতি,

যত্র ভূয়াংসো গুণা যন্ত কৰ্ম্মণো বিধীয়ন্তে, তত্র তন্ত প্রধানন্ত বিধিরিতরত্র তু
তদনুবাদেন কতিপয়গুণবিধিঃ । যথা যত্র চ্ছত্রচামরপতাকাহাস্তিকান্বীয়শাক্তীক-
যাষ্টীকধাতুকাপাণিকপ্রাসিকপদাতিপ্রচয়স্তত্রাস্তি রাজেতি গমাতে, ন তু কতিপয়-
গজবাজ্জিপদাতিভাজি তদমাতে, তথেষ্টাপি ।

ন চৈকত্র বিহিতানাং গুণানামিতরত্রোক্তিরনর্থিকা, প্রত্যভিজ্ঞান-
বিভিন্ন হইলে তাহার অধ্যোতা ও উপাসক উভয়ই বিভিন্ন হয়, সুতরাং পুনরুক্তির
পরিহার সহজেই পরিদৃষ্ট হয় । অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে উপাসনার একই অবধারণ-
পূর্বক অতিরিক্ত গুণ (ধর্ম বা অঙ্গ) গুলিকে অগ্নতব উপাসনার অঙ্গে যোজননা
বা সঙ্কলন করা হইয়া থাকে । এ কথা প্রাণোপাসনা প্রভৃতিব বিচাবে বলা হই-
য়াছে সত্য ; কিন্তু যে স্থলে শাখাভেদ নাই, একই শাখা, সে স্থলে অধ্যোতার ও
উপাসকের ভেদ থাকে না । একই ব্যক্তি অধ্যোতা ও উপাসক, সুতরাং তাদৃশ
স্থলে পুনরুক্তিপরিহার অশক্য । যেহেতু পুনরুক্তিপরিহার হয় না, সেই হেতু,
সুদূরস্থ সেই দুইটা এক বলিয়া গণ্য হয় না । [ন চাত্রেক...ক্রমহে] এক স্থানের
শ্রুতি বিভা-বিধান করিবে, অগ্ন শ্রুতি গুণ (তাহার অঙ্গ) বিধান করিবে, এরূপ
বিভাগও অসম্ভব । এরূপ ব্যবস্থা বা বিভাগ শ্রুতির অভিপ্রের্ত নহে । তাহা
হইলে অতিরিক্ত অসমান গুণগুলিই অভিহিত হইত, সমান গুণের উল্লেখ
আবশ্যক হইত না । কিন্তু উভয় প্রবন্ধেই অধিকতর সমান গুণের উপদেশ বা
উচ্চারণ দেখা যায় । মনোময়ত্বাদি গুণ উভয় প্রবন্ধেই সমান । এই কারণে,
বলা যায়, গুণগুলি পরস্পর একত্র সংকলিত হয় না এবং উপাসনাও এক বলিয়া
গ্রহণ করা যায় না । এই পূর্বপক্ষের প্রতিপক্ষে এইরূপ বলা যাইতেছে অর্থাৎ
সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে—

[যথা = ব্যবস্থানম্] যেমন ভিন্ন শাখায় একত্ব ও অস্বাধিক গুণের একত্র

এবমেকস্তামপি শাখায়াং ভবিতুমর্হতি, উপাস্তাভেদাৎ। তদেব হি ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিগুণকমুভয়ত্রাপ্যুপাস্তমভিন্নং প্রত্যভিজানীমহে। উপাস্তাশ্চ রূপং বিদ্যায়াঃ। ন চ বিদ্যমানেন রূপাভেদে বিদ্যাভেদমধ্যবসাতুং শরুমঃ, নাপি বিদ্যাভেদে গুণব্যবস্থানম্। ননু পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ বিদ্যাভেদোহধ্যবসিতঃ, নেতুচ্যতে, অর্থবিভাগোপপত্তেঃ। একং স্থানানং বিদ্যাবিধানার্থমপরং গুণবিধানার্থমিতি ন কিঞ্চিন্নোপপদ্যতে। নস্বৈবং সতি যদপঠিতমগ্নিরহস্তে, তদেব বৃহদারণ্যকে পঠিতব্যং “স এষ সর্বশ্রোশানঃ” ইত্যাদি। যত্তু পঠিতমেব মনোময়ত্বাদি, তন্ম পঠিতব্যম্। নৈষ দোষঃ। তদ্বলেনৈব প্রদেশান্তরপঠিত-বিদ্যা-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সমানগুণান্নানেন হি বিপ্রকৃষ্টদেশাং শাণ্ডিল্য-বিদ্যাং প্রত্যভিজ্ঞাপ্য তস্তামীশানত্বাদ্যুপদিশ্যতে। অন্যথা হি কথং তস্তাময়ং গুণবিধিরভিধীয়তে।

দাঢ্যার্থত্বাৎ। অস্ত বাস্মিন্নিত্যানুবাদঃ। ন হনুবাদানামবশ্যং সর্বত্র প্রয়োজন-সঙ্কলন করা হয়, তেমনি, এক শাখাতেও হইতে পারে—যদি উপাস্ত রূপের ঐক্য থাকে। উল্লিখিত স্থলে উপাস্তের ঐক্য আছে, সে কারণে উপাসনাও এক। মনোময়ত্বাদি গুণে উপাস্ত ব্রহ্ম উভয়ত্র অভিন্ন অর্থাৎ এক, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাত (প্রত্যভিজ্ঞান্জ্ঞানেনব গোচর) হইতেছে। উপাস্তই উপাসনার রূপ, উপাসনা এক হইলে তাহাতেই অল্পাধিক গুণের উপসংহার (সংক্ষেপ) হয়। [ননু...পত্নতে] পুনরুক্তি দোষ সম্ভাবনায় উপাসনার ভেদ অঙ্গীকার করিতেছিলে, বস্তুতঃ তাহা গ্রাহ্য নহে। বাক্যদ্বয়ের অবিভাগই উপপন্ন, বিভাগ উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) নহে। এক স্থানের পাঠ উপাসনা বিধানার্থ, অপর স্থানের পাঠ তাহার গুণ-(অঙ্গ) বিধানার্থ, ইহা প্রদর্শিত বা উদাহৃত স্থলে সঙ্গত হয় না। [নস্বৈবং...ধীরতে] বলিতে পার যে, ঐরূপ হইলে অগ্নিরহস্তে যাহা পঠিত হয় নাই, তাহা বৃহদারণ্যকে পঠিতব্য হয়, এবং যাহা পঠিত হইয়াছে, তাহা পুনরুক্ত বা অপঠিতব্য হয়। অগ্নিরহস্তোক্ত “ইনিই সকলের নিয়ন্তা” এই পাঠ বৃহদারণ্যকে সঙ্কলন করিতে হয় এবং “মনোময়” এ অংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, ঐ দোষ হয় না। কারণ, তাহারই সামর্থ্যে স্থানান্তরে পরিপঠিত উপাসনাব প্রত্যভিজ্ঞান হয় অর্থাৎ ইহাই সেই উপাসনা, এরূপ অসম্ভব উপস্থিত হয়। সমান গুণের উল্লেখ থাকাতাই অগ্রে সুদূরস্থিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রত্যভিজ্ঞানের গোচর হয় অর্থাৎ এই সেই শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা, এরূপ অসম্ভব হয়, তৎপরে তাহাতে কেশানত্বাদি গুণের উপদেশ বা বিধান স্বীকৃত হয়। ইহা স্বীকার না করিলে, কিরূপে “এটা গুণ বিধি” এরূপ বলিতে পারিবে।

অপি চ, অপ্ৰাপ্তাংশোপদেশেনার্থবতি বাক্যে সঞ্জাতে
প্রাপ্তাংশপরামর্শস্য নিত্যানুবাদতয়াপ্যপপদ্যমানত্বাৎ ন তদ্বলে
প্রত্যভিজ্ঞোপেক্ষিতুং শক্যতে। তস্মাদত্র সমানায়ামপি
শাখায়াং বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চেতু্যপপন্নম্ ॥ ৩। ৩। ১৯ ॥

সম্বন্ধাদেবমন্ত্যত্রাপি ॥ ৩। ৩। ২০ ॥*

বৃহদারণ্যকে “সত্যং ব্রহ্ম” ইত্যুপক্রম্য “তদ্ব্যবৃত্তং সত্যমসৌ
স আদিত্যো য এষৈতন্নিম্নগুণে পুরুষো যশ্চায়াং দক্ষিণেহ-
ক্ষন্ পুরুষঃ” ইতি তস্মৈব সত্যস্য ব্রহ্মণোহধিদৈবতমধ্যাত্ম-
কায়তনবিশেষমুপদিষ্ট্য ব্যাহতিশরীরত্বঞ্চ সম্পাদ্য হে উপ-

বস্তুম্। অনুবাদমাত্রস্তাপি তত্র তত্রোপলক্ষেঃ। তস্মাদ্ভদেব বৃহদারণ্যকেইউপাসনং
তদগুণেনোপসংহারাদিবদিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ৩। ১৯ ॥

যন্তেকস্তামপি শাখায়াং তন্মেন প্রত্যভিজ্ঞানানুপাসনস্য তত্র বিহিতানাং

[অপিচ...পন্নম্] আরও দেখ, অজ্ঞাতাংশ উপদেশ দ্বাৰা বাক্যের অর্থবত্তা
সিদ্ধ হইলে, জ্ঞাতাংশের উল্লেখ গুলি নিত্যানুবাদ বলিয়াই স্থিরীকৃত ও উপপন্ন
হইয়া থাকে, সুতরাং সেই নিত্যানুবাদরূপী বাক্যের বলে প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণকে
অপভূব করিতে পার না। (সেই উপাসনাই অত্র স্থলে, এইকপ প্রতীতি
প্রত্যভিজ্ঞা, ইহা বাক্যজ্ঞাত প্রত্যয়-বিশেষ, সুতরাং শাস্ত্র প্রমাণ), প্রদর্শিত
হেতুবাদে ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, এক শাখায় অভিহিত বিভ্রাণ অর্থাৎ
উপাসনার একত্ব এবং সেই একত্ব নিবন্ধন গুণসমূহের উপসংহার (একত্ব
সমাবেশ) অবশ্যই হইবেক ॥ ৩। ৩। ১৯ ॥

বৃহদারণ্যকে “সত্য ব্রহ্ম” এই উপক্রমের পর উপক্রান্ত সত্য ব্রহ্মের অধিদৈব
ও অধ্যাত্ম আয়তন (স্থান) বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—“যাহা সেই সত্য,
এই সেই পুরুষ আদিত্যে আদিত্য পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে চাক্ষুষ পুরুষ।”
ইহারই পরে সত্য ব্রহ্মের ব্যাহতিময় শরীর (ব্যাহতি = ভূ, ভুব, স্বর্। ভূ =
পৃথিবী, ভুব = অন্তরীক্ষ, স্বর্ = স্বর্গ) উক্ত হইয়াছে এবং তৎপরে তাহার দুইটি

* যথা শাভিলাবিভায়াং বিভাগেনাপ্যধীভায়াং গুণোপসংহার উক্তঃ, এবমেকবিভাভিসম্ব-
ন্ধাদন্ত্যত্রাপি তজ্জাতীয়কেহপি বিষয়ে ভবিতুমর্হতি।

শাভিলাবিভা বিভাগক্রমে (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে) কথিত হইলেও
উপাসনার একা দৃষ্টে তাহাতে যেমন বিভিন্ন স্থানোক্ত অজ্ঞাতিক গুণের একত্ব সঙ্কলন (একের অঙ্গ
করা) হয়, তজ্জাতীয় অন্ত স্থলেও সেইরূপ হইতে পারে অর্থাৎ বিভ্রাণ একা দৃষ্টে উদাহৃত সত্য
বিভ্রাণেও বিভিন্ন স্থানোক্ত গুণের সঙ্কলন হইতে পারে। অর্থাৎ উপনিষদ্ব্যয়ের উভয়ত্র প্রাপ্তি
হইতে পারে। এটা পূর্বপক্ষ বা আশঙ্কা নহে।

নিষদাবুপদিশ্চেতে “তস্মোপনিষদহরিত্যাধিদৈবতং, তস্মোপ-
নিষদহমিত্যাধ্যাত্মম্ ।” তত্র সংশয়ঃ—কিমবিভাগেনৈবোভে
অপ্যুপনিষদাবুভয়ত্রানুসন্ধাতব্যে ? উত বিভাগেনৈকাধিদৈবতম্ ?
একাধ্যাত্মম্ ইতি ।

তত্র সূত্রৈগৈবোপক্রমতে—যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং বিভাগেনা-
প্যদ্বীত্যাং গুণোপসংহার উক্তঃ, এবমন্যত্রোপ্যেবজ্ঞাতীয়কে
বিষয়ে ভবিতুমর্হতি, একবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ । একা হীয়ং সত্য-
বিদ্যা অধিদৈবমধ্যাত্মাধীতা, উপক্রমাভেদাৎ ব্যতিষক্তপাঠাচ্চ ।
কথং তস্মামুদিতো ধর্ম্মস্তস্মামেব ন স্যাৎ । যো হ্যাচার্য্যে
কশ্চিদনুগমাদিরাচারশ্চোদিতঃ, স গ্রামগতে অরণ্যগতে চ
তুল্যবদেব ভবতি । তস্মাদুভয়োরপ্যুপনিষদোরুভয়ত্র প্রাপ্তি-
রिति । এবং প্রাপ্তে প্রতিবিধতে ॥ ৩। ৩। ২০ ॥

ধর্ম্মাণাং সঙ্করস্তথা সতি সত্যাত্মকস্তাভেদান্নগুণদ্বয়বান্ধিন উপনিষদোরপি সঙ্কর-
প্রসঙ্গান্তশ্চেতি চ প্রকৃতপরামর্শত্বাভেদঃ, সত্যস্ত চ প্রধানস্ত প্রকৃতত্বাৎ অধিদৈব-
মিত্যস্ত বিশেষণতয়োপসর্জনহেনাপ্রস্তুতত্বাৎ, প্রস্তুতস্ত চ সত্যস্তাভেদাৎ পূর্ববদ-
গুণসঙ্কর ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে ॥ ৩। ৩। ২০ ॥

উপনিষদ্ অর্থাৎ দুইটা রহস্ত দেবতা কথিত হইয়াছে । যথা—“উহার অধিদৈব
উপনিষদ্ অহঃ, তাহার অধ্যাত্ম উপনিষদ্ অহম্ ।”

[তত্র...সম্বন্ধাৎ] এখানে সংশয় হয়, ঐ উপনিষদ্বয় কি উভয়ত্র অবিভাগে
পরিভ্রম্যে ? অথবা বিভাগে পরিভ্রম্যে ? (একটি অধিদৈব উপনিষদ্, অপরটি
অধ্যাত্ম উপনিষদ্, এইরূপ পৃথক্ বা ভিন্নভাবে পরিভ্রম্যে কি ?) সূত্রকার সূত্রের
দ্বারা এই সংশয়ের উত্থাপন করিয়াছেন ও বিভাগক্রমে অধ্যয়ন বা পাঠ থাকিলেও
শাণ্ডিল্যবিদ্যায় যে প্রণালীতে ও যে কারণে অগ্নাধিক গুণের একত্র সঙ্কলন হইয়া
থাকে, তৎসমানজাতীয় অন্ত্যস্ত স্থলেও সেই কারণে ও সেই প্রণালীতে অগ্নাধিক
গুণের একত্র সংগ্রহ হওয়াই ত্রায়্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন । তৎপ্রতি
হেতু এই যে, সেই সেই স্থলে একই উপাসনার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় । [এক...
বিধতে] উপক্রম অভেদ ও ব্যতিষক্ত পাঠ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, একই
সত্যবিজ্ঞা অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই দ্বিবিধ নিদর্শনে অধীত হইয়াছে (ব্যতিষক্ত
পাঠ = সংশ্লিষ্ট পাঠ অর্থাৎ অগ্নি-পুরুষ ও আদিত্য-পুরুষ পরস্পর পরস্পরে
প্রতিষ্ঠিত, এইরূপ উক্তি । আদিত্য-রশ্মি চক্ষুতে ও চক্ষু আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত,
এইরূপ পাঠ) । যে ধর্ম্ম তাদৃশ আধারে কথিত, সে ধর্ম্ম কেননা তাহাতে
থাকিবে ? আচার্য্য বিষয়ে উপদিষ্ট আচার যুদ্ধ স্থলে ও অরণ্য স্থলে উভয়ত্রই
সমান প্রাপ্ত জানিবে । তদৃষ্টান্তে উভয় স্থলেই উভয় উপনিষদের প্রাপ্তি, ইহা
প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইহার বা এই পূর্বপক্ষের প্রতিবিধান এই ॥ ৩। ৩। ২০ ॥

ন বা বিশেষাৎ ॥ ৩ । ৩ । ২১ ॥*

নৈবোভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ । কস্মাৎ ? বিশেষাৎ । উপা-
সনস্থানবিশেষোপনিবন্ধাদিত্যর্থঃ । কথং স্থানবিশেষোপনিবন্ধ
ইতি ? উচ্যতে । “য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষঃ” ইতি হ্যাধি-
দৈবিকং পুরুষং প্রকৃত্য তস্তোপনিষদহরিতি প্রাবয়তি ।
“যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষঃ” ইতি চাধ্যাত্মিকং পুরুষং প্রকৃত্য
তস্তোপনিষদহমিতি । তস্মেতি চৈতৎ সন্নিহিতালম্বনং সর্ব্বনাম ।
তস্মাদায়তনবিশেষব্যাপ্রায়ৈগৈবৈতে উপনিষদাবুপদিষ্টেতে,
কুত উভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ ।

নম্বেক এবায়মধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ পুরুষঃ, একস্তৈব সত্যস্য

সত্যং, যত্র স্বরূপমাত্রসম্বন্ধো ধৰ্ম্মাণাং ক্ষয়তে, তত্রৈব স্বরূপস্ত সৰ্ব্বত্র প্রত্য-
ভিজ্ঞায়মানস্বাত্মাত্মসম্বন্ধিচ্ছাচ্চ ধৰ্ম্মাণাম্ । যত্র তু সবিশেষণং প্রধানমবগ-
ম্যতে, তত্র সবিশেষণস্তৈব তস্ত ধৰ্ম্মালিসম্বন্ধো ন নির্বিশেষণস্ত, নাপ্যত্ৰ বিশে-
ষণসহিতস্ত । ন হি দণ্ডিনং পুরুষমাশয়েত্যুক্তে দণ্ডরহিতঃ কমণ্ডলুমানানী-
যতে ।

উভয় স্থলেই উক্ত উভয়ের প্রাপণ সম্ভবে না । তৎপ্রতি হেতু,
উপাসনার জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিরূপ ? তাহা বলিতেছি ।
প্রতি “আদিত্যমণ্ডলে ঐ যে পুরুষ” এইরূপে আধিদৈবিক ‘পুরুষের
(আত্মার) প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন বা শুনাইয়াছেন—“তাহার উপনিষদ্
অর্থাৎ রহস্তদেবতা অহঃ ।” আর “দক্ষিণ চক্রেতে এই যে পুরুষ” এইরূপে
আধ্যাত্মিক পুরুষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন বা শুনাইয়াছেন—“ইহার
উপনিষদ্ অহম্ ।” তৎ-শব্দ ও এতৎ-শব্দ অর্থাৎ সেই ও এই, এই দুই
শব্দ একত্রিত হইলে সন্নিহিতবাচী হইয়া থাকে । (যাহা নিকটে—তাহা-
কেই বুঝায়) । যখন আয়তন-বিশেষ অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থান উল্লেখে ঐ দুই
উপনিষদ্ উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন আর কিরূপে ঐ ধৰ্ম্মকে ঐ দুই প্রদেশে পাইতে
বা লইতে পার ?

[নম্বেক...নিষদোঃ] যদি বল, ঐ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পুরুষ একই

* ন বা নৈব উভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ । কস্মাৎ ? বিশেষাৎ । উপাসনস্থানবিশেষোপনিবন্ধা-
দিত্যর্থঃ । তস্তোপনিষদহরহমিতি চ বাক্যবলেন তচ্ছব্দপরাযুট্টয়োঃ সন্নিহিতস্থানবিশিষ্টয়োঃ
পুরুষয়োর্নামসম্বন্ধপরেণবাক্যোনোপসংহারানুমানং বাধ্যমিতি নিকটঃ ।

উত্তর এই যে, তাহা পারে না । অর্থাৎ উপনিষদ্বয়ের উভয়ত্র প্রাপ্তি হইতে পারে না ।
কারণ এই যে, সত্য ব্রহ্ম উপাসনার নির্দিষ্ট স্থান কথিত হইয়াছে । (ভাষ্যানুবাদ দেখ) ।

ব্রহ্মণ আয়তনদ্বয়প্রতিপাদনাৎ । সত্যমেবম্বেতৎ । একস্তাপি
 ত্ববস্থাবিশেষোপাদানে নৈবোপনিষদ্বিশেষোপদেশাৎ তদবস্থৈশ্চৈব
 সা ভবিতুমর্হতি । অস্তি চায়ং দৃষ্টান্তঃ—সত্যপ্যাচার্য্যস্বরূপান-
 পায়ে যদাচার্য্যাস্থাসীনস্থানুবর্তনমুক্তং, ন তত্তিষ্ঠতো ভবতি । যচ্চ
 তিষ্ঠত উক্তং, ন তদাসীনশ্চেতি । গ্রামারণ্যয়োস্ত্বাচার্য্যস্বরূপান-
 পায়াৎ তৎস্বরূপানুবন্ধস্য ধর্ম্মস্য গ্রামারণ্যকৃত-বিশেষাভাবাভূতয়ত্র
 তুল্যবদ্ভাব ইত্যদৃষ্টান্তঃ সঃ । তস্মাদ্ব্যবস্থাহনয়োরুপনিষদোঃ ॥
 ৩।৩।২১ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৩।৩।২২ ॥ *

অপি চ, এবঞ্জাতীয়কানাং ধর্ম্মাণাং ব্যবস্থিতিলিঙ্গদর্শনং

তস্মাদধিদেবং সন্ত্যস্তোপনিষদুক্তা, ন তৈশ্চাবধ্যাত্মং ভবিতুমর্হতি । যথা
 চাচার্য্যস্য গচ্ছতোহহুগমনং বিহিতং ন তত্তিষ্ঠতো ভবতি* । তস্মান্নোপনিষদোঃ
 সম্বৎ, কিন্তু ব্যবস্থিতিঃ । তদিদমুক্তং “স্বরূপানপায়াৎ” ইতি ॥ ৩।৩।২১ ॥

অতিদেশাদপ্যেবমেব, তদ্বৈ হি নার্তিদেশঃ শ্রাদিতি ॥ ৩।৩।২২ ॥

বস্তু, কেননা, একই সত্তা ব্রহ্মের ঐ দুইটা স্থান (উপাসনার প্রতীক) উপদিষ্ট
 হইয়াছে । এ বিষয়ে আমাদেব বক্তব্য, তাহা সত্য; তথাপি উক্ত উভয়
 উভয়স্থলে প্রাপিত হয় না । একেব নির্দিষ্ট বহু অবস্থার গ্রহণ দ্বারা তদনুবর্তন
 করাই কর্তব্য । প্রস্তাবিত স্থলেও দুই বিভিন্ন উপনিষদের উপদেশ হওয়ায় তাহা
 (তদ্বয়) তদবস্থাপ্রদেয়ই হওয়া উচিত । একরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধ গ্রহণের দৃষ্টান্তও
 আছে । যথা—আচার্য্যের স্বরূপ পরিবর্তন না হইলেও, একরূপ থাকিলেও,
 উপবেশনাবস্থায় যদ্রূপ অনুবর্তন উক্ত ও কর্তব্য হয়, সেরূপ অনুবর্তন উত্থানাবস্থায়
 (উত্থান = দাঁড়ান অবস্থায়), হয় না, আবাস উত্থানাবস্থায় যাহা কর্তব্য হয়, তাহা
 উপবেশনাবস্থায় হয় না । গ্রাম ও অরণ্য প্রকৃতাভূষণ দৃষ্টান্ত নহে । যদিও—
 গ্রামে ও অবণ্যে আচার্য্য-স্বরূপের প্রচুতি হয় না, তাহা উভয়ত্রই একরূপ,
 তথাপি গ্রাম ও অবণ্য এ দুটা আচার্য্যাত্মভূগত ধর্ম্মের কোনরূপ বিশেষ (ভেদ)
 ভাব উৎপাদন করে না, সুতরাং গ্রাম ও অরণ্য উভয়ত্রই তুল্যরূপে তদনুবর্তিত্ব
 ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয় । প্রদর্শিত হেতুবাদেব দ্বারা উভয় উপনিষদের ব্যবস্থাভাবই
 প্রতীত হয়, তুল্যরূপে উভয়ত্র গ্রহণ প্রতীত হয় না ॥ ৩।৩।২১ ॥

ঐরূপ ঐরূপ ধর্ম্মের (নামাদির) ব্যবস্থার, নিয়মিতরূপে প্রাপ্তির বা সেই

* অতিরিক্তি লেখঃ । উক্তনাম-ব্যবস্থায়ামতিদেশরূপশ্রৌতলিঙ্গমন্তীতি বিশ্লেষ্টার্থঃ ।

ঐরূপ ঐরূপ ধর্ম্মের বা গুণের ব্যবস্থা পক্ষে শ্রৌত লিঙ্গও আছে । (লিঙ্গ = অদৃশ্যপদ—
 অতিদেশ বাক্য । ব্যবস্থা = অনিয়মেব নিয়ম) ।

ভবতি “তশ্চৈতস্য তদেব রূপং যদমুখ্য রূপং, যাবমুখ্য গেযো
 তৌ গেযো, যন্মান তন্মান” ইতি। কথমস্ম লিঙ্গত্বম্? তদুচ্যতে।
 অক্ষ্যাদিত্যস্থানভেদভিন্নান্ ধৰ্ম্মানন্তোন্তগ্নিন্ননুপসংহার্যান্ পশ্যন্
 ইহাতিদেশেনাদিত্যপুরুষগতান্ রূপাদীনক্ষিপুরুষ উপসংহরতি
 “তশ্চৈতস্য তদেব রূপম্” ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ভাবস্থিতে এবৈতে
 উপনিষদাবিতি নির্ণয়ঃ ॥ ৩। ৩। ২২ ॥

সম্ভৃতিদ্ব্যব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ৩। ৩। ২৩ ॥ †

“ব্রহ্মজ্যোষ্ঠা বীৰ্য্য সম্ভৃতানি, ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোষ্ঠং দিবমাত-
 তান” ইত্যেবং রাণায়নীয়ানাং খিলেষু বীৰ্য্যসম্ভৃতি-দ্ব্যনিবেশ-
 প্রভৃতয়ো ব্রহ্মণো বিভূতয়ঃ পঠ্যন্তে। তেষামেব চোপনিষদি

“ব্রহ্মজ্যোষ্ঠা বীৰ্য্য সম্ভৃতানি ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোষ্ঠং দিবমাততান।

ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমস্ত জজ্ঞে তেনাইতি ব্রহ্মণা স্পর্ধিতুং কঃ”

সেই আধারে স্থির রাখার শ্রৌত নিদর্শনও আছে। যথা—“সেই এই পুরুষের
 তাহাই রূপ—যাহা ঐ আদিত্যপুরুষের রূপ। অর্থাৎ ইহারও সেই রূপ, সেই
 গেয, সেই নাম।” এখানে চক্ষু ও আদিত্য এই দুই বিভিন্ন স্থান উক্ত হইয়াছে,
 অথচ সেই সেই স্থানে রূপাদির তুল্যতা কথিত হইয়াছে; সুতরাং ঐ সকলের
 একই উপসংগ্রাহ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শ্রুতি সে বিষয়ে অল্প কিছু না বলিয়া
 কেবল অতিদেশবাক্যে আদিত্য পুরুষের রূপাদি ধৰ্ম্মনিচয় চাক্ষুষ পুরুষের সমাবেশ
 (উপসংগ্রহ) করিয়া দিয়াছেন। এতদনুসারে অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তেব বলে উক্ত
 উপনিষদ্বয়ের ব্যবস্থা-পক্ষই সিদ্ধ হয় ও অব্যবস্থাপক্ষ নিবারিত হয় ॥৩৩২২॥

রাণায়নীয়শাখার খিল-শ্রুতিতে (খিল = বিধিও নহে, নিষেধও নহে, একরূপ
 বাক্য।) ব্রহ্মের বীৰ্য্যবত্তা ও স্বর্গাবস্থান প্রভৃতি ধর্ম্ম পঠিত হইয়াছে। যথা—
 “ব্রহ্মের বীৰ্য্য অর্থাৎ পরাক্রম (আকাশাদি উৎপাদনের সামর্থ্য) সম্ভৃত অর্থাৎ

† অতএব আরতনবিশেষযোগাদপি হেতোঃ সম্ভৃতিতাদয়োহপি ব্রহ্মবিভূতয়ো নোপ-
 সংহতব্যাঃ, শাঙিল্যবিদ্যা প্রভৃতিষত্বেয়ঃ। সম্ভৃতিবীৰ্য্যমাকশোৎপাদনাদিসামর্থ্যম্। দ্ব্যব্যাপ্তিঃ
 সদাসর্বব্যাপিভূম্।

রাণায়নীয় শাখার বিধিনিষেধশূন্য কাতপর্য বাক্যে সম্ভৃতি ও দ্ব্যব্যাপ্তি প্রভৃতি ব্রহ্ম-
 বিভূতি কথিত হইয়াছে। আবার ঐ শাখায় শাঙিল্যবিদ্যা প্রভৃতি কতিপর্য উপাসনা
 অভিহিত আছে। তদ্ব্যবস্থায় সংশয় হয়, সম্ভৃতিপ্রভৃতি ব্রহ্মগুণ শাঙিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে
 সংকলিত হইবে কি না। পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, হইবে, কিন্তু বিচারনির্ধার্যে পাওয়া
 যায়, হইবে না। তৎপ্রতি কারণ এই যে, শাঙিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে আশ্রয়বিশেষের উপদেশ
 আছে। শাঙিল্যবিদ্যার হৃদয়ারতনে ব্রহ্মোপাসনার বিধান। এ জন্ত তাহা আধ্যাত্মিক; কিন্তু
 সম্ভৃতি প্রভৃতি আধিদৈবিক। আধিদৈবিক গুণ আধ্যাত্মিক উপদেশে সংকলিত হইবার অযোগ্য।

শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতয়ো ব্রহ্মবিদ্যাঃ পঠ্যন্তে। তাস্থ ব্রহ্ম-
বিদ্যাস্থ তা ব্রহ্মবিভূতয় উপসংহ্রিয়েরন্ ন বেতি বিচারণায়াং
ব্রহ্মসম্বন্ধাদুপসংহারপ্রাপ্তৌ পঠতি—

সম্ভৃতিদ্ব্যব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ো বিভূতয়ঃ শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতিষু
নোপসংহর্তব্যঃ। অত এব চ—আয়তনবিশেষযোগাৎ। তথা
হি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং হৃদয়ায়তনত্বং ব্রহ্মণ উক্তং “এষ ম আত্মান্ত-
হৃদয়ে” ইতি। তদ্বদেব দহরবিদ্যায়ামপি “দহরং পুণ্ডরীকং
বেশ্ম, দহরোহস্মিন্নন্তর আকাশঃ” ইতি। উপকোশলবিদ্যায়াস্ত
অক্ষ্যায়তনত্বং “য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” ইতি। এবং
তত্র তত্র তত্তদাধ্যাত্মিকমায়তনমেতাস্থ বিদ্যাস্থ প্রতীয়তে।
আধিদৈবিক্যস্তেতা বিভূতয়ঃ সম্ভৃতিদ্ব্যব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ঃ। তাসাং
কুত এতাস্থ প্রাপ্তিঃ। নম্বেতাস্থপ্যাধিদৈবিক্যে বিভূতয়ঃ শ্রুয়ন্তে

ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং যেযাং তানি ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা, জজ্ঞে আস। যত্বপি তাস্থ তাস্থ
শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যায়ায়তনভেদপরিগ্রহেণাধ্যাত্মিকায়তনত্বং সম্ভৃত্যাদীনাং গুণা-
অব্যাহত। সেই সর্বজ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম দেবাদি উৎপাদনেব পূর্বে স্বর্গ ব্যাপিয়াছিলেন”
ইত্যাদি। ঐ শাখার উপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আছে,
তাহাতে ঐ সকল ব্রহ্ম-বিভূতি (বীৰ্য্যবত্তা ও সদাসর্বব্যাপিত্ব) উপসংহৃত
(সঙ্কলিত) হইবে কি-না, এই বিচারণা উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধ থাকায়
প্রথমতই পাওয়া যায়, উপসংহৃত হইবে। এই ২৩শ সূত্র সেই প্রাপ্ত-উপসংহার
পক্ষেব নিবাসক।

অর্থ এই যে, সম্ভৃতি অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি ও স্বর্গব্যাপ্তি প্রভৃতি বিভূতি শাণ্ডিল্য-
বিদ্যা প্রভৃতিতে উপসংহৃত হইবে না। কারণ এই যে, শাণ্ডিল্যবিদ্যায় সহিত
নির্দিষ্ট আয়তনেব (উপাস্ত স্থানের) সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। [তথাহি...প্রাপ্তিঃ]
শাণ্ডিল্যবিদ্যায় কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মের আয়তন হৃদয়। যথা—“এই আত্মা
হৃদয়াভ্যন্তরে—” ইত্যাদি। দহরবিদ্যাতেও ঐরূপ। যথা—“হৃদয়ে দহর অর্থাৎ
অল্পপরিমাণ পদ্যরূপ গৃহ, তন্মধ্যে দহরপরিমাণ আকাশ (আত্মা বা ব্রহ্ম। ” উপ-
কোশল-বিদ্যায় হৃদয়স্থান কথিত হয় নাই, কিন্তু অক্ষিস্থান কথিত হইয়াছে।
অর্থাৎ তাহাতে চক্ষু-আধারে ব্রহ্মোপাসনা করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা—
“অক্ষিপটে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হয়—” ইত্যাদি। এইরূপে সেই সেই প্রতিভে
অভিহিত সেই সেই বিদ্যায় (উপাসনায়) আধ্যাত্মিক আয়তন (হৃদয় ও চক্ষুঃ
প্রভৃতি সমস্তই দেহস্থ, সূতরাং আধ্যাত্মিক) কথিত হইয়াছে; পরন্তু ঐ সকল
বিভূতি (ঐশ্বর্য বা সামর্থ্য) আধিদৈবিক। যেহেতু আধিদৈবিক, সেই হেতু
শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতিতে ঐ সকলের (সম্ভৃতি ও স্বর্গব্যাপ্তি
প্রভৃতিব) প্রাপ্তি সম্ভাবনা নাই। [নম্বেতা...ক্ষমাঃ] যদি বল, অত্রান্ত অনেক

“জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ, এষ উ এব ভামনী-
রেষ হি সর্বেষু ভূতেষু ভাতি, যাবান্ বায়মাকাশস্তাবানেষো-
হস্তহৃদয় আকাশঃ, উভে অগ্নিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমা-
হিতে” ইত্যেবমাদ্যাঃ । সন্তি চান্না আয়তনবিশেষহীনা অপি
ব্রহ্মবিদ্যাঃ ষোড়শকলাদ্যাঃ । সত্যমৈবৈতৎ । তথাপ্যত্র বি-
দ্যতে বিশেষঃ সমুত্যাদ্যনুপসংহারহেতুঃ । সমানগুণান্মানেন
হি প্রত্যুপস্থাপিতাস্থ বিপ্রকৃষ্টদেশাষপি বিদ্যাস্থ বিপ্রকৃষ্ট-
দেশগুণা উপসংহ্রিয়েরম্মিতি যুক্তম্ ।

নামাধিদৈবিকত্বমিত্যয়তনভেদঃ প্রতিভাতি, তথাপি “জ্যায়ান্ দিবঃ” ইত্যাদিনা
সন্দর্ভেণাধিদৈবিকবিভূতিপ্রত্যভিজ্ঞানাং ষোড়শকলাদ্যাস্থ চ বিভাষ্যতনাপ্রবণা-
দন্ততো ব্রহ্মাশ্রয়তয়া সাম্যেন প্রত্যভিজ্ঞাসমুভাং সমুত্যাদীনাং গুণানাং
শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাস্থ ষোড়শকলাদিবিদ্যাস্থ চোপসংহার ইতি পূর্বে পক্ষঃ ।

বাক্যাস্তস্ত—মিথঃ সমানগুণপ্রবণং প্রত্যভিজ্ঞায় যদ্বিদ্ধা অপূর্বানপি তত্রাপ্রতান্
গুণানুপসংহারযতি ন যিহ সমুত্যাঙ্গগুণকব্রহ্মবিদ্যায়াং শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাগতগুণ-
প্রবণমস্তি । যা তু কাচিদাধিদৈবিকী বিভূতিঃ শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যায়াং প্রযতে,
তস্তাস্তৎপ্রকরণাদীনত্বাত্তাবন্যাত্রং গ্রহীযাতে, নৈতাবন্যাত্রেণ সমুত্যাদীনহুক্রষ্টু-
মর্থতি । তত্রৈতৎপ্রত্যভিজ্ঞানাভাবাদিত্যুক্তম্ । ব্রহ্মাশ্রয়তেন তু প্রত্যভিজ্ঞান-
সমর্থনমস্তিপ্রসক্তম্, ভূয়সীনামৈক্যপ্রসঙ্গাৎ ।

বিদ্যায় (উপসনায়) আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্য অনির্দিষ্ট আয়তনে প্রাপ্ত আছে,
আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্য যথা—“দিব্ (আকাশ) হইতেও বড়, এ সমুদায় লোক
হইতে বড়, ইনিই ভামনী (দীপ্তিরূপ), ইনিই সমুদায় ভূতে প্রকাশমান, এই
আকাশ যজ্ঞ বা যৎপরিমাণ, হৃদয়াস্তর্বর্ত্তী আকাশও তজ্রূপ বা তৎপরিমাণ, ঐ
দিব্ (অন্তরিক্ষ) ও এই পৃথিবী উভয়ই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ” ইত্যাদি ।
এতদ্বিত্ত্ব এমন অনেক ব্রহ্মবিদ্যা আছে, যাহাতে আয়তন-বিশেষের উল্লেখ নাই ।
(আয়তন = উপাসনার প্রতীক বা অবলম্বন স্থান) যথা—ব্রহ্ম ষোড়শকল,
ইত্যাদি । সে সকল বিদ্যায় সমুত্যাতি প্রভৃতি গুণের উপসংহার (যোজনা) না হয়
কেন ? তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, সত্য বটে—অত্যান্ত উপাসনায় আধিদৈবিক
ঐশ্বর্য্যের প্রবণ ও ষোড়শকল প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনায় অনির্দিষ্টায়তনের বিধান
আছে ; পরন্তু সে সকল উপাসনায় সমুত্যাতি গুণের (ব্রহ্মধর্ম্মের) উপসংহার
(সংগ্রহ) না হইবার বিশেষ হেতুও আছে । সমান গুণের (ধর্ম্মের) উল্লেখ
থাকিলে তদ্বারা সমাকৃষ্ট হৃদয় দেশস্থ উপাসনায় হৃদয়দেশস্থ গুণের উপসংহার
হওয়া অযুক্ত নহে ।

সম্ভূত্যাদয়স্ত শাণ্ডিল্যাদিবাক্যগোচরাশ্চ গুণাঃ পরম্পর-
ব্যাবৃত্তস্বরূপত্বাৎ ন প্রদেশান্তরবর্ত্তি-বিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপনক্ষমাঃ । ন
চ ব্রহ্মসম্বন্ধমাত্রেন প্রদেশান্তরবর্ত্তি-বিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপনমুচ্যতে ।
বিদ্যাভেদেহপি তদুপপত্তেঃ । একমপি ব্রহ্ম বিভূতিভেদৈর-
নেকৈরনেকধোপাস্তত ইতি স্থিতিঃ, পরোবরীয়স্বাদিবদ্ভেদদর্শনাৎ ।
তস্মাৎ বীৰ্য্যসম্ভূত্যাदीনাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাदिमनुपसंहार इति
॥ ৩। ৩। ২৩ ॥

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনানানাং ॥ ৩। ৩। ২৪ ॥*

অস্তি তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ রহস্তব্রাহ্মণে পুরুষবিদ্যা,

তদিদমুক্তং “সম্ভূত্যাদয়স্ত শাণ্ডিল্যাদিবাক্যগোচরাশ্চ” ইতি । তস্মাৎ সম্ভূ-
তিশ্চ দ্বাব্যাপ্তিশ্চ তদিদং সম্ভূতিদ্ব্যব্যাপ্ত্যপি চাতঃ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবান শাণ্ডি-
ল্যাদিবিদ্যাহুপসংহ্রিয়ত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ৩। ২৩ ॥

পুরুষযজ্ঞস্বভূতয়ত্রাপাবিশিষ্টম্ । ন চ বিহৃষো যজ্ঞস্তেতি ন সামানাদিকরণ্য-

কিন্তু শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যোক্ত সম্ভূত্যাদি গুণ পরম্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অসমান ।
সেই কারণে তাহারা স্থানান্তরোক্ত উপাসনার আকর্ষক নহে । [ন চ...ইতি]
ব্রহ্মসম্বন্ধ আছে, তাই বলিয়া যদি তাহা স্থানান্তরোক্ত ব্রহ্মোপাসনার আকর্ষক
হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন উপাসনাতেও তাইতে পারে । (বস্তুতঃ তাহা
হয় না) । যদিও ব্রহ্ম এক, তথাপি, বিভূতিভেদ দৃষ্টে তাহাকে অনেক
ধেভাবে উপাসনা করিয়া থাকে । ফলিতার্থ—গুণভেদ অনুসারেই উপাসনাভেদ
স্বীকৃত হয় । তাহার দৃষ্টান্ত—এক উপাসনা পরোবরীয়স্বাদি গুণ লইয়া, অত্র
উপাসনা অত্র গুণ লইয়া । অতএব, বীৰ্য্যসম্ভূতি (সৃষ্টিশক্তিধারণ) প্রভৃতি গুণ
শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতেই উপসংহৃত হয়, অত্র নহে ॥ ৩। ৩। ২৪ ॥

তাণ্ডিদিগের ও পৈঙ্গিদিগের রহস্তব্রাহ্মণে পুরুষবিদ্যা কথিত হইয়াছে । †

* “তৈত্তিরীয়াঃ” পুরুষবিদ্যায়াং ইতরেযাং তাত্ত্বিকপুরুষবিদ্যাগুণানাং অনানানাং
হেতোস্তথাং তেবামনুপদংখাব এব স্তাদিতি যোজনান্ ।

তাতিশাখায় ও পৈঙ্গিশাখায় পুরুষবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে এবং তৈত্তিরীয়শাখাতেও পুরুষ-
বিদ্যা কথিত হইয়াছে । উন্মথো প্রথমোক্ত শাখায় যে সকল গুণ বা ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে,
সে সকল তৈত্তিরীয়োক্ত পুরুষবিদ্যায় সংগৃহীত হইবেক না । কারণ এই যে, প্রথমোক্ত
শাখায়কথিত ধর্ম্ম শেবোক্ত শাখায় পঠিত হয় নাই । (ভাষ্য দেখ) ।

† পুরুষ—উপাসক ব্যক্তি, বিদ্যা—উপাসনা । উপাসক স্বপ্রত্যীকে বা আত্মপ্রত্যীকে ব্রহ্মো-
পাসনা করিলে তাহা পুরুষবিদ্যা আখ্যায় অভিহিত হয় । এই উপাসনা ছালোগো ও অন্তান্ত
উপনিষদে আছে । ছালোগো এইরূপ আছে—পুরুষই যজ্ঞ । সম্পূর্ণ-বয়সের ২৩ বৎসর প্রাপ্তঃ

তত্র পুরুষো যজ্ঞঃ কল্লিতঃ, তদীয়মায়ুস্ত্রেধা বিভজ্য সর্বনত্ৰয়ং কল্লিতং, অশিশিষাদীনি চ দীক্ষাদিভাবেন কল্লিতানি, অন্ত্রে চ ধর্মাস্ত্রে সমধিগতাশ্চাশীর্ষস্ত্রপ্রয়োগাদয়ঃ । তৈত্তিরীয়কা অপি কথিং পুরুষযজ্ঞঃ কল্লয়ন্তি “তশ্চৈব বিদুষো যজ্ঞস্তাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী” ইত্যেতেনানুবাকেন । তত্র সংশয়ঃ—কিং ইতরত্রোক্তাঃ † পুরুষ-যজ্ঞস্য ধর্ম্যাঃ, তে তৈত্তিরীয়কেষুপসংহ-
র্তব্যাঃ ? কিং বা নোপসংহর্তব্য ইতি । পুরুষযজ্ঞত্বাবিশেষাদুপ-
সংহারপ্রাপ্তাবাচক্ষ্মহে নোপসংহর্তব্য ইতি । কস্মাৎ ? তদ্রূপ-
প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাৎ । তদাহাচার্য্যঃ পুরুষবিদ্যার্যামিবেতি ।

সম্ভবঃ, যজ্ঞস্তাত্মত্যাগ্ৰহণস্য স্বরূপবচনত্বাৎ । যজ্ঞস্য স্বরূপং যজমানস্তস্য চ চেতনত্বাচ্ছিত্ব ইতি সামান্যধিকরণ্যসম্ভবঃ । তস্মাৎ পুরুষযজ্ঞত্বাবিশেষায়গ্নরাব-
ভৃৎত্বাদিসামান্যটীককবিত্ত্বাধ্যবনানে উভয়ত্র উভয়ধর্মোপসংহার ইতি প্রাপ্তম্ ।
এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

তাহাতে পুরুষকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । পুরুষের যে আয়ুঃ, তাহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া যজ্ঞীয় সর্বন-ত্ৰয়েব কল্লনা করা হইয়াছে । পুরুষ যে পান-
ভোজন করে, সেই পান-ভোজনই যজ্ঞীয় দীক্ষা । এতদ্বিত্ত্ব তাহাতে আশীঃ
(প্রার্থনা) ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি আরও কএকটি ধর্মের সংযোগ কবিত্তে দেখা
যায় । [তৈত্তিরীয়কা...নিবেতি] তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও অত্র এক পুরুষ যজ্ঞের
কথা আছে । যথা—“সেই তাদৃশ জ্ঞানবান্ উপাসকের আত্মাই সেই যজ্ঞের যজ-
মান এবং শ্রদ্ধাই পত্নী ।” ইত্যাদি । এতদৃষ্টে সংশয় হয়, তাণ্ডি ও পৈঙ্গিদিগের
পুরুষ-যজ্ঞের ধর্ম তৈত্তিরীয়দিগের পুরুষ-যজ্ঞে সংগৃহীত (সংযোজিত) হইবে কি
না । সেটীও পুরুষ-যজ্ঞ, এটীও পুরুষ-যজ্ঞ, এ ভাবে দেখিতে গেলে উপসংহারের
(ধর্মসংগ্রহের) প্রাপ্তি হইতে পারে বটে ; কিন্তু তাণ্ড্যুক্ত পুরুষ-যজ্ঞই যে, তৈত্তি-
রীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞান না থাকায় তদ্বক্তৃ ধর্ম তৈত্তিরী-
য়োক্ত উপাসনায় সংযোজিত হইবে না । ইহা আচার্য্য বেদব্যাস এই ২৪ হুত্রে
বলিয়াছেন ।

সর্বন, ৪৪ বৎসর মাধ্যন্দিন সর্বন, ৪৮ বৎসরের পর তৃতীয় সর্বন । পানেন্দ্ৰা, ভোজনেন্দ্ৰা ও
রমণেন্দ্ৰা তাহার দীক্ষা । পান ভোজন রমণ উপসদ্বাগ । হস্তাদি শত্ৰু অর্থাৎ সামগান ।
তপস্তা ও দানাদি দক্ষিণ এবং মরণ অবভূৎ অর্থাৎ যজ্ঞান্ত্রান । ইহাতে ৩টী প্রার্থনা মন্ত্র
আছে । এই উপাসনার ফল ১১৬ বৎসর বয়োলাভ । তৈত্তিরীয়শাখায় এইরূপ আছে—“যে
এতদ্রূপ জ্ঞানী, অর্থাৎ যে একান্তকারে উপাসনা কবে, সেই জ্ঞানীর যজ্ঞ অর্থাৎ সেই জ্ঞানী
পুরুষই যজ্ঞ । তাহার আত্মাই যজমান, শ্রদ্ধাই পত্নী, শরীর যজ্ঞকাঠ, বক্ষঃস্থল বেদী, লোম সমূহ
কুশা, বেদ শিক্ষা, হৃদয় বৃক্ষ, কাম (অভিলাষ) যুত, মন্থা পশু, তপস্তা অগ্নি, দম পশুবধ-
কর্ত্তা, বাগিল্লির দক্ষিণা, প্রাণ উল্লাতা, চক্ষুঃ অধ্বর্ষ্য, মন ব্রহ্মা ইত্যাদি । উভয় শাখাতেই
পুরুষযজ্ঞা কথিত হইয়াছে, পরন্তু সমান প্রণালীতে নহে । কিছু কিছু শ্রেভেদ আছে ।

† কিং ইতরত্রোক্তা ইতি কচিং পাঠঃ ।

যথৈকেষাং শাখিনাং তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ পুরুষবিদ্যায়ামান্নানং, নৈবমিতরেষাং তৈত্তিরীয়াণামান্নানমস্তি। তেষাং হীত-
রবিলক্ষণমেব যজ্ঞসম্পাদনং দৃশ্যতে, পত্নী-যজমান-বেদ-বেদি-
বহিযু পাজ্য-পশু-ত্বিগাদ্যনুক্রমাণং। যদপি সর্বনসম্পাদনং,
তদপীতরবিলক্ষণমেব। “যৎ সায়ং প্রাতর্মধ্যাহ্নিনঞ্চ, তানি
সর্বনানি” ইতি। যদপি কিক্ষিণ্মরণাবভূথহাদিসাম্যাত্মং,
তদপ্যল্লীয়স্বাদভূয়সা বৈলক্ষণ্যেনাভিভূয়মানং ন প্রত্যভিজ্ঞা-
পনক্ষমম্। ন চ তৈত্তিরীয়কে পুরুষস্য যজ্ঞত্বং শ্রুয়তে।
বিদুষো যজ্ঞশ্চেতি হি ন চৈতে সমানাধিকরণে স্ত্যো—বিদ্বা-

যাদৃশং তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ পুরুষযজ্ঞসম্পাদনং, তদায়ুষশ্চ ত্রেধা ব্যবস্থিতস্ত
সর্বনত্রয়সম্পাদনম্, অশিশিষাদীনাঞ্চ দীক্ষাদিভাবসম্পাদনং, নৈবং তৈত্তিরীয়াণাম্।
তেষাং ন তাবৎ পুরুষে যজ্ঞসম্পত্তিঃ। ন হ্যাত্মা যজমান ইত্যত্রায়মাত্মশব্দঃ স্বরূপ-
বচনঃ, ন হি যজ্ঞস্বরূপং যজমানো ভবতি, কর্তৃকর্মণোরভেদাতাবাৎ, চেতনা-
চেতনয়োশ্চৈক্যামুপপত্তেঃ যজ্ঞকর্মণোশ্চাচেতনত্বাৎ, যজ্ঞমানস্ত চেতনত্বাৎ।
অ’ত্মনস্ত চেতনস্ত যজ্ঞমানত্বঞ্চ বিদ্বদ্ব্যকোপপত্ততে। তথা চায়মর্থঃ—এবংবিদুষঃ
পুরুষস্ত যঃ সঙ্কীর্ণ যজ্ঞঃ, তস্ত সঙ্কীর্ণতয়া যজ্ঞমান আত্মা। তথা চাত্মনো যজ্ঞমান-
ত্বঞ্চ বিদ্বৎসঙ্কীর্ণতা চ যজ্ঞস্ত মুখ্যে স্তাতাম্, ইতরথাত্মশব্দস্ত স্বরূপবাচিনে বিদুষো
যজ্ঞশ্চেতি চ যজ্ঞমানো যজ্ঞস্বরূপমিতি চ গোণে স্তাতাম্। ন চ সত্যং গতৌ তদ্-
যুক্তম্। তস্মাৎ পুরুষযজ্ঞতা তৈত্তিরীয়ে নাস্তীতি তস্মা তাবদ্র সাম্যম্। ন চ
পত্নীযজ্ঞমানবেদবেদাদিসম্পাদনং তৈত্তিরীয়াণামিব তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাং বা বিদ্বতে,

[যথৈ...ক্ষমম্] * তাণ্ডী ও পৈঙ্গী এই দুই শাখায় যজ্ঞ পুরুষ-যজ্ঞ কথিত
হইয়াছে, তৈত্তিরীয়দিগের পুরুষ-যজ্ঞ ঠিক সেরূপে কথিত হয় নাই। তৈত্তিরীয়-
দিগের যজ্ঞকল্পনা এক প্রকার, কিন্তু তাণ্ডী ও পৈঙ্গী দিগের যজ্ঞকল্পনা অস্ত
প্রকার। উভয় কল্পনাই পরস্পর বিলক্ষণ (অসমান)। তৈত্তিরীয়েরা পত্নী,
যজ্ঞমান, বেদ, বেদী, কুশা, যুগ, স্বত, পশু ও ঋত্বিক প্রভৃতির কল্পনা করে, অস্তে
তাহা করে না। উভয় যজ্ঞেই সর্বনের কল্পনা আছে, সত্য; কিন্তু কল্পনার আকার
বিভিন্ন। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াক্ষ, এই কালত্রয় তদীয় সর্বন কল্পনার আধার।
(তাণ্ডীদিগের সর্বন কল্পনার আধার আয়ুষ্কাল)। মরণই অবত্থ অর্থাৎ যজ্ঞ-
সমাপ্তিসূচক স্নান” এ কথা উক্ত উভয় শাখায় আছে বটে; কিন্তু সে অল্প সাম্য
বহু বৈষম্যের নিকট দুর্বল। বহু বৈলক্ষণ্যে অল্প সালক্ষণ্য অভিভূত হয়, সুতরাং
তাহা প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান জন্মাইতে অক্ষম। (প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান—‘সে-ই এই’, এরূপ
জ্ঞান)। [ন চ...শ্চেতি] তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে বিদ্বানের যজ্ঞ, এইরূপ উক্তি

+ তাণ্ডী ও পৈঙ্গী=বেদশাখাবিশেষ। রহস্তব্রাহ্মণ=সম্ভববিশেষ অর্থাৎ উপনিষদ।
পুরুষবিদ্যা=পুরুষ-প্রতীকে বক্ষোপাসনা। (স্বীয় দেহে ব্রহ্মগুণ আরোপিত করিয়া ভাবনা
প্রবাহ উপাধি কবা)।

নেব যো যজ্ঞস্ত্যশ্চেতি । ন হি পুরুষস্য মুখ্যং যজ্ঞত্বমস্তুি ।
ব্যধিকরণে ত্বেতে যষ্ঠ্যো—বিদুষো যো যজ্ঞস্ত্যশ্চেতি । ভবতি
হি পুরুষস্য মুখ্যো যজ্ঞসম্বন্ধঃ । সত্যাক্ষ গতো মুখ্য এবার্থ
আশ্রয়িতব্যো ন ভাক্তঃ । “আত্মা যজমানঃ” ইতি চ যজমানত্বঃ
পুরুষস্য নিরূপণং বৈয়ধিকরণেনৈবাস্ত্য যজ্ঞসম্বন্ধঃ দর্শয়তি ।
অপি চ, তশ্চৈব বিদুষ ইতি সিদ্ধবদনুবাদশ্রুতৌ সত্যং পুরু-
ষস্য যজ্ঞভাবমাত্মাদীনাঞ্চ যজমানাদিভাবং প্রতিপিংসমানস্ত
বাক্যভেদঃ স্ত্যৎ ।

অপি চ, সমস্তাসামাত্মবিদ্যাং পুরস্তাত্ত্বপদিষ্ঠানন্তরং
“তশ্চৈবস্বিচ্ছুষঃ” ইত্যাদ্যনুক্রমণং পশ্যন্তঃ পূর্ব্বশেষ এবৈষ আত্মায়ো
ন স্বতন্ত্র ইতি প্রতীমঃ । তথা চৈকমেব ফলং উভয়োরপ্যনু-
বাকয়োরূপলভ্যমহে “ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি” ইতি ।
ইতরেমাভূতন্যশেষঃ পুরুষবিদ্যাশ্রয়ঃ । আয়ুরভিবৃদ্ধিফলো

সবনসম্পত্তিরপোষ্যং বিলক্ষণৈব । তস্মাদুয়োবৈলক্ষণ্যে সতি ন কিঞ্চিৎপ্রা-
সালক্ষণ্যাদিষ্টকহমুচিতমতিপ্রসঙ্গাৎ । অপি চ তশ্চৈবং বিদুষ ইত্যনুবাদশ্রুতৌ
সত্যামনেকার্থবিধানে বাক্যভেদদোষপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ । অপি চেয়ং পৈঙ্গিনাং
তাণ্ডিনাঞ্চ পুরুষযজ্ঞবিজ্ঞা ফলাস্তরযুক্তা স্বতন্ত্রা প্রতীয়তে । তৈত্তিরীয়াণাস্ত এবে-
বিদুষ ইতি শ্রুত্যাং পূর্ব্বোক্তপবামর্শাৎ তৎফলত্বশ্রুতেশ্চ পারতন্ত্র্যম্ ।

ন চ স্বতন্ত্রপতন্ত্রযৌক্তিক্যমুচিতমিত্যাহ—“অপি চ সমস্তাসামাত্মবিজ্ঞাম্”
ইতি । উপসংহতি—“তস্মাৎ” ইতি ।

অ্যাচে, কিন্তু পুরুষই যজ্ঞ, এরূপ উক্তি নাই । ঐ দুই ষষ্ঠী বিভক্তি বিধানই যজ্ঞ,
একপ অভেদার্থের বোধক নহে । [ন হি.. স্ত্যৎ] পুরুষে মুখ্য যজ্ঞভাব নাই,
সুতরাং ঐ দুই ষষ্ঠী ব্যধিকরণার্থের বোধক অর্থাৎ জ্ঞানীর যে যজ্ঞ, তাহাব, এই-
রূপ অর্থেরই বোধক । পুরুষে যে যজ্ঞসম্বন্ধ—তাহা মুখ্য হইতে পারে । যে
স্থলে উপায় থাকে, মুণ্ডার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে মুখ্যার্থই গ্রাহ্য ।
আত্মাই যজ্ঞমান, এই বাক্যে পুরুষের যজ্ঞমানভাব বর্ণিত হওয়ায় পুরুষের সহিত
যজ্ঞের সম্বন্ধভাব দেখান হইয়াছে । আরও দেখ, ঐ স্থলে “যে এইরূপ জানে
তাহার” এইরূপ অনুবাদিনী শ্রুতি আছে । উহা থাকিতে পুরুষের যজ্ঞভাব ও
আত্মাদির যজ্ঞমানাদিভাব প্রতিপাদন করিলে অবশ্যই বাক্যভেদ দোষ হইবে ।

[অপিচ...ব্রীয়েক] প্রথমে সমস্তাসপূর্ব্বিকা আত্মবিজ্ঞার উপদেশ, তৎপরে
“এইরূপ জ্ঞানীর” ইত্যাদি সন্দর্ভের উল্লেখ, ইহা দেখিলে অবশ্যই বুঝা যায়, ঐ
উল্লেখ পূর্ব্ব উপদেশেরই পোষক বা অঙ্গ । উহা স্বতন্ত্র নহে । আরও কথা
এই যে, উক্ত উভয় অনুবাদের ফল একই । “সে ব্রহ্মের মহিমা পায়” ইত্যাদি ।

হসৌ “এষ হ ষোড়শবর্ষশতং জীবতীতি য এবং বেদ” ইতি সমভিব্যাহারাৎ। তস্মাচ্ছাখাস্তরাধীতানাং পুরুষবিদ্যাধর্ম্মাণামা-
শীর্ষম্ভাদীনামপ্রাপ্তিস্তৈত্তিরীয়কে ॥ ৩। ৩। ২৪ ॥

বেদান্তার্থভেদাৎ ॥ ৩। ৩। ২৫ ॥ *

অস্ত্যাত্মকর্ণিকানামুপনিষদারম্ভে মন্ত্রসমাম্নায়ঃ “সর্বং প্রবিধ্য
হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রব্রজ্য শিরোহিভিপ্রব্রজ্য ত্রিধা
বিশৃক্তঃ” ইত্যাদিঃ। স তাণ্ডিনাং “দেব সবিতঃ প্রসুব গজ্ঞম্”
ইত্যাদিঃ। শাট্যায়িনিয়াং “শ্বেতাশ্বো হরিতনীলোহসি” ইত্যাদিঃ।
কঠানাং তৈত্তিরীয়কাণাঞ্চ “শম্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ” ইত্যাদিঃ।
বাজসনেয়িনাস্তুপনিষদারম্ভে প্রবর্গ্যব্রাহ্মণং পঠ্যতে “দেবা

বিচারবিষয়ং দর্শয়তি। “আত্মকর্ণিকানাম্” ইতি। আত্মকর্ণিকাত্যুপনিষ-
দারম্ভে তে তে মন্ত্ৰাস্তানি তানি চ প্রবর্গ্যাদীনি কৰ্ম্মাণি সমাম্নাতানি। সংশ-
য়াহ—“কিমিমে” ইতি। পূর্বপক্ষং গৃহীতি—“উপসংহার এবাং বিভাস্তু” ইতি।
কিন্তু ঐ পুরুষবিজ্ঞার উল্লেখ অত্যায নহে। কারণ এই যে, সে পুরুষবিজ্ঞার ফল
আয়ুর্বৃদ্ধি। যথা—“যে ঐক্লপ জানে, ঐক্লপে উপাসনা করে, সে ষোড়শবর্ষশত
জীবিত থাকে।” অতএব, শাখাস্তরে পরিপাঠিত পুরুষবিজ্ঞার আশীর্ষদ্বাদি ধর্ম্ম-
নিচয় তৈত্তিরীয়দিগেব লাভ সম্ভাবনা নাই।

অত্মকর্মেদীয় উপনিষদের প্রারম্ভে কএকটি মন্ত্র আছে। যথা—“হে
দেবতে, তুমি আমার শত্রুর সর্বদ্বন্দ্ব বিদীর্ণ কর। তাহার হৃদয় বিশেষ
প্রকায়ে ভগ্ন কর, শত্রীরস্থ শিরাজাল ছিঁড়িয়া ফেল, মস্তক বিধা কর।”
সামবেদীয় তাণ্ডিশাখার প্রারম্ভেও মন্ত্র আছে। যথা—“হে সবিতৃ দেব,
যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি প্রসব কর অর্থাৎ তাহা সুসম্পন্ন কর।” শাট্যায়িনীয় শাখা-
তেও মন্ত্ৰাস্তব আছে। যথা—“গাহার শ্বেতাশ্ব অর্থাৎ উঠেঃশ্রবা ঘোটক,
সেই ইজ্ঞ তুমি হরিততৃণের ত্রায় নীলবর্ণ।” ইত্যাদি। কঠ ও তৈত্তিরীয় এই
দুই শাখাতেও উপনিষদারম্ভে “মিত্র ও বরুণ-দেবতা আমাদের সুখকর
হউন” ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। বাজসনেয়িশাখার উপনিষদারম্ভে প্রবর্গ্য
ব্রাহ্মণ (সন্দর্ভবিশেষ) পঠিত হয়। যথা—“দেবতারা সত্রেয় (বহু পুরো-
হিত-নিপাত্ত যজ্ঞের) অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন” ইত্যাদি। কোষীতিক্ষিশাখা-
ধ্যায়ীরাও অগ্নিষ্টোমব্রাহ্মণ (প্রস্তাববিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন। যথা—

* বেদান্তার্থভেদাৎ ভেদঃ, ভাব্যং তে বিভাস্তু নোপসংহার্য্যঃ। বিভাস্তু হৃদয়াদিসম্বন্ধেপি
বেদান্তার্থানামসম্বন্ধাৎ মন্ত্ৰার্থানামভিচারাদিসম্বন্ধলিপ্তেন সন্নিধেয়কীয়সাহিত্যচারাদিবেষ মন্ত্ৰাণাং
বিনিয়োগ ইত্যভিপ্রায়ঃ।

আত্মকর্মেদিক দিগের উপনিষদের প্রথমে কএকটি মন্ত্র আছে। অন্ত্য উপনিষদের প্রারম্ভেও
কতকগুলি মন্ত্র ও কৰ্ম্ম কথিত আছে। এ সমস্ত সে সকল উপাসনার নীতি হইবে কি-না, তাহা

হ বৈ সত্রং নিষেধঃ” ইত্যাদিঃ । কৌষীতকিনামপ্যগ্নিকৌম-
ব্রাক্ষণং “ব্রহ্ম বা অগ্নিকৌমো ব্রহ্মৈব তদহব্রহ্মণৈব তে
ব্রহ্মোপযন্তি, তেহমৃতত্বমাপ্নুবন্তি, য এতদহরূপসংযন্তি” ইতি ।
কিমিমে “সর্বং প্রবিধ্য” ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ প্রবর্গ্যাदीনি চ
কর্মাণি বিদ্যাসূপসংহ্রিয়েরন্ ? কিং বা নোপসংহ্রিয়েরন্ ? ইতি
মোমাংসামহে । কিং তাবৎ নঃ প্রতিভাতি । উপসংহার এষাং
বিদ্যাস্থিতি । কুতঃ ? বিদ্যাপ্রধানানামুপনিষদগ্রন্থানাং সমীপে
পাঠাৎ ।

নম্বেষাং বিদ্যার্থতয়া বিধানং নোপলভামহে । বাঢ়ম্ ।

সফলা হি সর্বা বিত্তা আত্মাতান্তংসন্নিধৌ মন্ত্রাঃ কর্মাণি চ সমাত্মাতানি, ফল-
বৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতি ত্রায়াধিত্বাঙ্গভাবেন বিজ্ঞায়ন্তে ।

চোদয়তি—“নম্বেষাম্” ইতি । ন হত্র ঐতিহাসিকব্যাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানানি
সন্তি বিনিষোজকানি প্রমাণানি । ন হি যথা দর্শপূর্ণমাসাবরভ্য সমিদাদয়ঃ
সমাত্মাতান্তথা কাক্ষিদিদ্যামরভ্য মন্ত্রা বা কর্মাণি বা সমাত্মাতানি । ন চাসতি
সামাত্মসম্বন্ধে সম্বন্ধিসন্নিধানমাত্মাতাদর্শ্যসম্ভবঃ । ন চ ঐতস্বাজপরিপূর্ণা বিত্তা
এতানাকাজ্জিক্তুমর্থিতি, যেন প্রকরণাপাদিতসামাত্মসম্বন্ধানাং সন্নিধির্কিংশেষসম্বন্ধায়
ভবেদিত্যর্থঃ । সমাধত্তে—“বাঢ়মমুপলভমানা অপি” ইতি । মা নাম ভূৎ ফল-
বতীনাং বিত্তানাং পরিপূর্ণাঙ্গানামাকাজ্জা, মন্ত্রাণাস্ত স্বাধ্যায়বিত্তাপাদিতপুরু-
ষার্থভাবানাং কর্মাণাঞ্চ প্রবর্গ্যাदीনাং স্ববিধ্যাপাদিতপুরুষার্থভাবানাং পুরুষা-
হভিলষিতমাকাজ্জতাং সন্নিধানাদন্তরাকাজ্জানিবন্ধনো রক্তপটত্বায়েন সম্বন্ধঃ ।

“যাহা অগ্নিষ্টোম, তাহাই ব্রহ্ম । তাদৃশ অগ্নিষ্টোম যে দিবসে অহুষ্ঠিত হয়,
সে দিবসও ব্রহ্ম । সেই জ্ঞাত, যে তদ্দিনসাধ্য কর্ম (যাগ) করে—সে সেই
ব্রহ্মসাধনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে মোক্ষ লাভ করে ।” এখানে
সংশয় বা বিচার্য এই যে, ঐ সকল মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম উপাসনায় গৃহীত
হইবে কি-না । পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, গৃহীত হইবে । কারণ এই যে, ঐ
সকল উপাসনাপ্রধান উপনিষদের অতিসম্মিকটে পরিপাঠিত হইয়াছে ।

[নম্বেষাং...যুক্তঃ] যদি বল, উপাসনার্থ ঐ সকলের বিধান হওয়া
দৃষ্ট হয় না ; তাহাতে আমরা বলিব, দৃষ্ট না হইলেও তাহা সন্নিধান সামর্থ্যে
অহুমিত হয় । অর্থাৎ যখন উপাসনার নিকটে পঠিত—তখন অবশ্যই ঐ

বিচার্য । বিচারের সিদ্ধান্ত এই যে, সে সকল উপাসনায় নীত হইবে না । কারণ এই যে, সে
সকলের অর্থের সহিত উপাসনার সম্পর্ক নাই । যন্ত্রে আছে, স্তব্ধ প্রবিধ্য । স্তব্ধের সহিত
সম্পর্ক থাকিলেও তন্ত্রের সহিত নাই । ইত্যাদি ।

অনুপলভ্যমানা অপি ত্বনুমান্যামহে, সন্নিধিসামর্থ্যাৎ। ন হি সন্নিধেরর্থবদে সন্তুবত্যকস্মাদসাবনাশ্রয়িতুং যুক্তঃ। ননু নৈবাং মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়ং কিঞ্চিৎ সামর্থ্যাৎ পশ্যামঃ। কথঞ্চ প্রবর্গাদীনি কস্মাণি অন্যার্থত্বেনৈ বিনিযুক্তানিব সন্তি বিদ্যা-র্থত্বেনাপি প্রতিপদ্যমহীতি। নৈষ দোষঃ। সামর্থ্যাৎ তাব-

তত্রাপি চ বিদ্যানাং ফলবৎতাদর্থ্যমফলানাং মন্ত্রাণাং কস্মণাঞ্চ। ন চ প্রবর্গাদীনাম্ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞবৎ স্বর্গঃ কল্পনাস্পদং, ফলবৎসন্নিধানেন তদবরোহাৎ। “অনুমান্যামহে সন্নিধিসামর্থ্যাৎ” ইতি। ইদং থলু নিবৃত্তাকাজ্জায়া বিদ্যায়াঃ সন্নিধানেন শ্রুতগনা-কাজ্জায়া সাকাজ্জশ্রুতি সঙ্কল্পসামর্থ্যাৎ। তত্চা অপ্যাকাজ্জামুখ্যপয়ত্যাখ্যাপ্য চৈকবাধ্যাত্মমুপৈতি। অসমর্থস্ত চোপকারকত্বাহুপপত্তেঃ। প্রকরণিনং প্রতি উপকারসামর্থ্যমাস্থানঃ কল্পয়তি। ন চ সত্যপি সামর্থ্যে তত্র শ্রুত্যাহবিনিযুক্তং সদঙ্গতামুপগন্তমর্থতীত্যনয়া পরম্পরয়া সন্নিধিঃ শ্রুতিমর্থ্যপত্তয়া কল্পয়তি। আক্ষিপতি—“ননু নৈবাং মন্ত্রাণাম্” ইতি। প্রয়োগসমবেতার্থপ্রকাশনেন হি মন্ত্রাণামুপযোগো বর্ণিতোহবিশিষ্টস্ত বাক্যার্থ ইত্যত্র। ন চ বিদ্যাসম্বন্ধং কঞ্চনার্থং মন্ত্রেণ প্রতীমঃ। যদ্যপি চ প্রবর্গো ন কিঞ্চিদারভ্য শ্রুয়তে তথাপি বাক্য-সংযোগেন ক্রতুসম্বন্ধং প্রতিপত্ততে। পুরস্তাৎপসদাং প্রবর্গেণ প্রচরন্তীতু্যপসদাং জুহুবদব্যতিচরিতক্রতুসম্বন্ধত্বাৎ। যত্ৰাপি জ্যোতিষ্টোমবিকৃতাবপি সন্ত্যাপসদন্তথাপি তত্রাহুমানিক্যাঃ জ্যোতিষ্টোমে তু প্রত্যক্ষবিহিতান্তেন শীঘ্রপ্ররুতিতয়া জ্যোতি-ষ্টোমাঙ্গতৈব বাক্যোনাগম্যতে। অপি চ প্রকৃতৌ বিহিতস্ত চোদকেনোপ-সম্বত্তদ্বিকৃতাবপি প্রাপ্তিঃ। প্রকৃতৌ বা অধিকৃত্ত্বাদিতি ত্রায়াজ্যোতিষ্টোমে এব বিধানমুপসদা সহ যুক্তম্। তদেতদাহ—“কথঞ্চ প্রবর্গাদীনী” ইতি। সন্নি-ধানাদর্থবিশ্রকর্ষণে বাক্যং বলীয় ইতি ভাবঃ। সমাধত্তে—“নৈষ দোষঃ। সামর্থ্যাৎ তাবৎ” ইতি। যথা “অগ্নয়ে হা জুষ্টং নির্বপামি” ইতি মন্ত্রে অগ্নয়ে নির্বপামি-পদে পরম্পরয়া কর্মসমবেতার্থপ্রকাশকে শিষ্টানাস্ত পদানাং তদেকবাধ্যত্বা যথাকথঞ্চিদ্ব্যাখ্যানম্, এবমিহাপি হৃদয়পদশ্রোতাসনায়াম্ সমবেতার্থত্বাভদহুসারেণ সকল মন্ত্র উপাসনার বিষয়, এইরূপ অনুমান করিব। সন্নিধিপাঠের সার্থক্য সম্ভব থাকিলে বাক্যের আকস্মিকত্ব (নৈবর্থক্য) অবলম্বন অযুক্ত। [অহু... ভেদাৎ] যদি বলেন, ঐ সকল মন্ত্রে বিদ্যা-বোধক (অর্থ) সামর্থ্য আছে কৈ? (অভিপ্রায় এই যে, উপাসনা-সম্বন্ধীয় কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করে, এরূপ সামর্থ্য ঐ সকল মন্ত্রে নাই, সুতরাং ঐ সকলকে উপাসনাক্ত বলিতে পার না) এবং প্রবর্গাদি কর্মও অত্যাশ্রয় কর্মের (যাগের) অঙ্গ বলিয়া বিহিত, সে জন্ত সে গুলিও উপাসনাক্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। প্রত্যুত্তর এই যে, হৃদয়াদি স্থানের উল্লেখ থাকায় ঐ সকল মন্ত্র উপাসনাসম্বন্ধীয় বস্তু প্রকাশ করিতে সমর্থ, ইহা কল্পনা বা অনুমান করা যাইতে পারে। উপাসনায় প্রায়ই উপাত্তের আয়তন বা আশ্রয় বলিয়া হৃদয়াদি স্থানের

মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়মপি কিঞ্চিৎ শক্যং কল্পয়িতুং, হৃদয়াদি-
সঙ্কীৰ্ত্তনাৎ। হৃদয়াদীনি হি প্রায়েণোপাসনেন্দ্রিয়তনাদি-
ভাবেনোপদিষ্টানি, তদ্বারেন চ “হৃদয়ং প্রবিধ্য” ইত্যেবঞ্জাতীয়-
কানাং মন্ত্রাণামুপপন্নমুপাসনাস্তত্ত্বম্। দৃষ্টশ্চোপাসনেন্দ্রিয়-
মন্ত্রবিনিয়োগঃ ভূঃ প্রপদ্যেহমুনামুনামুনা” ইত্যেবমাদিঃ।
তথা প্রবর্গাদীনাং কৰ্ম্মণামন্ত্রোপি বিনিযুক্তানাং সতামবি-
রুদ্ধো বিদ্যাস্ত্র বিনিয়োগো বাজপেয় ইব বৃহস্পতিসবশ্চেতি।

তদেকবাক্যতাপন্নানি পদাস্তরাণি গোপ্যা লক্ষণয়া চ বৃত্ত্যা কথঞ্চিল্লেন্নানীতি নাসম-
বেতর্থতা মন্ত্রাণাম্। ন চ মন্ত্রবিনিয়োগো নোপাসনেন্দ্রিয় দৃষ্টঃ, যেনাত্যস্তদৃষ্টং
কল্যত ইত্যাহ—“দৃষ্টশ্চোপাসনেন্দ্রিয়” ইতি। যদ্যপি বাক্যেন বলীয়স্য সন্নিবিহ-
ক্লো বাধ্যতে, তথাপি বিরোধে সতি। ন চেহাহস্তি বিরোধঃ। বাক্যেন বিনি-
যুক্তশ্চাপি জ্যোতিষ্টোমে প্রবর্গাস্ত্র সন্নিধিনা বিদ্যাস্ত্রমপি বিনিয়োগসম্ভবাৎ। যথা
ব্রহ্মবর্চসকামো বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেতেতি ব্রহ্মবর্চসফলোহপি বৃহস্পতিসবো
বাজপেয়স্বধ্বেন চোত্ততে বাজপেয়েনেষ্টা বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেতেতি। অত্র হি
ভূঃ সমানকর্তৃকত্বমবগম্যতে, ধাতুসম্বন্ধে প্রত্যয়বিধানাৎ। ধাতুর্থাস্ত্রসম্বন্ধ-
কথঞ্চ সমানঃ কৰ্ত্তা স্ত্রাৎ, যজ্ঞকঃ প্রয়োগো ভবেৎ। প্রয়োগাবিষ্টং হি কৰ্ত্তৃত্বং,
তচ্চ প্রয়োগভেদে কথমেকম্। তস্মাৎ সমানকর্তৃকত্বাদেকপ্রয়োগত্বং বাজপেয়-
বৃহস্পতিসবয়োৰ্ধাতুর্থাস্ত্রসম্বন্ধাচ্চ। ন চ গুণপ্রধানভাবমন্তরেণৈকপ্রয়োগতা
সম্বন্ধ-তত্রাহপি বাজপেয়স্ত্র প্রকরণে সমানান্যবাজপেয়ঃ প্রধানম্। অঙ্গং
বৃহস্পতিসবঃ। ন চ দর্শপূর্ণমাসভ্যামিষ্টো সোমেন যজ্ঞেতেত্যত্রাঙ্গপ্রধানভাব-
প্রসঙ্গঃ। ন হ্যেতদ্বচনং কস্তচিদদর্শপূর্ণমাসস্ত্র সোমস্ত্র বা প্রকরণে সমানাতম্।
তথা চ দ্বয়োঃ সাধিকারতয়াহৃদয়মানবিশেষতয়া গুণপ্রধানভাবং প্রতি বিনিগমনা-
ভাবেনাধিষ্ঠানমাত্রবিবক্ষয়া লাক্ষণিকঃ সমানকর্তৃকত্বমিত্যদোষঃ। যদি তু
কস্তাঞ্চিচ্ছাখ্যায়ামারভ্যাহরীতং দর্শপূর্ণমাসভ্যামিষ্টেতি, তথাপ্যনারভ্যাহরীতশ্চৈবায়-
ভ্যাহরীতে প্রত্যভিজ্ঞানমিতি যুক্তম্। তথা সতি দ্বয়োরপি পৃথগধিকারতয়া
প্রতীতং সমপ্রধানত্বমিত্যুক্তং ভবেদিতরথা তু গুণপ্রধানভাবেন তত্ত্বাগো ভবেৎ।
তস্মাৎ কালাৰ্থোহয়ং সংযোগ ইতি সিদ্ধম্।

উপদেশ হইতে দেখা যায়, সূত্ররাং তদ্বারা “হৃদয়ং প্রবিধ্য” ইত্যাদি মন্ত্রের
উপাসনাসম্পত্তি সঙ্গত হয়। উপাসনাতো মন্ত্রের বিনিয়োগ (উচ্চারণাত্মক অমু-
ষ্ঠান) আছে। যথা—“আমি এই পুত্রের সহিত পৃথিবীকে প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ
‘আমার যেন পুত্রবিনিয়োগ না হয়।’ ইত্যাদি। কৰ্ম্মান্তরে প্রবর্গাদি কৰ্ম্মের
বিনিয়োগ (অমুষ্ঠানের উপদেশ) থাকিলেও উপাসনায় বিনিয়োগ হইবার
বাধা হয় না। যেমন বাজপেয় যজ্ঞে বৃহস্পতি সব যাগের অমুষ্ঠান হয়, তেমনি,
উপাসনায় প্রবর্গাদির অমুষ্ঠান হইবে।

এবং প্রাপ্তে ব্রহ্মঃ—নৈষামুপসংহারো বিদ্যাস্থিতি। কস্মাৎ ?
বেদাদ্যর্থভেদাৎ। হৃদয়ং প্রবিধ্যোত্যেবজ্ঞাতীয়কানাং হি
মন্ত্রাণাং যেহর্থা হৃদয়বেদাদয়ো ভিদ্মাঃ, অনভিসম্বন্ধাস্ত উপ-
নিষদ্বুদিতাভির্বিদ্যাভিঃ, ন তেষাং তাভিঃ সঙ্গস্তং সামর্থ্যমস্তু।
ননু হৃদয়স্তোপাসনেষ্যপ্যুপযোগাৎ তদ্বারক উপাসনসম্বন্ধ
উপন্যস্তঃ। নেতু্যচ্যতে। হৃদয়মাত্রসঙ্কীর্তনশ্চৈবমুপযোগঃ
কথঞ্চিদুৎপ্রেক্ষ্যেতে। ন চ হৃদয়মাত্রমাত্র মন্ত্রার্থঃ, “হৃদয়ং
প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য” ইত্যেবজ্ঞাতীয়কো হি ন সকলো
মন্ত্রার্থো বিদ্যাভিরভিসম্বধ্যতে। আভিচারিকবিষয়ো হেযো-

সিদ্ধান্তমুপক্রমতে “এবং প্রাপ্তে” ইতি। হৃদয়ং প্রবিধ্যোত্যং মন্ত্রঃ স্বরসতত্ত্বা-
দাভিচারিককর্মসমবেতং সকলৈরেব পদৈরর্থমভিদধতুপলভ্যতে। তদস্তাভিধান-
সামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গং বাক্যপ্রকরণাভ্যাং ক্রমাদ্বলীয়োভ্যামপি বলবৎ, কিমঙ্গ
পুনঃ ক্রমাৎ। তস্মাৎলিঙ্গেন সন্নিধিমপোত্তাভিচারিককর্মশেষত্বমেবাণাশ্রিতে।
যত্বপি চোপাসনাস্থ হৃদয়পদমাত্রস্ত সমবেতার্থত্বং, তথাপি তদিতরেবাং সর্বেষা-
মেব পদানামসমবেতার্থত্বম্। আভিচারিকে তু কর্মণি সর্বেষামর্থসমবায় ইতি
কিমেকপদসমবেতার্থতা করিষ্যতি। ন চ সন্নিধ্যাপগৃহীতাস্থপাসনাস্থ মন্ত্রমব-
স্থাপনভীতি যুক্তম্। হৃদয়পদস্তাভিচারেহপি সমবেতার্থস্তেতদপদৈকবাক্যতা-
পরন্ত বাক্যপ্রমাণসহিতস্তাভিচারিকাং কর্মণঃ সন্নিধিনা চালয়িতুমশক্যাৎ।
এবং দেব সবিভঃ প্রস্থব যজ্ঞমিত্যাদেৱপি যজ্ঞপ্রসবলিঙ্গস্ত যজ্ঞাঙ্গত্বে সিদ্ধে
জঘন্তো বিত্তাসন্নিধিঃ কিং করিষ্যতি। এবমন্তেষামপি স্বেতাশ্ব ইত্যেবমাদীনাং
কেষাঞ্চিলিঙ্গেন কেষাঞ্চিচ্ছক্ত্যা কেষাঞ্চিৎ প্রমাণাস্তরেণ প্রকরণেনেতি।

এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইল—বেদান্তর্থভেদাৎ। “হৃদয়ং প্রবিধ্য”
ইত্যাদি মন্ত্র ও প্রবর্ণাদি কর্ম উপাসনায় গৃহীত হইবে না। কারণ এই যে,
বেদাদিরূপ অর্থের প্রভেদ আছে অর্থাৎ ঐক্য নাই। [হৃদয়ং...মন্ত্র] “হৃদয়ং
প্রবিধ্য—” ইত্যাদি জাতীয় মন্ত্রেব যে হৃদয়বেদাদি অর্থ, তাহা ভিন্ন। উপনিষ-
দ্বুক্ত উপাসনার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। যেহেতু সম্বন্ধ নাই, সেই হেতু সে
সকলের উপাসনায় সঙ্গত (মিলিত বা যুক্ত) হইবার সামর্থ্য নাই। [ননু...
সম্বন্ধঃ] উপাসনায় হৃদয়ের উপযোগ আছে, সেই উপযুক্ততা লইয়া সম্বন্ধ করনা
করিবার কথা হইয়াছিল, বিচার করিতে গেলে তাহা হয় না। কারণ এই যে,
উপাসনায় মাত্র হৃদয়ের উপযোগ—কিন্তু মন্ত্রে “হৃদয় বিদ্ধ কর” এতদ্রূপ অর্থ
প্রকাশিত হয়। অতএব উপাসনার সহিত আন্তোপাস্ত “হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ
প্রবৃজ্য” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থসঙ্গতি হয় না বলিয়া ঐ সকল মন্ত্র উপাসনার অঙ্গ

র্থঃ । তস্মাদাভিচারিকেন কর্মণা সর্বং প্রবিধ্যত্যশ্চ মন্ত্র-
স্মাভিসম্বন্ধঃ । তথা “দেব সবিতঃ প্রমুব যজ্ঞঃ” ইত্যশ্চ যজ্ঞ-
প্রসবলিজ্ঞাত্বং যজ্ঞেন কর্মণাভিসম্বন্ধঃ । তদ্বিশেষসম্বন্ধস্ত
প্রমাণান্তরাদনুসর্তব্যঃ । এবমশ্বেষামপি মন্ত্রাণাং কেযাঞ্চিল্লি-
ঙ্গেন কেযাঞ্চিদ্বচনেন কেযাঞ্চিৎ প্রমাণান্তরেণেত্যেবমর্থাস্ত-
রেষু বিনিযুক্তানাং রহস্যপঠিতানামপি সতাং ন সন্নিধিমা-
ত্রেণ বিদ্যাশেষত্বোপপত্তিঃ ।

দুর্বলো হি সন্নিধিঃ শ্রুত্যাতিভ্য ইত্যুক্তং “শ্রুতি-

কস্মাৎ পুনঃ সন্নিধিলিঙ্গাদিতিক্রীড়্যত ইত্যত আহ—“দুর্বলো হি সন্নিধিঃ”
ইতি । প্রথমতন্ত্রগতোহর্থঃ স্মার্য্যতে । তত্র তু শ্রুতিলিঙ্গয়োঃ সমবায়ো সমান-
বিষয়ত্বলক্ষণে বিরোধে কিং বলীয় ইতি চিন্তা । অত্রোদাহরণম্—অষ্টোদ্ব্যস্ত্রী ঋক্
—কদাচ নস্তরীরসি নেত্র ইত্যাদিকা । শ্রুতিক্রিনিদোক্ত্রী—ঐন্দ্র্যা গার্হপত্য-
মুপতিষ্ঠত ইতি । অত্র হি সামর্থ্যালক্ষণালিঙ্গাদিঙ্গে বিনিয়োগঃ প্রতিভাতি, শ্রুতেশ্চ
গার্হপত্যমিতি দ্বিতীয়তো গার্হপত্যশ্চ শেষত্বং, ঐন্দ্র্যোতি চ তৃতীয়াশ্রুতেরৈন্দ্র্যা
ঋচঃ শেষত্বমবগম্যতে । যত্বপি গার্হপত্যমিতি দ্বিতীয়াশ্রুতেরাশ্বেয়াশ্চ প্রাতি
গার্হপত্যশ্চ শেষত্বেনোপপত্তেঃ, যত্বপি চৈন্দ্র্যোতি চ তৃতীয়াশ্রুতেরৈন্দ্র্যা ইঙ্গং প্রতি
শেষত্বেনোপপত্তেরবিরোধঃ, পদান্তরসম্বন্ধে তু বাক্যাত্মব লিঙ্গেন বিবোধো ন তু
শ্রুতেঃ । তত্র চ বিপবীতং বলাবলম্ । তথাপি শ্রুতিবাক্যয়ো রূপতো ব্যাপার-
ভেদাদদোষঃ । দ্বিতীয়াতৃতীয়াশ্রুতী হি কারকবিভক্তিতয়া ক্রিয়াং প্রতি প্রকৃত্যগস্ত
কর্ম্মকরণভাবমবগময়ত ইতি বিনিয়োজিকে । ক্রিয়াং প্রতি হি কর্ম্মণঃ শেষত্বং
করণশ্চ চ শেষত্বমিতি হি বিনিয়োগঃ । পদান্তরানপেক্ষে চ ক্রিয়াং প্রতি শেষশেষিহে
শ্রুতিমাত্রান্ত্রুপ্রতীয়েত ইতি শ্রোতে । সোহয়ং শ্রুতিতঃ সামান্ত্যাবগতো বিনিয়োগঃ

নহে ; পরন্তু উহা অভিচার কর্ম্মের অঙ্গ । “সর্বং প্রবিধ্যা” ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত
আভিচারিক কর্ম্মেরই সম্বন্ধ আছে ; উপাসনাব সহিত সম্বন্ধ নাই । [তথা...
ইত্যত্র] “দেব সবিতাঃ প্রমুব যজ্ঞঃ” এ মন্ত্রও যজ্ঞপ্রসব অর্থ ব্যক্ত করায় সামান্ত্যতঃ
যজ্ঞকর্ম্মের সহিতই সম্বন্ধ হয় । উহার বিশেষ সম্বন্ধ অত্র প্রমাণে পরিজ্ঞেয় । একটা
মন্ত্রের কথা বলা হইল বা বলিলাম সত্য ; পরন্তু তজ্জাতীয় অত্র মন্ত্রও ঐকপ
জানিবে । কোন কোন মন্ত্র জ্ঞাপকার্থরূপ চিহ্নের দ্বারা, কোন কোন মন্ত্র বচনেন
দ্বারা ও কোন কোন মন্ত্র প্রমাণান্তর দ্বারা সেই সেই কর্ম্মে বিনিযুক্ত হয় । রহস্য-
পঠিত (রহস্য=উপনিষদাগ) হইলেও তত্তদর্থের সে সকলকে মাত্র সন্নিধান
প্রমাণে উপাসনায় নিযুক্ত করিতে পার না । অর্থাৎ উপাসনাজ বলিতে পার
না ।

প্রথম তন্ত্রে অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসার সিদ্ধান্তিত হইয়াছে—সন্নিধিপ্রমাণ শ্রুত্যাতি
প্রমাণ অপেক্ষা দুর্বল । শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুর্বল, লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য দুর্বল,

লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্য-
মর্থবিপ্রকর্ষণং” ইত্যত্র। তথা কর্মণামপি প্রবর্গাদীন-

পদান্তরবশাধিশেষেবস্থাপাতে। সাহসং বিশেষণবিশেষ্যভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধো বাক্য-
গোচরঃ, শেষশেষিভাবস্তু শ্রোতঃ। তস্মাদ্বাক্যলভ্যাং বিশেষমপেক্ষ্য শ্রোতঃ শেষ-
শেষিভাবো লিঙ্গেন বিরুদ্ধ্যত ইতি ঋতিলিঙ্গবিরোধে, কিং লিঙ্গানুগুণ্যেন, গার্হপত্য-
মিতি দ্বিতীয়াশ্রুতিঃ সপ্তম্যর্থং ব্যাখ্যায়তাং—গার্হপত্যসমীপে ঐন্দ্রেয়েন্দ্রে উপস্থেয় ইতি,
আহো অশ্রত্যনুগুণতয়া লিঙ্গং ব্যাখ্যায়তাম্। প্রভবতি হি স্মোচিতিয়াং ক্রিয়ায়াং
গার্হপত্য ইতীন্দ্রে ইন্দ্রেতেরৈখর্য্যাবচনত্বাদিতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। অশ্রুতৈগিৎসং
বলীয় ইতি। নো খলু যত্রাসমর্থং তচ্ছ্রুতিসহশ্রেণাপি তত্র বিনিবোক্তুং শক্যতে।
যথা অগ্নিা সিক্বেৎ, পাথসা দহেদিতি। তস্মাৎ সামর্থ্যং পুরোধায় অত্যা বিনি-
বোক্তব্যম্। তচ্ছ্রুতা ঋচঃ প্রমাণান্তরতঃ শব্দতশ্চ ইন্দ্রে প্রতীয়তে। তথাহি—
বিদিতপদতদর্থঃ কদাচনেত্যাচঃ স্পষ্টমিচ্ছমবগময়তি। শব্দাচ্চৈন্দ্রেয়েতাভঃ।
তস্মাদ্ধারুদহনশ্চেব দহনশ্চ সলিলদহনে বিনিয়োগঃ গার্হপত্যে বিনিয়োগ ঐন্দ্রায়াঃ।
ন চ অশ্রত্যরোধাজ্জবন্ত্যামান্তায় বৃত্তিং সামর্থ্যকল্পনেতি সাশ্রুতম্। সামর্থ্যশ্চ পূর্ব-
ভাবিতয়া তদনুরোধেনৈব অতিব্যবস্থাপনাৎ। তস্মাদেন্দ্রেয়োত্র এব গার্হপত্যসমীপ
উপস্থাতব্য ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

“লিঙ্গজ্ঞানং পুরোধায় ন অশ্রুতৈর্কিনিবোক্ততা।

অতিজ্ঞানং পুরোধায় লিঙ্গস্ত বিনিবোজকম্।”

যদি হি সামর্থ্যমবগম্য অশ্রুতৈর্কিনিয়োগমবধারণয়েৎ প্রমাতা, ততঃ অশ্রুতৈর্কি-
নিয়োগং প্রতি লিঙ্গজ্ঞানাপেক্ষাদুর্ভবলভং ভবেৎ। ন হেতদস্তু। অতিহি
বিনিয়োগায় সামর্থ্যমপেক্ষতে, নাপেক্ষতে সামর্থ্যবিজ্ঞানম্। অবগতে তু ততো
বিনিবোধে নাসমর্থশ্চ স ইতি তন্নির্বাহায় সামর্থ্যং কল্পাতে। তচ্ছ্রুতি বিনিয়োগাৎ
পূর্বমস্তি সামর্থ্যম্। ন তু পূর্বমবগমাতে। বিনিয়োগে তু সিদ্ধে তদনুত্থানুপ-
পত্ত্যা পশ্চাৎ প্রতীয়ত ইতি অতিবিনিয়োগাৎ পবাচীনা সামর্থ্যপ্রতীতিস্তদনুরোধে-
নাবস্থাপনীয়, লিঙ্গস্ত ন স্বতো বিনিবোজকম্, অপিতু বিনিবোক্ত্রীং কল্পয়িত্বা অতিম্।
তথাহি—ন স্ববসতো লিঙ্গাদনেনেত্র উপস্থাতব্য ইতি প্রতীয়তে। কিন্তুীদৃগিন্দ্রে
ইতি তস্ত তু প্রকরণায়ানসামর্থ্যাৎ সামান্ততঃ প্রকরণোপাদিতৈদমর্থ্যশ্চ তদনুত্থানুপ-
পত্ত্যা বিনিয়োগকল্পনায়ামপি শ্রোতাধিনিয়োগাৎ কল্পনীয়শ্চ বিনিয়োগস্তার্থবিপ্রকর্ষণ-
চ্ছ্রুতিরেব কল্পয়িতুম্চিতা, ন তু তদর্থো বিনিয়োগঃ। ন হি অশ্রুতমনুপপন্নং শক্য-
মর্থেনোপপাদয়িতুম্। ন হি ত্রয়োহত্র ব্রাহ্মণাঃ কঠকোণ্ডিষ্ঠাবিতি বাক্যং প্রমা-
ণান্তরোপস্থাপিতেন মাঠবেগোপপাদয়ন্তি। উপপাদয়তো বা ন নোপহসন্তি শাব্দাঃ।
মাঠরশ্চেতি তু শ্রাবয়ন্তমন্তমন্তস্তে। তস্মাদ্ছ্রুতার্থসমুখানানুপপত্তিঃ অশ্রুতেনৈবা-
র্থান্তবেগোপপাদনীয়, নার্থান্তরমাত্রেন প্রমাণান্তরোপপত্তিতেনেতি লোকসিদ্ধম্। ন
চ লোকসিদ্ধস্ত নিয়োগানুরোধো যুজ্যেতে, শব্দার্থজ্ঞানোপায়ভূতলোকবিরোধাত্।

বাক্য অপেক্ষা প্রকরণ দুর্বল, প্রকরণ অপেক্ষা স্থান দুর্বল এবং স্থান অপেক্ষা
সমাখ্যা (শব্দের যৌগিক অর্থ) দুর্বল। [তথা...বিশেষাদেব] প্রবর্গাদি কর্মণ

মন্ত্ৰে বিনিযুক্তানাং ন বিদ্যাশেষস্তোপপত্তিঃ । ন হেবাং
বিদ্যাভিঃ সর্হৈকার্থ্যং কিঞ্চিদন্তি ।

তন্মাদ্বিনিযোজিকা শ্রুতিঃ কল্পনীয়৷ । তথা চ যাবল্লিঙ্গাদ্বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্প-
য়িতুং প্রকান্তব্যাপারঃ, তাবৎ প্রত্যক্ষয়া শ্রুত্যা গার্হপত্যো বিনিয়োগঃ সিদ্ধ ইতি
নিবৃত্তাকাজ্জং প্রকরণমিতি কস্তানুপপত্ত্যা লিঙ্গং বিনিযোক্ত্রীং শ্রুতিমুপকল্পয়েৎ,
মন্ত্রসামান্যনস্ত প্রত্যক্ষত্বৈব বিনিয়োগশ্রুত্যা উপপাদিতত্বাৎ । যথাহঃ—

“যাবদজ্ঞাতসন্ধিঃ স্তেয়ং তাবৎ প্রমিত্ততে ।

প্রমিতে তু প্রমাতৃণাং প্রমোৎসুক্যং বিহন্ততে ॥” ইতি ।

তন্মাৎ প্রতীতশ্রোতবিনিয়োগোপপত্তৌ মন্ত্রস্ত সামর্থ্যং তদনুগুণত্বেন নীরমানং
প্রথমাং বৃত্তিমজ্জহজ্জঘস্তয়াহপি নেয়মিতি সিদ্ধম্ । লিঙ্গবাক্যায়োরিহ বিবোধো
যথা “স্তোনং তে সদনং কৃণেমি ঘৃতস্ত ধাবয়া সূ নৈবং কল্পয়ামি । তস্মিন্ সীদা-
মুতে প্রতিতিষ্ঠ ব্রীহীণাং মেধ স্মনস্তমানঃ” ইতি । কিময়ং কৃৎস্ন এব মন্ত্রঃ সদন-
করণে পুরোডাশাসাদনে চ প্রয়োক্তব্যঃ ? উত কল্পয়াম্যন্ত উপস্তরণে তস্মিন্ সীদেত্যো-
বমাদিস্ত পুরোডাশাসাদন ইতি । যদি বাক্যং বলীয়ঃ, কৃৎস্নো মন্ত্র উভয়ত্র সূ সেবং
কল্পয়ামীত্যেতদপেক্ষো হি তস্মিন্ সীদেত্যাদিঃ পূর্বেণৈকবাক্যাত্মপৈতি যৎ, তৎ
কল্পয়ামি তস্মিন্ সীদেতি । অথ লিঙ্গং বলীয়ন্ততঃ কল্পয়াম্যন্তঃ সদনকরণে । তৎ
প্রকাশনে হি তৎ সমর্থং, তস্মিন্ সীদেতি পুরোডাশাসাদনে । তত্র হি তৎ সমর্থ-
মিতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । লিঙ্গাদ্ব্যেক্যং বলীয় ইতি । উভয়ত্র কৃৎস্নস্ত বি-
নিযোগ ইতি । ইহ হি যন্তংপদসমভিব্যাহারেণ বিভজ্যমানসাকাজ্জহাদেক-
বাক্যাত্মাং সিদ্ধায়াং তদনুরোধেন পশ্চাত্তদভিধানসামর্থ্যং কল্পনীয়ম্ । যথা দেব-
স্ত হেতি মন্ত্রে অগ্নয়ে নির্কর্পামীতি পদয়োঃ সমবেতার্থত্বেন তদেকবাক্যতয়া পদাস্ত-
রাণাং তৎপরত্বেন তত্র সামর্থ্যকল্পনা । তদেবং প্রতীতৈকবাক্যাত্ম-নির্কর্পাহায় তদনু-
কপ্তং সন্ন তদ্ব্যাপাদয়িতুমর্হত অপি তু বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্পয়ন্তদনুগুণমেব কল্প-
য়েৎ । তথা চ বাক্যস্ত লিঙ্গতো বলীয়ত্বাৎ সদনকরণে চ পুরোডাশাসাদনে চ কৃৎস্ন
এব মন্ত্রঃ প্রয়োক্তব্য ইতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । ভবেদেতদেবং, যন্তেক-
বাক্যতাবগমপূর্কং সামর্থ্যাবধারণম্, অপি অবধৃতসামর্থ্যানাং পদানাং সামর্থ্য-
শেন প্রয়োজনে কত্বেনৈকবাক্যতাবধারণম্ । যাবন্তি পদানি প্রধানমেকমর্থমবগম-
য়িতুং সামর্থ্যানি, বিভাগে সাকাজ্জগাণি, তাত্ত্বিকং বাক্যম্ । অনুষ্টেয়শ্রুতৌ গন্তেযু
প্রকাশমানঃ প্রধানং, সদনকরণপুরোডাশাসাদনে চানুষ্টেয়তয়া প্রধানং, তয়োশ্চ
সদনকরণং কল্পায়াম্যন্তো মন্ত্রঃ সমর্থঃ প্রকাশয়িতুং পুরোডাশাসাদনঞ্চ তস্মিন্
সীদেত্যাদিঃ । ততশ্চ যাবদেকবাক্যতাবশেন সামর্থ্যমল্পমীয়েত, তাবৎ প্রতীতং
সামর্থ্যমেতৈকশ্চ ভাগশ্চৈকৈকস্মিন্নর্থং বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্পয়তি । তথাচ
শ্রুত্যািবৈকৈকশ্চ ভাগশ্চৈকত্র বিনিয়োগে সতি প্রকরণপাঠোপপত্তৌ ন বাক্য-

কর্তব্যস্তরে বিনিযুক্ত হয়, ইহা প্রমাণবিশেষে অবধারিত আছে । সে জন্ত সে
সকলের উপাসনাক্রতা উপপন্ন হয় না । সে সকলের সহিত উপাসনাদির ঐকার্য্য
(একপ্রয়োজতা) নাই ।

কল্পিতং লিঙ্গং বিনিযোজিকাং শ্রুতিমপরাং কল্পয়িতুমর্হতীত্যেকবাক্যতাবুদ্ধিরূপ-
পন্নাপ্যভাসীভবতি, লিঙ্গেন বাধনাং । যত্র তু বিরোধকং লিঙ্গং নাস্তি, তত্র সম-
বেতার্থেকবিত্ত্বিপদৈকবাক্যত্যা পদাস্তরাণামপি সামর্থ্যং কল্পয়তীতি ভবতি বাক্যস্ত
বিনিযোজকত্বম্ । যথাহৈত্রৈব স্তোনস্ত ইত্যাদীনাম্ । “ তস্মাৎ বাক্যাল্লিঙ্গং বলীয়-
ইতি সিদ্ধং বাক্যপ্রকরণয়োর্কিরোরোধোদাহরণম্ । অত্র চ পদানাং পরস্পরাপেক্ষাব-
শাৎ কস্মিংশ্চিৎকিংশ্চিৎ একস্মিন্নর্থং পর্য্যবসিতানাং বাক্যত্বম্ । লক্ষ্যবাক্যভাবানাঞ্চ
পুনঃ কার্যাস্তরাপেক্ষাবশেন বাক্যাস্তরেণ সম্বন্ধঃ প্রকরণম্ । কর্তব্যায়ঃ খলু ফল-
ভাবনায় লক্ষ্যার্থকবর্ণায়া ইতিকর্তব্যতাকাজ্জায়া বচনং প্রকরণমচক্ষতে বৃদ্ধাঃ ।
যথা দর্শপূর্ণমাসভায়াং স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি । এতদ্ধি বচনং প্রকরণম্ । তদে-
তস্মিন্ স্বপদগগণেন ক্রিয়তাপ্যর্থং পর্য্যবসিতে করণোপকারলক্ষণকার্যাস্তরাপেক্ষায়াং
সমিধো যজ্ঞতীত্যাদিবাক্যাস্তবসম্বন্ধঃ । সমিদাদিভাবনা হি স্ববিধাপহিতাঃ পুরুষে-
হিতং ভাব্যমপেক্ষমাণা বিশ্বজিন্নায়েন বাহুবঙ্গতোবাহর্থবাদতো বা ফলাস্তবাপ্রতি-
লন্তেন দর্শপূর্ণমাসভাবনাং নির্কারয়িতুমীশতে । তস্মাৎ তদাকাজ্জায়ামুপনিপতিতা-
ন্তোতানি বাক্যানি স্বকার্যাপেক্ষানি তদপেক্ষিতকরণোপকারলক্ষণং কার্যমাসান্ত
নিবৃণুস্তি চ নির্কারয়ন্তি চ প্রধানম্ । সোহয়মনয়োঁষ্টাখদধ্বরথবং সংযোগঃ ।
তদেবংলক্ষণয়োঁর্কাক্যপ্রকরণয়োঁর্কিরোরোধোদাহরণং সূক্তবাকনিগদঃ । তত্র হি
পৌর্ণমাসীদেবতা অমাবান্তাদেবতাঃ সমান্নাতাঃ । তাস্চ ন মিথ একবাক্যতাং গন্ত-
মহ স্তীতি লিঙ্গেন পৌর্ণমাসীয়াগাদিল্লাগ্নীশক্ষ উৎকৃষ্টবোহমাভান্নাধ সমবেতার্থ-
ত্বাৎ প্রয়োক্তব্যঃ । অথেনানীং সন্নিহতে—কিং যদিচ্ছাগ্নিপদৈকবাক্যতয়া প্রতী-
য়তে অবীরুধেথাং মহোজ্যায়োক্তাতামিতি, তন্মোৎকৃষ্টবামুতেচ্ছাগ্নিশকাভ্যাং সহোৎ-
কৃষ্টবামিতি । তত্র যদি প্রকরণং বলীয়ন্ততোহপনীতদেবতাকোহপি শেষঃ প্রয়োক্ত-
বোহথ বাক্যং, ততো যত্র দেবতাশব্দস্তত্রৈব প্রয়োক্তব্যঃ । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ।
অপনীতদেবতাকোহপি শেষঃ প্রয়োক্তব্যঃ, প্রকরণোস্তবান্নসম্বন্ধপ্রতিপাদকত্বাৎ ।
ফলবতী হি ভাবনা প্রধানৈতিকর্তব্যতাসমাপাদয়তি, তদুপজীবনেন শ্রুত্যাदीনাং
বিশেষসম্বন্ধাপাদকত্বাৎ । অতঃ প্রধানভাবনাবচনলক্ষণপ্রকরণবিরোধে তদুপ-
জীবিবাক্যং বাধ্যত ইতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । ভবেদেতদেবং, যদি
বিনিযোজ্যস্বরূপসামর্থ্যমনপেক্ষা প্রকরণং বিনিযোজয়েৎ, অপি তু বিনিযোগায় তদ-
পেক্ষতে । অত্রথা পূর্বাচনমন্ত্রগমস্তস্ত দ্বাদশোপসম্বৎসরাশ্চ নোৎকর্ষঃ শ্রাৎ । তজ্জপা-
লোচনাযাঞ্চ যদ্যদেব শীঘ্রং প্রতীয়তে, তত্তদ্বলবৎ, কিপ্রকৃষ্টস্ত হর্কলম্ । তত্র যদি
তজ্জপশ্রুত্যা লিঙ্গেন বাক্যেন বাহুত্বং বিনিযুক্তং, ততঃ প্রকরণং ভঙ্কোৎকৃত্বাতে,
পরিশিষ্টেষ্ট প্রকরণশ্রেতিকর্তব্যতাপেক্ষা পূর্ঘ্যতে । অথ স্তস্ত শীঘ্রংপ্রবৃত্তং শ্রুত্যাদি
নাস্তি, ততঃ প্রকরণং বিনিযোজকম্ । যথা সমিদাদেঃ । তদ্বিহ প্রকরণাঙ্কাক্যস্ত
শীঘ্রপ্রবৃত্তমুচ্যতে । প্রকরণে হি স্বার্থপূর্ণানাং বাক্যানামূপকার্যোপকারকাকাজ্জা-
মাত্রং দৃশ্যতে । বাক্যে তু পদানাং প্রত্যক্ষসম্বন্ধঃ । ততশ্চ সহ প্রস্থিতয়োঁর্কাক্য-
প্রকরণয়োঁর্থাবৎ প্রকরণেনৈকবাক্যত্যা কল্যাতে, তাবৎ বাক্যেনাভিধানসামর্থ্যম্ ।
যাবদিতরত্র বাক্যেন সামর্থ্যং তাবদিতরত্র সামর্থ্যেন শ্রুতিঃ । যাবদিতরত্র সাম-
র্থ্যেন শ্রুতিস্তাবদিত্ শ্রুত্যা বিনিযোগস্তাবতা চ বিজিন্নায়ামাকাজ্জায়াং শ্রুত্যানু-

মানে বিহতে প্রকরণেনান্তরা কল্পিতে বলীয়ন্ত ইতি বাক্যবলীয়ন্তান্দ্বেবতাশেষা-
গামপকর্ষ এবতি সিদ্ধম্ ।

ক্রমপ্রকরণবিরোধোদাহরণম্ । রাজস্বয়প্রকরণে প্রধানশৈবভিষেচনীয়ন্ত
সন্নিধৌ শৌনঃশেকোপাখ্যানাত্ম্যাত্ম । তৎ কিং সমস্তন্ত রাজস্বয়ন্তাস্মতাভি-
ষেচনীয়ন্ত । যদি প্রকরণং বলীয়ন্ততঃ সমস্তন্ত রাজস্বয়ন্ত । অথ ক্রম-
ন্ততেহভিষেচনীয়শ্চৈবেতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? নাকাজ্জামাত্রং হি
সম্বন্ধহেতুঃ । গামানয়, প্রাসাদং পশ্চেতি গামিত্যন্ত ক্রিয়ামাত্রাপেক্ষিণঃ পশ্চেত্য-
নেনাপি সম্বন্ধসম্ভবান্নিনিগমনাভাবপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎ সন্নিধানং সম্বন্ধকারণম্ ।
তথা চানয়েত্যনেনৈব গামিত্যন্ত সম্বন্ধো বিনিগম্যতে । ন চ সন্নিধানমপি সম্বন্ধ-
কারণম্ । অয়মেতি পুত্রো রাজঃ পুরুষোহপসার্য্যতামিত্যত্র রাজ ইত্যন্ত পুত্র-
পুরুষপদসন্নিধানাবিশেষায় ভূদ্বিনিগমনা । তস্মাদাকাজ্জা নিশ্চয়হেতুর্কৃতব্য ।
অত্র পুত্রশব্দন্ত সম্বন্ধিবচনতয়া সমুখিতাকাজ্জস্তান্তিকে যত্ননিপতিতং সম্বন্ধান্তরা-
কাজ্জং পদং, তন্ত তেনৈবাকাজ্জাপরিপূর্তেঃ পুরুষপদেন পুরুষরূপমাত্রাভিধায়িনা
স্বতন্ত্রেণৈব ন সম্বন্ধঃ কিন্তু পরেণাপসার্য্যতামিত্যনেনাপসরণীয়াপেক্ষেণেতি; সতাপি
সন্নিধান আকাজ্জাভাবাদসম্বন্ধঃ । তথা চাভাগকঃ—“তপ্তং তপ্তেন সম্বধ্যতে”ইতি ।
তথা চাকাজ্জিতমপি ন যাবৎ সন্নিধাপ্যতে, তাবৎ সম্বধ্যতে । তথা সন্নিহিতমপি-
যাবন্নাকাজ্জ্যতে, ন তাবৎ সম্বধ্যত ইতি স্বযোঃ সম্বন্ধং প্রতি সমানবলত্বাৎ
ক্রমপ্রকরণযোঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাচ্চ বিকল্পেন রাজস্বয়ভিষেচনীয়য়োর্বিনিয়োগঃ
শৌনঃশেকোপাখ্যানাদীনামিতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে । রাজস্বয়কে
কণ্ঠস্তাপেক্ষা হি পবিত্রাদারভ্য ক্ষত্রন্ত ধৃতিং বাবদন্তবর্ততে । তথা চাবি-
চ্ছিন্নে কথস্তাবে যৎ প্রধানন্ত পঠ্যতেহনিজ্ঞাতফলং কন্ধ, তন্ত প্রকরণান্ততেতি
তস্মাৎ রাজস্বয়াজ্ঞতা শৌনঃশেকোপাখ্যানাদীনাম্ । অভিষেচনীয়ন্ত তু স্ববা-
ক্যোপাত্তপদার্থনিরাকাজ্জন্ত সন্নিধিপাঠেনাকাজ্জোখাপনীয় যাবৎ, তাবৎ সিদ্ধা-
কাজ্জের রাজস্বয়েনৈকবাক্যতা কল্যতে । যাবচ্চাভিষেচনীয়াকাজ্জয়া তদেক-
বাক্যতা কল্যতে, তাবৎ কুপ্তয়া রাজস্বয়ৈকবাক্যতয়া তত্পকারকতয়া । সামর্থ্য-
লক্ষণং লিঙ্গং যাবচ্চাভিষেচনীয়ৈকবাক্যতয়া লিঙ্গং কল্যতে, তাবৎ কুপ্তলিঙ্গে
বিনিয়োক্রীং শ্রুতিং কল্যতি, যাবদ্বাক্যকল্পিতেন লিঙ্গেন শ্রুতিরিতরত্র কল্যতে,
তাবৎ কুপ্তয়া শ্রুত্যা বিনিয়োগে সতি প্রকরণপাঠোপপত্তৌ সন্নিধানপরিকল্পিতমন্তরা
বলীয়তে । প্রমাণাভাবপ্রতিভত্বাৎ । প্রকরণিনশ্চ রাজস্বয়ন্ত সর্বদা বুদ্ধি-
সাম্মিধেন তৎসম্মিধেরকল্পনীয়ত্বাৎ । তস্মাৎ প্রকরণবিরোধে ক্রমন্ত বাধ এব ন চ
বিকল্পো দুর্বলত্বাদিতি সিদ্ধম্ ক্রমনামর্থ্যয়োর্বিরোধোদাহরণম্ । পৌরোডাশিক
ইতি সমাখ্যাতে কাণ্ডে সান্ন্যাক্রমে চ শুদ্ধধ্বং দৈব্যায় কর্মণ ইতি শুদ্ধনার্থো
মন্তঃ সমান্নাতঃ । তত্র সন্নিহতে—কিং সমাখ্যানন্ত বলীয়ন্তাৎ পুরোডাশপাত্রাণাং
শুদ্ধনে বিনিবোক্তব্যতা আহো সান্ন্যাপাত্রাণাং শুদ্ধনে ক্রমো বলীয়ানিতি । কিং
“তাবৎ প্রাপ্তম্ ? সমাখ্যানং বলীয় ইতি । পৌরোডাশিকশব্দেন হি পুরোডাশ-
সম্বন্ধীনীত্বাচ্চ, তাত্ত্বিকতয়া প্রবৃত্তং কাণ্ডং পৌরোডাশিকম্ । ততশ্চ যাবৎ
ক্রমেণ প্রকরণাদ্যুমানপরম্পরয়া সম্বন্ধঃ প্রতিপাদনীয়স্তাবৎ সমাখ্যয়া শ্রুতৈব

সাক্ষাদেব স প্রতিপাদিত ইত্যর্থবিপ্রকর্ষণে ক্রমাৎ সমাখ্যেব বলীয়সীতি পুরোডাশ-
পাত্তগুণেন মন্ত্রঃ প্রয়োক্তব্যো ন সান্নাধ্যপাত্তগুণেন ইতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্তেহ-
ভিধীয়তে । সমাখ্যানাং ক্রমো বলবানর্থবিপ্রকর্ষণ ইতি । তথাহি—সমাখ্যা ন
তাবৎ সম্বন্ধস্ত বাচিকা কিন্তু পুরোডাশবিশিষ্টঃ কাণ্ডমাহ । তদ্বিশিষ্টত্বাত্তথানুপপত্ত্যা
তু সম্বন্ধঃ কাণ্ডস্থানুযায়ীতে, ন তু সাক্ষান্নত্বেদম্ । তদ্বারেন চ তদ্ব্যপাতিনো
মন্ত্রভেদস্তাপি তদন্তমানম্ । ন চাসৌ সম্বন্ধোহপি ঐতৈব শেষেষেবিভাবঃ
প্রতীয়তেহপি তু সম্বন্ধমাত্রম্ । তন্নাচ্ছ, তিসাদৃশমন্ত্র দূর্যাপেতমিতি ক্রমেণ নাস্ত
স্পর্শোচিতি । তত্রাপি চ সামান্ত্রতো দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণাপাদিতৈতদমর্থস্য শৌনঃ-
শেকোপাখ্যানাদিবচনানুপকারকতয়া প্রকৃতমাত্রসম্বন্ধানুপপত্তিঃ । মন্ত্রস্ত প্রয়োগ-
সমবেতার্থস্মরণেন সামবায়িকাক্ষত্বাৎ । তথা চ যৎ কক্ষিৎ প্রকৃতপ্রয়োগগতমর্থং
প্রকাশয়তোহস্ত প্রকরণাঙ্গত্বমবিরুদ্ধমিতি বিশেষাপেক্ষায়াং সান্নাধ্যাং প্রতি
প্রকরণাদ্যনুমানদ্বারেন বিনিয়োগং কল্পয়িতুমেৎসহতে, ন তু সমাখ্যানং, তস্য
দুর্বলত্বাৎ । তথাহি—সমাখ্যাসম্বন্ধনিবন্ধনা সত্যী তৎসিদ্ধার্থং সন্নিধিমুপকল্প-
য়তি যাবৎ, তাবৎদিবকেন প্রত্যক্ষদৃষ্টেন সন্নিধানেননাকাজ্ঞা কল্যাতে । যাবচ্চ
কুপ্তেন সন্নিধানেননাকাজ্ঞা কল্যাতে তাবদিতবত্র কুপ্তয়াকাজ্ঞৈকবাক্যত্যা যাবচ্চ,
কুপ্তয়াকাজ্ঞৈকবাক্যত্যা তাবদিতবত্রৈকবাক্যতয়া কুপ্তয়োপকারসামর্থ্যম্ ।
যাবচ্চাত্তৈকবাক্যতয়োপকারসামর্থ্যং তাবদিতবত্র লিঙ্গেন বিনিয়োজিকা ঐতিহ্যঃ ।
যাবদত্র লিঙ্গেন বিনিয়োজিকা ঐতিহ্যাবদিতবত্র কুপ্তয়া ঐতিহ্য বিনিয়োগ ইতি
তাবতৈব প্রকরণপাঠোপপত্তেঃ স চ সমাখ্যানকল্পিতং বিচ্ছিন্নমূলত্বান্ন যমানসস্তমিব
নির্বীজং ভবতি, পুরোডাশাভিধায়কমন্ত্রবাহুল্যাৎ কাণ্ডস্ত পুরোডাশিকসমাখ্যেতি
মন্ত্রব্যম্ ।

“একষিত্রিচতুস্পঞ্চবস্তুরথকারিতম্ ।

শ্রুতার্থং প্রতি বৈষম্যং লিঙ্গাদীনাং প্রতীয়তে ॥”

ইত্যর্থবিপ্রকর্ষণ উক্তঃ । তত্রাপি চ—

“বাধিতৈব ঐতিহ্যং সমাখ্যা বাধ্যতে সদা ।

মধ্যমানান্ত বাধ্যত্বং বাধকত্বমপেক্ষয়া ॥”

ইতি বিশেষ উক্তো বুদ্ধৈঃ । তদ্বয়ং বিস্তরাধিত্যতোহপি প্রথমতস্তান-
ভিজ্ঞানকম্পয়া নিয়্যাবিস্তরে পতিতাঃ স ইত্যুপপন্নম্ । তন্মাদ্ব্যবহুজ্ঞাপ-
নানুজ্ঞায়াঃ প্রজ্ঞাতক্রময়োরুপহৃত উপহৃয়স্বৈতোষং মন্ত্রাবান্নাতৌ দেশসামা-
ন্যান্তত্বৈবান্ততয়া প্রাপ্তম্ । উপহৃত ইতি লিঙ্গতোহনুজ্ঞামন্ত্রো নানুজ্ঞাপনে
উপহৃয়স্বৈতি চ লিঙ্গতোহনুজ্ঞাপনে চ মন্ত্রো নানুজ্ঞায়াম্ । তদ্বিহ লিঙ্গেন ক্রমং
বাধিত্বা বিপরীতং শেষত্বমাপাত্ততে । যাবদ্ধি স্থানেন প্রকরণমুৎপাদৈক্যবাক্যত্বং
কল্যাতে, তাবলিঙ্গেন ঐতিহ্য কল্পয়িত্বা সাধিতো বিনিয়োগ ইত্যেকল্লিতলিঙ্গঐতিহ্যঃ
ক্রমস্ত বাধস্তদ্বিহাপি বিনিয়োগে প্রত্যেকান্তরিতেন লিঙ্গেন চতুরস্তরিতস্ত
বিজ্ঞাক্রমস্ত বাধ ইতি । যতপি প্রথমতস্ত এবায়মর্থ উপপাদিতঃ, তথাপি বিরোধে
তদুপপাদনমিহত্ববিরোধঃ । ন হি লিঙ্গেনাভিচারিককর্মসম্বন্ধে বিজ্ঞাসম্বন্ধেন
ক্রমকৃতেন বিরুদ্ধতে । ন চ বিনিয়ুক্তবিনিয়োগলক্ষণোহত্রবিরোধো বৃহস্পতি-

বাজপেয়ে তু বৃহস্পতিসবস্ত স্পষ্টং বিনিয়োগান্তরং “বাজ-
পেয়েনেক্ট। বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেত” ইতি । অপি চ, একোহয়ং
প্রবর্গঃ সফুছুৎপন্নো বলীয়স্। প্রমাণেনাত্ত্র বিনিযুক্তো ন দুর্বল-
প্রমাণেনাত্ত্রাপি বিনিয়োগমহতি । অগৃহমাণবিশেষত্বে হি
প্রমাণয়োরেতদেবং স্ম্যৎ । ন তু বলবদবলবতোঃ প্রমাণয়ো-
গৃহমাণবিশেষতা সম্ভবতি, বলবদবলবত্তাবিশেষাদেব । তস্মাদেব-
জ্ঞাতীয়কানাং মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাং বা ন সন্নিধিপাঠমাত্রেণ বিত্যাশেষত্ব-

সবেহপি তৎপ্রসঙ্গাৎ । অত্বেম প্রতীতিবিরোধো ন চ বস্তবিরোধঃ, স বিত্যাশ্যৎ
বিনিয়োগেহপি তুলাঃ । তস্মাদববোধোদ্বৈধাদিমন্ত্রস্তোপাসনাক্তমিত্যন্ত্যভাধিকা
শক্য তত্রোচ্যতে । নেহ লিপ্তবিরোধেন ক্রমবোধোহভিধীয়তে, কিন্তু লিপ্তপরিচ্ছিন্নেন
ক্রমঃ কল্পনাক্রমঃ । প্রকরণপাঠোপপত্ত্যা হি ঐতিলিপ্তবাক্যপ্রকরণৈরবিনিযুক্তঃ
ক্রমেণ প্রকরণবাক্যালিপ্তপ্রতিকল্পনাপ্রণালিকয়া বিনিযুক্ত্যতে । তদবিনিযুক্তস্ত
প্রকরণপাঠানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ ।

উপপাদিতে তু ঐতিয়াদিভিঃ প্রকরণপাঠে ক্ষীণত্বাদর্থাপত্তেঃ ক্রমো ন স্মোচিতাৎ
প্রমাণ্যুপাদয়িতুমহতি, প্রমিতসাভাবাদিতি । বৃহস্পতিসবস্ত তু ত্ত্রাঐতিবেব ধাতু-
সম্বন্ধাধিকার্যং সমানকর্তৃকতয়াং বিহিতা সংযোগপৃথক্তে ন বিনিযুক্তমপি বিনি-
যোজয়ন্তী নশক্য। ঐতিয়াস্তরেণ নিরোদ্ধুং স্বপ্রমামিতি বৈষম্যম্ । তদিদমুক্তম্—
“বাজপেয়ে তু বৃহস্পতিসবস্ত স্পষ্টং বিনিয়োগান্তরম্” ইতি । “অপি চৈকোহয়ং
প্রবর্গঃ” ইতি । তুলাবলতয়া বৃহস্পতিসবস্ত তুলাত্যাশকাপাকরণদ্বারেণ সমুচ্চয়ো ন

বাজপেয় যাগে বৃহস্পতিসবের (ভগ্নামক যাগের) বিনিয়োগ দৃষ্টান্ত হইতে
পারে না । তাহার বিনিয়োগ (বিনিযুক্ত-বিনিয়োগ) স্পষ্টতই অত্র প্রমাণ-
লব্ধ । যথা—“বাজপেয় যাগ করিয়া বৃহস্পতিসবের অনুষ্ঠান করিবেক ।” এক
প্রবর্গ্য একবার উৎপন্ন হয়, তাহা বলবৎ প্রমাণে এক কর্ণে বিনিযুক্ত হইলে
দুর্বল প্রমাণ আর তাহাকে অত্ৰ নিযুক্ত করিতে (লইয়া যাইতে) পারে না ।
যে স্থলে বিশেষ গ্রহ (নির্দিষ্ট পক্ষের জ্ঞান) না হয়, সেই স্থলে প্রমাণদ্বয় পাতে
ঐক্য ব্যবস্থা হইয়া থাকে ; পরন্তু প্রবল ও দুর্বল প্রমাণের মধ্যে তাদৃশ অগৃহ-
মাণ-বিশেষভাব সম্ভব নহে । [তস্মা...সন্তোষ্টব্যম্] অতএব, সন্নিধি প্রমাণের বলে
উদাহৃত প্রকারের মন্ত্রের ও কর্ণের উপাসনাক্ততা আশঙ্কা করা শ্রাব্য নহে । যদি
বল, তবে উপাসনা বিধানের সন্নিধানে ঐ সকলের পাঠ কেন ? তাহার প্রত্যুত্তর
—অরণ্য-পাঠ্যস্বরূপ সামান্ত ধর্ম্মের অহুরোধ । উপনিষদ্ বানপ্রস্থাপ্রমিদিগেরও

মাশঙ্কিতব্যম্, অরণ্যানুবচনত্বাদিধর্মসামান্যাতু সন্নিধিপাঠ ইতি
সন্তোষ্যম্ ॥ ৩। ৩। ২৫ ॥

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃ-

স্তুত্ব্যপগানবৎ তদুক্তম্ ॥ ৩। ৩। ২৬ ॥*

অস্তি তাণ্ডিনাং শ্রুতিঃ “অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং,
চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ তু প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্ম-
লোকমভিসম্ভবামি” ইতি। তথা আত্মকর্ষণিকানাং “তদা বিদ্বান্
তু পৃথগ্য়ুক্তিতয়া পরস্পরাপেক্ষত্বাদতি। সন্নিধিপাঠমুপপাদয়তি। “অরণ্যানু-
বচনত্বাৎ” ইতি ॥ ৩। ৩। ২৫ ॥

যত্র হানোপায়নে ঋয়েতে, তত্রাবিবাদঃ সন্নিপাতে, যত্রাপ্যুপায়নমাত্রশবণং*
তত্রাহপি নাস্তরীয়কতয়া হানমাক্ষিপ্তমিত্যস্তিসন্নিপাতঃ। যত্র তু হানমাত্রং সূক্তত-
দুক্ততযোঃ শ্রুতং, ন ঋয়ত উপায়নং, তত্র কিমুপায়নমুপাদানং সন্নিপাতেঃ বেতি
পাঠ্য এবং ঐ সকল মন্ত্রও তাঁহাদিগের উচ্চাৰ্য্য। এই সামান্য বা সাধারণ
ধর্ম্মেব অনুরোধে উপনিষদ প্রারম্ভে ঐ সকল পঠিত হইয়াছে।

তাণ্ডি-শাখায় শ্রুতি আছে—“যেমাঃ অশ্ব : ধূনিধূসরিত জীর্ণ রোম ত্যাগ
করিয়া নির্মল হয়, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন রাহুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া স্পষ্ট হন,
তেমনি, আমিও পাপ বিদূরিত করতঃ নির্মলীকৃতচিত্ত ও শরীরাত্মমান হইতে
মুক্ত হইয়া অকৃত অর্থাৎ নির্বিকার বা কূটস্থ ব্রহ্মাত্মক লোক প্রাপ্ত হইয়াছি।”
আত্মকর্ষণিক উপনিষদে আছে—“জ্ঞানী তখন পুণ্যপাপ বিধূন (দূরীকৃত) করিয়া
নিরঞ্জন (শুদ্ধ) ও পরম সাম্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন।” শাটায়নশাখাধ্যায়ীরা পাঠ
করেন—“পুত্রেরা তাঁহার দায় (ধনাদি), সূহৃদেরা পুণ্য এবং শত্রুরা তাঁহার

* হানিস্ত্যাগঃ। উপায়নঃ পরকর্তৃকগ্রহণম্। নিষ্ঠূপোপাসকস্ত কচিং পুণ্যপাপমোহানিঃ,
কচিচ্চি বিভাগেন প্রিয়ৈরপ্রিয়ৈশ্চ তয়োরুপায়নং, কচিচ্চোভয়মপি হানমুপায়নঞ্চ ঋয়েতে। তত্রৈবা
চিন্তা—যত্র হানমেব ঋয়েতে, তত্রোপায়নস্তোপসংহর্তব্যত্বাহুতি ন বা। তত্রাহশ্রবণাদমুপসংহর্তব্য-
তেতি পক্ষঃ তু-শব্দেন বুদ্ধান্ততি সূত্রকারঃ। উপায়নশব্দস্ত শেষত্বাৎ হানশব্দেনাপেক্ষিতত্বাৎ
হানাপায়নস্তোপসংহার এব ত্বাৎ। অশ্বরোমদৃষ্টান্তেন বিধূতয়েঃ পুণ্যপাপয়োঃ পরজীবস্থান-
সাপেক্ষত্বাৎ পরকপাদানবশ্যং বাচ্যমিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ কুলতি। কুশঃ, আচ্ছন্দঃ, স্ততিঃ,
উপগানং, ইতি ছেদঃ। শাখান্তরেহা বিশেষঃ শাখান্তরেহপি গ্রাহ ইতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনস্ত তাৎপর্যম্।
তদুক্তং পূর্বমীনাংসেবামিতি পুরণীয়ম্। সত্যং গতো শ্রুতান্তরকৃতবিশেষঃ শ্রুতান্তরেহনভ্যুপগচ্ছতঃ
সর্বত্রৈব বিকল্পঃ ত্বাৎ, চাভ্যাবা ইতি পূর্বকাতীয়া সিদ্ধান্তোহস্মিন্নপি গ্রাহ ইত্যভিপ্রায়ঃ।

নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মোপাসকের দেহপাতকালে পাপপুণ্যের বিনাশ হয়, সূহৃদগণ তাহার পুণ্য গ্রহণ করে,
শত্রুরা তাহার পাপ গ্রহণ করে, এইরূপ এইরূপ কথা শ্রুতিতে আছে। তাহাতে বিচার্য্য এই যে,
শ্রুতান্ত পুণ্যপাপ বিনাশ ও উপায়ন (পরকর্তৃক গ্রহণ) যুক্ত অর্থাৎ সার্বজনিক হইবে কি-না।
তু-শব্দের দ্বারা না-পক্ষের নিরাস করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত এই যে, উভয়েরই যুক্ততা আছে।
(ভাব্য ব্যাখ্যা দেখ, বিচার্য্য প্রণালী ও কারণ পাওয়া বাইবেক)।

পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইতি । তথা
 শাট্যায়নিঃ পঠন্তি “তস্মৈ পুত্রো দায়মুপযন্তি, স্নহদঃ সাধুকৃত্যাং,
 দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্” ইতি । তথৈব কোষীতিকিনঃ “তৎ স্কৃত-
 দুষ্কৃতে বিধুন্তুতে, তস্মৈ প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ স্কৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া
 দুষ্কৃতম্” ইতি । তদ্বিহ কচিং স্কৃততদুষ্কৃতয়োহানং শ্রয়তে,
 কচিৎভয়ং হানমুপায়নশ্চেতি । তদ্যত্নোভয়ং শ্রয়তে, তত্র
 তাবৎ ন কিঞ্চিদ্বক্তব্যমস্তি । যত্রোপ্যুপায়নমেব শ্রয়তে, ন হানং,
 তত্রোপ্যর্থাদেব হানং সন্নিপততি, অনৈরান্যায়য়োঃ স্কৃততদুষ্কৃতয়ো-
 রুপেয়মানয়োরাবশ্যকত্বাৎ তদ্ধানস্য । যত্র তু হানমেব শ্রয়তে,
 ন তুপায়নং, তত্রোপায়নং সন্নিপতেদ্বা ন বেতি বিচিকিৎসায়াম্—
 অশ্রবণাদসন্নিপাতঃ, বিভ্রান্তরগোচরত্বাচ্চ শাখাস্তরীয়স্য শ্রবণস্য ।

অপি চ, আত্মকর্তৃকং স্কৃততদুষ্কৃতয়োহানং, পরকর্তৃকং

সংশয়ঃ । অত্র পূর্বপক্ষং গৃহীতি—“অসন্নিপাতঃ” ইতি । শ্রাদেতৎ । যথা
 শ্রয়মাগমেকত্র শাখায়ামুপাসনাঙ্গং তন্মিল্লেব চোপাসনে শাখাস্তবেহশ্রয়মাগমঙ্গমুপ-
 সংক্রিয়তে, এবং শাখাস্তরশ্রুতমুপায়নমুপসংহরিব্যত ইত্যত আহ—“বিভ্রান্তব-
 গোচরত্বাচ্চ” ইতি । একত্রে হ্যুপাসনকৰ্ম্মণামন্তত্র শ্রতানামপ্যন্তত্র সমবায়ো ঘটতে ।
 ন দ্বিহোপাসনানামেকত্বং সম্ভবনিশ্চয়ং ভেদাদিত্যর্থঃ । নহু যথোপায়নং
 শ্রুতং হানমুপস্থাপয়তোব্যং হানমপি উপায়নমিত্যত আহ—“অপি চাত্মকর্তৃকম”
 পাপ উপলভ্য কবে ।” কোষীতিকি-ব্রাহ্মণে আছে—“সেই জ্ঞান জ্ঞানীৰ স্কৃতত
 দুষ্কৃত উভয়ই বিধ্বন করবে । প্রিয়জ্ঞাতীরা তাঁহার স্কৃতত আব অপ্রিয় (বিদেষ্টা)
 লোকেরা তাঁহার দুষ্কৃত উপলভ্য (গ্রহণ) করে ।” [তদ্বিহ...তদ্ধানস্য] এই-
 রূপে কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানীর স্কৃতত দুষ্কৃতের হানি, কোন কোন শ্রুতিতে
 তদুষ্কৃতের বিভাগক্রমে অত্মকর্তৃক গ্রহণ (প্রিয়কর্তৃক স্কৃততের ও অপ্রিয়কর্তৃক
 দুষ্কৃতের গ্রহণ) এবং কোন কোন শ্রুতিতে তদুষ্কৃতের হানি ও উপায়ন (ভাগ
 ও অত্মকর্তৃক গ্রহণ) উভয়ই শ্রুত হইয়াছে । তন্মধ্যে য় শ্রুতিতে উভ-
 য়ের শ্রবণ আছে, সে শ্রুতিতে আমাদের কোনরূপ বক্তব্য নাই । [যত্র...
 পঠতি] যেখানে মাত্র উপায়নের শ্রবণ আছে, সেখানেও অর্থবশাৎ হানির সন্নি-
 পাত (উপায়নের দ্বারা হানিরূপ অর্থলাভ) হইতে পারে ; স্মরণ্য সেখানেও বক্তব্য
 নাই । কিন্তু যেখানে কেবল হান-শ্রুতি আছে, উপায়নের কথা নাই, সেখানে
 সংশয় হইতে পারে যে, হান-শ্রুতিতে উপায়নের সন্নিপাত হইবে কি-না । অর্থাৎ
 সে শ্রুতিতে উপায়নার্থ বোধিত হইবে কি-না । (উপায়ন=স্নহদ ও শক্ষকর্তৃক
 স্কৃততের ও দুষ্কৃতের গ্রহণ) ।

তুপায়নং, তয়োঁরসত্যাবশ্যকভাবে কথং হানেনোপায়নমাক্ষিপ্যেত ।
তস্মাদসন্নিপাতো হানাবুপায়নশ্চেতি ।

অস্ত্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি—হানাবিতি । হানৌ ত্বেতস্ত্যাং
কেবলায়ামপি অয়মাণায়ামুপায়নং সন্নিপতিতুমহঁতি, তচ্ছেষত্বাৎ ।
হান-শব্দশেষো হ্যুপায়নশব্দঃ সমধিগতঃ কৌষীতকিরহশ্চে ।
তস্মাদন্যত্র কেবলহানশব্দশ্রবণেহপ্যুপায়নানুবৃত্তিঃ । যদুক্তম-
শ্রবণাৎ বিজ্ঞান্তরগোচরত্বাদনাবশ্যকত্বাচ্চাসন্নিপাত ইতি ।
তদুচ্যতে । ভবেদেষা ব্যবস্থোক্তিঃ, যদ্বানুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদন্যত্র
শ্রুতমন্যত্র নিনীষ্যেত । ন ত্বিহ হানমুপায়নং বাহানুষ্ঠেয়ত্বেন

ইতি । গ্রহণং হি ন স্বামিনোহপগমমন্তরেণ ভবতীতি গ্রহণাদপগমসিদ্ধিরবশ্যস্তা-
বিনী । অপগমমন্তস্যপ্যন্তেন গ্রহণে দৃষ্টৌ যথা—প্রায়শ্চিত্তেনাপগতিরেনস ইতি ।
কর্তৃত্বভেদকথনং ত্বেতদুপোদ্বলনার্থং ন পুনরনবশ্যস্তাবশ্য প্রয়োজকমুপায়নেনানৈ-
কান্ত্যাদিতি ।

সিদ্ধাস্তমুপক্রমতে—“অস্ত্যাং প্রাপ্তৌ” ইতি । অয়মস্যার্থঃ—কৰ্ম্মান্তরে বিহিতং
হি ন কৰ্ম্মান্তর উপসংহ্রিয়তে, প্রমাণাভাবাৎ । যৎ পুনর্বিধীয়তে, কিন্তু
স্বত্বার্থং সিদ্ধতয়া সঙ্গীভূতং, তদসতি বাধকে দেবতাধিকরণত্বায়েন শব্দতঃ

সংশয় হইলেই পক্ষলাভ হয় ; তাহাতে পাওয়া যায় ;—যখন শ্রবণ নাই, তখন
তাহার সন্নিপাত হইবে না ; শাস্ত্রান্তরে শ্রবণ আছে বটে ; কিন্তু তাহা জ্ঞানান্তর-
গোচর, সূত্রাৎ সে স্থান হইতে তদর্থের আকর্ষণ-পূর্বক হান-শ্রুতিতে
সংযোজন করা যায় নহে ; আরও দেখ, সূত্রতঃ দ্রষ্টৃভেদে হানি অর্থাৎ ত্যাগ
আত্মকর্তৃক, কিন্তু তদন্তরের উপায়ন (স্বীকার বা গ্রহণ) পরকর্তৃক । অতএব,
বিনা আবশ্যকে হান উপায়নার্থ আকর্ষণ করিবে কেন ? করিবে না । এই সকল
কারণে বলিতেছি, হান-শ্রুতিতে উপায়নের সমাক্ষেপ অর্থাৎ সন্নিপাতন হইবেক
না । এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে সূত্রকার বলিতেছেন—“হানৌ তুপায়নশব্দ-
শেষত্বাৎ” ইতি ।

[হানানুবৃত্তিঃ] কেবল হানি (পুণ্যপাপের) শ্রুতি হইলেও তাহাতে উপা-
য়নের সন্নিপাত (উন্নয়ন) হইতে পারে । কারণ এই যে, ঐ উপায়ন-শব্দ হান-
শব্দের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ । উপায়ন হান-সাপেক্ষ, ইহা কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে দৃষ্ট
হয় । সেই কারণে শ্রুতান্তরে কেবল হান-শব্দের শ্রবণ থাকিলেও সে স্থলে উপা-
য়নের অনুবর্তন স্বীকার্য্য । [যদুক্ত...নিবিশেষে ইতি] বলিয়াছিলে যে, শ্রবণ
না থাকায় আবশ্যক না থাকায় ও বিজ্ঞান্তরের বিষয় বলিয়া উপায়নের উন্নয়ন
হইবে না । এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি । ভবদ্বক্তব্যবস্থা অবিচালা
হইত, যদি আমরা এক স্থানে শ্রুতি কোনও এক অনুষ্ঠানকে

সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে। বিদ্যাস্ত্যর্থঃ ত্বনয়োঃ সংকীৰ্ত্তনং—ইখং মহাভাগা
বিদ্যা, যৎসামর্থ্যাদস্ত্য · বিদুষঃ স্কৃতত্বদ্ব্যকৃত্যে সংসারকারণভূতে
বিদ্যুয়েতে, যে চাস্ত্য স্কৃতদ্বিষৎস্ত্য নিবিশেতে ইতি। স্ত্যার্থে
চাস্মিন্ সঙ্কীৰ্ত্তনে হানানন্তরভাবিত্তেনোপায়নস্ত্য কচিচ্ছ্ৰুত্বাদস্ত্য-
ত্রাপি হানান্ত্যত্বোপায়নানুরত্তিং মন্ত্যতে স্ত্যতিপ্রকৰ্ষলভায়।

প্রসিদ্ধা চার্ববাদান্ত্যাপেক্ষা অর্থবাদান্ত্যপ্রবৃত্তিঃ “একবিংশো
বা ইতোহসাবাদিত্যঃ” ইত্যেবমাদিষু। কথং হীহৈকবিংশতাদি-
ত্যন্ত্যভিধীয়েত—অনপেক্ষ্যমাণেহর্থবাদান্ত্যন্তরে “দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চ-
বস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ” ইত্যেতস্মিন্।

প্রতীয়মানং পরিত্যক্তুমশক্যম্। তথা চ বিদুষ্যোঃ স্কৃতত্বদ্ব্যকৃত্যোনিষ্ঠগায়্য
বিদ্যায়ামন্ত্যরোমাদিবৎ কিং ভবন্তিত্যপেক্ষায়্য—ন তাবৎ প্রায়শ্চিত্তেনেব তদ্বি-
লয়সম্ভবত্যা সত্যন্ত্যরোম-রাহদৃষ্টান্ত্যাপপত্তিঃ। ন জাত্যন্ত্যরোম-রাহমুখ্যোৰ্বিল-
পনমন্ত্য, অপিতু অশ্চল্যন্ত্য বিভাগঃ। ন চ নষ্টে বিদুষনপ্রমোচনার্থসম্ভবঃ।
তন্ত্যদর্থবাদন্ত্যাপেক্ষায়্য শক্সমন্ত্যিকৃত্যোহপি বিশেষ উপায়নং বুদ্ধৌ সন্ত্যিধাপয়িতুং
শক্কোন্ত্যাপেক্ষাং পূবন্ত্যিত্তুমিতি। নিষ্ঠগাপি বিদ্যা হানোপায়নাত্য্য স্ত্যোতব্য্য।
স্ত্যতিপ্রকৰ্ষস্ত্য প্রয়োজনং ন প্রমাণম্। অপ্রকৰ্ষেহপি স্ত্যতাপপত্তেঃ।

ন চার্ববাদান্ত্যাপেক্ষার্থবাদান্ত্যরাগাং ন দৃষ্টা। ন চ তৈন পূর্যমিত্যাহ—
“প্রসিদ্ধাচ” ইতি। “স্ত্যার্থেহ্যচ্যোপায়নবাদন্ত্য” ইতি। যন্ত্যপ্যন্ত্যদীয়ে অপি
স্কৃতত্বদ্ব্যকৃত্যে অন্ত্য ফলং প্রযচ্ছতঃ। যথা পুলন্ত্য শ্রাদকৰ্ম্ম পিতৃত্ত্যন্ত্যিং, যথা চ
(অন্ত্যনন্ত্যোগ্য) কৰ্ম্মকে অন্ত্য স্থানে নীত করিব্যার ইচ্ছা কবিত্যাম। উদাহন্ত্য
শ্রুতিতে যে, হানির ও উপাদানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা অন্ত্যেয়রূপ নহে। জ্ঞান-
প্রশংসার্থ ই উক্ত উভয়ের উল্লেখ। বিদ্যা বা জ্ঞান এত প্রশংসিত যে, তাহারই
সামর্থ্যে বিদ্বানের সংসারবীজ স্কৃত ও দ্ব্যকৃত বিদ্যুত—স্কৃতত্ব দ্ব্যকৃত যথাক্রমে স্কৃতদে
ও শক্কতে প্রবেশ করে। [স্ত্যার্থে...মাদিষু] ঐ উল্লেখ যখন স্ত্যতির উদ্দেশে,
তখন অবশ্যই উপায়ন হানের পবভাবী বলিয়া এক স্থানে অপ্রবেণ থাকিলেও হান-
শ্রুতিতে তাহার অন্ত্যবর্তন স্বীকার করা উচিত। করিলে স্ত্যতিরও প্রকৰ্ষ লাভ
হইবে।

এক অর্থবাদে (অর্থবাদ=কেবল স্ত্যতিব্যাক্য) অন্ত্য অর্থবাদের প্রবৃত্তি
(জন্ম) হয়, ইহা “এই আদিত্য এক বিংশ” ইত্যাদি স্থলে প্রসিদ্ধ আছে।
[কথং...দন্ত্যতে] “১০ মাস, ৫ ঋতু, ৩ লোক ও এই আদিত্য, এইরূপে এক-
বিংশ”—এই অর্থবাদকে অপেক্ষা না উপলক্ষ্য না করিলে “একবিংশ আদিত্য”
—এই অর্থবাদে কি আদিত্যের একবিংশত্ব অভিহিত হইতে পারে? “ইন্ত্যিয়ই
ত্রিষ্টত্” এই অর্থবাদ উপলক্ষ্যে “সেন্ত্যিয়ত্বের কারণ ত্রিষ্টত্বদ্বয়” এই অর্থবাদ

তথা “ত্রিঋভৌ ভবতঃ সেন্দ্রিয়ত্বায়” ইত্যেবমাদিষ্পার্থবাদেষপি
 “ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিঋভুভ্যম্” ইত্যেবমাচ্ছার্থবাদান্তরাপেক্ষা দৃশ্যতে ।
 বিদ্যাস্তৃত্বার্থত্বাচ্ছোপায়নবাদস্তু কথমশুদীয়ে . সূকৃতদুষ্কৃতে
 অশ্রৈরভ্যুপযেতে—ইতি নাতীবাভিনিবেষ্টব্যম্ । উপায়নশব্দ-
 ত্বাদিতি চ শব্দ-শব্দং সমুচ্চারয়ন্ স্তৃত্বার্থমেব হানাবপায়নানুরূপ্তিং
 সূচয়তি । গুণোপসংহারবিবক্ষায়াং হ্যুপায়নার্থশ্রৈব হানাবনু-
 রূপ্তিং ক্রয়াৎ । তস্মাৎ গুণোপসংহারবিচারপ্রসঙ্গেন স্তৃত্ব্যপ-
 সংহারপ্রকারদর্শনার্থমিদং সূত্রম্ ।

কুশাচ্ছন্দঃস্তৃত্যুপগানবদিত্যুপমোপাদানম্ । তদযথা ভাল্ল-
 বিনাং “কুশা বানস্পত্যঃ স্ত, তা মা পাত” ইত্যগ্নিমিগমে

পিতৃকৈবলানরীয়েষ্টিঃ পুত্রস্ত, নার্যাশ্চ সুরাপানং ভর্তুনরকং, তথাপ্যন্তদীয়ে অপি
 সূকৃতদুষ্কৃতে সাক্ষাদন্তগ্নিমিগমে সম্ভবত ইত্যশয়েন শব্দা । ফলতঃ প্রাপ্ত্যা স্ততিরিত্তি
 পরিহারঃ । গুণোপসংহারবিবক্ষায়ামিত্যগ্নি ন স্বরূপতঃ সূকৃতদুষ্কৃতসঞ্চারান্তি-
 প্রায়ম্ । নহু বিদ্যাগুণোপসংহারাদিকারে কোহয়মকাণ্ডে স্তৃত্বার্থবিচার ইতি
 শব্দামুপসংহরনপাকরোতি—“তস্মাদ্গুণোপসংহারবিচারপ্রসঙ্গেন” ইতি । বিদ্যা-

প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় । [বিদ্যা...সূত্রম্] একেব পুণ্যাপাণ অপরে কিরূপে
 গ্রহণ কবে ? এ কথায় অত্যন্ত মনোনিবেশ করিও না । এই মাত্র অনুভব কর
 যে, ঐ উপায়ন-বাদ কেবল জ্ঞানপ্রশংসাব নিমিত্তই অভিহিত । সূত্রে উপায়নের
 সঙ্গে শব্দ-শব্দ আছে, তদ্বাদাও জ্ঞানপ্রশংসা ও হানির সঙ্গে উপায়নেব অনুবর্তন
 স্চিত হইয়াছে । গুণোপসংহার (উক্ত অনুক্ত গুণের অর্থাৎ বিচারপূর্বক অঙ্গ-
 সমূহেব একত্র সমাবেশ) বলিবার ইচ্ছা আছে, তাই তৎপ্রসঙ্গে হানের উপায়নার্থতা
 বলা হইল । উদ্যোতিত কারণসমূহের দ্বারা ইহাই স্থির হইতেছে যে, গুণোপসংহার
 বিচারের প্রসঙ্গে স্তৃত্ব্যপসংহার প্রণালীও এতৎসূত্রে দর্শিত হইয়াছে । [কুশা...
 আশ্রিয়ন্তে] এক স্থানের কথিত বিশেষ অত্র স্থানে নীত হইবার উদাহরণ কুশ,
 আচ্ছন্দঃ (ছন্দঃ) স্তুতি ও উপগান ।

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত কএকটির বিশেষ বিবরণ এই—উদ্যোতা নামক ঋষিক্
 (যজ্ঞপুরোহিত) স্তোত্র গান কবে, অপরে তাহার সংখ্যা রাখে । কতক গুলি
 শলাকাকার কাষ্ঠখণ্ড সেই স্তোত্র গণনার বা সংখ্যা রাখিবার অবলম্বন—ভাল্লবি-
 শাধাধ্যায়ীরা সে গুলিকে কুশা বলে । যজমান সংখ্যা-শলাকা লইবার কালে যে
 মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা এই—“হে কুশ সকল ! তোমরা বনস্পতিপ্রভব । (বন-
 স্পতি = বনস্থ মহাবৃক্ষ) । তোমরা আমাকে রক্ষা কর ।” ভাল্লবিদিগের ব্যবহৃত
 এই মন্ত্রে যে কুশার কথা আছে, তাহা অবিশেষ অর্থাৎ সাধারণ । (দর্ভকেও কুশ

কুশানামবিশেষেণ বনম্পতিযোনিভ্রংশবণে শাটায়নিনাং “ওদুস্বরাঃ কুশাঃ” ইতি বিশেষবচমাদৌদুস্বর্য্যঃ কুশা আশ্রীয়ন্তে । যথা চ কচিদ্বেবাস্তরচ্ছন্দসামবিশেষেণ পৌৰ্ব্বাপর্য্যপ্রসঙ্গে “দেবচ্ছন্দাংসি পূৰ্ব্বাণি” ইতি পৈঙ্গ্যান্নায়াং প্রতীয়তে । যথা চ ষোড়শিস্তোত্রে কেষাঞ্চিৎ কালাবিশেষপ্রাপ্তৌ “সময়াধ্যুষিতে সূর্য্যে” ইত্যার্ক্য-ভিশ্রুতঃ কালবিশেষপ্রতীতিঃ । যথৈব চাবিশেষেণোগপগানং কেচিৎ সমামনন্তি, বিশেষেণ ভাল্লবিনঃ । যথৈতেষু কুশাদিষু শ্রুত্যন্তরগতবিশেষান্বয়ঃ, এবং হানাবপ্যুপায়নান্বয় ইত্যর্থঃ ।

শ্রুণোগপসংহারপ্রসঙ্গতঃ স্ততিশ্রুণোগপসংহারো বিচারিতঃ, প্রয়োজনকোপাসকে সৌহার্দ্যমাচরিতব্যং, ন অসৌহার্দ্যমিতি ।

ছন্দ এবাচ্ছন্দ আচ্ছাদনাদাচ্ছন্দো ভবতি । “যথৈব চাবিশেষেণোগপগানং” ইতি । ঋজি উপগায়ন্তীত্যবিশেষেণোগপগানমৃজিম্ । ভাল্লবিনস্ত বিশেষেণ নান্বয়রূপগায়তীতি । তদেতন্মন্তাল্লবিনাং বাক্যমৃজি উপগায়ন্তীত্যেতচ্ছেষং

বলে, পরিভাষা অনুসারে কাষ্ঠনির্মিত পদার্থকেও কুশ বলে, স্ততরাং সাধারণ) । ঐ সাধারণ উল্লেখের বিশেষে পর্য্যবসান ব্যতীত যজ্ঞ নির্বাহ হইতে পারে না । (কুশ কি ? কোন্ বস্তুকে কুশ বলিয়া গ্রহণ করিবে ? অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে) । এজন্য ভাল্লবি-শাখাধ্যায়ীরা শাটায়ন-শাখোক্ত বিশেষের গ্রহণ করিতে বাধ্য হন । শাটায়ন শাখায় আছে “কুশ সকল উদুস্বরকাষ্ঠনির্মিত” । শাটায়নদিগের এই যে বিশেষোক্তি, নির্দিষ্ট উল্লেখ, ইহা ভাল্লবিশাখায় নীত বা গৃহীত হইতে দেখা যায় । [যথা চ...প্রতীয়তে] ছন্দঃ দুই প্রকার, দৈব ও আনুসর । “ছন্দের দ্বারা স্ততি করিবেক” এই বাক্যে বিশেষ নির্দ্ধারণ না থাকায় পৈঙ্গী শ্রুতির আশ্রয় লওয়া হয় । পৈঙ্গী শ্রুতি যথা—“প্রথম ভাগ প্রথমোক্ত দেবচ্ছন্দঃ ।” [যথা চ...প্রতীতিঃ] অতিরাত্র যাগে ষোড়শি-নামক যজ্ঞ পাত্রেয় স্ততি করিবার বিধান আছে । • কিন্তু তাহা কোন সময়ে করিবেক ? তাহা সেই বিধান বাক্যে কথিত নাই । না থাকিলেও সামবেদীয় আর্চিক-শ্রুতি তাহার অবধারণ করায় । আর্চিক-শ্রুতিতে আছে—“সূর্য্য উদিত হইলে ষোড়শি-পাত্রেয় স্ততি করিবেক ।” এই আর্চিক-শ্রুত্যুক্ত বিশেষ অর্থাৎ নামগ্রাহী নির্দেশ পূর্ব্বোক্ত সাধারণ বাক্যে অস্থিত হইতে দেখা যায় । [যথৈব... ইত্যর্থঃ] “ঋজি উপগান : করিবেন” এই শ্রুতিতে কোন্ ঋজি, তাহার উল্লেখ নাই । না থাকিলেও শ্রুত্যন্তরে আছে “অধ্যু্য উপগান করেন না ।” এই শ্রুতি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধারণ অবিশেষ শ্রুতির বিশেষে পর্য্যব-সান হয় । অর্থাৎ অধ্যু্য ব্যতীত আর আর ঋজি উপগান করিবেন, এইরূপ বিশেষ প্রতীত হয় । অতএব যেমন উদাহৃত কুশাদিতে শ্রুত-

শ্রুত্যন্তরকৃতং হি বিশেষঃ শ্রুত্যন্তরেহনভ্যুপগচ্ছতঃ সৰ্ব্বত্রৈব
বিকল্পঃ শ্রাৎ, স চাত্মায্যঃ সত্যং গতো । তদুক্তং দ্বাদশলক্ষণ্যং
“অপি তু বাক্যশেষত্বাদিতরপর্য্যাদাসঃ শ্রাৎ, প্রতিষেধে বিকল্পঃ
শ্রাৎ” ইতি ।

অথবৈতাস্থেব বিধুননশ্রুতিষেতেনৈব সূত্রেণৈতচ্চিস্তয়িতব্যং

বিজ্ঞায়তে । এতদুক্তং ভবতি—অধ্বৰ্য্যবজ্জিতা ঋষির্জ উপগায়ন্তীতি । কস্মাৎ
পুনরেকং ব্যাখ্যায়তে ? নহু স্বতন্ত্রাণ্যেব সত্ত্ব বাক্যানীত্যত আহ—“শ্রুত্যন্তরকৃতম্”
ইতি । অষ্টদোষদৃষ্টবিকল্পপ্রসক্তভয়েন বাক্যান্তরশ্চ বাক্যান্তরশেষত্বমত্রভবতো জৈমি-
নেরপি সম্মতমিত্যাহ—“তদুক্তং দ্বাদশলক্ষণ্যম্ ।” “অপিতু বাক্যশেষঃ শ্রাদ-
ত্মায্যত্বাদিকল্পস্ত বিধীনােমেকদেশঃ শ্রাৎ” ইতি । এতদেব সূত্রমর্থদ্বারেণ পঠতি—
“অপি তু বাক্যশেষত্বাদিতরপর্য্যাদাসঃ শ্রাৎ, প্রতিষেধে বিকল্পঃ শ্রাৎ ।” স চাত্মায্য
ইতি শেষঃ । এবং কিল ক্রয়তে । এষ বৈ সপ্তদশঃ প্রজাপতির্যজ্ঞে যন্তেহস্মা-
য়ন্ত ইতি, ততো নান্নুযাজেষু যে যজামহং করোতাতি । তদজ্ঞানারভ্য কক্ষিদ্-
যজ্ঞং যজ্ঞেবু যেষজামহকরণমুপদিষ্টম্ । তত্পদিশ্চ চাত্মাতং নান্নুযাজেষ্বিতি । তত্র
সংশয়ঃ—কিং বিধিপ্রতিষেধযোক্তিকল্প উত পর্য্যাদাসোহনুযাজবজ্জিতেষু যেষ-
জামহঃ কর্তব্য ইতি । মা ভূদর্থপ্রাপ্তশ্চ শাস্ত্রীয়েণ নিষেধেন বিকল্পঃ । দৃষ্টং
হি তাদাশ্রিকীমশ্চ স্কন্দরতাং গময়তি, নায়তো দোষবত্তাং নিষেধতি । তস্মৈ
তত্রোদাসীতাৎ । নিষেধশাস্ত্রস্ত তাদাশ্রিকং সৌন্দর্য্যমবাধমানমেব প্রবৃত্ত্যু-
ন্মুখং নরং নিবারয়দায়ত্যাশ্চ হুঃখফলত্বমবগময়তি । যথাহ—অকর্তব্যো-
হুঃখফল ইতি । ততো রাগতঃ প্রবৃত্তমপ্যায়ত্তাং হুঃখতো বিভ্যতং পুরুষং
শক্লোতি নিবারয়িতুমিতি বলীয়ান্ শাস্ত্রীয়ঃ প্রতিষেধো রাগতঃ প্রবৃত্তেরিতি
ন তয়া বিকল্পম্ ইতি । শাস্ত্রীয়ো তু বিধিনিষেধো তুল্যবলতয়া শোড়শিগ্রহণা-
গ্রহণবদিকল্পোতে । তত্র হি বিধিদর্শনাৎ প্রধানশ্রোতাপকারভূয়স্বং কল্পাতে—
নিষেধদর্শনাচ্চ বৈশুণ্যেহপি ফলসিদ্ধিরবগম্যতে । যথাহ—অর্থপ্রাপ্তবদिति

স্তরোক্ত বিশেষের অম্বয় বা সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়, তেমনি, হান-
শ্রুতিতে শ্রুত্যন্তরোক্ত উপায়নের অম্বয় বা সম্বন্ধ হইবেক । [শ্রুত্যন্তর...
শ্রাৎ ইতি] এক শ্রুতির কথিত বিশেষ অল্প শ্রুতিতে যায়, নীত হয়, এ
কথা অস্বীকার করিলে সমুদায় স্থলেই বিকল্পের প্রসক্তি হয় ; পরন্তু তাহা
অভ্যাস্য । উপায় বা গতি থাকিতে অষ্টদোষদৃষ্ট বিকল্প বিধান কুত্রাপি
স্বীকার্য্য নহে, ইহা উক্ত হইয়াছে (স্রীমাংসাদর্শনে) । যথা—বাক্যশেষত্ব
হেতুক ইতর পর্য্যাদাস স্বীকার্য্য হইবেক । নিষেধ পক্ষে বিকল্প ঘটনা
হয়, পরন্তু তাহা শ্রাস্য নহে ।”*

[অথবৈ...দর্শনাৎ] বিধুন শ্রুতিতে এই ২৬ সূত্র যোজনা করিয়া অল্প প্রকার .

* জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে আছে—“দীক্ষিত হোম করিবেক না ।” অল্প এক শ্রুতিতে আছে—
“যত কাল জীবন, তত কাল হোম করিবেক । দীক্ষিত বাক্য হোমশ্রুতিবোধক হইলে নিষেধ

—কিমেনে বিধুননবচনেন স্বকৃতদুষ্কৃতয়োহ নিমত্তিধীয়তে ? কিং বার্থান্তরম্ ? ইতি । তত্রৈবং প্রাপয়িতব্যং, ন হানং বিধুননমত্তি-
 ধীয়তে, ধুঞ্কম্পন ইতি স্মরণাৎ । “দোধ্যুস্তে ধ্বজাগ্রাণি”
 ইতি চ বায়ুনা চাল্যমানেষু ধ্বজাগ্রেষু প্রয়োগদর্শনাৎ । তস্মা-
 চালনং বিধুননমত্তিধীয়তে । চালনস্তু স্বকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কঞ্চিং
 কালং ফলপ্রতিবন্ধাদিত্যেবং প্রাপ্য প্রতিবক্তব্যং—হানাবেবৈষ
 বিধুননশব্দোহনুবর্তিতুমহতি উপায়নশব্দশেষত্বাৎ । ন হি পর-

চেন তুল্যত্বাৎ উভয়ং শব্দলক্ষণমিতি । ন চ বাচ্যং যাবদ্ব্যজ্ঞতিষু যেযজামহ-
 করণং যাবদ্ব্যজ্ঞতি সামান্ত্রাচারেণানুযাজং যজ্ঞতিবিশেষমুপসর্পতি, তাবদনুযাজ-
 গতেন নিষেধেন তন্নিষিদ্ধমিতি শীঘ্রপ্রবৃত্তেঃ, সামান্ত্রাশাস্ত্রাবিশেষনিষেধো বল-
 বানিতি । যতো ভবত্বেবঃ বিধিষু ব্রাহ্মণেভ্যো দধি দীয়তাং তত্র কোণ্ডি-
 ত্রায়ৈতি তত্র তক্রবিধিন্ দধিবিধিমপেক্ষতে প্রবর্তিতুমিহ তু প্রাপ্তিপূর্বকত্বাৎ
 প্রতিষেধস্ত যেষজামহস্ত চাত্ততোপ্রাপ্তেস্তুনিষেধেন নিষেধাপ্রাপ্ত্যে তদ্বিধিরপে-
 ক্ষণীয়ঃ । ন চ সাপেক্ষতয়া নিষেধাবিধিরেব বলীয়ানিত্যতুল্যাশিষ্টতয়া ন
 বিকল্পঃ কিম্ব নিষেধস্তেব বাধনমিত্তি সাম্প্রতম্ । তথা সতি নিষেধশাস্ত্রং
 প্রমত্তগীতং স্তাৎ । ন চ তদ্যুক্তম্ । তুল্যাং হি সাম্প্রদায়িকম্ । ন চ নতৌ
 পশৌ করোতীতিবদর্থবাদতা । অসমবেতার্থত্বাৎ । পশৌ হি নাজ্যভাগৌ স্ত
 ইত্যুপপত্ততে । ন চাত্র তথা যেযজামহাভাবো যততিষু যেযজামহবিধানাৎ ।
 অনুযাজানার্থং তত্বাৎ । ন চ পশুদ্যাসস্তদাহননুযাজেধিতি কাত্যায়নমতেন
 নিয়মপ্রসক্তেঃ । তস্মাবিহিতপ্রতিষিদ্ধতয়া বিকল্প ইতি প্রাপ্তম্ । এষং প্রাপ্ত
 উচ্যতে—“উক্তং ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োর্কিকল্প” ইতি । ন হি তত্রাত্মা গতি-

বিচার করিতেও পার । তদ্বৎ—ঐ বিধুনন বাক্য পুণ্যপাপের হানি বুঝাইবে
 কি পদার্থান্তর বুঝাইবে, এইরূপ সংশয় উত্থাপনপূর্বক বিধুনন শব্দে হানি-অর্থ
 বুঝায় না, এইরূপ পূর্বপক্ষ-স্থাপন কর । ধুঞ্-ধাতুর অর্থ কম্পন । বায়ুপরি-
 চালিত ধ্বজাগ্রভাগ দৃষ্টে লোকে বলে, ধ্বজাগ্র দোধ্যমান হইতেছে (কাঁপিতেছে) ।
 [তস্মা...সম্ভবতি] স্মরণ্যং বিধুনন-শব্দের অর্থ পরিচালন । পাপপুণ্যের পরি-
 চালন কি ? না কিঞ্চিংকাল শুভভয়ের ফলপ্রতিবন্ধ । এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থাপন
 করিয়া তাহার এইরূপ প্রতিবাদ কর—ঐ বিধুনন শব্দ হানি-অর্থই অনুবর্তিত
 হইবে । কারণ এই যে, তাহা উপায়নশব্দের শেষ অর্থাৎ তৎসাপেক্ষ । একের
 হানি বা ভাগ ব্যতীত তাহা অন্তের উপগম্য (স্বীকার্য) হইতে পারে না ।

পালন অথবা বিধিপালন এই বিরুদ্ধ কল্পের উপস্থিত হয়, পরন্তু তাহা স্তায়সঙ্গত নহে । স্তায়সঙ্গত
 নহে বলিয়া ন-শব্দের ইতর পশুদ্যাসার্থ গ্রহণ করা হয় । অর্থাৎ দীক্ষিতাত্ম ব্যক্তিই বাবতীর
 হোম করিবেক, এইরূপ অর্থ বীকৃত হয় । বাক্যশেষ বাক্যাদ । উক্ত উভয় বাক্য এক করিয়া
 একার্থে বোঝা করা হয় ।

পরিগ্রহভূতয়োরগ্রহীণয়োঃ স্কৃততদ্বৃকৃতয়োঃ পরৈরুপায়নং
সম্ভবতি । যদ্বগীদং পরকীয়য়োঃ স্কৃততদ্বৃকৃতয়োঃ পরৈরুপায়নং
নাঞ্চসং সম্ভাব্যতে, তথাপি তৎসঙ্কীৰ্ত্তনাৎ, তাবৎ তদানুগুণেন
হানমেব বিধূননং নামেতি নির্ণেতুং শক্যতে । কচিদপি চেদং
বিধূননসম্মিধাবুপায়নং ক্ষয়মাণং কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্ব্যপগানবদ্বিধূনন-
শ্রুত্যা সৰ্ব্বত্রোপ্যপেক্ষ্যমাণং সার্বত্রিকং নির্ণয়কারণং সম্পাদ্যতে ।

রস্তু । তেনাষ্টদোষদৃষ্টোহপি বিকল্প আত্মীয়তে—পক্ষেহপি প্রামাণ্যাত্মভূৎ
প্রমত্তগীততেতি । ইহ তু পর্য্যাদাসেনাপ্যপপত্তৌ সম্ভবন্ত্যামন্তায়া-বিকল্পাশ্রয়-
ণমযুক্তম্ । এবং হি তদা নঞঃ সম্বন্ধোহনুযাজেষু যজ্ঞতিষ্মনুযাজবর্জিতেষু
যেষজামহঃ কর্তব্য ইতি । কিমতো যন্তেবমেতদতো ভবতি । নানুযাজেধি-
তোতদ্বাক্যমপরিপূর্ণং সাক্ষাৎ পূর্ব্ববাক্যকদেশেন সম্ভবন্ততে, যদেতদ্যে-
যজামহং করোতীতি এতন্নানুযাজেষু যাবদ্বৃকৃত্যাদনুযাজবর্জিতেষু তাব-
দ্বৃকৃত্যং ভবতি নানুযাজেধিতি । তথা চ যজ্ঞতিবিশেষণার্থবাদনুযাজবিধিরেবায়-
মিতি প্রতিষেধাভাবায় বিকল্পঃ । ন চাভিযুক্ততরপাণিনিবিরোধে কাত্যায়নশ্চ
সম্বাদিত্বং নিত্যসমাসবাদিনঃ সম্ভবতি । এস হি বিভাবাধিকারে সমাসং শাস্তি ।
তস্মাদনুযাজবর্জিতেষু যেষজামহবিধানমিতি সিদ্ধম্ ।

বর্ণকাস্তরমাহ—“অথ বৈতানু” ইতি । যথা হি স্কৃততদ্বৃকৃতয়োরমূর্ত্তয়োঃ
কম্পনং নাঞ্চসং, মূর্ত্ত্যুহবিধানিহাং কম্পনশ্চ, তথাহুদীয়য়োরন্তত্র সঞ্চারোহপ্যা-
নুপপন্নোহমূর্ত্তবাদেব । তস্মাদনুযাজ বিধূননমাত্রং শ্রুতং তত্র কম্পনেব বরং স্বকার্য্য-
রম্ভাচ্চালনমাত্রমেব লক্ষ্যতাং, ন তু তত্রোপগত্যাহুতত্র সঞ্চারঃ কল্পনাগোরবপ্রসঙ্গাৎ ।
তস্মাৎ স্বকার্য্যারম্ভাচ্চালনং বিধূননমিতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে । যত্র তাবদুপায়ন-
শ্রুতিস্তত্রাবশ্যং ত্যাগো বিধূননং বক্তব্যম্ । কচিদপি চেদ্বিধূননং ত্যাগে
বর্ত্ততে, তথা সত্যাহুতত্রাপি তত্রৈব বর্ত্তিতুমর্হতি । এবং হি ন বর্ত্ততে, যদি
বিধূননমিহ মুখ্যং লভ্যেত । ন চৈতদস্তু । তত্রাপি স্বকার্য্যাচ্চালনশ্চ লক্ষ্য-

সুতরাং উপায়নসাপেক্ষ । সেই জন্ত বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়,
হানিতে উপায়নের অল্পবর্ত্তন আছে । [যদ্বগীদং...শক্যতে] যদিও মুখ্য-
রূপে একের পুণ্যপাপ অস্ত্রের গ্রহণ করা সুসম্ভব নহে ; তথাপি, “উপয়ত্তি” শব্দের
উল্লেখ থাকায় অল্পরূপ হানিই-বিধূনন শব্দের অভিধেয়, ইহা অবধারণ করিতে
পার । [কচিদপি...ব্যাখ্যাতম্] কোন কোন স্থলে বিধূনন-সম্মিধানে উপায়নের
প্রয়োগ শুনা যায়, সুতরাং সেই শ্রবণ কুশ, আচ্ছন্দ, স্তুতি ও উপগানের দৃষ্টান্তে
সর্ব্বত্রই নিশ্চয়কারণ বলিয়া গণ্য করা যায় । কেননা, তাহা সর্ব্বত্রই বিধূনন-শব্দ-
সাপেক্ষ । অর্থাৎ মুখ্য বিধূনন নহে । পুণ্যপাপের বিধূনন অর্থাৎ চালনা ধ্বজাগ্র-
চালনার স্থায় মুখ্য নহে । তাহা সম্ভবও হয় না । কেননা, তাহা অদ্রব্য—দ্রব্য-
পদার্থ (দ্রব্য = মূর্ত্তিমৎ) নহে । অথ রোম বিধূনিত করে কি ?-না রজোযুক্ত

ন চ চালনং ধ্বজাঐবং স্কৃততদুচ্চতয়োমুখ্যং সম্ভবতি, অদ্রব্য-
ত্বাৎ। অশ্বশ্চ রোমাণি বিধূনানঃ ত্যজন্ রজঃ সইহেতেন রোমা-
ণ্যপি জীর্ণানি শাতয়তি। “অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্”
ইতি চ ব্রাহ্মণম্। অনেকার্থব্রাহ্ম্যপগম্যাস ধাতুনাং ন স্মরণ-
বিরোধঃ। “তদুচ্চতম্” ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩। ৩। ২৬ ॥

সাম্পরায়ে তত্ত্বব্যাবাহিকতা হন্তে ॥৩৩২৭॥*

দেবযানেন পথা পর্য্যঙ্কস্থং ব্রহ্মাভিপ্রস্থিতস্ত ব্যধ্বনি স্কৃত-
তদুচ্চতবিরোগং কৌষীতকিনঃ পর্য্যঙ্কবিদ্যায়ামামনন্তি। “স এতং

মাণত্বাৎ। ন চ প্রামাণিকং কল্পনাগোরবং লৌহগন্ধিতামাচরতি, অপিচানেকার্থ-
ব্রাহ্ম্যত্বনাং ত্যাগেহপি বিধূয়েতি মুখ্যমেব ভবিষ্যতি। প্রাচুর্য্যেণ ত্যাগে-
হপি লোকে প্রেরণাদর্শনাৎ। বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ। গণকারণ চোপ-
লক্ষণত্বেনাপার্থনির্দেশস্ত তত্র দর্শনাৎ। তস্মাদ্ভানার্থ এবাত্রেতি যুক্তম্ ॥ ৩৩২৬ ॥

নহু পাঠক্রমাদর্শপথে স্কৃততদুচ্চতত্ত্বরণে প্রতীয়েতে। বিজ্ঞাসামর্থ্য্যচ্চ
প্রাগেবাবগম্যোতে। তথা শাট্যায়নিনাং তাত্ত্বিনাঞ্চ শ্রুতেঃ। শ্রুত্যাণৌ চ
পাঠক্রমাদলীয়াংসৌ, অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগুং পচতি ইত্যত্র যথা। তস্মাৎ
পূর্ব্বপক্ষাবাদানারভ্যমেতৎ অত্রোচ্যতে। নৈতৎ পাঠক্রমাত্রম্, অপি তু শ্রুতি-

জীর্ণ রোম পরিত্যাগ করে? (সুতরাং অশ্বরোমেব বিধূননও মুখ্য বিধূনন নহে)।
এ কথা ব্রাহ্মণবাক্যেও আছে। যথা—“যেমন অশ্ব জীর্ণ রোম বিধূত (পরিত্যাগ)
করিয়া নির্মল হয়, তেমনি, জ্ঞানীও পাপ বিধূত (পরিত্যাগ) কবির্য্য নির্মল
হন।” অথবা ধাতু সকলের অর্থ অনেকবিধ। সে অনুসারেও ঐ অর্থ ব্যাকরণ-
বিরুদ্ধ নহে; ইহাই স্বত্বস্থ “তদুচ্চতম্” শব্দের ব্যাখ্যা ॥ ৩। ৩। ২৬ ॥

কৌষীতকি-শাখাধ্যায়ীরা পর্য্যঙ্কবিজ্ঞা পাঠ করেন। তদ্বৎ—জ্ঞানী দেব-
যানপথে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের অভিমুখে প্রস্থিত হইলে অর্দ্ধপথে তাঁব স্কৃতত
তদুচ্চত (পুণ্য-পাপ) বিরাম প্রাপ্ত হয়। কৌষীতকিশ্রুতি—“সেই জ্ঞানী অর্থাৎ

* সাম্পরায়ে দেহত্যাগকালে অথবা মরণাৎ প্রাক্ স্কৃততদুচ্চতয়োহীনভবতীতি শেষঃ। অত্র
হেতুঃ—তত্ত্বব্যাবাহিকতা। নস্মরেন্তস্য কক্ষিৎ কালঃ কল্পসম্ভবে ফলভাবাৎ দেবযানপ্রবেশা-
যোগাচ্চানাবাব কল্প ইতি হেতুপদানামর্থঃ। অন্তে শাখিনঃ শাট্যায়নিনঃ তথা আহরিতি
যোজনীয়ম্।

অশ্ব যেমন মলিন পুরাতন রোম ত্যাগ করিয়া নির্মল হয়, তেমনি, দেহত্যাগের পূর্বে জ্ঞানীর
পুণ্যপাপ ক্ষয় হয়। ইহা শাট্যায়ন শাখার কথা। আবার কৌষীতকি শাখায় শ্রুতি বলিয়াছেন,
স্বর্গ পথে স্কৃতত তদুচ্চত বিধূনিত হয়। এই বিবিধ বাক্য দুই সংশয় হয়, কোন্ শ্রুতি বলবতী।
তাহার সিদ্ধান্ত—যথো তত্ত্বব্য অর্থাৎ যথো পাপপুণ্যের প্রাপ্তব্য ফল না থাকায় দেহপাত সময়েই
জ্ঞানীর পুণ্যপাপ বিধূনিত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ কথা শাখান্তরেও স্পষ্টতঃ কথিত
হইয়াছে।

দেবযানং পশ্চানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি” ইতু্যপক্রম্য “স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসৈবাত্যোতি, তৎ স্কৃততুষ্কতে বিধুতুতে” ইতি । তৎ কিং যথাক্রমং ব্যাধবন্তোব বিয়োগবচনং প্রতিপত্তব্যম্ ? আহোস্তিদাদাবেব দেহাদপসর্পণে ? ইতি বিচার-
ণায়াং ক্রতিপ্রামাণ্যাৎ যথাক্রমপ্রতিপত্তিপ্রসক্তৌ পঠতি—
“সাম্পরায়ে” ইতি । সাম্পরায়ে গমন এব দেহাদপসর্পণ ইদং
বিদ্যাসামর্থ্যাৎ স্কৃততুষ্কতহানং ভবতীতি প্রতিজানীতে । হেতু-
মাচক্ষে—তর্ভব্যাবাদিতি ।

স্বং স্কৃততুষ্কতে বিধুতুত ইতি । তদিতি হি সর্বনাম তস্মাদর্থো সন্নিহিত-
পরামর্শকং, তত্ত্ব হেতুভাবমাহ—সন্নিহিতঞ্চ যদনন্তরং ক্রমতঃ । তচ্চার্দ্ধপথ-
বর্ত্তিবিরজানদীমনোহতিগমনমিত্যর্দ্ধপথ এব স্কৃততুষ্কতত্যাগঃ । ন চ ক্রত্যা-
ন্তরবিরোধঃ । অর্দ্ধপথেহপি পাপবিধুনেন ব্রহ্মলোকসম্ভবাৎ প্রাকালতোপ-
পত্তেঃ । এবং শাট্যায়নিনামপ্যবিরোধঃ । ন হি তত্র জীবব্রিতি বা জীবত ইতি
বা ক্রমতঃ । তথা চার্দ্ধপথ এব স্কৃততুষ্কতবিয়োগকঃ । এবঞ্চ ন পর্য্যকবিজাত-
তৎপ্রক্ষয় ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ । ব্রাহ্মস্বত্ত্ব বিদ্যাসামর্থ্যবিধুতকল্পমন্ত জ্ঞানবত উত্ত-
রণে পথা গচ্ছতো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ । ন চ প্রক্ষীণকল্পমন্তোত্তরমার্গগমনং সম্ভবতি ।
যথা যবাগৃপাকাং প্রাক্ নাগ্নিহোত্রম্ । যমনিয়মাগ্নুষ্ঠানসহিতায়া বিদ্যায়া
উত্তবেণ মার্গেণ পর্য্যকহুব্রহ্মপ্রাপ্ত্যপায়ত্বশ্রবণাৎ । অপ্রক্ষীণপাপানচ তদনুপ-
পত্তেঃ । বিদ্যেব তাদৃশী কল্পমন্তঃ ক্ষপয়তি । ক্ষপিতকল্পমন্তোত্তরমার্গং প্রাপয়তীতি
কথমর্দ্ধপথে কল্পমক্ষয়ঃ । তস্মাৎ পাঠক্রমবোধেনার্থক্রমোহনুসর্ব্বব্যঃ ।

নিগুণোপাসক দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে।” এই-
রূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া বলিয়াছেন “অনন্তর সে বিরজা নদীতে আইসে—
তাহা সে মনের দ্বাবাই অতিক্রম করে এবং তৎপরে সে পুণ্যপাপ
বিধুত (ত্যাগ) করে।” এই স্থানে বিচার্য্য—জ্ঞানী কি এতৎক্রতি অনুসারে
সেই অর্দ্ধপথে পাপপুণ্যশূন্য হয় ? কিংবা: দেহত্যাগকালে স্কৃত-তুষ্কত-পরি-
হীন হয় । ক্রতিপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে গেলে উক্ত ক্রত্যানুসারে ইহাই
পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধপথে পুণ্যপাপ পরিত্যক্ত বা পাপক্ষয় প্রাপ্ত হয় । আচার্য্য
বাস এই সংশয়ের সিদ্ধান্তার্থ ২৭ শ্লোক বলিয়াছেন । [সাম্পরায়ে...মহতি]
জ্ঞানী যখন দেহ হইতে অবশ্যপ্ত হয়, দেহ পরিত্যাগ করে, তখনই
জ্ঞানেব শক্তিতে তাহার স্কৃত তুষ্কত প্রক্ষয় হইয়া থাকে । এই প্রতিজ্ঞার
সাধক হেতু ‘তর্ভব্যাবাব’ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির অভাব । বিদ্বান্ যখন বিজ্ঞাব
দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবার জ্ঞান প্রস্তুত হয়, ষাট্ কৌশিক দেহ পরিত্যাগ
করে, অর্থাৎ বিদেহ হয়, তখন হইতে—ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত—মধ্যে যে
যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণ অবস্থিত, সে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণে স্কৃত-তুষ্কত থাকার কোনও
রূপ কার্য্য বা ফল থাকি: ক্রম ও অহুমিত হয় না ।

ন হি বিদুষঃ সম্পরিতস্ত বিদ্যা ব্রহ্ম প্রেপ্সতোহস্তরালে
 স্কৃতদুষ্কৃতাভ্যাং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তব্রহ্মস্তু, যদর্থং কতিচিৎ কণান-
 ক্ষীণে তে কল্লোয়াম্ । ‘বিদ্যাবিরুদ্ধফলত্বাৎ বিদ্যাসামর্থ্যেন
 তয়োঃ ক্ষয়ঃ । স চ যদৈব বিদ্যাফলাভিমুখী, তদৈব ভবিতু-
 মর্থিতি । তস্মাৎ প্রাগেব সন্নয়ং স্কৃতদুষ্কৃতক্ষয়ঃ পশ্চাৎ পঠ্যতে ।
 তথা হ্যন্যেহপি শাখিনস্তাণ্ডিনঃ শাট্যায়নিনশ্চ প্রাগবদ্ব্যামেব
 স্কৃতদুষ্কৃতহানমামনস্তি “অথ ইব রোমাণি বিদুষ্য পাপম্” ইতি
 “তস্তা পুত্রা দায়মুপযন্তি, স্নহদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্”
 ইতি চ ॥ ৩।৩।২৭ ॥

নহু ন পাঠক্রমমাত্রমত্র তদ্বিত সৰ্ব্বনামশ্রুত্যা সন্নিহিতপরামর্শাদিত্যুক্তম্ ।
 তদগুক্তং, বুদ্ধিসম্মিধানমাত্রমত্রোপযুক্ত্যতে নাত্মং । তচ্চানন্তরশ্চেব বিদ্যাশ্রবণ-
 বিদ্যায়া অপীতি সমানা শ্রুতিকৃত্যপীতি অর্থপাঠো পরিশিষ্টোতে । তত্র
 চার্হো বলীয়ানিতি । ন চ তাণ্ড্যাদিশ্রুত্যাবিবোধঃ পূর্বপক্ষে । অথ ইব
 রোমাণি বিদুষ্যেতি হি স্বতন্ত্রস্ত পুরুষস্ত ব্যাপারং ক্রতে, ন চ পরে তস্তান্তি
 স্বাতন্ত্র্যম্ । তস্মাৎদ্বিরোধঃ ॥ ৩।৩।২৭ ॥

স্কৃত-দুষ্কৃতের দ্বারা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ পুণ্যাপুণ্যের ফলভোগ যদি তৎকালে
 না-ই থাকিল, তবে আর কিসের জন্ত তৎকালে স্কৃত-দুষ্কৃতের অস্তিত্ব স্বীকার
 বা কল্পনা করিবে ? বিশেষতঃ স্কৃত-দুষ্কৃত উভয়ই বিদ্যাবিরোধী, সুতরাং বিদ্যার
 সামর্থ্যে উভয়েরই ক্ষয় হওয়া স্বীকার্য্য । বিদ্যা ফলোন্মুখী হইবামাত্রই
 তদুভয়ের ক্ষয় হওয়া যুক্তিসিদ্ধ । [তস্মাৎ...ইতি চ] শ্রুতিতে যে, অর্দ্ধপথে
 তদুভয়ের ক্ষয় হওয়া পৃথিত হইয়াছে, প্রদর্শিত যুক্তি অবলম্বনে বুঝিতে
 হইবে যে, তাহা ঔপচারিক । পূর্বেই স্কৃত-দুষ্কৃত ক্ষয় হইয়াছিল, শ্রুতি
 তাহা নদী উত্তরণান্তর বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন মাত্র । তাণ্ডী ও শাট্যা-
 যনী এই দুই শাখা নদী সমুদ্রগের পূর্বে স্কৃত-দুষ্কৃত ক্ষয় হওয়ার কথা
 বলিয়াছেন । যথা—“অথ যেমন রোম বিদুষ্য করিয়া নির্মল হয়, সেই
 রূপ, এই জ্ঞানীও পাপ বিধুনন করিয়া—” “তাহার পুত্রেরা তাহার দায়
 (ধনাদি), স্নহদেরা তাহার সংকার্য্য (পুণ্য) এবং শত্রুগণ তাহার
 পাপ উপলাভ অর্থাৎ গ্রহণ করে ।” (এই দুই শ্রুতিতে দেহত্যাগের সঙ্গে পুণ্য-
 পাপের ত্যাগ স্পষ্টতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে ।) ॥ ৩।৩।২৭ ॥

ছন্দত উভয়াবিরোধো ॥ ৩। ৩। ২৮ ॥*

যদি চ দেহাদপমৃশ্তস্য দৈবযানেন পথা প্রস্থিতশ্রাদ্ধপথে
স্কৃততদ্বৃক্ষতক্ষয়োহভ্যুপগম্যেত, ততঃ পতিতে দেহে যমনিয়ম-
বিদ্যাভ্যাসাত্মকস্য স্কৃততদ্বৃক্ষতক্ষয়হেতোঃ পুরুষপ্রযত্নশ্চেচ্ছা-
তোহনুষ্ঠানানুপপত্তেরনুপত্তিরেব তদ্বৈতুকস্য স্কৃততদ্বৃক্ষতক্ষয়স্য
শ্রাৎ।

তস্মাৎ পূর্বমেব সাধকাবস্থায়ং ছন্দতোহনুষ্ঠানং তস্য শ্রাৎ।
তৎপূর্বকঞ্চ স্কৃততদ্বৃক্ষতহানমিতি দ্রষ্টব্যম্। এবং নিমিত্ত-

কেভাশ্চিৎ পদেভ্য ইদং সূত্রম্। নমু যথা পরেতশ্রোত্তরেণ পথা ব্রহ্ম-
প্রাপ্তিৰ্ভবতীতি বিদ্যাফলম, এবং তত্শ্রবাদ্ধপথে স্কৃততদ্বৃক্ষতহানিরপি ভবিষ্য-
তীতি শঙ্ক্যপদানি। তেভ্য উত্তরমিদং সূত্রম্। তদ্ব্যাচষ্টে—“যদি চ দেহাদপ-
মৃশ্তস্য” ইতি। বিদ্যাফলমপি ব্রহ্মপ্রাপ্তির্নাপবেতস্য ভবিতুমর্হতি শঙ্ক্যপদেভ্যঃ।
যথাহঃ—নাজনিত্বা তত্র গচ্ছন্তীতি। স্কৃততদ্বৃক্ষতক্ষয়স্য, সত্যপি নরশরীরে
সম্ভবতীতি সমর্থস্য হেতোর্মনিয়মাদিসহিতায়া বিদ্যমানায়াঃ কার্যাক্সয়াযোগাদ্যুক্তো
জীবত এব স্কৃততদ্বৃক্ষতক্ষয় ইতি সিদ্ধম্।

ছন্দতঃ স্বচ্ছন্দতঃ স্বেচ্ছযেতি। স্বেচ্ছ্যানুষ্ঠানং যমনিয়মাদিসহিতায়া
বিদ্যায়ান্তস্য জীবতঃ পুরুষস্য শ্রাৎ মৃতশ্রাহতৎপূর্বকঞ্চ স্কৃততদ্বৃক্ষতহানং শ্রাজ্জীবত
এব, সমর্থস্য ক্ষেপারোগাৎ। এবং কারণানন্তবৎ কার্যোৎপাদে সতি নিমিত্তনৈমিত্ত-
কয়োক্তভাবশ্রোপপত্তিস্তাণ্ডিয়ায়নিশ্চয়োৎ সঙ্গতিঃ, ইতরথা স্বাতন্ত্র্যভাবেনা-
সঙ্গতিরুক্তা শ্রাৎ। তদনেনোভয়াবিরোধো ব্যাখ্যাতঃ। যে তু পরস্য বিদ্বঃ স্কৃতত-

তাক্রুদেহ ও দেবযান পথে প্রস্থিত জ্ঞানীব যদি অর্দ্ধপথে পুণ্যপাপ ক্ষয়
হওয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে দেহপাতের পর, সে ইচ্ছাপূর্বক যমনিয়মাদি-
বিদ্যাভ্যাসাত্মক পুণ্যপাপ-ক্ষয়ের কারণ উপার্জন করিতে না পারায় বিদ্যার ও
বিদ্যাফল পুণ্যপাপক্ষয়ের কার্য-কারণভাব সংরক্ষিত হইবে না।

কিন্তু দেহপাতের পূর্বে সাধকাবস্থায় যেমন ইচ্ছা, তেমন বিদ্যানুষ্ঠান করে ও

* মৃতস্য যথাকাম* বিদ্যানুষ্ঠানানুপপত্তেক্তবোর্কিছাক্ষরক্ষয়গোহেতুফলভাবো বির-
খ্যাতঃ। অপিচ, তব মতে সতি হেতো ন কার্যাবিলম্ব ইতি স্মারবৃহিতভাণ্ড্যাদিশ্রুতিবিরোধ
এব শ্রাৎ। অস্বংপক্ষে অবিরোধ এব শ্রাদ্ধিতি সূত্রভাৎপর্যম্। ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ।

বানীর পক্ষ উভয়রূপে বিবদ্ধ। পরন্তু অস্বংপক্ষ উভয় প্রকাবেই অবিরুদ্ধ। অভিপ্রায় এই
যে, দেহপাতের পর অভিলাষানুরূপ বিদ্যার্জন করার অধিকার থাকে না। তাহা না
থাকায় পুণ্যপাপক্ষয়রূপ কার্যের সহিত বিদ্যারূপ কারণের সম্বন্ধভাব ঘটনা হয়। বাহ্য
কারণ—তাহাকে কার্যের অব্যবহিত পূর্বরূপে থাকিতে হইবেই হইবে; স্বতরাং বিলম্ব-
বানীর মতে কারণতের ব্যাঘাত। অথবা উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলে কার্যোৎপত্তির
অবিলম্বই স্ভাব্যোপেত, বিলম্ব হওয়া স্মারবাহক।

নৈমিত্তিকয়োরূপপত্তিস্তাণ্ডিশাট্যায়নিশ্চিত্যোশ্চ সঙ্গতিরিতি ॥

৩।৩।২৮ ॥

গতেরর্থবস্তুমুভয়থাগ্রথা হি বিরোধঃ ॥ ৩।৩।২৯ ॥*

কচিৎ পুণ্যপাপহানসম্মিধৌ দেবযানঃ পস্থাঃ শ্রয়তে, কচিৎ
ন। তত্র সংশয়ঃ—কিং হানাবিশেষেণৈব দেবযানঃ পস্থাঃ
সম্মিপতেৎ ? উত বিভাগেন—কচিৎ সম্মিপতেৎ কচিন্ন ?

হক্কতে কথং পরত্র সংক্রামেতে ইতি শঙ্কোত্তরতয়া সূত্রং ব্যাচখ্যুঃ। ছন্দতঃ
সঙ্কলত ইতি শ্রুতিশ্রুত্যোরবিরোধাদেবং ত্বত্রেতি। ন ত্বত্রাগমগম্যোহর্থো স্বাতন্ত্র্যোপ
যুক্তিনিবেশনীয়ৈতি। তেষামধিকরণশরীরানুপ্রবেশে সম্ভবত্বার্থান্তরোপবর্ণনম-
সঙ্গতমেবেতি ॥ ৩।৩।২৮ ॥

যথা হানিসম্মিধাবুপায়নমাত্র শ্রুতিমিতি যত্রাপি কেবলা হানিঃ শ্রয়তে,
তত্রাপ্যুপায়নমুপস্থাপয়তি, এবং তৎসম্মিধাবেব দেবযানঃ পস্থাঃ শ্রুত ইতি, যত্রাপি
স্বকৃতদুষ্কৃতহানিঃ কেবলা শ্রুতা, তত্রাপি দেবযানং পস্থানমুপস্থাপয়িতুমর্হতি।
ন চ “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যনেন বিরোধঃ। দেবযানেন পথা ব্রহ্ম-
করিতে সমর্থ; তৎপূর্বক (বিদ্যাকারীগক) পুণ্যপাপের হানি অর্থাৎ প্রাক্কর,
ইহাই দ্রষ্টব্য অর্থাৎ স্বীকার্য্য হয়। ঐরূপ হইলেই তাণ্ডিশাখাঃ শ্রুতির ও
শাট্যায়ন-শাখাঃ শ্রুতির সঙ্গতি হয় এবং বিভাগ ও বিভাগফল পুণ্যপাপক্ষয়ের
নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবও সংরক্ষিত হয়।

কোন কোন শ্রুতিতে পাপপুণ্য বিনাশের সম্মিধানে দেবযান পথের শ্রবণ
আছে এবং কোন শ্রুতিতে তাহা নাই। (মরশের পর জ্ঞানীর পুণ্যপাপের
বিনাশ ও দেবযান পথে গমন হয়, কিন্তু কোন কোন শ্রুতিতে কেবল পাপপুণ্য
বিনাশের উল্লেখ আছে, দেবযানপথের উল্লেখ নাই)। তাহাতে সংশয় হয়,
সর্বত্রই কি পুণ্যপাপ বিনাশের সঙ্গে অবিশেষে দেবযান-গতি অন্বিত হইবে?
কি ঐ দেবযানগতি বিভাগক্রমে উপস্থিত (লাভ) হইবে? অর্থাৎ কোন কোন
জ্ঞানীর দেবযানে গতি ও কোন কোন জ্ঞানীর অন্ত্র পথে গতি, এইরূপ ব্যবস্থা
হইবে? পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বত্র সমানকপে দেবযান গতি লভ্য হইতে
পারে। (পূর্বের সিদ্ধান্ত এই যে, পাপপুণ্য হানির সঙ্গে অবিশেষে অর্থাৎ সর্বত্র

* উভয়থা অবিভাগেন গতৈর্দেবযানস্ত পথোহর্ধ্ববৎ সাকল্যং ভবিতুমর্হতি। হি যতঃ।
অন্তথা বিভাগেন বিরোধ এব ত্রাৎ।—

পাপপুণ্য প্রাক্করের নিকটে কোন কোন শ্রুতিতে দেবযান পথের শ্রবণ আছে, কোন
কোন শ্রুতিতে তাহার শ্রবণ নাই। তাহাতে সংশয়। হয়, অবিশেষে কি দেবযান
পথ লাভ হইবে? কি বিভাগক্রমে (কোন কোন উপাসনার ফলে দেবযান পথ এবং
কোন কোন বিভাগ ফল অন্ত্র পথ) লভ্য হইবে? সংশয়ের-সিদ্ধান্ত পক্ষ এই যে, উভয়ত্রই
অর্থাৎ অবিশেষে দেবযান শ্রুতির সার্থক্য লাভ হইবে। ইহার বিরুদ্ধপক্ষে বিরোধ আছে।

ইতি । যথা তাবদ্ধানাবিশেষেণৈবোপায়নানুবৃত্তিরুক্তা, এবং দেবযানানুবৃত্তিরপি ভবিতুমহতীত্যস্তাং প্রাপ্তবাচক্ষ্মহে—

গতেদেবযানস্ত পথোহর্থবদ্ধং 'উভয়থা বিভাগেন ভবিতু-
মহতি । কচিদর্থবতী গতিঃ, কচিন্নেতি, নাবিশেষেণ । অন্যথা
হবিশেষেণৈবৈতস্তাং গতাবঙ্গীক্রিয়মাণায়াং বিরোধঃ স্যাৎ ।
“পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যস্তাং শ্রুতৌ
দেশান্তরপ্রাপণী গতির্বিরুদ্ধেত্যত । কথং হি নিরঞ্জনোহগস্তা
দেশান্তরং গচ্ছেৎ, গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যং ন দেশান্তরপ্রাপ্ত্যন্ত-
মিত্যানর্থক্যমেবাত্র গতেশ্চাস্ত্যমহে ॥ ৩ । ৩ । ২৯ ॥

লোকপ্রাপ্তৌ নিরঞ্জনস্ত পরমসাম্যোপপত্তেঃ । তস্মাদ্ভানিগাজে দেবযানঃ পন্থাঃ
সম্বধ্যত ইতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি হি বিদ্বষো বিধৃত-
পুণ্যপাপস্ত বিদ্যায়া ক্ষেমপ্রাপ্তিমাহ । ভ্রমনিবন্ধনোহক্ষেমো যথায়্যজ্ঞানলক্ষণয়া
বিদ্যায়া বিনিবর্তনীয়ঃ । নাসৌ দেশবিশেষনপেক্ষতে । ন হি জাতু রজ্জৌ সর্পভ্রম-
নিবৃত্তয়ে সমুৎপন্নং রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানং দেশবিশেষমাপেক্ষতে । বিদ্বোৎপাদনৈশ্চ
স্ববিরোধ্যবিদ্যানিবৃত্তিরূপত্বাৎ । ন চ বিদ্বোৎপাদায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরপেক্ষণীয়া ।
যমনিয়মাদিবিধুদ্ধসম্বৃত্তেহৈব শ্রবণাদিভির্বিদ্বোৎপাদাৎ । যদি চরমারক্ষকার্থ্য-
কর্মক্ষপণায় শরীরপাতাবধ্যপেক্ষেতি ন দেবযানেনাস্তীহ যথার্থ ইতি শ্রুতিদৃষ্টবিরো-
ধাৎ নাপেক্ষিতব্য ইতি । অস্তি তু পর্য্যাক্ষবিদ্যায়াং তস্যার্থ ইত্যুক্তং, দ্বিতীয়েন
স্বত্রেণেতি । যে তু যদি পুণ্যমপি নিবর্ততে, কিমর্থী তর্হি গতিরিত্যাশঙ্ক্য
সূত্রমবতারয়ন্তি ।—গতেরর্থবদ্ধমুভয়থা দুষ্কৃতনিবৃত্ত্যা স্কৃতনিবৃত্ত্যা চ । যদি পুনঃ
পুণ্যমভবর্তেত, ব্রহ্মলোকগতত্যাগীহ পুণ্যফলোপভোগ্যায়ুত্তিঃ স্যাৎ । তথা চৈতেন
প্রতিপত্তনানা ইত্যনাবৃত্তিশ্রুতিবিরোধঃ । তস্মাদ্ভুক্ততশ্চৈব স্কৃততস্তাপি প্রকল্প
ইতি তৈঃ পুনরনাশঙ্কনীয়মেবাশঙ্কিতম্ । বিভাঙ্কিপ্তায়াং হি গতৌ কেয়মাশঙ্কা,
যদি ক্ষীণস্কৃতঃ, কিমর্থময়ং যাতীতি । ন হেবা স্কৃততনিবন্ধনা গতিরপি তু
বিদ্যানিবন্ধনা । তস্মাদ্ভুক্তোক্তমেবোপবর্ণনং সার্থীতি ॥ ৩ । ৩ । ২৯ ॥

উপায়নব অভ্যবর্তন স্বীকৃত হয় । তদৃষ্টান্তে অবিশেষে অর্থাৎ সর্বত্র বা সমুদায়
উপাসকের দেবযান-পথ লব্ধ হইতে পারে) । এইরূপ পূর্ব পক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত
বলা হইতেছে ।

বিভাগ ক্রমেই দেবযান পথ প্রাপ্তব্য, অবিভাগে নহে । অবিশেষে গতি
অঙ্গীকার করিতে গেলে বিরোধ উপস্থিত হইবে । দেবযানগতি “জ্ঞানী পুণ্য-
পাপ বিধৃত করিয়া নিরঞ্জন ও পরম সাম্য (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন” এতৎ শ্রুতির
বিরুদ্ধ । যে নিরঞ্জন অগস্তা—সে কি প্রকারে কোন্ দেশান্তরে গমন করিবে ?
তাহার গন্তব্য পরম সাম্য (ব্রহ্ম), তাহা দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন নহে । অতএব,
পরমসাম্যপ্রাপ্তিস্থলে গতিশ্রুতির আনর্থক্যই বিবেচিত হয় ॥ ৩ । ৩ । ২৯ ॥

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধৌলোকবৎ ॥৩৩৩০॥*

উপপন্নশ্চায়মুভয়থাভাবঃ—কচিদর্থবতী গতিঃ কচিন্নেতি, তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ । গতেঃ কারণভূতো হর্থঃ পর্য্যঙ্কবিদ্যা-দিসু সঙ্গণেশূপাসনেষুপলভ্যতে । তত্র হি পর্য্যঙ্কারোহণং, পর্য্যঙ্কস্থেন ব্রহ্মণা সহ সম্বদনং, বিশিষ্টগন্ধাদিপ্রাপ্তিশ্চেত্যেব-মাদি বহু দেশান্তরপ্রাপ্ত্যয়ন্তং ফলং শ্রুয়তে । তত্রার্থবতী গতিঃ, ন তু সম্যগদর্শনে তল্লক্ষণার্থোপলব্ধিরস্তি । ন হ্যষ্টৈক-ত্বদর্শিনামাপ্তকামানামিহৈব দন্ধাশেষক্লেশবীজানামারব্ধভোগ-কর্মা-শয়ক্ষপণব্যতিরেকেণাপেক্ষিতব্যং কিঞ্চিদস্তি । তত্রানর্থিকা গতিঃ । লোকবচ্চেষ বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ । যথা লোকে গ্রাম-

[রত্নপ্রভা । নহু তর্হি সঙ্গণবিদ্যায়ামপি মার্গো ব্যর্থ ইত্যত আহ—উপপন্ন ইতি । সা গতিলক্ষণং কারণং যন্তার্থস্ত স তল্লক্ষণার্থঃ । ইতি রত্নপ্রভা ॥৩৩৩০॥]

ঐ উভয়থাভাব অর্থাৎ স্থলবিশেষে গতিশ্রুতির সার্থক্য ও স্থলবিশেষে নৈবর্থক্য, ইহা অযুক্ত নহে; প্রত্যুত যুক্তিসিদ্ধ । কেন-না, পর্য্যঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি সঙ্গণবিদ্যা স্থলে গতির কারণীভূত অর্থ উপলব্ধ হয় । পর্য্যঙ্কবিদ্যায় গতিব (প্রাপ্তির) কারণীভূত বহু অর্থ আছে । পর্য্যঙ্কারোহণ, পর্য্যঙ্কস্ত ব্রহ্মেব সহিত কথোপকথন, বিশিষ্ট গন্ধাদি প্রাপ্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন বহু প্রকার ফল শ্রুত আছে ; সুতরাং সঙ্গণোপাসকের সম্বন্ধেই গতি-শ্রুতির সার্থক্য ; কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে তাহার নৈবর্থক্য । [ন...দয়িষ্যামঃ] যাহার জ্ঞানে আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই, যে আপ্তকাম, এতৎশরীরে যাহার সমুদায় ক্লেশবীজ দন্ধ হইয়াছে, সে কেবল প্রারব্ধ কর্মের (যে কর্ম ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ শরীর জন্মাইয়াছে, সেই কর্মের) ক্ষয় প্রতীক্ষা করিতে থাকে । ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হইলেই তাহার কৃতার্থ হয় । তাহাদের সম্বন্ধে গতিশ্রুতির সার্থক্য কি ? (তাহাদের ত স্থানান্তর গমন নাই ।) এ বিভাগে

* সা গতিলক্ষণং কারণং যন্তার্থস্ত স তল্লক্ষণার্থস্যোপলব্ধিস্থাং গতিশ্রুতেক্লেশব-
ভাবে উপপন্নো যুক্তঃ । লোকবৎ লোক ইব । যত্র দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপা গতিরপেক্ষতে, তত্র
তন্তাঃ সার্থক্যং, যত্র তদ্বিপর্ক্যমন্তর গতিকারণাভাবাৎ নৈবর্থক্যমিত্যদোষঃ । সঙ্গণোপসনারাং
গতেঃ কারণভূতোহর্থ উপলভ্যতে, ন নিগূর্ণবিদ্যায় ; সুতরাং গতিশ্রুতেক্লেশবথাভাব এব তৎ-
সমিতি নৃত্রতাৎপর্যম্ ।

উপাসকের দেবদান পথে গতি হয়, এই যে শ্রুতি আছে, এ শ্রুতির অর্থ সঙ্গণ উপাসনাকেই
স্পর্শ করিতেছে, নিগূর্ণ উপাসনা স্পর্শ করিতেছে না । একই শ্রুতির ঐক্যপদে বিধা লোক দৃষ্টান্তে
সঙ্গত হইতে পারে । গতির কারণীভূত বস্তু সঙ্গণ বিদ্যাতেই দেখা যায়, নিগূর্ণ বিদ্যায় নহে ।
(ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ) ।

প্রাপ্তৌ দেশান্তরপ্রাপণঃ পস্থা অপেক্ষ্যতে, নারোগ্যপ্রাপ্তৌ,
এবমিহাপীতি । ভূয়শ্চৈতং* বিভাগং চতুর্থৈহধ্যায়ে নিপুণতর-
মুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৩। ৩। ৩০ ॥

অনিয়মঃ সৰ্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানা-

ভ্যাম্ ॥ ৩। ৩। ৩১ ॥*

সগুণাসু বিদ্যাসু গতিরর্থবতী, ন নিগুণায়াং পরমাত্মবি-
দ্যামিত্যুক্তম্ । সগুণাস্বপি বিদ্যাসু কাসুচিদগতিঃ শ্রুয়তে ।
যথা পর্য্যঙ্কবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামুপকোশলবিদ্যায়াং দহর-
বিদ্যায়াঞ্জেতি, নান্যাসু, যথা মধুবিদ্যায়াং শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং
ষোড়শকলবিদ্যায়াং বৈশ্বানরবিদ্যায়ামিতি । তত্র সংশয়ঃ—

প্রকরণং হি ধৰ্ম্মাণাং নিয়ামকম্ । যদি তু তন্মাদ্রিয়তে, ততো দর্শপূর্ণাস-
জ্যোতিষ্টোমাদিধৰ্ম্মাঃ সন্ধীযোরন্ । ন চ তেবাং বিকৃতিবু সৌখ্যাদিষু স্বাদ-
শাহাদিষু চ চোদকতঃ প্রাপ্তিঃ—সৰ্ব্বত্রোপদেশিকত্বাৎ । ন চ দৰ্শিহোমস্তা-
প্রকৃতিবিকারভূতত্বাধৰ্ম্মকত্বম্ । ন চ সৰ্ব্বধৰ্ম্মযুক্তং কস্মি কিস্বিদপি শক্যমভুষ্ঠাতুম্ ।
ন চৈবং সতি শ্রুত্যাদয়োহপি বিনিযোজকাঃ, তথামপি হি প্রকরণেন সামান্তসম্বন্ধে
লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসবণীয় এবং লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে ঐক্যপ বিভাগ স্বীকাৰ্য্য ।
যেমন লোক মধ্যে দেখা যায়, গ্রাম পাইতে হইলে দেশান্তরপ্রাপক পথের
প্রয়োজন, কিন্তু আরোগ্য পাইতে হইলে দেশান্তরপ্রাপক কোন কিছুই প্রয়োজন
নাই ; সেইরূপ, জ্ঞানীর পক্ষেও ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে লোকান্তর প্রাপক পথের প্রয়োজন
নাই । পুনরায় চতুর্থধ্যায়ে এ বিভাগ বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে ।

বলা হইল যে, সগুণ বিদ্যাতেই (উপাসনাতেই) গতি-শ্রুতির সার্থক্য,
নিগুণ পরমাত্মবিদ্যায় নহে । কিন্তু কোন কোন সগুণবিদ্যাতে গতির শ্রবণ
আছে, সকল সগুণবিদ্যায়—গতিশ্রবণ নাই ।* পর্য্যঙ্কবিদ্যায়, পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়,
উপকোশলবিদ্যায় ও দহরবিদ্যায় দেবদান গতি শুমা যায়, অন্তত্ব নহে । অর্থাৎ
মধুবিদ্যায়, শাণ্ডিল্যবিদ্যায়, ষোড়শকলবিদ্যায় ও বৈশ্বানরবিদ্যায় তদগতির শ্রবণ
নাই । [তত্র...অনিয়ম ইতি] সেই জন্ত সংশয় হয়, যে যে বিদ্যায় (উপাসনায়)
তদগতির শ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই কি দেবদান-গতি লব্ধ হইবে ?
অথবা তজ্জাতীয় সমুদায় বিদ্যায় (সগুণ উপাসনা মাতে) প্রোক্ত গতি অমুগমন

* সৰ্ব্বাসাং সগুণানাং বিদ্যানাং অনিয়মঃ অবিশেষ এবং অকিরোধোহবিরুদ্ধ ইতি
শব্দানুমানাভ্যাং প্রতিশ্রুতিভ্যাং বিজায়তে ।—

শব্দ শ্রুতি এবং অনুমান দ্বুতি । এতদ্ব্যতয়ের দ্বারা সগুণ উপাসনা-সাধারণ্যে দেবদান
গতি লাভ হয় বলিলে কোন বিরোধ থাকে না । (ভাব্যানুবাদ দেখ) ।

কিং যাস্থেবৈষা গতিঃ শ্রুয়তে, তাস্থেব নিয়ম্যেত ? উতানিয়-
মেন সৰ্ব্বাভিরেবৈবজ্জাতীয়কাভিৰ্বিদ্যাভিঃ সম্বধ্যোতেতি । কিং
তাবৎ প্রাপ্তম্ । নিয়ম ইতি । যত্রৈব শ্রুয়তে, তত্রৈব ভবিতু-
মৰ্হতি, প্রকরণস্ত নিয়মকত্বাৎ । যদ্যন্তত্র শ্রুয়মাণাপি গতি-
ৰ্বিদ্যাস্তরং গচ্ছেৎ, শ্রুত্যাঙ্গীনাং প্রামাণ্যং হীয়েত, সৰ্ব্বস্ত
সৰ্ব্বার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ । অপি চ, অচ্চিরাদিকৈকৈব গতিরূপকোশল-
বিদ্যায়াং পঞ্চাশ্চবিদ্যায়াঞ্চ তুল্যবৎ পঠ্যতে, তৎ সৰ্ব্বার্থত্বেহ-

সতি বিনিয়োজকত্বাৎ । যত্রাপি বিনা প্রকরণং শ্রুত্যাঙ্গীভ্যো বিনিয়োগেহবগম্যতে,
তত্রাপি তন্নির্বাহায় প্রকরণস্তাবশ্যকল্লনীয়ত্বাৎ । তস্মাৎ প্রকরণং বিনিয়োগায়
তন্নিয়মায় চাবশ্যমভ্যুপেতব্যম্, অত্রথা শ্রুত্যাঙ্গীনাং প্রামাণ্যপ্রসক্তিঃ । তস্মাদ-
যাস্থেবোপাসনাস্থ দেবযানঃ পিতৃযানো বা পশ্বা অগ্নাতস্তাস্থেব, ন তুপাসনান্তরেণ,
তদন্যান্নাং । ন চ “যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে” ইতি সামান্যবচনাৎ
সৰ্ব্ববিদ্যাস্থ তৎপথপ্রাপ্তিঃ । শ্রদ্ধাতপঃপরায়ণানামেব তত্র তৎপথপ্রাপ্তিঃ শ্রুয়তে,
ন তু বিদ্যাপরায়ণানাম্ । অপি চ, এবং সত্যেকত্বাৎ বিদ্যায়াং মার্গোপদেশঃ
সৰ্ব্বাস্থ বিদ্যাস্থিত্যেকত্বৈব মার্গোপদেশঃ কর্তব্যো ন বিদ্যাস্তরে বিদ্যাস্তরেচ
শ্রুয়তে । তস্মায় সৰ্ব্বোপাসনাস্থ পথিপ্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে ইতি ন শ্রদ্ধাতপোমাত্রস্ত পথিপ্রাপ্তি-
মাহ, অপি তু বিদ্যা তদারোহস্তীত্যত্র । নাবিদ্যাংসমুপশ্বিন ইতি কেবলস্ত তপসঃ
শ্রদ্ধায়াশ্চ তৎপ্রাপ্তিপ্রতিষেধাঘ্নিন্যাসহিতে শ্রদ্ধাতপসী তৎপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বদন্
বিদ্যাস্তরশীলানামপি পঞ্চাশ্চবিদ্যাভিঃ সমানমার্গতাং দর্শয়তি । তথাত্তত্রাপি
পঞ্চাশ্চবিদ্যাধিকারেহভিধীয়তে—“য এবমেতদ্বিতুর্ধে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপা-
সতে” ইতি । সত্যশব্দস্ত ব্রহ্মণ্যেবানপেক্ষপ্রবৃত্তিত্বাৎ । তদেব হি সত্যমন্তস্ত
মিত্যাহেন কথঞ্চিদাপেক্ষিকসত্যত্বাৎ ।

পঞ্চাশ্চবিদ্যাঞ্চৈতদ্বিত্যেবোপাস্তত্বাৎ ।” বিদ্যাসাহচর্যাচ্চ বিদ্যাস্তরপরায়ণা-

করিবে ? পূৰ্ব্বপক্ষে নিয়মের প্রাপ্তি । অর্থাৎ তাহা সার্বজনিক নহে ; কিন্তু যে যে
বিদ্যায় গতিশ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই ঐ গতির প্রাপ্তি, এইরূপ অর্থ ই
লক্ষ হয় । প্রকরণ মাত্রেরই নিয়মক, সুতরাং উহা যে যে প্রকরণে শ্রুত, সেই
সেই প্রকরণেই উহার প্রাপ্তি, ইহা নিয়মিত । এক উপাসনায় শ্রুত পদার্থ যদি
অন্ত উপাসনায় অস্থিত বা সম্বন্ধ হইত, তাহা হইলে শ্রুত্যাঙ্গির প্রামাণ্য থাকিত না ।
(কিন্তু শ্রুতি, প্রকরণ, স্থান, সমাখ্যা অর্থাৎ নাম, সমস্তই বিনিয়োজক বিষয়ে
প্রমাণ । এ কথা পূৰ্ব্বমীমাংসায় ব্যক্ত আছে । শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ অর্থবোধক
শব্দ) এবং সমস্তই সমস্তের অঙ্গ হইতে পারিত । আরও দেখ, এক অচ্চিরাদি
গতি অর্থাৎ দেবযান পথ উপকোশলবিদ্যায় ও পঞ্চাশ্চবিদ্যায় তুল্যরূপে পঠিত
হইয়াছে । উহা যদি সমুদায় বিদ্যায়ই প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে ঐ পুনর্লব্ধ

নর্থকং পুনর্বচনং স্মাৎ । তস্মাৎ নিয়ম ইত্যেবং প্রাপ্তে
পঠতি—অনিয়ম ইতি ।

সর্বাসামেবাভ্যুদয়প্রাপ্তিফলানাং সগুণানাং বিদ্যানামবিশেষে-
নৈব দেবযানাখ্যা গতির্ভবিতুমর্হতি । নহ্ননিয়মাভ্যুপগমে প্রকরণ-
বিরোধ উক্তঃ । নৈবোহস্তি বিরোধঃ । শব্দানুমানাভ্যাং শ্রুতি-
স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । তথা হি শ্রুতিঃ “তদৃষ ইখং বিদুঃ” ইতি
পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতাং দেবযানং পস্থানমবতারয়ন্তী “যে চেমেহরণ্যে
শ্রদ্ধাং তপ ইতু্যুপাসতে” ইতি বিদ্যান্তরশীলানামপি পঞ্চাগ্নি-
বিদ্যাভিস্তুঃ সমানমার্গতাং গময়তি । কথং পুনরবগম্যতে
বিদ্যান্তরশীলানামিয়ং গতিশ্রুতিরिति । ননু শ্রদ্ধাতপঃপরায়ণানা-

নামেবেদমুপাদানং ত্রায্যম্ । মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাঞ্চাগতিশ্রবণাৎ । তত্রাপি চ

অবশ্যই নিরর্থক । এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, উহা (দেবযানাদি পথে
গতি) নিয়মিত বা ব্যবস্থিত অর্থাৎ ঋত্বাশ্রিত বিদ্যাতেই প্রাপ্য । এই পূর্ব-
পক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—অনিয়মঃ সর্বাসাম্ ।

[সর্বাসাম্...গময়তি] যে সকল উপাসনার ফল অভ্যুদয়-প্রাপ্তি, সে সকল
বা তাদৃশ সগুণ উপাসনা মাত্রেই অনিয়মে অর্থাৎ নির্বিশেষে (তুল্যরূপে) ঐ
দেবযান গতি লব্ধ বা অধ্বিত হইতে পাবে । এবম্বিধ অনিয়মের স্বাকার প্রকরণ-
বিকল্পও নহে । কারণ এই যে, উহা শব্দ ও অল্পমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি
উভয়ের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় । (প্রবল শ্রুতি স্মৃতির নিকট প্রকরণ দুর্বল ;
সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত প্রকরণাদিবিকল্প নহে । প্রকরণ প্রবল শ্রুতি স্মৃতির বাধা
জন্মাইতে পারে না ।) শ্রুতি “যে এবম্প্রকারে জানে, উপাসনা করে,” ইত্যাদি-
ক্রমে পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীকে দেবযান পথে আরোহণ করাইয়া পরে “যাহারা
অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা ও তপঃসহকারে উপাসনা করে” ইত্যাদি বাক্যসম্বর্ভে—
অত্র বিদ্যানুশীলীদিগেরও ঐ পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীদিগের সমান গতি বর্ণন করিয়া-
ছেন । [কথং...লক্ষণম্] যদি বল, অত্র বিদ্যানুশীলীদিগের গতি ও পঞ্চাগ্নি-
বিদ্যানুশীলীদিগের গতির সহিত সমান, ইহা তোমরা কিসে জানিলে ? যে
শ্রুতির উল্লেখ করিলে, সে শ্রুতিতে শ্রদ্ধা ও তপঃপরায়ণদিগেরই ঐ গতি বর্ণিত
হইয়াছে—তাহাতে বিদ্যার বা জ্ঞানের প্রসঙ্গও নাই ? এতৎ-প্রশ্নের প্রত্যুত্তর
এই ‘যে, বিদ্যাব অল্পেখ থাকিলেও দোষ হইত না । কারণ, জ্ঞানবল ব্যতীত
কেবল শ্রদ্ধা ও তপস্তার দ্বারা ঐ গতি লাভ কর যায় না । এ কথা অত্র শ্রুতি
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন । যথা—“যে লোকে কামদোষ পরাস্ত, জানী

মেব স্মাৎ, তস্মাত্ৰশ্রবণাৎ । নৈষ দোষঃ । ন হি কেবলাভ্যাং
শ্রদ্ধাতপোভ্যামন্তরেণ বিদ্যাবলমেঘা গতিল্লভ্যতে ।

“বিদ্যা তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ ।

ন তত্র দক্ষিণা যাস্তি নাবিদ্ধাংসস্তপস্বিনঃ ॥”

ইতি শ্রুত্যস্তরাৎ । তস্মাদিহ শ্রদ্ধাতপোভ্যাং বিদ্যাস্তরোপলক্ষণম্ ।

বাজসনেয়িনস্ত পঞ্চায়িবিদ্যাধিকারেহধীয়তে “য এবমেত-
দ্বিভূর্থে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে” ইতি । তত্র
শ্রদ্ধালবো যে সত্যং ব্রহ্মোপাসত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ । সত্যশব্দস্ত
ব্রহ্মণ্যসকৃৎ প্রযুক্তত্বাৎ । পঞ্চায়িবিদ্যাবিদ্যাক্ষেপংবিত্তয়েবো-
পাত্তত্বাৎ বিদ্যাস্তরপরায়ণানামেবেদমুপাদানং শ্রাদ্ধ্যম্ । “অথ য
এতৌ পত্নানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকং” ইতি
চ মাগদ্বয়ভ্রষ্টানাং কৰ্ত্তামধোগতিং গময়ন্তী দেবযানপিতৃযানয়ো-
রেবৈতামন্তর্ভাবয়তি । তত্রাপি বিদ্যাবিশেষাদেঘাং দেবযান-
প্রতিপত্তিঃ । স্মৃতিরপি—

যোগ্যতয়া দেবযানশ্চৈবেহাধ্বনোহভিসম্বন্ধঃ । এতদ্ব্যকৃত্যনতি । ভবেৎ প্রকরণং
সেই একলোকে আরোহণ কবে । কেবল কামী ও অবিদ্বান্ তপস্বী সে লোকে
আবোহণ কবিতে পারে না ।” এই বিস্পষ্ট শ্রুতির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,
ঐ শ্রদ্ধা-তপঃ-শব্দ বিভাস্তরের উপলক্ষক্ । অর্থাৎ শ্রদ্ধাতপঃসহকৃত উপাসনার
প্রভাবেই দেবযান গতি লাভ করা যায় ।

[বাজ...প্রতিপত্তিঃ] বাজসনেয়ী-শাখাধ্যায়ীরা পঞ্চায়িবিদ্যাধিকারে
বলিয়াছেন, “যাহারা ইহাঁকে এবংরূপে জানে, যাহারা শ্রদ্ধালু হইয়া অরণ্যে
অবস্থান করতঃ সত্যের (ব্রহ্মের) উপাসনা করে, তাহারা দেবযানপথে আরোহণ
করে ।” শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ শ্রদ্ধাঙ্কিত হইয়া এবং সত্যশব্দের অর্থ ব্রহ্ম । ব্রহ্ম অর্থে
পুনঃপুনঃ সত্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । প্রদর্শিত শ্রুতিতে পঞ্চায়িবিদ্যা
“যে এবংরূপে জানে” এইরূপে গৃহীত বা উল্লিখিত হওয়ায় উহাতে বিভাস্তবপরায়ণ
ব্যক্তির গ্রহণও শ্রাদ্ধ্য হইবেক । “যাহারা এই দুই পথ (দেবযান ও পিতৃযান)
না জানে, তাহারা কীট পতঙ্গ ও দন্দশূক হয় ।” এই শ্রুতি পথদ্বয়ভ্রষ্ট-
দিগের কষ্টদায়িনী অধোগতি বুঝাইয়া দিয়া পূর্বেোক্ত গতির দেবযান পিতৃযানের
অন্তর্ভাবতা দেখাইয়াছেন । তন্মধ্যে বিদ্যাবিশেষ দ্বারা তাহাদের দেবযান
পথ প্রাপ্তিও বলিয়াছেন । [স্মৃতি...নিয়মঃ] স্মৃতিও বলিয়াছেন । যথা—

“শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাস্ত্রে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্তয়াবর্ততে পুনঃ ॥” ইতি ।

যৎপুনর্দেবযানশ্চ পথোহর্চিরাদেদ্বিরান্নানমুপকোসলবিদ্যায়াং
পঞ্চায়িবিদ্যায়াঞ্চ, তদুভয়ত্রোপ্যনুচিন্তনার্থম্ । তস্মাদনিয়মঃ ॥

যাবদধিকারমবস্থিতরাধিকারিকাগাম্ ॥৩৩৩২॥*

বিদুষো বর্তমানদেহপাতানন্তরং দেহান্তরমুৎপদ্যতে ন
বেতি চিন্ত্যতে । ননু বিদ্যায়াঃ সাধনভূতায়ঃ সম্পত্তৌ
কৈবল্যনির্বৃত্তিঃ শ্রান্ন বেতি নেয়ং চিন্তোপপদ্যতে । ন হি
পাকসাধনসম্পত্তাবোদনো ভবেৎ ন বেতি চিন্তা সম্ভবতি ।

নিয়ামকং যদ্যনিয়মপ্রতিপাদকং বাক্যং শ্রোতং স্মার্তং বা ন শ্রাৎ । অস্তি তু
তত্ত্বশ্চ চ প্রকরণাদ্ বলীয়স্বম্ । তস্মাদনিয়মো বিদ্যাস্তরেষপি সপ্তাণ্যে দেবযানঃ
পন্থা অসকৃদ্ব্যার্গোপদেশশ্চ চ প্রয়োজনং বর্ণিতং ভাস্করকৃতেতি ॥ ৩।৩।৩১ ॥

সপ্তায়াং বিদ্যায়াং চিন্তাং কৃদ্বা নিশ্চায়াং চিন্তয়তি । নিশ্চায়াং
বিদ্যায়াং নাপবর্গঃ ফলং ভবিতুমর্হতি । শ্রুতিস্মৃতিতীতহাসপূরণেষু বিদ্বামপ্য-

“ঐতিহ্যে জগতের দ্বিবিধা গতি কথিত হইয়াছে । শুক্লা গতি ও কৃষ্ণা গতি ।
তন্মধ্যে জীব একের দ্বারা (শুক্লা গতির দ্বারা) অনাবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষপদ ও
অপরের (কৃষ্ণাগতির) দ্বারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় ।” উপকোশল-বিদ্যায়
অর্চিবাদি দেবযান পথ উক্ত হইয়াছে, পুনবপি তাহা পঞ্চায়ি-বিদ্যায় কথিত
হইয়াছে । উক্ত উভয় উপাসকের ও অতীত সপ্তাণ উপাসকের তুল্যরূপে ঐ গতি
লাভ হইয়া থাকে, ইহা বলাই ঐ দ্বিকচ্চারণের উদ্দেশ্য । ফলিতার্থ বা সিদ্ধান্ত
এই যে, শ্রুতান্ত দেবযান গতি অনিয়মিত অর্থাৎ সপ্তাণব্রহ্মোপাসক সাধায়ণ্যে ঐ
গতি লব্ধ বা অল্পজ্ঞাস্ত হইয়া থাকে ॥ ৩।৩।৩১ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীর দেহপাত হইলে তাহাদের পুনর্দেহ (পুনর্জন্ম) হয় কি-না,
তাহা বিচাৰিত হইতেছে । যদি বল, মোক্ষসাধন জ্ঞান সুসম্পন্ন হইলে ‘মোক্ষ
হয় কি-না’ এ বিচাবের অবতারণা অযোগ্য ; পাকসাধন বহ্যাদি প্রযুক্ত হইলেও
ওদনোৎপত্তি হইবে কি-না এ বিচাৰ যজ্ঞপ অসম্ভব—উক্ত বিচাৰও তদ্রূপ অসম্ভব ।

* আধিকারিকাগামঃ অধিকারনিযুক্তানং যাবদধিকারং অধিকারপধ্যন্তং অবস্থিতিরিতি
যোজনম্ । লোকব্যবস্থাস্ব স্বামিত্বমধিকারস্তংপ্রাপকং প্রারম্ভঃ যাবদপ্তি, তাবৎকালঃ জীবমুক্ত-
ত্বেনাধিকারিকাগামবস্তুতিস্ততশ্চ তেষাং কৈবল্যমিতি নির্ধরঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানী শ্রিয়ী—যাহাবা লোকস্থিতিকারণ বেদশ্রবর্তনাদি কার্যে নিযুক্ত, (অদৃষ্টসহায়
ঈশ্বরের আজ্ঞায়) তাহারা—যাবৎ তাহাদের সেই সেই অধিকার সমাপ্ত না হয়, তাবৎ পর্যন্ত
জীবমুক্তভাবে সেই সেই অধিকার সম্পাদনে অবস্থান করেন । অধিকার সমাপ্ত হইলেই তাহারা
তত্ত্বজ্ঞান-ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন ।

নাপি ভুজ্ঞানন্তুপ্যেৎ ন বেতি চিন্ত্যতে । উপপন্ন্য স্থিয়ং চিন্তা, ব্রহ্মবিদ্যামপি কেবাধিদিতিহাসপুরাণয়োর্দেহান্তরোৎপত্তির্দর্শনাৎ । তথা হ্যপান্তরতমাঃ নাম বেদাচার্য্যঃ পুরাণধি-কিঞ্চিন্মন্যোগাৎ কলিঙ্গাপরয়োঃ সঙ্কো কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সম্ভূবেতি স্বরণম্ । বসিষ্ঠশ্চ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ সন্নিমিশাপাদপগত-পূর্বদেহঃ পুনব্রহ্মাদেশাৎ মিত্রাবরুণাভ্যাং সম্ভূবেতি । ভৃগাদী-নামপি ব্রহ্মণ এব মানসানাং পুত্রাণাং বরুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ স্বর্য্যতে । সনৎকুমারোহপি ব্রহ্মণ এব মানসঃ পুত্রঃ স্বয়ং রুদ্রায় বরপ্রদানাং হৃন্দত্বেন প্রাচুব্ধব । এবমেব দক্ষনারদ-প্রভৃতীনামপি ভূয়সী দেহান্তরোৎপত্তিকথা তেন তেন নিমিত্তেন ভবতি স্মৃতে । শ্রুতাবপি মন্ত্রার্থবাদয়োঃ প্রায়োগোপলভ্যতে ।

পান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং তত্ত্বদেহপরিগ্রহপরিত্যাগো জ্ঞেয়তে । তদপবর্গফলত্বে নোপপদ্যতে । অপবৃত্তস্ত তদহুপপত্তেঃ । উপপত্তৌ বা তল্লক্ষণাযোগাৎ । অপুনরাবৃত্তি হি তল্লক্ষণম্ । তেন সত্যামপি বিভায়াং তদহুপপত্তেন মোক্ষঃ ফলং বিভায়াঃ, বিভূতয়স্ত তান্তান্ত্রাঃ ফলম্ । অপুনরাবৃত্তিশ্রুতিঃ পুনস্তৎ-প্রশংসার্থেতি স্মৃততে । ন চ “তস্ত তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষোহপ্য সম্পদন্তে” ইতি শ্রুতেকিঞ্চিন্মো দেহপাতাবধিপ্রতীক্ষাবসিষ্ঠাদীনামপি প্রারন্ধ-কর্মফলোপভোগপ্রতীক্ষেতি সাম্প্রতম্ । যেন হি কর্মণা বসিষ্ঠাদীনামারন্ধ-শরীরং, তৎপ্রতীক্ষা শ্রাৎ । তথা চ ন শরীরান্তরং তে গৃহীযুঃ । ন চ তাবদেব

ভোজনকারী ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে কি না এ চিন্তা কেহই করে না । [উপপন্ন্য...স্মৃতে] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বিচার অযোগ্য নহে ; প্রত্যুত যোগ্য । বিচার উত্থানের কারণ এই যে, শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মজ্ঞেরও পুনর্জন্ম হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় । অপান্তরতম-নামা জনৈক পুরাতন ঋষি ও বেদাচার্য্য ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে কলিঙ্গাপুরের সন্ধিসময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাস) হইয়া জন্মিয়াছিলেন । বসিষ্ঠ একজন ঋষি, বিশেষতঃ তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনিও নিমি রাজাব শাপে গতদেহ ও ব্রহ্মার আদেশে পুনর্বার মিত্রাবরুণের দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন । ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগু প্রভৃতি কতিপয় ঋষিও বরুণের যজ্ঞে পুনরুৎপন্ন হইয়াছিলেন । ব্রহ্মার অপর মানস-পুত্র সনৎকুমার, তিনিও রুদ্রের বর উপলক্ষ্যে কার্ত্তিকেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এইরূপ, স্মৃতিতে দক্ষ নারদ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সেই কারণে দেহান্তরোৎপত্তি হইতে শুনা যায় । [শ্রুতা...স্মৃতে:] এই সংবাদের

তে চ কেচিৎ পতিতে পূর্বদেহে দেহান্তরমাদদতে, কেচিত্তু স্থিত
এব তস্মিন্ যোগৈশ্বর্যবশাদনেকদেহাদানম্ভায়েন । সৰ্ব্বৈ চৈতে
সমধিগতসকলবেদার্থাঃ স্মর্য্যন্তে । তদেতেষাং দেহান্তরোৎপত্তি-
দর্শনাৎ প্রাপ্তং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমহেতুত্বং বা,
ইত্যত উত্তরমুচ্যতে ।

ন, তেষামপাস্তুরতমঃপ্রভৃतीনাং বেদপ্রবর্তনাদিষু লোকস্থিতি-
হেতুস্বধিকারেণ নিস্কৃত্তানামধিকারতন্ত্রত্বাৎ স্থিতেঃ । যথাসৌ
ভগবান্ সবিতা সহস্রযুগপর্য্যন্তং জগতোহধিকারং চরিত্বা তদব-

চিরমিত্যেতদপ্যাক্ষবেন ঘটতে । সমর্থহেতুসন্নিধৌ ক্ষেপাযোগাৎ । তস্মাদেতদপি
বিজ্ঞাস্তত্বৈব গময়িতব্যম্ । তস্মান্নাপবর্গো বিজ্ঞাফলম্ । তথা চাপবর্গক্ষেপেণ
পূর্বঃ পক্ষঃ । অত্র চ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমিত্যাপাততোহহেতুত্বং বেতি তু পূর্ব-
পক্ষতত্ত্বম্ ।

রাষ্ট্রান্তস্ত—

“বিজ্ঞাকৰ্ম্মস্বস্থান-তোষিতেশ্বরঃচাদিতম্ ।

অধিকারং সমাপ্যৈতে প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥” ইতি

নিষ্ঠুংগায়াং বিজ্ঞায়ামপবর্গলক্ষণং শ্রুতমাণং ন স্তুতিমাত্রতয়া ব্যাখ্যাতুমুচি-
তম্ । পৌৰ্ব্বাপর্য্যপৰ্য্যালোচনে ভূয়সীনাং শ্রুতীনাং ত্রৈব তাৎপর্য্যাবধারণাৎ । ন
চ যত্র তাৎপর্য্যং, তদন্তথয়িতুং যুক্তম্ । উক্তং হি, ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থ ইতি ।
ন চ বিদ্বাষাপাস্তুরতমঃপ্রভৃतीনাং তত্ত্বদেহসঞ্চারাৎ সত্যামপি ব্রহ্মবিজ্ঞায়াম-
নির্মোক্ষান ব্রহ্মবিজ্ঞা মোক্ষস্ত হেতুরিতি সাম্প্রতম্ । হেতোরপি সতি প্রতি-

অধিকাংশই শ্রুতিস্থ মন্ত্রে ও অর্থবাদে উপলক্ষিতরূপে কথিত হইয়াছে । সেই সকল
জ্ঞানীর কেহ পূর্বদেহে পবিপতনের পর দেহান্তব গ্রহণ করেন, কেহ বা তদেহেই
যোগৈশ্বর্য্যবলে যুগপৎ বহু দেহ স্বীকার করিয়াছিলেন । তাঁহারা সকলেই
বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ এবং সকলেই মোক্ষসাধন জ্ঞানে ভগ্নিত । অতএব, শ্রুতাদি-
শাস্ত্রে জ্ঞানীর দেহোৎপত্তি হইতে শুনা যায় । ‘যেহেতু শুনা যায়, সেই হেতু
ব্রহ্মবিজ্ঞার পাক্ষিকত্ব অর্থাৎ পক্ষে ব্রহ্মবিজ্ঞার মোক্ষ-কারণত্ব এবং পক্ষে
মোক্ষাকারণত্ব উভয়থাভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় । সেই জন্ত তাহার উত্তরার্থ—
তৎসংশয়চ্ছেদনার্থ সূত্র বলা হইল । সূত্রের অর্থ এই যে, অপাস্তুরতম প্রভৃতি
আধিকারিকেরা অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবমুক্তভাবে অবস্থান করেন, অধিকার
(লোকস্থিতিকারক বেদপ্রবর্তনাদিকার্য্য) সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা কেবল হন ।
[যথাসৌ...ইত্যবিকল্পম্] যজ্ঞে ঐ ভগবান্ সবিতৃদেং যুগসহস্র পর্য্যন্ত
জগতের অধিকার (তাপপ্রদানাদি কার্য্য) নির্বাহ করিয়া অধিকারোৎ-
পাদক প্রারম্ভকর্ম্মের অবসানে উদয়াস্তবর্জিত কৈবল্য (অমর ব্রহ্মভাবে) অল্পভব

সানে উদয়াস্তময়বর্জিতং কৈবল্যমনুভবতি—“অথ তত উর্দ্ধমু উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা” ইতি শ্রুতেঃ । যথা চ বর্তমানা ব্রহ্মবিদঃ প্রারব্ধভোগক্ষয়ে কৈবল্য-মনুভবন্তি, “তস্ম্য ভাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যেহ্থ সম্পৎস্তে” ইতি শ্রুতেঃ । এবমপান্তরতমঃপ্রভৃতয়োহ্পীশ্বরঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেষ্বধিকারেণ নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সম্যগদর্শনে কৈবল্য-হেতাবক্ষীণকর্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে, তদবসানে চাপব্রজ্যস্ত-ইত্যবিরুদ্ধম্ । সকৃৎপ্রবৃত্তমেব হি তে কৰ্ম্মাশয়মধিকারফলদানায়

বদ্ধে কার্য্যাহ্নুপজ্ঞানো ন হেতুভাবমপাকরোতি । ন হি বৃত্তফলসংযোগপ্রতি-বন্ধং গুরুত্বং ন পতনমজীজনদিত্তি প্রতিবন্ধাপগমে তৎকুর্ষ্মন তদ্বৈতঃ । ন চ ন সেতুপ্রতিবন্ধানামপাং নিয়মদেহভিসপর্ণমিতি সেতুভেদে ন নিয়মভিসপর্ণি । তদ্বিহাপি বিতাকৰ্ম্মাধানাবর্জিতেশ্বরবিহিতাধিকারপদপ্রতিবন্ধা ব্রহ্মবিদ্যা যত্নপি ন মুক্তিং দত্তবতী, তথাপি তৎপরিসমাপ্তৌ প্রতিবন্ধবিগমে দাস্ততি । যথা হি প্রারব্ধবিপাকস্য কৰ্ম্মণঃ প্রক্ষয়প্রতীকমাণশ্চরমদেহসমুৎপন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকাবোহপি প্রিয়তে, অথ তৎপ্রক্ষয়ান্মোক্ষং প্রাপ্নোতি, এবং প্রারব্ধাধিকারলক্ষণফলবিতাকৰ্ম্মা পুরুষো বসিষ্ঠাদির্বিদ্বানপি তৎক্ষয়ং প্রতীক্ষমাণো যুগপৎ ক্রমেণ বা তত্ত্বদেহ-পরিভ্যাগো কুর্ষ্মন্তুজ্ঞোহপ্যনাভোগাশ্রিকয়া প্রথয়া সাংসারিক ইব বিহরতি । তদিদমুক্তম্—“সকৃৎপ্রবৃত্তমেব হি তে কৰ্ম্মাশয়মধিকারফলদানায়” ইতি । প্রারব্ধ-

করেন, তদ্রূপ । স্বর্ঘ্যের তাদৃশ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি-বোধিনী শ্রুতি এই—“অধিকার সমাপ্তির পরে মৌরদেহ ত্যাগ করিলে ইনি আব উদিত ও অন্তমিত হন না । তখন ইনি অদ্বয় হইয়া মধ্যে থাকেন অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন ।” যদ্রূপ ইদানীন্তীন ব্রহ্মবিৎ ঋষিরা প্রারব্ধ-ভোগের ক্ষয় হইলে কেবল হন, তদ্রূপ সেই সেই পুরাতন ঋষিরাও প্রারব্ধ-ভোগের অনন্তর কৈবল্য প্রাপ্ত হন । ইদানীন্তন ঋষিরা যে প্রারব্ধ-ভোগের পর (দেহপাতের পর) যুক্ত হন, সে সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ আছে । যথা—“তঁাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ তিনি দেহবিযুক্ত না হন । তিনি দেহপাতের পরেই ব্রহ্মসম্পন্ন হন ।” অপান্তরতমপ্রভৃতি ঋষিরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্যাশালী বা অধিকারপ্রাপ্ত (কৰ্ম্মবলে) । তঁাহারা পরমেশ্বরকর্তৃক সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত । কৈবল্যোৎপাদক তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও তঁাহারা কৰ্ম্মক্ষয় না হওয়ায় কৰ্ম্মানীত অধিকারে অবস্থান করেন—কৰ্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই অবস্থান করেন, কিন্তু কৰ্ম্মক্ষয় হইলে আর তঁাহারা তদধিকারে থাকেন না, অধিকারবিযুক্ত ও কেবল হন অর্থাৎ মুক্ত হন । এ সিদ্ধান্ত সর্বথা অবিরুদ্ধ । [সকৃৎ...এসিদ্ধত্বাৎ] তঁাহারা অধিকারফলপ্রদাতা সকৃৎপ্রবৃত্ত কৰ্ম্মাশয় অভিবাহন করতঃ স্বাধীনভাবে এক গৃহ হইতে অত্র গৃহে

কৰ্ম্মাশয়মতিবাহয়ন্তঃ স্বাতন্ত্র্যেণৈব গৃহাদিব গৃহান্তরমন্তমন্তং দেহং সঞ্চরন্তঃ স্বাধিকারনির্ব্বর্তনায়াপরিমুখিতস্মৃত্যয় এব দেহেন্দ্রিয়-প্রকৃতিবশিত্বাৎ নিৰ্ম্মায় দেহান্ যুগপৎ ক্রমেণ বাধিতিষ্ঠন্তি । ন চৈতে জাতিস্মরা ইত্যাচ্যন্তে, “ত এব তে” ইতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ । যথা “স্বলভা নাম ব্রহ্মবাদিনী জনকেন বিবদিতুকামা ব্যুদস্ত্য স্বং দেহং জনকং দেহমাবিশ্ণু ব্যুদ্য তেন পশ্চাৎ স্বমেব দেহ মা-বি-বেশ” ইতি স্মর্য্যতে ।

যদি হ্যপযুক্তে সৰুৎপ্রবৃত্তে প্রারকবিপাকে কৰ্ম্মণি কৰ্ম্মান্তর-মপ্রারকবিপাকং দেহান্তরারম্ভ কারণমাবির্ভবেৎ, ততোহন্যদপ্যদঙ্ক-বীজং কৰ্ম্মান্তরং তদ্বদেব প্রসজ্যেতেতি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমহেতুত্বং বা শঙ্ক্যেত । ন ত্বিয়মাশঙ্কা যুক্তা । জ্ঞানাত্ কৰ্ম্মবীজদাহস্ত্য শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ । তথা হি শ্রুতিঃ—

বিপাকানি তু কৰ্ম্মাণি বর্জ্জয়িত্বা ব্যাপগতানি জ্ঞানেনৈবাতিবাহিতানি । “ন চৈতে জাতিস্মরাঃ” ইতি । যো হি পরবশো দেহং পরিত্যজ্যতে দেহান্তরঞ্চ নীতঃ পূর্ব্বজন্মানুভূতঞ্চ স্মরতি, স জন্মবান্ জাতিস্মরশ্চ । গৃহাদিব গৃহান্তরে স্বেচ্ছয়া কায়ান্তরং সঞ্চরমানো ন জাতিস্মর আখ্যায়তে । ব্যুত বিবাদং কৃত্বা ।

ব্যতিরেকমাহ—“যদি হ্যপযুক্তে সৰুৎ প্রবৃত্তে প্রারকবিপাকে কৰ্ম্মণি কৰ্ম্মান্তরমপ্রারকবিপাকম্” ইতি । শ্রাদেতৎ । বিদ্যয়াহবিক্লেশনিবৃত্তৌ নাবশ্যং

গমনের ঠায় এক দেহ ত্যাগ করিয়া অত্র দেহে সঞ্চরণ করেন (আপন আপন অধিকার নির্ব্বাহার্থ) ; স্মৃত্যং তাঁহাদের স্মৃতি অনুষ্ঠ থাকে । যেহেতু স্মৃতির বিলোপ হয় না এবং তাঁহারা যোগবলে দেহেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশী, সেই হেতু তাঁহারা এক সময়ে অথবা ক্রমাশয়ে বহু দেহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া সেই সেই অধিকারে অধি-ষ্ঠান করেন । “তাহারাই ইহারা” এইরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহাদিগকে জাতিস্মর বলিয়া গণ্য করা হয় না । স্বলভা নামী ব্রহ্মবাদিনী নারী রাজর্ষি জনকের সহিত যোগবিবাদ করিবাব ইচ্ছায় নিজদেহ পরিত্যাগানন্তর জনকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পুনরপি নিজ দেহে আসিয়াছিলেন । এ সংবাদ স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ।

যদি সৰুৎপ্রবৃত্ত উপযুক্ত (উপভুক্ত) কৰ্ম্মকালে জ্ঞানীর দেহান্তরোৎপাদক কৰ্ম্মান্তর আবির্ভূত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই অত্র (প্রারকাতিরিক্ত) অদ্বৈত কৰ্ম্ম থাকা প্রসক্ত হইত, এবং সেই প্রসক্তিতে ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিক মোক্ষ-কারণত্ব, অথবা মোক্ষাহেতুত্ব আশঙ্কিত হইতে পারিত । পরন্তু সে আশঙ্কা নাই । জ্ঞানে যে প্রারকাতিরিক্ত সমুদায় কৰ্ম্ম ভস্মীভূত হয়, তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রসিদ্ধ । [তথা হি...মাত্ৰা] শ্রুতি প্রমাণ যথা—“সেই পরাবর পুরুষ (পরমাত্মা) সাক্ষাৎ-

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥” ইতি

“স্মৃতিলন্তে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ” ইতি চৈবমাদ্যা ।

স্মৃতিরপি

“যথৈধাংসি সমিক্কাহ্মির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥” ইতি—

“বীজাত্ম্যুপদন্ধানি ন রোহস্তি যথা পুনঃ ।

জ্ঞানদন্ধৈস্তথা ক্রৈশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ ॥” ইতি

চৈবমাদ্যা । ন চাবিদ্যাদিক্রেশদাহে সতি ক্রেশবীজস্ত

কৰ্ম্মাশয়শ্চৈকদেশদাহ একদেশপ্ররোহশ্চৈতু্যপদ্যতে । ন হ্মি-
দন্ধস্ত শালিবীজশ্চৈকদেশপ্ররোহো দৃশ্যতে । প্রবৃত্তফলস্ত তু
কৰ্ম্মাশয়স্ত মুক্ত্যেযোরিব বেগক্ষয়াৎ নিরুত্তিঃ, “তস্ত তাবদেব

নিঃশেষস্ত কৰ্ম্মাশয়স্ত নিরুত্তিরনাদিভবপটুস্পরাহিতস্তানিয়তবিপাককালস্তাসম্ব্য-
ত্বাৎ কৰ্ম্মাশয়শ্চৈকদেশদাহ—“ন চাবিদ্ধাদিক্রেশদাহে সতি” ইতি । ন হি সমানে
বিনাশহেতৌ কশ্চচিদ্দিনাশো নাপরশ্চেতি শক্যং বদিতুম্ । তং কিমিদানীং

কৃত হইলে সাক্ষাৎকর্তার হৃদয়গ্রন্থি ভেদপ্রাপ্ত হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং
প্রারব্ধাতিরিক্ত সর্বকৰ্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।” “স্মৃতিলাভ হইলে সমুদায় গ্রন্থি খুলিয়া
যায় ।” ইত্যাদি । (গ্রন্থি = বুদ্ধির সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাদ্যাস) । স্মৃতিও এই
শ্রোত-সিদ্ধান্ত সমর্থন কবিয়াছেন । যথা—“হে অর্জুন, যেমন প্রদীপ্ত হতাশন
কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ, জ্ঞানাগ্নিও সমুদায় কৰ্ম্ম ভস্মসাৎ কবে ।”
“যদ্রূপ অগ্নিদন্ধ বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ, জ্ঞানদন্ধ ক্রেশও (অবিদ্ধাদিপঞ্চক)
আত্মাকে ক্রিষ্ট করে না ।” ইত্যাদি । [ন চ...স্থিতিঃ] বাহার অবিদ্ধাদি
ক্রেশপঞ্চক দন্ধ হইয়াছে, তাহার ক্রেশবীজ কৰ্ম্মাশয়ের একাংশ অদন্ধ থাকে ও
সেই অদন্ধাংশ তাহার ভোগান্তর জন্মায়, এ কথা উপপন্ন নহে । অগ্নিদন্ধ শালি-
বীজের কি একাংশ দন্ধ হইলে তাহার অন্ত্রাংশে অঙ্কুর হয় ? তাহা হয় না । যে
কৰ্ম্মাশয় ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ দেহাদি জন্মাইয়াছে,
সে কৰ্ম্মাশয় ভোগাদির দ্বারা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য ফল প্রসব করিবে ।
যদ্রূপ ধনুর্নির্মুক্ত বাণ বেগ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত গতিমান থাকে, তদ্রূপ, প্রারব্ধ-
ফল কৰ্ম্মও তত্ত্বজ্ঞানীকে শরীরপাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগাধিকারে অবস্থিত
রাখে । শরীর পাত হইলে তখন সে সর্বাধিকার-বর্জিত অস্বয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত
হয় । এ সিদ্ধান্ত “তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব” ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

চিরম্” ইতি শরীরপাতক্ষেপকরণাৎ । তস্মাদুপপাদ্য যাবদধি-
কারমাধিকারিকাগামবস্থিতিঃ ।

ন চ জ্ঞানফলশ্রুতিনৈকান্তিকতা । তথা চ শ্রুতিরবিশেষেণৈব
সর্বেষাং জ্ঞানান্মোক্ষং দর্শয়তি “তদ্ব্যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স
এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্” ইতি । জ্ঞানান্তরেণ
চৈশ্বর্যাদিকলেম্বাসক্তাঃ স্যুর্ন্যহর্ষয়ন্তে পশ্চাদৈশ্বর্যাক্ষয়দর্শনে
নির্বিগ্নাঃ পরমাত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠাঃ কৈবল্যং যমুরিত্যুপপদ্যতে ।

“ব্রহ্মণা সহ তে সর্বৈ সম্প্রাপ্তে প্রতिसংগরে ।

পরশ্রান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥” ইতি—

স্মরণাৎ । প্রত্যক্ষফলত্বাচ্চ জ্ঞানশ্চ ফলবিরহাশঙ্কানুপপত্তিঃ ।
কর্মফলে হি স্বর্গাদাবনুভবানারুঢ়ে শ্রাদপি কদাচিদাশঙ্কা ভবেদ্বা
নবেতি । অনুভবারুঢ়স্ত জ্ঞানফলং “যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম”

প্রবৃত্তফলমপি কক্ষ বিনশ্যেৎ । তথা চ নু বিদ্ব্যো বসিষ্ঠাদের্দেহধারণেত্যত আহ
—“প্রবৃত্তফলস্ত তু কর্মণঃ” ইতি । তস্ত তাবদেব চিরমিতি শ্রুতিপ্রামাণ্যাদনাগত-
ফলমেব কর্ম ক্ষীয়তে, ন প্রবৃত্তফলমিত্যবগম্যতে ।

অপি চ, নাধিকারবতাং সর্বেষামনুষ্যগণামাত্মতত্ত্বজ্ঞানং, তেনাব্যাপকোহপ্যয়ং
পূর্বপক্ষ ইত্যাহ—“জ্ঞানান্তরেণ চ” ইতি । তৎ কিং তেষামনিম্নোক্ষ এব,
নেত্যাহ । “তে পশ্চাদৈশ্বর্যাক্ষয়” ইতি । নির্বিগ্না বিরক্তাঃ । প্রতিসংগরঃ
প্রলয়ঃ । অপি চ স্বর্গাদাবনুভবপথমনারোহতি শনৈকসমধিগম্যো বিচিকিৎসা

অতএব, আধিকারিক অর্থাৎ গৃহীতাধিকার জ্ঞানীদিগের অধিকার সমাপ্তি না
হওয়া পর্যন্ত জীবমুক্তভাবে অবস্থান, এ কথা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়প্রসিদ্ধ ।

[ন চ...স্মরণাৎ] জ্ঞানের ফল অনৈকান্তিক অর্থাৎ কোন পুরুষের বা কখনও
হয়, আবার কোন পুরুষের বা কখনও হয় না, এরূপ নহে । তাহা ঐকান্তিক
বলিয়াই শ্রুতি অবিশেষে সর্ব-পুরুষেরই জ্ঞানে মোক্ষ হওয়ার কথা বলিয়াছেন ।
যথা—“দেবতাদের মধ্যে, ঋষিদিগের মধ্যে ও মনুষ্যদিগের মধ্যে, যে যে তাঁহাতে
প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ যে যে তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎকার করে (আত্ম-অভেদে
জানে), সে সে পরিমোক্ষ লাভ করে ।” মর্হর্ষির প্রথমতঃ ঐশ্বর্যফলক বিভিন্ন
জ্ঞানে আসক্ত হন সত্য ; পরন্তু তাঁহারা অবশেষে ঐশ্বর্যের ক্ষয়িষ্ঠতা দর্শনে
নির্বিগ্ন হন, তৎপরে পবমাত্মজ্ঞানে অবস্থান করতঃ কৈবল্যপথে গমন করেন ।
এ কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“সেই সকল জ্ঞানীরা মহা-প্রলয়কালে ব্রহ্মার
সহিত পবমপদে প্রবেশ কবেন ।” [প্রত্যক্ষ...দেশাৎ] জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ,

ইতি শ্রুতেঃ । “তত্ত্বমসি” ইতি চ সিদ্ধবদুপদেশাৎ । ন হি তত্ত্বমসীত্যস্ত্র বাক্যস্বার্থঃ—তৎ ত্বং যুতো ভবিষ্যসীত্যেবং শক্যঃ পরিণেতুন্ম । “তদ্বৈতং পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” ইতি সম্যগদর্শনকালমেব তৎ ফলং সর্ব্বাত্মত্বং দর্শয়তি । তস্মাদৈকান্তিকী বিদুষঃ কৈবল্যসিদ্ধিঃ ॥৩৩.৩২॥

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাত্যা- মোপসদবত্তুক্তম্ ॥ ৩৩.৩৩ ॥*

বাজসনেয়কে শ্রুয়তে “এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভি-

শ্রাদপি মন্দধিয়ামাশ্রয়িকফলহং প্রতি যথা চার্ব্ববাদঃ । কে। হি তদ্বৈদ যদ্ব্যম্মিন্ লোকেহস্তি বা ন বেতি । অদ্বৈতজ্ঞানফলত্বে মোক্ষশ্রাভবসিদ্ধে বিচিকিৎসা-গন্ধোহপি নাস্তীত্যাহ—“প্রত্যক্ষফলহাচ” ইতি । অদ্বৈততত্ত্বসাক্ষাৎকাবো হবিদ্যাসমারোপিতং প্রপঞ্চং সমূলঘাতমায়ন্ ঘোরং সংসারাকারপরিতাপমুপশময়তি পুরুষশ্চেত্যনুভবাদপি ক্ষুটমুপপত্তিদ্ভ্রষ্টম্শ্চ শ্রুতির্দর্শিতা । তচ্চানুভবাব্যমদেবা-দীনাং সিদ্ধম্ । নত্ব তত্ত্বমসি—বর্ত্তস ইতি বাক্যং কথমনুভবমেব ত্রোত্যতীত্যত আহ—“ন হি তত্ত্বমসীত্যস্ত্র” ইতি । বর্ত্তমাত্রাপদেশস্ত্র ভবিষ্যদর্থত্যাযুতশকাধাহারশ্চা-শক্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৩২ ॥

অক্ষরবিষয়াণাং প্রতিষেধধিয়াং সর্ব্ববেদবর্ত্তিনীনাংবরোপ উপসংহারঃ, প্রতি-

সে জ্ঞা ফলতাব আশঙ্কা হইতেই পারে না । কশ্মৈ ফল স্বর্গাদি, তাহা অপ্রত্যক্ষ, সে জ্ঞা বৎ কশ্মফলে কখন কখন আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে (অমুক ফল হয় কি না), কিন্তু জ্ঞানফল সেকপ নহে । জ্ঞানের ফল অনুভবগম্য, তাহা সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ । শ্রুতি বলিয়াছেন “ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ।” সেই জ্ঞা “তিনিই তুমি” এই শ্রুতি আশ্রয় ব্রহ্ম সিদ্ধপ্রায়কপে উপদেশ করিয়াছেন । [ন হি...সিদ্ধিঃ] “তিনিই তুমি” এ বাক্যেব এমন অর্থ করিতে পার না যে, তুমি মরিয়া ব্রহ্ম হইবে । তুমি ব্রহ্মস্বাছ, পবন্ত তোমাব ব্রহ্মত্ব তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, এই তাৎপর্য্যে ঐ শ্রুতির ব্যাখ্যা করা উচিত । “ঋষি বামদেব জানিয়াছিলেন, আমিই মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্যও হইয়াছিলাম ।” এই শ্রুতি উল্ল, ঋষির তত্ত্বজ্ঞান-সমকালেই সর্ব্বাত্মতাব প্রাপ্তি বুঝাইয়া দিয়াছে । অতএব, বিদ্বানের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী কৈবল্য আত্যন্তিক, ইহা নিশ্চিত আছে ॥ ৩। ৩। ৩২ ॥

বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকে) শুনা যায়,—“হে গার্গি ! ব্রহ্মবাদীরা

* তু: পূর্ব্বপক্ষবাবর্ত্তক: । অক্ষরে ধর্ম্মিণি বৈতনিবেধধিয়োহক্ষরবিধ: । তদ্বৈতব: শকা ইতি যাবৎ । তাসামবরোধ উপসংহার: স্ত্রাং বেতি সংশয়ে নেতি পক্ষং ব্যাবর্ত্ত্য স্ত্রাদিতি পক্ষ: সামান্যতদ্ভাবাত্যাং সিদ্ধান্তিত: । উপসদবদিতি দৃষ্টান্ত: । তদ্বক্তৃমিত্যত্র পূর্ব্বকাত্ত ইতি পূরণীয়ম্ ।

অক্ষব পরব্রহ্ম, তিনি বিশেষবর্জিত (নির্ভেদ বা একরস), এই তত্ত্ব, শ্রুতির নানাতানে উপদিষ্ট ।

বদন্ত্যস্থূলমনণুহুস্মদীর্ঘম্” ইত্যাদি। তথাথর্ব্বণে শ্রুয়তে “অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যন্তদদ্রেশ্চমগ্রাছ্মগোত্রমবর্ণম্” ইত্যাদি। তথৈবাত্ত্রাপি বিশেষনিরাকরণদ্বারেণাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাব্যতে। তত্র কচিৎ কেচিদতিরিক্তা বিশেষাঃ প্রতিষি-
ধ্যস্তে। তাসাং বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধীনাং কিং সর্ব্বাসাং সর্ব্বত্র

ষেধসামান্যাদক্ষরস্ত তস্তাবপ্রত্যভিজ্ঞানাং। আনন্দাদয়ঃ প্রধানন্তেত্যাশ্রয়মর্থো যন্তপি ভাবরূপেষু বিশেষণেষু সিদ্ধস্তম্যায়তয়া চ নিষেধরূপেষপি সিদ্ধ এব, তথাপি তত্শৈবৈষ প্রপঞ্চোহবগন্তব্যঃ। নিদর্শনং জামদগ্ন্যেহহীন ইতি। যন্তপি শাববে দত্তোত্তরমচ্ছোদাহরণাস্তবং, তথাপি তুল্যাত্ম্যতয়ৈতদপি শক্যমুদাহর্তু মিত্যাদাহরণা-
স্তরং দর্শিতম্। তত্র শাবরমুদাহরণম্—অস্ত্যাধানং যজুর্বেদবিহিতম্ “য এবং বিদ্বানগ্নিমাদত্তে” ইতি। তদঙ্গত্বেন যজুর্বেদ এব “য এবং বিদ্বান্ বারবস্তীয়ং গায়তি, য এবং বিদ্বান্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং গায়তি। য এবং বিদ্বান্ বামদেব্যং গায়তি” ইতি বিহিতম্। এতানি চ সামানি সামবেদেয়ুঃপন্নানি। তত্রৈদং সন্দিহ্যতে। কিমে-
তানি যত্রোৎপত্তস্তে, তত্রত্যে নৈবোচ্চৈষ্টেন স্বরেণাধানে প্রযোক্তব্যানি? অথ যত্র বিনিযুজ্যস্তে, তত্রত্যোনোপাংস্তত্বেন স্বরেণ? “উচ্চৈঃ সাম্যোপাংস্তর্ব্বজুঃ” ইতি শ্রুতেঃ। কিং তাবং প্রাপ্তম্। উৎপত্তিবিশিষ্টনৈবাপেক্ষিতোপায়ত্বান্না বিহিত-

বলেন, এই অক্ষর (ব্রহ্ম) স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন এবং দীর্ঘও নহেন।” অথর্ব্বদেবীয় মুণ্ডকোপনিষদে শুনা যায়—“তাহাই পরা বিজ্ঞা, যাতার দ্বারা সেই অক্ষর (পরমাত্মা) সাক্ষাৎকৃত হয়। যাহা অক্ষর—তাহা অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র ও অবর্ণ।” এইরূপ শ্রুত্যস্তরেও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ (ভেদ) নিষেধপূর্ব্বক পরব্রহ্ম অক্ষর অভিহিত হইয়াছেন। [তত্র...ব্যাপ্যাত্ম] তন্মধ্যে কোন কোন শ্রুতিতে সংস্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত বিশেষ প্রতিষিদ্ধ হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ নিষেধমুখ অধিকাংশ ব্রহ্মবিশেষণ সকলশ্রুতিতেই সমান; কেবল কতকগুলি বিশেষণ অসমান বা অতিরিক্ত। তদুপে বিচারণা উপস্থিত হয় যে, ঐ সকল নিষেধ-বুদ্ধি কি সর্ব্বত্র নীত হইবে? কিংবা ব্যবস্থাপূর্ব্বক গৃহীত হইবে? (ব্যবস্থাশব্দের অর্থ এই যে, যে শাখায় যে বিশেষণ নাই, সে শাখার অধীন উপা-
সকেরা সে বিশেষণ গ্রহণ করিবেন না এবং যে শাখায় যে বিশেষণ পঠিত

তন্মধ্যে কোন শ্রুতিতে অতিরিক্ত বিশেষভাবে নিবাকরণ ও কোন শ্রুতিতে নূতনতর বিশেষভাবে নিষেধ দেখা যায়। তাহাতেই সংশয় হয় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বনিষেধের আধার? কি সেই সেই স্থানে সেই সেই নিষেধেরই আশ্রয়? এই সংশয়ের পর সিদ্ধান্ত—অক্ষর পরব্রহ্ম—তৎস্বক্কার নিষেধবুদ্ধি সমস্তই সর্ব্বত্র উপসংহার্য্য অর্থাৎ সকল নিষেধ-বাক্যই সর্ব্বত্র লইয়া বাইতে হইবেক। তৎপ্রতি হেতু—সামান্য ও তদ্ভাব। সামান্য=সমান প্রকাব বা সমান প্রণালীতে কথিত। তদ্ভাব=বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ভাব সর্ব্বত্র সমান স্থিতি। ফলিতার্থ—ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বনিষেধের আশ্রয়। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রুতিস্থ নিষেধ প্রত্যেক শ্রুতিতে নীত হইবেক, হইয়া একবাক্য প্রক্রিয়ার অধীনকরস অক্ষর পরব্রহ্ম বোধিত হইবেক। (ভাষ্যব্যাপ্য দেখ)।

প্রাপ্তিঃ ? উত ব্যবস্থা ? ইতি সংশয়ে শ্রুতিবিভাগাৎ ব্যবস্থা-
প্রাপ্তাবুচ্যতে—

অক্ষরধিয়ন্তু বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধয়ঃ সৰ্ব্বাঃ সৰ্ব্বত্রাবরোদ্ধব্যাঃ,
সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্ । সমানো হি সৰ্ব্বত্র বিশেষনিরাকরণরূপো
ব্রহ্মপ্রতিপাদনপ্রকারঃ । তদেব চ হি সৰ্ব্বত্র প্রতিপাদ্যং ব্রহ্মা-
ভিন্নং প্রত্যভিজ্ঞায়তে । তত্র কিমিত্যন্তত্র কৃত্য বুদ্ধয়োহন্তত্র ন
স্ব্যঃ । তথা চ “আনন্দাদয়ঃ প্রধানন্ত” ইত্যত্র [বে० সূ० ৩৩।১১]
ব্যাখ্যাতম্ । তত্র বিধিরূপাণি বিশেষণানি চিন্তিতানি, ইহ তু
প্রতিষেধরূপাণীতি-বিশেষপ্রপঞ্চার্থশ্চায়ং চিন্ত্যভেদঃ । ঔপসদব-

বাদজ্ঞানাৎ তত্শ্চৈব প্রাথম্যাৎ তন্নিবন্ধন এবোচ্চৈঃস্বর ইতি । এবং প্রাপ্ত-
উচ্যতে—

গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ । অয়মর্থঃ—উৎপত্তি-
বিধিগুণৈ বিনিয়োগবিধিস্তু প্রধানম্ । তদনয়োর্যাতিক্রমে বিবোধে । উৎপত্তি-
বিধ্যালোচনেনোচ্চৈঃ, বিনিয়োগবিধ্যালোচনেন চোপাংশুভম্ । সোহয়ং
বিরোধো ব্যতিক্রমশ্চিন্তি ব্যতিক্রমে মুখ্যেন প্রধানেন বিনিয়ুজ্যমানত্বরূপেণ তন্ত
বারবস্তীয়াদেৰ্বেদসংযোগো গ্রাহ্যো নোপদ্যমানত্বেন গুণেন । কুতঃ । বিনি-
য়ুজ্যমানত্বস্ত মুখ্যত্বেনোৎপত্ত্যমানত্বস্ত গুণত্বেন তদর্থত্বাদ্বিনিয়ুজ্যমানার্থত্বাচ্চৎপত্ত্য-
মানত্বস্ত । এতদ্বস্তবতীতি—যদ্যপ্যুৎপত্তিবিধাবপি চাতুরূপ্যমস্তি, বিধিত্ত্বাবিশেষাৎ
তন্মাত্রানান্তরীয়কৃত্বাচ্চ চাতুরূপ্যন্ত, তথাপি বাক্যানামৈদম্পর্গ্যং ভিজ্ঞতে । একত্বে
বিধেৰুৎপত্তিবিবিনিয়োগাধিকারপ্রয়োগরূপেচ্ চতুস্ মধ্যে কিঞ্চিদেব রূপং কেন-
চিৎসাক্ষ্যোনোল্লিখ্যতে, বদন্ততোহ প্রাপ্তম্ । তত্র যদ্যপি সামবেদে সামানি বিহিতানি,
হইয়াছে, সেই শাখ্যাধ্যাবীরা সেই বিশেষণেই ব্রহ্ম জানিবেন) । পূৰ্ব্বপক্ষে
পাওয়া যায়, যখন শ্রুতি সকল বিভাগান্বিত অর্থাৎ বিভিন্ন, তখন ব্যবস্থাপক্ষই
গৃহীতব্য ।

এই পূৰ্ব্বপক্ষের পরে বা উপবে সিদ্ধান্ত এই যে, সমুদায় বিশেষনিষেধক
বিশেষণ সৰ্ব্বত্র বা সমুদায় শাখায় উপসংহার্য্য । অর্থাৎ সৰ্ব্বত্রই সমুদায় নিষেধ-
পর ব্রহ্মবিশেষণ একত্রিত করিয়া অদ্বয় ব্রহ্ম জানিতে হইবেক । এতৎ প্রতি
হেতু—সামান্ত ও তদ্ভাব । অর্থাৎ সৰ্ব্বত্রই সমান প্রক্রিয়ায় ব্রহ্ম বুঝান হইয়াছে,
এবং একই ব্রহ্ম সৰ্ব্ব শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে । যখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদন-
প্রণালী সৰ্ব্বত্র এক ও একরূপ, তখন আর একস্থানোক্ত বিশেষণ স্থানান্তরে কেন
নীত বা গৃহীত হইবে না ? “আনন্দাদয়ঃ প্রধানন্ত” সূত্রে কেবল বিধিমুখ
বিশেষণ গুলি বিচারিত হইয়াছে, এ সূত্রে কেবল নিষেধমুখ বিশেষণ বিচারিত
হইল, এই মাত্র বিশেষ, এবং এই বিশেষের বিস্তারার্থ বিচারের প্রভেদ । অর্থাৎ
ছইটি পৃথক্ বিচার উপস্থাপিত হইয়াছে । [ঔপসদ...ইত্যত্র] প্রোক্ত সিদ্ধান্তের

দিতি নিদর্শনম্। যথা যামদগ্ন্যেহহীনে পুরোডাশাশিনীষূপসংস্থ
চোদিতাস্ত পুরোডাশপ্রদানমন্ত্রাণাং “অগ্নেৰ্বৈর্হোত্রং বেরধ্বরম্”
ইত্যেবমাদীনাং মুদাত্তবেদোৎপন্নানামপ্যধ্বর্যুভিরভিসম্বন্ধো ভবতি।
অধ্বর্যুকর্তৃকত্বাৎ পুরোডাশপ্রদানশ্চ। প্রধানতন্ত্রত্বাচ্চাক্ষানাম্।
এবমিহাপ্যক্ষরতন্ত্রত্বাৎ তদ্বিশেষণানাং যত্র কচিদপ্যুৎপন্নানাম-
ক্ষরেণ সৰ্ব্বত্রাভিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তদ্বক্তং প্রথমে কাণ্ডে “গুণ-
মুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ” [জৈঃ সূঃ]
ইত্যত্র ॥ ৩। ৩। ৩৩ ॥

তথাপি তদ্বাক্যানাং তত্ত্বপত্তিমাত্রপরতা, বিনিয়োগস্ত যাজুর্বেদিটকরেব বাটক্যঃ
প্রাপ্তত্বাৎ। তথা চোৎপত্তিবাক্যোভ্যঃ সমীহিতার্থাভিতলন্তাৎ বিনিয়োগবাক্যো-
ভ্যশ্চ তদবগতেত্তদর্থাত্ত্বেবোৎপত্তিবাক্যানি ভবন্তীতি তত্র যেন বাক্যেন বিনি-
য়ুক্তান্তে, তন্ত্বেব স্বরশ্চ সাধনত্বসংস্পর্শিনো গ্রহণং, ন তু রূপমাত্রসংস্পর্শিন ইতি।
ভাষ্যকাব্যায়মপ্যাদাহরণমেবমেব যোজয়িতব্যম্। উদাত্তবেদোৎপন্নানাং মন্ত্রাণামু-
দাত্তা প্রয়োগে প্রাপ্তেহধ্বর্যুপ্রদানকেহপি পুরোডাশে বিনিয়ুক্তত্বাৎ প্রাধান্যানু-
বোধেনাধ্বর্যুগৈব তেষাং প্রয়োগো নৈকীকৃত্যেতি দাষ্টান্তিকৈঃ। “এবমিহাপি”
ইতি ॥ ৩। ৩। ৩৩ ॥

অনুকূল দৃষ্টান্ত উপসদ বাগ। যমদগ্নিকৃত অহীন সজে পুরোডাশাশিনী উপসদের
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।* তাহাতে যে পুরোডাশ প্রদানেব মন্ত্র পঠিত হয়, সে
মন্ত্র উদাত্তবেদোৎপন্ন অর্থাৎ সামবেদোৎপন্ন (সামবেদেই সে সকলের প্রথম
উপদেশ), অথচ পুরোডাশ উদাত্তকর্তৃক প্রদত্ত না হইয়া অধ্বর্যুকর্তৃক প্রদত্ত
হয়। অঙ্গ সকল প্রদানেব অধীন, তৎকারণে ও পূর্বোক্ত কারণে অধ্বর্যুব সহিত
সে সকলের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অধ্বর্যুই সর্বত্র পুরোডাশ প্রদান মন্ত্র
পাঠ করেন। যজ্ঞপ সামবেদোৎপন্ন পুরোডাশপ্রদানমন্ত্র সার্বত্রিক, তজ্জপ,
কচিদুৎপন্ন অক্ষর (ব্রহ্ম) বিশেষণগুলিও সার্বত্রিক অর্থাৎ অক্ষরতন্ত্রতাহেতু
সর্বত্রই অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ হয়। এ কথা বা এ সিদ্ধান্ত প্রথম কাণ্ডে অর্থাৎ
পূর্বমীমাংসায় কথিত হইয়াছে। যথা—“গুণ (অঙ্গ) ও মুখ্য (অঙ্গী); তদ্ব-
ভয়ের বিরোধ হইলে মুখ্যের (অঙ্গীর) সহিতই অমুখ্যের বা অঙ্গের (মন্ত্রনিচয়ের)
সম্বন্ধ হইবেক” ॥ ৩। ৩। ৩৩ ॥

* যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়া শাখায় পুরোডাশসাধ্য যাগের বিধান আছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দিনসাধ্য
একটি যাগ—সে যাগের নাম অহীন। অহীন যাগ যমদগ্নিকর্তৃক প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—
সেই কারণে তাহার অগ্নি নাম যামদগ্ন্যা অহীন। এই অহীন যাগে পুরোডাশঘটিত উপসদ
নামক অঙ্গবাগ অনুষ্ঠিত হয়। উপসদ পুরোডাশপ্রদানসাধ্য এবং পুরোডাশপ্রদানের মন্ত্র গুলি
সামবেদোৎপন্ন, অথচ তাহা সার্বত্রিক অর্থাৎ তাহা উদাত্তকর্তৃক পঠিত না হইয়া অধ্বর্যুকর্তৃক
পঠিত হয়। অধ্বর্যু=যজুর্বেদিত্তকর্তৃক যজ্ঞপূর্বোক্ত। উদাত্তা=সামবিহিত কর্তৃক।

ইয়দামননাং ॥ ৩ । ৩ । ৩৪ ॥*

“হা সুপর্ণা সযুক্তা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে ।

তয়োরন্যঃ পিপ্লবং স্বান্বত্যানশ্লম্নম্যোহভিচাক্ষীতি ॥”

ইত্যধ্যাত্মাধিকারে মল্লমাথর্বণিকাঃ শ্বেতান্বতরশ্চ পঠন্তি ।

তথা কঠাঃ—

“ঋতং পিবন্তৌ স্কৃতস্য লোকে

গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাক্ষ্যে ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি

পঞ্চায়্যো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥” ইতি ।

কিমত্র বিদ্যৈকত্বমুত বিদ্যানানাত্বমিতি সংশয়ঃ । কিং

গুহাং প্রবিষ্টবান্মানাবিত্যত্র সিদ্ধোহপার্থঃ প্রপঞ্চ্যতে । একত্র ভোক্তৃ-
ভোক্ত্র্যর্কত্বতা, অন্তত্র ভোক্ত্র্যরেবেতি বেদ্যভেদাদিত্যভেদ ইতি । ন চ
স্বষ্টীক্লপদধাতীতিবৎ পিবদপিবলক্ষণাধ্বরং পিবন্তাবিতি নেতুমুচিতম্ । সতি
মুখ্যার্থসম্ভবে তদাশ্রয়ণাযোগাৎ । ন চ বাক্যশেষাহুরোধাত্তদাশ্রয়ণম্ । সন্দেহে
হি বাক্যশেষান্নির্ণয়ো ন চ মুখ্যলক্ষণিকগ্রহণবিষয়ো বিশয়ঃ সম্ভবতি, তুল্যবল-
ভাবাবাৎ, প্রকরণস্ত চ ততো বলীয়সা বাক্যেন বাধনাৎ । তস্মাদেত্তভেদা-
দিত্যভেদ ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে ।

অথর্ববেদাধ্যায়ীরা ও শ্বেতান্বতরশাখাপাঠীরা উপনিষদে অধ্যাত্মবিজ্ঞাপ্রকরণে
একটা মন্ত্র (শ্লোক) বলিয়াছেন । যথা—“একই বৃক্ষে দুইটা পক্ষী এক সঙ্গে
বাস করে, তঁহারা পরস্পর পরস্পরের সখা । তদুভয়ের একটি তদবৃক্ষজাত
স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অন্তটা ভক্ষণ না করিয়াও দীপ্যমান হয় । (অর্থাৎ
সেটাকেও ভোক্তার স্তায় দেখায়) ।” কঠ-উপনিষদেও ঐরূপ একটা মন্ত্র আছে ।
যথা—“ব্রহ্মবাদীরা বলেন, যজ্ঞপ ছায়া ও আতপ, তজ্রপ দুইটা, স্কৃততের লোকে
(দেহে) ঋতপানকর্তা (কর্মফল ভোক্তা) হইয়া প্রবিষ্ট (বুদ্ধিতত্ত্বে সমাক্রুত)
আছে ।” এই দুই মন্ত্রে, ব্রহ্ম প্রতিপাদনের প্রকার বিভিন্ন—অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার ঐক্য
দেখা যায় । সেই জন্ত সংশয় হয়, ঐ দুই বাক্যে কি একই বিজ্ঞা (জ্ঞান)
উপদিষ্ট হইয়াছে ? না বিভিন্ন বিজ্ঞা কথিত হইয়াছে ? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়,
যখন বিশেষযুক্তি আছে—তখন অবশ্যই বিজ্ঞাভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।
পক্ষীক্লপ বাক্যে দুএর কথা, ঋতপান বাক্যেও দুএর কথা, কিন্তু প্রথমোক্ত বাক্যে

* ইয়ন্তরা বিতপরিচ্ছেদেনান্যানং কথনং, তস্মাৎ ১ বিদ্যাকামিতি শেষঃ ।

উক্ত মন্ত্রের একই বস্তু বিতপরিচ্ছেদে (বিবচনের দ্বারা বিভিন্ন করিয়া) বর্ণন করিয়াছেন,
বিভিন্ন বস্তু বলেন নাই, সুতরাং তাহাতেও বিজ্ঞার (জ্ঞানের) একত্ব নিশ্চিত হয় ।

তাবৎ প্রাপ্তম্ ? বিদ্যানানাত্মমিতি । কুতঃ ? বিশেষদর্শনাৎ ।
 দ্বা স্বপ্নেত্যত্র হে কস্মৈ ভোক্তৃৎ দৃশ্যতে, একস্মৈ চাভোক্তৃৎ ।
 ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র তু ভয়োরপি ভোক্তৃৎ দৃশ্যতে । তদ্ব্যেং
 রূপং ভিদ্যমানং বিদ্যাং ভিন্দ্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—বিদ্যৈ-
 কত্বমিতি ।

কুতঃ ? যত উভয়োরপ্যেতয়োঃ স্তয়োঃ পিতৃপরিচ্ছিন্নং দ্বিত্বো-
 পেতং বেদ্যরূপমভিন্নমামনন্তি । ননু দর্শিতো রূপভেদঃ । নেতৃত্ব-
 চ্যতে । উভাবপ্যেতৌ মন্তৌ জীবদ্বিতীয়মীশ্বরং প্রতিপাদয়তঃ,
 নার্নাস্তরম্ । “দ্বা স্বপ্না” ইত্যত্র তাবৎ “অনন্তমন্তোহভিচাক্ষীতি”
 ইত্যশনায়াদ্যতীতঃ পরমাত্মা প্রতিপাদ্যতে । বাক্যশেষেহপি চ
 স এষ প্রতিপাদ্যমানো দৃশ্যতে “জুষ্কং যদা পশ্যত্যন্তমীশম্”
 ইতি । “ঋতং পিবন্তৌ” ইত্যত্র তু জীবে পিবতীত্যশনায়াদ্যতীতঃ

দ্বা স্বপ্নেত্যত্র ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র চ দ্বিত্বসংখ্যাংপত্তৌ প্রতীয়তে । তেন
 সমানতোঃ সর্গিকী পিবন্তাবিত্যত্র দ্বয়োঃ পিবন্তা যা, সা বাধনীয়া, সা চোপক্রমোপ-
 সংহারান্তরোধেন ন দ্বয়োঃ, অপি তু ছত্রিভ্যায়ৈন লাক্ষণিকী ব্যাখ্যেয়া । যেন হ্যপ-
 ক্রম্যতে, যেন চোপসংহ্রিয়তে, তদন্তরোধেন মধ্যং নেয়ম্ । যথা জাম্বিন্দোষ-
 সন্ধীর্ভনোপক্রমে তৎপ্রতিসমাধানোপসংহারে চ সন্দর্ভে মধ্যপাতিনো বিষ্ণুরূপাংশু
 যটব্যোহজ্জামিহাযেতাদয়ঃ পৃথগ্বিত্ত্বমলভমানা বিধিত্ত্বমবিবক্ষিত্বার্থবাদতয়া

একের ভোক্তৃৎ ও অপরের অভোক্তৃৎ ; দ্বিতীয় বাক্যে অর্থাৎ ঋতপান বাক্যে
 উভয়েরই ভোক্তৃৎ কথিত হইতে দেখা যায় । তাহাতেই (ঐ প্রকার বিশেষ
 উক্তিতেই) প্রতীত হয় যে, উক্ত উভয় বাক্যের বিজ্ঞেয় ভিন্ন । এইরূপ পূর্ণগুরু
 উপস্থিত হওয়ায় তৎসিদ্ধান্তার্থ বলা হইল—স্বদামননাৎ ।

বেদ যে ঐ দুই মন্ত্রে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দ্বিত্ববিশিষ্ট জ্ঞেয় বস্তু বলিয়াছেন,
 তাহা অভিন্ন অর্থাৎ একই বস্তু, (স্তবরাং বিভাও এক ; বহু নহে) । [ননু...
 প্রপঞ্চিতম্] বাহ্য বিজ্ঞেয়ের রূপভেদ বলিয়া দেখাইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা রূপভেদ-
 প্রযোজক নহে । উক্ত উভয় মন্ত্রেই দ্বিতীয় ঈশ্বর প্রতিপাদন করিতেছে, অত
 কিছু পৃথক বস্তু বলিতেছে না । অপিচ, পক্ষীরূপক বাক্যে যে, অশনায়াদি-
 অতীত পরমাত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা তৎসন্দর্ভের শেষ বাক্য দেখিলেও
 জানা যায়, বুঝা যায় । যথা—“যখন প্রীত্যানন্দ ও সেবাস্থান, স্তবরাং আত্মাতিরিক্ত
 ঈশ্বরকে দেখে অর্থাৎ জানে—” ইত্যাদি । ঋতপান বাক্যেও পরমাত্মা

পরমাত্মাপি তৎসাহচর্য্যাং ছত্রিণ্যেয়ং পিবতীত্ব্যপচর্য্যতে ।
পরমাত্মপ্রকরণং হেতুং, “অন্যত্র ধর্মান্যত্রাধর্মাং” ইত্ব্যপক্র-
মাৎ । তদ্বিষয় এবাত্মাপি বাক্যশেষো ভবতি “যঃ সেতুরীজা-
নানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্” ইতি । “গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানো
হি” ইত্যত্র চৈতৎ প্রপঞ্চিতম্ । তস্মাৎ নাস্তি বেদ্যভেদঃ ।
তস্মাচ্চ বিদৈকত্বম্ । অপি চ, ত্রিষপ্যেতেষু বেদান্তেষু
পৌৰ্ব্বাপর্য্যপৰ্য্যালোচনয়া পরমাত্মবিদ্যেবাবগম্যতে, তাদাত্ম্যবিব-
ক্ষয়েব জীবোপাদানং, নার্থাস্তরবিবক্ষয়া । ন চ পরমাত্মবিদ্যায়াং

নীতাঃ । তৎ কস্ত হেতোঃ ? একবাক্যতা হি সাধীয়সী বাক্যভেদাদিতি ।
তথেষাপি তদন্তরোধেন পিবদপিবৎসমূহপরং লক্ষণীয়ং পিবন্তাবিত্যনেন । তথা চ
বিজ্ঞানভেদাভেদভেদ ইতি । অপি চ “ত্রিষপ্যেতেষু বেদান্তেষু” প্রকরণত্রয়েহপি
“পৌৰ্ব্বাপর্য্যপৰ্য্যালোচনয়া পবমাত্মবিদ্যেবাবগম্যতে ।” যন্তেবং, কথং তর্হি
জীবোপাদানমন্তীত্যত আহ—“তাদাত্ম্যবিবক্ষয়া” ইতি । নাত্মাং জীবঃ প্রতি-
পাণ্ডতে, কিন্তু পরমাত্মনোভেদং জীবন্ত দর্শয়িতুমসাবনুত্তে । পরমাত্মবিজ্ঞান্যচ্চা-
ভেদবিষয়ত্বান ভেদাভেদবিচারাবতারঃ । * তস্মাদৈকবিত্তমত্র সিদ্ধম্ ॥৩৩৩-৩৪॥

অভিহিত হইয়াছেন, পরন্তু ছত্রিণ্যে * তাঁহাকেও পানকর্তা বলা হইয়াছে ।
বিশেষতঃ ঐ প্রকরণ পরমাত্মসম্বন্ধীয় । কেন-না প্রোক্ত, মন্দর্ভের প্রাবস্ত—“যাহা
ধর্ম্মাদির অর্ন্তীতি—তাহাই বল” এইরূপে । উহার শেষবাক্যও পরমাত্মবিষয়ক ।
যথা—“যিনি অক্ষর অর্থাৎ কুটবন্নির্বিচার পরব্রহ্ম—” ইত্যাদি । এ সকল কথা
“গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানো হি” সূত্রে বিশদরূপে বলা হইয়াছে । [তস্মাৎ ..সংহাব
ইতি] অতএব, উক্ত মন্তব্যে স্তেয় ভেদ না থাকায় জ্ঞানভেদও নাই । অপিচ,
বেদান্তত্রয়ের পূর্ব্বাপর পর্যালোচনা করিতে গেলে তাহাতে পবমাত্মবিজ্ঞানই বিজ্ঞাত
হওয়া যায় । তন্মধ্যে যে জীবের গ্রহণ বা উল্লেখ আছে, তাহা ব্রহ্মতাদাত্ম্য-বিব-
ক্ষায় জানিবে । অর্থাৎ জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে, ইহা বলিবার জন্যই ব্রহ্মসাহচর্য্যে
জীবের কথন হইয়াছে জানিবে । ঐ সকল বাক্যে জীব একটা ব্রহ্মের ত্রায়
পৃথক বা স্বতন্ত্র বস্তু, ইহা প্রতিপাদিত হয় নাই । আরও কণা এই যে, পরমাত্ম-
জ্ঞানে ভেদাভেদ বিচার আসিতেই পারে না (স্থান পায় না); সূত্রায়ং এ
বিচার সেই পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মবিচারের উৎকর্ষকারক মাত্র । বিচারের ফল এই

* ছত্রিণ্যয় । একজন হত্র্যারীর সঙ্গে অন্ত নিশ্ছত্রী থাকিলেও দূরত্ব দর্শকগণ বলিয়া থাকে, ঐ
দেখ—ছাত্রীওয়ালারা বাইতেছে । ত্রয় না থাকিলেও ছত্র্যারীর সঙ্গে লোক ছত্রী বলিয়া
উপচরিত হইতে দেখা যায় । সেইরূপ জীবের ভোগ জীবসঙ্গ পরমাত্মায় উপচরিত জানিবে
এবং পবমাত্মার উদাসীন্তও জীবের আনীত বা উপচরিত, ইহাও স্মরণ রাখিবে ।

ভেদাভেদ-বিচারাবতারোহস্তীত্বাক্তম্। তস্মাৎ প্রপঞ্চার্থ এবৈষ
প্রয়োগঃ। তস্মাচ্চাধিকধর্মোপসংহার ইতি ॥ ৩। ৩। ৩৪ ॥

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥*

“যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম,” “য আত্মা সর্বসত্ত্বঃ” ইত্যেবং
দ্বিরুশস্তি-কহোলপ্রশ্নয়োর্নৈরন্তর্য্যেণ বাজসনেয়িনঃ সমামনস্তি।
তত্র সংশয়ঃ—বিদ্যৈকত্বং বা স্বাধ্বিদ্যানানাত্বং বেতি। কিং
তাবৎ প্রাপ্তম্? বিদ্যানানাত্বমিতি। কুতঃ? অভ্যাসসামর্থ্যাৎ।
অনুথা হন্যন্যাতিরিক্তার্থং দ্বিরাত্মানমনর্থকমেব স্ম্যৎ। তস্মাৎ
যথাভ্যাসাৎ কর্মভেদঃ, এবমভ্যাসাৎ বিদ্যাভেদ ইত্যেবং প্রাপ্তে
প্রত্যাহ। অন্তরাত্মানাবিশেষাৎ স্বাত্মনো বিদ্যৈকত্বমিতি।

কৌষীতকেয়-কহোল-চাক্রায়াণোষস্ততৎপ্রশ্নোপক্রময়োর্বিভ্রয়োর্নৈরন্তর্য্যেণাত্মাতয়োঃ
কিমস্তি। ভেদো ন বেতি বিশয়ে, ভেদ এবেতি ক্রমঃ। কুতঃ। যন্তপ্য-
ভয়ত্র প্রশ্নোত্তরয়োঃভেদঃ প্রতীয়তে, তথাপি তদৈকৈকত্ব পুনঃ শ্রুতেরবিশে-
ষাদানর্থক্যপ্রসঙ্গাদ্বজত্যাভ্যাসবদ্ভেদঃ প্রাপ্তিঃ। ন চৈকশ্চৈব তাণ্ডিনাং নবকৃষ্ণ-
যে, প্রোক্ত কারণে অধিক ধর্মগুলির উপসংহার হইবেক, অর্থাৎ পক্ষীরূপক-
বাক্যে স্ততপানাদি না থাকিলেও তাহা গৃহীত হইবেক ॥ ৩। ৩। ৩৪ ॥

বাজসনেয়ী শাখায় উশস্তি ও কহোল এই দুই মূনির প্রশ্নবচনিত আখ্যায়িকা
আছে। তাহাতে একবার এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—“যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ
অপবোক্ষ—”। অন্যবার কথিত হইয়াছে—“যে আত্মা সর্বাসত্ত্বঃ।” পর
পর অব্যবধানে ঐরূপ কথিত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানেব ঐক্যাত্মক্য বিষয়ে
সংশয় উপস্থিত হয়। (প্রথম শ্রুতিতে ব্রহ্মে অপরোক্ষত্বরূপ আত্মধর্ম থাকা
কথিত হইয়াছে, এবং তৎপরবর্তী শ্রুতিতে সর্বাসত্ত্বরত্বরূপ ব্রহ্মধর্মক আত্মা
অভিহিত হইয়াছেন। পর পর দুই প্রশ্নে দুই প্রকার অভিধান থাকাতাই উক্ত
সংশয় উপস্থিত হয়।) সংশয়ের আকার এই যে, উক্ত উভয় প্রশ্নে জ্ঞানের ঐক্য
আছে কি প্রভেদ আছে। প্রথম প্রশ্নেব দ্বাবা এক প্রকাব ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপাদিত ও
দ্বিতীয় প্রশ্নে অল্প প্রকাব জ্ঞান সঞ্চিত হইবে, ইহাই কি পবমার্থ? না উভয়
প্রশ্নেব সামঞ্জস্যে একই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে, ইহাই পরমার্থ? পর পর প্রশ্নদ্বয়
ধাকায় তদৃষ্টে পূর্বপক্ষ দাঁড়ায়—উভয় প্রশ্ন বিভিন্ন জ্ঞান জন্মায়। এ

* ভূতগ্রামবৎ ভূতগ্রামদৃষ্টাস্তেন অথবা ভূতগ্রামোপলব্ধিত্ত্বশ্রুতিনিদর্শনেন স্বাত্মন এব
অন্তরা সর্বাসত্ত্বং, তত্চ নিদ্রাকামিতি নৃত্যার্থঃ।

যেমন পৃথিব্যাदि ভূতের একটি ব্যতীত সকল গুলি মুখা আত্মর নহে, তেমনি, পরমাত্মা ব্যতীত
অল্প কিছু সর্বাসত্ত্ব নহে। বিচারের ফল এই যে, আত্মজ্ঞান এক ও একই প্রকার; তাহাতে
বিভেদ নাই। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

সর্বাস্তুরো হি স্বাত্মোভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টঃ পৃচ্ছ্যতে প্রতুচ্যতে চ। ন হি দ্বাবাত্মানাবেকস্মিন্ দেহে সর্বাস্তুরো সম্ভবতঃ। তদা হ্যেকশ্রাঙ্গসং সর্বাস্তুরত্বং কল্লোত, একশ্চ তু ভূত-গ্রামবন্মৈব সর্বাস্তুরত্বং শ্রাৎ। যথা চ পঞ্চভূতসমূহে দেহে পৃথিব্যা আপোহস্তরা অদ্যশ্চ তেজোহস্তরমিতি সত্যপ্যাপেক্ষিকে সর্বাস্তুরত্বে নৈব মুখ্যং সর্বাস্তুরত্বং ভবতি, তথেষাপীত্যর্থঃ। অথবা ভূতগ্রামবদिति শ্রুত্যস্তুরং নিদর্শয়তি। যথা—

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।”

উপদেশেহপি যথা ভেদো ন ভবতি “স আত্মা, তত্ত্বমসি স্বৈতকেতো” ইত্যত্র, তথেষাপ্যভেদ ইতি যুক্তম্। “ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু” ইতি হি তত্র শ্রয়তে, তেনাভেদো যুক্তো। ন চেহ তথাস্তি। তেন যত্বপীহ বেদ্যাভেদো-হবগম্যতে, তথাপ্যেকত্র তস্মৈবানায়াদিমাাত্রাত্যযোপাধেয়পাসনাদেকত্র চ কার্য-করণবিরহোপাধেয়পাসনাদিভেদ এবেতি প্রাপ্তে, প্রতুচ্যতে—নৈতদুপাসনা-বিধানপরম্, অপি তু বস্তুস্বরূপপ্রতিপাদনপরং প্রশ্নপ্রতিবচনালোচনেনোপলভ্যতে। কিমতো যদ্যেবম্, এতদতো ভবতি, বিব্ধরপ্রাপ্তপ্রাপণার্থাৎ প্রাপ্তাবহুপপত্তিঃ। বস্তুস্বরূপস্ত পুনঃপুনরুচ্যমানমপি ন দোষমাবহতি, শতক্লেশোহপি হি পথ্যং বদ-ন্ত্যাপ্তাঃ। বিশেষতস্ত বেদঃ পিতৃভ্যামপ্যভ্যাহিতঃ। ন চ সর্বণা পৌনরুক্ত্যম্।

পঞ্চ অভ্যাস-অর্থাৎ দ্বিচ্চারণের শক্তিতেই স্থিরীকৃত হয়। যে স্থলে অর্থের ন্যূনাতিরেক না থাকে, যদি সমানার্থতা থাকে, তবে তাদৃশ উচ্চারণেব দ্বিচ্ছ (হুইবার বলা) নিরর্থক। (অবশ্যই সাক্ষাৎ অপবোক্ষ ও সর্বাস্তব, এত্ কথার অর্থপ্রভেদ আছে, অর্থপ্রভেদ না থাকিলে পুনরুক্ত দোষ হইবেক,) অতএব, যেমন অভ্যাসের (দ্বিচ্চারণের) বলে কর্মের ভেদ স্বীকৃত হয়, তেমনি বিভ্রাভেদও স্বীকৃত হইতে পারে। এই পূর্বপক্ষেব প্রতিপক্ষে যত্র বলা হইল—অস্তুরা ভূতগ্রামবৎ। আত্মসম্বন্ধীয় আত্মার্থ্য কথনেনব অবিশেষ থাকায় (প্রভেদ না থাকায়) বিভ্রার একই পক্ষই গ্রাহ্য। [সর্বাস্তুরো...ইত্যর্থঃ] উক্ত উভয় সন্দর্ভেই অবিশেষে সর্বাস্তুর আত্মা জিজ্ঞাসিত ও প্রতুচ্যত্রিত হইয়াছেন। একই দেহে দুই আত্মার সর্বাস্তুরতা অসম্ভব; সুতরাং একেব মুখ্য সর্ব স্তবতা ও অপরের ভূতসমূহের দৃষ্টান্তে আপেক্ষিক সর্বাস্তুরতা, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। যেমন এই পাঞ্চভৌতিক দেহে পৃথিবী হইতে জলের অন্তবতা, জল অপেক্ষা তেজের অন্তবতা, এইরূপে সকল গুলিই অপেক্ষাকৃত সর্বাস্তুর, কোনটাই মুখ্য বা স্বতঃ সর্বাস্তুর নহে, তেমনি, একই দেহে আত্মাধরের সর্বাস্তুরতা আপেক্ষিক ব্যতীত মুখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। [অথবা...বিদ্যেকল্পম্] অথবা একরূপ ব্যাখ্যা কবিতোও পাব। ভূতগ্রামবৎ এই কথায় শ্রুত্যস্তব নিদর্শিত

ইত্যগ্নিন্ মন্ত্রে সমস্তেষু ভূতগ্রামেষ্বেক এব সর্বাস্তর আত্মা
আন্নায়তে, এবমনয়োরপি ব্রাহ্মণয়োরিত্যর্থঃ। তস্মাদ্বেতৈক-
ত্বাদ্বৈদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপ-

দেশান্তরবৎ ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥ *

অথ যদুক্তম্—অনভ্যুপগম্যমানে বিদ্যাভেদে আন্নানভেদানুপ-
পত্তিরিতি, তৎ পরিহর্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ। উপ-
দেশান্তরবদুপপত্তেঃ। যথা তাণ্ডিনায়ুপনিষদি ষষ্ঠে প্রপাঠকে
“স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” ইতি নবকৃত্তোহপ্যুপদেশে ন
একজ্ঞানান্নাত্মাত্মাদন্তত্র চ কার্য্যকরণপ্রবিলয়াৎ। তস্মাদেকা বিদ্যা, প্রত্যভি-
জ্ঞানাৎ। উভাত্ম্যমপি বিজ্ঞাত্যাং ভিন্ন আত্মা প্রতিপাদ্যত ইতি যো মনতে
পূর্বপক্ষৈকদেশী, তৎ প্রতি সর্বাস্তরত্ববিরোধো দর্শিতঃ ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥

হইয়াছে। অর্থাৎ যদ্রুপ দৈহিক ভূতগ্রামের মধ্যে একই আত্মবস্তু সর্বাস্তর,
তদ্রুপ। শ্রুতাস্তর যথা—“সেই একই দেব সমুদায় ভূতে গুট, তিনি সর্বব্যাপী
ও সর্বভূতের (প্রণীর) অন্তবাস্ত্রা।” এই শ্রুতিতে ‘একই আত্মা সমুদায় ভূতে
সর্বাস্তর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব, নির্দিশিত শ্রুতিদ্বয়ের প্রতিপাদ্য
এক, সে জ্ঞাত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানও এক ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥

বলা হইয়াছিল, জ্ঞানভেদ স্বীকার ব্যতীত শ্রুতুক্ত দ্বিচ্ছারণ সম্ভব হয় না,
এই স্বত্রে সে আপত্তির প্রত্যাপত্তি হইতেছে। উত্থাপিত আপত্তির প্রতি আমরা
বলি, ঐরূপ অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিচ্ছক্তি দোষাবহ নহে। উহা অত্র উপদেশের
দৃষ্টান্তে উপপন্ন (সম্ভব) হইতে পারে। যেমন তাণ্ডিশাখার উপনিষদের
(ছান্দোগ্যের) ষষ্ঠ প্রপাঠকে “হে শ্বেতকেতু, সে-ই আত্মা—তাহাই তুমি”
এইরূপ উপদেশ নবকৃত্ত্বঃ অর্থাৎ নয় বার পঠিত হইলেও সে স্থলে জ্ঞানভেদ
স্বীকৃত হয় নাই, ঐ নয় বাবে একই জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, সর্বাস্তরতার অভ্যাসও

* অন্যথা বিজ্ঞাত্ত্বদানঙ্গীকারে ভেদানুপপত্তিবভ্যাসশ্রুতেক্ষাঃ শ্রাদ্ধিতি ন বক্তব্যম্।
উপদেশান্তরবৎ—অন্তোপদেশ ইবাবভ্যাসঃ সম্ভবন্ত ইত্যর্থঃ। অন্তোপদেশস্তত্ত্বমসি-বাক্যম্।
তচ্চ নবকৃত্ত্বঃ প্রদীষ্টম্। স এবাবভ্যাসঃ কৰ্ম্মভেদকো ভবেন, যো নিরর্থক এব শ্রাবৎ। ইহ তু উশ্চি-
ব্রাহ্মণোক্তান্নন এবাশনান্নাদ্যুৎপন্নকপরিণেয়কথনার্থবাদভ্যাসোহপ্তথাষিদ্ধো ন বিজ্ঞাত্ত্বদক
ইতি নির্গলিত্যর্থঃ।

উক্তিভেদ অনুসারে জ্ঞানভেদ স্বীকার না করিলে উক্তিভেদের বৈষম্য হয়, এক কথা এ স্থলে
বলিতে পার না। ঐ উক্তিভেদ অন্ত উপদেশের অর্থাৎ তত্ত্বমসি উপদেশের দৃষ্টান্তে সম্ভব হইবে।
তত্ত্বমসি-বাক্য নয় বার উচ্চারিত হইয়াছে, অথচ সে স্থলে জ্ঞানের একত্ব আছে। এখানেও সেইরূপ
ধাকিবেক।

বিদ্যাভেদো ভবতি, এবমিহাপি ভবিষ্যতি । কথঞ্চ ন নবকৃত্ত-
উপদেশে বিদ্যাভেদো ভবতি ? উপক্রমোপসংহারাত্মমৈকা-
র্থ্যাবগমাৎ । “ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু” ইতি চৈকশ্চৈ-
বার্থস্য পুনঃপুনঃ প্রতিপিপাদয়িষিতত্বেনোপক্ষেপাদাশঙ্কান্তর-
নিরাকরণেন চাসকৃদুপদেশোপপত্তেঃ । এবমিহাপি প্রসঙ্গরূপা-
ভেদাৎ “অতোহন্যদার্তম্” ইতি চ পরিসমাপ্ত্যবিশেষাদুপ-
ক্রমোপসংহারৌ তাবদেকার্থবিষয়ো দৃশ্যেতে । “যদেব সাক্ষা-
দপরোক্ষাদব্রহ্ম” ইতি দ্বিতীয়েহপি প্রশ্ন এব-কারং প্রযুক্তানঃ
পূর্বপ্রসঙ্গতমেবার্থমুত্তরত্রাক্রম্যমাণং দর্শয়তি । পূর্বস্মিংশ্চ
ব্রাহ্মণে কার্য্যকরণব্যতিরিক্তস্বাত্মনঃ সন্দ্রাবঃ কথ্যেতে । উত্ত-
রস্মিংস্তু তস্মৈবাবশনাদিসংসারধর্ম্মাতীতত্বং বিশেষঃ কথ্যেতে,
ইত্যেকার্থতোপপত্তিঃ, তস্মাদেকা বিদ্যেতি ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥

ইত্যন্ত ৩ পূর্বপক্ষতত্ত্বাভিপ্রায়ো দর্শিতঃ । স্বগমমন্তঃ ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥

(বিরুক্তিও) সেইরূপ জানিবে । [কথঞ্চ...ভেদাৎ] নয় বার উপদেশ হইলেও
সে স্থলে জ্ঞানভেদ হয় নাই । কেননা, সে স্থলে জ্ঞেয়ের একত্বই জ্ঞানের একত্ব
সমর্থন করিতেছে । একার্থ বা জ্ঞেয় পদার্থের একত্ব তৎপ্রস্তুতাবের প্রারম্ভ ও
সমাপ্তি এই দুইর দ্বারা নির্ণীত হয় । “হে ভগবন্, পুনর্বার আমাকে বুঝান্”
এতি এইরূপে সেই একই বস্তু বার বার বুঝাইতে ইচ্ছুক । শ্রুতির তাদৃশ ইচ্ছার
কারণ এই যে, ঐ বিষয়ের যে, আনুযজিক আশঙ্কা আইসে বা শঙ্কা উপস্থিত হয়,
সেই আপতিত আনুযজিক আশঙ্কা নিরাকরণার্থ পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা অতীত
কর্তব্য । সেখানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন আশঙ্কা নিবারণার্থ উপদেশের পোনঃপুন্য,
সেইরূপ, এখানেও জানিবে । এখানেও প্রশ্নরূপের বা প্রশ্নব্য বস্তুর অভেদ
(একত্ব) আছে । [অতো...বিত্ততি] “এই সর্বাস্তুর আত্মা ব্যতীত সমস্তই
আর্ন্ত অর্থাৎ বিনাশী” এইরূপে ঐ উভয় প্রবন্ধের উপসংহার (সমাপ্তি) হইয়াছে ।
উপক্রমের অর্থও (প্রতিপাদ্যও) উক্ত উভয়ের এক । শ্রুতি দ্বিতীয় প্রশ্নে
পূর্বপ্রসঙ্গত অর্থের আকর্ষণ দেখাইয়াছেন । প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণে (বেদবিভাগে)
কার্য্য-করণব্যতিরিক্ত (দেহাদ্যতিরিক্ত) আত্মার অস্তিত্ব কথিত হইয়াছে,
তৎপরে পরবর্তী শ্রুতিতে সেই আত্মারই সংসার-ধর্ম্মাতীতত্বরূপ-বিশেষ উপদিষ্ট
হইয়াছে । এইরূপে উক্ত উভয় শ্রুতির একার্থতা উপপন্ন হয়, এবং সেই কারণেই
বিত্তার বা জ্ঞানের একত্ব সিদ্ধান্তিত হয় ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥

ব্যতিহারো বিশিংশন্তি হীতরবৎ ॥৩৩৩৭॥*

“তদেদাহং সোহসৌ, যোহসৌ সোহহম্” ইত্যেতরেয়িণ
আদিত্যপুরুষং প্রকৃত্য সমামনন্তি। তথা জাবানাঃ “ত্বং বা অহ-
মস্মি ভগবতি, দেবতে অহং বা ত্বমসি” ইতি। তত্র সংশয়ঃ—
কিমিহ ব্যতিহারেণোভয়রূপা মতিঃ কৰ্তব্য্যা, উত একরূপৈ-
বেতি। একরূপৈবেতি তাবদাহ। ন হত্বোত্ত্বান ঈশ্বরেণৈকত্বং
যুক্তান্যং কিঞ্চিং চিন্তয়িতব্যমস্মি। যদি চৈবং চিন্তয়িতব্যো-
বিশেষঃ পরিকল্প্যেত—সংসারিণশ্চৈশ্বর্যাত্বমীশ্বরস্য চ সংসা-
র্যাত্বমস্মিতি, তত্র সংসারিণস্তাবদীশ্বর্যাত্ব উৎকর্ষো ভবেৎ,
ঈশ্বরস্য তু সংসার্যাত্বত্বে নিকর্ষঃ কৃতঃ স্যাৎ। তস্মাদৈকরূপ্য-

উৎকৃষ্টরূপাপত্তেনৈভয়ত্রোভয়রূপাহুচিন্তনম্, অপি তু নিকৃষ্টে জীব উৎকৃষ্ট-
রূপাভেদচিন্তনম্, এবং হি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টো ভবতীতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত-
উচ্যতে—ইতরেতরানুবাদেনেতরেতরকপবিধানাহুভবত্রোভয়চিন্তনং বিধীয়তে,
ইতবথা তু “যোহহং সোহসৌ” ইত্যেতাব্দেবোচ্যেত। জীবাগ্নানমন্যোশ্বরত্বমস্মি
বিধীয়তে, ন জীশ্বরস্ত জীবাগ্নত্বং, “যো হসৌ সোহম্” ইতি, যথা তদ্বাদীত্যত্র।

ঐতরেয়-শাখীরা আদিত্য পুরুষ লক্ষ্য করিয়া “আমিই ইনি। ইনিই আমি”
এইরূপ বলিয়া থাকেন (উপাসনা করেন)। জাবালেরাও “ভগবতি দেবতে,
তুমিই আমি, আমিও তুমি” এইরূপ ব্যতিহার অর্থাৎ বিনিময়াত্মক ভাবনার
বোধক বাক্য বলেন। [তত্র...ব্যতিহার ইতি] স্মৃতরাং সেখানেও সংশয় এই
যে, উপাসক ঐ ব্যতিহার পাঠ দৃষ্টে উভয় প্রকারেই জ্ঞান উৎপাদন করিবেক ?
কিংবা একই প্রকার জ্ঞান আহরণ করিবেক ? পূর্বপক্ষ-কোটিতে কেহ কেহ বলেন,
ঈশ্বরের সহিত আত্মার ঐক্য ভাবনা ব্যতীত অস্ত্র ভাবনা নাই। যদি তাহা না
থাকে, আরএরূপ চিন্তাই যদি করিতে হয়, তাহা হইলে অবিশেষ (অভেদ) কল্পনা
করিতে হয়। কিন্তু অবিশেষ (অভেদ) পক্ষে, হয় সংসারী আত্মার ঈশ্বররূপতা,
না হয়, ঈশ্বরের সংসারিত্ব ঘটনা হইতে পাবে। তন্মধ্যে প্রথম কল্পে (পক্ষে)
সংসারী আত্মার উৎকৃষ্টতা সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সংসারিত্বপক্ষ স্বীকার

* জীবৈশ্বর্যোপস্থিতিবিশেষণবিশেষ্যভাবো ব্যতিহারঃ। স চোপাসনার্থম্যেবোপদীয়তে,
ইতরবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথেষ্টে গুণাঃ সৰ্ব্বাত্মাদয়ঃ ধ্যানার কথিতাত্মা। হি যতঃ। বিশিংশন্তি
উভয়োচ্চারণেন রূপগোপদিশন্তি বেদপাঠকা ইতি স্ত্রাক্ষারার্থঃ।—

“যে আমি, সে-ই ইনি” “তুমিই আমি, অথবা আমিই তুমি” ইত্যাদি ব্যতিহার ধ্যানার্থ
উপদিষ্ট। অস্ত্র শ্রুতিতে ধ্যামের নিমিত্ত বা উপাসনার্থ যেমন সৰ্ব্বাত্মতাদি ধর্ম উচ্চারিত,
তেননি, এখানেও ধ্যানার্থ বা উপাসনার্থ ব্যতিহার উপদিষ্ট। বেদাচাৰ্য্যগণ অস্ত্রত্রেও ঐরূপ-
বিশেষ পাঠ করিয়াছেন।

মেব মতেঃ। ব্যতিহারান্নায়স্তাবদেকত্বদৃঢ়ীকরণার্থঃ। ইত্যেবং
প্রাপ্তে প্রত্যাহ—ব্যতিহার ইতি।

অয়মাধ্যানায়ান্নায়তে। ইতরবৎ। যথেষত্রে গুণাঃ সৰ্ব্বাভ্যু-
প্রভৃত্য আধ্যানায়ান্নায়ন্তে, তদ্বৎ। তথা হি বিশিষ্ট্যন্তি সমান্নাতার
উভয়োচ্চারণেন “ত্বমহমস্ম্যাহং ত্বমসি” ইতি। তচ্চোভয়রূপায়াং
মতৌ কর্তব্যায়ামর্থবদ্ভবতি, অত্থা হীদং বিশেষেণোভয়া-
ন্নানমনর্থকং স্ম্যং, একেনৈব কৃতত্বাৎ। ননুভয়ান্নানস্ম্যার্থ-
বিশেষে পরিকল্প্যামানে দেবতায়ঃ সংসার্যাভ্যুত্থাপত্তেনিকর্ষঃ
প্রসজ্যেতেতুক্তম্। নৈষ দোষঃ। ঐকাত্ম্যাস্ত্রবানেন
প্রকারেণানুচিন্ত্যমানত্বাৎ। নস্বেবং সতি স এবৈকত্বদৃঢ়ীকার
আপদ্যেত। ন বয়মেকত্বদৃঢ়ীকারং বারয়ামঃ, কিং তর্হি,
ব্যতিহারেণৈব দ্বিরূপা মতিঃ কর্তব্য। বচনপ্রামাণ্যাৎ,

তস্মাদুভয়কপমুভয়ত্রাধ্যানায়োপদিষ্টতে। নস্বেবমুক্তত্বাৎ নিকৃষ্টত্বপ্রসঙ্গ ইতুক্তং,
তৎ কিমিদানীং সংগে একগুণ্যাপত্ত্যমানেহস্ত বস্তুতো নিগুণত্বাৎ নিকৃষ্টতা ভবতি।
কস্মৈচিৎ ফলায় তথা ধ্যানমাত্রং বিধীয়তে, ন ত্বাৎ নিকৃষ্টতামাপাদয়তীতি
চেৎ, ইহাপি ব্যতিহারাত্মচিন্তনমাত্রমুপদিষ্টতে ফলায়, ন তু নিকৃষ্টতা ভবত্বাৎ-
করিতে গেলে তাঁহাকে নিকৃষ্ট করা হয়। অতএব, উক্ত বাক্যজনিত জ্ঞানব
দৈকরূপ্য স্বীকার না করিয়া একরূপতা স্বীকার করাই গ্রাহ্য, এবং সেই একরূপ্য
দৃঢ় করিয়াব জগত্ই ঐ ব্যতিহাবশ্রুতি বিত্তমান। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে
প্রত্যুত্তর বলা হইতেছে—[অয়মাধ্যানায়...কৃতত্বাৎ] ঐ ব্যতিহার ধ্যানের
(উপাসনার) নিমিত্তই অভিহিত। যেমন অস্ত্রাশ্র গুণ বা ধর্ম (সৰ্ব্বাভ্যুত্থা
প্রভৃতি) ধ্যানের নিমিত্ত কথিত, তেমনি, ঐ ব্যতিহাবও ধ্যানের নিমিত্ত
অভিহিত। শ্রুতি-উচ্চারণকারী অথবা বেদ-পুরুষ উক্ত উভয় উচ্চারণ দ্বারা
ঐক্যে বিশেষিত করিয়া থাকেন। “তুমিই আমি হইয়াছি, আমিই তুমি
হইয়াছি।” এতদ্রূপ উভয়বোধক জ্ঞান উৎপাদিত হইলেই ঐ ব্যতি-
হার উক্তির সার্থক্য, অত্থা ঐক্য বিশেষের (উভয়োচ্চারণের) নৈরর্থক্য।
কেননা, উহার এক প্রকার উচ্চারণই যথেষ্ট। [ননুভয়...মানত্বাৎ] বলিয়াছিলে
যে, ঐ ব্যতিহার উচ্চারণের সম্পূর্ণ সার্থক্য রাখিতে গেলে নির্দিষ্ট অর্থের কল্পনা বা
স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে দেবতার সংসারিত্ব, স্মৃতির নিকৃষ্টতা স্বীকার করিতে
হয়, তাহা অবশ্যই দোষ। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা দোষ নহে।
অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে তাহাতে দোষ হয় না। কেননা, ঐক্যেই ঐকাত্ম্য-চিন্তা কৃত
হইয়া থাকে। [নস্বেবং...সংহর্তব্য ইতি] যদি বল, তাহাতে সেই একত্বই দৃঢ়
হইবে। আমরা বলি, তাহাতে ক্ষতি কি? আমরা একত্ব দৃঢ়ীকার বারণ করি
না। আমরা বলি, বচন প্রমাণ অনুসারে ঐক্য বিনিময় ভাবনা করিতে

নৈকরূপেত্যেতাবদুপপাদয়ামঃ, ফলতস্বৈকত্বমপি দৃষ্টীভবতি।
যথা ধ্যানার্থেইপি সত্যকামত্বাদিগুণোপদেশে তদগুণক ঈশ্বরঃ
প্রসিধ্যতি, তদ্বৎ। তস্মাদয়মাধ্যাতব্যো ব্যতিহারঃ সমানে চ
বিষয় উপসংহর্তব্যো ভবতি ॥ ৩। ৩। ৩৭ ॥

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩। ৩। ৩৮ ॥*

“স যো হৈবমেতং মহদ্বক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম”

রুটন্ত। অস্বাচয়শিষ্টন্ত তাদাত্মাদাচ্যং ভবনোপেক্ষামহে। সত্যকামাদিগুণো-
পদেশ ইব তদগুণেশ্বরসিক্কিরিতি। সিদ্ধমুভয়ত্রোভয়াত্মত্বাধ্যানমিতি ॥৩৩৩৩৭॥

“তদ্বৈততদেব তদা স সত্যমেব, স যো হৈবমেতং মহদ্বক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং
ব্রহ্মেতি, জয়তীমান্ লোকান্ জিত ইয়সাবসন্ ভবেৎ, য এবমেতং মহদ্বক্ষং প্রথমজং
বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, সত্যং হেব ব্রহ্ম।” পূর্বোক্তান্ত হৃদয়াধ্যাত্ত ব্রহ্মণঃ সত্যমিত্যু-
পাসনমনেন সন্দর্ভেণ বিধীয়তে। তদ্বিত্তি হৃদয়াধ্যাত্ত ব্রহ্মৈকেন তদা পরামুশতি।
এতদেবেতি বক্ষ্যমাণং প্রকাশান্তরমন্ত পরামুশতি। তন্তদাহং প্রে আস বভূব।
কিং তদিত্যত আহ সত্যমেব। সচ্চ মূর্ত্তং—তাত্মামূর্ত্তক সত্যম্। (ত-কার
লোপঃ) তত্পাসকন্ত ফলমাহ—স যো হৈবমেতমিতি। যঃ প্রথমজং বক্ষং পূজ্যং
বেদ। কথং বেদেত্যত আহ—সত্যং ব্রহ্মেতীতি। স জয়তীমান্ লোকান্।
কিঞ্চ, জিতো বশীকৃতঃ, ইন্তুশব্দ ইথং শব্দস্তার্থে বর্ত্ততে। বিজেতব্যত্বেন বুদ্ধিসন্নি-
হিতং শত্রুং পরামুশতি—অসাবিতি। অসন্তুবেন্নশ্বেৎ। উক্তমর্থং নিগময়তি য
এবমেতমিতি। এবং বিদ্বান্ কস্মাজ্জয়তীত্যত আহ—সত্যমেব বস্মাদব্রহ্মেতি।
অতন্তুপাসনাং ফলোৎপাদোহপি সত্য ইত্যর্থঃ। তদ্ব্যভং সত্যং, কিমসৌ—
অত্রাপি তৎপদাভ্যাং রূপপ্রকারৌ পরামুশ্তৌ। কস্মিন্মালম্বনে তত্পাসনীয়মিত্যত
উত্তরম্ “স আদিত্যো য এব” ইত্যাদিনা—তন্ত্রোপনিষদহরহমিতি, হস্তি পাণ্ড্যানং
জহাতি চ, য এবং বেদেত্যন্তেন। উপনিষদহরহং নাম, তন্ত্র নির্বচনং—হস্তি
পাণ্ড্যানং জহাতি চেতি। হস্তেজ্জহাত্তেকী রূপমেতৎ। তথা চ নির্বানং কুর্কন্ ফলং
পাপহানিমাহেতি। তমিমং বিষয়মাহ ভাষ্যকারঃ—“স যো হৈবমেতম্” ইতি।

হইবেক। বচন ঐ প্রকারের (বৈরূপ্য উপাধিপক্ষে) উপদেশ মাত্র করে,
অথচ বৈরূপ্য প্রতিপাদন করে না (জন্মান না)। তাহারই ফলে একত্ব-
পক্ষ দৃঢ় হয়, তজ্জন্ত পৃথক্ প্রযত্নের অপেক্ষা নাই। ধ্যানের নিমিত্ত সত্য-
কামত্বাদি গুণের উপদেশ, কিন্তু ফলদানকালে ঈশ্বর তদগুণবিশিষ্ট হন।
এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ধ্যানকালে ব্যতিহার দৃষ্টি করিলেও তাহার
ফলকালে একত্ব দৃষ্টি স্থিরা হইয়া থাকে। অতএব, ঈশ্বর বা উপাস্ত-দেবতা
কথিতপ্রকার ক্রমেই ধ্যাতব্য ॥ ৩। ৩। ৩৭ ॥

বাজসনেয়ী-শাখায় “যে উপাসক এই মহৎ পূজনীয় প্রথমজ সত্য-

* সৈব পূর্বোক্তা এব সত্যবিজ্ঞা পরত্রোপদিশ্যতে।। হি বতঃ, সত্যং যো গুণাঃ পূর্বোক্তা
এব পরত্রোপদিজ্ঞায়তে !

ইত্যাদিনা বাজসনেয়কে সত্যবিদ্যাং সনামাক্ষরোপাসনাং
বিধায়ানন্তরমাত্মায়তে “তদ্যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য
এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়াং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষঃ”
ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিং হে এতে সত্যবিদ্যে ? কিং
বৈকৈবেতি। হে ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ভেদেন হি ফল-
সম্বন্ধো ভবতি। “জয়তীমাল্লোকান্” ইতি পুরস্তাৎ, “হস্তি
পাপুনাং জহাতি চ, য এবং বেদ” ইত্যুপরিষ্ঠাৎ। প্রকৃতাকর্ষণং
তুপাশ্চৈকত্বাৎ—ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। একৈবেয়ং সত্য
বিদ্যেতি। কৃতঃ ? “তদ্যৎ তৎ সত্যম্” ইতি প্রকৃতাক-
র্ষণাৎ। ননু বিদ্যাভেদেহপি প্রকৃতাকর্ষণমুপাশ্চৈকত্বা-
দুপপন্নত ইত্যুক্তম্। নৈতদেবম্। যত্র হি বিস্পষ্টাৎ কারণান্তরা-
দ্বিচ্ছাভেদঃ প্রতীয়তে, তত্রৈতদেবং স্তাৎ। অত্র ভূতয়থাসম্ভবে

“সনামাক্ষরোপাসনা,” ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ—তদেতদক্ষরং সত্যমিতি, স

ব্রহ্ম জানে, উপাসনা কবে” ইত্যাদি ক্রমে সত্যবিদ্যা নাম্নী উপাসনা বিহিত
হইয়াছে। তাহার অনন্তর অভিহিত হইয়াছে—“সেই যে সত্য, তাহাই এত
আদিত্য এবং সেই সত্যই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ ও দক্ষিণ চক্ষুঃস্থ পুরুষ।”
ইত্যাদি। এখানে সংশয় হয়, ঐ দুই বাক্যে দুইটা সত্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে ? কি
একই সত্যবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে ? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, দুই সত্যবিদ্যা।
কারণ এই যে, পূর্বাপর বাক্যে দুই বিভিন্ন ফল শ্রুত হইয়াছে। প্রথম বাক্যে
“সে ইহলোক জয় করে” এইরূপ ফলশ্রবণ আছে এবং পর বাক্যে “সে পাপ
পরিত্যাগ করে” এইরূপ ফল কথিত আছে। উপাস্ত্র এক বলিয়া পর বাক্যে
প্রস্তাবিত উপাস্ত্রের আকর্ষণ করা হইয়াছে মাত্র। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত
হইয়া তৎসিদ্ধান্তার্থ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, একই সত্যবিদ্যা
(সত্যব্রহ্মোপাসনা)। তৎপ্রতি হেতু—পরবাক্যে প্রস্তাবিত পদার্থেব আকর্ষণ।
বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব ধ্যাতীত পর বাক্যে পূর্বোক্ত উপাস্ত্রের আকর্ষণ কেন
হইবে ? [ননু ..নিশ্চয়ঃ:] বলিয়াছিল যে, উপাসনা বিভিন্ন হইলেও উপাস্ত্র এক
বলিয়া পূর্বপ্রস্তাবিত সত্যের আকর্ষণ হইয়াছে, তাহাতে দোষ কি ? কি দোষ
হইল ? বস্তুতঃ তাহা নহে। যে স্থলে বিস্পষ্ট কারণান্তর বশতঃ উপাসনা-ভেদ
প্রতীত হয়, স্থিরীকৃত হয়, সেই স্থলে উপাসনাভেদ হইলেও প্রকৃতাকর্ষণ দোষাবহ
হয় না। কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে সেরূপ বিচ্ছাভেদ-বোধক কারণানন্তর নাই।

বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে যে সত্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে, সেই সত্যবিদ্যাই তদ্ব্রাহ্মণের অপর সন্দর্ভে
অভিহিত হইয়াছে। ফলিতার্থ—একই সত্যবিদ্যা (সত্য ব্রহ্মোপাসনা) সন্দর্ভেব দ্বারা উপদিষ্ট
হইয়াছে।

“তদ্বৎ তৎ সত্ত্বম্” ইতি প্রকৃতাকর্ষণাৎ পূর্ববিদ্যাসম্বন্ধমেব সত্যমুত্তরত্রাক্ষ্যত ইত্যেকবিদ্যাভ্বনিশ্চয়ঃ । যৎ পুনরুক্তং ফলান্তরশ্রবণাৎ বিদ্যান্তরমিতি । অত্রোচ্যতে “তস্তোপনিষদ-হরহম্” ইতি চান্তান্তরোপদেশস্ত স্তাবকত্বমিদং ফলান্তরশ্রবণ-মিত্যদোষঃ । অপি চার্থবাদাদেব ফলে কল্পয়িতব্যে সতি বিদ্যেকত্বে চাবয়বেষু শ্রয়মাণানি বহুত্বপি ফলান্তবয়বিত্তা-মেব বিদ্যায়ামুপসংর্তব্যানি ভবন্তি । তস্মাৎ সৈবেয়মেকা

ইত্যেকমক্ষরং, তীত্যেকমক্ষরং, যমিত্যেকমক্ষরম্ ! প্রথমোক্তমে অক্ষরে সত্যম্, মধ্যমোহনৃতম্ । তদেতদনৃতং সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূতমেব ভবতি । নৈবং বিদ্যাংসমনৃতং হিনস্তীতি । তীতীকারানুবন্ধ উচ্চারণার্থঃ । নিরম্ববন্ধস্তাকারো দ্রষ্টব্যঃ । অত্র হি প্রথমোক্তমে অক্ষরে সত্যং যত্নরূপাতাবাৎ । মধ্যমো মধ্যো-হনৃতমনৃতং হি যত্নঃ । যত্নানৃতয়োস্তকারসাম্যাৎ । তদেতদনৃতং যত্নরূপ-মুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতম্, অন্তর্ভাবিতং সত্যরূপাত্যাম্ । অতোহকিঞ্চিৎ-করং তৎ, সত্যভূয়মেব সত্যবাহুল্যমেব ভবতি । শেষমতিরোহিতার্থম্ । সেযং সত্যবিদ্যায়াঃ সনামাক্ষবোপাসনতা । যত্নপি তদ্বৎ সত্যমিতি প্রকৃতাত্মক-র্ষণাভেদঃ প্রতীয়তে, তথাপি ফলভেদেন ভেদঃ সাধ্যভেদেনেব নিত্য-কাম্যবিষয়য়োঃ—দর্শপূর্ণমাসাত্যাং স্বর্গকামো যজ্ঞেত । বাবজ্জীব দর্শপূর্ণমাসাত্যাং যজ্ঞেতেতি শাস্ত্রয়োঃ সত্যপানুবন্ধাভেদেভেদ ইতি প্রাপ্তে প্রত্যাচ্যতে । একৈবেয়ং বিদ্যা, তৎ সত্যমিতি প্রকৃতপরামর্শাভেদেন প্রাত্তিজ্ঞানাৎ । ন চ ফলভেদঃ । তস্তোপনিষদহরহমিতি । তস্তোপনিষদশ্রবণং বহুত্বনামোপাসনং, তৎপ্রশংসার্থেহর্থবাদোহয়ং ন ফলবিধিঃ । যদি পুনর্বিদ্যাবিধাবধিকারশ্রবণা-ভাবাৎ তৎকল্পনায়ামর্থবাদিকং ফলং কল্যেত, ততো জাতেষ্টাবিবাগৃহমাণ-প্রস্তাবিত স্থলে উভয় প্রকার সম্ভব বলিয়া “তৎ যৎ সংত্যং” এবশ্রকারে প্রকৃ-তের আকর্ষণ করায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ববিদ্যাসম্বন্ধ সত্যই উভয়ত্র অর্থাৎ পর বাক্যে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতেই বিদ্যার ঐক্য স্থিরীকৃত হইতেছে । [যৎপুন...হস্ত্য ভবন্তি] বলিয়াছিল যে, ফলভেদ শ্রুত আছে, সেই কারণে বিদ্যার (উপাসনার) ভেদ স্বীকৃত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রতিবাদ বলিতেছি । “তাহাব উপনিষদ অর্থাৎ বহুত্ব নাম অহঃ ও অহং” এই যে, অজ্ঞাস্তবের উপদেশ, ঐ ফলান্তর শ্রবণ সেই উপদেশের স্তাবক । অর্থাৎ যখন অজ্ঞবিশেষের প্রশংসার্থ ঐ ফলভেদ কথিত হইয়াছে, তখন কি জন্ম উক্ত দোষ হইবে ? অত্র কথা এই যে, যেস্থলে অর্থবাদ অল্পসারে ফলকল্পনা করিতে হয়, যে স্থলে বিদ্যার (জ্ঞানের বা উপাসনার) একত্ব থাকে, সে স্থলে অজ্ঞকর্মে বহু ফল শ্রুত থাকিলেও সে সকল ফল অজ্ঞীতে অর্থাৎ প্রধান উপাসনায় উপসংহার (সমাবেশ) করিতে হয় । সেই জন্ম, সেই একই সত্যবিদ্যা সেই সেই বিশেষণে অধিত হইয়া আঘাত (শ্রুতি-

সত্যবিদ্যা, তেন তেন বিশেষেণোপেতান্নায়ত ইত্যতঃ সর্ব-
এব সত্যাদয়ো গুণা একস্মিন্ প্রয়োগে উপসংহর্তব্য ভবতি ।

কেচিৎ পুনরস্মিন্ সূত্রে—ইদং বাজসনেয়কমক্ষ্যাদিত্যপুরুষ-
বিষয়ং বাক্যম্, ছান্দোগ্যে চ “অথ য এষোহন্তরাদিত্যে হির-
ণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতেহথ য এষোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে”
ইত্যুদাহৃত্য সৈবেয়মক্ষ্যাদিত্যপুরুষবিষয়া বিদ্যোভয়ত্রৈকেতি
কৃত্বা সত্যাদিগুণাম্ বাজসনেয়িভ্যশ্ছান্দোগানামুপসংহার্য্যান্ম-
ন্যন্তে, তন্ন সাধু লক্ষ্যতে । ছান্দোগ্যে হি কৰ্ম্মসম্বন্ধিনী-
মুদগীথব্যপাশ্রয়া বিদ্যা বিজ্ঞায়তে । তত্র হাদিমধ্যাবসানেষু
কৰ্ম্মসম্বন্ধিচিহ্নানি ভবন্তি “ইয়মেবগগ্নিঃ সাম” ইত্যুপক্রমে,

বিশেষতয়া সম্বলিতাদিকাবকল্পনা । ততশ্চ সমস্তার্থবাদিকফলযুক্তমেকমেবোপা-
সনমিতি সিদ্ধম্ ।

পরকীয়ং ব্যাখ্যানমুপপত্ততি—“কেচিৎ পুনঃ” ইতি । বাজসনেয়কম-
প্যক্ষ্যাদিত্যবিষয়ং ছান্দোগ্যমপীতু্যপাস্তাভেদাদভেদঃ । ততশ্চ বাজ-
সনেয়োক্তানাং সত্যাদীনামুপসংহার ইত্যত্রার্থে “সৈব হি সত্যাদয়ঃ” ইতি
সূত্রং ব্যাখ্যাতং । তদেতদদৃশ্যতি—“তন্ন সাধু” ইতি । জ্যোতিষ্টোমকৰ্ম্মসম্বন্ধি-

কৰ্ত্ত্বক কণ্ঠিত) হইয়াছে এবং সেই কারণেই সত্যাদি সমুদায় গুণ এক প্রয়োগেই
সংযোজিত করিতে হয় ।

[কেচিৎ...লক্ষ্যতে] কেহ কেহ এই সূত্রেব ব্যাখ্যাশ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—
বাজসনেয়-ব্রাহ্মণে যে, অক্ষিপুরুষের উপাসনাবোধক বাক্য আছে, সেই বাক্যই
এই সূত্রের বিষয়, অর্থাৎ তাহাই এতৎসূত্রে বিচারিত হইয়াছে । ছান্দোগ্যেও
“যিনি ঐ আদিত্যের অন্তরে হিরণ্ময় পুরুষ—যিনি এই নেত্রে নেত্রাদিষ্টিত পুরুষ”
এইরূপ আছে । তাহা দেখিয়া তাঁহারা বলেন, একই অক্ষ্যাদিত্যপুরুষ-
বিদ্যা (চক্ষুঃ প্রতীকে ও আদিত্যপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা) উক্ত উভয় স্থলে
(ছান্দোগ্যে ও আরণ্যকে) অভিহিত হইয়াছে ; সূত্রের হান্দোগেরা বাজসনেয়ী-
শাখা হইতে তদ্বক্ত গুণ সকল সকলন করিবেন । বাদিগণের এই ব্যাখ্যা
সাধু নহে । [ছান্দোগ্যে...যুক্তেতি] কেননা, ছান্দোগ্যোক্ত বিদ্যা উদগীথ
ঘটিত এবং তাহা কৰ্ম্মসম্পর্কীয় । সে স্থলে প্রোক্ত সন্দর্ভেব আদিত্যে,
‘মধ্যে ও অন্তে কৰ্ম্মবোধক চিহ্নও আছে । . আদিত্যে যথা—“ইহাই ঋক্,
অগ্নি ও সাম ।” মধ্যে যথা—“ঋক্ ও সাম তাহার গেষ (পরস্পর বা গ্রন্থি), সেই
জন্ত তাহা উদগীথ ।” অন্তে যথা—“যে এইরূপ জানিয়া—জ্ঞাত হইয়া, সামগান

“তস্মৈ ঋক্ চ সাম চ গেয়ো তস্মাৎ উদগীথঃ” ইতি মধ্যে, “য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি” ইত্যুপসংহারে। নৈবং বাজসনে-
য়কে কিঞ্চিৎ কৰ্ম্মসম্বন্ধি চিহ্নমস্তি। তত্র প্রক্রমভেদাৎ বিদ্যা-
ভেদে সতি গুণব্যবস্থৈব যুক্তেতি ॥ ৩। ৩। ৩৮ ॥

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৩। ৩। ৩৯ ॥*

“অথ যদিদমগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরো-
হগ্নিমন্তরাকাশঃ” ইতি প্রস্তুত্যা ছন্দোগা অধীয়তে “এষ আত্মা-
হপহতপাপু। বিজরে। বিমৃত্যুর্বিবশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইত্যাদি। তথা বাজসনেয়িনঃ “স বা

নীয়মুদগীথব্যাপ্রশয়েত্যহবন্ধাভেদেহপি সাধ্যভেদাভেদে ইতি বিদ্যাভেদাদুপসংহার
ইতি ॥ ৩। ৩। ৩৮ ॥

ছান্দোগ্য-বাজসনেয়বিষয়ার্থত্বপি সগুণনিগুণত্বেন ভেদঃ। তথাহি—ছান্দোগ্যে
অথ য ইহাআনমমুবিদ্ব ব্রহ্মন্তোতাংস্চ সতান্ কামানিত্যাশ্রবং কামানামপি বেদহং
শ্রয়তে। বাজসনেয়ে তু নিগুণমেব পরং ব্রহ্মোপদিশতে—বিমোক্ষায় ব্রহ্মীতি।

করে।” ইত্যাদি। কিন্তু বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে ঐরূপ কোন কৰ্ম্মসম্পর্কীয় চিহ্ন
দেখা যায় না। সেখানকার প্রক্রম ভিন্ন প্রকাব। অতএব যে স্থলে বিদ্যাভেদ—
সেস্থলে গুণমুখ্য ব্যবস্থা ই প্রীতব্য। অর্থাৎ যেস্থলে অঙ্গের ও প্রধানের বিবোধ,
সেস্থলে প্রধানের আশ্রয়েই অঙ্গের প্রবেশ, এই জৈমিন্যুক্ত ত্রায় প্রীতব্য।
কেননা, প্রধানই বলবৎ ॥ ৩। ৩। ৩৮ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষৎ “ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) এই যে দহব-পরিমাণ (দহর = অন্ন)
পদ্ম ও দহব-পরিমাণ গৃহ (পদ্মাকার স্থান), তাহাতে যে অন্তরাকাশ—” এইরূপ
বলিয়া বলিয়াছেন—“তাহাই আত্মা নিম্পাপ অজর অমৃত্যু বিশোক ক্ষুৎপিপাসাদি-
বর্জিত সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প” ইত্যাদি। বাজসনেয় শাখাধ্যায়ীনাও “সেই এই
মহান ও জন্মাদিরহিত আত্মা—যিনি এই প্রাণের (ইন্দ্রিয়গণের) মধ্যে বিজ্ঞান-
ময়। ইনিই হৃদয়াস্তবর্ভী আকাশ—তাহাতে শয়ান। ইনিই সর্বনিয়ন্তা।”

* একত্রোক্তাঃ সত্যকামত্বাদিধর্ম্মা ইতরত্রাপি নীয়ন্তে। অত্র হেতুরায়তনাদীনাম সামান্তঃ
(সমানতা)। আয়তনং হৃদযাদি। বেদো ঐশ্বর্যঃ। তস্মৈ চ লোকাসন্তেদশ্রয়োজনং সেতুত্বম্।
এতৎ সর্বং ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যকোবাস্তল্যাভেন পঠিতমতত্রবেহ বিত্বেক্যামিতি হৃত্ত্বপদসমুদ্যার্বঃ।

ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে সগুণ নিগুণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। তাহাতে সত্যকামত্বাদি
ও সর্ববশিতাদি ধর্ম্ম উক্ত আছে। সেই সকল ধর্ম্ম বা গুণ উভয়ত্রই উপসংহার্য। অর্থাৎ
বৃহদারণ্যকোক্ত গুণ ছান্দোগ্যে ও ছান্দোগ্যোক্ত গুণ বৃহদারণ্যকে নীত ৭। সংযোজিত হইবেক।
ফলিতার্থ—উক্ত উভয় ব্রাহ্মণে একই বিদ্যা অভিহিত হইয়াছে। (ভাস্যানুবাদ দেখ)।

এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এবোহস্ত-
হৃদয় আকাশস্তস্মিন্শেছতে সর্বস্য বশী” ইত্যাদি । তত্র বিষ্টে-
কত্বং পরস্পরগুণোপযোগশ্চ কিং বা নেতি সংশয়ে বিষ্টেক-
ত্বমিতি প্রাপ্তম্ ।

তত্রেদমুচ্যতে কামাদীতি । সত্যকামাদীত্যর্থঃ, যথা
দেবদত্তো দত্তঃ সত্যভামা ভামেতি । যদেতচ্ছান্দোগ্যে হৃদয়াকা-
শস্য সত্যকামত্বাদিগুণজাতমুপলভ্যতে, তদিতরত্র “স বা এষ
মহানজ আত্মা” ইত্যত্র সম্বধ্যত । যচ্চ বাজসনেয়কে বশিত্বা-
দ্যুপলভ্যতে, তদপীতরত্র ছান্দোগ্যে “এষ আত্মাহুপহতপাপুা”
ইত্যত্র সম্বধ্যত । কুতঃ ? আয়তনাদিসামান্যতঃ । সমানং
হ্যভয়ত্রাপি হৃদয়মায়তনং, সমানশ্চ বেদ্য ঈশ্বরঃ, সমানঞ্চ
তস্য সেতুত্বং লোকাসম্ভেদপ্রয়োজনমিত্যেবমাদি বহুতরং সামান্যং

তথাপি তয়োঃ পরস্পরগুণোপসংহারঃ ।* নিষ্ঠুর্গায়াং তাবদ্বিত্বায়াং ব্রহ্মস্তুত্বার্থমেব
সম্ভববিদ্যাসম্বন্ধিগুণোপসংহারঃ সম্ভবী । সম্ভবায়াক্ষ যজ্ঞপ্যাধ্যানায় ন বশিত্বাদি-
গুণোপসংহারসম্ভবঃ । ন হি নিষ্ঠুর্গায়াং বিদ্যায়ামাধ্যাতব্যত্বেনৈতে চোদিতাঃ,
যেনাত্রাধ্যেষ্মেন সম্বধ্যেরন, অপি তু সত্যকামাদিগুণনাস্তবীয়কত্বেনৈতেষাং প্রাপ্তি-

এইরূপ বলেন বা পাঠ করেন । এই দুই ক্ষতিতেও বিদ্যার একত্ব ও পরস্পর
গুণসমাবেশ হইবে কি-না, তাহা সংশয়িত । সংশয়ের পর পূর্বপক্ষে বিদ্যার একত্বই
প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

তাহাতেই বলা হইল—কামাদীতরত্র । [সত্য...সামান্যতঃ] কামাদি অর্থাৎ
সত্যকামত্বাদি । লোকে যেমন, দেবদত্তকে দত্ত বলিয়া ডাকে, সত্যভামাকে ভামা
বলে, তেমনি, সূত্রকার সত্যশব্দের বিলোপে কামাদি বলিয়াছেন । সূত্রের অর্থ
এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে যে, হৃদয়াকাশের সত্যকামত্বাদি গুণ বলিয়াছেন, সে
সকল গুণ ইতরত্র অর্থাৎ বাজসনেয় ব্রাহ্মণস্থ “সেই এই মহান ও জন্মান্বিত
আত্মা” এতৎ স্থলেও সংগৃহীত হইবেক । আবার বাজসনেয় ব্রাহ্মণে যে, সর্ব-
বশিত্বাদি ধর্ম্য কথিত হইয়াছে, তাহাও ছান্দোগ্যোক্ত “সেই আত্মা নিষ্পাপ”
ইত্যাদি বাক্যে সম্বন্ধ হইবেক । কারণ এই যে, উভয়ত্র আয়তনের (হৃদয়াদি
উপাসনা স্থানের) ও উপাস্তদেবতার সমানতা আছে । [সমানং...পিতৃত্বং]
হৃদয়রূপ আয়তন অর্থাৎ ধ্যানের আশ্রয়স্থান, ধ্যেয় ঈশ্বর, তাঁহার লোক-সাক্ষ্য-
নিবারক (মর্যাদা-সংস্থাপক) সেতুতাব, এ সমস্তই উভয় শাখায় সমান । যদি
বল, ছান্দোগ্যের সহিত বাজসনেয়ীর বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ আছে, কেননা,

দৃশ্যতে। ননু বিশেষোহপি দৃশ্যতে—ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশস্ত
 গুণযোগঃ, বাজসনেয়কে ত্বাকাশস্থস্ত ব্রহ্মণ ইতি। ন। “দহর
 উত্তরেভ্যঃ” [বে० সূ० ১।৩।১৪] ইত্যত্র ছান্দোগ্যেহপ্যাকাশ-
 শব্দং ব্রহ্মৈবেতি প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অয়ত্ত্বত্র বিদ্যতে বিশেষঃ।
 সগুণা হি ব্রহ্মবিদ্যা ছান্দোগ্যে উপদিশ্যতে “অথ য ইহাত্মানমনু-
 বিদ্য ব্রহ্মন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্” ইত্যাত্মবৎ কামানামপি
 বেদত্বশ্রবণাৎ। বাজসনেয়কে তু নিগুণমেব পরং ব্রহ্মোপ-
 দিশ্যমানং দৃশ্যতে “অত উদ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহি। অসঙ্গো
 হ্যয়ং পুরুষঃ” ইত্যাদিপ্রশ্নপ্রতিবচনসমন্বয়াৎ। বশিষ্ঠাদি তু
 তত্তৎস্তুত্বার্থমেব গুণজাতং বাজসনেয়কে সঙ্কীৰ্ত্যতে। তথা
 চোপরিষ্ঠাৎ “স এষ নেতি নেত্যাত্মা” ইত্যাদিনা নিগুণমেব

রিভূপসংহার উচ্যতে। এবং ব্যবস্থিত এষ সজ্জপোহধিকরণার্থস্ত সাম্যবাহল্যেহ-
 প্যেকত্রাকাশাধারত্বাপরত্র চাকাশতাদাত্ম্যস্ত শ্রবণান্তেদে বিদ্যয়ান্ পরস্পর-
 গুণোপসংহার ইতি পূর্বগক্ষঃ।

রাষ্ট্রান্তস্ত সর্বসাম্যমেবোভয়ত্রাপ্যাত্মোপদেশাদাকাশশব্দেনৈকত্রাত্মোক্তোহন্তত্র
 চ দহবাকাশাধারঃ স এবোক্ত ইতি সর্বসাম্যাদ্ ব্রহ্মণ্যভয়ত্রাপি সর্বগুণোপসংহারঃ।

ছান্দোগ্যে আছে, ঐ সকল গুণ হৃদয়াকাশের, কিন্তু বাজসনেয় শাখায় আছে, ঐ
 সকল ধর্ম আকাশস্থ ব্রহ্মেব। এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা নহে। কেননা,
 ছান্দোগ্যে যে আকাশ-শব্দ কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থেই
 সেই আকাশ-শব্দের প্রয়োগ। এ সিদ্ধান্ত আমরা “দহর উত্তরেভ্যঃ” সূত্রে স্থাপনা
 করিয়াছি। [অয়ত্ত্বত্র...দষ্টব্যম্] সে বিচারের সহিত এ বিচারের প্রভেদ এই
 যে, ছান্দোগ্যোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা সগুণ। যথা—“যে উপাসক এতৎ শরীরে আত্মা ও
 এই সকল সত্যকামনা বিদিত হয়, হইয়া পরলোকগামী হয়” ইত্যাদি। এ উপ-
 দেশে আত্মার ঐহিক কামনাসমূহেরও বেদ্যত্ব শুনা যাইতেছে। কিন্তু বাজসনেয়ী-
 শাখায় নিগুণ পরব্রহ্মের উপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—“অতঃপর যাহা
 বিমোক্ষের জন্ত—মোক্ষের হেতু, তাহাই বলুন।” “এই পুরুষ অসঙ্গ অর্থাৎ
 উদাসীন।” এ সকল প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর নিগুণ বিদ্যাতেই সম্ভব হয়। বাজ-
 সনেয়োক্ত সন্দর্ভে যে বশিষ্ঠাদি গুণের উল্লেখ আছে, তাহা তাদৃশী ব্রহ্মবিদ্যার
 প্রশংসার্থ। অতএব, শ্রুতি প্রস্তাবশেষে “সেই এই আত্মা নেতি নেতি অর্থাৎ
 এই, সেই ও অমুক, এতদ্বিজ্ঞানের অতীত।” এইরূপ বাক্যে প্রস্তাবের উপ-
 সংহার করিয়াছেন। এতৎসূত্রে যে গুণোপসংহার-প্রণালী বলা হইল, তাহা

ব্রহ্মোপসংহরতি । গুণবতস্ত ব্রহ্মণ একত্বাদ্বিভূতিপ্রদর্শনায়ামং
গুণোপসংহারঃ সূত্রিতো নোপাসনায়েতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৩৩৩৯॥

আদরাদলোপঃ ॥ ৩ । ৩ । ৪০ ॥ *

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাং প্রকৃত্য শ্রুয়তে “তদ্ যন্তুক্তং
প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্বোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং
জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি” । তত্র পঞ্চ প্রাণাহুতয়ো বিহিতাঃ ।
তাহ চ পরস্তাদগ্নিহোত্রশব্দঃ প্রযুক্তঃ “য এতদেবং বিদ্বানগ্নি-
হোত্রং জুহোতি” ইতি—

“যথেষ্ট ক্ষুধিতা বালা মাতরং পশুৰ্যুপাসতে ।

এবং সৰ্ব্বাণি ভূতান্য়গ্নিহোত্রমুপাসতে ॥” ইতি চ ।

সম্পূর্ণনিগূর্ণত্বেন তু বিদ্যাভেদেহপি গুণোপসংহারব্যবস্থা দর্শিতা । তন্মাং সৰ্ব-
মবদাতম্ ॥ ৩ । ৩ । ৩৯ ॥

অস্তি বৈশ্বানরবিদ্যায়াং তদুপাসকস্তাতিথিভ্যঃ পূৰ্ব্বভোজনম্ । তেন যন্ত-
পীয়মুপাসনাগোচরা ন চিন্তা সাক্ষাৎ, তথাপি তৎসম্বন্ধপ্রথমভোজনসম্বন্ধাদস্তি
সম্বতিঃ । বিচারনগোচরং দর্শয়তি—“ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাং প্রকৃত্যেতি” ।
বিচারপ্রয়োজকং সন্দেহমাহ “কিং ভোজনলোপে” ইতি । অত্র পূৰ্ব্বপক্ষভাবেন
উপাসনা প্রয়োজনে নহে । সম্পূর্ণ ব্রহ্ম এক অথচ বিভূতিশালী, ইহা দেখাইবার
জন্তই এই গুণোপসংহার সূত্রিত হইয়াছে ॥ ৩ । ৩ । ৩৯ ॥

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানর উপাসনা-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—“সেই যে
প্রথম ভক্ষ্য—যাহা আহারার্থ প্রথম উপস্থিত হয়, তাহা হোমীয় । উপাসক
যে, সেই প্রথমাহুতি হোম করিবেন, তাহা “প্রাণায় স্বাহা” এই বলিয়া
করিবেন ।” এইরূপে সেস্থানে প্রাণাহুতির বিধান ও তৎপরে তাহাতে
অগ্নিহোত্র-শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায় । যথা—“যে এইরূপ জানে অগ্নি-
হোত্র হোম করে” ইত্যাদি । (বৈশ্বানরবিদ্যাহুতীলীদিগের প্রাণাহুতিই অগ্নি-
হোত্র । অর্থাৎ তাঁহারা যে “প্রাণায় স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে উদরে পরিমিত অন্ন
প্রক্ষেপ করেন, তাহা তাঁহাদের অগ্নিহোত্রহোমসদৃশ ফলদায়ক হয়) ভোজনকালে
বিহিত প্রণালী অবলম্বনপূৰ্ব্বক পরিমিত ভক্ষ্য ভক্ষণ করাকে শাস্ত্রান্তরেও অগ্নি-
হোত্র বলিতে দেখা যায় । যথা—“যেমন ইহলোকে ক্ষুধাতুর বালকেরা মাতার
উপাসনা করে, সেইরূপ, সমুদায় ভূত (প্রাণী) অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে ।”
এখানেও উদরে ভক্ষ্য প্রক্ষেপ করাকে অগ্নিহোত্র শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে ।

* আদরাদ লুপ্তিনির্বাহাং অলোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্তেতি শেবঃ ।

যেহেতু অতিতে আদর বা লুপ্তিনির্বাহক বাক্য দেখা যায়, সেই হেতু নিজের ভোজন লুপ্ত
হইলেও বৈশ্বানরোপাসকের প্রাণাগ্নিহোত্র লুপ্ত হয় না । (ইহা পূৰ্ব্বপক্ষ সূত্র । ভাষ্যানুবাদ দেখ) ।

তত্রৈদং বিচার্যতে—কিং ভোজনলোপে লোপঃ প্রাণাগ্নি-
হোত্রস্ত ? উতালোপঃ ? ইতি । ‘তদ্যন্তুক্তং’ ইতি ভক্তাগমন-
সংযোগাৎ । ভক্তাগমনস্ত চ ভোজনার্থত্বাৎ ভোজনলোপে
লোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্তেতি ।

এবং প্রাপ্তে, ন লুপ্যেতেতি তাবদাহ । কস্মাৎ ? আদরাৎ ।
তথা হি বৈশ্বানরবিচার্যামেব জাবালানাং শ্রুতিঃ “পূর্বোহতিথি-
ভ্যোহগ্নীয়াৎ । যথা বৈ স্বয়মহুত্বাহ্নিহোত্রং পরস্ত জুহুয়াদেবং
তৎ” ইত্যতিথিভোজনস্ত প্রাথম্যং নিন্দিত্বা স্বামিভোজনং প্রথমং
প্রাপয়ন্তী প্রাণাগ্নিহোত্রে আদরং करोতি । যা হি ন প্রাথম্য-
সংশয়মাক্ষিপতি—“তদ্যন্তুক্তম্” ইতি । “ভক্তাগমনসংযোগাৎ” ইতি । উক্তং যথেষ্টং
প্রথম এব তস্তে পদকর্ণ্যপ্রয়োজকং নয়নস্ত পরার্থবাদিত্যেনে । যথা সৌমক্রম্যর্থা
নীয়মানৈকহায়নী সপ্তমপদপাংশুগ্রহণমপ্রয়োজকং, ন পুনরেকহায়ন্তা নয়নং
প্রয়োজয়তি, তৎ কস্ত হেতোঃ ? সৌমক্রয়েণ তন্নয়নস্ত প্রযুক্তত্বাৎ তদ্বপজীবিত্বাৎ
সপ্তমপদপাংশুগ্রহণস্তেতি—তথেষাপি ভোজনার্থভক্তাগমনসংযোগাৎ প্রাণাহতে-
ভোজনাভাবে ভক্তং প্রত্যপ্রয়োজকত্বমিতি নাস্তি পূর্বপক্ষ ইত্যপূর্বপক্ষমিদমধি-
করণমিত্যর্থঃ ।

পূর্বপক্ষমাক্ষিপ্য সমাধস্তে—“এবং প্রাপ্তে, ন লুপ্যেতেতি তাবদাহ” ।
তাবচ্ছবঃ সিদ্ধান্তশঙ্কানিরাকরণার্থঃ । পৃচ্ছতি—কস্মাৎ । উত্তরম্ আদরাৎ ।
তদেব ফোরয়তি—“তথা হি” ইতি । জাবালা হি প্রাবয়ন্তি পূর্বোহতিথিভ্যোহ-
গ্নীয়াদিতি । অগ্নীয়াদিতি চ প্রাণাগ্নিহোত্রপ্রধানং বচঃ ।

“যথা হি ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যাপাসতে ।

এবং সর্বাণি ভূতান্নিহোত্রমুপাসতে ॥”

[তত্রৈদং...মততে] এখানে ভক্ষ্যার উপস্থিত হওয়া ও অগ্নিহোত্রশব্দ, এই দ্বিবিধ
প্রয়োগ দৃষ্টে সংশয় হয়, বৈশ্বানর-উপাসকদিগের উপবাস দিবসে ঐ প্রাণাগ্নিহোত্র
লোপ প্রাপ্ত হয় কি-না । পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, লোপ হয় । কারণ, “যে ভক্ত
বা গ্রাস প্রথম আইসে অর্থাৎ গৃহীত হয়” এই কথাতে প্রথম ভক্ষ্য অগ্নের গ্রহণ
সূচিত হইয়াছে, এবং তাহা ভোজনের উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয় ; সুতরাং ভোজন
লোপ হইলে ভক্ষ্যারহোমরূপ অগ্নিহোত্রেরও লোপ হইবেক ।

এই পূর্বপক্ষের পরিশোধনার্থ সূত্র বলা হইল—“আদরাদলোপঃ” । ভোজনলোপ
হইলেও প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ হয় না । তৎপ্রতি হেতু—আদর । বৈশ্বানর-
উপাসকদিগের ঐতি জাবালশাখাধ্যায়ীদিগের একটা বাক্য আছে, তাহা এই—
“অতিথিভোজনের পূর্বকালবিশিষ্ট হইয়াও ভোজন করিবেক ।” এই শ্রুতি
অতিথিভোজনের প্রাথম্য নিন্দা করতঃ উপাসকের প্রথম ভোজন করাই কর্তব্য

লোপং সহতে, ন তরাং সা প্রাথম্যবতোহগ্নিহোত্রস্ত্র লোপং
সহেতেতি মন্ততে ।

ননু ভোজনার্থভক্তাগমনসংযোগাৎ ভোজনলোপে লোপঃ
প্রাপিতঃ । ন । তস্ত্র দ্রব্যবিশেষবিধানার্থত্বাৎ । প্রাকৃত্যেহগ্নি-
হোত্রে পয়ঃপ্রভৃतीনাং দ্রব্যানাং নিয়তত্বাদিহাপ্যগ্নিহোত্র-
শব্দাৎ কৌণ্ডপায়িনাময়নবৎ তদ্বৎপ্রাপ্তৌ সত্যাং ভক্তদ্রব্যৈকতা-

ইতি বচনাদগ্নিহোত্রশ্রুতিধীনং ভূতানি প্রত্যুপজীব্যত্বেন শ্রবণাত্তদেকবাক্যতয়েহপি
পূর্বোহতিথিভ্যোহগ্নীয়াদিতি প্রাণাহুতিপ্রধানং লক্ষ্যতে । তদেবং সতি যথা বৈ
স্বয়মহত্বাহগ্নিহোত্রং পরস্ত্র জুহুয়াদিত্যেবং তদিত্যতিথিভোজনস্ত্র প্রাথম্যং নিশ্চিন্তা
স্বামিভোজনং স্বামিনঃ প্রাণাগ্নিহোত্রং প্রথমং প্রাপয়ন্তী প্রাণাগ্নিহোত্রাদরং
করোতি । নষাত্রিয়তামেবা শ্রুতিঃ প্রাণাহুতিং, কিন্তু স্বামিভোজনপক্ষ এব
নাভোজনেপীত্যত আহ—“যা হি ন প্রাথম্যলোপং সহতে ন তরাং সা প্রাথম্য-
বতোহগ্নিহোত্রস্ত্র লোপং সহেতেতি মন্ততে” । ঈদৃশঃ খবয়মাদরঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্ত্র
যদতিথিভোজনোত্তরকালবিহিতং স্বামিভোজনং সময়াদপকুৰ্য্যতিথিভোজনস্ত্র
পূরস্তাষিহিতম্ । তদযদাগ্নিহোত্রস্ত্র ধর্ম্মিণঃ প্রাথম্যধর্ম্মলোপমপি ন সহতে শ্রুতিঃ,
তদাস্ত্রাঃ কৈব কথা ধর্ম্মিলোপং সহত ইত্যর্থঃ ।

পূর্বপক্ষাক্ষেপমভূতায় যুযয়তি—“ননু ভোজনার্থা” ইতি । যথা হি কৌণ্ডপায়ি-
নাময়নগতেহগ্নিহোত্রে প্রকরণান্তরান্নৈয়মিকাগ্নিহোত্রান্ত্রিমে দ্রব্যদেবতাক্রপধর্ম্মা-
জ্ঞরহিততয়া তদাক্ষেপ সাধ্যসাদৃশ্যেন নৈয়মিকাগ্নিহোত্রসমাননামতয়া তদ্ব্যতি-
দেশেন রূপধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তিঃ, এবং প্রাণাগ্নিহোত্রেহপি নৈয়মিকাগ্নিহোত্রগতপয়ঃ-
প্রভৃতিপ্রাপ্তৌ ভোজনাগতভক্তদ্রব্যতা বিধীয়তে । ন চৈতাবতা ভোজনস্ত্র
প্রয়োজকত্বম্ । উক্তমেতদ্ব্যথা ভোজনকালাতিক্রমাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রস্ত্র ন ভোজন-
প্রযুক্তত্বমিতি । ন চৈকদেশদ্রব্যতয়োত্তরাধ্বাং স্থিষ্টকৃতে সমবদ্যাতীতিবদ-
প্রয়োজকত্বমেকদেশদ্রব্যসাধনস্ত্রাপি প্রয়োজকত্বাৎ । যথা জাবতা পত্নীঃ সংযাজ-
বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহারই দ্বারা বৈশ্বানর উপাসকদিগেব প্রাণাগ্নি-
হোত্রের প্রতি আদরাধিক্য দেখাইয়াছেন । যে শ্রুতি প্রাথম্যলোপ পর্য্যন্তও সহ
করে না, সে শ্রুতি নিশ্চয়ই প্রাথম্যবিশিষ্ট অগ্নিহোত্রের লোপও সহ করিবেক ।

[ননু...পঠতি] বলিয়াছিল যে, ভোজনের জন্ত গ্রাসপরিণিত ভক্ষ্যারের
উপস্থাপনা, সুতরাং ভোজন লোপে তাহারও লোপ, সে কথা অসার । কেন-না,
ঐ বাক্য দ্রব্যবিশেষের বিধানার্থ । প্রকৃত অগ্নিহোত্রে দ্রব্য প্রভৃতি দ্রব্য নিয়ত
(নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত) আছে । এখানে জাঠরাগ্নিতে গ্রাস নিক্ষেপ করা হোম ও
অগ্নিহোত্র-শব্দে অভিহিত হইয়াছে । যেমন ‘কৌণ্ডপায়ি-বাগের ধর্ম্ম অয়ন-
বাগে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি এখানেও ভক্ষ্যদ্রব্যরূপ অঙ্গবিশেষ পাওয়া
যাইবে বলিয়া “তদ্বৎভক্তং প্রথমমাগচ্ছৎ” বাক্য বলা হইয়াছে । অতএব, ভক্ত

গুণবিশেষবিধানার্থমিদং বাক্যং “তদ্যন্তুক্তম্” ইতি। অতো গুণলোপে চ ন মুখ্যশ্চেত্যেবং প্রাপ্তে ভোজনলোপেহপ্য-
স্তিরন্তেন বা দ্রব্যোনাবিরুদ্ধেন প্রতিনিধানত্বায়েন প্রাণাগ্নি-
হোত্রস্থানুষ্ঠানমিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৩। ৩। ৪০ ॥

উপস্থিতেহতস্তদ্বচনাং ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥ *

উপস্থিতে ভোজনে অতস্তস্মাদেব ভোজনদ্রব্যং প্রথ-
মোপনিপতিতাং প্রাণাগ্নিহোত্রং নির্বর্তয়িতব্যম্। কস্মাৎ ?

য়ন্তীতি পত্নাসংযাজ্ঞানাং জাঘন্তেকদেশদ্রব্যজুযাং জাঘনীপ্রয়োজকত্বম্। স হি
নামাপ্রয়োজকো ভবতি, যত্র প্রয়োজকগ্রহণমন্তরেণার্থে ন জ্ঞায়তে। যথা ন
প্রয়োজকপুরোভাশগ্রহণমন্তরেণোত্তরাঙ্কং জ্ঞাতুং শক্যম্। শক্যন্ত জাঘনীবক্তৃত্বং
জ্ঞাতুম্। তস্মাদযথা জাঘন্তস্তরেণাপি পশুপাদানং পরপ্রযুক্তপশুপজীবনং বা থগুশো
মাংসবিক্রয়িণো মুণ্ডাদিবদাকৃতিকুপাদীয়ত এবং ভক্তমপি শক্যমুপাদাতুম্। তস্মান্ন
ভোজনস্ত লোপে প্রাণাগ্নিহোত্রলোপ ইতি মত্বতে পূর্বপক্ষী। অস্তিরিতি তু
প্রতিনিধ্যপাদানমাবশ্যকত্বসূচনার্থং ভাষ্যকারস্ত।

তদ্ধোমীয়মিতি হি বচনং কিমপি সন্নিহিতদ্রব্যং হোমে বিনিষুঙ্ক্যে, তদঃ
সর্বনান্নঃ সন্নিহিতাবগমমন্তরেণাভিধানপর্যবসানাং। তদনেন স্বাভিধান-

হানি হইলেও প্রোক্তস্থলে মুখ্যের হানি হইবে না। যদিও কদাচিৎ ভোজনলোপ
হয়, তথাপি প্রতিনিধি-ত্বায় অবলম্বনে অত্র কোন অবিরুদ্ধ (অনিষিদ্ধ) জলাদি
দ্রব্যের দ্বারা (অল্পের প্রতিনিধি) প্রাণাগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান নির্বাহ হইতে পারি-
বেক। এইরূপ অর্থের অসাধুতা সমর্থনার্থ সূত্রকার সূত্র বলিতেছেন ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥

নদি ভোজন উপস্থিত থাকে তবেই উক্ত দ্রব্যের অর্থাৎ প্রাথমিক
ভোজন দ্রব্যের দ্বারা ঐ প্রাণাগ্নিহোত্র নির্বাহ করিবেক। (ভোজন না
থাকিলে ভক্ষ্যাত্মের আগমন হয় না এবং ভক্ষ্যান্নাভাবে প্রতিনিধি কর্ত্তনা
করিয়া তদ্বারা তাহা নির্বাহ করিতেও হয় না। কারণ এই যে, উত্থাপিত
প্রস্তাব প্রতিনিধি-ত্বায়েব (উক্ত যুক্তির) স্থল নহে। যে স্থলে আরও নিত্যকর্ম্ম
অবশ্যস্থিষ্ট, সেই স্থলেই শ্রুত দ্রব্যের সলাভে প্রতিনিহিত দ্রব্যের দ্বারা
তাহা নির্বাহ বা সম্পন্ন করিতে হয়। এই প্রাণাগ্নিহোত্র নিত্য অর্থাৎ অবশ্য-
স্থিষ্ট নহে ; স্তবরাং ভক্তদ্রব্যের অভাবে তাহার লোপও দোষাবহ নহে।)

* উপস্থিত এব ভোজনে—সতি ভোজন ইতি যাবৎ। অতঃ অন্নাদ্রব্যং প্রথমগতভক্ষ্যাত্ম-
কবলাং প্রাণাগ্নিহোত্রং নির্বর্তয়িতব্যং, ন তু ভোজনলোপেহপি। ভোজনলোপে তল্লোপো নৈব
ত্বাৎ। হেতুমাহ—তদ্বচনাং, তৎ হোমীয়নিত্যুক্তত্বাৎ। তৎশব্দেন সিদ্ধং ভক্তমাত্রিত্য হোম-
নিধানাদিতি যাবৎ।

ভোজন উপস্থিত থাকিলে প্রথম গ্রাসাত্মের দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র নির্বাহ করিবেক।
অভোজন দিবসে ঐ অগ্নিহোত্রের লোপ দোষাবহ নহে। কারণ এই যে, শ্রুতি তৎশব্দ প্রয়োগ
করিয়া প্রথমপ্রাপ্ত ভক্ত দ্রব্যের উল্লেখে ঐ অগ্নিহোত্রের বিধান করিয়াছেন। বিশেষতঃ উহা
প্রকৃত অগ্নিহোত্র নহে। উশ অগ্নিহোত্রের সদৃশ বলিবা আবোপিত অগ্নিহোত্র।

তদ্বচনাৎ । তথা হি “তদ্ব্যস্তকং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ব্যাসী-
য়ম্” ইতি সিদ্ধবস্ত্তোপনিপাতপরামর্শেন পরার্থদ্রব্যসাধ্যতাং
প্রাণাহতীনাং বিদধতি । তা অপ্রযোজকলক্ষণাপন্নঃ সত্যঃ
কথং ভোজনলোপে দ্রব্যান্তরং প্রতিনিধাপয়েয়ুঃ । ন চাত্র
প্রাকৃতাগ্নিহোত্রধর্মপ্রাপ্তিরস্তি । কুণ্ডপায়িনাময়নে হি “মাসম-
গ্নিহোত্রং জুহোতি” ইতি বিধুদ্দেশগতোহগ্নিহোত্রশব্দস্তদ্ব্যস্তক-
বিধাপয়েদিতি যুক্তা তদ্ব্যস্তকপ্রাপ্তিঃ । ইহ পুনরর্থবাদগতো-
হগ্নিহোত্রশব্দো ন তদ্ব্যস্তকং বিধাপয়িতুমর্হতি । তদ্ব্যস্তকপ্রাপ্তৌ
বাত্যুপগম্যমানায়ামগ্ন্যুদ্ধরণাদয়োহপি প্রাপ্যেয়ম্ । ন চাস্তি
সম্ভবঃ । অগ্ন্যুদ্ধরণং তাবদ্ব্যাসিকরণভাবায় । ন চায়মগ্নৌ

পর্যবসানায় তদ্ব্যস্তকং প্রথমমাগচ্ছেদিতি সন্নিহিতমপেক্ষা নির্বর্তিতব্যম্ ।
তচ্চ সন্নিহিতং ভক্তং ভোজনার্থমিত্যন্তর্যাহাং “স্থিষ্টকৃতে সমবত্ততি” ইতিবগ্ন ভক্তং
বাপো বা দ্রব্যান্তরং বা প্রযোক্তুমর্হতি । জাঘন্তাস্ববয়বভেদস্ত নান্নীষোগ্নীয়পঞ্চ-
ধীনং নিকপণং, স্বতন্ত্রত্বাপি তস্ত সূনাস্ত দর্শনাৎ । তন্মাদন্তোতস্ত জাঘনীতো
বিশেষঃ । যচোক্তং, চোদকপ্রাপ্তদ্রব্যবাণয়া ভক্তদ্রব্যবিধানমিতি । তদ্ব্যস্তকম্ । বিধু-
দ্দেশগতগ্নিহোত্রনামন্তপাতাব্যং, আর্ধবাদিকস্ত তু সিদ্ধং কিঞ্চিং সাদৃশ্যমুপাদায়
স্তাবকত্বেনোপপত্তেন তদ্ব্যস্তকং বিধাতুমর্হতীত্যাহ—“ন চাত্র প্রকৃতাগ্নিহোত্রধর্ম-
প্রাপ্তিঃ” ইতি । অপি চাগ্নিহোত্রস্ত চোদকতো ধর্মপ্রাপ্তবাত্যুপগম্যমানায়ং বহ-
তরং প্রাপ্তং বাধ্যতে । ন চ সম্ভবে বাধনিচয়ো হ্যযাঃ । কৃষ্ণলচরৌ খব্ধগত্যা
প্রাপ্তবাত্যোহিত্যুপেয়ত ইত্যাহ—“ধর্মপ্রাপ্তৌ বাত্যুপগম্যমানায়াম্” ইতি ।

এ কথা এই জন্ত বলি যে, ঐ বিধানবাক্য তৎশব্দ উচ্চারণ করিয়া ঐ কথাই
(ভক্তের দ্বারা হোম করিতে) বলিয়াছেন । [তথা হি...নিধাপয়েয়ুঃ]
“সেই যে ভক্ত (গ্রাস)—যাহা প্রথমে পাওয়া যায়” এই বাক্যের দ্বারা প্রসিদ্ধ
গ্রাসপরিমিত ভক্তের উদ্দেশ্য কবিয়া তদ্বারা প্রাণাহতি নির্বাহ করিবার বিধান
করা হইয়াছে । অত্যাশ্রয় দ্রব্যাদি যদি তাদৃশ অগ্নিহোত্রের অপ্রযোজকই (অনির্বা-
হকই) হয়, তবে, কি প্রকারে সে সকল ভোজনলোপকালে প্রতিনিহিত দ্রব্যের
স্থানে সমাকৃষ্ট হইবেক ? [ন চাত্র...হোমঃ] প্রদর্শিত স্থলে প্রকৃতাগ্নিহোত্রের
ধর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । কুণ্ডপায়ি-যজ্ঞে “মাসব্যাপক অগ্নিহোত্র হোম করি-
বেক” এই বাক্যের দ্বারা মূল অগ্নিহোত্রের ধর্ম নীত হইতে পারে ; কেননা, ঐ
অগ্নিহোত্র-শব্দ বিধির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, কিন্তু প্রদর্শিত স্থলের অগ্নিহোত্রশব্দ অর্থ-
বাদপ্রাপ্ত । সে জন্ত তাহা প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম বিধান করিতে অসমর্থ ।
প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম স্বীকার করিতে গেলে অগ্ন্যুদ্ধার প্রভৃতিও করিতে হয় ;
পরন্তু প্রাণাগ্নিহোত্রে সে সকল ধর্মের অসম্ভব আছে । প্রকৃতাগ্নিহোত্রে অগ্ন্যুদ্ধার
(অরুণি ও মন্থ-কাঠ লইয়া ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা) হোমের জন্ত ; পরন্তু

হোমঃ, ভোজনার্থতাব্যাবাহতপ্রসঙ্গাৎ । ভোজনার্থোপনীতদ্রব্য-
সম্বন্ধাচ্চাস্ত্রে এবৈষ হোমঃ । তথা চ জাবালশ্রুতিঃ “পূর্ব্বো-
হতিথিভ্যোহশ্রীয়াৎ” ইত্যাস্মাদধারামেবেমাং হোমনিবৃত্তিঃ
দর্শয়তি ।

অত এব চেহাপি সাম্পাদিকান্ত্রোবাগ্নিহোত্রাজ্ঞানি দর্শয়তি—
“উর এব বেদিম্নো মানি বহিহুর্দয়ং গার্হপত্যো মনোহস্বাহার্য্যপচন-
আশ্রমাহবনীয়ঃ” ইতি । বেদিশ্রুতিশ্চাত্র স্থণ্ডিলমাত্রোপলক্ষণার্থা
দ্রষ্টব্য, মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদ্যভাবাৎ তদজ্ঞানাত্বেহ সম্প্রদ-
য়িতত্বাৎ । ভোজনেনৈব চ কৃতকালেন সংযোগান্নাগ্নিহোত্র-
কালাবরোধসম্ভবঃ । এবমন্ত্রেহুপ্যুপস্থানাদয়ো ধর্ম্মাঃ কেচিৎ
কথঞ্চিদ্বিরূধ্যন্তে । তস্মাৎ ভোজনপক্ষ এবৈতে মন্ত্র-দ্রব্য-
দেবতাসংযোগাৎ পক্ষ হোমা নিব্বর্তয়িতব্যঃ । যত্নাদরদর্শনমিতি,

চোদকাতাবমুপোদ্বলয়তি—“অত এব চেহাপি” ইতি । যত এবোক্তেন ক্রমেণাতি-
দেশাভাবঃ, অত এব সাম্পাদিকহুগ্নিহোত্রাজ্ঞানাম্ । তৎপ্রাপ্তৌ তু সাম্পাদিকত্বং
নোপপত্তে । কামিত্যাং কিল কূচবদনাম্ভসত্তা চক্রবাকনলিনাদিকপেণ সম্প্রাপ্ততে,

প্রাণাগ্নিহোত্রেব হোম অগ্নিতে নহে, (কিন্তু মুখে) । অগ্নিতে ভক্ষ্যগ্রাসনিষ্ক্ষেপ
কবিলে ভোজন সিদ্ধ হয় না । অথচ ভোজনার্থ উপস্থাপিত দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ
থাকায় এ হোমেব আপ্যব মুখ । এ হোম মুখেই অহুষ্ঠিত হয়, অগ্নিতে নহে ।
[তথা চ ..বিরূধ্যন্তে] সেই জন্তই জাবালশ্রুতি ‘হু’ ধাতুব প্রয়োগ না করিয়া ভক্ষ-
ণার্থক ‘অশ’ ধাতুব প্রয়োগ করিয়াছেন । যথা—“উপাসক অতিথি-ভোজনের পূর্ব্ব
ভোজন করিবেন ।” এই শ্রুতি বলিতেছেন, প্রাণাগ্নিহোত্রহোমের আধার মুখ ।

প্রাণাগ্নিহোত্রে প্রাকৃতাগ্নিহোত্রেব সকল ধর্ম্ম না থাকাতেই প্রাণাগ্নিহোত্রের
অঙ্গ সকল সাম্পাদিকরূপে (যাহা কেবল ভাবিতে হয়, তাহা সাম্পাদিক) অভি-
হিত হইয়াছে । যথা—“বক্ষঃস্থলই এই অগ্নিহোত্রের বেদী, লোমই কুশা, হৃদয়ই
গার্হপত্য, মনঃই অস্বাহার্য্যপচন, মুখই আহবনীয় ।” ইত্যাদি । উল্লিখিত শ্রুতিহু
বেদী-শব্দ স্থণ্ডিলমাত্রের বোধক । কারণ, মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদী নাই । (তাহা
কুণ্ডে ও স্থণ্ডিলে অহুষ্ঠিত হয়) । এ অগ্নিহোত্রের কাল ভোজন-কাল, স্তুতরাং
ইহার দ্বারা প্রকৃতাগ্নিহোত্রকালের অবরোধ সম্ভাবনা নাই । এইরূপ, উপস্থানাদি
আরও কতকগুলি বা কোন কোন অংশ বিরুদ্ধ বা অসম্ভব হয় । [তস্মাৎ...
হোত্রশ্রেতি] অতএব, প্রাণাগ্নিহোত্রের মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা ভোজনপক্ষে সঙ্গত
থাকায় তদাঙ্গক হোমপক্ষক নিষ্পাদন করিতে হয় । (প্রাণায় স্বাগ (১) অপানায়

তৎ ভোজনপক্ষে প্রাথম্যবিধানার্থম্। ন হস্তি বচনশ্রুতিভারঃ।
ন হ্রেনেনাশ্রু নিত্যতা শক্যতে দর্শয়িতুম্। তস্মাৎ ভোজনলোপে
লোপ এব প্রাণাগ্নিহোত্রশ্চেতি ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥

তন্নির্ধারণানিয়মস্তদৃষ্টেঃ পৃথগ্-ঘ্য-

প্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৩। ৩। ৪২ ॥*

সন্তি কৰ্ম্মাঙ্গব্যপাশ্রয়াণি বিজ্ঞানানি “ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদগী-
থমুপাসীত” ইত্যেবমাদীনি। কিং তানি নিত্যাত্মেব হ্যঃ কৰ্ম্মস্ব,

ন তু নত্যাং চক্রবাকাদয় এব চক্রবাকাদিনা সম্পাশ্র্যতে। অতোহপ্যবগচ্ছামো ন
চোদকপ্রাপ্তিরিতি। “যত্নাদরদর্শনমিতি, তন্তোজ্ঞানপক্ষে প্রাথম্যবিধানার্থম্।” যস্মিন
পক্ষে ধৰ্ম্মানবলোপস্তন্মিন ধৰ্ম্মিণোহপি। ন হেতাবতা ধৰ্ম্মিনিত্যতা সিধ্যতীতি
ভাবঃ। নবতিথিভোজনোত্তরকালতা স্বামিভোজনশ্রুতি বিহিত্যেতি কথমর্মে বাধ্যতে?
ইত্যত আহ—“ন হস্তি বচনশ্রুতিভারঃ”। সমাশ্রয়শাস্ত্রবাধ্যাৎ বিশেষশাস্ত্রশ্রুতি-
ভাবো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥

যথৈব “যশ্র পৰ্ণময়ী জুহুর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি।” ইত্যেতদনা-
স্বাহা (২) সমানায় স্বাহা (৩) উদানায় স্বাহা (৪) ব্যানায় স্বাহা (৫), এই
পাঁচ মন্ত্র। দ্রব্য ৫ গ্রাস অন্ন। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই ৫
দেবতা। মুখ হোমকুণ্ড। মূখে প্রক্ষেপ হোম। ইহা প্রাণাগ্নিতোত্র নামে
বিখ্যাত)। পূর্বে যে প্রাণাগ্নিহোত্রের আদরাতিশয় দেখান হইয়াছে, তাহা
ভোজনের প্রাথম্য বিধানার্থ। শ্রোত বচন যাহা বলিবেন, তাহাই মানিতে
হইবেক। ঐ আদর-বোধক বাক্যের দ্বারা উহার (প্রাণাগ্নিহোত্রের) নিত্যতা
সাধিত হয় না। (যাহা ত্যাগ করা যায় না, লোপ করা যায় না, তাহা নিত্য)
সুতরাং ভোজনলোপে প্রাণাগ্নিহোত্রেরও লোপ, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥

কতক গুলি কৰ্ম্মাঙ্গ উপাসনা আছে। যেমন “উদগীথায়ক ও অক্ষরের
উপাসনা করিবেক” ইত্যাদি। সেই সকল উপাসনা পৰ্ণময়ী জুহুর আয় কৰ্ম্মকালে
নিত্যপ্রযোজ্য? কি গোদোহনেব আয় অনিত্য? (যাহা অবশ্যাক্ষুণ্ঠেয় নহে, যাহা

* উদগীথাদয়ঃ কৰ্ম্মাঙ্গাঃ গুণাঃ। তেষাং যদ্বাধ্যাত্ম্যম্, তন্নির্ধারণাত্ম্যুপাসনানি যানি, তেষাং
অনিয়ম এব। তানি ন কৰ্ম্মস্ব নিত্যপৰ্ণময়ীত্বাদিবৎ নিযমোবশ্রিত্যর্থঃ। হেতুমাহ—তদ্বিতি।
তত্তানিয়মস্ত দৰ্শনাদিত্যর্থঃ। হি অপ্রতিবন্ধ ইতি চ্ছেদঃ। ইত্যনেন হেতুতা স্পষ্টীকৃতা। যতঃ
পৃথগ্বেদপ্রতিবন্ধরূপফলং দৃষ্টতে, তত ইতি বোজনীয়ম্। উপাস্তানাং কৰ্ম্মফলাৎ পৃথক্ফলত্ব-
অভেদে কৰ্ম্মাঙ্গত্বমিতি ভাবঃ। অয়মভিসন্ধিঃ—যশ্চৈতদক্ষরমেব বেদ যশ্চ ন বেদ তাবুভৌ
কৰ্ম্ম কুরুত এব যত্নপি, তথাপি জ্ঞানাজ্ঞানয়োনির্নাভং ভিন্নফলত্বম্। দৃষ্টং হি গণিবিভক্রে জ্ঞানা-
জ্ঞানাভ্যাং ফলবৈষম্যম্। তন্মাদ্বদেব কৰ্ম্ম উদগীথাত্ম্যুপাস্তা ক্রিয়তে, তদেব কৰ্ম্ম ফলাতি-
শয়বন্তবতীতি।

কতকগুলি উপাসনা কৰ্ম্মাঙ্গ বলবধনে কথিত হইয়াছে, সে সকল অবশ্যপ্রযোজ্য নহে। অথবা
সে সকল নির্ধারণ (উদগীথাদিরূপে ধ্যান করা ও রসতমত্বাদি ভাবনা করা, ইত্যাদি নির্দেশ)

পৰ্ণময়ীত্বাদিবৎ, উতানিত্যানি, গোদোহনাদিবদিতি বিচার-
য়ামঃ । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ । নিত্যনীতি । কৃতঃ ? প্রয়োগ-
বচনপরিগ্রহাৎ । অনারভ্যাধীতাশ্চপি হেতানু্যদীপাদিদ্বারেণ
ক্রতুসম্বন্ধাৎ ক্রতুপ্রয়োগবচনেনাঙ্গান্তরবৎ সংস্পৃশ্যন্তে ।
যন্তেষাং স্ববাক্যেষু ফলশ্রবণং “আপয়িতা হ বৈ কামানাং
ভবতি” ইত্যাদি, তদ্বর্তমানাপদেশরূপত্বাদর্থবাদমাত্রং, অপাপ-
শ্লোকশ্রবণাদিবৎ ন ফলপ্রধানম্ । তস্মাৎ যথা “যস্ত পৰ্ণময়ী
জুহুর্ভবতি, ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি” ইত্যেবমাদীনাং প্র-
করণপঠিতানাংপি জুহ্বাদিদ্বারেণ ক্রতুপ্রবেশাৎ স্বপ্রকরণ-

রভ্যাধীতমব্যভিচারিতক্রতুসম্বন্ধং জুহুধারা ক্রতুপ্রয়োগবচনগৃহীতং ক্রত্বর্থং সং
ফলানপেক্ষং সিদ্ধবর্তমানাপদেশপ্রতীতং ন রাজিসম্রবৎ ফলতয়া স্বীকরোতীতি,
এবমব্যভিচারিতকৰ্ম্মসম্বন্ধোদীপগতমুপাসনং কৰ্ম্মপ্রয়োগবচনগৃহীতং ন সিদ্ধবর্ত-
মানাপদেশাবগত-সমস্তকামব্যাপকত্বলক্ষণফলকল্পনায়ালম্ । পরার্থত্বাৎ । তথা চ
পাপমর্থং হতম্—“দ্রব্যসংস্কারকৰ্ম্মসু পবার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ শ্রাৎ” ইতি । এবং

না করিলেও ক্ষতি নাই, তাহা অনিত্য ।) পূৰ্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়—যেহেতু উহা
প্রয়োগবিধিপরিগৃহীত, সেই হেতু উহা নিত্য অর্থাৎ অবশ্যপ্রযোজ্য । ঐ সকল
উপাসনা অনারভ্য অধীত অর্থাৎ কোন এক নির্দিষ্ট কৰ্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পঠিত
হইয়াছে, এ জন্ত উদগীথাদি উপলক্ষ্যে ঐ সকল উপাসনা যজ্ঞকৰ্ম্মে প্রবিষ্ট এবং
উহা যাগ-যজ্ঞেব অন্ত্রাত্ম অঙ্গের সদৃশ । অর্থাৎ যজ্ঞের অন্ত্র অঙ্গ যজ্ঞপ, ঐ
উপাসনাও তদ্রূপ । ফলিতার্থ—উদগীথ উপাসনাও যজ্ঞের একটা অঙ্গ ।
কারণ এই যে, ঐ সকলের সহিত যজ্ঞকৰ্ম্মের সম্বন্ধ সংঘটন হইতেছে ।
[যন্তেষাং...নিয়ম ইতি] যদিও স্ববাক্যে অর্থাৎ প্রোক্ত উপাসনা ঘটিত প্রস্তাবে
ফল কখন আছে, থাকিলেও তাহা অর্থবাদ ব্যতীত অত্র কিছু নহে । (যাহা
বিধি নহে, তাহা অর্থবাদ । ফলিতার্থ—সে সকল বাক্য ফল জ্ঞাপক, বিধায়ক
নহে । বিধায়ক নহে বলিয়াই সে সকল প্রয়োগ-নিত্যতার বোধক নহে অর্থাৎ
অবশ্যাস্তিত্য নহে) । হেতু এই যে, সে সকল ফলজ্ঞাপকবাক্য বিধিবিভক্তিসূক্ত
নহে; কিন্তু বর্তমানবিভক্তিসূক্ত । (বর্তমানবিভক্তি লট—ভবতি, বিধিবিভক্তি লিট
প্রভৃতি—ভাবয়েৎ । ভবতি-কথাই আছে, ভাবয়েৎ কথা নাই ।) ফলকথন যথা—

কৰ্ম্মপক্ষে নিত্যনিয়মিত নহে । কারণ, অনিয়মই দৃষ্ট হয় । অনিয়ম দর্শনের প্রতি হেতু—কৰ্ম্ম-
ফলের পার্থক্য । কৰ্ম্মফল ও জ্ঞানফল অত্যন্ত পৃথক্ । জ্ঞানের যোগ থাকিলে কৰ্ম্মের ফলাদিক্য
এবং জ্ঞানের যোগ না থাকিলে ফলাদিক্য শ্রুতিকর্তৃক দর্শিত হইয়াছে । ইতরাং উদগীথাদি
জ্ঞানকে বা উপাসনাকে কৰ্ম্মের নিত্যজ্ঞ বলি সম্ভব নহে । (ভাষ্য দেখ) ।

পঠিতবস্মিত্যতা, এবমুদগীথাদ্যুপাসনানামপীতি । এবং প্রাপ্তে
ক্রমঃ—তন্মিদ্ধারণানিয়মঃ ইতি । যাগ্ৰেতান্যুদগীথাদিকৰ্ম্ম-
গুণযাথাত্ম্যানির্ধারণানি “রসতমঃ, আপ্তিঃ, সমৃদ্ধিঃ, মুখ্যঃ প্রাণ
আদিত্যঃ” ইত্যেবমাদীনি, নৈতানি নিত্যবৎ কৰ্ম্মস্ব নিয়ম্যে-
রন্ । কুতঃ ? তদৃক্ষেঃ । তথা হনয়িতব্ধমেবৈবজ্জাতীয়কানাং
দর্শয়তি ঋতিঃ “তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ
ন বেদ” ইতি । অবিন্দুযোহপি ক্রিয়াভ্যনুজ্ঞানাং প্রস্তাবাদি-
দেবতাবিজ্ঞানবিহীনানামপি প্রস্তোত্রাদীনাং যাজনাধ্যবসান-
দর্শনাং “প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবমম্বায়তা তাক্ষেদবিদ্বান্

প্রাপ্ত উচ্যতে । যুক্তং পৰ্ণতায়াং ফলশ্রুতেরর্থবাদমাত্রম্ । ন হি পৰ্ণতাহনাশ্রয়া
যাগাদিবৎ ফলসম্বন্ধমভুতবিতুমর্গতি । অব্যাপাররূপত্বাৎ । ব্যাপারশ্চৈব চ ফল-
বত্বাৎ । যথাহঃ—উৎপত্তিমতঃ ফলদর্শনাদিতি । নাপি খাদিরতায়ামিব প্রকৃতক্রতু-
সম্বন্ধো যুপ আশ্রয়স্তদাশ্রয়ঃ প্রকৃতোহুত্তি, অনারভ্যাধীতত্বাৎ পৰ্ণময়তায়াঃ ।

“কৰ্ম্মকর্তার সম্বন্ধে তাহা কাম সমূহের প্রাপক হয় ।” ইত্যাদি, স্মৃতরাং অপাপ-
শ্লোকশ্রবণজ্ঞাপক বাক্যেব হ্যায় ঐ সকল বাক্য ফলপ্রধান নহে । অর্থাৎ প্রধান
কৰ্ম্মের সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে । “যাহার জুহু (হোমসাধন পাত্র—হাতা) পৰ্ণময়ী
(পত্রনির্মিত), সে পাপশ্লোক শুনে না অর্থাৎ সে অনিন্দিত হয় ।” এই বাক্য
যেমন অত্র প্রকরণে পঠিত হইলেও জুহু উপলক্ষ্যে যজ্ঞবাক্যে প্রবেশ করে,
করিয়া যজ্ঞপ্রকরণ পরিপাক্তিতের হ্যায় নিত্যতা প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞপ্রকরণোক্ত অঙ্গের
সহিত সমকার্যকারী হয়, উদগীথাদি উপাসনাও সেইরূপ হইবেক অর্থাৎ
উদগীথাদি উপাসনাও কৰ্ম্মের নিত্যঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য হইবেক । এইরূপ
পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—তন্মিদ্ধারণানিয়মঃ । [যাগ্ৰে...হবিষ্যসি ইতি]
কৰ্ম্মের সেই সকল অঙ্গ—যে সকল অঙ্গ সেই সেই বাক্যে নিদিষ্ট আছে—
যেমন রসতমত্ব, প্রাপকত্ব, সমৃদ্ধি ও মুখ্যত্ব প্রভৃতি, তেমন উদগীথ উপাসনাদি
জ্ঞানাত্মক অঙ্গ সকল নিত্যের হ্যায় কৰ্ম্মে নিয়মিত বা কৰ্ম্মে নিয়মিতাঙ্গ নহে ।
অর্থাৎ সে সকল অঙ্গ নিত্যঙ্গ নহে । কেননা, তাহাই দেখা যায় । অর্থাৎ
ঐ সকলের অনিয়মই দৃষ্ট হয় । ঋতি ঐরূপ ঐরূপ অঙ্গের (গুণের) নিয়মাব
দেখাইয়াছেন । যথা—“যে ঐরূপ জানে, উপাসনা করে, সেও করে এবং যে
না জানে, সেও করে ।” ইত্যাদি । এখানে দেখ, ঋতি অবিদ্বান্কেও
কৰ্ম্ম করিবার অমুমতি দিতেছেন । আরও দেখ, “হে প্রস্তোতঃ, যে
দেবতা প্রস্তাবের অমুগতা অর্থাৎ যিনি প্রস্তাবের রহস্য দেবতা, যদি
ঐহাকে না জানিয়া স্তুতি কর, না জানিয়া গান কর, :না জানিয়া

প্রস্তোত্বাসি তাক্ষেদবিদ্বানুদগাস্তসি তাক্ষেদবিদ্বান্ প্রতিহরি-
 য়সি” ইতি । অপি চৈবঞ্জাতীয়কস্ত কৰ্মব্যপাশ্রয়স্ত বিজ্ঞানস্ত
 পৃথগেব কৰ্মণঃ ফলমুপলভ্যতে—কৰ্মফলসিদ্ধ্যপ্রতিবন্ধঃ তৎ-
 সমৃদ্ধিরতিশয়বিশেষঃ কশ্চিৎ “তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈত-
 দেবং বেদ যশ্চ ন বেদ । নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ, যদেব
 বিদ্যা কৰোতি শ্রদ্ধয়োপনিবদা, তদেব বীৰ্য্যবত্তরং ভবতি”
 ইতি । তত্র নানা ত্বিতি বিদ্বদবিদ্বৎপ্রয়োগয়োঃ পৃথক্করণাৎ
 বীৰ্য্যবত্তরমিতি চ তরপ্প্রত্যয়প্রয়োগাৎ বিদ্যাবিহীনমপি কৰ্ম
 বীৰ্য্যবদिति গম্যতে । তচ্চানিত্যত্বে বিদ্যায়া উপপদ্যতে ।

তস্মাদ্ব্যাক্যেনৈব জুহুসম্বন্ধদ্বাবেণ পৰ্ণতায়াঃ ক্রতুরাশ্রয়ো জ্ঞাপনীয়ঃ । ন চাতৎপবৎ
 বাক্যং জ্ঞাপয়িতুমর্হতীতি তত্র বাক্যতাৎপর্য্যমবশ্যাপ্রণয়ীয়ম্ । তথা চ তৎপবৎ
 সন্ন, পৰ্ণতায়াঃ ফলসম্বন্ধমপি গময়িতুমর্হতি, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ । উপাসনানাস্ত
 ব্যাপাবাস্ত্রভেদে ন স্বত এব ফলসম্বন্ধোপপত্তেঃ সঙ্গীতাত্মাশ্রয়ণং ফলে বিধানং ন বিরূ-

প্রতিহার (গান সমাপ্তি) কর” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দেখা যাইতেছে
 যে, প্রস্তাবাদি-দেবতাব জ্ঞান না থাকিলেও প্রস্তোতাদিগেব যাজনাদিক্রিয়া
 নির্বাহ হইবে । [অপিচৈবৎ...স্থিতিঃ] শ্রুতিতে আরও দেখা যায়, কৰ্ম-
 সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের ফল পৃথক্ ; কেবল বিজ্ঞানের ও কেবল কৰ্মের ফলও
 পৃথক্ । বিজ্ঞানের (উপাসনাব) যোগ থাকিলে কৰ্মফলের অব্যাবাহত ও আন্তি-
 শযা হইয়া থাকে । এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—“যে জ্ঞানে, সেও কবে, এবং যে
 না জানে, সেও করে ।” “কৰ্ম নানাপ্রকার ; বিদ্যায়ুক্ত ও বিদ্যাবিগুক্ত । যাহা বিদ্যা
 শ্রদ্ধা ও দেবতাধ্যানাদিপূৰ্ব্বক কৃত হয়, তাহাই ফলাতিশয়যুক্ত হয় ।” এই শ্রুতি
 জ্ঞানীর কৰ্ম্মাশুষ্ঠান ও অজ্ঞানীর কৰ্ম্মাশুষ্ঠান পৃথক্ করিয়া জ্ঞানীব কৰ্ম্মাশুষ্ঠানকে
 বীৰ্য্যবত্তর বলিয়াছেন । দুএর মধ্যে একের আধিক্য দেখিলে তরপ্প্রত্যয়ের
 প্রয়োগ হইয়া থাকে । উদাহৃত শ্রুতিতেও ‘বীৰ্য্যবত্তর,’ এইরূপ প্রয়োগ থাকায়
 স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানীর কৰ্ম্ম বীৰ্য্যবত্তর এবং অজ্ঞানীর কৰ্ম্ম বীৰ্য্যবৎ ।
 অর্থাৎ অজ্ঞানীর কৰ্ম্মও ফল আছে । অজ্ঞানীর কৰ্ম্মের বীৰ্য্যবত্তা অর্থাৎ ফলবত্তা
 উপপন্ন হইতে পারে—যদি কৰ্ম্মবিদ্যা (জ্ঞান বা উপাসনা) অনিত্য হয় ।
 বিদ্যার নিত্যতা থাকিলে শ্রুতি বিদ্যাবিহীন কৰ্ম্মকে বীৰ্য্যবৎ (সফল) বলিবেন
 কেন ? (বিদ্যার নিত্যতা থাকিলে অর্থাৎ বিদ্যাকে কৰ্ম্মের অবশ্যপ্রযোজ্য অঙ্গ
 বলিয়া স্বীকার করিলে ‘বিদ্যাবিহীন’ কথা ব্যর্থ হইবে । যখন কৰ্ম্ম করিতে
 গেলেই বিদ্যারূপ অঙ্গের প্রয়োজন হইবে, তখন আর তাহা (কৰ্ম্ম) কি করিয়া
 বিদ্যাহীন হইবে ?) যদি সমুদায় অঙ্গ অশুদ্ধিত হয়, তবেই তাহা (কৰ্ম্ম) বীৰ্য্যবান্

নিত্যত্বে তু কথং তন্নিহীনং কৰ্ম বীৰ্য্যবাদভ্যানুজ্ঞায়েত । সৰ্ব্বা-
 ঙ্গোপসংহারে হি বীৰ্য্যবৎ কৰ্ম্মেতি স্থিতিঃ । তথা লোক-
 সামান্যাদিষু প্রতিনিয়তানি প্রভূত্বাপাসনং ফলানি শিষ্যস্তে
 “কল্পন্তে হাশ্মৈ লোকা উদ্ধীশ্চাব্ৰতাশ্চ” ইত্যেবমাদীনি । ন
 চৈদং ফলশ্রবণমর্থবাদমাত্রং যুক্তং প্রতিপত্ত্বম্ । তথাহি গুণ-
 বাদ আপদ্যেত । ফলোপদেশে তু মুখ্যবাদোপপত্তিঃ । প্রযা-
 জাদিষু ত্বিতিকৰ্ত্তব্যতাকাজ্ঞাস্ত ক্রতোঃ প্রকৃতত্বাৎ, তাদর্থ্যে সতি
 যুক্তং ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বম্ । তথানারভ্যাধীতেষপি পৰ্ণময়ী-
 ত্বাদিষু । ন হি পৰ্ণময়ীত্বাদীনামক্রিয়াত্বকানামাশ্রয়মন্তরেণ

ধ্যতে । বিশিষ্টবিধানাৎ । ফলায় খলুদগ্ধীথসাধনকমুপাসনং বিধীয়মানং ন বাক্য-
 ভেদমাবহতি । নহু কৰ্ম্মাঙ্গোদগ্ধীথসংস্কার উপাসনং, প্রোক্ষণাদিবৎ দ্বিতীয়াংশভে-
 রদগ্ধীথমিতি । তথা চাঙ্গনাদিষু সংস্কারেণ ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বম্ । মৈবম্ । ন
 হত্রোদগ্ধীথোপাসনং, কিন্তু তদবয়বভ্রোহ্মারত্রেতুক্তমথত্বাৎ । ন চোঙ্কারঃ কৰ্ম্মাঙ্গম্ ।
 অপি তু কৰ্ম্মাঙ্গোদগ্ধীথাবয়বঃ । ন চ’নপযোগমীপ্সিতম্ । তস্মাৎ সক্তৃন্ কুহো-

(সফল) হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত । (বিজ্ঞা নিত্যজ্ঞ অর্থাৎ অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ হইলে,
 প্রত্যেক কৰ্ম্মে তাহা অন্তর্গত হইবে ; সুতরাং বিজ্ঞাবিহীন কৰ্ম্ম অল্পবীৰ্য্য হয়,
 এই শ্রোত উক্তি স্থলশূন্য হইতেছে) । [তথা...বিক্রিয়াতে] আবও দেখ, এতি
 লোক-সাধারণ্যে প্রত্যেক উপাসনার অমুগত বা নির্দিষ্ট ফল বলিয়াছেন । লোক-
 জ্ঞানে নামোপাসনার কৰ্ম্ম সমৃদ্ধি ফলও অতিপিত্ত সেই সেই লোকলাভাদি ফলও
 ক্রতিকৰ্ত্তব্য কথিত হইয়াছে । যথা—“ভূমিব উদ্ধে ও অধে যে সকল লোক—
 সে সকল সেই জ্ঞানীর (উপাসকের) ভোগ দিতে সমর্থ ।” ইত্যাদি । এ সকল
 ফলশ্রুতিকে (ফলজ্ঞাপক বাক্যকে) অর্থবাদমাত্র বিবেচনা করা উচিত নহে ।
 অর্থবাদ পক্ষ স্বীকার করিতে গেলে গুণবাদত্ব (অঙ্গপ্রশংসাকারক কথন) স্বীকার
 করিতে হইবে । উহার দ্বারা ফলের উপদেশ করা হইয়াছে বা হইতেছে, এরূপ
 তাৎপর্য্য হইলেই উহার মুখ্যার্থবাদতা (প্রধানের সহিত সম্পর্ক কথন) উপপন্ন
 হয় । প্রযাজ প্রভৃতি যাগাঙ্গের কথা স্বতন্ত্র । ক্রতুর্ন অর্থাৎ যজ্ঞের উপদেশ
 হইলে (যজ্ঞে—যাগ করিবেক, এইরূপ উপদেশ হওয়ায়) তাহাতে যে ইতি-
 কৰ্ত্তব্যতার আকাজ্ঞা জন্মে, (কি প্রকারে ক্রতু করিবেক ? এইরূপ জিজ্ঞাসা
 জন্মে), সেই আকাজ্ঞার বা জিজ্ঞাসার পরিপূরণার্থ প্রযাজাদি অঙ্গের উপদেশ,
 সুতরাং তদগত ফলশ্রবণও অর্থবাদ । অনারভ্য অধীত অর্থাৎ অপ্রকরণ-পরি-
 পঠিত—পৰ্ণময়ী বাক্য প্রভৃতিও এরূপ । পৰ্ণময়ীত্বাদি পদার্থ ক্রিয়া নহে, সে
 জ্ঞাত আশ্রয় ব্যতীত সে সকলের সহিত ফলের সম্বন্ধ ঘটনা হয় না, অর্থাৎ সে

ফলসম্বন্ধোহবকল্পতে । গোদোহনাদীনাং হি প্রকৃতাপ্ প্রণয়-
নাদ্যাশ্রয়লাভাদুপপন্নঃ ফলবিধিঃ । তথা বৈজ্ঞানাদীনামপি প্রকৃত-
যুপাদ্যাশ্রয়লাভাদুপপন্নঃ ফলবিধিঃ, ন তু পৰ্ণময়ীত্বাদিষেব-
ন্ধিঃ কশ্চিদাশ্রয়ঃ প্রকৃতোহস্তুি । বাক্যেনৈব তু জুহ্বাদ্যা-
শ্রয়তাং বিবক্ষিত্বা ফলেহপি বিধিং বিবক্ষতো বাক্যভেদঃ
স্মৃতাঃ । উপাসনানাস্তু ক্রিয়াক্তকৃত্বাং বিশিষ্টবিধানোপপত্তে-
রুদ্গীথাদ্যাশ্রয়াণাং ফলবিধানং ন বিরুদ্ধ্যতে । তস্মাৎ যথা
ক্রত্বাশ্রয়ণ্যপি গোদোহনাদীনি ফলসংযোগাদনিত্যানি, এব-
মুদ্গীথাদ্যুপাসনান্যপীতি দ্রষ্টব্যম্ । অত এব চ কল্পসূত্র-
কারা নৈবজ্ঞাতীয়কান্যুপাসনানি ক্রতুযু কল্পয়াঞ্চক্ৰুঃ ॥৩৩৪২॥

তীতিবহ্নির্যোগভেদেনোক্তরসাধনাদুপাসনাং ফলমিতি সম্বন্ধঃ । তস্মাদ্ যথা ক্রত্বা-
শ্রয়ণ্যপি গোদোহনাদীনি ফলসংযোগাদনিত্যানি, এবমুদ্গীথাদ্যুপাসনানীতি দ্রষ্ট-
ব্যম্ । শেষমুক্তং ভাষ্যে । “ন চেদং ফলশ্রবণমর্থবাদমাত্রং” ইতি । অর্থবাদ-
মাত্রত্বেহ্যন্তাপরোক্ষা রুত্তির্থা, ন তথা ফলপরত্বেন তু বর্তমানাপদেশাৎ সাক্ষাৎ
ফলং প্রতীতি । অত এব প্রযাজাদিষু নার্থবাদাদ্বর্তমানোপদেশাৎ ফলকল্পনা ।
ফলপরত্বে ত্বত্ত্ব ন শক্যং প্রযাজাদীনাং পারার্থোনাফলত্বং বক্তুম্ভতি ॥৩৩৪২॥

সকলকে ফলবিধি বলা যায় না । কিন্তু গোদোহন বাক্য সেকপ নহে । গোদোহন
বাক্য প্রকরণ-পরিপাঠিত ; সে জন্ত তাহা অপ্ প্রণয়নকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয় ;
সুতরাং সে স্থলে তাহার ফলবিধি ইত্যাদি সহজেই উপপন্ন হয় । “অন্নাদ্য
কামা বৈষ যুপ (বেল কাঠের যুপ) করিবেক” এ স্থলেও প্রস্তাবিত যুপ আশ্রয়-
রূপে লব্ধ হইতেছে; সুতরাং বৈষাদিবাক্যও ফলবিধায়ক । যেহেতু, ফলবিধায়ক,
সেই হেতু অর্থবাদ নহে । অর্থবাদ কাহাকেও বিধান করে না, কেবলমাত্র
প্রশংসা করে । প্রদর্শিত উদাহরণে যেমন প্রকরণলব্ধ আশ্রয় দৃষ্ট হয়, দেখা যায়,
পৰ্ণময়ীত্বাদিতে সেরূপ কোন আশ্রয় কুণ্ড নাই, অর্থাৎ তৎপ্রস্তাবে উল্লিখিত
নাই । “পৰ্ণময়ী জুহুর্ভবতি” এই বাক্যে দ্বারাই জুহুর আশ্রয়তা উন্নয়ন
করা হয়, তৎপরে ফলবিষয়ক বিধির কল্পনা করা হয় । উপাসনার সহিত
অনুষ্ঠেয় কর্মের প্রভেদ এই যে, উপাসনা অনুষ্ঠানরূপিনী নহে । যেহেতু অনুষ্ঠান-
রূপিনী নহে, সেই হেতু তাহাতে বিশিষ্টবিধান উপপন্ন হয় বলিয়াই উদ্গীথাদি
আশ্রয় বিষয়ে ফলের বিধান অবিরুদ্ধ । [তস্মাৎ...কল্পয়াঞ্চক্ৰুঃ] বিচারের
উপসংহার এই যে, যেমন গোদোহনাদি কার্য্য ক্রতুর আশ্রয় (অঙ্গ) হইলেও
ফলসম্বন্ধ থাকায় (কামনাবিশেষে অনুষ্ঠেয় হওয়ায়) অনিত্য, ঐচ্ছিক ; তেমনি,
উদ্গীথাদি উপাসনাও কর্ম্মাশ্রয়ে অনিত্য অর্থাৎ ঐচ্ছিক । এতৎকারণেই কল্প-
সূত্রকার ঋষিরা ঐরূপ ঐরূপ উপাসনাকে ক্রতুমধ্যে প্রতিষ্ঠা করান নাই ॥৩৩৪২॥

প্রদানবদেব তদ্বক্তৃম্ ॥ ৩। ৩। ৪৩ ॥*

বাজসনেয়কে “বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগদধ্রে” ইত্যত্রা-
ধ্যাত্মং বাগাদীনং প্রাণঃ শ্রেষ্ঠোহবধারিতঃ, অগ্নিদৈবমগ্নাদী-
নাং বায়ুঃ। তথা ছান্দোগ্যে “বায়ুর্বাণ সন্মর্গঃ” ইত্যত্রাধিদৈব-
মগ্নাদীনং বায়ুঃ সন্মর্গোহবধারিতঃ, “প্রাণো বাণ সন্মর্গঃ” ইত্য-
ত্রাধ্যাত্মং বাগাদীনং প্রাণঃ। তত্র সংশয়ঃ—কিং পৃথগেবেমৌ
বায়ুপ্রাণাবুপগন্তব্যৌ স্মাতাম্? অপৃথগেতি। অপৃথগিতি তাবৎ
প্রাপ্তম্, তত্রাভেদাৎ। ন হুভিন্নে তত্ত্বে পৃথগনুচিন্তনং শ্রাম্যম্।
দর্শয়তি চ শ্রেষ্ঠিরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ তত্রাভেদং “অগ্নির্বাগ-

তত্ত্বচ্ছূত্বার্থালোচনয়া বায়ুপ্রাণয়োঃ স্বরূপাভেদে সিদ্ধে তদধীননিবগণভয়া
তদ্বিষয়োপাসনাপ্যভিন্না। ন চাধ্যাত্মাধিদৈবগুণভেদোভেদঃ। ন হি গুণভেদে
গুণবতো ভেদঃ। ন হুগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যুৎপন্নশ্রাঘ্নিহোত্রস্ত তত্বলাদিগুণ-
ভেদাদ্ ভেদো ভবতি। উৎপত্তমানকর্মসংযুক্তো হি গুণভেদঃ কর্মণো ভেদকঃ। যথা

বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে (বৃহদাবণ্যক উপনিষদে) আছে—“আমি বলিব,
এই ভাবিয়া বাগিল্লিয় ধারণ করিলেন।” ইত্যাদি। এই ঋতিতে বচ-
নেল্লিয়াদির মধ্যে আধ্যাত্মিক গণনায় প্রাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত
হইয়াছে, এবং আধিদৈবিক গণনায় অগ্ন্যাদির মধ্যে বায়ুকে শ্রেষ্ঠত্ব পদে
অভিষিক্ত করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও আধিদৈবিক গণনায় “বায়ুই
সন্মর্গ” ইত্যাদি ক্রমে অগ্ন্যাদির মধ্যে বায়ুব সন্মর্গত্ব এবং আধ্যাত্মিক
গণনায় বচনেল্লিয়াদির মধ্যে প্রাণেব সন্মর্গত্ব কথিত হইয়াছে। [তত্র...
ক্রমঃ] এখানে সংশয় হয় যে, বায়ু ও প্রাণ, এই দুই পদার্থ কি
পৃথক? অথবা অপৃথক (একই)? তাত্ত্বিক ভেদ না থাকায় প্রথতঃ
পাওয়া যায়, অপৃথক্ অর্থাৎ একই বস্তু। তাত্ত্বিক ব্যতীত পৃথক্ জ্ঞান
করা শ্রাম্য নহে। ঋতিও অধ্যাত্ম ও আধিদৈব ক্রমে তত্ত্বের অভেদ
দেখাইয়াছেন। যথা—“অগ্নিই বাগিল্লিয় হইয়া মুখে প্রবিষ্ট আছেন।”
ইত্যাদি। অপিচ, ঋতি আধ্যাত্মিক প্রাণগণের (ইল্লিয়দিগের) আত্মভূত

* প্রদানবৎ প্রদানপৃথকত্বমিব বায়ুপ্রাণয়োঃ পৃথকত্বং জ্ঞেয়ম্। তদ্বক্তৃং জৈমিনিরেনিতি শেষঃ।
পূর্বকথাতে যথা সহাবদানঋতেদৈবৈক্যাক পুরোডাশানাং সহপ্রক্ষেপে প্রাপ্তেহপি পৃথক্-
ক্ষেপঃ সিদ্ধান্তিতস্তথাব্রাহ্মণীতি ব্রষ্টব্যম্।

ঋতিতে বায়ুর ও প্রাণের পৃথক্ কথন আছে, অপৃথক্গদেশও আছে, তদ্বদৃষ্টে সংশয়
হয়, তদ্বস্ত্য পৃথক্ কি অপৃথক্। প্রথমতঃ পাওয়া যায়, বায়ু ও প্রাণ অপৃথক্ অর্থাৎ একই বস্তু।
সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্বকথাতে পুরোডাশপ্রদান বক্ষণ; এতৎকাতীয়া বায়ু ও প্রাণেব ভেদা-
ভেদোক্তিও তদ্রূপ। তাৎপর্য এই যে, বায়ু ও প্রাণ এক নহে, একত্ব পূরকাবে ধ্যান কবাও
বিধের নহে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যব্যাখ্যায় দেখ।

ভূত্বা যুখং প্রাবিশৎ” ইত্যারভ্য। তথা “ত এতে সৰ্ব্ব এব
সমাঃ সৰ্বেহনন্তাঃ” ইত্যাধ্যাত্মিকানাং প্রাণানামধিদৈবিকীং
বিভূতিমাত্মভূতাং দর্শয়তি। তথাহ্যত্রাপি তত্র তত্রাধ্যাত্মম্
অধিদৈবঞ্চ বহুধা তত্রাভেদদর্শনং ভবতি। কচিচ্চ “যঃ প্রাণঃ স
বায়ুঃ” ইতি বিস্পষ্টমেব বায়ুং প্রাণঞ্চৈকীকরোতি। তথোদা-
হতেহপি বাজসনেয়ীব্রাহ্মণে “যতশ্চাদেতি সূর্য্যঃ” ইত্য-
শ্বিন্নুপসংহারশ্লোকে “প্রাণান্না এষ উদেতি প্রাণেহন্তমেতি”
ইতি প্রাণেনৈবোপসংহরন্মেকত্বং দর্শয়তি। “তস্মাদেকমেব
ব্রতঞ্চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্য্যচ্চ” ইতি চ প্রাণব্রতেনৈবৈকেনোপ-
সংহরন্মেতদেব দ্রুয়তি। তথা ছান্দোগ্যেহপি “পরস্তান্মহাত্মন-
শ্চতুরো দেব একঃ কঃ সো জগার ভুবনশ্চ গোপ্তা” ইত্যেকমেব
সম্বর্গং গময়তি, ন ত্রবীত্যেক একেমাঞ্চতুর্গাং সম্বর্গোহপরো-
হপরেষাম্। তস্মাদপৃথক্ত্বমুপগমনশ্চেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ।

অমিচ্ছা-বাজিনসংযুক্তয়োঃ কৰ্ম্মণোঃ, নোৎপন্নকৰ্ম্মসংযুক্তঃ। অধ্যাত্মাধিবোপদেশেষু
চোৎপন্নোপাসনাসংযোগঃ। তথোপক্রমোপসংহারালোচনয়া বিতৈকত্ববিনিশ্চয়াদে-
কৈব সক্রং প্রবৃত্তিরিতি পূৰ্ব্বপক্ষঃ। রাধাস্তন্ত—সত্যং বিতৈকত্বং, তথাপি গুণ-
ভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদঃ। সাংখ্যপ্রাতঃকালগুণভেদাদ্ বৈতৈকশ্মিন্নিহোক্তে প্রবৃত্তি-
আদিদৈবিক ঐশ্বর্য্য “ইহাঁবা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত” ইত্যাদি ক্রমে
প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুত্যন্তরেও অধ্যাত্ম অধিদৈব গণনায় নানা ভাবে বস্তু-
ত্বের অভেদ (একত্ব) প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন ঋতিতে “যে প্রাণ—
সেই বায়ু” এবং ক্রমে স্পষ্টাভিধানে বায়ুর সহিত প্রাণের একত্ব বর্ণনা আছে।
উল্লিখিত বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণেও “সূর্য্য যাহা হইতে উদয় প্রাপ্ত হন” ইত্যাদি
প্রস্তাবের শেষ শ্লোকে “সূর্য্য প্রাণ হইতে উদ্ভিত ও প্রাণে অন্তর্গত হন” এইরূপ
বলিয়া প্রাণমহিমা বর্ণনের উপসংহার করায় প্রাণের সহিত বায়ুর একত্ব (অভেদ)
বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। “সেই হেতু একই ব্রত অবলম্বন করিবেক। প্রাণন
করিবেক এবং অপানন করিবেক।” (প্রাণন=শ্বাস। অপানন=প্রশ্বাস)।
এই শ্রুত্যুক্ত প্রাণ-ব্রতও ঐ একত্বকে দৃঢ় (অবিচাল্য) করিতেছে। ছান্দোগ্য
উপনিষদেও একের সম্বর্গতা (উপসংহারদ্বারা) ইহা দর্শিত হইয়াছে। যথা—অগ্নি,
সূর্য্য, জল ও জন এই চার ও বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন, এই চার, চার চার আট
দেবতা একই এবং সেই একই প্রজাপতি সমুদায়কে উপসংহার প্রাপ্ত করান বা
জীর্ণ করেন। কেহই ভেদ বলেন নাই অর্থাৎ উহাদের মধ্যে ভিন্নতা নাই। ঐ

পৃথগেব বায়ুপ্রাণাবুপগন্তব্যাবিতি । কস্মাৎ ? পৃথগুপদেশাৎ ।
 আধ্যানার্থো হয়মধ্যাআধিদৈববিভাগোপদেশঃ, মোহসত্য-
 ধ্যানপৃথক্তে হনর্থক এব স্মাৎ । ননু ক্তমপৃথগনুচিস্তনং তদ্বা-
 ভেদাদিতি । নৈব দোষঃ । তদ্বাভেদেহপ্যবস্থাভেদাছুপদেশ-
 ভেদবশেনানুচিস্তনভেদোপপত্তেঃ । শ্লোকোপন্যাসস্ত ৮ তদ্বা-
 ভেদাভিপ্রায়োণ্যুপপদ্যমানস্ত পূর্ব্বোদিত-ধ্যয়ভেদনিরাক-
 রণসামর্থ্যভাবাৎ । “স যথৈবাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এব-
 মেতাসাং দেবতানাং বায়ুঃ” ইতি চোপমানোপমেয়করণাৎ ।
 এতেন ব্রতোপদেশো ব্যাখ্যাতঃ । “একমেব ব্রতম্” ইতি চৈবকারো
 বাগাদিব্রতনিবর্তনেন প্রাণব্রতপ্রতিপত্ত্যর্থঃ । ভগ্নব্রতানি হি
 বাগাদীনু্যক্তানি “তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপমেমে” ইতি শ্রুতেঃ, ন

ভেদ এবমিহাপ্যধ্যাআধিদৈবগুণভেদাছুপাসনশৈকস্তাপি প্রবৃত্তিভেদ ইতি সিদ্ধম্ ।
 “আধ্যানার্থো হয়মধ্যাআধিদৈববিভাগোপদেশঃ” ইতি । অগ্নিহোত্রেবোধ্যানস্ত
 কৃতে দধিতণ্ডলাদিবদন্ত পৃথগুপদেশঃ । “এতেন ব্রতোপদেশঃ” ইতি । এতেন
 তদ্বাভেদেন । এবকারশ্চ বাগাদিব্রতনিরাকরণার্থঃ । নথেষ্টশ্চৈব দেবতায়ৈ ইতি

৪টীর মধ্যে একু একেব সস্বৰ্গ, অপর অপরের সস্বৰ্গ, অর্থাৎ সংহারক বা জীর্ণ
 কারক ।” অতএব, উভয়ে অপৃথক্ অর্থাৎ তদ্ব্যয়ের একত্বই গ্রাহ্য । এইরূপ
 পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ার তৎপরিশোধনার্থ সূত্র বলিতোছেন—প্রদানবদেব । [পৃথ-
 গেব...সংহরতি] বায়ু ও প্রাণ পৃথক্, এই পক্ষই স্বীকার্য্য । কারণ, পৃথক্ উপ-
 দেশ দৃষ্ট হয় । যখন ধ্যানের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিভাগের উপ-
 দেশ হইয়াছে, ধ্যেয়ের অন্তস্ত ঐক্য থাকিলে তাদৃশ উপদেশ অবশ্যই ব্যর্থ হইবে ।
 বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেই অভেদ ধ্যান করা কৰ্ত্তব্য, এইরূপ বলিয়াছিলে,
 আপত্তি করিয়াছিলে, পরন্তু তাহা গ্রাহ্য নহে । বস্তুতঃ অর্থে ভেদ থাকিলেও
 ভেদোপদেশ হইতে পারে, এবং হইলে দোষ হয় না । যখন অবস্থার ভেদ আছে,
 তখন তদনুসারী উপদেশের বলে অবশ্যই ধ্যানেরও ভেদ হইবে, না হইবে কেন ?
 যদিও শ্লোকপরিপাতি তদ্বাভেদ পক্ষেই সঙ্গত, তথাপি, তাহার পূর্ব্বোদিত ধ্যেয়-
 ভেদ নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই । অর্থাৎ সে শ্লোকেও অধ্যাআদি অবস্থাভেদ-
 ষটিত ধ্যান নিষিদ্ধ হইতেছে না । “ইনি যেমন প্রাণগণের মধ্যে মধ্যম, তেমনি
 দৈবগণের মধ্যেও বায়ু ।” এই শ্রুতি উপমার দ্বারা ঐ অর্থেরই দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন ।
 ব্রতঘটিত কথাটিও ঐরূপ জানিবে । বাক্তব্রতাদির নিবৃত্তি বা নিষেধপূর্ব্বক প্রাণ-
 ব্রত বুঝাইবার জন্য “একই ব্রত” বলা হইয়াছে । আরও দেখ, শ্রুতি বাক্-

বায়ুব্রতনিবৃত্ত্যর্থঃ। “অথাতো ব্রতমীমাংসা” ইতি প্রস্তুত্যা তুল্যবদ্বায়ুপ্রাণয়োঃ ভগ্নব্রতত্বস্য নির্দ্ধারিতত্বাৎ। “একমেব ব্রত-
 ধরেৎ” ইতি চোক্তম্। “তেনো এতশ্চৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলো-
 কতাং জয়তি” ইতি বায়ুপ্রাপ্তিং ফলং ক্রবন্ বায়ুব্রতমনিবর্তিতং
 দর্শয়তি। দেবতেত্যত্র বায়ুঃ স্যাৎ, অপরিচ্ছিন্নাত্মত্বস্য প্রেপ্সিতত্বাৎ,
 পুরস্তাৎ প্রয়োগাচ্চ “সৈবাহনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ” ইতি।
 তথা “তো বা এতো দ্বৌ সম্বর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু, প্রাণঃ প্রাণেষু”
 ইতি ভেদেন ব্যপদিশতি, “তে বা এতে পঞ্চাশ্চে পঞ্চাশ্চে দশ
 সন্তস্তৎকৃতম্” ইতি চ ভেদেনৈবোপসংহরতি। তস্মাৎ পৃথগেবো-
 পগমনম্। প্রদানবৎ। যথা “ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশক-
 পালমিন্দিয়াধিরাজায়েন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে” ইত্যস্যাং ত্রিপুরুডাশিন্যা-

দেবতাগাত্রং শ্রয়তে, ন তু বায়ুঃ। তৎ কথং বায়ুপ্রাপ্তিমাহ ইত্যত আহ—“দেব-
 তেত্যত্র বায়ুঃ” ইতি। বায়ুঃ খব্গাদীন্ সংবৃণুত ইত্যগ্নাদীনপেক্ষ্যানবচ্ছিন্নঃ,
 অগ্ন্যাদয়স্ত তেনৈবাবচ্ছিন্না ইতি সম্বর্গগুণতয়া বায়ুরনবচ্ছিন্না দেবতা।

প্রভৃতিকে ভগ্নব্রত বলিয়াছেন। যথা—“মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ
 করিল।” ইত্যাদি। এ উক্তি বায়ুব্রতের নিবর্তক নহে। “অনন্তর ব্রতবিচার—”
 এইরূপে প্রোক্ত প্রস্তাব আরম্ভ হইল, পরে বায়ু ও প্রাণের ব্রত তুল্য অভগ্ন, ইহা
 নির্ধারিত হইয়াছে। “একই ব্রত আচরণ (অল্পষ্ঠান) করিবেক” শ্রুতি এইরূপ বলিয়া
 পরে “এই দেবতার সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হয়” এইরূপ বাক্যে বায়ুলোক
 প্রাপ্তিরূপ ফল হওয়ার কথা বলিয়াছেন, বলিয়া বায়ুব্রতের অনিবর্ত্তি দৃঢ় করিয়া-
 ছেন। প্রোক্ত বাক্যস্থ উপাসনার উপাস্ত্র দেব বায়ু। কেননা, তাদৃশ উপাসক
 বায়ুর গ্রায় অপরিচ্ছিন্নাত্মতা লাভ করিতে ইচ্ছুক এবং ঐ বাক্যের পরে বায়ু-
 শব্দেরও প্রয়োগ আছে। যথা—“এই বায়ু, ইনিই অনন্তমিত দেবতা।”
 (অন্ত = অদর্শন বা বিনাশ।) আরও দেখ, শ্রুতি “উভয়েই সম্বর্গ। দেবতার মধ্যে
 বায়ু এবং প্রাণগণের মধ্যে প্রাণ (মুখ্য প্রাণ)।” এইরূপে উক্ত উভয়ের ভিন্নতা
 দেখাইয়াছেন। এতদ্বিন্ন, প্রস্তাবের উপসংহার কালেও উভয়ের ভেদ বর্ণন
 আছে। যথা—“এক পাঁচ ও অন্য পাঁচ, মিলনে দশ।” [তস্মাৎ... দিত্যুক্তম্]
 অতএব, প্রদানের দৃষ্টান্তে বায়ু-প্রাণের পার্থক্য জ্ঞাত হইবে।

শ্রুতি আছে—“রাজা ইন্দ্রের, ইন্দিয়াধিরাজ ইন্দ্রের ও স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের
 উদ্দেশে একাদশকপাল পুরোডাশ প্রদান করিবেন।” (একাদশকপাল পুরো-
 ডাশ = ১১টা পাত্রে কৃতপাক পিষ্টক। কপাল = পাত্র। পুরোডাশ = পিষ্টকবিশেষ।)
 এই শ্রুতিতে ত্রি-পুরোডাশিনী ইষ্ট (যাগ) অভিহিত হইয়াছে। এই ইষ্টিতে ঐ

মিষ্ঠ্যাং “সৰ্বেষামভিগময়ন্নবদ্যত্যচ্ছং বষট্কারম্” ইত্যতো
বচনাদিস্রোভেদাচ্চ সহপ্রদানাশঙ্কয়াঃ রাজাদিগুণভেদাং যাজ্ঞানু-
বাক্যাব্যত্যাসবিধানাচ্চ যথাস্থাসমেব দেবতাপৃথক্কৃত্যং প্রদানপৃথক্কৃত্যং
ভবতি, এবং তদ্বাভেদেহপ্যাধ্যোয়াংশপৃথক্কৃত্যাদাধ্যানপৃথক্কৃত্যমিত্যর্থঃ ।
তদুক্তং সঙ্কর্ষে “নানা বা দেবতা পৃথগ্জ্ঞানাং” ইতি [জৈঃ
সূত্রঃ] । তত্র তু দ্রব্যদেবতাভেদাং যাগভেদোহপি বিদ্যতে,
নৈবমিহ বিদ্যাভেদোহস্তুি । উপক্রমোপসংহারাত্ম্যমধ্যাত্ম্যাদি-
দৈবোপদেশেষ্টেকবিদ্যাবিধানপ্রতিতেঃ । বিদ্যৈকোহপি ত্বধ্যাত্ম্যাদি-

“সৰ্বেষামভিগময়ন্” ইতি । মিলিতানাং শ্রবণাবিশেষাদিস্রোভেদেবতায়
অভেদাং ত্রয়াণামপি পুরোভাশানাং সহপ্রদানাশঙ্কয়ায়ুৎপত্তিবাক্য এব রাজাধি-
রাজস্বরাজগুণভেদাং, যাজ্ঞানুবাক্যাব্যত্যাসবিধানাচ্চ যথাস্থাসমেব দেবতাপৃথক্কৃত্যং
প্রদানপৃথক্কৃত্যং ভবতি । সহপ্রদানে হি ব্যত্যাসবিধানমমুপপন্নম্ । ক্রমবতি

তিন্ দেবতাকে স্বাভিমুখে প্রাপ্ত হওয়ার এবং “বষট্কারাদ্য দেবতার ভাগ-
স্বরূপ হবিঃ (হোমীয় দ্রব্য) গ্রহণ অথবা ঐ সমুদায় দেবতার উদ্দেশে
এক কালে হবিগ্রহণ করিবেক ।” এই বাক্যে ইন্দ্রের অভেদ বা একত্ব প্রযুক্ত
সহ-প্রদান আশঙ্কা উপস্থাপিত করিয়া (জৈমিনি) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,
রাজাদি গুণ পরস্পর বিভিন্ন, সেই হেতু এবং যাজ্ঞানুবাক্য * মন্ত্রের প্রয়োগ-
বৈপরীত্য হেতু পার্থক্য (যাগীয় দেবতার পার্থক্য) নিশ্চয় হওয়ার পাঠান্তর
পৃথক প্রদান-স্বীকার্য্য । অর্থাৎ ইন্দ্র এক হইলেও রাজ গুণ, ইন্দ্রিয়াদিরাজ গুণ
ও স্বর্গরাজ গুণ এক নহে । যেহেতু এক নহে, সেই হেতু সেই সেই গুণের
যোগে সেই সেই ইন্দ্র ভিন্ন । যেহেতু যাগীয় দেবতা ইন্দ্র উক্ত প্রকারে বিভিন্ন,
সেই হেতু তাঁহাদের উদ্দেশে হবিগ্রহণও বিভিন্ন, স্তবরাং যুগপৎ বা এককালে
হবিগ্রহণ করিবেক না । যেমন এতৎস্থলে হবিঃপ্রদানের পার্থক্য, তেমনি,
প্রস্তাবিত স্থলে প্রাণের ও বায়ুর তাত্ত্বিক অভেদ থাকিলেও ধোয় অংশে ভেদ
থাকায় ধ্যানেরও ভেদ (পার্থক্য) হইবেক । এ সিদ্ধান্ত সঙ্কর্ষকাণ্ডে অর্থাৎ
জৈমিন্যুক্ত দেবতাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে । যথা—“নিশ্চয়ই দেবতা নানা ।
কেননা, নানা বা পৃথক্ক্রমে জ্ঞান হয় অর্থাৎ রাজাদিগুণভেদ দৃষ্টে ভিন্ন বলিয়া
প্রতীত হয় ।” যদিও দধ্যাদি দ্রব্যের ও দেবতার ভেদ থাকায় যাগভেদ আছে,
তাহা থাকুক, কিন্তু এখানে তাহার অনুরূপ বিদ্যাভেদ (বিদ্যা=জ্ঞানাত্মক
উপাসনা) নাই । আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপদেশ দুই হইলেও উপক্রম ও

* “যজ্ঞ—যাগ কর” এই কথা বলার পর যে মন্ত্র পঠিত হয়, সেই মন্ত্র যাজ্য । “অনু-
ক্রমি—পরে বল” এইরূপ আজ্ঞার পর যে মন্ত্র অধীত হয়, তাহা অনুবাক্য । যাজ্ঞানুবাক্য
এইরূপে ভিন্ন ; কিন্তু কথিত যাগে তাহার বৈপরীত্য আছে । যাহা যাজ্য, কথিত যাগে তাহাই:
অনুবাক্য ।

দৈবভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদো ভবতি—অগ্নিহোত্র ইব সায়ংপ্রাতঃ-
কালভেদাদিত্যভিপ্রেত্য প্রদানবদিত্যুক্তম্ ॥ ৩। ৩। ৪৩ ॥

লিঙ্গভূয়স্বাৎ তদ্বি বলীয়ন্তদপি ॥৩।৩।৪৪॥*

বাজসনেয়িনোহগ্নিরহস্তে “নৈব বা ইদমগ্রে সদাসীৎ” ইত্য-
গ্নিন্ ব্রহ্মণে মনোহধিকৃত্যাধীযতে “ষট্ ত্রিংশতং সহস্রাণ্যপশ্য-
দাত্ননোহগ্নীনকান্ মনোময়্যগ্ননশ্চিতঃ” ইত্যাদি, তথৈব “বাক্-
চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ শ্রোত্রচিতঃ কশ্মচিতোহগ্নিচিতঃ” ইতি

প্রদানে ব্যতাসবিধিবর্ধবান্। তথাবিধিষ্টেব ক্রমশ্চ বিবক্ষিতত্বাৎ। স্মৃগম-
মত্ৱং ॥ ৩। ৩। ৪৩ ॥

ইহ সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্বপক্ষম্বিতা সিদ্ধান্তবতি। তত্র যত্ৱপি ভূয়াংসি
সন্তি লিঙ্গানি মনশ্চিদানীনাং স্বাতন্ত্র্যসূচকানি, তথাপি ন তানি স্বাতন্ত্র্যেণ স্বাতন্ত্র্যং
প্রতি প্রাপকণি, প্রমাণপ্রাপিতত্ত্ব স্বাতন্ত্র্যমুপোদয়ন্তি। ন চাত্মান্তি স্বাতন্ত্র্য-
প্রাপকং প্রমাণম্। ন চেদং সামর্থ্যালক্ষণং লিঙ্গং, যেনাশ্চ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রাপকং

উপসংহার দ্বারা এক বিচারই বিধান হইয়াছে বলিয়া স্থির হয়। বিচার বা
উপাসনার প্রকারান্তরে এক্ষয় থাকিলেও অধ্যাত্ম ও অধিদৈব ভেদ থাকায় প্রবৃত্তির
ভেদ হইবেক। যেমন অগ্নিহোত্রবাগ এক, তথাপি সায়ং ও প্রাতঃ, এই দুইটা কাল-
ভেদ থাকায় অগ্নিহোত্রেরও কালিক ভেদ স্বীকৃত হয়, সেইরূপ। ফলিতার্থ—
অবস্থাভেদ, দেবতাভেদ ও প্রয়োগভেদ, এই তিন অংশে দৃষ্টান্ত, সার্বভৌমিক
দৃষ্টান্ত নহে ॥ ৩। ৩। ৪৩ ॥

বাজসনেয়ীবা তাহাদেব অগ্নিরহস্তকাণ্ডে “সৃষ্টির পূর্বে:এ সকল সং ছিল না,
অসংও ছিল না,” ইত্যাদি কথার পবে মনের প্রস্তাব বা উৎপত্তি বর্ণনা
করিয়া বলিয়াছেন—“মনঃ আত্মসম্বন্ধীয়, পূজ্য, মনোময় ও মনশ্চিতং (মনোময় =
মনোবৃত্তিময়। মনশ্চিতং—মনের দ্বারা নিষ্পন্ন।) ছত্রিশ হাজার অগ্নি দেখিতে
পাইলেন।” এতস্তিন্ন, “বাক্চিতং, প্রাণচিতং, চক্ষুশ্চিতং, শ্রোত্রচিতং, কশ্মচিতং ও
অগ্নিচিতং” ইত্যাদি ক্রমে পৃথক্ অগ্নি পাঠ করিয়াছেন। (বাক্চিতং =
বাগিজিয়-সম্পাদিত। প্রাণচিতংপ্রভৃতিও প্রোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়।
কথা গুলির তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন অসংখ্য
বৃত্তিরূপ অগ্নি দেখিতে পাইলেন। সে সকল অগ্নি বাস্তব অগ্নি নহে; কিন্তু
সাম্পাদিকাগ্নি। সাম্পাদিক=ভাবনা বলে সম্পন্ন করা বা অগ্নিতাবে

* বাজিব্রাহ্মণোক্ত-মনশ্চিদাদয়োঃগ্নয়ঃ স্বতন্ত্রা বিভাজ্যকা এব। কৃত: ? লিঙ্গভূয়স্বাৎ। হি
বত: তৎ লিঙ্গং প্রকরণং বলীয়ো বজ্রবৎ। তদপি লিঙ্গবলবত্তমপি পূর্বকাণ্ডে জৈমিনীরনয়ে
উক্তং কথিতং জৈমিনিভেতি যোজনীয়ম্।

বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে মনশ্চিতং প্রভৃতি কতক গুলি সাম্পাদিক অগ্নি আত্মহিত হইয়াছে।
সে সকল অগ্নি বাগজ্ঞ অগ্নি নহে, কিন্তু বিভাজ্ঞ অর্থাৎ উপাসনার জ্ঞ। কেননা, সেই সেই

পৃথগগ্ৰীণামনন্তি সাম্পাদিকান্। তেহু সংশয়ঃ। কিমেতে
মনশ্চিদাদয়ঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশিনস্তচ্ছেষভূতাঃ? উত স্বতন্ত্রাঃ কেবল-
বিদ্যাত্মকাঃ? ইতি। তত্র প্রকরণাৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশে প্রাপ্তে
স্বাতন্ত্র্যং তাবৎ প্রতিজানীতে—লিঙ্গভূয়স্তাদিতি। ভূয়াংসি হি
লিঙ্গান্শ্মিন্ ব্রাহ্মণে কেবলবিদ্যাভ্যকত্বমেষামুপোদয়ন্তি
দৃশ্যন্তে—“তদ্যৎ কিঞ্চৈমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি,
তেষামেব সা কৃতিরिति। তান্ হৈতানেবংবিদে সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বাণি

ভবেৎ। তন্নি সামর্থ্যমভিধানন্ত বার্থন্ত বা শ্রুৎ, যথা পৃষাণ্ডমুদয়ন্তমন্তন্ত পৃষাণ্ড-
মন্তন্ত যথা বা পশুনা যজ্ঞেতেতি একত্বসম্বন্ধায়া অর্থন্ত সম্বন্ধ্যাবচ্ছেদসামর্থ্যম্। ন
চেদমন্তন্তার্থদর্শনলক্ষণং লিঙ্গম্। তথা স্তব্যর্থেন নান্ত বিদ্যুদ্দেশেন, একবাক্যতয়া
বিধিপরত্যাৎ। তস্মাদসতি সামর্থ্যলক্ষণে বিরোধকরি প্রকরণসমপ্রত্যয়ঃ মনশ্চিদা-
দীনাং ক্রিয়াশেষতামবগময়তি। ন চ তে হৈতে বিদ্যাচিত এবত্যবধারণশক্তিঃ

দেখা।) [তেহু...ভূয়স্তাদিতি] এখানেও সংশয়—ঐ সকল অগ্নি ক্রিয়াজ্ঞ
অগ্নি কি-না। অর্থাৎ ঐ সকল কি যাগনিষ্পাদনার্থ কথিত অগ্নি? কিং উপা-
সনার্থ কল্পিত? প্রকরণ অনুসারে ক্রিয়াজ্ঞ বলিয়াই প্রতীত হয়। সূত্রকাব
সেই প্রতীতি নিবারণার্থ ঐ সকলের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করিয়া সূত্র বলিতে-
ছেন। স্বাতন্ত্র্য পক্ষে লিঙ্গবাহুল্য অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবোধক বহুতর চিত্ত বিদ্যমান
 থাকায় ঐ সকল অগ্নি স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ক্রিয়াজ্ঞ নহে। [ভূয়াংসি...প্রকর্ষাৎ]
উল্লিখিত ব্রাহ্মণে (বেদভাগে) এমন অনেক গুলি চিত্ত আছে—যে
সকল চিত্ত ঐ সকলেব (মনশ্চিৎ প্রভৃতিব) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যাজ্ঞতা (উপা-
সনার অঙ্গভাব) বোধ করায়। “এই সকল ভূত (প্রাণী) মনে মনে যে
যৎকিঞ্চিৎ—যে কিছু—সংকল্প কবে, সে যৎকিঞ্চিৎ-ই সেই সকল অগ্নি
কাৰ্য্য বলিয়া গণ্য।” “সমুদায় ভূত অর্থাৎ সৰ্ব্বপ্রাণী সৰ্ব্বদা জাগ্রৎ অথবা
সুপ্ত সেইজ্ঞানীর উদ্দেশে সেই সকল অগ্নি চয়ন করে।” ইত্যাদি। এখানে
দেখ, আমি সৰ্ব্বপ্রাণীর মনোবৃত্তির দ্বারা সৰ্ব্বক্ষণই অগ্নিচয়ন করিতেছি,
এই ধ্যান যখন দৃঢ় বা অবিচল্য হয়, তখন, সৰ্ব্বপ্রাণিকৃত যে-কিছু সংকল্প—
সমস্তই তাহার অগ্নিকাৰ্য্য বা অগ্নিচয়ন বলিয়া গণ্য হয়। এই অর্থটী মনশ্চিৎ
প্রভৃতি অগ্নিকাৰ্য্য বা অগ্নিচয়ন বলিয়া গণ্য হয়। এই অর্থটী মনশ্চিৎ প্রভৃতি
অগ্নির ক্রিয়াজ্ঞতার নিষেধক এবং উপাসনাজ্ঞতার বোধক। যাহা ক্রিয়াজ্ঞ—
তাহা যৎকিঞ্চিৎ করণে সিদ্ধ হয় না। অপিচ, যে এবংবিৎ অর্থাৎ যে ঐকপ
উপাসক, প্রাণিসকল সৰ্ব্বদা তদ্ভদ্রে তদীয় অগ্নি (মনোবৃত্তিরূপ অগ্নি) চয়ন

স্থানে বহল পরিমাণে উপাসনাজ্ঞবোধক চিত্ত দেখা যায়। প্রকরণ অনুসারে কর্ত্তব্য আকর্ষণ
হইলেও প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের বলবত্তা থাকায় তাহা কর্ত্তব্যবোধনে সমর্থ নহে। জৈমিনি
মুনি প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের বলবত্তা বলিয়াছেন।

ভূতানি চিন্মন্ত্যপি স্বপতে” ইতি চৈবজ্ঞাতীয়কানি। তদ্ধি লিঙ্গং
প্রকরণাধীনীয়ঃ। তদপ্যুক্তং পূর্বশ্মিন্ কাণ্ডে “শ্রুতিলিঙ্গবাক্য-
প্রকরণস্থানসম্মখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষণং” ইতি
[জৈঃ সূ.] ॥ ৩। ৩। ৪৪ ॥

পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া

মানসবৎ ॥ ৩। ৩। ৪৫ ॥*

নৈতদ্ যুক্তং—স্বতন্ত্রা এতেহয়য়োহনন্তশেষভূতা ইতি।

ক্রিয়ানুপ্রবেশং বারয়তি, যেন শ্রুতিবিরোধে সতি ন প্রকরণং ভবেৎ, বাহ্যসাধন-
তাপাকরণার্থত্বাদবধারণশ্চ। ন চ বিজ্ঞয়া হৈবংবিদম্ভিতা ভবন্তীতি পুরুষসম্বন্ধ-
মাপাদয়দ্বাক্যং প্রকরণমপবাধিতুমর্হতি ॥ ৩। ৩। ৪৪ ॥

অত্যাধদর্শনং যথেষ্টদপি। ন চ তৎ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রাপকমিত্যুক্তম্। তস্মাত্ত-

করে, এ কথাও উপাসনাজ্ঞ অগ্নির দ্ব্যতক। যে অগ্নি ক্রিয়াজ্ঞ, সে অগ্নি
শাস্ত্রোক্ত সময়ে অনুষ্ঠেয়; সর্বদা অনুষ্ঠেয় নহে। যেমন সর্বদা অনুষ্ঠেয় নহে,
তেমনি সকলের অনুষ্ঠেয়ও নহে; সুতরাং সকলের অনুষ্ঠেয় ও সর্বদা
অনুষ্ঠেয় উক্তি থাকায় উক্তাগ্নির উপাসনাজ্ঞতা ব্যতীত ক্রিয়াজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না।
অপিচ, ঘটত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যাও উপাসনাজ্ঞতার বোধক চিহ্ন। এই সকল
লিঙ্গ বা চিহ্ন প্রকরণ অপেক্ষা বলবান; সুতরাং এই সকলের দ্বারাই প্রকরণ-
লভ্য অর্থের বাধ হয় এবং লিঙ্গলভ্য অর্থের সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়া থাকে। এ
কথা পূর্বকাণ্ডেও (জৈমিনিরূপিত পূর্বমীমাংসায়ও) কথিত হইয়াছে। যথা—
শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, এ সকলের সমবায়ে হইলে
অর্থাৎ একত্র প্রাপ্তি সম্ভব হইলে, অর্থপ্রতীতির ব্যবধান হেতু ঐ সকলের
মধ্যে পূর্ব পরটিকে দুর্বল জানিবে; সুতরাং লিঙ্গ অপেক্ষা প্রকরণ দুর্বল, দুর্বল
বলিয়াই তত্ত্ব অর্থ লিঙ্গলভ্য অর্থের নিকট বাধিত হয় ॥ ৩। ৩। ৪৪ ॥

[পুনর্বার পূর্বপক্ষ] যাহা বলিলে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। অর্থাৎ

* পূর্বস্ত “ইষ্টকাভিরগ্নিঃ চিনুতে” ইত্যুক্তস্ত “স এষ দ্বিষ্টকাগ্নিঃ” ইত্যোক্তস্ত সন্নিহিতশ্চৈ-
বায়ং বিকল্পঃ সঙ্কল্পময়ত্বাৎপ্রকারভেদোপদেশঃ, ক্রিয়ান্নিবং সাক্ষজিকাগ্নয়োহপ্যজ্ঞমিতি যাবৎ।
প্রকরণাৎ অর্থবাদবাক্যলিঙ্গাপেক্ষয়া বলীয়ঃসঃ সাম্পাদিকা অপোতে অগ্নয়ঃ ক্রিয়ানুপ্রবে-
শিন এব। মানসবদिति দৃষ্টান্তঃ। যথা মানসোহপি গ্রহকল্পঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়ালেশবঃ এবমিহাপীতি,
নৃত্যাক্ষরার্থঃ।

ঐ সকল মনশ্চিন্তাদি অগ্নি যে, স্বতন্ত্র, এ কথা সত্য নহে। কারণ, উহারই পূর্বে ইষ্টকাগ্নির
প্রস্তাব আছে, সুতরাং ঐ উপদেশ তাহারই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারভেদ, ইহা বিবেচনা করিতে
হইবে। যেমন মনঃকল্পিত গ্রহ অর্থাৎ সৌরস ও তৎপাত্র প্রভৃতি সাংকল্পিক হইলেও ক্রিয়াজ্ঞ
বলিয়া গ্রাহ্য, সেইরূপ মনশ্চিন্তা প্রভৃতি সাম্পাদিক অগ্নিও ক্রিয়াজ্ঞ বলিয়া গ্রাহ্য। (ভাষা
ব্যাখ্যা দেখ)।

পাসনবৎ ক্রিয়াঙ্গসম্বন্ধাৎ তদনুপ্রবেশিত্বমাশঙ্কিতব্যং, শ্রুতি-
বৈরূপ্যাৎ। ন হ্যত্র ক্রিয়াঙ্গং কিঞ্চিদাদায় তস্মিন্নদো নামাধ্য-
সিতব্যমিতি বদতি। যট্‌ত্রিংশতস্তু সহস্রাণি মনোবৃত্তিভেদা-
নাদায় তেষগিৎস্বং গ্রহাদীংশ্চ কল্পয়তি, পুরুষযজ্ঞাদিবৎ। সম্বা-
চেয়ং পুরুষায়ুষ্মতাহঃস্ব দৃষ্টা সতী তৎসম্বন্ধিনীষু মনোবৃত্তি-
স্বারোপ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। এবমনুবন্ধাৎ স্বাতন্ত্র্যাৎ মনশ্চিদা-
দোনাম্। আদিশব্দাদতিদেশোহপি যথাসম্ভবং যোজয়িতব্যম্।
তথা হি “তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূৰ্ব্বঃ” ইতি
ক্রিয়াময়স্থাগে স্মাহাত্ম্যং জ্ঞানময়ানামেকৈকস্মাতীদিশন্ ক্রি-
য়ায়ামনাদরং দর্শয়তি। নচ সত্যেব ক্রিয়াঙ্গসম্বন্ধে বিকল্পঃ
পূৰ্ব্বেণোত্তরেণামিতি শক্যতে বক্তৃম্। ন হি যেন ব্যাপারে-

সকলকে প্রকৃত যজ্ঞাঙ্গ বলিতে ক্ষমবান নহে। অবশ্যই মানিতে হইবে—স্বীকার
করিতে হইবে যে, ঐ সকল অগ্নি প্রকৃতাগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ অগ্নি নহে। ঐ সকল
কেবল ভাবনানিষ্পাদ্য বা উপাসনাত্মক ধ্যানসম্পাদ্য। ক্রিয়াঙ্গের সহিত সম্বন্ধ
আছে, তাই বলিয়া যে, উল্লীণাদি-উপাসনার ত্রায় মনশ্চিদাদিও ক্রিয়াঙ্গ হইবে,
তাহা হইবে না, কেননা, শ্রুতিবৈরূপ্য আছে। (অর্থাৎ উল্লীণ-উপাসনা-
বোধক শ্রুতি একরূপ, মনশ্চিৎ প্রভৃতির অগ্নিত্ববোধক শ্রুতি অপরূপ)। সেখানে
একটা ক্রিয়াঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাহাতে তন্মাক অধ্যাস (আবোপিত জ্ঞান
উৎপাদন) করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু এখানে সেদপ কোন প্রক্রিয়া বলা
হয় নাই। এখানে যট্‌ত্রিংশৎ সহস্র মনোবৃত্তি লইয়া তৎসমূহায়ে অগ্নিত্ব ও
ও গ্রহত্ব (গ্রহ = যজ্ঞপাত্র) প্রভৃতি কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে। পুরুষ-প্রতীকে
যজ্ঞের কল্পনা যজ্ঞপ। পুরুষায়ুর সহিত দিবসসমূহের সম্বন্ধ থাকায় তৎসম্বন্ধবিশিষ্ট
মনোবৃত্তিনিচয়ে সেই সেই স্মৃতিয়া আরোপ করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে
হইবে। অতএব, উক্ত প্রকাব অল্পবন্ধে (কারণে) মনশ্চিৎ প্রভৃতির স্বতন্ত্রতা
অবধূত হয় এবং যজ্ঞাঙ্গতা নিবারিত হয়। [আদি...শব্দবৃত্তি] আদি-শব্দ
প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, অল্পবন্ধের ত্রায় অতিদেশ শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য,
সম্ভবাত্মসারে যোজনা করিবে। তদ্বৎ—সে সকলের এক একটা তদ্রূপ,
যদ্রূপ বা যাহা পূৰ্ব্ববর্ণিত। এই শ্রুতি ক্রিয়াঙ্গ অগ্নির মাহাত্ম্য জ্ঞানাজ্ঞ অগ্নির
(ভাবনাময় অগ্নির) এক একটীর সহিত তুলিত করায় ক্রিয়াবিষয়ে সে
সকলের অনাদর দেখাইয়াছেন। ক্রিয়াঙ্গসম্বন্ধ আছে, তাই বলিয়া পূৰ্ব্বের
সহিত পরের বিকল্প কল্পনা করিতে পার না। কেননা, যে ব্যাপারে

গাহবনীয়ধারণাদিনা পূৰ্বে ক্রিয়ায়া উপকরোতি, তেনোত্তরে উপকৰ্ত্তুং শক্ণু বন্তি ।

যত্ন পূৰ্ব্বপক্ষেহ্যতিদেশ উপোদ্বলক ইত্যুক্তং, সতি হি সামান্তোহতিদেশঃ প্রবর্তত ইতি—তদস্মৎপক্ষেহ্যতি-
ত্বসামান্তোহতিদেশসম্ভবাৎ প্রত্যুক্তম্, অস্তি হি সাম্পাদিকা-
নামপ্যগ্নীনামগ্নিত্বমিতি । অত্যাাদীনি চ কারণানি দর্শি-
তানি । এবমনুবন্ধাদিত্যঃ কারণেভ্যঃ স্বাতন্ত্র্যং মন-
শ্চিদাদীনাং, প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বং । যথা প্রজ্ঞান্তরাণি শাণ্ডি-
ল্যবিদ্যাপ্রভৃতিনি স্বেন স্বেনানুবন্ধেনানুবধ্যমানানি পৃথগেব
কৰ্ম্মভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরেভ্যশ্চ স্বতন্ত্রাণি ভবন্ত্যেবমিতি । দৃষ্টশ্চা-
বেষ্ঠে: রাজসূয়প্রকরণপঠিতায়াঃ প্রকরণাদুৎকৰ্যঃ । বর্ণত্রয়ানুব-

পূৰ্বে উপকার হয়, সেই ব্যাপারে উত্তরের (পরবর্তী) উপকার সাধিত হয় না ।
(পূৰ্ব্ব = ক্রিয়াগ্নি । উত্তর = ধ্যানাগ্নি । ক্রিয়াগ্নি আহবনীয়াদি বাহ্যসাধন-
সাধ্য; কিন্তু ধ্যানাগ্নি কেবলমাত্র মনোবৃত্তিসাধ্য, সুতরাং সাধ্যভেদ
ধাকায় পূৰ্ব্বোত্তরের বিকল্প অসম্ভব । ১ ক্রিয়াগ্নি, অথবা ধ্যানাগ্নি, একরূপ
হইলেই বিকল্প হয় । যেমন যবের দ্বারা অথবা ত্রীহির দ্বারা হোম
কবিলে, তাহা বিকল্প বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ ।) [যত্ন...দর্শিতানি] যেস্থলে
পূৰ্বে সামান্ত কখন থাকে, সেই স্থলেই পরে অতিদেশ কবা সম্ভব হয়, এই
বলিয়া পূৰ্ব্বপক্ষবাদে যে বলা হইয়াছিল, অতিদেশ তাঁহাদের পক্ষে সাধক,
সেই কথা লইয়া আগবাও বলি, আমাদেরই পক্ষে (সিদ্ধান্তপক্ষেই) অগ্নির
সামান্তের অতিদেশ সম্ভবে; পূৰ্ব্ববাদীর পক্ষে তাহা সম্ভবে না । কেননা,
তাঁহারা দেখেন, ক্রিয়াজ্ঞ-সামান্ত; পরন্তু আমরা দেখাইলাম, সাধ্যভেদ
ধাকায় বিকল্প ও সমুচ্চয় উভয়ই অসম্ভব । এ কথা বিস্তৃত করিয়া বলা
হইয়াছে । শ্রুতি, বাক্য, লিঙ্গ, এ সকল কারণও দেখান হইয়াছে ।
[এবমহু...মিতি] এবংরূপ অনুবন্ধাদি কারণ চতুষ্ঠয়ে প্রোক্ত মনশ্চিদং প্রভৃতি
অগ্নির স্বতন্ত্রতাই নির্দারিত হয় । অত্র প্রজ্ঞা (জ্ঞান বা উপাসনা)
যদ্রূপ পৃথক্, ইহাও তদ্রূপ পৃথক্ জানিবে । শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা, দহরবিজ্ঞা,
ইত্যাদি ইত্যাদি উপাসনা প্রজ্ঞান্তর-শব্দের অভিপ্রেয় । সে সকল যেমন স্ব স্ব
অনুবন্ধের বলে কৰ্ম্মসমূহ হইতে ও বিভিন্ন উপাসনা হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র,
সেইরূপ এই মনশ্চিদাদি অগ্নিও ক্রিয়া, ক্রিয়াজ্ঞ ও উপাসনান্তর হইতে
পৃথক্ বা স্বতন্ত্র । [দৃষ্ট...ইতি] আবেষ্টিনামক যাগ রাজসূয়প্রকরণ পঠিত,

† “রাজা (ক্রিয়) স্বর্গরাজ্য কামনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন ।” এইরূপে রাজসূয়-প্রকরণ
আরম্ভ (শ্রুতিতে পঠিত) হইয়াছে । ইহারই কিয়দূরে আবেষ্টিনামক অত্র একটা যাগ কথিত
হইয়াছে । ব্রাহ্মণাদিঋগ্বেদে ভিন্নরূপে তাহার অনুষ্ঠান কবিবার বিধি দেখা যায় । যদি

কৃত্বাদ্রাজযজ্ঞত্বাচ্চ রাজসূয়শ্চ । তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে “ক্রতুর্থা-
য়ামিতি চেৎ, ন, বর্ণত্রয়সংযোগাৎ ॥ [জৈঃ সূঃ]” ইতি ॥ ৩৩৫০ ॥

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধমুত্থাবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ ॥ ৩৩৫১ ॥*

যদুক্তং মানসবদিতি, তৎ প্রত্যাচ্যতে । ন মানস-গ্রহসামা-
ন্যাদপি মনশ্চিদাদীনাং ক্রিয়াশেষত্বং কল্প্যাম্ । পূর্বোক্তেভ্যঃ

অপি চ, পূর্বাপরয়োর্ভাগয়োর্কিঞ্চাপ্রাধান্যদর্শনাৎ তন্মধ্যপাতিনোহপি তৎ-
সামান্যাদ্বিত্ত্বাপ্রধানত্বমেব লক্ষ্যতে, ন কৰ্ম্মাক্রমিত্যাহ সূত্রেণ ॥ ৩৩৫১ ॥

অথচ তাহার তৎপ্রকরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতা দেখা যায় । (পূর্বমীমাংসা-
শাস্ত্রে) । বর্ণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ এবং রাজযজ্ঞতা এই দুই হেতুই তদুৎকর্ষের
কারণ । এ কথা প্রথমকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসায় অভিহিত
আছে । যথা—“বর্ণত্রয়সংযোগ হেতুতে আবেষ্টির রাজসূয়াঙ্গতততা
নাই ।” ॥ ৩৩৫১ ॥

পূর্বে যে, মানস-গ্রহেব দৃষ্টান্ত দিয়াছিলে, অর্থাৎ পৃথিবীরূপ পাত্রে
সমুদ্ররূপ সোমরস গ্রহণাদি করিতেছি, ইত্যাদিবিধ চিন্তা বা ধ্যান করিবেক,

ব্রাহ্মণ যাগ করে, তবে বার্ষ্পত্য আচরিত দিবেন, ইত্যাদি । সেই সকল পৃথক্ প্রয়োগ
বা পৃথক্ অনুষ্ঠান রাজসূয়-যজ্ঞের বহির্ভূত বর্ণত্রয়ানুষ্ঠেয়াভাবেই বাগেরই অঙ্গ । অর্থাৎ তাহা
রাজসূয়প্রকরণপঠিত হইলেও বাজসূয় নহে ; তাহা বর্ণত্রয়ানুষ্ঠেয় আবেষ্টিনামক কামা বাগের
অঙ্গগত অঙ্গ । তৎপ্রতি কাব্য এই যে, রাজসূয়যাগ বাজমাত্রকর্তৃক অনুষ্ঠেয়, অন্তবর্ণানুষ্ঠেয়
নহে । এই বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্বমীমাংসাব একাদশ অধ্যায়ে অতি বিস্তৃতরূপে
লিখিত আছে । সেই বিচার ও সিদ্ধান্ত এতৎ বিচাবেয় ও সিদ্ধান্তের নিদর্শন । অর্থাৎ ইহাও
তাহারই অনুরূপ (সেই সিদ্ধান্তের অনুরূপ) ইহা বুঝিতে হইবেক ।

* বাদিনা উপশ্লগদৃষ্টান্তঃ বিঘটয়তি নেতি । ন মানসগ্রহসামান্যাদপি মনশ্চিদাদীনাং ক্রিয়া-
শেষত্বং কল্প্যাম্ । কৃতঃ ? উপলব্ধেঃ শ্রুত্যান্ধিত্যঃ পূর্বোক্তেভ্যো হেতুভ্যন্তেভ্যঃ কেবলপুরুষা-
র্থতোপলব্ধিরিতি যাবৎ । মৃত্যুবদিতি দৃষ্টান্তঃ । অগ্ন্যাভিত্যাপুরুষাঃ সমানেহপি মৃত্যুশব্দ-
প্রয়োগে ন যথা সামান্যপত্তিবেবমিহাপি । ন হি লোকাপত্তিরিত্যপি দৃষ্টান্তো ভবিতুমর্হতি ।
“অয়ং বাব লোকো গোতমাগ্নিবস্তাদিত্য এব সমিৎ” ইত্যত্র যথা সমিদাদিসামান্যল্লোকস্তাগ্নি-
ভাবাপত্তিগ্বেহাপীতি সূত্রপদানামর্থঃ ।

মানসত্ব-সামান্যের দ্বারা (তাহাও মানস—মনোমাত্র-বিভাব্য এবং মনশ্চিদাদিও
মানস—মনোমাত্র-বিভাব্য । সুতরাং মানসত্ব পক্ষে উভয়ই সমান ।) মনশ্চিদাদি অগ্নিকে
ক্রিয়াক্স অগ্নি বলিয়া নির্ধারণ করিতে পার না । কারণ এই যে, শ্রুত্যাগি প্রমাণে ঐ
সকলের কেবল পুরুষশেষতা (পুরুষ অর্থাৎ ধ্যানকারী উপাসক । শেষ অর্থাৎ তাহার
গুণ ।) প্রতীত হয় । যেমন মৃত্যু বিশেষণ থাকায় অগ্নি-পুরুষের ও আদিত্য পুরুষের
আত্যন্তিক সামান্যবিধটি হয়, সেইরূপ, এখানেও অত্যন্ত সাম্য নাই বলিয়া জান । যেমন
সমিদাদির সমানতা থাকিলেও এতল্লোকের আত্যন্তিক অগ্নি-সাম্য নাই । (ভাব্য
যাখ্যা দেখ) ।

শ্রুত্যাদিভ্যো হেতুভ্যঃ কেবলপুরুষার্থত্বোপলব্ধেঃ । ন হি
কিঞ্চিৎ কস্মচিৎ কেনচিৎ সামান্যং ন সম্ভবতি, ন চ তাবতা
যথাস্বং বৈষম্যং নিবর্ততে । যত্য়বৎ । যথা “স বা এষ এব
মৃত্যুর্ষ এষ ঐতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ” ইতি, “অগ্নির্বে মৃত্যুঃ”
ইতি চাখ্যাদিত্যপুরুষয়োঃ সমানেহপি মৃত্যুশব্দপ্রয়োগে
নাত্যন্তসাম্যাপত্তিঃ । যথা চ “অসৌ বাব লোকোহগ্নিগৌত-
মান্সাদিত্য এব সমিৎ” ইত্যত্র ন সমিদাদিসামান্যাল্লোকস্তা-
গ্নিভাবাপত্তিস্তদ্বৎ ॥ ৩৩৫১ ॥

পরেণ চ শব্দস্ত তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাভ্বনু-

বন্ধঃ ॥ ৩৩৫২ ॥*

পরস্তাদপি “অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিশ্চিৎ” ইত্যেত-

স্মৃটমস্ত ভাষাম্ । অস্তি রাজহ্ময়ঃ—রাজা স্বারাজ্যাকামো রাজহ্ময়েন

এই বিধানের কথা বলিয়া তৎসঙ্গে প্রস্তাবিত মনশ্চিদাদি অগ্নির সমানতা
দেখাইয়াছিলে, এক্ষণে তাহার প্রতিবাদ বলিব । মানসগ্রহের সহিত সমানতা
আছে, তাই বলিয়া মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি বলিতে পার না ।
কারণ, পূর্বোক্ত শ্রুতি, বাক্য, অমুভব ও লিঙ্গেব দ্বারা ঐ অগ্নির কেবল
পুরুষার্থতাই অমুভূত হয়, অর্থাৎ ঐ সকল অগ্নিভাবে উপাসকের ধ্যেয়
বলিয়াই স্থিরীকৃত হয় । এমন কিছুই নাই—যাহা কোন না কোন অংশে
সমান হয় না । কেবল এক অংশে সাম্য আছে, তাই বলিয়া তাহার আত্যন্তিক
সমান হইবে না । সেক্ষণ সমানতার উল্লেখ কি কাহারো নিজ বৈষম্য বিদূরিত
করিতে পাবে? তাহা পারে না । শ্রুতিতে আছে—“সেই মৃত্যু ইনি—
যিনি এতমণ্ডলের পুরুষ ।” “অগ্নিই মৃত্যু” । এখানে দেখ, অগ্নি ও আদিত্য-
পুরুষ মৃত্যু-শব্দের প্রয়োগবিষয়ে সমান হইলও উক্ত উভয় অত্যন্ত সমান
নহে । [যথা চ...তদ্বৎ] “হে গৌতম, প্রসিদ্ধ এই লোক অগ্নি, ইহঁর
সমিধ্ আদিত্য ।” এখানেও সমিধ্ প্রভৃতির সাম্য থাকিলেও উক্ত
লোকের যজ্ঞপ অগ্নিভাবাপত্তি হয় না, উদাহৃত স্থলেও তজ্জপ অভিহিত
হইয়াছে জানিবে ।

“চিত অগ্নিই এই লোক” এই মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণ-বাক্যের দ্বারাও কেবল

* পরেণ চ পরস্তাদপি শব্দস্ত ব্রাহ্মণবাক্যস্ত তাদ্বিধ্যং তদ্বিধ্যং কেবলবিদ্যাবিধিপরত্বমিতি
যাবৎ । অরস্তাবঃ—পূর্বোক্তব্রাহ্মণয়োঃ স্বতন্ত্রবিদ্যাবিধানাং তদ্বিধ্যং ব্রাহ্মণতাপি স্বতন্ত্রবিদ্যা-
বিধিপরত্বমিতি ।

পূর্ব স্বতন্ত্রবিদ্যাবিধি আছে, পরেও স্বতন্ত্রবিদ্যার বিধান আছে, স্বতন্ত্র মধ্যবর্তী মনশ্চিদাদি
বাক্যও স্বতন্ত্র ও কেবল বিদ্যার কথন হইয়াছে । বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার (ভাবনার) দ্বারা

শ্মিন্ অনন্তরে ব্রাহ্মণে তাদ্বিধ্যং কেবলবিদ্যাবিধিভ্বং শব্দস্ত
প্রয়োজনং লভ্যতে, ন শুদ্ধকৰ্ম্মাঙ্গবিধিত্বম্। তত্র হি—

“বিদ্যায়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।

ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্ধাঃ সন্তপশ্বিনঃ ॥”

ইত্যেনে ন্নোকেন কেবলং কৰ্ম্ম নিন্দন্ বিদ্যাঞ্চ প্রশংস-
ম্নেতদর্শয়তি। তথা পুরস্তাদপি “যদেতন্মণ্ডলং নয়তি” ইত্য-

যজ্ঞেতেতি। তং প্রকৃত্যামনন্তি—অবেষ্টিং নামেষ্টিম্। আয়েয়োহষ্টাকপালো
হিরণ্যং দক্ষিণেত্যেবমাদিতাং প্রকৃত্যাবীযতে,—যদি ব্রাহ্মণো যজ্ঞেত, বাই-
স্পত্যং মধ্যে নিধায়াহুতিং হুয়াভিষারয়েৎ যদি বৈশ্বো বৈশ্বদেবং, যদি রাজস্ব
ঐন্দ্রমিতি। তত্র সন্নিহতে। কিং ব্রাহ্মণানীনাং প্রাপ্তানাং নিমিত্তার্থেন
প্রবণম্, উত ব্রাহ্মণাদীনাময়ং যাগো বিধীয়ত ইতি। অত্র যদি প্রজাপালন-
কণ্টকোদ্ধরণাদি কৰ্ম্ম বাজ্যং, তস্ম কৰ্ত্তা রাজেতি রাজশব্দার্থঃ, ততো রাজা
রাজস্বেন যজ্ঞেতেতি রাজস্ব্য কৰ্ত্তু রাজস্বয়েহধিকারঃ। তস্মাৎ সম্ভবন্ত্য-
বিশেষণ ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বৈশ্বা রাজস্ব্য কৰ্ত্তার ইতি সিদ্ধম্। সৰ্ব্ব এবৈতে রাজস্বয়ে
প্রাপ্তা ইতি, যদি ব্রাহ্মণো যজ্ঞেতেত্যেবমাদয়ো নিমিত্তার্থাঃ শ্রুতয়ঃ। অথ তু
রাজঃ কৰ্ম্ম রাজ্যমিতি রাজকৰ্ত্তৃযোগাৎ তৎকৰ্ম্ম রাজ্যং, ততঃ কো রাজেতা-
পেক্ষ্যাম্, আৰ্হেবু তৎপ্রসিদ্ধেরতর্বাৎ পিক-নেম-তামরসাশিষ্যার্থাবধারণায়
মেচ্ছপ্রসিদ্ধিবিবাক্কাণাং ক্ষত্রিয়জাতৌ রাজশব্দপ্রসিদ্ধিস্তদবধারণকারণম্-ইতি
ক্ষত্রিয় এব রাজা—ইতি ন ব্রাহ্মণবৈশ্বাঃ প্রাপ্তিরিতি রাজস্ব্যপ্রকরণং ভিষ্ম।
ব্রাহ্মণাদিকৰ্ত্তৃকাণি পৃথগেব কৰ্ম্মাণি প্রাপ্যন্ত ইতি ন নৈমিত্তিকানি। তত্র
কিং তাবৎ-প্রাপ্তম্। নৈমিত্তিকানীতি—রাজ্যস্ব কৰ্ত্তা রাজেতি। অত্রাধাণা-
মাক্কাণাঞ্চাবিবাদঃ। তথাহি—ব্রাহ্মণাদিষু প্রজাপালনকৰ্ত্তৃষু কনকদণ্ডাতপত্র-
খেতচামরাদিলাঞ্ছনেষু রাজপদমাক্কাশ্চাৰ্য্যাশ্চাবিবাদং প্রযুক্তানা দৃষ্টান্তে।

বিজ্ঞানতাই লব্ধ হইতেছে, সূতরাং প্রোক্ত বাক্যে মাত্র বিজ্ঞান অগ্নিরই
বিধান, কৰ্ম্মাঙ্গ অগ্নির বিধান নহে। ঐ স্থলে অত্র প্রকার কথাও আছে।
যথা—“যেখানে কাম সকল পরাস্ত—উপাসক উপাসনাব দ্বারা সেই স্থানে
বা সেই লোকে আরোহণ করেন। দক্ষিণাদানসাধ্য বৈদিক-কৰ্ম্মকারীরা
ও অবিধান তপস্বীরা সে স্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ নহেন।”
শ্রুতি এই প্রোক্তের দ্বার, কেবল কৰ্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞান বা উপাসনা-শূন্ত
কৰ্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন এবং বিজ্ঞার বা উপাসনার প্রশংসা করিয়াছেন।
সেই নিন্দা ও প্রশংসা, উভয়ের দ্বারাই মনশ্চিন্তাদি অগ্নির মানসস্ত
বা উপাসনাত্মকতা নির্ধারিত হইতেছে। [তথা...তথাত্মম্] তৎপরে যে
ব্রাহ্মণ বাক্য আছে, তাহাতেও বিজ্ঞাপ্রধানতা লব্ধ হয়। *যথা—“এই

বহু অগ্ন্যবয়ব সম্পাদন করিতে হয়, সেই অভিপ্রায়ে শ্রুতি ঐ অগ্ন্যবয়বক অর্থাৎ ক্রিয়াক্সির সহিত
একত্রে উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

স্মিন্ ব্রাহ্মণে বিদ্যাপ্রধানত্বমেব লক্ষ্যতে । “সোহমৃতো ভবতি
মৃত্যুর্অস্তিত্বা ভবতি” ইতি বিদ্যাফলেনৈবোপসংহারাৎ ন
কৰ্ম্মপ্রধানতা, তৎসামান্যাদিহাপি তথাস্থম্ । ভূয়াৎসম্ভ অগ্ন্য-
বয়বাঃ সম্পাদয়িতব্য। বিদ্যায়ামিত্যেতস্মাচ্চ কারণাদগ্নি-
নানুবধ্যতে বিদ্যা, ন কৰ্ম্মাঙ্গত্বাৎ । তস্মাৎ মনশ্চিদাদীনাং
কেবলবিদ্যাত্মকত্বসিদ্ধিঃ ॥৩৩৫২॥

তেনাবিশ্রুতিপত্তেঃ, বিশ্রুতিপত্তাবপ্যর্থ্যাক্ষু প্রয়োগয়োর্ব-বরাহবদার্থ্যপ্রসিদ্ধোক্ত-
প্রসিদ্ধিতো বলীয়সীত্বাৎ, বলবদার্থ্যপ্রসিদ্ধিবিরোধে স্বতন্ত্রায়াঃ পাণিনীয়-
প্রসিদ্ধেঃ, “বিরোধে ত্বনপেক্ষং ত্বাৎ” ইতি ত্বায়েন বাধনাৎ, তদন্তঃপত্ত্বাৎ বা কথং-
চিন্নখনকুলাদিবদ্বাখ্যানমাত্রপরতয়া নীয়মানত্বাদ্রাজ্যত্ব কৰ্ত্তা রাজ্ঞেতি সিদ্ধে-
নিমিত্তার্থাঃ প্রত্যয়ঃ । তথা চ যদি-শব্দোহপ্যাজ্ঞসঃ স্তাদিতি প্রাপ্তম্ । এবং
প্রাপ্ত উচ্যতে ।

“রূপতো ন বিশেষবোহস্তি হ্যর্থ্যল্লেক্ষপ্রয়োগয়োঃ ।

বৈদিকান্বাক্যশেষান্তু বিশেষস্তত্র দর্শিতঃ ॥”

তদহি রাজশব্দস্ত কৰ্ম্মযোগাধা কৰ্ত্তরি প্রয়োগঃ ? কৰ্ত্তৃপ্রয়োগাধা কৰ্ম্মণি ইতি
বিশয়ে বৈদিকবাক্যশেষবদভিযুক্ততরস্তাত্ত্বভবতঃ পাণিনে: স্মৃতের্নির্ণায়তে—
প্রসিদ্ধিরাঙ্কু।গামনাদিঃ, আদিমতী চার্ধ্যাণাং প্রসিদ্ধিঃ, গো-গব্যাদিশব্দবৎ । ন চ
সম্ভাবিতাদিমস্তাবা প্রসিদ্ধিঃ পাণিনিম্মৃতিমপোত্তানাদিপ্রসিদ্ধিমাদিমতীং কৰ্ত্তৃ-
মুৎসহতে । গব্যাদিশব্দপ্রসিদ্ধেরনাদিভ্বেন গবাদিপদপ্রসিদ্ধেরপ্যাদিমহা-
পত্তেঃ । তস্মাৎ পাণিনীয়স্মৃত্যুহুমতাক্ষু প্রসিদ্ধিবলীয়ত্বেন ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাতো রাজ-
শব্দে মুখ্যে তৎকৰ্ত্তব্যতজ্ঞাতো রাজশব্দো গোণঃ—ইতি ক্ষত্রিয়শ্রৈবাধিকারাদ-
রাজত্বয়ে তৎপ্রকরণমপোত্তাবেষ্টকৎকৰ্ষঃ । অথহ্যাহুবোধী যদিশব্দো ন
ত্বপূৰ্ব্ববিধৌ সতি তমন্তথয়িতুমর্হতি । অত এবাহঃ “যদিশব্দপরিত্যাগো রুচ্যধ্যাহার-
কল্পনা” ইতি । ইয়ঞ্চ রাজস্ব্যাদধিকারান্তরমেভয়ান্নাত্ত্বকামং যাজয়েদিতি
নাগ্নৌতি কৃৎষা চিন্তা । এতস্মিন্শ্রুতিকারেহ্নাদ্যাকমস্ত ত্রৈবর্গিকস্ত সম্ভবাৎ
প্রাপ্তেঃনিমিত্তার্থতা ব্রাহ্মণাদিপ্রবণন্তেতি হুর্কারৈবেতি ॥৩৩৫২॥

যে মণ্ডল (স্বৰ্ঘ্য) তাপ বর্ষণ করিতেছেন—” ইত্যাদি । “সে অমর
হয়—এই মৃত্যু যাহার আত্মা” । ঐতি এইরূপে বিদ্যাফল বর্ণনপূর্বক
প্রস্তাব সমাপ্ত করায় প্রস্তাবের কৰ্ম্মপ্রধানতা নিবারণ ও উপাসনার প্রাধান্ত
প্রদর্শন করিয়াছেন । সে প্রস্তাব ও এতৎপ্রস্তাব সমান ; স্বতরাং এখানেও
বিজ্ঞার বা উপাসনার প্রাধান্ত আছে । [ভূয়াৎ...সিদ্ধিঃ] বিজ্ঞায় অর্থাৎ উপা-
সনায় অগ্নিসম্বন্ধী বহু অবয়ব (অঙ্গ) সম্পাদন করিতে হইবে, ভাবনা
করিতে হইবে—অনেক বস্তুকে অগ্নিভাবে দেখিতে হইবে—সেই কারণে
ঐতি বিদ্যাটক (উপাসনাটক) অগ্নিরূপ অল্পবস্তুে নিদ্ধা করিয়াছেন ।
কৰ্ম্মাঙ্গ বলিয়া সেরূপ অল্পবস্তু বলেন নাই । বিচারের উপসংহার এই যে,
প্রদর্শিত যুক্তিসমূহে মনশ্চিদাদি অগ্নির কেবল বিদ্যাজ্ঞতাই সিদ্ধ হয় ॥৩৩৫২॥

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥৩৩৫৩॥*

ইহ দেহব্যতিরিক্তশ্রুত্যাশ্রয়ঃ সন্তাবঃ সমর্থ্যতে বন্ধমোক্ষা-
ধিকারসিদ্ধয়ে । ন হ্যসতি দেহব্যতিরিক্ত আত্মনি পরলোক-
ফলাশ্চাদনা উপপদ্যেরন, কশ্চ বা ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যেত ।
নমু শাস্ত্রপ্রমুখ এব প্রথমে পাদে শাস্ত্রফলোপভোগযোগ্যস্য
দেহব্যতিরিক্তশ্রুত্যানোহস্তিত্বমুক্তম্ । সত্যমুক্তং—ভাষ্যকৃতা,
ন তু তত্রাত্মাস্তিত্বে সূত্রমস্তু । ইহ তু স্বয়মেব সূত্রকৃতা তদ-

অধিকরণতাৎপর্যমাহ—“ইহ” ইতি । সমর্থনপ্রয়োজনমাহ—“বন্ধমোক্ষ”
ইতি । অসমর্থনে বন্ধমোক্ষাধিকারাতাবমাহ—“ন হ্যসতি” ইতি । অধস্তন-
তত্ত্বোক্তেন পৌনরুক্ত্যাং চোদয়তি—“নহু” ইতি । পরিহরতি—“উক্তং
ভাষ্যকৃতা” ইতি । ন সূত্রকারেণ তত্রোক্তং, যেন পুনরুক্তং ভবেৎ, অপি তু

একগে বন্ধমোক্ষাধিকার-সিদ্ধির উদ্দেশে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব
সাধিত বা সমর্থিত হইবে । যদি দেহাতিরিক্ত আত্মা না থাকে, এই দেহই
যদি আত্মা হয়, তবে, পারলৌকিক ফলের উপদেশ উপপন্ন হয় না,
প্রত্যুত ব্যর্থ হয় । অপিচ, এই বৈদান্ত-শাস্ত্র কাহার ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ
করিবেন ? এই প্রত্যক্ষগোচরাবস্থিত নখর দেহের ব্রহ্মত্ব-উপদেশ উন্মত্ত-
উপদিষ্টোপদেশের সহিত সমান বলিয়া গণ্য হয় । [নহু...প্রদর্শনায়] যদি
বল, পূর্বমীমাংসার প্রথম পাদে শাস্ত্রফল ও কাম্যফল ভোগ করিবার
উপযুক্ত এতদ্দেহে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নিগীত হইয়াছে, সে
কথা এখানে আবার কেন ? তদন্তবে আমাদের বলব্য এই যে, আত্ম-
মীমাংসার প্রথম পাদে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে
সত্য ; কিন্তু সে সমর্থন ভাষ্যকারীয় । আত্মমীমাংসায় পারলৌকিক-
ফল-ভোগ-যোগ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থক জৈমিনিকৃত
সূত্র নাই । (সেখানে সূত্র থাকিলে অবশ্যই এ সূত্রে পুনরুক্ত দোষ
উপস্থিত হইত ।) সেখানে, তৎসমর্থক সূত্র না থাকায় এখানে (উত্তর-
মীমাংসায়) সূত্রকার ব্যাস স্বয়ং আক্ষেপ অর্থাৎ পূর্বপক্ষ উদ্ভাবনপূর্বক
তাদৃশ অমর আত্মার অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন । আচার্য্য শবরস্বামী
(পূর্বমীমাংসার ভাষ্যকার) যে পূর্বমীমাংসার প্রথমপাদস্থ প্রমাণলক্ষণের

* একে বাদিনঃ । আত্মনো দেহাদ্ ব্যতিরেকমাহরিতি শেষঃ । সতি দেহে ভাবাৎ তদভাবে
চ তদভাবাদিতি চ তত্র হেতুৰপস্তত্তে ।—

কোন কোন বাদী (নাস্তিক) আত্মাকে দেহের অনতিরিক্ত বলেন । অর্থাৎ এই চৈতন্য-
বিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলেন । দেহ বিদ্ভাভানেই আত্মার সন্তাব (আমার]অস্তিত্ব), দেহের
অবিদ্ভাভানতার আত্মার ও অভাব—নাস্তিত্ব । এই অমর ব্যতিরেক নামক মুক্তি তাহাদের
পোষক প্রমাণ ।

স্তিত্বমাক্ষেপপুরঃসরং প্রতিষ্ঠাপিতম্। ইত এবাক্ষম্যাচার্য্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বর্ণিতম্। অতএব চ ভগবতোপবর্ষণে প্রথমে তস্মৈ আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্বারঃ কৃতঃ। ইহ চেদং চোদনালক্ষণেষু পাসনেষু বিচার্য্যমাণেষ্বাত্মাস্তিত্বং বিচার্য্যতে কুৎস্নশাস্ত্রশেষত্ব-প্রদর্শনায়।

অপি চ, পূর্ব্বশ্লিষ্মধিকরণে প্রকরণোৎকর্ষাভ্যুপগমেন মন-

ভাষ্যকৃতা, ইত্যত্রত্যস্তৈবাত্মাপকর্ষঃ প্রমাণলক্ষণোপযোগিতয়া তত্র কৃত ইতি। যত ইহ সূত্রকৃদ্বক্ষ্যতি, অত এব ভগবতোপবর্ষণোদ্ধারোৎপকর্ষত্ব কৃতঃ। বিচারস্তাত্ত পূর্ব্বোত্তরতন্ত্রশেষতামাহ—“ইহ চ” ইতি।

পূর্ব্বাধিকরণসঙ্গতিমাহ—“অপি চ” ইতি। নবাআস্তিত্বোপপত্তয় এবাত্মোচ্য-স্তাং, কিং তদাক্ষেপেণেত্যত আহ—“ আক্ষিপপূর্ব্বিকা হি” ইতি।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্ব বিচার উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল এই সূত্র। অর্থাৎ তিনি এই স্থান হইতে উৎকর্ষণ করতঃ সে বিচার বা সে নির্ণয় সমর্থন করিয়াছেন। শবরস্বামী যে, এই শারীরিক সূত্রেব সার উৎকর্ষণ করতঃ সে বিচার লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বৃত্তিকারের বাক্য। বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ * আত্ম মীমাংসায় “যজ্ঞা-য়ধ যজমান স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়” এই বাক্যের প্রামাণ্য বিচারে বলিয়া-ছেন, স্বর্গফলভোক্তা আত্মা না থাকিলে উক্ত বাক্যের প্রামাণ্য ক্ষতি হয়, সে জন্ত তাদৃশ আত্মার অস্তিত্ব নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু এখানে (এই পূর্ব্বমীমাংসায়) তৎসমর্থক সূত্র না থাকায় এবং শারীরকে তৎসমর্থক সূত্র থাকায় সে নির্ণয় সেই শাবীবকেই করিল। উপবর্ষ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, পূর্ব্ব মীমাংসায় ঐ বিচার কবেন নাই। (ইহা-তেই বুঝা গাইতেছে যে, ভাব্যকার শবরস্বামী, এই স্থান হইতেই আকর্ষণ করতঃ প্রমাণলক্ষণ বিচারে তাদৃশ অমরাত্মার সদ্ভাব বর্ণন করিয়াছেন)। এই বেদান্তশাস্ত্রেও পারলৌকিক-ফল উপাসনার বিধায়ক বহু বাক্য আছে, সে সকল বাক্যও বিচার্য্য, সূত্ররাং তৎসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্বও বিচার্য্য। এই বিচারে ইহাও প্রদর্শিত হইতেছে যে, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি নাই, এ বিচার-সমুদায় শাস্ত্রের অঙ্গ।

[অপিচ...মুৎপাদয়েদিতি] অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বিচার দর্শিত হইয়াছে, সে বিচারে প্রকবর্ণের উৎকর্ষ স্বীকার ও মনশ্চিন্তাদি অগ্নির পুরুষার্থতা অর্থাৎ

* ইনি পাপিনি মূনির পূর্ব্বজ্ঞক। ইনিই জৈমিনি সূত্রের ও বেদান্ত সূত্রের বৃত্তিকার। পাপিনির পূর্ব্বে ইহার কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থও বিদ্যমান ছিল। ইহার এক খ্যাতনামা ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম বর্ষ। প্রাচীন মগধ ইহাদের জন্মস্থান এবং অনুন ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্ব ইহারা জীবিত ছিলেন।

শিচদাদীনাং পুরুষার্থত্বং বর্ণিতম্। কোহসৌ পুরুষঃ, যদর্থা
এতে মনশ্চিদাদয়ঃ—ইত্যশ্রাং প্রসক্তাবিদং দেহব্যতিরিক্ত-
শ্রাত্বনোহস্তিত্বমুচ্যতে। তদস্তিত্বাক্ষেপার্থক্ষেদমাদ্ব্যং সূত্রম্ ;
আক্ষেপপূর্ব্বিকা হি পরিহারোক্তির্ব্বিবক্ষিতেহর্থো শ্রুগানিখনন-
শ্রায়েন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়েদিতি।

অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিনো লোকায়াতিকা দেহব্যতিরিক্ত-
শ্রাত্বনোহভাবং মন্যমানাঃ সমস্তব্যস্তেষু বাহ্যেষু পৃথিব্যাদিষু-
দৃষ্টমপি চৈতন্যং শরীরাকারপরিণতেষু ভূতেষু শ্রাদিতি
সম্ভাবয়ন্তস্তেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবদ্বিজ্ঞানং চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ

আক্ষেপমাহ—“অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিনঃ” ইতি। যত্বেপি সমস্তব্যস্তেষু
পৃথিব্যপ্তোজোবায়ু ন চৈতন্যং দৃষ্টং, তথাপি কায়াকারপরিণতেষু ভবিষ্যতি।
ন হি কিণাদয়ঃ সমস্তব্যস্তা ন মদনা দৃষ্টা ইতি মদিরাকারপরিণতান মদয়ন্তি।

উপাসক পুরুষের উপাসনার অঙ্গভাব, দুই কথাই বলা হইয়াছে। সেই কথাতেই
কথা উঠিয়াছে যে, সেই পুরুষ কে? ঐ সকল মনশ্চিদাদি অগ্নি কাহার বা কীদৃক
পুরুষেব বিশেষণ? এ কথা পূর্বেই উঠিয়াছিল, সুতরাং সে কথার
নির্ণয়ার্থ এই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিচার বলা হইল, অস্তিত্ব
বিচার করিতে গেলেই অগ্রে নাস্তিত্ব পক্ষ গ্রহণ করিতে হয়, সেই
কারণে প্রথমে এই ৫৩ সূত্রের অবতারণা। পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন ও তাহার
পরিহার দেখাইয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে সে সিদ্ধান্ত শ্রুগানিখননের শ্রায় *
স্থির অর্থাৎ অবিচালা হয়, কদাপি বিপরীত বুদ্ধি জন্মিতে পাবে না; সেই
কারণে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলা হইল এবং অব্যবহিত পবেই সিদ্ধান্ত সূত্র
বলা হইবে।

[অত্রৈকে...ভাবাদিতি] আত্মবিষয়ে দেহাত্মবাদী লোকায়াতিকেরা
(চার্কাকেরা) মনে করে, দেহই আত্মা, অতিবিক্ত আত্মা নাই। পৃথক্
পৃথক্ অথবা মিলিত বহিঃস্থ পৃথিব্যাদি ভূতে চৈতন্যগুণ দৃষ্ট না হইলেও
মিলিত ও দেহকাবে পরিণত ভূতে তাহা দেখা যায়। তদনু-
সারে, শরীরাকারে পরিণত ভূতপদার্থেই চৈতন্যের জন্ম সম্ভাবনা করা যায়।
তাহারা বলে, বিজ্ঞানেব নাম চৈতন্য, তাহা মদশক্তির শ্রায় শরীরাকারে
সংহত ভূতনিচয় হইতেই উৎপন্ন হয়। তদ্বিশিষ্ট দেহই পুরুষ বা আত্মা নামে

* নাবিক্বেবা যখন নদীপক্ষে নৌকাবন্ধনার্থ খোঁটা বা লগি প্রোথিত করে, তখন তাহার
‘খোঁটাটিকে একবার উত্তোলিত করে, আবার প্রোথিত করে। সেইরূপ করিলে তাহা দৃঢ়
অর্থাৎ অবিচালা হয়, খুব পুতিয়া বসে। তাহাই “শ্রুগানিখনন শ্রায়” এবং তদুপায়ে শাক্ত-
কাবেরাও বিচারকে একবার না, পক্ষে—আবার ইপক্ষে স্থাপন করিয়া থাকেন, দৃঢ় করেন।

পুরুষ ইতি চাহঃ । ন স্বর্গগমনায়াপবগগমনায় বা সমর্থো দেহব্যতিরিক্ত আত্মাস্তি, যৎকৃতং চৈতন্যং দেহে স্যাৎ । দেহ এব তু চেতনশ্চাত্মা চেতি প্রতিজানতে, হেতুঞ্চাচক্ষতে— শরীরে ভাবাদিতি । যদ্বি যস্মিন্ সতি ভবত্যসতি চ ন ভবতি, তৎ তদ্ব্যবস্থানাধ্যবসীয়তে, যথায়িধর্ম্মাবৌক্ষ্যপ্রকাশৌ । প্রাণ-চেষ্টাচৈতন্যস্বত্বাদয়শ্চাত্মধর্ম্মত্বেনাভিমতা আত্মবাদিনাম্, তেহ-প্যন্তরের দেহ উপলভ্যমানা বহিঃশানুপলভ্যমানা অসিদ্ধে দেহ-

অহমিতি চাত্মভবে দেহ এব গোরাদ্যাকারঃ প্রথমে—ন তু তদতিরিক্তস্তদধিষ্ঠানঃ কুণ্ড ইব দধীতি । অতএবাহং স্থলো গচ্ছামীত্যাদিসামান্যধিকরণোপপত্তি-রহমঃ স্থলাদিভিঃ । ন জাতু দধিসামান্যধিকরণানি মধুরাদীনি কণ্ঠশ্চৈকাধি-করণ্যমন্তবন্তি সিতং মধুরং কুণ্ডমিতি । ন চাপ্রত্যক্ষমাত্মতত্ত্বমন্তমানাদিভিঃ শক্যমুন্নতুম্ । ন খবপ্রত্যক্ষং প্রমাণমস্তি । উক্তং হি—

“দেশকালাদিকপাণং ভেদান্তিভিন্নাশ্চ শক্তিযু ।

ভাবানামহুমানেন প্রসিদ্ধিবতিতলভা ॥” ইতি

যদা চ উপলব্ধিসাধ্য-নাস্তরীয়কভাবস্ত লিঙ্গশ্চৈয়ং গতিস্তদা কৈব কথা দৃষ্টব্যভিচারস্ত শব্দস্তার্থ্যপত্তেচ্চাত্মপদোক্ষার্থগোচরায়াঃ, উপমানস্ত চ সর্কৈ-কদেশশাদৃশবিকল্পিতস্ত । সর্বসাক্ষ্যে তদ্ব্যং একদেশশাক্ষ্যে চাতিপ্রসঙ্গাৎ— সর্বস্ত সর্বোপোপমানাৎ । সৌত্রস্ত হেতুর্ভাষ্যকৃত্য ব্যাখ্যাতঃ । চেষ্টা হিতা-হিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থৌ ব্যাপাবঃ । স চ শরীরাদীনতয়া দৃশ্যমানঃ শরীরধর্ম্মঃ, এবং প্রাণঃ শ্বাসপ্রশ্বাসাদিকপঃ শরীরধর্ম্ম এব । ইচ্ছাপ্রযত্নাদয়শ্চ যত্নপ্যাস্তব্যা-খ্যাত । মরণের পব থাকে, স্বর্গে যায়, অথবা মুক্ত হয়, এক্রপ কোন আত্মা নাই, অর্থাৎ দেহ ছাড়া বা দেহ হইতে অতিরিক্ত এমন কোন আত্মা নাই । যদি কেহ মরণেব পব স্বর্গ নরক গমন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে না হয়, দেহাধারে স্বতন্ত্র চেতনা আত্মা থাকা স্বীকার করা যাইত । অতএব এই দেহই চেতন ও আত্মা, ইহাই তাহাদের প্রতিজ্ঞা । ঐ প্রতিজ্ঞার সাধক হেতু—“শরীরে ভাবাৎ” । [যদ্বি...ক্রমঃ] যাহা যাহার বিজ্ঞমানতায় বিজ্ঞ-মান থাকে, বাহার অবিজ্ঞমানে অবিজ্ঞমান হয়, অর্থাৎ থাকে না, তাহা তাহার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে । যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নিধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত ; তেমনি, প্রাণচেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম বলিয়া আত্মবাদীদিগের মধ্যে বিদিত । ঐ সকল ধর্ম্ম (চৈতন্য ও স্ববর্ণ-শক্তি প্রভৃতি) দেহেই অবস্থান করিতেছে, ইহাই প্রতীত হয়, বাহিরে উহাদের সত্তা উপলব্ধ হয় না । তাহা না হওয়ায় ঐ সকল দেহধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য । ঐ সকল ধর্ম্মের দেহাতিরিক্ত ধর্ম্মী (আশ্রয়) সিদ্ধ হয় না, তাহা না হওয়ায় অর্থাৎ তাহা প্রমাণপ্রমিত না হওয়ায় সূতরাং ঐ সকলকে

ব্যতিরিক্তে ধর্ম্মিণি দেহধর্ম্মা এব ভবিতুমহঁস্তি । তস্মাদ-
ব্যতিরেকো দেহাদাত্তন ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—॥৩৩৫৩॥

ব্যতিরেকস্তম্ভাবাতাবিত্তান্নতূপ-

লন্ধিবৎ ॥ ৩ । ৩ । ৫৪ ॥ *

ন স্তেতদন্তি, যদুক্তমব্যতিরেকো দেহাদাত্তন ইতি । ব্যতি-
রেক এবাশ্চ দেহান্তবিত্তুমহঁতি । তম্ভাবাতাবিত্তাৎ । যদি হি
দেহভাবে ভাবাৎ দেহধর্ম্মত্বমাত্ত্বধর্ম্মাণাং মন্ত্ৰেত, ততো দেহ-

তথাপি শবীরাতিরিক্তস্ত তদাশ্রয়ানুপলব্ধে: সতি শরীরে ভাবাৎ তদন্ত:শরীরাশ্রয়া
এব, অগ্ৰথা দৃষ্টহানাদৃষ্টকল্পনাশ্রয়ত্বাৎ শবীরাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ
শবীরে চ সম্ভবাৎ শরীরমেবেচ্ছাদিমদাত্ত্বেন্দ্ৰিতি প্রাপ্ত উচ্যতে ॥৩৩৫৩॥

নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি ক্রবাণ: প্রষ্টব্যো জায়তে, কুতো ভবানন্তমানাদী-
নামপ্রামাণ্যমবধারিতবানিতি । প্রত্যক্ষং হি লিঙ্গাদিরূপমাত্রগ্ৰাহি নাপ্রামা-
ণ্যমেবাৎ বিনিশ্চেতুমহঁতি । ন হি ধুমজ্ঞানমিবৈবামিল্লিয়ার্থসন্নিকর্ষাদপ্রামাণ্য-
জ্ঞানমুদেতুমহঁতি, কিন্তু দেশকালাবস্থারূপভেদেন ব্যতিচারোৎপ্রেক্ষয়া । ন
দেহধর্ম্ম বলাই যুক্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ সেই গুলিই আত্মা নামের অভিধেয় ।
অতএব, আত্মা দেহ হইতে অনতিবিক্ত অর্থাৎ দেহই আত্মা, এতদতি-
রিক্ত আত্মা নাই । বাদিগণের নিকট এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় স্তত্রকার
বলিতেছেন ॥৩৩৫৩ ॥

দেহ হইতে আত্মার অব্যতিরেক অর্থাৎ দেহই আত্মা—তদতিরিক্ত
আত্মা নাই, এ কথা যুক্ত্যুপেত নহে । দেহ হইতে আত্মার ব্যতিরেক
অর্থাৎ তাহার দেহাতিবিক্ততা যুক্তিসিদ্ধ । যুক্তি—তদ্বিद्यমানোও তদ্বর্ষের
অভাব । দেহ আছে অথচ চৈতন্যাদি নাই, ইহাও দৃষ্ট হয় । যদি দেহের
বিद्यমানতায় বিद्यমান দেবিত্তা আত্মধর্ম্ম গুলিকে দেহধর্ম্ম বলিয়া মনে
কর, নিশ্চয় কর, তাহা হইলে দেহের বিद्यমানতায়ও সে সকলের

* অব্যতিরেকো দেহাদাত্তন ইতি ন বক্তব্যং, কিন্তু ব্যতিরেক এব বক্তব্যম্ । তত্র হেতু:
তম্ভাবাতাবিত্তাদিতি । দেহভাবেপি হি প্রাপ্তচেষ্টাদীনাং দেহধর্ম্মাণাং অভাবাৎ মরণাদাবদর্শনাৎ
ভেদমদেহধর্ম্মত্বমেব সিদ্ধমিতি ত্তব্যম্ । উপলব্ধিবিদিত্যাদাহরণাদানম্ । যথা তবক্তিরূপলব্ধেভূ-
ভৌতিকবিষয়াণা ব্যতিরেকেণ ভাবোহভ্যুপগম্যতে, এবমন্তাভিরপি ব্যতিরেকেণাত্তত্ত্বমজীক্ৰি-
য়ত ইতি দৃষ্টান্তপদবাখ্যা ।

বলিতেছিলে যে, দেহই আত্মা—হেদব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মা নাই, তাহা প্রতিক্ষেপযোগ্য ।
কেননা, যেগুলিকে তোমরা দেহধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ কর—বস্তুত: তাহার একটিও দেহধর্ম্ম নহে ।
প্রাপ্তচেষ্টার ও জ্ঞানাদির দেহধর্ম্মতা অসিদ্ধ । কেননা, দেহ সৃষ্টিও স্ততাবস্থায় ঐ সকলের অভাব
দৃষ্ট হয় ; স্তত্রতাং মানা উচিত যে, বাহ্য ঐ সকলের আশ্রয়, তাহা দেহ নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত
আত্মা । তোমরা যেমন তাহাকে (উপলব্ধিকে বা বিষয়ানুভবিতাকে) বিষয়াতিরিক্ত বলিয়া
বীকার কর, সেইরূপ আমরাও উপলব্ধিরূপ আত্মাকে সে সকল হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ
করি । (ভাব্য ব্যাখ্যা দেখ) ।

ভাবেহ্যভাবাদতদ্ব্যবহৃতমেবাং কিং ন মন্যেত । দেহধর্মবৈলক্ষ-
ণ্যাং । যে হি দেহধর্মী রূপাদয়ন্তে যাবদেহং ভবন্ত, প্রাণচেষ্ঠা-

চৈতাবান্ প্রত্যক্ষস্ত ব্যাপারঃ সম্ভবতি । যথাহঃ—ন হীদমিয়তো ব্যাপারান্
কর্তুং সমর্থং, সন্নিহিতবিষয়বলেনোৎপত্তেরবিচারকত্বাদিতি । তন্মাদশ্মিন্নিচ্ছ-
তাপি প্রমাণান্তরমভ্যুপেয়ম্ । অপি চ প্রতিপন্নং পূর্নাসমপহায়াপ্রতিপন্ন-
সন্ধিষ্ঠাঃ প্রেক্ষাবন্তিঃ প্রতিপাত্তন্তে । ন চৈবামিথস্তাবো ভবৎপ্রত্যক্ষগোচরঃ ।
ন খবেতে গৌরবাদিবৎ প্রত্যক্ষগোচরাঃ, কিন্তু বচনচেষ্ঠাদিলিঙ্গানুমেয়াঃ ।
ন চ ন লিঙ্গং প্রমাণং, যত এতে সিধ্যন্তি । ন বা পূংসামিথস্তাবমবিজ্ঞায়
য়ং কক্ষন পুরুষং প্রতিপাদয়িষতোহনবদেয়বচনস্ত প্রেক্ষাবন্তা নাম । অপি
চ পশবোহপি হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থিনঃ কোমলশম্পশ্চামলায়াং ভুবি প্রব-
র্তন্তে, পরিহবন্তি চাশ্রামভূগকণ্টকাকৌর্ণাম্ । নাস্তিকস্ত পশোবপি পশুরিষ্টা-
নিষ্টসাধনমবিধান্ । ন খবশ্মিন্নহুমানগোচরপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিগোচরে প্রত্যক্ষং
প্রভবতি । ন চ পরপ্রত্যয়নায় শব্দং প্রযুক্ত্বীত, শাকস্তার্থস্তাপ্রত্যক্ষত্বাং ।
তদেব মা নাম ভূনাস্তিকস্ত জন্মান্তরং, অশ্মিন্নেব জন্মান্যাপস্থিতোহন্ত মুকত্বপ্রবৃত্তি-
নিবৃত্তিবিব্রহরূপো মহান্নরকঃ । পরাক্রান্তকাত্র হবিভিঃ । অত্যন্তপরোক-
গোচরা বাস্তবানুপপত্তমানার্থপ্রভবার্থাপত্তিঃ । ভূয়ঃ সাগান্ত্যবোগেন চোপমানমুপ-
পাদিতং প্রমাণলক্ষণে । তদত্রাস্ত তর্বিৎ প্রমাণান্তরং প্রত্যক্ষমেবাহপ্রত্যয়ঃ
শরীরাতিরিক্তমালম্বত ইত্যন্যব্যতিরেকাত্যামবধারণ্যতে । যোগব্যাব্রবৎ স্বপ্ন-
দশাযাক শরীরাস্তরপরিগ্রহাভিমানেনৈপ্যহকারাস্পদস্ত প্রত্যভিজায়মানত্ব-
নিতুক্তম্ । স্বত্রযোজনা তু ন অব্যতিবিক্তঃ, কিন্তু ব্যতিরিক্ত আত্মা দেহাং ।
কৃতঃ, তস্তাবাভাবিত্বাং । চৈতন্ত্যদির্ঘদি শরীরগুণস্ততোহনেন বিশেষগুণেন
ভবিতব্যম্ । ন তু সংখ্যাপরিমাণসংযোগাদিবৎ সামান্তগুণঃ । তথা চ যে
ভূতবিশেষগুণান্তে যাবদভূতভাবিনো দৃষ্টাঃ ; যথা কপাদয়ঃ । ন হস্তি সম্ভবো
ভূতক রূপাদিরহিতক্ষেতি । তন্মাদ্ভূতবিশেষগুণ-রূপাদিবৈধর্ম্যাং ন চৈতন্ত্যং
শরীরগুণঃ । এতেনেচ্ছাদীনঃ শরীরবিশেষগুণত্বং প্রত্যুক্তম্ । প্রাণচেষ্ঠাদয়ো
যত্বপি দেহধর্মী এব, তথাপি ন দেহমাত্রপভবাঃ । মৃতাবস্থায়ামপি তৎপ্রসঙ্গাং ।
তন্মাদবশ্তেতে অধিষ্ঠানাদেহধর্মী ভবন্তি—স দেহাতিরিক্ত আত্মা । অদৃষ্টকারণত্বেহ-
ভূপগম্যমানে তত্বাপি দেহাশ্রয়ত্বানুপপত্তেরাঐবভ্যাপেতব্য ইতি । বৈধর্ম্যা-

অবিজ্ঞমানতা দেখিয়া, কেনা সে গুলিকে (আত্মধর্ম চৈতন্ত্যপ্রভৃতিকে)
দেহাত্মধর্ম বলিয়া মনে না করিবে ? নিশ্চয় করিবে ? দেহধর্ম নহে বলিয়া স্থির না
করিবে কেন ? তাদৃশস্থলে ত দেহধর্মের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় ? [যে হি...প্রতি-
বিধ্যতে] যত কাল দেহ—কৃত কাল রূপ প্রভৃতি দেহধর্ম থাকে থাকুক, কিন্তু
প্রাণচেষ্ঠা প্রভৃতি দেহসত্ত্বও মৃতাবস্থায় থাকে না । (স্মরণ্য সে সকল ধর্ম
প্রকৃত দেহধর্ম কি না, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত) । আরও দেখ, দেহধর্ম
রূপাদি—সে সকল অশ্রের দৃষ্টগোচর হয় ; কিন্তু আত্মধর্ম চৈতন্ত্য ও স্মৃতি

দয়ন্ত সত্যপি দেহে মৃতাবস্থায় ন ভবন্তি । দেহধর্ম্মাশ্চ রূপা-
দয়ঃ পরৈরপ্যপলভ্যন্তে, ন ত্বান্নধর্ম্মাশ্চৈতন্ত্যস্মৃত্যাদয়ঃ ।

অপি চ, সতি তাবদেহে জীবদবস্থায়ামেবাং ভাবঃ শক্যতে
নিশ্চেতুং, নত্বেসত্যভাবঃ । পতিতেহপি কদাচিদস্মিন্ দেহে
দেহান্তরসঞ্চারেণান্নধর্ম্মা অনুবর্ত্তেয়ং । সংশয়মাত্রাণাপি পরপক্ষঃ
প্রতিষিধ্যতে । কিমান্নকঞ্চ পুনরিদং চৈতন্ত্যং মন্যতে, যন্ত ভূত্যা-
উৎপত্তিমিচ্ছন্তীতি পরঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ । ন হি ভূতচতুষ্টয়-

স্তরমাহ—“দেহধর্ম্মাশ্চ” ইতি । স্বপরপ্রত্যক্ষা হি দেহধর্ম্মা দৃষ্টাঃ, যথা রূপাদয়ঃ ।
ইচ্ছাদয়স্ত স্বপ্রত্যক্ষা এবৈতি দেহধর্ম্ম-বৈধর্ম্ম্যম্ । তস্মাদপি দেহাতিরিক্তধর্ম্মা
ইতি । তত্র যতপি চৈতন্ত্যমপি ভূতবিশেষগুণস্তথাপি যাবদুত্তমলবর্ত্তেত ।
ন চ মদশক্ত্যা ব্যভিচারঃ, সামর্থ্যস্ত সামান্তগুণহাৎ । অপি চ মদশক্তিঃ প্রতি-
মদিবাবয়বং মাত্র্যাবতিষ্ঠতে, তদেহেহপি চৈতন্ত্যং তদবয়বেষপি মাত্রয়া
ভবেৎ । তথা চৈকস্মিন্ দেহে বহবশ্চেতয়েব । ন চ বহুনাং চেতনানামন্তো-
ত্তাভিপ্রায়ানুবিধানসম্ভব ইতি একপাশনিবন্ধা ইব বহবো বিহঙ্গমা বিকল্প-
দিকৃষ্টিয়াভিমুখাঃ সমর্থ্য অপি ন হস্তমাত্রমপি দেশমতিপত্তিতুমুৎসহন্তে, এবং
শরীরমপি ন কিঞ্চিৎ কর্ত্ত্বমুৎসহতে ।

অপি চ নাহয়মাত্রান্তধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ শক্যো বিনিশ্চেতুং, যা ভূতাকাশস্ত সর্ব্বো
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষ্বরহাৎ, অপি স্বয়ংব্যতিরেকাভ্যাম্ । সন্ধিগ্ধ*চাত্র ব্যতিরেকঃ । তথা
চ ন সাধকত্বমবয়বমাত্রস্তেত্যাহ—“অপি চ সতি তাবৎ” ইতি । দৃষণান্তরং বিব-
ক্ষুরাক্ষিপতি—“কিমান্নকঞ্চ” ইতি । স এবৈকগ্রহেনাহ—“ন হি” ইতি । নাস্তিক-

প্রভৃতি, সে সকল অস্ত্রের দৃষ্টিগোচর হয় না । (এই বৈলক্ষণ্য দৃষ্টেই স্থির-
হয় যে, চৈতন্ত্য প্রভৃতি দেহের ধর্ম্ম নহে । দেহের ধর্ম্ম হইলে নিশ্চয়ই ঐ সকল
দেহের সঙ্গে অত্রকর্ত্ত্বক দৃষ্ট হইত ।

অত্র কথা এই যে, যত কাল দেহের সম্ভাব বা বিদ্যমানতা, তত কালই
জীবিতাবস্থায় ঐ সকলের সম্ভাব (থাকা বা বিদ্যমানতা) অবধাবণ করিতে পার ।
দেহের অভাবে বা অবিদ্যমানতায় ঐ সকল (চৈতন্ত্য প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম) যে
থাকে না, অভাবপ্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার না । (অবশ্যই
তাহা তোমার মতে সন্ধিগ্ধ । যাহা সন্ধিগ্ধ—তাহা নিশ্চয়ই দেহধর্ম্ম নহে) ।
এতদেহের পতন হইলেও আত্মধর্ম্ম সকল কদাচিৎ দেহান্তরে সঞ্চারিত হইলেও
হইতে পারে । এরূপ সাংশয়িক জ্ঞানও নাস্তিকপক্ষ প্রতিবেদ্য করিতে সমর্থ ।
[কিমান্নকঞ্চ...চৈতন্ত্যেন] দেহান্নবাদীর প্রতি অত্র জিজ্ঞাস্ত এই যে, তোমাদের
অভিমত চৈতন্ত্য কিমান্নক ? কিংস্বরূপ ? তোমরা চৈতন্ত্য পদার্থকে কি মনে কর ?
তোমরা যে বল, চৈতন্ত্য ভূতসংঘাত হইতে জন্মে, উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্ম্ম কথা

ব্যতিরেকেণ লোকায়াতিকাঃ কিক্ৰিৎ তত্ত্বং প্রতিযস্তুি । যদ-
 নুভবনং ভূতভৌতিকানাং তচ্চৈতন্যমিতি চেৎ ; তর্হি বিষয়-
 ত্বাৎ তেষাং ন তদ্ব্যবস্থামশুভীত, স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ । ন
 হ্যগ্নিরূপঃ সন্ স্বাত্মানং দহতি । ন হি নটঃ শিক্ষিতঃ সন্
 স্বস্কন্ধমধিরোক্ষ্যতি । ন হি ভূতভৌতিকধর্ম্মেণ সতা চৈতন্যেন
 ভূতভৌতিকানি বিষয়ীক্রিয়েরন্ । ন হি রূপাদিভিঃ স্বং রূপং
 পররূপং বা বিষয়ীক্রিয়তে, বিষয়ীক্রিয়ন্তে তু বাহ্যাদ্যাগ্নি-
 কানি ভূতভৌতিকানি চৈতন্যেন । অতশ্চ যথৈবাস্তা ভূত-

আহ—“যদনুভবনম্” ইতি । যথা হি ভূতপরিণামভেদোরূপাদিন্ তু ভূতচতুষ্টয়-
 দর্শাস্তরম্ এবং ভূতপরিণামভেদ এব চৈতন্ত্যং ন তু ভূতেভ্যোহর্থাস্তরং, যেন পৃথিব্যাপ-
 ন্তেজোবায়ুরিতি তত্ত্বানীতি প্রতিজ্ঞাব্যাঘাতঃ শ্রাদিত্যর্থঃ । এতদুক্তন্তবতি—চতুর্গা-
 মেব ভূতানাং সমস্তং জগৎ পরিণামঃ, ন ত্বস্তি তত্ত্বাস্তরং, যন্ত পরিণামো রূপাদয়ো-
 হন্তত্বা পরিণামাস্তরমিতি । অত্রোক্তাভিত্তাবদুপপত্তিভির্দেহধর্ম্মত্বং নিরস্তম্ ।
 তথাপ্যুপপত্তাস্তরাভিধিংসরাহ “তত্ত্বর্হি” ইতি । ভূতধর্ম্মা রূপাদয়ো জড়ত্বাবিষয়া
 এব দৃষ্টা ন তু বিষয়িণঃ । ন চ কেষাঙ্কিবিষয়াণামপি বিষয়িত্বং ভবিষ্যতীতি বাচ্যং,
 স্বাত্মনি বৃত্তি- (ক্রিয়া-) বিরোধাৎ । ন চোপলব্ধাবেষ প্রসঙ্গস্তথা অজড়ত্বাঃ
 স্বয়ম্প্রকাশস্বাভ্যুপগমাৎ । কৃতোপপাদনকৈতৎ প্রসঙ্গাৎ । উপলব্ধিবদিতি সূত্র-
 ব্যবং যোজয়তি—“যথৈবাস্তা” ইতি । উপলব্ধিগ্রাহিণ এব প্রমাণাৎ শরীরব্যতি-

কি ? তাহা কি ভূতাতিরিক্ত পৃথক্ পদার্থ ? কি রূপাদির স্তায় ভৌতিক ধর্ম্ম ?
 তোমরা ভূতাতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব যান না, সে জন্ত তোমরা ভূতসমূহপন্ন চৈতন্ত্যকে
 ভূতাতিরিক্ত বস্তু বলিয়া মান্ত করিতে পার না । তোমরা বল, উহা ভূতসংঘের
 ধর্ম্ম বা গুণ, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সে পক্ষেও অনেক বাধা আছে । তোমরা
 হয়-ত বলিবে, যাহা ভূত-ভৌতিক-পদার্থবিষয়ক অনুভব, তাহাই চৈতন্ত্য । এ
 কথা ঐটুকু ভাবিয়া বলিলেই ভাল হয় । ভাবিয়া দেখ, ভূত ও ভৌতিক সমস্তই
 সেই চৈতন্ত্যপদার্থের বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ বস্তু ; সুতরাং তাদৃশ চৈতন্ত্য কোনও
 ক্রমে ভূতধর্ম্ম হইবার যোগ্য নহে । কেননা, তাহাতে স্বাত্ম-বৃত্তি ক্রিয়া
 বিরোধরূপ বাধা দেখা যায় । অগ্নি উষ্ণ, কিন্তু সে আপনাকে দগ্ধ করে না ।
 যাহা তাহার বিষয়—অধিকারগত, সে তাহাকেই দগ্ধ করে । নট যতই শিক্ষিত
 হউক, সে আপনার স্বন্ধে আরোহণ করিতে অসমর্থ । সেইরূপ, ভূত-ভৌতিক-
 সমূহপন্ন ভূত-ভৌতিক-ধর্ম্ম চৈতন্ত্যও ভূত-ভৌতিককে বিষয় (অনুভব) করিতে
 অসমর্থ । অথচ দেখা যায়, চৈতন্ত্য বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক, প্রত্যেক ভূত-ভৌতিক
 পদার্থকেই বিষয় করিতেছে, (অবগাহনপূর্ব্বক প্রকাশ বা সম্ভাস্কৃতি প্রদান
 করিতেছে) । [অতশ্চ...পশ্যেৎ] অতএব, তোমরা যেমন ভূত-ভৌতিকবিষ-

ভৌতিকবিষয়ায়া উপলক্ষেভাবোহভ্যুপগম্যতে, এবং ব্যতিরেকোহপ্যন্তান্তেভ্যোহভ্যুপগম্যব্যঃ ।

উপলক্ষিস্বরূপমেব চ ন আত্মা ইত্যাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বং নিত্যত্বকোপলক্ষেরৈকরূপ্যাং । ‘অহমিদমদ্রাক্ষম্’ ইতি চাবস্থাস্তর-যোগেহপ্যুপলক্ষ্যেন প্রত্যভিজ্ঞানাং স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ । যত্নত্বং শরীরে ভাবাচ্ছরীরধর্ম উপলক্ষিরিতি, তদ্বর্ণিতেন প্রকারেণ প্রত্যুক্তম্ । অপি চ, সংস্খ প্রদীপাদিমূপকরণেষু উপলক্ষির্ভবতি, অসংস্খ ন ভবতি । ন চৈতাবতা প্রদীপাদিমূপ

রেকোহপ্যবগম্যতে । তস্তাস্ততঃ স্বয়ম্প্রকাশপ্রত্যয়েন ভূতধর্মভ্যো জড়ভ্যো বৈলক্ষণ্যেন ব্যতিরেকনিশ্চয়াং ।

অন্ত তর্হি ব্যতিরেকোপলক্ষিত্বং স্বতন্ত্রা, তথাপ্যাশ্মনি প্রমাণাভাব ইত্যত আহ—“উপলক্ষিস্বরূপমেব চ ন আত্মা” ইতি । আজানতস্তাবদুপলক্ষিভেদো নানু-ভূত ইতি বিষয়ভেদাদভ্যুপেয়ঃ । ন চোপলক্ষিব্যতিরেকিণাং বিষয়াণাং প্রথা সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্ । ন চ বিষয়ভেদগ্রাহি প্রমাণমস্তীতি চোপপাদিতং ব্রহ্মতত্ত্ব-সমীক্ষায়ামস্মাভিঃ । এবঞ্চ সতি বিষয়রূপতন্ত্বেদাবেব সুহৃল্ ভাবিতি দূরনিরস্তা বিষয়ভেদাদুপলক্ষিভেদ-সংকথা । তেনোপলক্ষেরূপলক্ষ্যতমপি ন তাত্ত্বিকং, কিং ত্ববিজ্ঞাকরিতম্ । তত্রাবিজ্ঞাদশায়ামপ্যুপলক্ষেরভেদ ইত্যাহ—“অহমিদমদ্রাক্ষমিতি চ” ইতি । ন কেবলং তাত্ত্বিকাতোদান্নিত্যত্বমতাত্ত্বিকাদপি নিত্যত্বমেবেতি তত্ত্বার্থঃ । স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ । নানাষে হি নাথেনোপলক্ষেহস্ত পুরুষস্ত স্মিতরূপপণ্ডত ইত্যর্থঃ । নিরাকৃতমপ্যর্থং নিরাকরণান্তরায়ানুভাষতে—“যত্ন-কৃতম্” ইতি । যো হি—

য়িণী উপলক্ষির (যাহার দ্বারা ভূতভৌতিকের সত্যাসিদ্ধি বা অস্তিত্ব অনুভূত বা প্রকাশিত) হয়, তাহার ভাব অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার কর, সেইরূপ আমরাও সেই পদার্থের—সেই উপলক্ষিনামক বস্তুর ব্যতিরেক অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ততা স্বীকার করি ।

আমরা আত্মাকে উপলক্ষিরূপ বলিয়া জানি এবং উপলক্ষির বা আত্মার এক-রূপতা বা অভেদ থাকায় নিত্যতা ও দেহাতিরিক্ততা অভাস্ত বলিয়া গণ্য করি । ‘অহমিদমদ্রাক্ষম্’—আমি ইহা দেখিয়াছি’ এইরূপ জ্ঞান—প্রত্যভিজ্ঞান অন্ত অবস্থাতেও অব্যতিচরিত দৃষ্ট-ম্ । তৎকালে ও এতৎকালে একই উপলক্ষা আমি, অথবা একমাত্র আমিই উক্ত উভয়কালে তদ্বস্তুর উপলক্ষা । যেহেতু একই উপলক্ষা ত্রিকালব্যাপী, সেই হেতু স্মৃতিপ্রভৃতি সমস্তই উপপন্ন হয় । বিভিন্ন জাতা, দ্রষ্টা ও অনুভবিতা হইলে নিশ্চিত স্মৃত্যাদি পদার্থ থাকিত না, লোপপ্রাপ্ত হইত । [যত্ন-কৃতম্...স্তিষ্কম্] উপলক্ষি বা অনুভব শরীরবিজ্ঞমানে বিজ্ঞমান থাকে, শরীর অবিজ্ঞমানে থাকে না, সেই জন্ত, উপলক্ষিকে শরীরের ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায়, এ কথার খণ্ডন পূর্বোক্ত বর্ণনার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে । আবও দেখ, যদি আলোক-

এবোপলক্কির্ভবতি । এবঞ্চ সতি দেহভাবে উপলক্কির্ভবতি, সতি চ ন ভবতীতি ন দেহধর্মো ভবিষ্যদেতি । উপকরণত্বমাত্রোপা-
প্রদীপাদিবৎ দেহোপযোগোপপত্তেঃ । ন চাত্যন্তং দেহ-
স্তোপলক্কাবুপযোগো দৃশ্যতে । নিশ্চেষ্টেহপি হৃদয়াদি দেহে স্বপ্নে
নানাবিধোপলক্কিদর্শনাৎ । তস্মাদনবদ্যং দেহব্যতিরিক্ত-
স্তাত্ত্বনোহস্তিত্বম্ ॥ ৩। ৩। ৫৪ ॥

অঙ্গাববদ্ধাস্ত ন শাখাস্তু হি প্রতিবেদম্

॥ ৩। ৩। ৫৫ ॥ *

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকীয়ং কথা । সম্প্রতি প্রকৃতামেবানুবর্তা-
মহে । “ওঁ মিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” “লোকেষু পঞ্চবিধং
সামোপাসীত” “উক্থমুক্থমিতি বৈ প্রজা বদন্তি । তদিদমে-

দেহব্যাপারোপলক্কিকৃৎপত্ততে, তেন দেহধর্ম ইতি মজ্ঞতে, তং প্রতীদং দৃশ্যম্ । “ন
চাত্যন্তং দেহস্ত” ইতি । প্রকৃতমুপসংহরতি—“তস্মাদনবদ্যম্” ইতি ॥ ৩। ৩। ৫৪ ॥

স্বরাদিভেদাৎ প্রতিবেদমুদগীথাদয়ো ভিত্তস্তে, তদনুবদ্ধাস্ত প্রত্যয়াঃ প্রতিশাখং
বিহিতা ভেদেন । তত্র সংশয়ঃ । কিং যস্মিন্ বেদে যদুদগীথাদয়ো বিহিতাঃ, তেহা-

প্রদ প্রদীপাদি উপস্থিত থাকে, তবেই বস্তুপলক্কি হয়, নচেৎ হয় না, ইহা দেখিয়া
উহাকে (উপলক্কিকে) কি প্রদীপাদিব ধর্ম বলিবে ? না, তাহা বলিতে পার ?
যদি না পাব, তবে, দেহবিভক্ত্যনে উপলক্কির বিভক্তমানতা ও দেহ অবিভক্ত্যানে উপ-
লক্কির অবিভক্তমানতা বা অভাব অবধারণ কনিতেও সমর্থ নহ । দেহ প্রদীপাদির
হায় উপলক্কির অত্যন্ত উপকরণ, এ পক্ষও উপপন্ন হয় । উপলক্কির প্রতি
এতদেহেব আত্যন্তিক উপযোগিও নাই । কাবণ, এতদেহ নিশ্চেষ্ট থাকি-
লেও স্বপ্নকালে নানা প্রকাব উপলক্কি হইয়া থাকে । ইত্যাদি ইত্যাদি যুক্তি,
অনুভব ও শাস্ত্রবাক্যের দ্বাৰা দেহাতিরিক্ত অস্ত্রার অস্তিত্বপক্ষই সাধু বলিয়া
অবধারিত হয় ॥ ৩। ৩। ৫৪ ॥

প্রসঙ্গাগত কথা শেষ হইল । এক্ষণে “প্রকৃতমনুসরামঃ”—প্রকৃতির অনুসরণ
করা যাউক । “উদগীথংশ ওঁ-অক্ষরকে উপাসনা করিবেক” ইত্যাদি ক্রমে ওঁ-
অক্ষরে প্রাণবুদ্ধি উৎপাদনপূর্বক উপাসনা করিবার শ্রোত বিধান দৃষ্ট হয় । “লোক
বিষয়ে পাঁচ প্রকার সাম-উপাসনা করিবেক ।” ইত্যাদি শ্রুতিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চ-

* অঙ্গাববদ্ধাঃ কৰ্ম্মাঙ্গাবলম্বনা উপাস্তয়ো ন প্রতিবেদং বেদে বেদে ভিন্নাঃ, কিন্তুভিন্নাঃ
শাখাস্তু সৰ্ব্বাংশিত সূত্রপদানামর্থঃ ।

যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের উপলক্ষ প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গ অবলম্বন করিয়া যে সকল উপাসনা উপদিষ্ট
হইয়াছে, সে সকল সৰ্ব্বত্র সমান অর্থার্থ একই উপাসনা সেই সেই বেদের সেই সেই শাখায় কথিত
হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে । (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ) ।

বোক্তমিয়মেব পৃথিবী । অয়ং বাব লোক এষোহ্মিশ্চিতঃ” ইত্যেবমাত্মা যে উদগীথাদিকৰ্ম্মাজ্জাববদ্ধাঃ প্রত্যয়াঃ প্রতিবেদং শাখাভেদেষু বিহিতাঃ, তে তচ্ছাখাগতেষ্বেবোদগীথাদিষু ভবেয়ুঃ ? অথবা সৰ্ব্বশাখাগতেষু ? ইতি বিশয়ঃ । প্রতিশাখা স্বরাদিভেদাদুদগীথাদিভেদমাদায়ায়মুপন্যাসঃ । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? স্বশাখাগতেষ্বেবোদগীথাদিষু বিধীয়েন্নীতি । কুতঃ ? সন্নিধানাৎ । “উদগীথমুপাসীত” ইতি হি সামান্যবিহিতানাং বিশেষাকাজ্জায়াং সন্নিক্ষেপেনৈব স্বশাখাগতেন বিশেষণাকাজ্জা-

মেব ভেদবিহিতাঃ প্রত্যয়াঃ ? উতান্ত্রবেদবিহিতানাং পুণ্ডগীথাদীনাম্ তে প্রত্যয়া ইতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? ওমিত্যক্ষবমুদগীথমুপাসীতেত্যুদগীথপ্রবণেনোদগীথসামান্যবগম্যতে, নির্বিশেষস্ত চ তন্ত্রানুপপত্তেকিংশেষাকাজ্জায়াং স্বশাখাবিহিতস্ত বিশেষস্ত সন্নিধানাৎ তেনৈবাকাজ্জাবিনিবৃত্তেন শাখান্তরীয়মুদগীথান্তরমপেক্ষতে । ন চৈবং সন্নিধানেন প্রতিপীড়া । যদি হি প্রতিসমর্পিতমপ্যমপবাধেত, ততঃ প্রতিং

ভেদবিশিষ্ট সাম্যে * পৃথিব্যাং বুদ্ধি আরোপিত করত উপাসনা করিবার উপদেশও আছে । প্রাণিগণ ইহাকে উক্থ—উক্থ বলে । এই যে পৃথিবী, ইহাই সেই উক্থ—” ইত্যাদি বাক্যেও উক্থাভিধেয় শব্দে পৃথিবী বুদ্ধি করিবার আদেশ আছে । (শব্দ = ইহা এক প্রকার স্তোত্র বা গান । উক্থও এক প্রকার শব্দ । ইহা যজ্ঞকালে গীত হইয়া থাকে) । “এই লোক, ইহা এই ইষ্টকামিত অগ্নি ।” ইত্যাদি শাস্ত্রে ইষ্টকামিতে লোক-বুদ্ধি আবোপিত করিবার (লোকজ্ঞানে ইষ্টকামি উপাসনা করিবার) কথা আছে । এইরূপ আরও অনেক প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান (উপাসনাবিশেষ) প্রত্যেক বেদের শাখায় শাখায় কৰ্ম্মাজ্জ প্রতীকে উৎপাদন করিবার বিধান দৃষ্ট হয় ।* (উদগীথ, সামগান, উক্থ, শব্দ, এ সমস্তই যজ্ঞের অঙ্গ, এ সকল অবলম্বন করিয়া ঐরূপ ঐরূপ উপাসনাবিধান আছে) । সে সকল বিধান দৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সকল কৰ্ম্মাজ্জাশ্রিত উপাসনা কি সেই সেই শাখাতেই নিবদ্ধ ? কি সমুদায় শাখায় সমানরূপে বিহিত ? প্রত্যেক বিভিন্ন শাখায় স্বরভেদ প্রভৃতি থাকায় উদগীথাদিরও ভেদ আছে, সেই ভেদ লক্ষ্য করিয়া উক্ত সংশয়ের উৎপত্তি । [কিন্তুাবৎ...ইতি] কি পাওয়া যায় ? পাওয়া যায়—উক্ত

* সামগানের হিকার, প্রভাব, উদগীথ, প্রতিহার ও নিধন,—এই পাঁচ নামে পাঁচ বিভাগ আছে । অর্থাৎ পর পর ঐ পাঁচ বিভাগ সামগানে গীত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে উদগীথ গানের অবলম্বন প্রধান । প্রাণ-ভাবনার তাহার উপাসনা করার বিধান দৃষ্ট হয় । এই পৃথিবীই হিকার, অগ্নিই প্রভাব, অন্তরীক্ষই উদগীথ, আদিত্যই প্রতিহার এবং নিব্ নিধন, ইত্যাকার ভাবনার সাম-উপাসনা করিবার কথাও আছে ।

নিবৃত্তেন্তদতিলজ্ঞ্যেন শীখান্তরবিহিতবিশেষোপাদানে কারণং
নাস্তি। তস্মাৎ প্রতিশাখং ব্যবস্থেতি। এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি
“অঙ্গাববদ্ধান্ত” ইতি।

তু-শব্দঃ পরপক্ষং ব্যবর্তয়তি। নৈতে প্রদিবেদং স্বশাখাস্থেব
ব্যবতিষ্ঠেরন, অপি তু সর্বশাখাস্থবর্তেরন। কুতঃ। উদগী-
থাদিশ্রুত্যা বিশেষাৎ। স্বশাখাব্যবস্থায় হি উদগীথমুপাসীতেতি
সামান্যশ্রুতিরবিশেষপ্রবৃত্তা। সতী সন্নিধানবশেন বিশেষে
ব্যবস্থাপ্যমানা পীড়িতা স্মাৎ, ন চৈতন্ম্যায়াম্। সন্নিধানাক্ছি

পীড়য়েৎ, ন চৈতদস্তু। ন হাদগীথশ্রুত্যাভিহিতলক্ষিতৌ সামান্যবিশেষৌ
বাধিতৌ স্বশাখাগতয়োঃ স্বীকরণাৎ শাখান্তরীয়াস্বীকাবেহপি। যথাহঃ—

“জাতিব্যক্তী গৃহীত্বেহ বয়দ্ব্য শ্রুতলক্ষিতে।

রূপাদি যদি মুঞ্চামঃ কা শ্রুতিস্তত্র গীডাতে ॥”

এবং প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—উদগীথাত্ত্বাববদ্ধান্ত প্রত্যয়া নানাশাখাস্থ প্রতিবেদ-
ম্নুবর্তেরন। ন প্রতিশাখং ব্যবতিষ্ঠেরন। উদগীথমিত্যা দিসামান্যশ্রুতেরবিশেষাৎ।
এতদুক্তম্ভবতি। যুক্তং গুরুং পটমানয়েত্যাদৌ পটশ্রুতিমবিশেষপ্রবৃত্তামপি
সন্নিধানাৎ গুরুশ্রুতিরোধত ইতি, বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নপ্রযুক্তাৎ পদানাং
সমভিব্যাহারন্তাহন্তথা তদনুপপত্তেঃ। ন চ স্বার্থমস্মারয়িত্বা বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নং
পদানামিতি বিশিষ্টার্থপ্রযুক্তং স্বার্থস্মারণং, ন স্বপ্রযোজকমপবাধিতুম্ভসহতে।

উদগীথাদি উপাসনা সেই সেই শাখায় বিহিত, সর্ব শাখায় নহে। কারণ, সন্নিধি
প্রমাণে তাহাই প্রতীত করায়। বিবেচনা কর, “উদগীথ উপাসনা করিবেক” এই
সামান্য বিধান বিশেষ বিধির আকাজ্জা জন্মায়। অর্থাৎ কোন্ উদগীথের কোথায়
কিভাবে উপাসনা করিবে? এইরূপ বিশেষাকাজ্জা জন্মায়। অনন্তর সেই সেই
শাখায় যে যে বিশেষ অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই বিশেষই সন্নিহিত হয়,
প্রথমতঃ বুদ্ধিতে আইসে। বুদ্ধিস্থ হইলেই আকাজ্জার নিবৃত্তি হয়। স্বশাখাবিহিত
বিশেষ গ্রহণ করিবার অল্পমাত্রও কারণ দেখা যায় না। অতএব, শাখাভেদে
ব্যবস্থা হওয়াই সম্ভব, অর্থাৎ সেই সেই উপাসনা সেই সেই শাখাতেই বিহিত, এই
পক্ষই প্রায়। এই পূর্বপক্ষের উত্তরপক্ষ স্থাপনার্থ সূত্র বলা হইল—অঙ্গাববদ্ধান্ত।

[তু শব্দঃ...স্ত্যঃ] তু-শব্দ পূর্বপক্ষের নিষেধক, অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের
সেই সেই শাখায় সেই সেই উপাসনা পৃথকরূপে বিহিত, এ পক্ষ গ্রাহ্য নহে।
ঐ সকল উপাসনা সমুদয় শাখাতেই অনুবর্তন করে। অর্থাৎ একই উদগীথ
উপাসনা সমুদয় শাখায় কথিত, এই পক্ষই সাধু, এই সিদ্ধান্তই সংসিদ্ধান্ত।
কেননা, “উদগীথ” এই শব্দরূপের কোনরূপ বিশেষ বা ভেদ নাই। সর্বত্রই

শ্রুতির্বলীয়সী। সামান্যশ্রয়ঃ প্রত্যয়ো নোপপদ্যতে। তস্মাৎ স্বরাদিভেদে সত্যপ্যুক্তগীথাদ্যবিশেষাৎ সৰ্ব্বশাখাগতেষ্বেবাদ্গী-
থাদিষ্বেবজ্ঞাতীয়কাঃ প্রত্যয়াঃ স্ত্যঃ ॥ ৩।৩।৫৫॥

মন্ত্ৰাদিবদ্বাহবিরোধঃ ॥৩।৩।৫৬ ॥ *

অথবা নৈবাত্র বিরোধ আশঙ্কিতব্যঃ—কথমন্ত্রশাখাগতেষু-
দৃগাখাদিস্বন্ত্রশাখাবিহিতাঃ প্রত্যয়া ভবেয়ুরিতি। মন্ত্ৰাদিবদ-
বিরোধোপপত্তেঃ। তথা হি মন্ত্ৰাণাং কৰ্ম্মণাং গুণানাক্ষ শাখা-
ন্তরোৎপন্নানামপি শাখান্তর উপসংগ্রহে দৃশ্যতে। যেমামপি
হি শাখিনাং “কুটরুরসি” ইত্যশ্মাদানমন্ত্ৰো নান্নাতঃ, তেষামপ্যসৌ
বিনিয়োগো দৃশ্যতে---“কুঙ্করোহসীত্যশ্মানমাদন্তে কুটরুরসীতি

মা চ বাধি প্রযোজ্যভাবেন স্বার্থস্বাবগমপীতি যুক্তমবিশেষপ্রবৃত্তায়। অপি
ঋতেরেকস্মিন্নেব বিশেষেহবস্থাপনম্, ইহ তু উদগীথঋতেরবিশেষণ। বিশিষ্টার্থ-
প্রত্যয়কত্বাৎ সঙ্কেচে প্রমাণং কিঞ্চিন্ধাস্তি। ন চ সন্নিধিমাত্রমপবাধিতুমহতি।
ঋতিসামান্যদ্বারেণ চ সৰ্ব্ববিশেষগামিতাঃ ঋতেরেকস্মিন্নবস্থানং পীড়ৈব।
তস্মাৎ সৰ্ব্বোদগীথবিষয়াঃ প্রত্যয়া ইতি ॥ ৩।৩।৫৫ ॥

বিরুদ্ধমিতি নঃ ক সম্প্রত্যয়ো যৎ প্রমাণেন নোপলভ্যতে। উপলব্ধ

সমান উদগীথশব্দ আছে। উক্ত উপাসনা ও উক্তখাদি শব্দ উভয়ই সৰ্ব-
শাখায় সমান। সন্নিধি অনুসারে ঐ সকলকে বিশেষ অর্থে স্থাপন করিতে
গেলে অবশ্যই ঐ সকল শব্দ নিপীড়িত হইবেক। তাহা গ্রাহ্য নহে। ঋতি
সন্নিধি অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ, এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। অতএব,
স্বরভেদ ও প্রয়োগভেদ প্রভৃতি থাকিলেও উদগীথ স্বরূপের ভেদ না থাকায়
সমুদায় শাখায়ই উদগীথ এক এবং একজাতীয় ॥ ৩।৩।৫৫ ॥

কেমন করিয়া এক শাখায় কথিত উদগীথ প্রভৃতিতে অস্ত্র শাখোক্ত
জ্ঞান সংযোজিত হইবেক, তাহা বিরুদ্ধ কি না, এ আশঙ্কা করিও না।
মন্ত্র ও কৰ্ম্ম, উভয়ই গুণ অর্থাৎ কৰ্ম্মের অঙ্গ, এই সমুদায়ের দৃষ্টান্তে উক্ত সিদ্ধান্ত
অবিরুদ্ধ। উদাহরণ দেখ। মন্ত্র, কৰ্ম্ম ও গুণ, এ সকল এক শাখায়
সমুৎপন্ন অর্থাৎ প্রথমোপদিষ্ট বা প্রথম পরিজ্ঞাত, অথচ সে সকল অঙ্গ
শাখায় গৃহীত হইতে দেখা যায়। যজুঃশাখায় “কুটরুরসি”—ইত্যাদি মন্ত্র
নাই, না থাকিলেও তাহা শাখান্তর হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। মন্ত্রটা তওল
পেষক প্রান্তর গ্রহণের মন্ত্র। সেই কার্যের জন্ত যজুঃশাখায় তদ্বিকল্পে “কুঙ্ক-

* বহু মন্ত্ৰাদিদৃষ্টান্তে নাবিবোধঃ বিরোধ এব নাতীত্যর্থঃ।

অথবা মন্ত্ৰাদির দৃষ্টান্তের অবিরোধ অর্থাৎ বিরোধভাব স্থির কর। (ভাষা ব্যাখ্যা দেখ)

বা” ইতি । যেসামপি চ সমিদাদয়ঃ প্রযাজা নান্নাতাঃ, তেষামপি তেষু গুণবিধিরান্নায়তে “ঋতবো বৈ প্রযাজাঃ সমানমত্র হোতব্যাঃ” ইতি । তথা যেসামপি “অজোহ্মীষোমীয়ঃ” ইতি জাতি-বিশেষোপদেশো নাস্তি, তেষামপি তদ্বিশেষবিষয়ো মন্ত্রবর্ণ উপলভ্যতে “ছাগশ্চ বপায়া মেদসোহ্নুক্রহি” ইতি । তথা বেদান্তরোপপন্নানামপি “অগ্নেৰ্বেহোত্রং বেরধ্বরম্” ইত্যাদি-মন্ত্রাণাং বেদান্তরে পরিগ্রহো দৃষ্টঃ । তথা বহুচপঠিতস্য সূক্তস্য “যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্” ইত্যস্য “অধ্বর্য্যবে সজনীয়ং শশ্বম্” ইত্যত্র পরিগ্রহো দৃষ্টঃ । তস্মাদ্ যথা আশ্রয়াণাং কৰ্ম্মা-ঙ্গানাং সৰ্ব্বত্রানুবৃত্তিরেবমাশ্রিতানামপি প্রত্যয়ানামিত্য-বিরোধঃ ॥৩৩৫৬॥

মন্ত্রাদিযু শাখান্তরীয়েষু শাখান্তরীয়কৰ্ম্মসম্বন্ধিৎ, তদ্বিহাপীতি দৰ্শনাদবিরোধঃ ।
এতচ্চ দশিতং ভাষ্যেণ স্মৃগমেনতি ॥ ৩। ৩। ৫৬ ॥

টোহসি—” ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে । [যেবা...দৃষ্টঃ] মৈত্রায়ণী শাখায় প্রযাজ-নামক যাগের অন্তর্গত সমিদ যাগ প্রভৃতি অভিহিত হয় নাই ; না হইলেও সে সকলের অঙ্গতা (কর্তব্যতা) বোধক বিধান “তুল্যকৰ্ম্ম স্থলে ঋতু অর্থাৎ ষট্ সংখ্যক প্রযাজ হোম করিবেক, এবংক্রমে সমুদ্ভিষ্ট হইয়াছে । (সমিদ প্রভৃতি ৬টির যোগে প্রযাজ যাগ সম্পন্ন হয় । এখানে হেমন্ত শিশিরের ঐক্য স্থির করিয়া ঋতুশব্দ-বোধিত পঞ্চ সংখ্যার গ্রহণ হইয়াছে । অগ্নি ও সোম এতন্মামক দেবতাযুগ্মের উদ্দেশে ছাগ-পশু সংজ্ঞপন করিবেক, এক্রপ বিস্পষ্ট উপদেশ যজুঃশাখায় নাই । যজুঃশাখায় মাত্র পশুর বিধান আছে, কিন্তু কোনজাতীর পশু, তাহার উল্লেখ নাই । না থাকিলেও “ছাগের বপা ও মেদ সম্বন্ধে অমুক্তা দাও” এই মন্ত্রের অর্থ দৃষ্টে সৰ্ব্বত্রই ছাগপশু গৃহীত হয় । “অগ্নেৰ্বেহোত্রং—” ইত্যাদি মন্ত্র সামবেদোৎপন্ন, সামবেদেই অভিহিত, অথচ সে সকল অত্র বেদেও (যজুর্বেদেও) গৃহীত হইতে দেখা যায় । “যিনি জন্মিয়াই প্রথম অর্থাৎ গুণজ্যেষ্ঠ ও বিবেকী—ইত্যাদি মন্ত্র ঋগ্বেদোৎপন্ন, অথচ সে সকল মন্ত্র অধ্বর্য্যগণ (যজুঃকৰ্ম্মকারী পুরোহিতগণ) কর্তৃক শংসিত হইয়া থাকে । (শংসন অর্থাৎ যজুঃদেবতাগণের জ্ঞতির জন্ত মন্ত্র উচ্চারণ) । [তস্মাৎ... বিরোধঃ] অতএব যেমন একত্র শ্রুত কৰ্ম্মাঙ্গনিচয় সৰ্ব্বত্র গমন করে, তেমনি, একত্র শ্রুত প্রত্যয় বা উপাসনাও অত্র গমন করে অর্থাৎ গৃহীত হয় । প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে তাহা বিরুদ্ধ নহে ; প্রত্যুত অবিরুদ্ধ ॥ ৩। ৩। ৫৬ ॥

ভূমঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্বং তথা হি দর্শয়তি ॥৩৩৫৭॥*

“প্রাচীনশাল ঔপমন্তবঃ” ইত্যস্তামাখ্যায়িকায়ং ব্যস্তস্ত
সমস্তস্ত চ বৈশ্বানরস্তোপাসনং শ্রুয়তে । ব্যস্তোপাসনং তাবৎ
“ঔপমন্তব কং হুমান্বানমুপাস্বে” ইতি, “দিবমেব ভগবো রাজ-
ম্নিতি হোবাচ । এষ বৈ স্তুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং হুমান্বান-
মুপাস্বে” ইত্যাদি । তথা সমস্তোপাসনমপি “তস্ম হ বা এত-
স্তাত্মনো বৈশ্বানরস্ত মূর্ধ্বেব স্তুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ

বৈশ্বানররিত্তায়াং চান্দোগ্যে কিং ব্যস্তোপাসনং সমস্তোপাসনঞ্চ ? উত
সমস্তোপাসনমেব ? ইতি । তত্রদিবমেব ভগবো রাজম্নিতি হোবাচ” ইতি
প্রত্যেকমুপাসনক্ষেতে: প্রত্যেকঞ্চ ফলবজ্জ্যায়ানাং, সমস্তোপাসনে চ ফলবজ্জ-
ক্ষেতেকৃতমুপাস্যোপাসনম্ । ন চ যথা বৈশ্বানরীয়েষ্ঠৌ যদষ্টাকপালো ভবতী-
ত্যাদীনামবযুতাবাদানাং প্রত্যেকং ফলশ্রবণেহপ্যর্থবাদমাত্রং, বৈশ্বানরং
দ্বাদশকপালং নির্বপেদিত্যষ্টৈব তু ফলবজ্জম্, এবমত্রাপি ভবিতুমর্শতি । অত্র হি

উপনিষদে প্রাচীনশাল ও ঔপমন্তব প্রভৃতি কতিপয় ঋষি ও রাজর্ষি
বর্ণিত একটি আখ্যায়িকা আছে । তাহাতে ব্যস্ত বৈশ্বানরের উপাসনা ও সমস্ত
বৈশ্বানরের উপাসনা, দ্বিবিধ উপাসনাই শ্রুত হয় । (ব্যস্ত = এক এক অঙ্গের উপা-
সনা । সমস্ত = সমুদায়ে বা নিখিল অবয়বে একই উপাসনা ।) ব্যস্ত উপাসনা
যথা—“হে ঔপমন্তব, তুমি কোন্ আত্মাকে বৈশ্বানর ভাবনায় উপাসনা কর ?
অর্থাৎ তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া জ্ঞান কর ? উপাসনা কর ?”
ঔপমন্তব বলিলেন, রাজন্, ভগবন্, আমি ছ্যলোক বৈশ্বানরের উপাসনা
করি । প্রাচীনশাল বলিলেন, স্ত্রুপ্রসিদ্ধ স্তুতেজা (দিব্) বৈশ্বানর আত্মার
অবয়ব, তুমি তাহার উপাসনা কর । অর্থাৎ তুমি বৈশ্বানর আত্মার একাংশ
বা একাবয়বের মাত্র উপাসনা কর, তাহাতে সমগ্র উপাসনা সিদ্ধ হয় না । সমস্ত
বা সমগ্র উপাসনা যথা—“স্তুতেজা অর্থাৎ ছ্যলোক প্রস্তাবিত বৈশ্বানর আত্মার
মস্তক, হৃদ্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, হৃদয় অন্তরীক্ষ, উদধি বন্তি, পৃথিবী পদ—”

* ভূমঃ সমগ্রস্য সাক্ষপ্রধানস্ত ক্রতোর্ধাগস্যোবাহস্য সমগ্রস্যেব জ্যায়স্বং প্রাধান্যং জ্ঞেয়ম্ ।
সমস্তোপাসনমেবাত্র বিবক্ষিতমিতি যাবৎ । হি যতঃ তথা দর্শয়তি সমগ্রস্যেব জ্যায়স্বং
বিজ্ঞাপয়তি শ্রুতিরिति শেষঃ ।

বৈশ্বানর-বিদ্যায় (উপাসনায়) পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত হইলেও
সে সকলের প্রাধান্য নাই । সে সকল উপাসনা প্রধান উপাসনার অঙ্গমাত্র, হুতরাং সে সকলের
সহিত অনুষ্ঠিত প্রধানের উপাসনাই বলবৎ । প্রধান যাগ যেমন কতিপয় অঙ্গযোগ সহ অনুষ্ঠিত
হয়, তেমনি, বৈশ্বানর-আত্মার উপাসনাও ঐ সকল অঙ্গীভূত উপাসনার সহিত মিলাইয়া অনুষ্ঠিত
হয় । শ্রুতি তাহাই দেখাইয়াছেন অর্থাৎ সমগ্র উপাসনারই প্রাধান্য বলিয়াছেন ।

পৃথগ্ভুক্ত্যা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ” ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহোভয়থাপ্যুপাসনং স্মৃৎ—
ব্যস্তস্ত সমস্তস্ত চ ? উত সমস্তস্মৈব ? ইতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?
প্রত্যবয়বং স্মৃতেজঃপ্রভৃতিসু উপাস্বেতি ক্রিয়াপদশ্রবণাৎ “তব
স্মৃতং প্রস্তুতমাস্মৃতং কুলে দৃশ্যতে” ইত্যাদিফলভেদশ্রবণাচ্চ
ব্যস্তান্ত্যুপাসনানি স্মৃতিরিত্তি প্রাপ্তম্। ততোহভিধীয়তে—

“ভূম্নঃ” পদার্থোপচয়াত্মকস্ত সমস্তস্ত বৈদ্বানরোপাসনস্ত
জ্যায়ন্তং প্রাধান্যেনাস্মিন্ বাক্যে বিবক্ষিতং ভবিতুমহঁতি, ন
প্রত্যেকমবয়বোপাসনমপি। ক্রতুবৎ। যথা ক্রতুসু দর্শপূর্ণমাস-

দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ” ইতি বিধিবিভিক্রিষ্ণতির্ষদষ্টাকপালো ভবতীত্যাदिषু
বর্তমানাপদেশঃ। ন চ বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদ্ ইতি বিধিকল্পনা। অবয়ুত্বাবাদেন
জ্যোত্যাপ্যুপপত্তেঃ। ইহ তু সমস্তে ব্যস্তে চ বর্তমানাপদেশস্তাবিশেষবাদগৃহমাণ-
বিশেষতয়া উভয়ত্রাপি বিধিকল্পনায়াঃ ফলকল্পনায়াশ্চ ভেদাৎ। নিন্দায়াশ্চ
সমস্তোপাসনারন্তে ব্যস্তোপাসনেহপ্যুপপত্তেঃ। শ্রামো বা স্বাহতিমভ্যবহরতীতিবৎ
উভয়বিধমুপাসনম্, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

সমস্তোপাসনস্তেব জ্যায়ন্তং ন ব্যস্তোপাসনস্ত। যত্বপি বর্তমানাপদেশত্ব-
ইত্যাদি। [তত্র...তদ্বৎ] আখ্যায়িকা দৃষ্টে সংশয় হয়, শ্রুতি কি ঐ সকল
বাক্যে ব্যস্ত সমস্ত দ্বিপ্রকার উপাসনারই বিধান করিয়াছেন? অথবা সমগ্র
উপাসনা করিতে বলিয়াছেন? দেখা যায়, স্মৃতেজা (দিব) ও বিশ্বরূপ (সূর্য্য)
প্রভৃতি প্রত্যেক প্রত্যেক “উপাসস্ব—উপাসনা কর” এইরূপ ক্রিয়াপদের
শ্রবণ আছে ও সেই সেই বিজ্ঞানেব বা উপাসনার “তোমার বংশে সোমযাগ
সম্পন্ন হইতে দেখা যায়” ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ফল বর্ণিত আছে।
তদ্ব্যবহাৰ পাওয়া যায়, বুঝা যায়, ব্যস্ত অর্থাৎ পৃথক পৃথক উপাসনাই
শ্রুতিবিহিত। এইরূপ প্রথম পক্ষ স্থাপিত হইতে দেখিয়া সিদ্ধান্তপক্ষ
কথনार्थ ৫৭ সূত্র বলা হইল।

সূত্রের অর্থ এই যে, ঐ বাক্যে বহুর অর্থাৎ সমস্ত বা সমগ্র উপাসনার
(এক একটীর) প্রাধান্য নাই। অতিপ্রায় এই যে, ঐ সকল ঋণ্ড ঋণ্ড
অবয়ব উপাসনা একত্রিত হইয়া প্রধানের অর্থাৎ বৈদ্বানর উপাসনার
পূর্ণতা জন্মায়। ইহার উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত ক্রতু অর্থাৎ যাগ। যেমন
দর্শযাগ, পূর্ণমাস যাগ, তদন্তর্গত শ্রযাজ ও অমুযাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
অঙ্গযাগ, এই সমস্ত পর পর যথাবিধানে অমুষ্ঠিত হইলে এক সাক্ষোপাজ
প্রধান যাগ নিম্পন্ন হয়, তেমনি, ঐ সকল পৃথক পৃথক অবয়ব-উপাসনা
পর পর যথাবিধানে সাধিত হইয়া সম্পূর্ণ সাক্ষোপাজ বৈদ্বানর

প্রভৃতিষু সামন্ত্যেন সান্নপ্রধানপ্রয়োগ এবৈকো বিবক্ষ্যতে, ন
ব্যস্তানামপি প্রয়োগঃ . প্রযাজাদীনাম্, নাপ্যেকদেশাঙ্গযুক্তস্ত
প্রধানস্ত, তদ্বৎ । কুত এতৎ ? ভূমৈব জ্যায়মানিতি । তথা
হি শ্রুতিভূমৌ জ্যায়স্তং দর্শয়তি । একবাক্যত্বাবগমাৎ । একং
হীদং বাক্যং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ং পৌৰ্ব্বাপর্য্যপৰ্য্যালোচনাৎ
প্রতীয়তে । তথা হি প্রাচীনশালপ্রভৃতয় উদ্বালকবাসনাঃ ষট্
ঋষয়ো বৈশ্বানরবিদ্যায়াং পরিনিষ্ঠামপ্রতিপদ্যমানা অশ্বপতিং
কৈকেয়ং রাজানমভ্যাজগ্মুরিত্যুপক্রম্য, একৈকশ্বর্ষেৰূপাস্ত্রং
দ্ব্যপ্রভৃতীনামেকৈকং শ্রাবয়িত্বা “মূৰ্দ্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ”
ইত্যাদিনা মূৰ্দ্ধাদিভাবং তেষাং বিদধাতি । “মূৰ্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ

মুভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টং, তথাপি পৌৰ্ব্বাপর্য্যপৰ্য্যালোচনয়া সমস্তোপাসনপরম্পরাবগমঃ ।
তৎপরেণ হি বাক্যং, তদন্ত্যর্থঃ । তথাহি—প্রাচীনশালপ্রভৃতয়ো বৈশ্বানরবিজ্ঞা-
নির্ণয়ান্বপতিং কৈকেয়মাজগ্মুঃ । ত্রে চ তত্তদেকদেশোপাসনমুপন্যস্তবক্ষঃ ।
তত্র কৈকেয়স্তত্তদুপাসননিন্দাপূৰ্বেণ * তন্নিবারণেন সমস্তোপাসনমুপসংহারঃ ।

আত্মার উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে । কেহ দর্শাদি যাগেব অঙ্গ কেবল
প্রযাজ যাগ অনুষ্ঠান করে না এবং কেহ এক বা দুই অঙ্গ সহ প্রধানেব
অনুষ্ঠানও করে না, সমগ্রের অনুষ্ঠানই করে, কবিলে যাগের সমগ্রতা
বা পূর্ণতা হয় । [কুত...দর্শয়তি) এ কথা এই জ্ঞান বলি, ভূমার অর্থাৎ
বহুর জ্যায়স্ত আছে । শ্রুতিও বহুর বা সমষ্টির জ্যায়স্ত (প্রাধান্য) দেখা-
ইয়াছেন । তাহা একবাক্যতার প্রভাবেই প্রতীত হয় । আখ্যায়িকাস্থ
সন্দর্ভসমূহের পূৰ্ব্বাপর পর্যালোচনা (উপক্রম উপসংহার ও মধ্যভাগ
অনুশীলন) করিলে প্রতীত হইবে, বৈশ্বানর-বিজ্ঞা (উপাসনা) বিষয়েই
মিলিত ঐ সমুদায় একটা বাক্য । অর্থাৎ ঐ সমুদায় সন্দর্ভে একই
বৈশ্বানর-বিজ্ঞা বিহিত বা *অভিহিত হইয়াছে ; সুতরাং সমস্ত মিলিয়া
তদ্বোধক একটা মহাবাক্য হইয়াছে । বিবেচনা কর,—“প্রাচীনশাল
প্রভৃতি ছয় জন ঋষি বৈশ্বানরবিজ্ঞার নিষ্ঠা অর্থাৎ ঠিক নিদ্বন্দ্ব বা শেষ সিদ্ধান্ত স্থির
করিতে না পারিয়া কৈকেয়বংশীয় অশ্বপতি রাজার নিকট গমন করিয়াছিলেন ।
(ইনিই তৎকালে বৈশ্বানর-বিজ্ঞায় সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন) ।”
শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া মধ্যে এক এক ঋষির স্তুতজ্ঞ অর্থাৎ
দিব্ প্রভৃতির উপাস্ততা বর্ণনা করিয়া “ইহা বৈশ্বানর আত্মার মন্তক” এবং
ক্রমে সে সকলে বৈশ্বানরের মন্তকাদিভাব বলিয়াছেন বা বিধান করিয়াছেন ।
তৎপরে তিনি “যদি না আসিতে, তবে, তোমার মন্তক বিচ্ছিন্ন হইত”

যন্মা নাগমিষ্যঃ” ইত্যাদিনা চ ব্যস্তোপাসনমপবদতি। পুনশ্চ ব্যস্তোপাসনং ব্যাবর্ত্য সমস্তোপাসনমেবানুবর্ত্য “স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বান্নস্বল্পমত্তি” ইতি ভূমাশ্রয়মেব ফলং দর্শয়তি। যন্তু প্রত্যেকং স্ততেজঃপ্রভৃতিষু ফলভেদশ্রবণং তদেবং সত্যঙ্গফলানি প্রধান এবাভ্যুচ্চিনোতীতি দ্রষ্টব্যম্। তথা উপাস্ম ইত্যপি প্রত্যবয়বমাখ্যাতশ্রবণং পরাভিপ্রায়ানুবাদার্থং, ন ব্যস্তোপাসনবিধানার্থম্, তস্মাৎ সমস্তোপাসনপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি।

কেচিদ্ধত্র সমস্তোপাসনপক্ষং জ্যায়াংসং প্রতিষ্ঠাপ্য জ্যায়ন্তু-বচনাদেব কিল ব্যস্তোপাসনপক্ষমপি সূত্রকারোহনুমত্তত ইতি

তথা চৈকবাক্যাতালাভায় বাক্যভেদপরিহারায় চ সমস্তোপাসনপরতৈব সন্দর্ভস্ত লক্ষ্যতে। তস্মাৎফলসঙ্গীর্জনং প্রধানস্তবনায়। সমস্তোপাসনস্তৈব তু ফলবদ্ধম্ ইতি সিদ্ধম্।

একদেশিবাখ্যানমুপগম্য দৃষয়তি—“কেচিদ্ধত্র” ইতি। সম্ভবতোকবাক্যেহে বাক্যভেদস্তাত্ত্বাত্ম্যং। নেদৃশং সূত্রব্যাখ্যানং সমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৫৭ ॥

এইরূপ এইরূপ বাক্যে ব্যস্ত উপাসনার অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা কারয়াছেন। পুনর্বার তিনি ব্যস্ত উপাসনার ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিবেদন করিয়া এবং সমগ্র উপাসনার উল্লেখ বা অঙ্কুরণ করিয়া “সেই উপাসক সমুদায় লোকে, সমুদায় ভূতে ও সকল শরীরে অন্নভোক্তা হয়” ইত্যাদিবিধ সমগ্রাপ্রিত ফল (সমগ্র উপাসনার ফল) শুনাইয়া দিয়াছেন।

[যন্তু...শ্রেয়ানিতি] স্ততেজঃ (দিব্) প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ প্রতীকে ব্যস্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল কথিত আছে সত্য; পবন্ত থাকিলেও সে সকল প্রধান (সমগ্র) উপাসনারই পোষক। অর্থাৎ সে সকলের প্রত্যেকের পৃথক্ ফল নাই। বৈখানর আশ্রায় প্রত্যেক অবয়ব লক্ষ্য করিয়া “উপাস্ম—উপাসনা কর” এইরূপ উক্তি আছে সত্য; পরন্তু তাহা বা সে উক্তি পরাভিপ্রায় অনুবাদার্থ; স্ততরাং ব্যস্তোপাসনাপক্ষ হ্রস্বল এবং সমস্তোপাসনাপক্ষই প্রবল।

[কেচিদ্ধত্র...পত্তমানত্ম্যং] কোন কোন ব্যাখ্যাকার এই স্থানে সমস্তোপাসনাপক্ষের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিয়া, পশ্চাৎ সূত্রস্থ “জ্যায়ন্তু”—শব্দ দৃষ্টে ব্যস্তোপাসনাপক্ষও সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। (অভিপ্রায় এই যে, সমস্তোপাসনাই প্রশস্ত, বিশিষ্ট ফলদায়ক, কিন্তু ব্যস্তোপাসনা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট অল্পফলদায়ক)। এ ব্যাখ্যা যুক্ত ব্যাখ্যা নহে। কারণ এই যে, যখন সমুদায় সন্দর্ভ একই বাক্য বলিয়া স্থিৎ জানা

কল্পয়ন্তি, তদযুক্তম্ । একবাক্যাবগতো সত্যং বাক্যভেদকল্পন-
শ্রাণ্যাত্ম্যত্বাৎ, “মূর্খা তে ব্যপতিষ্যৎ” ইতি চৈবমাদিনিন্দাবচন-
বিরোধাৎ । স্পষ্টে চোপসংহারে সমস্তোপাসন্যবগমে তদ-
ভাবস্ত পূর্বপক্ষে বক্তৃমশক্যত্বাৎ, সৌত্রস্ত চ জ্যায়ত্ত্ববচনস্ত
প্রমাণবত্বাতিপ্রায়েণাপ্যুপপদ্যমানত্বাৎ ॥ ৩ । ৩ । ৫৭ ॥

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৩ । ৩ । ৫৮ ॥*

পূর্বশ্লিষ্টমধিকরণে সত্যামপি স্তুতেজঃপ্রভৃতীনাং ফলভেদ-
শ্রুতৌ সমস্তোপাসনং জ্যায় ইত্যুক্তম্ । অতঃ প্রাপ্তা বুদ্ধি-

সিদ্ধং কৃত্বা বিজ্ঞাভেদমধস্তনং বিচারজাতমন্তিনীকীৰ্ত্তিতম্ । সম্প্রতি তু সৰ্বা-
সামীশ্বরগোচরাণাং বিজ্ঞানাং কিমভেদো ভেদো বা এবং প্রাণাদিগোচোরাস্বিতি
গেল, তখন আর তাহার এক ব্যতীত দুই অভিধেয় থাকিতে পারে না ।
বাস্তব সমস্ত এই দুই অভিধেয় প্রতিপাদন করিতে হইলে বাক্যভেদ
স্বীকার দোষ । এক বাক্য সম্ভব হইলে কেহই বাক্যভেদ বা দুই বাক্য
স্বীকার করে না, এবং করাও হ্রাস্য নহে । বিশেষতঃ ব্যস্ত পক্ষে—“তোমার
মস্তক পতন হইত” ইত্যাদি নিন্দাশ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটনা হয় । প্রস্তাবের
উপসংহারে অর্থাৎ সমাপ্তিতে সমস্ত পক্ষই শ্রুতিভিপ্রোক্ত বলিয়া প্রতীত হয় ;
সুতরাং পূর্বপক্ষে তদভাব (সমস্তপক্ষের অভাব) স্থাপনা করিতে পার না ।
সুত্রে “জ্যায়ত্ত্ব”শব্দ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য—সমস্ত-পক্ষই সপ্রমাণ এবং
ব্যস্ত-পক্ষ অপ্রমাণ, এই দুই কথা বলা বা দেখান ॥ ৩ । ৩ । ৫৭ ॥

পূর্ববিচারে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে স্তুতেজস্ব প্রভৃতি গুণে বৈখানর
আত্মার ব্যস্ত বা পৃথক্ ভাবে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন ফল অভিহিত থাকিলেও সমগ্র
উপাসনাপক্ষই জ্যেষ্ঠ বা অগ্রগণ্য । এই সিদ্ধান্ত দেখিয়া বুদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ
মনে হয়, বিভিন্ন শ্রুতিস্থ অতীত উপাসনাও সমস্তপক্ষপাতী, অর্থাৎ অতীত

* সর্ববেদ্যাভেদেহপি শব্দাদিভেদাৎ বিদ্যায়া নানাং ত্রাদেব । আদিশব্দাৎ গুণাদয়ো
গৃহ্যন্তে । যদপি সর্বত্রৈক এবেশ্বরো বেদ্যং যাপি বিদ্যা নানা বিভিন্না । অত্র শব্দভেদোহুচ্চর-
নাত্রতরোক্তঃ । বস্তুতস্ত বিদ্যানান্যত্বে সম্যক্ হেতব আদিপদোপাত্তগুণাদয় এব । যথা ছত্র-
চামরাদিগুণভেদেন রাজোপাস্তিভেদাঃ, যথা বা আমিকা-বাজিনগুণভেদেন যাগভেদস্তদিত্য-
নুসঙ্গেয়ম্ ।

সর্বত্র একই পরমেশ্বর উপাস্ত, অথচ নানা শ্রুতিতে নানাপ্রকার উপাসনা বিহিত হইতে
দেখা যায় । তদদৃষ্টে সংশয় হয়, উপাসনা এক কি নানা । উপাসনা নানা হইলে উপাস্তও
নানা হইবে, এবং উপাসনা এক হইলে উপাস্তেরও একত্ব হির থাকিবে । পূর্ববিচারের দৃষ্টান্তে
পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়, সমুদায় মিলিয়া একই উপাসনা, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে পাওয়া যায়, হির হয়,
উপাস্ত এক হইলেও উপাসনা নানা । কারণ এইবে, তথোধক শব্দ বিভিন্ন ; এবং গুণ ও
ফলসম্বন্ধ প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন । বিধায়ক শব্দের, গুণের ও ফলের বিভিন্নতা থাকায় সর্বত্রই
উপাসনার বিভিন্নতা অবধারিত হয় ।

রত্নাত্মপি চ ভিন্নশ্রুতীন্যুপাসনানি সমস্তোপাশিষ্যন্ত ইতি ।
 অপি চ, নৈব বেদ্যাভেদে বিদ্যাভেদো বিজ্ঞাতুং শক্যতে ।
 বেদ্যং হি রূপং বিদ্যায়া দ্রব্যদৈবতমিব যাগস্ত । বেদ্যশ্চৈক
 এবেশ্বরঃ শ্রুতিনানাভেদপ্যবগম্যতে । “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ”,
 “কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম,” “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” ইত্যেবমাদিশু । তথা
 “এক এব প্রাণঃ, প্রাণো বাব সম্বর্গঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ
 শ্রেষ্ঠশ্চ, প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা” ইত্যেবাদিশু বেদ্যৈক-
 ত্বাচ্চ বিদ্যৈকত্বং শ্রুতম্ । শ্রুতিনানাত্মমপ্যস্মিন্ পক্ষে গুণা-
 ন্তরপরত্বাৎ নানর্থকম্ । তস্মাৎ স্বপরশাখাবিহিতমেকবেদ্যব্য-
 পাশ্রয়ং গুণজাতমুপসংহর্তব্যং বিদ্যাকাংশস্যায়—ইত্যেবং প্রাপ্তে
 প্রতিপদ্যতে—নানেন্তি ।

বিচাবয়িতব্যম্ । নহু যথা প্রত্যয়াভিধেয়ায়া অপূর্বভাবনায়া আজানতো ভেদা-
 ভাবেহপি ধাত্বর্থেন নিকৃপ্যমাণত্বাৎ তস্ত চ যাগাদেভেদাৎ প্রকৃত্যর্থবাগাদিধাত্বার্থ-
 নুবন্ধভেদাদেদন্তদনুরক্তায়া এব তস্তাঃ প্রতীয়মানত্বাৎ, এবং বিজ্ঞানামপি রূপতো-
 বেত্ত্বশ্রুতরত্নাভেদেহপি তত্ত্বংসত্যসংকল্পত্বাদিশৃণোপধান-ভেদাঘিহাভেদ ইতি নাস্ত্য-
 ভেদাশঙ্কা । উচ্যতে । যুক্তমনুবন্ধভেদাৎ ফার্যকপাণামপূর্বভাবনানাং ভেদ ইতি ।

উপাসনাতেও ব্যস্ত পক্ষ অগ্রাহ্য ; এবং সমস্ত-পক্ষই গ্রাহ্য । (শ্রুতিতে শাণ্ডিল্য-
 বিজ্ঞাদিরও একত্ব নানাত্ব কথিত হইতে দেখা যায়) । বেত্ত্বের অর্থাৎ উপা-
 শ্রের অভেদ বা ঐক্য থাকিলে বিজ্ঞার অর্থাৎ উপাসনার ভেদ (পার্থক্য)
 জানা যায় না । অর্থাৎ তাহার নানাত্ব পক্ষ গ্রহণ করা যায় না । যেমন দ্রব্য ও
 দেবতা যাগের রূপ, তেমনি, বেত্ত্বই বিজ্ঞার রূপ, পরস্ত্ব দেখা যায়, নানা-
 প্রকার শ্রুতি থাকিলেও একই ঈশ্বর বেত্ত্ব । “মনোময়, প্রাণশরীর—” “ক-ই
 ব্রহ্ম, খ-ই ব্রহ্ম—” “সত্যকাম ও সত্যসংকল্প—” ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন
 শ্রুতি আছে সত্য ; কিন্তু সর্বত্র একমাত্র ঈশ্বরই বেদ্য । “একই প্রাণ, প্রাণ
 সম্বর্গ, প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, প্রাণই পিতা প্রাণই মাতা—” ইত্যাদি ইত্যাদি
 শ্রুতিতেও এক ঈশ্বরই বেত্ত্ব (উপাস্ত) । যখন বেত্ত্বের (উপাস্তের) ঐক্য
 দেখা যায়, শ্রুতিতে শুনা যায়, তখন বিজ্ঞাও এক, বহু নহে । শ্রুতি
 নানাপ্রকার আছে সত্য ; পরস্ত্ব, সে সমুদায়কে গুণান্তরপর অর্থাৎ তিনি (ঈশ্বর)
 সেই সেই গুণবিশিষ্ট, এতদ্রূপ তাৎপর্য্যে অভিহিত বলিলেই সে সকলের
 নৈরর্থক্য নিবারণিত হইতে পারে । [তস্মাৎ...ভেদাৎ] প্রোক্ত কারণে
 ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, বিজ্ঞার পূর্ণতার নিমিত্ত স্ব-পর-শাখাবিহিত এক
 উপাস্তের আশ্রিত যে-কিছু গুণ সমস্তই উপসংহার্য্য অর্থাৎ সকলনপ্রণালী
 অবলম্বনপূর্বক সেই অদ্বিতীয় উপাস্তে যোজিত করা কর্তব্য । এই পূর্বপক্ষের
 প্রতিপক্ষে স্তূত্র বলা হইল—নানা শব্দাদিভেদাৎ ।

বেদ্যাভেদেহপ্যেবজ্ঞাতীয়কা বিদ্যা ভিন্না ভবিতুমর্হসি ।
কুতঃ ? শব্দাভেদাৎ । ভবতি হি শব্দভেদঃ “বেদ” “উপাসীত”
“স ক্রতুং কুব্বীত” ইত্যবমানিঃ । শব্দভেদশ্চ কৰ্ম্মভেদহেতুঃ
সমধিগতঃ পুরস্তাৎ—শব্দান্তরে কৰ্ম্মভেদঃ কৃতানুবন্ধহাদিতি ।
আদিগ্রহণাৎ গুণাদয়োহপি যথাসম্ভবং ভেদহেতবো যোজয়িতব্যঃ ।
ননু বেদেত্যাदिষু শব্দভেদ এবাবগম্যতে, ন যজতি ইত্যাদি-
বদর্থভেদঃ, সৰ্ব্বেষামেবৈবাং মনোবৃত্ত্যর্থত্বাভেদাদর্থান্তরাসম্ভবাচ্চ,
তৎ কথং শব্দভেদাৎ বিদ্যাভেদ ইতি । নৈষ দোষঃ । মনো-

ইহ তু ব্রহ্মণঃ সিদ্ধরূপত্বাদ্গুণানামপি সত্যসঙ্কল্পবাদীনাং তদাশ্রয়াণাং সিদ্ধতয়া
সৰ্বত্রাভেদো বিজ্ঞাস্ত । ন হি বিশালবক্ষাচ্চকোরেক্ষণঃ ক্ষত্রিয়যুবা হৃচ্চাবনধ্মন্ত্যে-
কত্রোপদিষ্টোহত্র সিংহান্তো বুধক্লঃ স এবোপদিষ্টমানচকোরেক্ষণত্বাহ্যপজহাতি ।
ন খলু প্রত্যাশ্রয়শ্চ বস্ত্ত ভিত্তিতে, তস্ত সৰ্বত্র তাদবস্থ্যাৎ । অতাদবস্থে বা
তদেব ন ভবেৎ । ন হি বস্ত্ত বিকল্যত ইতি । তস্মাদ্বেদ্যাভেদাঙ্কিতানাং ভেদ
ইতি প্রাপ্তম্ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

ভবেদেতদেবং, যদি বস্ত্তনিষ্ঠাহ্যপাসনকাক্যানি, কিন্তু তদ্বিষয়ামুপাসনাভাবনাং
বিদধতি । সা চ কার্যরূপা । যত্ৰপি চোপাসনভাবনা উপাসনাধীননিরূপণা, উপাসন-
কোপাস্তাধীননিরূপণম্, উপাস্তক্ষেত্রাদি ব্যবস্থিতরূপং, তথাপু্যপাসনাবিষয়ীভাবোহস্ত

যদিও বেদ্য অর্থাৎ উপাস্ত এক, তথাপি, ঐরূপ ঐরূপ বিজ্ঞা (উপাসনা) এক
নহে । কারণ, বিধায়কশব্দ ও গুণ প্রভৃতি প্রত্যেকে বিভিন্ন । [ভবতি...
যোজয়িতব্যঃ] “যো বেদ অর্থাৎ যে জানে ।” “উপাসীত—উপাসনা করি-
বেক ।” “স ক্রতুং কুব্বীত—সে ক্রতু অর্থাৎ তদাকারী বৃত্তি বা সঙ্কল্প ধারণ
করবেক ।” এইরূপ এইরূপ বিভিন্ন শব্দে সেই সেই বিজ্ঞার বিধান হওয়ায়
সেই সেই বিজ্ঞা প্রত্যেকে বিভিন্ন বলিয়া নিশ্চয় হয় । শব্দের ভিন্নতা যে,
কৰ্ম্মভেদের হেতু, তাহা জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় জানা গিয়াছে । যথা—
“কৃতানুবন্ধ অর্থাৎ ধাত্বর্থের ভেদ থাকায় শব্দভেদ ইহাতে কৰ্ম্মের ভেদ
অবধারিত হয় ।” (জৈমিনি হত্র) । হত্রস্থ আদি-শব্দ গুণের ফলের
ভিন্নতা উন্নয়ন করিতে বলিতেছে, এবং সে সকল সম্ভব অঙ্গসারে সংযোজন
করিবে । [ননু...দোষপত্তে] “বেদ—জানে” “উপাসীত—উপাসনা করে”
ইত্যাদিপ্রকার শব্দভেদ (বিভিন্ন উচ্চারণের শব্দ) দৃষ্ট হয় সত্য ; কিন্তু
সে সকল শব্দের “যজতি—বাগ করে” “জুহোতি—হোম করে” ইত্যাদির
শ্রায় অর্থভেদ নাই । “জানে” “উপাসনা করে” প্রভৃতি সমুদায় কথার অর্থ
মনোবৃত্তি অর্থাৎ সেই সেই প্রকার জ্ঞান । জ্ঞান ভিন্ন অস্ত্র অর্থের সম্ভাবনা
নাই । যদি তাহা না থাকিল, তবে “শব্দভেদ থাকায় বিজ্ঞার ভেদ”
এ কথা সঙ্গত হয় কে ? এই প্রশ্নের বা এই আপত্তির প্রত্যাত্তরে বলা যায়, তাহা

বৃত্ত্যর্থত্বাভেদেহপ্যনুবন্ধভেদাৎ বিদ্যাভেদোপপত্তেঃ । একস্তাপি
 হীশ্বরস্তোপাস্তস্য প্রতিপ্রকরণং ব্যাবৃত্তা গুণাঃ শিষ্যন্তে, তথৈক-
 স্তাপি প্রাণস্ত তত্র তত্রোপাস্তস্তাভেদেহপ্যন্যাদৃক্-গুণোহন্যত্রো-
 পাসিতব্যোহন্যাদৃক্-গুণশ্চান্যত্র—ইত্যেবমনুবন্ধভেদাৎ বিধিভেদে
 সতি বিত্যাভেদো বিজ্ঞায়তে । ন চাত্রেকো বিদ্যাবিধিরিতরে
 গুণবিধয় ইতি শক্যং বক্তুং, বিনিগমনায়াং হেতুভাবাৎ
 অনেকত্বাচ্চ প্রতিপ্রকরণং গুণানাং প্রাপ্তবিদ্যানুবাদেন
 গুণবিধানানুপপত্তেঃ ।

ন চান্মিন্ পক্ষে সমানাঃ সন্তঃ সত্যকামত্বাদয়ো গুণা অস-

কদাচিৎ কত্চিৎ কেনচিৎপেণেত্যপারিনিষ্ঠিত এব। যথৈকঃ স্ত্রীকায়ঃ কেন-
 চিৎক্ষ্যতয়া কেনচিৎপগস্তব্যতয়া কেনচিদপত্যতয়া কেনচিন্মাতৃতয়া কেনচিৎপেষ্ক-
 গীয়তয়া বিষয়ীক্রিয়মাণঃ পুরুষেষ্ছাতন্ত্রঃ, এবমিহাপি উপাসনানি পুরুষেষ্ছাতন্ত্রতয়া
 বিধেয়তাং নাতিক্রামন্তি । ন চ ততদ্গুণতয়োপাসনানি গুণভেদাদ্ভিন্নন্তে । ন
 চান্মিন্ হোত্রসিবোপাসনাং বিধায় দধিতপ্তুলাদিগুণবদিহ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণবিধির্বেদৈক-
 শাস্ত্রত্বং স্তাৎ, অপি তুৎপত্তাবেবোপাসনানাং ততদ্গুণবিশিষ্টানামবগমাৎ তত্র-
 গৃহমাণবিশেষতয়া সর্বসাং ভেদস্তল্যাঃ । ন চ সমস্তশাখাবিহিতসর্বগুণোপসংহারঃ
 শক্যানুষ্ঠানঃ, তস্মাদ্ভেদঃ ।

ন চান্মিন্ পক্ষে সমানাঃ সন্তঃ সত্যকামাদয় ইতি । কেচিৎ খলু গুণাঃ কা-

দোষাবত্ব নহে । অর্থাৎ তাহা বিত্যাভেদের বাধক নহে । সর্বত্রই মনোবৃত্তিরূপ
 অর্থ একই সত্য ; পরন্তু সে সকলের অমুদ্বন্ধ (প্রবৃত্তিনিমিত্ত) বিভিন্ন । অমুদ্বন্ধ
 ভিন্ন বলিয়াই বিত্যা ভিন্নতা অবধারিত হয় । [একস্তাপি...পত্তিঃ] একই
 হীশ্বর সর্বত্র উপাস্ত, এ কথা সত্য ; পরন্তু তিনি সর্বত্র সমানরূপে উপাস্ত
 নহেন । কেননা, প্রত্যেক প্রকরণে পৃথক্ পৃথক্ গুণের অমুশাসন আছে । একই
 প্রাণ (প্রাণশব্দে অভিহিত ব্রহ্ম) সেই সেই প্রকরণে উপাস্তরূপে অভিহিত
 হইলেও তিনি গুণভেদে বিভিন্ন প্রকার উপাসনার উপাস্ত । অমুক শাখার অমুক
 প্রকরণ অমুসারে তাঁহাকে অমুক অমুক গুণে উপাসনা করিবেক, অত্র শাখার
 অত্রপ্রকরণ অমুসারে অমুক অমুক গুণে উপাসনা করিবেক, এইরূপ এইরূপ
 বিভিন্ন অমুদ্বন্ধে বিধানের ভেদ (ভিন্নতা) দৃষ্ট হয় । তদ্বদে জানা যায়, বিত্যা
 বা উপাসনা এক নহে, প্রত্যুত নানা । ঐ সকলের মধ্যে একটা বিত্যাবিধি,
 অবশিষ্ট সমস্তই গুণবিধি, এমন কথা বলিতে পারিবে না । কারণ, কোনটা বিত্যা-
 বিধি আর কোনটা বা গুণবিধি তাহার নিশ্চয় হয় না এবং সেকপ নিশ্চয়ের
 কারণও দেখা যায় না । বিধিপ্রাপ্ত বা বিধিবোধিত বিত্যা অমুসারে প্রত্যেক
 প্রকরণে নানাগুণের বিধান উপপন্ন হয় না ।

কৃচ্ছ্রাবয়িতব্যঃ । প্রতিপ্রকরণং চ ইদঙ্কামেনেদমুপাসিতব্যমিদ-
ক্কামেন চেদমিতি নৈরাকাজ্জ্যাবগমাৎ নৈকবাক্যতাপত্তিঃ । ন
চাত্রে বৈশ্বানরবিদ্যায়ামিব সমস্তচোদনাপরাস্তি, যদ্বলেন প্রতি-
প্রকরণবর্ত্তন্যবয়বোপাসনানি ভূত্বৈকবাক্যতাং যযুঃ । বেদ্যে-
কত্বনিমিত্তে চ বিদ্যৈকত্বে সৰ্ব্বত্র নিরঙ্কুশে প্রতিজ্ঞায়মানে
সমস্তগুণোপসংহারোহশক্যঃ প্রতিজ্ঞায়েত । তস্মাৎ স্তূৰ্ঠ চ্যতে—
নানা শব্দাদিভেদাদিতি । স্থিতে চৈতস্মিন্নধিকরণে সৰ্ব্ববেদান্ত-
প্রত্যয়মিত্যাदि দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩ । ৩ । ৫৮ ॥

বিকল্পোপাসিবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥৩৩৫৯॥*

স্থিতে বিদ্যাভেদে বিচার্যতে—কিমাসামিচ্ছয়া সমুচ্চয়ো

হুচিং বিদ্যাস্থ সমানান্তেনৈকবিদ্যাত্বে আবর্ত্তয়িতব্যঃ । একত্রোক্তত্বাৎ । বিদ্যা-
ভেদে তু ন পৌনরুক্ত্যমেকস্তাৎ বিদ্যায়ামুক্তা বিদ্যান্তরে নোক্তা ইতি বিদ্যান্তব-
শাপি তদগুণত্বায় বক্তব্যঃ, অমুক্তানামপ্রাপ্তেরিতি ॥ ৩ । ৪ । ৫৮ ॥

অগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসাদিষু পৃথগধিকারাগার্গ্য উপাসনায়ো দৃষ্টৌ নিম্নমবান্,

বিদ্যা (উপাসনা), একই এ পক্ষে পুনঃ পুনঃ সত্যকামত্বাদি গুণের
উল্লেখ বৃথা অর্থ্যাৎ প্রয়োজনশূন্য, কিন্তু বিভিন্ন বিদ্যাপক্ষে সেক্ষপ পুনরুল্লেখের
সার্থক্য আছে । অপিচ, সমুদায় প্রকরণকে একটী বাক্য জ্ঞান করিয়া একই অর্থ
(বিদ্যাবিশয়ক-একটীই প্রধান বিধি, এরূপ) অবধারণ করা অসম্ভব । কারণ,
প্রত্যেক প্রকরণে ‘এই কামনায় এই উপাসনা, ‘অমুক কামনায় অমুক উপাসনা’
এইরূপ তাৎপর্য থাকায় একবাক্যতাজনক আকাজ্জব অন্বয় হয়, সুতরাং
সমুদায় একত্রিত বা একবাক্য হইয়া এক বিধি বুঝাইতে পারে না । [ন চাত্রে...
জ্ঞায়েত] বৈশ্বানরবিদ্যায় সমগ্রোপাসনা সৎক্ষে সেরূপ স্বতন্ত্র বিধিবাক্য আছে,
এখানে সেরূপ বিধিবাক্য নাই । থাকিলে সমুদায় একবাক্য হইয়া প্রতি-
প্রকরণোক্ত উপাসনা একটী প্রধানের অন্ত হইতে পারিত । বেদ্য অর্থ্যাৎ উপাস্ত
এক, তাই বলিয়া সমুদায় মিলিয়া একই উপাসনা, এরূপ হইলে সেই সেই
প্রকরণোক্ত সমুদায় গুণ নিশ্চিতই অশক্যসংগ্রহ (এক সময়ে ও একপ্রযত্নে
সৰ্ব্বগুণের ধ্যান অসাধ্য) হইবেক । [তস্মাৎ...দ্রষ্টব্যম্] সেই জন্তই সূত্রকার
নানা অর্থ্যাৎ শব্দাদির ভেদ থাকায় উপাসনা নানা, এক নহে, এইরূপ বলিয়া
ভালই করিয়াছেন ॥ ৩ । ৩ । ৫৮ ॥

সিদ্ধান্তে বিদ্যার নানা (একই ঈশ্বর উপাস্ত ; কিন্তু তাঁহার উপাসনা নানা-
প্রকার, ইহা) স্থির হওয়ায় তৎসংক্রান্ত অত্র ‘এক বিচার উপস্থিত হইতেছে ।

* বিকল্পঃ বিকল্পেনানুষ্ঠানমুপাসনানামিতি বাবৎ । হেতুমাৎ—অবিশিষ্টেতি । তুল্যফল-
হাদিত্যর্থঃ ।

বিকল্পো বা স্মৃতিঃ ? অথবা বিকল্প এব নিয়মেনেতি । তত্র স্থিত-
ত্বাৎ তাবৎ বিদ্যাভেদস্য ন সমুচ্চয়নিয়মে কিঞ্চিৎ কারণমস্তুি ।
ননু ভিন্নানামপ্যগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদীনাং সমুচ্চয়নিয়মো দৃশ্যতে ।
নৈষ দোষঃ । নিত্যতাত্ত্ব্যতির্হি তত্র কারণং, নৈবং বিদ্যানাং
কাচিৎ নিত্যতাত্ত্ব্যতিরস্তুি । তস্মাৎ ন সমুচ্চয়নিয়মঃ, নাপি
বিকল্পনিয়মঃ, বিদ্যাস্তরাধিকৃতস্য বিদ্যাস্তরাপ্রতিষেধাৎ । পারি-
শেষ্যাৎ যথাকাম্যমাপদ্যতে । নন্ববিশিষ্টফলত্বাদাসাং বিকল্পো

তেষাং নিত্যত্বাৎ । উপাসনাস্ত কাম্যতয়া ন নিত্য্যঃ । তস্মান্নাসাং সমুচ্চয়-
নিয়মঃ । তেন সমানফলানাং দর্শপৌর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদীনামিব ন নিয়মবান্
বিকল্পঃ, ফলভুমার্থিনঃ সমুচ্চয়স্তাপি সম্ভবাদিত্তি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ ।

উপাসক কি ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমে সমুদায় গুলির অনুষ্ঠান করিবেন ? কিংবা বিকল্প
আশ্রয় করিবেন ? (হয় অমুক উপাসনা, না হয় অমুক উপাসনা, অবলম্বন
করিবেন,) অথবা বিকল্পপক্ষই নিয়ম ? (অমুক উপাসনায় অশক্ত হইলে অমুক
উপাসনাই করিবেন, এতদ্রূপ নিয়মিত বিকল্পের নাম ব্যবস্থিত বিকল্প) ।
বিচারের প্রথম কোটাতে অর্থাৎ সংশয় ভাগে কথিত প্রকার পক্ষত্রয় প্রাপ্ত হওয়া
যায় । তন্মধ্যে কারণভাব বশতঃ সমুচ্চয়-পক্ষ (এটা ওটা সেটা—সবগুলিই
একত্রে, এতদ্রূপ পক্ষ) নিবারিত হয় । [ননু...পত্নতে] অগ্নিহোত্র, দর্শ ও
পূর্ণমাস, এ সকল এক একটা পৃথক্ যাগ, অথচ ঐ সকলের সমুচ্চয়নিয়ম দেখা
যায়, (অর্থাৎ যে অগ্নিহোত্র করে, সে দর্শাদিও করে । দর্শ প্রভৃতি সমুদায় যাগই
তাহার কর্তব্য, স্মৃতারং সে সমুদায়ের সমুচ্চয়ই নিয়মিত), প্রস্তাবিত উপাসনায়
সে রূপ না হয় কেন ? তদুপাং প্রস্তাবিত উপাসনাসমূহও ত সমুচ্চয় নিয়মের
অধীন হইতে পারে ? এ আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, এস্থলে অগ্নিহোত্রাদি
যাগ অদৃষ্টান্ত । ঐ সকল যাগে নিত্যতা শ্রবণ আছে (না করিলে দোষ হয়,
এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে), পরন্তু বিদ্যায় অর্থাৎ উপাসনায় সে রূপ নিত্যতা শ্রবণ
(নিত্যতাবোধক শ্রুতিবাক্য) নাই । সেই ক্ষণই উপাসনায় সমুচ্চয় নিয়মের
অভাব স্বীকৃত হয় । উপাসনায় বিকল্পপক্ষও নিয়মিত নহে । কারণ এই
যে, এক উপাসনায় অধিকৃত পুরুষ অত্র উপাসনা করিবেন না, এমন কোনও
নিষেধ দেখা যায় না । তাহাতেই পাওয়া যাইতেছে, উপাসনা সকল যথেষ্ট
আচরণীয় । [নন্ববিশিষ্ট...দর্শনাৎ] বলিতে পার যে, ফল অবিশিষ্ট—ফলবিষয়ে

ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে, যে সকল অহংগ্রহ উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সে সকল বিকল্পাশ্রিত অর্থাৎ
সে সকলের অনুষ্ঠান বৈকল্পিক, যথেষ্ট নহে । তৎপ্রতি কারণ,—ফলের অবিশেষত্ব অর্থাৎ
ফলের একরূপতা (ভাবানুবাদ দেখ) ।

উপাসনা ত্রিবিধ বা তিন্ শ্রেণীভুক্ত । অহংগ্রহ, তটস্থ ও অঙ্গাশ্রিত । অঙ্গাশ্রিত—কর্মান্ব
প্রণবপ্রভৃতি অবলম্বিত । তন্মধ্যে অহংগ্রহ উপাসনা বৈকল্পিক, অত্র দুই শ্রেণীর উপাসনার কথা
পরে বলা হইবে ।

শ্রাব্যঃ, তথা হি “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ, কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইত্যেবমাদ্যাস্তল্যবদীশ্বরত্বপ্রাপ্তিফলা লক্ষ্যন্তে । নৈষ দোষঃ, সমানফলেষ্বপি স্বর্গাদিসাধনেষু কর্মস্ব যথাকাম্যদর্শনাৎ । তস্মাৎ যথাকাম্যপ্রাপ্তাবুচ্যতে—

বিকল্প এবাসাং ভবিতুমর্হতি, ন সমুচ্চয়ঃ । কস্মাৎ । অবিশিষ্টফলত্বাৎ । অবিশিষ্টং হ্যাসাং ফলমুপাস্ত্রবিষয়সাক্ষাৎ-করণম্, একেন চোপাসনেন সাক্ষাৎকৃতে উপাস্ত্রবিষয়ে ঈশ্বরাদৌ দ্বিতীয়মনর্থকম্ । অপি চাসম্ভব এব সাক্ষাৎকরণস্ত সমুচ্চয়পক্ষে, চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ । সাক্ষাৎকরণসাধ্যঞ্চ বিদ্যাকলং দর্শয়ন্তি

উপাসনানামমুখ্যমুপাস্ত্রসাক্ষাৎকরণসাধ্যত্বাৎ ফলভেদস্ত, একেনোপাসনেনোপাস্ত্র-সাক্ষাৎকরণে তত এব ফলপ্রতিলাভে তু কৃতমুপাসনান্তরেণ । ন চ সাক্ষাৎকরণ-জ্ঞাতিশয়সম্ভবস্ত্রোপায়সহস্রৈরপি তাদবস্থাৎ । তস্মাত্রিসাধ্যত্বাচ্চ ফলাবাপ্তেঃ ।

কোনরূপ বিশেষ নাই—যখন প্রত্যেক অহংগ্রহ উপাসনার (“মিনি মনোময় ও প্রাণশরীর” “ক-ই ব্রহ্ম খ-ই ব্রহ্ম” ইত্যাদি উপাসনার) ফল ঈশ্বরপ্রাপ্তি, তখন নিয়মিত বিকল্প গ্রহণে দোষ কি ? নিয়মিত বিকল্পই ত শ্রাব্য ? এ বিষয়ে আমরা বলিব, ফলসাম্য থাকিলেও সেরূপ বিকল্পের পরিত্যাগ দোষাবহ নহে । স্বর্গাদি-সাধন নানা কর্ম আছে, সে সকলের ফল সমান অর্থাৎ একই স্বর্গ সে সমুদায়ের সাধ্য ; অথচ সে সমুদায় যথাকাম্য অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে অর্হুচেষ্টেই হইতে দেখা যায় । [তস্মাৎ...ফলত্বাৎ] প্রদর্শিত বহু কারণে উপাসনার যথাকাম্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় তদ্ব্যবস্থাপক সূত্র—বিকল্পোইবিশিষ্টফলত্বাৎ ।

সেই সেই উপাসনার ফল অবিশিষ্ট ; সেই কারণে বিকল্পপক্ষই যুক্ত ; সমুচ্চয়পক্ষ অযুক্ত । [অবিশিষ্ট...মাত্ৰাঃ] প্রত্যেক অহংগ্রহ উপাসনার ফল উপাস্ত্রসাক্ষাৎকার, তাহা সেই সেই উপাসনার কোন এক উপাসনায় লব্ধ হইলেই অস্ত্রোপাসনার অপ্রয়োজন—প্রয়োজন থাকে না । সেই জন্তই বিকল্পপক্ষ বিনা চেষ্টায় উপপন্ন হয় । সমুচ্চয়পক্ষে উপাস্ত্রসাক্ষাৎকার (উপাস্ত্র = ঈশ্বরাদি, তৎসাক্ষাৎকার) অসম্ভব । হেতু এই যে, সমুচ্চয় চিত্তবিক্ষেপের কারণ ও আবিষ্টক । (সমুচ্চয়ে নানা চিত্তবৃত্তি উঠে, স্মরণ তাহা বিক্ষেপ মধ্যে গণ্য ও মিথ্যাজ্ঞানভূক্তিত) । ঐতিও বিদ্যাকলের সাক্ষাৎকারজ্ঞতা দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন । যথা—“যাহার ‘অহমীশ্বরঃ’—আমিই ঈশ্বর, এতদ্বিধ সাক্ষাৎ-কার হয়, আমি ঈশ্বর কি-না এ সন্দেহ না থাকে, তাহারই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় ।” “যে জীবিত থাকিতে থাকিতে তদ্ভাবভাবিত অর্থাৎ ধ্যানের মহিমায় দেবভাব-প্রাপ্ত বা দেবত্বসাক্ষাৎকার লাভ করে, (উপাস্ত্রের সহিত অভেদ হইয়া যায়),

প্রত্যয়ঃ “যস্য স্মাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি” ইতি, “দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি” ইত্যেবমাদ্যাঃ। স্মৃতয়শ্চ “সদা তদ্ভাবভাবিতঃ” ইত্যেবমাদ্যাঃ। তস্মাদবিশিষ্টফলানাং বিদ্যানামশ্রুতমামাদায় তৎপরঃ স্মাৎ, যাবদুপাস্ত্রবিষয়সাক্ষাৎকরণেন তৎফলপ্রাপ্তিরিতি ॥ ৩। ৩। ৫৯ ॥

কাম্যাস্ত্র যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্নবা

পূর্বহেতুভাবাৎ ॥ ৩। ৩। ৬০ ॥*

“অবিশিষ্টফলত্বাৎ” ইত্যস্ম প্রত্যুদাহরণম্। যাস্ত্র পুনঃ কাম্যাস্ত্র বিদ্যাস্ত্র “স য এতমেব বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ, ন স

উপাসনাস্ত্রাভ্যাসে চ চিত্তৈকাগ্রতাব্যাপাতেন কশ্চিছুপাসনানিষ্পত্তেরিহ বিকল্প এব নিয়মবানিতি রাদ্ধান্তঃ ॥ ২। ৩। ৫৯ ॥

সে দেহপাতের পর দেবতাতেই লীন হয়, তদেবতাভাব প্রাপ্ত হয়।” ইত্যাদি। এ বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণও আছে। যথা—“যাহারা সর্বদা উপাস্ত্রভাবনায় ভাবিত হইয়া তন্ন ত্যাগ কবে—” ইত্যাদি। [তস্মাদবিশিষ্ট-...রিতি] অতএব, বাবৎ না উপাস্ত্র-সাক্ষাৎকার হয়, বাবৎ না উপাস্ত্রসাক্ষাৎকার দ্বারা তদ্ভাব প্রাপ্তি ঘটে, তাবৎ, সমফলক কোন এক অহংগ্রহ উপাসনা অবলম্বন করিয়া ও তৎপর হইয়া থাকিবেক, মধ্যে (বিভিন্ন ধ্যানদ্বারা) তাহার বিচ্ছেদ কবিবেক না ॥৩৩৫৯॥

অবিশিষ্ট ফল, এই হেতুবাক্যের প্রত্যুদাহরণে অর্থাৎ উপাসনায় ধর্ম লইয়া অহংগ্রহ-উপাসনার দ্বায় তটস্থোপাসনাও বিকল্পানুষ্ঠেয়, এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থাপনান্তে তাহার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন (সূত্রকার)। “যে কোন উপাসক এই বায়ুকে অঙ্গকল্পনায় কল্পিত দিক্‌সমূহকে বৎস বলিয়া জানে, উপাসনা করে, -সে পুত্রমরণনিমিত্তক রোদন প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ সে জীবৎপুত্রতরূপ ফল প্রাপ্ত হয়।” যে উপাসক সেই পর্য্যস্ত নামব্রহ্মের উপাসনা কবে—যে পর্য্যস্ত না

* তু-শব্দটটস্থোপাসনাস্ত্রহংগ্রহোপাসনাভ্যো ভিনতি। কাম্যাস্ত্রতঃ উপাস্ত্রয়ো যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্নবেতি ন, কিন্তু পূর্বহেতুভাবাৎ বিকল্পকারণভাবাৎ সমুচ্চিয়েরন্নবেতি যোজন। অয়মভিসন্ধিঃ—তটস্থোপাস্ত্রানাং বিকল্পেনানুষ্ঠানমুত যথাকামমুষ্ঠানমিতি সংশয়ে অহংগ্রহদৃষ্টা-স্তেন তাসাং বৈকল্পিকত্বে প্রাপ্তে, তত্র সাক্ষাৎকারদ্বারদ্বমুপাধিমুপজীয সিদ্ধান্তয়তি কাম্যাস্ত্র যথাকামমিতি।

তটস্থ উপাসনা সকল অহংগ্রহ উপাসনার দৃষ্টান্তে সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সে সকল যথাকাম বা যথেষ্ট অনুষ্ঠিত হইবেক অর্থাৎ যে-টী ইচ্ছা সেইটি অবলম্বনকরিবেক। সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান না হওয়ার কারণ এই যে, তটস্থোপাসনার বিকল্পপ্রয়োগ-হেতুর অভাব আছে। অর্থাৎ তটস্থোপাসনার ফল ও অহংগ্রহোপাসনার পূর্কোক্ত ফল এক প্রকারে আত্মলাভ করে না। তন্মধ্যে বিশেষভাব বা পার্থক্য আছে। অহংগ্রহ উপাসনার ফলোৎপত্তি উপাস্ত্রসাক্ষাৎকার দ্বারা হয়, তটস্থোপাসনার ফলোৎপত্তি অদৃষ্ট উৎপাদন দ্বারা হয়; হতরায় অহংগ্রহের দৃষ্টান্তে তটস্থের সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

পুত্ররোদং রোদিতি।” “স যো নাম ব্রহ্মেভ্যুপাস্তে, যাবন্নান্নো
গতং, তত্রোস্ত্র কামচারো ভবতি” ইতি চৈবমাদ্যাচ্ছ ক্রিয়াবদ-
দৃষ্টেনাত্মনাত্মীয়ং তত্ত্বং ফলং সাধয়ন্তীষু সাক্ষাৎকরণাপেক্ষা নাস্তি,
তা যথাকামং সমুচ্চীয়েন্ন নবা সমুচ্চীয়েন্ন ? পূর্বহেতুভাবাৎ—
পূর্বশ্রাবিশিষ্টফলত্বাদিত্যস্ত বিকল্পহেতোরভাবাৎ ॥৩৩৬০॥

অঙ্গেষু যথাস্রয়ভাবঃ ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥*

কর্মাঙ্গেষু দলীপাদিষু যে আশ্রিতাঃ প্রত্যয়া বেদত্রয়-

যাতৃপাসনাস্থ বিনোপাস্তাসাক্ষাৎকরণমদৃষ্টেনৈব কাম্যসাধনং, তাসাং কাম্যদর্শ-
পৌর্ণমাসাদিবং পুরুষেচ্ছাবশেন বিকল্পসমুচ্চয়াবিত্তি সাম্প্রতম্ ॥ ৩। ৩। ৬০ ॥

তস্মিন্কারণানিয়মস্তদৃষ্টে: পৃথগ্ভ্যাপ্রতিবন্ধ: ফলমিত্যত্রোপাসনাস্থ ফলশ্রুতে:
পর্ণময়ীভায়োনার্থবাদতযোপাসনানাং ক্রত্বর্থত্বেন সমুচ্চয়নিয়মশাস্ত্য পুরুষার্থতথৈক-
প্রয়োগবচনগ্রহণাভাবেন সমুচ্চয়নিয়মো নিরন্তঃ। ইহ তু সত্যপি পুরুষার্থত্বৈ
কস্মান্নৈকপ্রয়োগবচনগ্রহণং ভবতীতি পূর্বোক্তমর্থমাক্ষিপন্ প্রত্যবতিষ্ঠতে।
যদ্যপি হি কাম্যাতা উপাসনাস্তথাপি ন স্বতন্ত্রা ভবিতুমর্হস্তি। তথা সতি হি
ক্রত্বর্থানাশ্রিততয়া ক্রতুপ্রয়োগাধিরপ্যমুখ্যং প্রয়োগ: প্রযজ্যতে। ন চ প্রয-
জ্যস্তে। তং কশ্চ হেতোঃ। ক্রত্বর্থানাশ্রিতানাং তাসাং তত্ত্বফলোদ্দেশেন
বিধানাদিতি। এবঞ্চাস্রয়তন্ত্রত্বাদাশ্রিতানাং প্রয়োগবচনেনোশ্রয়ণাং সমুচ্চয়-

তাহার নামব্রহ্মপ্রাপ্তি ও তদ্বিবয়ে কামচারিত্ব লাভ হয়—” ইত্যাদি। এইরূপ
এইরূপ কাম্য উপাসনা—যে সকল উপাসনার অন্তর্গতপাদন দ্বারা সেই সেই
ফল লাভ করিতে হয়, এবং উপাস্তাসাক্ষাৎকারের অপেক্ষা থাকে না—সেই সকল
উপাসনা ইচ্ছানুসারে সমুচ্চয়ে অহুষ্ঠেয়। কেননা, তাদৃশ উপাসনার বিকল্পপক্ষে
পূর্বোক্ত হেতুর অভাব আছে। পূর্বোক্ত উপাসনার (অহংগ্রহ উপাসনার)
ফল অবিশিষ্ট, পরন্তু ঐ সকল উপাসনার (তটহোপাসনার) ফল বিশিষ্ট—
প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন। ঐ সকল উপাসনায় সূত্রাতং বিকল্প-কারণের অভাব
আছে, বিকল্প-কারণের অভাব থাকায় সে সকল সমুচ্চয়ে অহুষ্ঠেয় ॥৩৩৬০॥

যজ্ঞের উদলীপ প্রভৃতি অঙ্গে যে সকল উপাসনা বেদত্রয়কর্তৃক বিহিত
হইয়াছে, সে সকলের সমুচ্চয় হইবে কি-না, এইরূপ সংশয় হইলে সিদ্ধান্ত

* অজ্ঞাবব্রহ্মোপাস্তীনামনুক্রমমাহ—যথা ক্রত্বমুষ্ঠানে তদাশ্রিতাঙ্গানাং সমুচ্চিভ্যানুষ্ঠানং,
তথাক্রত্বমুষ্ঠানে তদাশ্রিতোপাস্তীনাং ভরিরম ইতি সূত্রোক্তমর্থঃ।

যজ্ঞাঙ্ক উদলীপ প্রভৃতি প্রতীকে যে সকল উপাসনার বিধান, সে সকল আপন আপন
আশ্রয়ের অনুসরণেই অহুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ সে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই
উপাসনা কৃত হয়।

বিহিতাঃ, কিং তে সমুচ্চীয়েন্ন, কিংবা যথাকামং স্থ্যয়িত্তি
সংশয়ে যথাপ্রয়ভাব ইত্যাহ। যথৈষামাপ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়ঃ
সমুচ্য ভবন্তি, এবং প্রত্যয়া অপি, আপ্রয়তন্ত্রস্বাং প্রত্যয়া-
নাম্ ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥

শিষ্টেষ্চ ॥ ৩। ৩। ৬২ ॥*

যথা চাপ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়স্ত্রিষু বেদেষু শিষ্যস্তে, এবমা-

নিয়মেনাপ্রিতানামপি সমুচ্চয়নিয়মো যুক্তঃ, ইতরথা তদাপ্রিতত্বানুপপত্তেঃ। স চ
প্রয়োগবচন উপাসনাঃ সমুচ্চিষন্ তত্ত্বংফলকামনানামবশ্যস্তাবমাক্রিপতি। তদভাবে
তাসাং সমুচ্চয়নিয়মভাবাৎ ইতি মতানন্ত পূর্বঃ পক্ষঃ। রাষ্ট্রান্তস্ত যথা বিহিতোদ্বিষ্ট-
পদার্থানুরোধী প্রয়োগবচনো ন পদার্থস্বভাবানুগৃহ্যয়িতুমর্হতি, কিন্তু তদবিবোধেনাব-
তিষ্ঠতে, তত্র ক্রত্বর্থানাং নিত্যবদান্নানাং, তথাভাবশ্চ স সম্ভবাৎ নিয়মেনৈতান্
সমুচ্চিনোতু, কাম্যাববদান্ত উপাসনাঃ কামানামনিত্যস্বায় সমুচ্চয়েন নিয়ন্তুমর্হতি। ন
হি কামা বিধীয়ন্তে, যেন সমুচ্চীয়েন্ন, অপি তুদ্ভিষ্টস্তে। মানান্তরাহুসারী চোদ্দেশো
ন তদ্বিরোধেনোদ্দেশমগ্ৰথয়তি। তথা স্বত্বুদ্ধেশানুপপত্তেঃ। তস্মাৎ কামানাম-
নিত্যস্বাত্তববদকানামুপাসনানামপ্যনিত্যস্বম্, নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাৎ। সত্যপি
তদাপ্রয়াণাং নিত্যস্ব ইদমেব চাপ্রয়তন্ত্রস্বমাপ্রিতানাং, যদাপ্রয়ে সত্যেব বৃত্তির্নাস-
তীতি। ন তু তত্র বৃত্তিরেব নাবৃত্তিরিতি। তদিদমুক্তং আপ্রয়তন্ত্রাণ্যপি
হীতি ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥

[রত্নপ্রভা। তর্হি গোদোহনস্তাপি সমুচ্চয়ঃ স্তাদিত্যত আহ—শিষ্টেষ্চেতি।
শিষ্টঃ শাসনং বিধানমিতি যাবৎ। বিহিতত্বাবিশেষাৎ সমুচ্চয়োহঙ্গবদিত্যর্থঃ।
গোদোহনস্ত তু নানুষ্ঠাননিয়মঃ, চমসস্থানে বিহিতত্বাৎ তন্নিয়মে চমসবিধিবৈয়র্থ্যাৎ।

করিবে যে, সে সকল আপ্রয়েবই অনুকূপ হইবেক, অর্থাৎ স্তোত্রাদি যেমন
যজ্ঞের অধীন বা অঙ্গ বলিয়া সমুচ্চয়ে (পর পর মিলিতভাবে সকল গুলি)
অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি, তদাপ্রিত উপাসনাগুলিও সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হই-
বেক ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥

যজ্ঞকর্মের আপ্রয় বা অঙ্গীভূত স্তোত্রাদি যজ্ঞপে বেদত্রেয়ে উপদিষ্ট,
তদাপ্রিত উপাসনা সকল ও সেইরূপেই উপদিষ্ট। ফলতঃ যজ্ঞাঙ্গ ও তদাপ্রিত
উপাসনার উপদেশিক বিশেষ (প্রভেদ) নাই বা দেখা যায় না। অভি-
প্রায় এই যে. গোদোহন যেমন চমস-স্থানে বিহিত, অঙ্গাপ্রিত উপাসনা

* শিষ্টঃ শাসনং বিধানমিতি যাবৎ, বিহিতত্বাবিশেষাদঙ্গবৎ সমুচ্চয় ইত্যর্থঃ।

বিধানের সাম্য থাকায় অঙ্গানুষ্ঠানের স্থায় তদাপ্রিত উপাসনারও অনুষ্ঠান হইবে।

ত্রিতা অপি প্রত্যয়াঃ । নোপদেশকৃতোহপি কশ্চিচ্ছিশেষোহঙ্গানাং
তদাশ্রয়াণাঞ্চ প্রত্যয়ানামিত্যর্থঃ ॥ ৩ । ৩ । ৬২ ॥

সমাহারাৎ ॥ ৩ । ৩ । ৬৩ ॥*

“হোতৃষদনাকৈবাপি হুরুদগীতমনুসমাহরতি” ইতি চ
প্রণবোদগীতৈককল্পবিজ্ঞানমাহাত্ম্যাছুদগাতা স্বকৰ্ম্মণ্যুৎপন্নং ক্ষতং
হোত্রাৎ কৰ্ম্মণঃ প্রতिसমাদধাতীতি ক্রবন্ বেদান্তরোদিতস্ত
প্রত্যয়স্ত বেদান্তরোদিতপদার্থসম্বন্ধসামান্যং সৰ্ববেদোদিত-
প্রত্যয়োপসংহারং সূচয়তীতি লিঙ্গদৰ্শনম্ ৭৩৬৩॥

উপাসনানাস্ত ন কশ্চিৎকল্প স্থানে বিহিতত্বমিতি সমুচ্চয়নিয়মেন বিরূপ্যত ইতি
ভাবঃ ॥ ৩ । ৩ । ৬২ ॥]

“হোতৃষদনাকৈবাপি হুরুদগীতমনুসমাহরতি” ইতি । অপার্ভিগ্নক্রমো হুরু-
দগীতমপীতি । বেদান্তরোদিতপ্রণবোদগীতৈককল্পপ্রত্যয়সামর্থ্যাক্রোড়কৰ্ম্মণঃ শংসনাৎ
উদগাতা প্রতिसমাদধাতি । কিং তদিত্যত আহ হুরুদগীতমপি । বেদান্তরোদিতে
চৌদগাত্রে কৰ্ম্মণি উৎপন্নং ক্ষতম্ । এবং ক্রবন্ বেদান্তরোদিতস্ত প্রত্যয়শ্চেত্যাদি
যোজনীয়ম্ ॥ ৩ । ৩ । ৬৩ ॥

সকল সেরূপে বিহিত নহে । অর্থাৎ অত্র কোনও কিছুই স্থানে বিহিত নহে ।
সেই জন্ত অঙ্গাশ্রিত উপাসনা সকল সমুচ্চয়নিয়মের বিরোধী নহে ৭৩৬২ ॥

যাহা ঋগ্বেদাদিগের প্রণব (ঔ), তাহাই সামবেদীদিগের উদগীথ,
এবংক্রমে প্রণব ও উদগীথের ঐক্য ধ্যান করিবার বিধান ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে
দৃষ্ট হয় । সেই বিধানের ফলসম্বন্ধীয় অর্থবাদ বাক্য—হোতৃষদনাদিত্যাदि ।
বাক্যের অর্থ এই যে, উদগীথ যদি উদগাতার স্বরেব দোষে ছুট বা ভ্রষ্ট হয়,
তাহা হইলে তাহা হোতার শংসনে (স্তোত্রে) পুনঃ সমাহিত অর্থাৎ পুনরানীত
বা অহুষ্ট হইবে । এখানে দেখ, উদগাতা আপন কৰ্ম্মে ক্ষত অর্থাৎ ভ্রষ্ট হইলেও
তিনি হোতার প্রণবোদগীথের ঐক্য-জ্ঞান-সামর্থ্যে বা হোতার তাদৃশ কাণ্ডে
প্রতিবিধান করিতে সমর্থ । ঐতি ঐ কথা বলায় জানা যাইতেছে যে, এক
বেদের উপদিষ্ট জ্ঞানের সহিত অত্র বেদীয় পদার্থের সামান্যতঃ সম্বন্ধ আছে,
এবং তন্নিদর্শনে সৰ্ববেদোক্ত উপাসনার উপসংহার (একত্র) হইতে
পারে ॥ ৩ । ৩ । ৬৩ ॥

* সমাহারোহপি সমুচ্চয়ানুষ্ঠানে লিঙ্গমিত্যাহ সমাহারাদিতি । প্রত্যজীবনং নির্দোষকরণং
বা সমাহারত্বমাৎ ।

ঐতি—উদগাতা ছুট উদগীথের পুনরাহরণ বা দোষক্ষালন করে” এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও
অঙ্গাশ্রিত উপাসনা নিবাহের সমুচ্চয়ানুষ্ঠান পক্ষের অনুকূল প্রমাণ ।

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ৩।৩।৬৪॥*

বিদ্যাগুণঞ্চ বিদ্যাশ্রয়ং সন্তমোক্ষারং বেদত্রয়সাধারণ্যং
 প্রাবয়তি—“তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ততে । ’ ওমিত্যাশ্রাবয়তো-
 মিতি শংসত্যোমিত্যুদগায়তি” ইতি । ততশ্চাশ্রয়সাধারণ্যা-
 দাশ্রিতসাধারণ্যমিতি লিঙ্গদর্শনমেব । অথবা গুণসাধারণ্য-
 শ্রুতেশ্চেতি । যদীমে কৰ্ম্মগুণা উদগীথাদয়ঃ সৰ্ব্বে সৰ্ব্ব-
 প্রয়োগসাধারণা ন স্ত্যঃ, ন স্ত্যাং ততস্তদাশ্রয়ানাং প্রত্যয়ানাং
 সহভাবঃ । তে তুদগীথাদয়ঃ সৰ্ব্বাঙ্গগ্রাহিণা প্রয়োগবচনেন
 সৰ্ব্বে সৰ্ব্বপ্রয়োগসাধারণাঃ প্রাব্যস্তে । ততশ্চাশ্রয়সহভাবাং
 প্রত্যয়সহভাব ইতি ॥৩।৩।৬৪ ॥

অন্ত সূত্রশাস্ত্রমুখেন ব্যতিরেকমুখেন চ ব্যাখ্যা । শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥৩।৩।৬৪॥

প্রণব উপাসনার আশ্রয় হইলেও শ্রুতি তাহার বেদত্রয়সাধারণতা
 বলিয়াছেন, এবং সেই জন্তই প্রণবপূর্বক বেদত্রয়োক্ত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় ।
 বেদত্রয়োক্ত কৰ্ম্ম যে প্রণব-পূর্বক প্রবৃত্ত হয়, সে বিষয়ে শ্রুতিবাক্য এই—“হোতা
 ওম্—এই বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করে, প্রশস্তা ওম্ বলিয়া শংসন অর্থাৎ স্তুতি করে,
 উদগাতা ওম বলিয়া সামগান করে ।” ইত্যাদি । এতৎসন্দর্ভে ইহাই জানান
 হইয়াছে যে, উপাসনার আশ্রয়ভূত প্রণব বেদত্রয়সাধারণ; স্তুতরাং তদাশ্রিত
 উপাসনাও বেদত্রয়সাধারণ । এই সাধারণ্যই সহানুষ্ঠানের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক
 হেতু । অথবা একুণ সূত্রার্থও করিতে পার । কৰ্ম্মগুণ অর্থাৎ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের
 অঙ্গ প্রণব ও উদগীথ প্রভৃতি যদি সৰ্ব্বপ্রয়োগ-সাধারণ না হইত—সৰ্ববেদোক্ত
 সাক অনুষ্ঠানে অবস্থান না করিত, তাহা হইলে তদাশ্রিত উপাসনা-সমূহেরও
 সমুচ্চয় অর্থাৎ সহভাব থাকিত না । কিন্তু দেখা যায়, উদগীথ প্রভৃতি সমস্তই
 সৰ্ব্বপ্রয়োগসাধারণ (প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ও প্রত্যেক অঙ্গে প্রণবের সহভাব
 আছে) । অতএব, যখন আশ্রয়ের সহভাব আছে, তখন তদাশ্রিত উপাসনারও
 সহভাব (সমুচ্চয়) না থাকিবে কেন ? ॥ ৩।৩।৬৪ ॥

* গুণস্ত যজ্ঞাক্ষারস্ত ধ্যেয়স্ত সাধারণ্যশ্রুতেঃ বেদত্রয়সাধারণতাপ্রবণাং অপি তদা-
 শ্রিতধ্যানানাং সমুচ্চিতানুষ্ঠানং সম্যত ইতি সূত্রার্থঃ ।

শ্রুতি গুণকে অর্থাৎ যজ্ঞাক্ষ উদগীথ বা প্রণবকে বেদত্রয়-সাধারণ বলিয়া গনাইয়াছে, স্তুতরাং
 তদাশ্রিত ধ্যানও (ধ্যান ও উপাসনা সমানার্ক) সমুচ্চিতরূপে নির্বাহনীয় ।

ন বা তৎসহভাবাশ্রিতেঃ ॥৩।৩৬৫॥*

ন বেতি পক্ষব্যাবর্তনম্ । ন যথাশ্রয়ভাব আশ্রিতানামুপাসনানাং ভবিষ্যৎমহতি । কৃতঃ ? তৎসহভাবাশ্রিতেঃ । যথা হি ত্রিবেদবিহিতানামঙ্গানাং স্তোত্রাদীনাং সহভাবঃ শ্রুতে “গ্রহং বা গৃহীত্বা চমসং বোম্বীয় স্তোত্রমুপাকরতি, স্তুতমনুশংসতি, প্রস্তোতঃ সামগায় হোত্রেতৎ যজ্ঞ” ইত্যাদীনাং, নৈবমুপাসনানাং সহভাবশ্রুতিরস্তি । ননু প্রয়োগবচন এবাসাং সহভাবং প্রাপয়তি । নেতি ক্রমঃ । পুরুষার্থত্বাদুপাসনানাম্ । প্রয়োগবচনো হি ক্রত্বর্থানামুদগীথাদীনাং সহভাবং প্রাপয়তি । উদগীথাদ্যুপাসনানি

[রত্নপ্রভা । ফলেচ্ছায়া অনিয়মাহুপাস্তানিয়ম এব যুক্তঃ । অঙ্গবৎ সমুচ্চর-নিয়মে মানাভাবাৎ ইতি সিদ্ধান্তয়তি—ন বেতি । প্রয়োগবিধিঃ খলু সাক্ষ-প্রধানাহুষ্ঠাননিয়ামকো ন ত্বনঙ্গানাং সংগ্রাহক ইত্যাহ—নেতি ক্রম ইতি । বিম-তোপাস্তয়ঃ ক্রতো ন সমুচ্চিত্যাহুষ্ঠেয়া ভিন্নফলত্বাদ্ভোগদোহনবদিতি ভাবঃ ।

এত দূরে আসিয়া সূত্রকার সূত্রে “ন-বা” শব্দ দিয়া সমুচ্চরনিয়ম পক্ষ ব্যাবৃত্ত (নিষেধ) করিলেন । অভ্যুপায়—সমুচ্চর নিয়মের কোনও কারণ নাই । অঙ্গাশ্রিত উপাসনাসমূহ আশ্রয়ের (অঙ্গের) ভায়ে সহাহুষ্ঠেয় নহে । কারণ এই যে, উপাসনাসমূহের সহভাব শ্রুতি হয় নাই অর্থাৎ শ্রুতিকর্তৃক কথিত হয় নাই । বেদত্রয়বিহিত স্তোত্রাদি যজ্ঞাঙ্গ অহুষ্ঠানসম্বন্ধে যজ্ঞপ সহভাব শুনা যায়, যজ্ঞপ “গ্রহ অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ গ্রহণ ও চমস উন্নয়ন-পূর্বক স্তোত্র উপাকরণ (অহুষ্ঠানবিশেষ) করিবেক, অনন্তর স্তুতং দেবতার শংসন করিবেক ।” “হে প্রস্তোতঃ, হে স্তুতিকারী ঋত্বিক, তুমি সামগান কর । হে হোতঃ, তুমি যাগ কর অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান কর ।” ইত্যাদি বাক্যে এক সঙ্গে সকল অঙ্গের অহুষ্ঠান নির্বাহ করিবার বিধান শ্রুতি হয়, উপাসনাসম্বন্ধে সেরূপ সহভাব শ্রুতি হয় নাই । [নহু...ইত্যত্র] বলিয়াছিল যে, প্রয়োগবাক্যের অর্থাৎ অহুষ্ঠানজ্ঞাপক বিধিবাক্যের দ্বারা ঐ সকলের সহভাব (সমুচ্চরাহুষ্ঠেয়তা) পাওয়া যায়, আমরা বলি, তদ্বারাও তাহা পাওয়া যায় না । (প্রয়োগবাক্য সাক্ষ-প্রধান অহুষ্ঠানের নিয়ামক, পরন্তু যাহা অঙ্গ নহে, তাহার নিয়ামক বা সংগ্রাহক নহে ।) কেননা, উপাসনা যজ্ঞের অঙ্গ নহে । তাহা যজ্ঞাঙ্ক-

* এতদেব সিদ্ধান্তম্ এৎ । ন বেতি শব্দঃ পক্ষব্যাবর্তকঃ । তাসাং উপাস্তানাং সহভাবাশ্রয়ণাৎ সৈব সমুচ্চিত্যাহুষ্ঠাননিয়ম ইতি স্মৃতির্থাঃ ।

শ্রুতিতে উপাসনার সহভাব নিয়ম শ্রুতি হয় নাই, অর্থাৎ সকলকেই সকল উপাসনা করিতে হইবেক, এমন কোন নিয়ম শ্রুতিতে উক্ত হয় নাই । সে জন্য অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সমুচ্চর-নিয়ম স্বীকার অযুক্ত ।

তু ক্রত্বঙ্গাশ্রয়াণ্যপি গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থানীত্যবোচাম
“পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্” [বে० সূত্রাংশঃ ৩।৩।৪২] ইত্যত্র ।

অয়মেব চোপদেশাশ্রয়ো বিশেষোহঙ্গানাং তদালম্বনা-
নাং চোপাসনানাং, যদেকেষাং ক্রত্বর্থত্বমেকেষাং পুরু-
ষার্থত্বমিতি । পরঞ্চ লিঙ্গদ্বয়মকারণমুপাসনসহভাবস্ত, শ্রুতি-
ন্যয়াভাবাৎ । ন চ প্রতিপ্রয়োগমাশ্রয়কাৎস্নেয়্যাপসংহারাদা-
শ্রিতানামপি তথাহং বিজ্ঞাতুং শক্যতে, অতৎপ্রযুক্তত্বাচ্চ-
পাসনানাম্ । আশ্রয়তন্ত্রাণ্যপি হ্যুপাসনানি কামমাশ্রয়াভাবে

শিষ্টেচ্ছেদ্যুক্তং নিরশ্রুতি—অয়মেবেতি । সমাহারাদ্‌গুণসাধারণাশ্রতেচ্ছে-
দ্যুক্তং, লিঙ্গদ্বয়মপি মানাস্তরাপ্রাপ্তস্ত ত্রোতকং ন স্বয়ং সাধকং অর্থবাদহত্যাদিত্যাহ
—পরঞ্চৈতি । গুণসাধারণ্যায় সূত্রস্ত দ্বিতীয়াং ব্যাখ্যাং দৃশয়তি—ন চেতি ।

ঠাতা অধিকারী পুরুষের গুণ (অঙ্গ) । প্রয়োগবচন অর্থাৎ সাক্ষপ্রধান
অনুষ্ঠানজ্ঞাপক বিধিবাক্য উল্লীখাদি যজ্ঞাঙ্গের প্রাপক অর্থাৎ সংগ্রাহক
হইতে পারে, কিন্তু উপাসনার প্রাপক বা সংগ্রাহক হইতে পারে না ।
তাহার কারণ, উপাসনাসকল যজ্ঞাঙ্গের আশ্রিত হইলেও যজ্ঞাঙ্গ নহে ।
সে সকল গোদোহনাদি ক্রিয়াকলাপের জায় পুরুষেরই গুণ (অঙ্গ) । এ
কথা “পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ” হত্রে বলা হইয়াছে ।

[অয়মেব...ষ্ঠীয়েরন] যজ্ঞের উল্লীখাদি অঙ্গ ও তদবলম্বনে উপাসনা, এ
সম্বন্ধে এই বিশেষ উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, একের যজ্ঞাঙ্গতা ও অপরের
পুরুষগুণতা । (প্রণব বা উল্লীখ যজ্ঞাঙ্গ । তদবলম্বিত উপাসনা যজ্ঞানুষ্ঠাতার
অঙ্গ অর্থাৎ গুণ । এ নির্ধারণ ফলাফসারে লব্ধ হয়, যজ্ঞাঙ্গের ফল যজ্ঞে,
পুরুষগুণ পুরুষে । উল্লীখ যজ্ঞের উপকার করে বটে ; কিন্তু তদাশ্রিত
উপাসনা পুরুষের উপকার কবে । যেহেতু উপাসনাকল পুরুষগামী, সেই
হেতু উপাসনা সকল পুরুষার্থ বা পুরুষের গুণ ; যজ্ঞের গুণ নহে ।) সেই
জন্তই অঙ্গাবলম্বিত উপাসনার সমুচ্চয়নিয়ম প্রমাণপরিনিষ্ঠিত নহে । সমাহার
ও গুণসাধারণ্য এ দুটীও সমুচ্চয়নিয়মের কারণ নহে । কেননা, উক্ত
উপাসনার সমুচ্চয় বা সহভাব বিষয়ে শ্রুতি যুক্তি কিছুই নাই । প্রতিপ্রয়োগে
বা প্রত্যেক অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের আশ্রিত সমুদায় অঙ্গের এক প্রয়োগে
উপসংহার (সকল গুলিরই অনুষ্ঠান) হইতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাই
বলিয়া তদাশ্রিত উপাসনাগুলিরও যে, সেইরূপ সমুচ্চয়ানুষ্ঠান হইবে, তাহা
হইবেক না । কারণ, উপাসনা সকল অতৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ যজ্ঞার্থে প্রযুক্ত নহে ।
(যজ্ঞোপকারক অঙ্গ বলিয়া বিহিত হয় নাই) । অঙ্গাশ্রিত উপাসনা অঙ্গের
অধীন, অঙ্গের অভাবে (হানিতে) বরং তাহার (উপাসনার) অভাব
হইতে পারে, তথাপি, সহভাব নিয়ম হইতে পারে না । সহভাব হওয়ার

মা ভুবন, ন স্বাশ্রয়সহভাবে সহভাবনিয়মমহন্তি, তৎসহভাবাশ্রিতে-
রেব। তস্মাৎ যথাকামমেবোপাসনানুষ্ঠীয়েন্ন ॥৩।৩।৬৫॥

দর্শনাৎ ॥৩।৩।৬৬॥*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ সহভাবং প্রত্যয়ানাম্ “এবম্বিদ যো বৈ ব্রহ্মা
যজ্ঞং যজমানং সর্ববাংশচ ঋত্বিজোহভিরক্ষতি” ইতি। সর্ব-
প্রত্যয়োপসংহারে হি “সর্বের সর্ববিদঃ” ইতি ন বিজ্ঞানবতা
ব্রহ্মণা পরিপাল্যত্বমিতরেবাং সঙ্কীৰ্ত্ত্যেত। তস্মাৎ যথাকামমু-
পাসনানাং সমুচ্চয়ো বিকল্পো বেতি ॥৩।৩।৬৬॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাতাম্যে শ্রীমচ্ছরভগবৎ-
পাদকৃতৌ তৃতীয়স্থাত্ম্যায়স্তু তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩।৩॥

তৎপ্রযুক্তহাভাবে তদাপ্রতিভ্বং কথমিত্যত আহ—আশ্রয়েতি। ইদমেব তেষাং
অজ্ঞাপ্রতিভ্বং, যদজ্ঞাভাবে সত্যসত্ত্বং ন ব্রহ্মব্যাপকত্বমিতি ॥৩।৩।৬৫॥]

[রত্নপ্রভা। কিঞ্চ বিদুষাং ব্রহ্মণৈষামুদ্বিজ্ঞাং পাল্যত্বচনান্ন সর্বোপাস্তীনাং
সহপ্রয়োগ ইত্যাহ—দর্শনাচ্ছেতি। ঋত্বিজাদিবিহিতাঙ্গলোপে ব্যাহতিহোম-
প্রায়শ্চিত্তাদিবিজ্ঞানবত্বমেবংবিস্তং ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ ॥৩।৩।৬৬॥]

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিত্তে শারীরকভাষ্যবিভাগে ভামত্যাৎ
তৃতীয়াধ্যায়স্তু তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৩।৩॥

শ্রুতি নাই। এই সকল কারণে সিদ্ধ হয়, উপাসনার সহভাব-নিয়ম ভঙ্গ
করিয়া কাম্যানুসারে সে সকলের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর ॥৩।৩।৬৫॥

শ্রুতিও উপাসনাসমূহের অসহভাব দেখাইয়াছেন;—যথা—“যে ব্রহ্মা
(যজ্ঞপুরোহিতবিশেষ) এবংবিৎ—এই প্রকাব জ্ঞানবান্—সে যজ্ঞ, যজ্ঞমান
এবং ঋত্বিক্কে রক্ষা করে।” এখন বিবেচনা কর, যদি সর্বজ্ঞানের উপ-
সংহারই শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, তবে সকলেই সর্ববিৎ; সুতরাং ব্রহ্মা বিজ্ঞানবান্
হইয়া কি করিবেন? অগ্নাত্ম ঋত্বিক্কে কি পরিপালন করিবেন? রক্ষা
করিবেন? বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে উপাসনা সকল
সমুচ্চয়ে অথবা বিকল্পে অনুষ্ঠিত হইবেক। সে সকল যে, সমুচ্চয়েই
অনুষ্ঠেয়, বিকল্পে নহে, একরূপ নিয়মের কোনওরূপ কাণ নাই। উহার
সমুচ্চয় ও বিকল্প উপাসকের ইচ্ছার অধীন।

শ্রীমৎশরীরচাৰ্য্যকৃত শারীরক মীমাংসাতাম্যের তৃতীয়াধ্যায়ের
তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥৩।৩॥

* উপাসনানামসহভাবদর্শনাচ্ছেত্যর্থঃ।

প্রতিভেও দেখা যায়, অজ্ঞাপ্রতি উপাসনার সহভাব নিয়ম নাই। অতঃপর, অজ্ঞাপ্রতি
উপাসনা বিকল্পে ও সমুচ্চয়ে বেদন ইচ্ছা, যেমন কামনা, সেইরূপই অনুষ্ঠান করিবেক, ইহাই
বৎসিদ্ধান্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥৩৪।১॥*

অথেনানীমোপনিষদমাত্মজ্ঞানং কিমধিকারিদ্বারেণ কৰ্ম্ম-
ণ্যেবানুপ্রবিশতি, আহোস্থিৎ স্বতন্ত্রমেব পুরুষার্থসাধনং ভব-
তীতি মীমাংসমানঃ সিদ্ধান্তেনৈব তাবদুপক্রমতে “পুরুষার্থো-
হতঃ” ইতি । অতঃ অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ স্বত-

স্থিতং কৃত্বোনিষদামপবর্গাথাপুরুষার্থসাধনাত্মজ্ঞানপরত্বমুপামনানাং তত্তৎপুরু-
ষার্থসাধনত্বমধস্তনং বিচারজাতমভিনির্কীৰ্ত্তিতম্ । সম্প্রতি তু কিমোপনিষদাত্মত্ব-
জ্ঞানমপবর্গসাধনতয়া পুরুষার্থমাহো কৃতুপ্রয়োগাপেক্ষিতকর্তৃপ্রতিপাদকতয়া ক্রত্বার্থ-
মিতি মীমাংসামহে । যদা চ ক্রত্বার্থং, তদা যাবন্মাত্রং কৃতুপ্রয়োগবিধিনাপেক্ষিতং
কর্তৃত্বমাসুন্মিকফলোপভোকৃত্বার্থকং । ন চৈতদনিত্যত্বে ঘটতে, কৃতবিপ্রণীশাকুতা-
ভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ । অতো নিত্যত্বমপি তাবন্মাত্রমুপনিষৎসু বিবক্ষিতম্ । ইতোহন্ত-
মনপেক্ষিতবিপরীতঞ্চ নোপনিষদর্থঃ শ্রাৎ । যথা শুদ্ধত্বাদি । যত্বেপি জীবাত্মবাদেন
তত্ত্ব ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদনপরত্বমুপনিষদামিতি মহতা প্রবন্ধেন তত্র তত্র প্রতিপাদিতং,
তথাপ্যত্র কেচাঞ্চিৎ পূৰ্ব্বপক্ষশঙ্কাবীজানাং নিবাকরণে তদেব স্থগানিখননশ্রায়েন

এই পাদে উপনিষৎপ্রসূত আত্মজ্ঞান বিচারিত হইবে। সে সম্বন্ধে
সংশয় এই যে, উপনিষদ আত্মজ্ঞান কি অধিকারীক্রমে কৰ্ম্মাদ ?
অর্থাৎ কৰ্ম্মকর্তার বিশেষণ হইয়া কি কৰ্ম্মের পরায়তায় ফলসাধন করে ?
কিংবা তাহা স্বতন্ত্ররূপে পুরুষার্থের সাধক হয় ? সূত্রকার এই সংশয়িত
পদার্থের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। বেদান্ত-
বিহিত এই আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র, স্বতরাং কেবল তাহা হইতেই পুরুষার্থ
সিদ্ধ হয়, ইহা বাদরায়ণ আচার্য্য (মুনি) মনে করেন বা মাত্র করেন ।

* অতঃ অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ কেবলাৎ পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি শেষঃ । কুহ
এতদবগম্যতে ? শঙ্কাৎ প্রতেঃ । ইতি বাদরায়ণসুত্ৰান্নামধেয় আচার্য্য আহেতি যোক্তবীয়ম্ ।

বাদরায়ণের মত এই যে, কৰ্ম্মের বিনা সহায়তায় কেবলমাত্র বেদান্তবিহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে
পুরুষার্থ (মোক্শ) সিদ্ধ হয়, ইহা শব্দের অর্থাৎ প্রতির দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া যায়

স্ত্রাং পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি বাদরায়ণ আচার্যো মন্যতে । কুত এতদবগম্যতে ? শব্দাদিত্যাহ ।

তথা হি “তরতি শোকমাত্মবিং” “স যো হ বৈ’তৎ পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” “আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ” “তন্তু তাবদেব চিরং যাবন্ম বিমোক্ষ্যেহ্থ সম্পৎশ্চে” ইতি । “য আত্মাপহতপাপু।” ইতু্যপক্রম্য “স সৰ্বাংশ্চ লোকা- নাপ্নোতি সৰ্বাংশ্চ কামান্, যন্তুমাঅানমনুবিদ্য বিজানাতি” “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইতি চোপক্রম্য “এতাবদরে খল্বমুতত্বম্”

নিশ্চলীকিয়তে, ইত্যন্তি বিচারপ্রয়োজনম্ । তত্র যত্ৰপি প্রোক্ষণাদিবদাত্মজ্ঞানং ন কিঞ্চিং কৃতুমারভ্যাতীতং, যত্ৰপি চ কর্তৃমাত্রং নাব্যভিচারিতক্রতুসম্বন্ধং, কর্তৃমাত্রস্ত লৌকিকেষুপি কৰ্ম্মস্ব দৰ্শনাৎ, যেন পৰ্ণতাদিবদনারভ্যাতীতমপ্যব্যভিচারিতক্রতু- সম্বন্ধং জুহুধারেণ বাক্যেনৈব ক্রত্বৰ্থমাপত্ততে, তথাপি যাদৃশ আত্মা কর্তা আনুয়িক- স্বৰ্গাদিফলভোগভাগী দেহাত্মতিরিক্তো বেদাষ্টেভ্যঃ প্রতিপাত্ততে, ন তাদৃশত্বাতি লৌকিকেষু কৰ্ম্মস্বপযোগঃ । তেষামৈত্বিকফলানাং শরীরানতিরিক্তেনাপি যাদৃশ- তাদৃশেন কর্ত্তোপপত্তেঃ । আনুয়িকফলানাস্ত বৈদিকানাং কৰ্ম্মণাং তমন্তরেণা- সম্ভবাৎ তৎসম্বন্ধ এবায়মোপনিষদঃ কষ্টেতি তদব্যভিচাবাৎ তাত্মনুস্মারয়জুহুধাদি- বদ্যাক্যেনৈব তজ্জ্ঞানং পৰ্ণতাবৎ ক্রত্বদমর্থমাপত্তত ইতি ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ । তদুক্তম্ “দ্রব্যসংস্কারকৰ্ম্মস্ব পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্ত্রাং” ইতি । উপনিষদাত্ম- জ্ঞানসংস্কৃতো হি কর্তা পারলৌকিকফলোপভোগযোগ্যোহস্মীতি বিত্তবান্ শ্রদ্ধাবান্ ক্রতুপ্রয়োগাঙ্গং, নাত্থা প্রোক্ষিতা ইব ব্রীহয়ঃ ক্রত্বকমিতি । প্রিয়াদিসুচিতস্ত চ সংসারিণ এবাত্মনো দ্রষ্টব্যেভেন প্রতিজ্ঞাপনাৎ । অপহতপাপ্যত্বাদয়স্ত তদ্বিশেষণানি তষ্টেব স্তব্যর্থম্ । ন তু তৎপরত্বমুপনিষদাম্ । তস্মাৎ ক্রত্বৰ্থমেবাঅজ্ঞানং কর্তৃ- সংস্কারদ্বারা, ন পুনঃ পুরুষার্থমিতি ।

এতদুপোদ্বলনার্থঞ্চ ব্রহ্মবিদামাচারাди: শ্রুত্যবগত উপব্রহ্মন্তঃ । ন কেবলং

এ তত্ব তিনি কোথায় পাইলেন ? কিসে জানিলেন ? হাঁ। শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা জানিয়াছেন ।

তথা হি...ইতি] শ্রুতি যথা—“আত্মবিং অর্থাৎ যে আপনাকে জানে, সে শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় ।” “যে পরব্রহ্ম জানে, সে ব্রহ্ম হয়” “ব্রহ্মজ্ঞ পরম পদ প্রাপ্ত হয় ।” “আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে ।” “তাহার সেই পর্যন্তই বিলম্ব—যাবৎ না সে শরীরবিনিমুক্ত হয়, অনন্তর সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয় ।” ইত্যাদি । [য আত্মা...তিষ্ঠতে] শ্রুতি “যাহা আত্মা, তাহা নিম্পাপ—” এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া “সে সৰ্বলোক প্রাপ্ত হয়, সমুদায় কাম্যফল লাভ করে ।” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন । অনন্তর “যে বিচার করিয়া পূৰ্ব্বোক্ত আত্মা জানে,”

ইত্যেবজ্ঞাতীয়ক। অতিবিদ্যায়াঃ কেবলায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বং
শ্রাবয়তি ॥ ৩।৪।১ ॥

অথাত্র পরঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাহৈত্রেয়িতি
জৈমিনিঃ ॥ ৩।৪।২ ॥*

কর্তৃত্বেনাত্মানঃ কৰ্ম্মশেষত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানমপি ত্রীহিপ্রোক্ষ-
ণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কৰ্ম্মসম্বন্ধোবেত্যতন্তশ্লিষ্মবগতপ্রয়োজন-

বাক্যাদাত্মজ্ঞানশ্চ ক্রত্বর্থত্বম্, তৃতীয়াশ্রুতেশ্চ। ন ত্বৈতৎ প্রকৃতোদকীৰ্ত্তিবিজ্ঞা-
বিষয়ঃ, যদেব বিদ্যয়েতি সৰ্ব্বনামাবধারণাভ্যাং প্রাপ্তেবধিগমাৎ। যথা ন এব ধুম-
বান্ দেশঃ, স বহিঃমানিতি। সম্ভাবন্তবচনঞ্চ ফলারম্ভে বিদ্যাকৰ্ম্মণোঃ সাহিত্যাৎ
দৰ্শয়তি। তচ্চ যদ্যপ্যাগ্নেয়াদিযাগযট্ কবৎ সমপ্রধানত্বেনাপি ভবতি, তথাপ্যুক্তয়া
যুক্ত্যা বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্ম প্রত্যঙ্গতাবেনৈব নেতব্যম্। বেদার্থজ্ঞানবতঃ কৰ্ম্মবিধানা-
হুপনিষদোহপি বেদার্থ ইতি তৎজ্ঞানমপি কৰ্ম্মাঙ্গমিতি ॥ ৩।৪।১ ॥

[আনন্দগিরিঃ। পুরুষার্থবাদ ইত্যত্রার্থগ্রহণং তত্ত্বেরূপোপাত্তং, তেন পুরুষার্থ-
বাদোহর্থবাদ ইতি দ্রষ্টব্যম্। তত্ত্বজ্ঞানং কৰ্ম্মাঙ্গকর্তৃত্বারা প্রয়োগবিধিনাদেয়ম্
আদীয়মানকৰ্ম্মাঙ্গকর্তৃপ্রয়গশাস্ত্রিসিদ্ধত্বাৎ যজমানসংস্কারাঙ্গনাদিবদিতি মহা শেষত্বা-
“আত্মাই দ্রষ্টব্য অর্থাৎ আপনাকে সাক্ষাৎকার করা কর্তব্য” এইরূপ বলিয়া
অবশেষে বলিয়াছেন “এই পর্য্যন্ত বা ইহাই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ” ইত্যাদি
শ্রুতি কেবল বিচারই অর্থাৎ কৰ্ম্মবিযুক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরই পুরুষার্থসাধনতা
সুদাইয়াছেন। এই বিষয়ে অত্রাণ্ড আচার্য্য নিম্নোক্ত পথে প্রত্যবস্থান
করেন ॥ ৩।৪।১ ॥

আত্মাই কৰ্ম্মকর্তা, সে জন্ত তিনিও কৰ্ম্মেব অন্ততম অঙ্গ। যেহেতু আত্মা
কৰ্ম্মাঙ্গ, সেই হেতু তদ্বিজ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) ত্রীহিপ্রোক্ষণের ত্রায় + বিষয়
দ্বাবা অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে কৰ্ম্মসম্বন্ধিগা আছে; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানও

* শেষত্বাৎ কৰ্ম্মাঙ্গত্বাৎ হেতোঃ কর্তৃত্বেনাত্মন ইতি যোক্তম্। তবিজ্ঞানমপি ত্রীহিপ্রোক্ষ-
ণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কৰ্ম্মসম্বন্ধি। অতএব যথাহেনোমু ত্রব্যসংস্কারকৰ্ম্মস্ব ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং,
তথাত্মজ্ঞানকলশ্রুতেরপার্থবাদত্বমিতি জৈমিনিবাহ। পুরুষার্থবাদঃ কর্তৃত্বত্যাগমর্থবাদঃ।

যে কৰ্ম্ম করে, সেও কৰ্ম্মেব অন্ততম অঙ্গ। আত্মা কৰ্ম্ম করে, সে জন্ত আত্মাও কৰ্ম্মাঙ্গ।
সুতরাং তাহার অর্থাৎ কৰ্ম্মকর্তার যথোক্ত আত্মবিজ্ঞানও কৰ্ম্মের অঙ্গ। কৰ্ম্মাঙ্গ-আত্মজ্ঞান বিষয়ে
যে সকল ফলবাক্য আছে, সে সকল অর্থবাদ—কৰ্ম্মকর্তা আত্মাব প্রশংসাবাদ মাত্র। যজ্ঞপ
অন্তান্ত অঙ্গ বিষয়ে অর্থবাদ বাক্য আছে, তজ্জপ এই কর্তৃসংস্কারক অঙ্গেও ঐ সকল অর্থবাদ
অভিহিত হইয়াছে।

+ ত্রীহি ধাত্ত্বিশেষ (আশুধাত্ত্ব)। তাহা যজ্ঞকার্য্যে গৃহীত হয় এবং তাহাতে মন্ত্র পাঠ-
পূর্বক জলপ্রোক্ষণ করা হয়। সেই প্রোক্ষণে তাহার সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রভাবে তাহাতে

আত্মজ্ঞানে যা ফলশ্রুতিঃ, সাহর্ষবাদ ইতি জৈমিনিরাচার্যো
মন্ততে । যথাত্তেষু দ্রব্যসংস্কারকর্মসু “যস্য পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি
ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি ।” “যদাঙ্ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্ত
বৃঙ্ক্তে, যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে, বস্ম বা এতৎ যজ্ঞস্য
ক্রিয়তে কর্ম যজমানস্য ভ্রাতৃব্যভিভূতৌ” ইত্যেবঞ্জাতীয়কা
ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ, তদ্বৎ ।

কথং পুনরস্তানারভ্যধীতস্তাত্মজ্ঞানস্য প্রকরণাদীনামন্ত-

দিত্যেতদ্ব্যাচেষ্টে কর্তৃষেনেতি । তত্ত্বজ্ঞানং প্রয়োগবিধিনা আদেয়ং সাধ্যকলোক্তি-
শূত্রে সতি কর্ম্মাক্রাশ্রয়ণাৎ পর্ণময়ীত্বাদিবদिति প্রয়োগঃ । স্বতন্ত্রফলস্ত কথং
প্রোক্ষণাদিবৎ কর্ম্মাক্রতেত্যাক্ষ্য পুরুষার্থবাদ ইত্যস্তার্থমাহ ইত্যত ইতি । বেদার্থ-
জিজ্ঞাসায়াং তত্ত্বনির্ণয়ার্থং সংশয়াদিপ্রতিভাসো গুরোবেগ্রে শিষ্যেণ দর্শনীয়ঃ ।
গুরুণ চ তন্নিরাসেন তত্ত্বমাবিস্করণীয়ম্—ইতি শিষ্টাচারং দর্শয়িতুং জৈমিনিগ্রহণং,
ন প্রতিপক্ষতয়া । শিষ্যস্ত তদযোগাৎ । ফলশ্রুতেবর্থবাদস্তে সূত্রিতং দৃষ্টান্তং
ব্যাচেষ্টে—যথেনিতি । পর্ণময়ীদ্রব্যো যজমানস্তাঙ্ক্তাদিসংস্কারে প্রযাজাদিকর্ম্মসু চ
ক্রমেণ ফলশ্রুতিরাহ যন্তেতাদিনা । সাচ ফলশ্রুতিন্ ফলপরা ফলবৎক্রত্বার্থত্বাৎ, পর্ণ-
তাদেঃ ফলশেষত্বাযোগাৎ, অতঃ সাহর্ষবাদ এবেনিতি পর্ণময়ীত্বাধিকরণে সমর্থিতং,
তথাআত্মজ্ঞানেহপি ফলশ্রুতিরর্থবাদ এব স্তাদিত্যাহ—তদ্বদिति ।

বিনিযোজকমানাভাবাৎ আত্মধিয়োহনঙ্গত্বাৎ তত্র ফলশ্রুতিন্র্থবাদ ইতি
শক্যতে—কথমिति । প্রকরণাদিনা ক্রত্বসম্বন্ধেহপি জুহুধারা পর্ণময়ীত্বস্ত বাক্যাৎ
কর্ম্মের অত্যাশ্রয়ত্বের জ্ঞায় প্রয়োজনীয় । অঙ্গও প্রয়োজনীয়, আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে
যে ফলপ্রবণ আছে, সে সকল অর্থবাদ, ইহা জৈমিনি মুনির মত । জৈমিনি
মুনি মানেন বা মনে করেন, যেমন অত্যাশ্রয় বস্তুীয় দ্রব্যের সংস্কার সম্বন্ধে
“বাহার পত্রনির্ম্মিত জুহু (হোমের হাতা) হয়, সে পাপবাক্য শুনে না অর্থাৎ
অনিন্দনীয় হয় ।” “যজমান যে অঙ্গন ধারণ করে, তাহাতে সে শত্রুর চক্ষু
আবৃত করে ।” “যাগকর্ত্তা যে প্রযাজ অনুযাজ করে, তাহাতে তাহার যজ্ঞ
বস্মাচ্ছাদিত করা হয় ।” “যজ্ঞে এই সকল কর্ম্ম যজমানের শত্রুবিজয়ের কারণ ।”
এই সকল বাক্য যেমন অর্থবাদ—স্তুতিমাত্র, তেমনি আত্মজ্ঞানসম্বন্ধীয় ফলবাক্যও
অর্থবাদ, স্তুতিমাত্র । (ফলের সহিত অর্থবাদ-বাক্যের সম্বন্ধ নাই, কর্ম্মের
সহিতই তাহার সম্বন্ধ, সূত্ররাং তাহা কর্ম্মের স্তাবক মাত্র । বিশদার্থ এই যে, ঐ
সকল ফলবচন প্রেলোভন মাত্র ; বস্তুতঃ ঐ সকল ফল হয় না ।)

[কথং...বিজ্ঞানম্] এই স্থানে বলিতে পার, আপত্তি করিতে পার যে,
আত্মবিজ্ঞান অনারভ্য-অধীত অর্থাৎ কোন কর্ম্মপ্রস্তাবে পণ্ডিত নহে এবং সেজন্য

কলজনকতালক্তি আইসে । এইরূপ আত্মাও উপনিষদ্বিহিত জ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃত হয়, সংস্কৃত
হইয়া কর্ম্মফল পাইবার যোগ্য হন । অতএব, যদ্ব্যপ ব্রাহ্মপ্রোক্ষণ দ্রব্যসংস্কারক অঙ্গ, তদঙ্গ
আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মের কর্তৃসংস্কারক অঙ্গ ।

তমেনাপি হেতুনা বিনা ক্রতুপ্রবেশ আশঙ্ক্যতে । কর্তৃদ্বারেণ তদ্বিজ্ঞানস্ত বাক্যাৎ ক্রতুসম্বন্ধ ইতি চেৎ, ন, বাক্যবিনিয়োগানুপপত্তেঃ । অব্যভিচারিণা হি কেনচিত্ং দ্বারেণানারভ্যাধীতানাংপি বাক্যনিমিত্তঃ ক্রতুসম্বন্ধোহবকল্পতে । কুৰ্ত্তা তু ব্যভিচারি দ্বারং লৌকিকবৈদিককৰ্ম্মসাধারণ্যাৎ । তস্মান্ন তদ্বারেণাত্মজ্ঞানস্ত ক্রতুসম্বন্ধসিদ্ধিরিতি । ন । ব্যতিরেক-বিজ্ঞানস্ত বৈদিকেভ্যঃ কৰ্ম্মভ্যোহন্যত্ৰানুপযোগাৎ । ন হি দেহব্যতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানং লৌকিকেষু কৰ্ম্মসূপযুজ্যতে, সৰ্ব্বথা

ক্রতুসম্বন্ধবদাত্মবিয়োহপি কর্তৃদ্বারা বেদান্তবাক্যাৎ ক্রতুসঙ্গতিরতি পূর্ববাদ্যাহ—কর্ত্তেতি । সিদ্ধান্তো দৃশ্যতি—নেতি । তদেব বিবৃণোতি—অব্যভিচারিণেতি । জুহবদাত্মজ্ঞানে কৰ্ত্তেবাব্যভিচারি দ্বারমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ত্তেতি । তস্ত ব্যভিচারবিষে ফলমাহ তস্মাদিতি । কিং দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞানস্ত কৰ্ম্মাঙ্গং বিনিযোজকাতাৰ্য্যং নিরশ্নতে । কিঞ্চাপহতপাপুহাদিবেশেষিতাসংসার্যাগ্নবিষয়ো-পনিষদজ্ঞানস্তেতি বিকল্যাগ্নং পূর্ববাদী দৃশ্যতি—নেতি । তস্ত বিষয়দ্বারা তেষুপ্রবেশাৎ ন কৰ্ম্মাঙ্গং নিষেদ্ধং শকাংমিত্যর্থঃ । লৌকিককৰ্ম্মণোহপি কৰ্ম্মত্বাৎ বৈদিককৰ্ম্মবৎ কর্তৃদ্বারেণাতিরিক্তজ্ঞানাপেক্ষেতি কর্ত্তুঃ সাধারণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । সৰ্ব্বথেতি ব্যতিরেকজ্ঞানাজ্ঞানয়োঃরিত্যর্থঃ । তর্হি

তাহার প্রকরণ প্রভৃতি বিনিযোজক প্রমাণ নাই । যখন বিনিযোজক প্রমাণ নাই, তখন কি প্রকারে যজ্ঞের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবে? আত্মাই কৰ্ম্মকর্ত্তা ; তদনুসারে তাঁহার জ্ঞানও বাক্যপ্রমাণে যজ্ঞকৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে, একপ বলিলেও আপত্তি হইবে । কেননা, ঈদৃক স্থলে বাক্যের দ্বারা বিনিয়োগ (আত্মজ্ঞানকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজন করা) অনুপপন্ন- (অযুক্ত) । বাক্য অব্যভিচারী কোন দ্বার বা উপলক্ষ্য প্রাপ্ত না হইলে অনারভ্যাধীত পদার্থকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজন করিতে পারে না । আত্মা কৰ্ম্মকর্ত্তা সত্য ; কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে লোক বেদ উভয়সাধারণ : সুতরাং অব্যভিচারী অর্থাৎ তন্মাত্র-নির্দিষ্ট নহেন । তিনি লৌকিক কৰ্ম্মও করেন, বৈদিক কৰ্ম্মও করেন । অতএব, যজ্ঞকার্য্যে আত্মার অঙ্গভাব বা সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে, তদ্বিজ্ঞানেরও কৰ্ম্মের সহিত অঙ্গভাব বা সম্বন্ধ থাকিবে, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণলভ্য নহে । বাদিগণের এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর—কিছুই নহে । কারণ, বেদোক্ত কৰ্ম্ম ব্যতীত অন্ত্র ব্যতিরেক-বিজ্ঞানের অর্থাৎ দেহাতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানের (দেহাদি আত্মা নহে, আত্মা বা আমি এতদতিরিক্ত, এই অতিরিক্ত জ্ঞানের) উপযোগ বা প্রয়োজন নাই । লৌকিক কার্য্যে তাদৃশ জ্ঞানের কি উপযোগ আছে? অল্পমাত্রও উপযোগ বা প্রয়োজন দেখা যায় না । ব্যতিরেকে জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, উভয় প্রকারেই দৃষ্টার্থপ্রবৃতি উপপন্ন হয় । (দৃষ্টার্থ—লৌকিক পদার্থ । প্রবৃতি=ইচ্ছা চেষ্টাদি । তাহা অতিরিক্ত জ্ঞান থাকিলেও হয়, না

দৃষ্টার্থপ্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ । বৈদিকেষু তু দেহপাতোত্তরকালফলেষু দেহব্যতিরিক্তাশ্রবিজ্ঞানমন্তরেণ প্রবৃত্তিনোপপদ্যতে—ইতু্যপযু-
জ্যতে ব্যতিরেকবিজ্ঞানম্ ।

নম্পহতপাপুত্বাদিবিশেষণাদসংসার্যাশ্রবিষয়মোপনিষদং দর্শনং
ন প্রবৃত্ত্যঙ্গং স্মাৎ । ন । প্রিয়াদিসংসৃচিতস্ত সংসারিণ
এবাত্তনো দ্রষ্টব্যত্বোপদেশাৎ । অপহতপাপুত্বাদিবিশেষণস্ত
স্তূত্যর্থং ভবিষ্যতি । ননু তত্র তত্র প্রসাধিতমেতদধিকমসংসারি

বৈদিকাশ্রপি কৰ্ম্মাণি কৰ্ম্মত্বাদিতরবন ব্যতিরেকজ্ঞানাপেক্ষাণীত্যাশঙ্ক্যাহ—
বৈদিকেষ্টিতি । কারীর্থাদিনিবৃত্ত্যর্থং দেহপাতেত্যাদিবিশেষণম্ ।

দ্বিতীয়মালম্বতে নম্বিতি । অনুপযোগিত্বাৎ বিরোধিত্বাচ্চ তত্ত্ব ন ক্রত্বম্বতেতি
ভাবঃ । ক্রত্বপেক্ষিতং রূপং হিত্বাত্তদবিবক্ষিতমিত্যাহ নেতাদিনা । জ্ঞানাদীনা-
মাশ্রার্থত্বেন প্রিয়মুক্ত্য । আত্মা দ্রষ্টব্য ইতি বদতা জ্ঞানাদিনা ভোগ্যেন সৃচিতত্ত্ব
সংসারিণো ভোক্তুরেব দ্রষ্টব্যত্বমিষ্টম্ । ভোক্তৃজ্ঞানঞ্চ কৰ্ম্মস্বপযুক্তমতো
ভোক্তৃতিরিক্তমাত্মরূপং ন শ্রৌতুমিত্যর্থঃ । অপহতপাপুত্বাদিবিশেষণস্ত
ভোক্তৃথ্যযুক্তত্বাদিতিরিক্তমাত্মরূপমেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপহত ইতি । জ্ঞানাদিসূত্র-
মারভ্য তত্র তত্রাপ্রপঞ্চব্রহ্মাশ্রপরতা বেদান্তানামুক্তা, তৎ কথমপহতপাপুত্বাদি-
কীৰ্ত্তনস্ত স্তূত্যর্থতেতি শঙ্কতে নম্বিতি । অধিকমিতি বিশেষণাদাশঙ্কিতং দ্বৈতং
বারম্বতি তদুবেতি । সংসারিণোহসংসারীশ্বররূপমিতি ব্যাহতিং প্রত্যাহ

থাকিলেও হইতে পারে ।) কিন্তু অতিরিক্ত জ্ঞান ব্যতীত বৈদিক কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি
হওয়ার সম্ভাবনাও নাই । কারণ, বেদোক্ত কৰ্ম্মের ফল পারলৌকিক অর্থাৎ মর-
ণের পর হয় । যে কৰ্ম্মের ফল মরণের পর লভ্য ; ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান ব্যতীত
তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না । অর্থাৎ কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক
হয় না । অতএব, বৈদিক কৰ্ম্মে ও কৰ্ম্মাঙ্গে ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞানের উপযোগ বা
প্রয়োজন আছে ।

[নম্পহত...ভবিষ্যতি] উপনিষদে আত্মার অপাপত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষণ প্রদত্ত
আছে, তদ্বলে আত্মার অসংসারিত্বই প্রতীত হইবে, তাদৃশ আত্মবিজ্ঞান প্রবৃত্তির
অঙ্গ নহে । অর্থাৎ তাদৃশ আত্মজ্ঞান হইলে কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক,
প্রত্যুত নিবৃত্তিই হইতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না । কারণ এই যে,
উপনিষদে প্রিয়াদিসংসৃচিত সংসারী আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে ।
(প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, এ সমস্তই সুখবিশেষ । আত্মা তাহা পায় বা ভোগ করে ।
এ সকল কথা সংসারী আত্মারই বোধক ।) অর্থাৎ প্রভৃতি কতকগুলি অসংসারী
বোধক বিশেষণ আছে সত্য ; পরন্তু সে সকল স্তুতি বা প্রশংসা ব্যতীত
অন্ত কিছুই নহে । [ননু...দাট্যায়] যদি বল, অসংসারী ব্রহ্মই জগৎ-

ব্রহ্ম জগৎকারণং, তদেব সংসারিণ আত্মনঃ পারমার্থিকং স্ব-
রূপমুপনিষৎসূপদিশ্যত ইতি। সত্যং প্রসাধিতম্; তস্মৈব হু
স্থূগানিখননবৎ ফলদ্বারোগক্ষেপ-প্রতিসমাধানে ক্রিয়েতে দা-
র্চ্যায় ॥ ৩। ৪। ২ ॥

আচারদর্শনাৎ ॥ ৩। ৪। ৩ ॥*

“জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে” “যক্ষ্যমাণো
হ বৈ ভগবন্ মোহহমস্মি” ইত্যেবমাদীনি ব্রহ্মবিদামপ্যন্তপরেষু
বাক্যেষু কর্মসম্বন্ধদর্শনানি ভবন্তি। যথোদ্দালকাদীনামপি

পারমার্থিকমিতি। ঐক্যে প্রমাণং পূর্বোক্তং হুচয়তি—উপনিষৎস্থিতি।
পূর্বপক্ষাক্ষেপং সমাধত্তে—সত্যমিত্যাदिনা। ফলদ্বাবেণেত্যাশ্রয়জনং বেদান্তানাং
তৎ ক্রত্বর্থং বেতি বিচারেণেত্যাৎ। সাধিতস্মৈবাক্ষেপসমাধিত্যাং সাধনশ্চ ফলমাহ—
দার্চ্যয়েতি ॥ ইত্যানন্দগিরিকৃত টীকা ॥ ৩। ৪। ২ ॥]

[আনন্দগিরিঃ। কিঞ্চ জনকাদীনাম্ বিদ্যা সহ কর্ম্মাচরণদর্শনাম্ কেবলৈব
বিদ্যা মোক্ষহেতুরতঃ সহাত্মজানং বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যাভাবেন কর্ম্মাঙ্গত্বে নিঃসমিত্যাহ
আচারেতি। হুত্রং ব্যাচষ্টে—জনকো হেতি। বিদেহানামধিপতিজ্ঞনকো
নাম রাজা বহুদক্ষিণসংজ্ঞেন যজ্ঞেনাশ্রমেধেন বা বহুদক্ষিণায়ুক্তেন পরা কদাচিদীজে
যাগং কৃতবান্। কৈকেয়শ্চ রাজো ব্রহ্মবিদো বাক্যমাহ যক্ষ্যমাণ ইতি।
বিদ্যার্থিনঃ সমাগতান্ প্রাচীনশালাদীন ভগবন্ত ইতি সম্বোধ্যাং যক্ষ্যমাণো-
হস্মি, ততশ্চ কতিচিৎ দিনান্তাসম্বন্ধমিতি রাজোক্তবানিত্যাৎ। উক্তবাক্যানি
বিদ্যার্থানি ন কর্ম্মার্থানীত্যাহ—অত্রেতি। ইতশ্চ ব্রহ্মবিদামস্তি কর্ম্ম-

কারণ এবং সেই জগৎকারণ ব্রহ্মই এই সংসারী আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ,
ইহা প্রত্যেক উপনিষদে উপদিষ্ট, এ সকল কথা পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
বলাই হইয়াছে, আবার সে সকল কথা কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহাই
দৃঢ় করিবার নিমিত্ত স্থূগানিখননের দৃষ্টান্তে পুনঃ পূর্বপক্ষ ও পুনঃ সমাধান
করা হইতেছে ॥ ৩। ৪। ২ ॥

“মিথিলা দেশের রাজা জনক বহুদক্ষিণ যজ্ঞ (তন্মায়ক যজ্ঞ অথবা অশ্ব-
মেধ) করিয়াছিলেন।” “হে মহাভাগগণ, আমি যাগদীক্ষিত হইয়াছি।”
ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, ব্রহ্মবিৎ রাজর্ষিরাও যজ্ঞাত্মকান করিতেন।
ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য অত্রবিধ হইলেও কর্ম্মসম্বন্ধ বোধের বাধা জন্মায় না।

* বিদ্যা সহ কর্ম্মাচরণদর্শনাম্ কেবলৈব বিদ্যা মোক্ষহেতুরিতি সূত্রার্থঃ।

জ্ঞানপূর্বক কর্ম্মাচরণ (কর্ম্মাত্মক) করিতে দেখা যায়। তদ্বারা জানা যায়, কেবল জ্ঞান
মোক্ষকারণ নহে।

পুত্রানুশাসনাদিদর্শনাৎ গার্হস্থ্যসম্বন্ধোহবগম্যতে । কেবলাৎ
চেৎ জ্ঞানাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ স্মাৎ, কিমর্থমনেকায়াস-সমম্বিতানি
কৰ্ম্মাণি তে কুৰ্য্যুঃ । “অক্কে চেম্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ততং
ব্রজেৎ” ইতি ত্রায়াৎ ॥ ৩ । ৪ । ৩ ॥

তচ্ছ তেঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪ ॥*

“যদেব বিদ্যায়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীৰ্য্যবত্তরং
ভবতি” ইতি চ কৰ্ম্মশেষত্বশ্রবণাৎ বিদ্যায়া ন কেবলায়া পুরু-
ষার্থহেতুত্বম্ ॥ ৩ । ৪ । ৪ ॥

সমস্বারম্ভণাৎ ॥ ৩ । ৪ । ৫ ॥†

“তং বিদ্যাকৰ্ম্মণী সমস্বারভেতে” ইতি চ বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ

সঙ্গতিরিত্যাহ তথোতি । আদিপদেন ব্যাসযাজ্ঞবল্ক্যাদিসংগ্রহঃ । দ্বিতীয়েন
ভাষ্যানুশাসনাদয়ো গৃহ্যন্তে । কৰ্ম্ম কৃতং বিষম্বিরেব কৈশ্চিদিত্যেতাবতা
বিদ্যাশক্তেরপহুবাহযোগাৎ কেবলৈব সা মুক্ত্যেহেতুবিদ্যাশক্ত্যাহ কেবলা-
দিতি । অজ্ঞায়াসমুপায়ং হিত্বা ন কোহপি মহায়াসং তমাদিয়েত, ইত্যত্র
লৌকিকভায়মাহ—অক্কে চেদিতি । সমীপবচনোহকশব্দঃ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩৪৪ ॥
ন কেবলং বিদ্যায়া লিঙ্গাদেব কৰ্ম্মাঙ্গত্বং, কিন্তু তৃতীয়াশ্রতেরপীত্যাহ
তদিতি । স্তব্ধার্থঃ বিবৃণোতি যদেবেতি ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪ ॥

[আনন্দগিরিঃ । ইতো ন স্তব্ধা বিদ্যা পুৰ্ব্বহেতুরিত্যাহ সমস্বারম্ভণাদিতি ।

উদালক প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ পুত্রের প্রতি অনুশাসন (উপদেশ) করিয়া-
ছিলেন, তাহা দেখিয়া জ্ঞানের সহিত গার্হস্থ্যের সম্বন্ধ থাকা অস্বাভাবিক হয় ।
কেবল জ্ঞানেই পুরুষার্থ লাভ হইলে কিজন্ত তাঁহারা ক্রেশবহুল যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম
করিবেন ? সমীপে মধু পাইলে কে পর্ততে যায় ? ॥ ৩ । ৪ । ৩ ॥

“যাহা বিদ্যায় (উপাসনায়) নিম্পন্ন হয়, তাহা শ্রদ্ধা ও উপনিষদের
দ্বারা (উপনিষদ = রহস্যবিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান) কৃত হইলে বীৰ্য্যবত্তর অর্থাৎ ফলাতিশয়-
জনক হয় ।” এই বাক্যে তত্ত্বজ্ঞানের কৰ্ম্মাঙ্গতা শ্রবণ থাকায় কেবল জ্ঞানের
পুরুষার্থজনকতার অভাব নির্দ্ধারিত হইতেছে ॥ ৩ । ৪ । ৪ ॥

“বিদ্যা ও কৰ্ম্ম উভয়ই সেই পরলোকপ্রাপ্তি (মৃত) জীবের অনুগমন

* তৎ কৰ্ম্মাঙ্গত্বম্, শ্রুতঃ, তৃতীয়াশ্রতেরবধাৰ্য্যত ইতি যোজ্যম্ ।

জ্ঞান যে কৰ্ম্মের অন্ততম অঙ্গ, তাহা “শ্রদ্ধয়া, উপনিষদা” ইত্যাদি বাক্যস্থিত তৃতীয়া বিভক্তির
দ্বারা অবধারিত হয় ।

† “সমস্বারভেৎ” ইতি শ্রবণাৎ বিদ্যা কৰ্ম্মাণোঃ সমুচ্চয়, এব ফলানন্তকারণং, ন তু বিদ্যায়াঃ
স্বাতন্ত্র্যমভীতি ভাবঃ ।

শ্রুতি বলিয়াছেন, বিদ্যা ও কৰ্ম্ম পরস্পর সহভাবাপন্ন হইয়া ফল জন্মায়, মৃতরাং বুঝা গেল,
জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যে ফলজনকতা নাই ।

ফলারন্তে সাহিত্যদর্শনাৎ ন স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ॥ ৩। ৪। ৫ ॥

তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৩। ৪। ৬ ॥*

“আচার্য্যফুলাং বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কৰ্ম্মাতি-
শেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুশ্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ” ইতি
চৈবজ্ঞাতীয়কা শ্রুতিঃ সমস্তবেদার্থবিজ্ঞানবতঃ কৰ্ম্মাধিকারং
দর্শয়তি। তস্মাদপি ন বিজ্ঞানস্ত স্বাতন্ত্র্যেণ ফলহেতুত্বম্।
নন্বত্রাধীত্যেত্যধ্যয়নমাত্রং বেদস্ত শ্রুয়তে, নার্থবিজ্ঞানম্। নৈষ
দোষঃ, দৃষ্টার্থত্বাৎ। বেদাধ্যয়নমর্থাববোধপর্য্যন্তমিতি স্থি-
তম্ ॥ ৩। ৪। ৬ ॥

সূত্রং বিরূপোতি—ভমিত্যাদিনা। তৎ পরলোকং ব্রহ্মসং বিজ্ঞাকৰ্ম্মণী সমনুগচ্ছত
ইতি যাবৎ ॥ ইত্যনন্দগিরিঃ ॥ ৩। ৪। ৫ ॥]

[আনন্দগিরিঃ। তদস্বাতন্ত্র্যে লিঙ্গান্তরমাহ তদ্বত ইতি। তদ্ব্যাকরোতি—
আচার্য্যোতি। তস্ত কুলং গৃহমুপনয়নং কৃৎস্না তৎপ্রাপ্ত্যনস্তরং, গুরোঃ গুরুশ্রাব্যরূপং
কৰ্ম্ম বিধায়াতিশেষেণ শিষ্টেন কালেন যথাবিধানং পবিত্রপাণিত্বপ্রাপ্ত্যুপস্থাদিবিধান-
মনতিক্রম্য বেদমধীত্যানস্তরমভিসমাবৃত্য এববিসৰ্গং কৃৎস্না দাবানাহত্য কুটুশ্বে
গার্হস্থ্যে স্থিতঃ শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়কৰ্ম্মণং কুৰ্ব্বন্ কৰ্ম্মান্তরাণি চ বিহিতানি
যথাশক্তি কুৰ্ব্বাণো ব্রহ্মলোকমভিসম্পত্ত্বত ইত্যর্থঃ। অধ্যয়নশব্দস্ত যথাক্র-
মর্থং গৃহীত্বা শব্দতে নদ্বিতি। অধ্যয়নবিধেরবঘাতাদিবিধিবদ্ধষ্টার্থজ্ঞাদর্থাববো-
ধান্তো ব্যাপারোহস্তীতি প্রথমে তস্ত্র সমর্থিতমিত্যাহ—নেত্যাদিনা ॥ ইত্যা-
নন্দগিরিঃ ॥ ৩। ৪। ৬ ॥]

কবে।” এই শ্রুতিতে দেখা যায়, ফলারন্তের প্রতি অর্থাৎ পুনর্জন্মের প্রতি
জ্ঞান ও কৰ্ম্ম উভয়েরই সহভাব আছে। অর্থাৎ উভয় মিলিত হইয়াই জন্মান্তরাদি
ফল জন্মায়, কেবল জ্ঞানে কিছুই করে না ॥ ৩। ৪। ৫ ॥

“গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া—গুরুর সমুদায় কার্য্য
(আজ্ঞাপালন) শেষ করিয়া” “সমাবর্তন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্যাপন
করিয়া—” “কুটুম্বমধ্যে বাস করতঃ পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন-তৎপর—” এই
সকল শ্রুতি ও এই সকলের অনুরূপ অত্যান্ত শ্রুতি সর্ব্ববেদার্থজ্ঞানীরই কৰ্ম্মাধিকার
দেখাইতেছে, স্বতরাং বুঝা যাইতেছে, বিজ্ঞানের (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের) স্বাধীন-
ভাবে ফলপ্রদানসামর্থ্য নাই। বেদমধীত্য—বেদ অধ্যয়ন করিয়া, এখানে মাত্র
অধ্যয়ন-শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তাহার অর্থ কেবল উচ্চারণ নহে। অর্থজ্ঞানও
অধ্যয়নের অন্তর্গত। অধ্যয়ন-শব্দ যে, উচ্চারণানস্তর অর্থবোধপর্য্যন্ত অর্থ বুঝাং,
তাহা পূর্ব্বকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৩। ৪। ৬ ॥

* কৃৎস্নবেদার্থজ্ঞানিনঃ প্রতি কৰ্ম্মণো বিধানাৎ।

যে ব্যক্তি সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে ও সে সকলের অর্থ বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তির উদ্দেশেই
যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম বিহিত অর্থাৎ পদিষ্ট। সমস্ত বৈশ্বকর্মে মধ্যে উপনিষৎপ্রসূত তত্ত্বজ্ঞান ও নিবিষ্ট আছে।

নিয়মাচ্চ ॥ ৩।৪।৭ ॥*

“কুর্বমেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।

এবং হুয়ি নান্যথেন্তোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥” ইতি
তথা “এতদ্বৈ জরামৰ্ধ্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রং, জরয়া বা হেবা-
স্মান্ মুচ্যতে যুতু্যনা বা” ইত্যেবজ্ঞাতীয়কাম্মিয়মাদপি কৰ্ম্ম-
শেষত্বমেব বিদ্যায়াঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে ॥৩।৪।৭ ॥

সুগমম্ । সিদ্ধান্তয়তি ॥ ৩।৪।৭ ॥

[আনন্দগিরিঃ । ইতশ্চ ন স্বতন্ত্রা বিজ্ঞা পুমর্থহেতুরিত্যাহ—নিয়মাচ্ছেতি ।
নিয়মং বিভজ্যতে কুর্ব্বন্তিতি । ইহ দেহে শতং সমাঃ শতসম্বাধিকান্ সৰ্ব্বসরান্ জিজী-
বিষেৎ তৎকৰ্ম্মাণি কুর্ব্বন্তেবেতি নিয়মবিধিঃ । এবংহুয়ি নরে বৰ্ত্তমানে সত্যন্তভং
কৰ্ম্ম ন লিপ্যতে । তেন হুং ন লিপ্যসে ইতি যাবৎ । ইতশ্চ প্রকারাদন্তথা
প্রকারান্তরং নাস্তি, যতো ন কৰ্ম্মলেশঃ । শ্রাদিত্যর্থঃ । নিয়মান্তরমাহ তথেন্তি ।
জরামৰ্ধ্যং জরামরণাবধিকম্ । তদেব বিশদয়তি জরয়েতি । শ্রত্যাদিভিরাঙ্গ-
খিয়ঃ সিদ্ধে কৰ্ম্মাঙ্গত্বে তৎফলে নৈব ফলবত্ত্বমিত্যুপসংহৰ্ত্তুমিতীত্যুক্তম্ । পূৰ্ণ-
পক্ষমন্তু সিদ্ধান্তয়তি এবমিতি । ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩।৪।৭ ॥]

“কৰ্ম্ম করিবার জন্ত, শত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেহে জীবিত থাকার ইচ্ছা
করিবেক । তুমি কথিত প্রকারে বিद्यমান থাকিলেও (জীবিত থাকিলেও) কৰ্ম্মে
লিপ্ত হইবে না । এই প্রকার ব্যবস্থা ব্যতীত কৰ্ম্মলেপনিবৃত্তির অন্য উপায় নাই ।”
“এই যে সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ—ইহার নাম অগ্নিহোত্র । ইহা জরা-মরণ পর্য্যন্ত
অমুচ্যেয়, জরা আসিলে অথবা যুতু্য হইলে ইহা আমাদিগকে ত্যাগ
করিবেক, (মধ্যে নহে) ।” এই সকল কৰ্ম্মনিয়ামক বিধানের দ্বারাও
জ্ঞানের কৰ্ম্মাঙ্গতা প্রাপ্ত হওয়া যায় । এইরূপে ২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত
যে-পূৰ্ব্বপক্ষ স্থাপিত হইল, তাহার প্রতিবিধান এইরূপ—॥ ৩।৪।৭ ॥

* নিয়মবিধির্দর্শনাচ্চ ।

কৰ্ম্ম-পরায়ণ হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবেক । “যাবৎ না জরা মরণ
উপস্থিত হয়, তাবৎ অগ্নিহোত্র বাগ করিবেক” ইত্যাদি শ্রুতিতে কৰ্ম্মতৎপর থাকিবার নিয়ম কথিত
হইয়াছে । নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হয় না ; তাহাতেই বুঝা যায়, জ্ঞান কৰ্ম্মেরই অন্ততম অঙ্গ ।
(২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত পূৰ্ব্বপক্ষ) ।

অধিকোপদেশাতু বাদরায়ণশ্চৈবং তদর্শনাৎ ॥৩। ৪। ৮ ॥*

তু-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ততে । যদুক্তং “শেষত্বাৎ পুরু-
ষার্থবাদঃ” ইতি [বে० স० ৩।৪।২], তন্মোপপদ্যতে । কস্মাৎ ।
অধিকোপদেশাৎ । যদি সংসার্যোবাত্মা শারীরঃ কৰ্ত্তা ভোক্তা
চ শরীরমাত্রব্যতিরেকেণ বেদান্তেষু পদিক্তঃ স্তাৎ, তন্ততো বর্ণিতেন
প্রকারেণ ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং স্তাৎ । অধিকস্ত শারীরাদাত্মনোহ-
সংসারীশ্বরঃ কর্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিতোহপহতপাপুত্বাদিবিশেষণকঃ
পরমাত্মা বেদান্ত্যেনোপদিষ্টো বেদান্তেষু । ন চ তদ্বি-

যদি শরীরাত্তিরিক্তঃ কৰ্ত্তা ভোক্তাত্মোত্যেতন্মাত্র উপনিষদঃ পর্য্যবসিতাঃ
ন্যস্ততঃ আদেবম্ । ন যেতদস্তু । তাস্ত এবশ্রুতজীবাত্মবাদেন তস্ত শুদ্ধবুদ্ধো-
দাসীনব্রহ্মরূপতাপ্রতিপাদনপরা ইতি তত্র তত্রাসকুদাবেদিতম্ । অনধিগতার্থ-
বোধনশ্বরসতা হি শব্দস্ত প্রমাণাস্তরসিদ্ধান্তাদেন । তথা চ উপনিষাদাত্মজ্ঞানস্ত

হত্রস্থ তু-শব্দ প্রোক্ত পূর্বপক্ষের (উত্থাপিত আপত্তির) নিবারণক । অর্থাৎ
আত্মতত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মের অন্ততম অঙ্গ ও তদুপলক্ষ্যে কথিত ফলবাক্য তাহার অর্থ-
বাদ, সে কথা সত্য নহে । সে কথা উপপন্ন হয় না অর্থাৎ তাহা যুক্তিযুক্ত
নহে । কেননা, অধিক উপদেশ দৃষ্ট হয় । [যদি...ইত্যত্র] বেদান্তে যদি কেবল
দেহাত্তিরিক্ত কৰ্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা সংসারী আত্মা উপদিষ্ট হইতেন, তাহা
হইলে অবশ্যই সেই সেই ফলশ্রুতিকে কথিতপ্রকারে অর্থবাদবাক্য বলিতে
পারিতেন । কিন্তু কেবল তাহা অভিহিত হয় নাই, বেদান্তে কেবল অসংসারী
ঈশ্বরাত্মাও বেদ্য বা বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন । তদনুসারে তাঁহাকে
কর্তৃত্বাদিসর্বধর্ম্মরহিত নিম্পাপ নির্লিপ্ত উদাসীন ও পরমাত্মা বলিয়া
জানিতে হইবে । সে জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া বা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা দূরে থাকুক,

* ‘তুঃ’ পরপক্ষনিরাসার্থঃ । বেদান্তোক্তং পরমাত্মজ্ঞানং ন কর্ম্মাঙ্গং, ততশ্চ তৎফলং নার্য-
বাদঃ । হেতুমাং—অধিকৈতি । বেদান্তেষু অধিকস্ত শারীরাদাত্মনোহসংসারীশ্বরত্বোপদেশদর্শ-
নাদিত্যর্থঃ । এবং সতি বাদরায়ণস্ত মতমবিচাল্যবতি । তদর্শনাৎ অধিকোপদেশদর্শনাৎ
প্রতিবিত্তি পূরণীয়ম্ । ফলিতার্থস্ত—যঃ কৰ্ত্তা কর্ম্মাঙ্গঃ, নাসৌ বেদান্তবেদ্যঃ, যচ্চ ব্রহ্ম তদেব
তবেদ্যং, ন তৎকর্ম্মাঙ্গম্ । ততশ্চ তজ্জ্ঞানস্ত কূতঃ কর্ম্মশেষতা কূতো বা ফলশ্রুতেরর্থবাস-
তেতি ।

বে-আত্মা বেদান্তে উপদিষ্ট, সে আত্মা কর্ম্মাঙ্গ কর্ত্তৃ-আত্মা (জীবাত্মা) নহিত অধিক অর্থাৎ
উৎকৃষ্ট । বেদান্তবেদ্য আত্মা অসংসারী ও কর্তৃত্বাদিসর্বধর্ম্মরহিত । অতএব, বাদরায়ণের
মতই দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য । প্রতিতেও অধিক অর্থাৎ অসংসারী ব্রহ্মাত্মার উপদেশ দেখা যায় ।

জ্ঞানং কৰ্ম্মণাং প্রবর্তকং ভবতি, প্রতু্যত তৎ কৰ্ম্মাণ্যুচ্ছিনতীতি বক্ষ্যতি “উপমর্দক” [বে० সূ० ৩৪।১৬] ইত্যত্র। তস্মাৎ “পুরুষার্থোহতঃ শব্দাৎ” ইতি [বে०সূ० ৩৪।১] “যন্মতং ভগবতো বাদরায়ণস্ত, তন্তথৈব তিষ্ঠতি, ন শেষত্বপ্রভৃতিভির্হেত্বাভাসৈশ্চালয়িতুং শক্যতে। তথা হি তমধিকং শারীরাদীশ্বরমাছ্যানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ” “ভীষান্মান্নাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ” “মহাভয়ং বজ্রমুদ্যতম্” “এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি” “তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজ্ঞায়েয়েতি তন্ত্বেজো-হস্যজত” ইত্যেবমাদ্যাঃ।

যন্তু প্রিয়াদিসংসৃচিতস্ত সংসারিণ এবাছ্যনো বেদ্যতয়াশু-

ক্রতুহট্টানবিরোধিনঃ ক্রতুসম্বন্ধ এব নাস্তি, কিমঙ্গ পুনস্তদব্যতিচারঃ, তন্তশ্চ ক্রতুশেষতা। তথা চ নাপবর্গফলশ্রুতের্থবাদমাত্রমপি তু ফলপরত্বমেব।

অতএব, প্রিয়াদিসংসৃচিতেন সংসারিণাছ্যনোপক্রম্য তন্ত্বেবাছ্যনোইধিকোপদি-
দিক্ষায়াং পরমাছ্যনোহত্যস্তাভেদ উপদিশ্যতে। যথা সমারোপিতস্ত ভুজগস্ত

কর্ম্মের উচ্ছেদই করিয়া থাকে। এ তথ্য “উপমর্দক” সূত্রে সমর্থিত হইবে। [তস্মাৎ ..মাভাঃ:] অতএব, ভগবান্ বাদরায়ণ যে বলিয়াছেন, কেবল বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্শ) সিদ্ধ হয়, তাহা স্থিরতরই থাকিবেক, শেষত্ব প্রভৃতি হেত্বাভাস তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। (২ হইতে ৭ পর্য্যন্ত সূত্রে যে সকল হেতু প্রদর্শিত হই-
য়াছে, সে সকল প্রকৃত হেতু নহে। ৭ে সকল হেত্বাভাস অর্থাৎ মাত্র দেখিতে হেতুর মত স্মৃতির্যং সে সকলের দ্বারা প্রতিজ্ঞাত তদ্ব অব্য-
ভিচরিতরূপে সাধিত হইতে পারে না।) যে সকল শ্রুতি শরীরভিমানী জীবাছার অধিক ঈশ্বরাত্ম্য বা পরমাছ্য বলিয়াছেন, সে সকল শ্রুতি এই—“সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ।” বায়ু তাঁহারই ভয়ে বহনান হয় সূর্য্যও তাঁহার ভয়ে উদ্ভিত হন।” “ইনি উত্তত বজ্র অপেক্ষা অধিক ভয়হেতু।” “গার্গি এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) অশুশাসনেই চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত আছে।” “তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব। অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।” ইত্যাদি।

[যন্তু ...নির্ণীতম্] বেদান্তে প্রিয়াদিসংসৃচিতং সংসারী আছ্যাত্ত বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য; যথা—“আছ্যার অর্থাৎ আপনার প্রিয় (প্রীতি বা স্বখ) বা স্মৃতিপ্রদ বলিয়াই এ সমুদায় প্রিয় হয়।” “আছ্যাই দ্রষ্টব্য” যে প্রাণের

কর্ষণম্ “আত্মনস্ত কামায় সর্কং প্রিয়ং ভবতি” “আত্মা বা অরে
 দ্রষ্টব্যঃ” “যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স ত আত্মা সর্বাস্তরঃ” “য
 এষোহক্ষিণি, পুরুষো দৃশ্যতে” ইত্যুপক্রম্য “এতস্তেব তে
 ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্তামি” ইতি চৈবমাদি, তদপি “অস্ত বা মহতো
 ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃথেনো যজুর্বেদঃ” “যোহশনায়াপিপাসে
 শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমেত্যেতি পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য
 স্মেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ” ইত্যেবমাদি-
 ভির্বাাক্যশেষৈঃ সত্যামেবাধিকোপদিদিক্রিয়াং নাত্যন্তভেদাভি-
 প্রায়মিত্যবিরোধঃ। পারমেশ্বরমেব হি শারীরস্ত পারমার্থিকং
 স্বরূপম্, উপাধিকৃতস্ত শারীরত্বং “তৎমসি” “নাত্যোহতোহস্তি
 • দ্রষ্টা” ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। সর্বক্ৰৈতৎ বিস্তরেণাস্মাভিঃ
 পুরস্তাৎ তত্র তত্র নির্ণীতম্ ॥ ৩। ৪। ৮ ॥

রজ্জুরূপাদভ্যন্তাভেদঃ প্রতিপাত্তে—যোহয়ং সর্পঃ সা রজ্জুরিতি, যথা বিদ্যায়ঃ
 কণ্ঠাঙ্গদে দর্শনমুপগতস্তমেবমকণ্ঠাঙ্গদে ন দর্শনমুক্তম্। তত্র কণ্ঠাঙ্গদর্শনা-
 নামগ্ৰথাসিদ্ধিরুক্তা। কেবলবিদ্যাদর্শনানুস্ত নাগ্ৰথাসিদ্ধিরসার্বত্রিকী ব্যাপ্তি-
 রপ্যদ্বীপবিদ্যাপেক্ষয়া, তস্তা এব প্রকৃতত্বাৎ ন ত্রশেষাপেক্ষয়া। যথা সর্পে
 ব্রাহ্মণা ভোজ্যস্তামিতি নিমজ্জিতাপেক্ষয়া, তেষামেব প্রকৃতত্বাৎ ॥ ৩। ৪। ৮ ॥

দ্বারা প্রাণবান্ অর্থাৎ জীবিত থাকা যায়, তাহা আত্মা ও সর্বাস্তর (সমুদায়
 দৈহিক পদার্থের অভ্যন্তরে বা মূলে বিরাজমান)। “চক্ষুতে এই যে
 পুরুষ দৃষ্ট হন” ইত্যাদি, পরন্তু সে সকল বাক্যও জীবপরমাত্মার আত্যন্তিক
 ভেদ অতিপ্রায়ে আঘাত হয় নাই। কারণ, সেই সেই প্রস্তাবের শেষে
 এই সকল বাক্যসন্দর্ভ আছে। “ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ প্রভৃতি সমস্তই এই
 মহৎভূতের (নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের) নিঃশ্বাসতুল্য অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সমুদায় শাস্ত্র
 তাঁহা হইতে বিনা প্রযত্নে বহির্ভূত হইয়াছে।” “যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক
 মোহ জরা মৃত্যু অতিক্রম করেন, পরম জ্যোতিঃ (ব্রহ্ম) সম্পন্ন হইয়া
 স্বীয় পারমার্থিক রূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ” ইত্যাদি। ইত্যাদিবিধ
 বাক্যশেষ দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, ঐতিহ্য অধিক বলিবার ইচ্ছা
 থাকায় সেই সেই স্থলে অসংসারী ব্রহ্মের উপদেশ করাই অভিপ্রেত,
 তাই তিনি প্রদর্শিত শেষ বাক্যে জীবব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদ বলেন নাই,
 স্তূতরাং উপাধিত আপত্তির খণ্ডন ও বিরোধভঞ্জন সুসিদ্ধ হয়। পারমেশ্বর-
 রূপই শারীরাত্মার পারমার্থিক স্বরূপ; তাঁহার যে, শারীরত্ব বা জীবত্ব, তাহা
 উপাধিকৃত। এ কথা “তৎমসি” মহাবাক্যে ও “ইহা ছাড়া পৃথক্ দ্রষ্টা নাই—”
 ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত আছে। এ সমস্তই আমরা ইতঃপূর্বে সেই সেই
 স্থানে সবিস্তরে বলিয়াছি ॥ ৩। ৪। ৮ ॥

তুল্যস্ত দর্শনম্ ॥ ৩।৪।৯ ॥ *

যত্নত্বমাচারদর্শনাৎ কৰ্ম্মশেষো বিদ্যেত্যত্র ক্রমঃ—তুল্য-
মাচারদর্শনমকৰ্ম্মশেষত্বেহপি বিদ্যায়াঃ। তথা ই শ্রুতির্ভবতি
“এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্ধাংস আত্মার্থয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থ্য বয়-
মধ্যেষ্যামহে কিমর্থ্য বয়ং যক্ষ্যামহে, এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূৰ্বে
বিদ্ধাংসোহগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে, এতং বৈ তমাস্থানং বিদিত্বা
ব্রাহ্মণাঃ পুত্রেষণায়াশ্চ বিত্তেষণায়াশ্চ লোকেষণায়াশ্চ ব্যুথ্যায়াথ
ভিক্ষার্চর্য্যং চরন্তি” ইত্যেবঞ্জাতীয়কা। যাজ্ঞবল্ক্যাদীনামপি ব্রহ্ম-
বিদামকৰ্ম্মনিষ্ঠত্বং দৃশ্যতে “এতাবদরে খলুযুতত্বমিতি হোক্তুঃ। যাজ্ঞ-

[আনন্দগিরিঃ। পরোক্তং লিঙ্গদর্শনং প্রত্যাহ—তুলাস্বিতি। উক্তমনুশ্র
সূত্রমুত্তরেন যোজয়তি যদিত্যাদিনা। ইতচ্চ বিদ্যায়াঃ ন শেষতেতাহ—
যাজ্ঞবল্ক্যোক্তি। আদিশব্দেন শুকাদয়ো গৃহ্যন্তে। কথং তেষামকৰ্ম্মনিষ্ঠত্বং, তদাহ—
এতাবদতি। উভয়ণা লিঙ্গদর্শনে সংশ্লিষ্টমাশঙ্ক্য পরকীর্তিসিদ্ধানামতথাসিদ্ধিং বক্তু-
মারভতে। অপি চেতি। তত্র যক্ষ্যমাণ ইত্যাদিলিঙ্গদর্শনশ্রাৱ্থথাসিদ্ধিমাহ
যক্ষ্যমাণ ইতি। তত্রাপি বিদ্যাত্মন কৰ্ম্মসাহিত্যমতথ্য ব্রহ্মবিজ্ঞানামপি তৎ-
প্রসঙ্গাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সম্ভবতীতি। তর্হি বৈশ্বানরবিজ্ঞান ন স্বাতন্ত্র্যেণ
ফলবৎ কৰ্ম্মসাহিত্যীকারাৎ, তত্রাহ ন স্বিতি। যেমাঞ্চ ব্রহ্মবিদামপি কৰ্ম্ম

বলিয়াছিলে যে, আচার দেখা যায় অর্থাৎ জ্ঞানীদিগকেও কৰ্ম্মাহুষ্ঠান
করিতে দেখা যায়, তৎকারণে জ্ঞান কৰ্ম্মাঙ্গ বলিয়া অবদৃত হউক, সে কথাও
প্রত্যুত্তর দিতেছি। আচারদর্শন তুল্য অর্থাৎ কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মত্যাগ উভয় পক্ষেই
আচার দর্শন আছে। শ্রুতিতে যেমন জ্ঞানীর কৰ্ম্মাহুষ্ঠান বর্ণিত আছে, তেমনি
কৰ্ম্মত্যাগও বর্ণিত আছে। কৰ্ম্মবর্জনবোধিকা শ্রুতি এই—“ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা
এইরূপ বলিয়াছিলেন। আমরা কি জ্ঞত অধ্যয়ন করিব? কি জ্ঞত যজ্ঞ করিব?
পূর্ববর্তী বিদ্বান্গণ অগ্নিহোত্র ‘হোম’ করেন নাই। ব্রহ্মনিষ্ঠগণ আত্মার সাক্ষাৎকার
লাভ করিয়া পুত্রোচ্ছা ধনেচ্ছা ও লোকেচ্ছা হইতে ব্যুথিত হইয়া অর্থাৎ
সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠতা আচরণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্হ
হন।” ইত্যাদি। [যাজ্ঞবল্ক্য...ক্রমঃ] যজ্ঞবল্ক্য, শুক ও নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী
ছিলেন, অথচ কৰ্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন না। “ইহাই অমৃত (মোক্ষ) এই বলিয়া

* দর্শনমাচারদর্শনং তুল্যং কৰ্ম্মাকৰ্ম্মশেষত্বে ইতি।

শাস্ত্রে যেমন জ্ঞানীর আচারনিষ্ঠতা অর্থাৎ কৰ্ম্মাহুষ্ঠানে রতি দেখিয়াছ, তেমনি কৰ্ম্মবিরতিও
দেখিতে পাইবে। অতএব, আচারদর্শনরূপ হেতু উভয় পক্ষেই তুল্য। সে জ্ঞত তাহা তহার
সাধক হইতে পারে না। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

বক্ষ্যঃ প্রবত্রাজ” ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। অপি চ “যক্ষ্যমাণে
হ বৈ ভগবন্তোহহমস্মি” ইত্যেতন্নিদ্রদর্শনং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ম্।
সম্ভবতি চ মোপাধিকায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং কৰ্ম্মসাহিত্যদর্শনং, ন
ত্বত্রাপি কৰ্ম্মাঙ্গত্বমস্তু প্রকরণাদ্যভাবাৎ ॥ ৩। ৪। ৯ ॥

যৎ পুনরুক্তং “তচ্ছ তেঃ” ইতি, অত্র ক্রমঃ।

অসার্বত্রিকী ॥ ৩। ৪। ১০ ॥*

“যদেব বিদ্যায়া কৰোতি” ইত্যেবা শ্রুতি ন সৰ্ববিদ্যাবিষয়া,
প্রকৃতবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ। প্রকৃত্য চোদগীথবিদ্যা “ওমিত্যেত-
দক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইত্যত্র [ছা.] ॥ ৩। ৪। ১০ ॥

দৃষ্টতে, ন তত্ত্ববাং কৰ্ম্ম, তন্নি চোদনালক্ষণং, তেদ্বাংহংমমাভিমানাতাবে চ
চোদনাভাবাৎ কথঞ্চিদমুখ্যবর্তমানমপি তদাভাসমাত্রমিতি ভাবঃ। পরোক্তাং
শ্রুতিম্ভূত তত্ত্বতরয়েন সূত্রমবতারয়তি যদिति ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩। ৪। ৯ ॥]

ভামতী। স্তম্ভম্ ॥ ৩। ৪। ১০ ॥

[আনন্দগিরিঃ। তদ্বিভজ্যতে যদেবেতি। বিদ্যাশব্দস্ত সামান্ত্রবিষয়স্ত

যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।” এই শ্রুতিতে জ্ঞানী
যাজ্ঞবল্ক্যের কৰ্ম্মত্যাগের কথা শুনা যায়। “হে মহাভাগগণ, আমি এখন
যজ্ঞদীক্ষিত।” এই লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ কৈকেয় রাজার যজ্ঞদীক্ষিত
হওয়ার কথা, ইহা বৈশ্বানর-উপাসনা-লিষয়ক। যদিও সগুণব্রহ্মজ্ঞানে
কৰ্ম্মসাহিত্য থাকে অসম্ভব নহে, তথাপি তাহা প্রকরণস্থ নহে বলিয়া
সে স্থলেও কৰ্ম্মসাহিত্যের অভাব আছে। ৩। ৪। ৯ ॥

বলিয়াছিল যে, “উপনিষদা” এতদ্বাক্যস্থ তৃতীয়া বিভক্তির বলে উপনিষদপ্রভব
জ্ঞানের কৰ্ম্মাঙ্গতা অবধারণিত হইতে পারে; এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর বলিব।

তাহা সার্বত্রিক নহে। “বিদ্যাসহকারে যাহা করে—” এই শ্রুতি সৰ্ববিদ্যা-
বোধিকা নহে। কেননা, প্রস্তাবিত বিদ্যার সহিতই উহার সম্বন্ধ। উদগীথ-
জ্ঞানে ও এই অক্ষরের উপাসনা করিবেক, এই প্রস্তাবে ঐ কথা অভিহিত
হওয়ার উদগীথবিদ্যার সহিতই ঐ শ্রুতির সম্বন্ধ ॥ ৩। ৪। ১০ ॥

* অসার্বত্রিকী ন সৰ্ববিদ্যাবিষয়া। প্রকৃত্য যা উদগীথবিদ্যা, তদ্বিষয়া এব সা শ্রুতিরिति
স্বার্থঃ।

তৃতীয়া শ্রুতি কৰ্ম্মাঙ্গের বিনিবোধকহর সত্য; পরন্তু প্রদর্শিত তৃতীয়া শ্রুতি উদগী
প্রকরণে অভিহিত: সেই কারণে তাহা সৰ্ববিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গতা বোধিকা নহে। অর্থাৎ তদ্বারা
কেবল উদগীথজ্ঞানকেই কৰ্ম্মাঙ্গ বলিতে পার, অন্ত জ্ঞানকে(উপাসনাকে) কৰ্ম্মাঙ্গ বলিতে পার না।

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ৩ । ৪ । ১১ ॥ *

যদ্যপ্যুক্তং “তং বিদ্যাকৰ্ম্মণী সমস্বারভতে” ইত্যেতৎ সমস্বারস্তবচনমস্বাতন্ত্র্যে বিদ্যায়া লিঙ্গমিতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে । বিভাগোহত্র দ্রষ্টব্যঃ । বিদ্যা অন্তঃ পুরুষঃ সমস্বারভতে, কৰ্ম্মান্ত-মিতি, শতবৎ, যথা শতমাত্যাং দীয়তামিত্যুক্তে বিভজ্য দীয়তে— পঞ্চাশদেকশ্চৈ, পঞ্চাশদপরশ্চৈ, তদ্বৎ । ন চেদং সমস্বারস্তবচনং মুমুকুবিষয়ম্ “ইতি তু কাময়মানঃ” ইতি সংসারিবিষয়ছোপ-সংহারাৎ । “অথাহ কাময়মানঃ” ইতি চ মুমুকোঃ পৃথগুপক্রমাৎ । তত্র সংসারিবিষয়া বিদ্যা বিহিতা প্রতিষিদ্ধা চ পরিগৃহ্যতে, বিশেষাভাবাৎ, কৰ্ম্মাপি বিহিতং প্রতিষিদ্ধঞ্চ, যথাপ্রাপ্তানু-

বিশেষাকাক্ষুস্ত প্রাকরণিকবিশেষেণ চরিতার্থতাদিতি হেতুমাং প্রকৃতেতি । আত্মধিরন্তগাৰ্শকাং প্রত্যাহ প্রকৃতা চেতি । ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩ । ৪ । ১০ ॥

অবিভাগোহপি ন দোষ ইত্যাহ—“ন চেদং সমস্বারস্তবচনম্”

বলিয়াছিলে যে, জ্ঞান কৰ্ম্ম উভয়ই পরলোক গমনে উদ্যত পুরুষের অনুগমন করে, মরণের পর ভোগদেহ জন্মায় বা আরম্ভ করে, এই সমস্বারস্ত বাক্য জ্ঞানের অস্বাতন্ত্র্যপক্ষের গমক, সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি । সেই সমস্বারস্ত—দীয়মান শতসংখ্যার দৃষ্টান্তে বিভাগক্রমে উপপন্ন হয় । বিভা অর্থাৎ জ্ঞান যে-পুরুষকে যে-রূপে আরম্ভ (অনুগমন) করে, কৰ্ম্ম সে পুরুষকে সে রূপে আরম্ভ (অনুগমন) করে না । জ্ঞানফল একপ্রকার, কৰ্ম্মফল অন্যপ্রকার । যেমন “হুই ব্যক্তিকে শত মুদ্রা দাও” বলিলে বিভাগ প্রক্রিয়ায় এক জনকে পঞ্চাশ, অন্যজনকে পঞ্চাশ দেওয়া হয়, সেইরূপ, বিভা ও কৰ্ম্ম বিভাগপ্রণালীতেই ফলপ্রদান করে । [ন চেদং ..পঠতি] এমন বলিতে পারিবে না যে, ঐ সমস্বারস্তবাক্য মুমুকু বিষয়ে অভিহিত । অর্থাৎ ঐ উভয় মুমুকুর অনুগমন করে, সংসারীর অনুগমন কবে না, এরূপ নহে । কারণ, শ্রুতি “এই-রূপ কামনা বা সংকল্প করে বলিয়া সংকল্পানুরূপ লোকে যায়” এইরূপে সংসারী জীবকে লক্ষ্য করিয়া প্রোক্ত প্রস্তাব শেষ করিয়াছেন । অপিচ “যে কামনা করে না, সংকল্প ত্যাগ করে—” এইরূপে মুমুকুবিষয়ক পৃথক্ উপক্রম (প্রস্তাব বা সন্দর্ভ) বলিয়াছেন । তন্মধ্যে যে সকল

* শতং যথা বিভজ্য দীয়তে পঞ্চাশদেকশ্চৈ পঞ্চাশদপরশ্চৈ, তথা বিভাকৰ্ম্মণী অপি বিভাগেন সমস্বারভতে ন তু সাহিত্যেনেতি ।

শত মুদ্রাবিভাগের দৃষ্টান্তে উক্ত উভয়ের (বিদ্যাকৰ্ম্মের) বিভাগ অবধারণ করিতে হইবে ।

বাদিত্বাৎ । এবং সত্যবিভাগেনাপীদং সমম্বারম্ভবচনমব-
কল্পতে ॥৩।৪।১১॥

যচ্চোক্তং ‘তদ্বতো বিধানাৎ’ ইতি, অত উত্তরং পঠতি—

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ৩।৪।১২ ॥*

“আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য” ইত্যত্রাধ্যয়নমাত্রশ্চ শ্রবণা-
দধ্যয়নমাত্রবত এব কৰ্ম্মবিধিরিত্যধ্যবস্থাঃ । নম্বেবং সত্য-
বিদ্বত্বাদনধিকারঃ কৰ্ম্মস্ব প্রসজ্যেত । নৈষ দোষঃ । ন বয়মধ্য-
য়নপ্রভবং কৰ্ম্মাববোধনমধিকারকারণং বারয়ামঃ । কিং তর্হি,
ঔপনিষদমাত্রজ্ঞানং স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রয়োজনবৎ প্রতীয়মানং ন
কৰ্ম্মাধিকারকারণতাং প্রতিপদ্যত ইত্যেতাৎ প্রতিপাদয়ামঃ ।

ইতি । সংসারবিষয়া বিজ্ঞা বিহিতা যথোদগীথবিজ্ঞা, প্রতিষিদ্ধা চ যথা
সচ্ছাত্রাধিগমনলক্ষণা ॥ ৩।৪।১১ ॥

অধ্যয়নমাত্রবত এব কৰ্ম্মবিধিন্ ঔপনিষদধ্যয়নবতঃ । এতচ্ছত্রং ভবতি ।
যদধ্যয়নমর্থাববোধপর্য্যন্তং কৰ্ম্মস্থপযুক্ত্যে । যথা কৰ্ম্মবিধিবাক্যানাং তন্মাত্রবত
এবাধিকারঃ কৰ্ম্মস্ব, নোপনিষদধ্যয়নবতঃ, তদধ্যয়নশ্চ কৰ্ম্মস্থপযোগাদিতি ।
অধ্যয়নমাত্রবত এবৈতি মাত্রগ্রহণেনার্থজ্ঞানং বা ব্যবছিন্নমিতি মথানো

বিজ্ঞা সংসারগোচরা, সে সকল বিজ্ঞা অবিশেষে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ ।
আর যে বিজ্ঞা সংসারগোচরা নহে, সে বিজ্ঞাবিষয়ে ঐ সমম্বারম্ভ বাক্যের
অবিভাগ অর্থাৎ সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে ॥ ৩।৪।১১ ॥

বলিয়াছিল যে, কৰ্ম্ম কেবল বেদাধ্যয়নবান্ পুরুষের জন্য বিহিত, তদনুসারেও
বৈদিকজ্ঞানের কৰ্ম্মশেষতা প্রতীত হয়, আচার্য্য ব্যাস সে কথাও উত্তর দিতেছেন ।

“গুরুকুলে বাস করতঃ বেদ অধ্যয়ন করিয়া—” এই বাক্যে অধ্যয়ন
শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকায় নিশ্চয় হয়, যে লোক কেবলমাত্র বেদ উচ্চারণ করিতে
শিখিয়াছে—অভ্যাস করিয়াছে, সেও কৰ্ম্মকাণ্ডে অধিকারী । অর্থবোধ ব্যতীত
প্রকৃত কৰ্ম্মাধিকার হয় না সত্য ; পরন্তু আমরা এমন কথা বলি না
যে, অধ্যয়নপ্রসূত কৰ্ম্মবিষয়ক জ্ঞান কৰ্ম্মের অধিকার নিবারণক । আমরা
ইহাই প্রতিপাদন করিব, দেখাইব, যে বেদশিরাঃ ঔপনিষদ্ ও তৎপ্রভব
আত্মজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র, এবং তাহাই কৰ্ম্মাধিকারের অপ্রয়োজক । যে এক
যজ্ঞ করিবে, সে যেমন অজ্ঞ* যজ্ঞের জ্ঞান অপেক্ষা করে না, তেমনি,

* মাত্রলক্ষণে জ্ঞানমাত্র ব্যবচ্ছেদঃ।

কৰ্ম্মাধিকারে জ্ঞানের প্রতীক্ষা নাই । তাহা কেবলমাত্র অধ্যয়ন-সাক্ষেপ ।

যথা চ ন ক্রত্বন্তরজ্ঞানং ক্রত্বন্তরাধিকারিণাপেক্ষ্যতে, এবমেতদপি দ্রষ্টব্যমিতি ॥ ৩।৪।১২ ॥

যদপ্যুক্তং “নিয়মার্চ” ইতি, অত্রাভিধীয়তে—

নাবিশেষাৎ ॥ ৩।৪।১৩ ॥*

“কুর্বন্মেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেৎ” ইত্যেবমাদিষু নিয়ম-
শ্রবণেষু ন বিদুষ ইতি বিশেষোহস্তুি। অবিশেষেণ নিয়ম-
বিধানাৎ ॥ ৩।৪।১৩ ॥

স্তুতয়েহনুমতিৰ্বা ॥ ৩।৪।১৪ ॥†

“কুর্বন্মেবেহ কৰ্ম্মাণি” ইত্যত্রাপরো বিশেষ আখ্যায়তে।
যদ্যপ্যত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ বিদ্বানেব কুর্বন্মিতি সম্বধ্যতে,

ভাস্তশ্চোদয়তি—“নয়েবং সতি” ইতি। স্বাভিপ্রায়মুদ্ঘাটয়ন্ সমাধস্তে—“ন বয়ম্”-
ইতি। উপনিষদধ্যয়নাপেক্ষং যাত্রগ্রহণং নার্যবোধাপেক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ৩।৪।১২ ॥

কুর্বন্মেবেহ কৰ্ম্মাণ্যভ্যাসবিদ্যাবিশয়মিত্যর্থঃ। বিদ্যাবিশয়স্বৈপ্যবিরোধো-
বিদ্যাস্তুত্বার্থাদিত্যাহ— ৩।৪।১৩ ॥

অপি চ, বিদ্যাফলং প্রত্যক্ষং দর্শনশ্রুতিঃ কালান্তরভাবিকল-কৰ্ম্মাদ্বয়ং
বিদ্যয়া নিরাকরোভীত্যাহ ॥ ৩।৪।১৪ ॥

যে কৰ্ম্ম করিবে, সেও ঔপনিষদ আত্মজ্ঞান অপেক্ষা করে না। কারণ এই
যে, অর্থ জাহ্নুক বা না জাহ্নুক, উপনিষদ্বক্ত মন্ত্র অভ্যাস হইলেই সে কৰ্ম্ম-
বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারে ॥ ৩।৪।১২ ॥

আর এক কথা বলিয়াছিল যে, কৰ্ম্ম করার নিয়মদেখা যায়, সে কথারও
প্রত্যুত্তর দিতেছি—

“কৰ্ম্মতৎপরাং পাপকিয়া শতবর্ষব্যাপী জীবন ইচ্ছা করিবেক” ইত্যাদি বাক্যে
কৰ্ম্মকরণের নিয়ম শুনা যায় সত্য; পরন্তু সে নিয়ম জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয় সাধারণ।
জ্ঞানীর পক্ষে কোনরূপ বিশেষ নিয়ম শ্রুত হয় নাই ॥ ৩।৪।১৩ ॥

“এতদেহে কৰ্ম্ম করিতে করিতে—” এই বাক্যের অপর এক অর্থ আছে।
“কৰ্ম্ম কুর্বন্” এই কথার সঙ্গে প্রকরণ অনুসারে বিদ্বানের সম্বন্ধ বা অবয়ব
হয় হউক, তথাপি দোষ হইবে না। অর্থাৎ জ্ঞানীও কৰ্ম্ম করিবেন, এ

* দর্শিতং বস্তুনিয়মবিধানং, তদবিষয়বিশয়মিতি ।

অবিশেষে নিয়মের বিধান, হেতুরাং জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিশেষাভাব। অর্থাৎ জ্ঞানীও কৰ্ম্ম-
তৎপরা হইবেন, এ বিশেষ ঐ বিধানে লক্ষ হয় না।

† অথবা স্তুতয়ে বিদ্যাশ্রবণসার্থং অনুমতিঃ কৰ্ম্মানুজ্ঞানম্ ।

অথবা ঐ কৰ্ম্মানুমতি (কৰ্ম্ম করিবার আদেশ বা বিধান) বিদ্যার (জ্ঞানের বা উপাসনার)
স্তুতিনিমিত্ত অর্থাৎ ঐ কথা বিদ্যামহিমা বলিবার জন্ত বা বিদ্যা শ্রবণসা করিবার জন্ত ।

তথাপি বিদ্যাস্ততয়ে কৰ্ম্মানুজ্ঞানমেতৎ দ্রষ্টব্যম্। “ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে” ইতি হি বক্ষ্যতি। এতদুক্তং ভবতি—যাব-
জ্জীবং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বত্যপি পুরুষে বিদ্বষি ন কৰ্ম্ম লেপায় ভবতি
বিদ্যাসামৰ্থ্যাদিতি। তদেবং বিদ্যা স্তু য়তে ॥ ৩। ৪। ১৪ ॥

কামকারেণ চৈকে ॥ ৩। ৪। ১৫ ॥ *

অপি চ, একে বিদ্বাংসঃ প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফলাঃ সমুত্তদব-
ক্ৰান্তাঃ ফলান্তরসাধনেষু প্রযাজাদিমু প্রয়োজনাভাবং পরা-
মুশস্তি। কামকারেণেতি ঋতির্ভবতি বাজসনেয়িনাম্ “এতদ্ধ
স্ম বৈ তৎ পূৰ্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে, কিং প্রজয়া
করিষ্যামো যেযাং নোহয়মাত্মাহয়ং লোকঃ” ইতি। অনুভবা-

কামকার ইচ্ছা ॥ ৩। ৪। ১৫ ॥

অর্থ হইলেও তাহা অস্বপ্নের প্রতিকূল হইবে না। কারণ, ঐ কৰ্ম্ম-
মুক্তা (“বিদ্বান্ কৰ্ম্ম করিতে করিতে” এ কথা) জ্ঞান প্রশংসার্থ ব্যতীত
অত্র অর্থে প্রযোজিত হয় নাই। কেননা, ঋতি ঐ কথার অব্যবহিত
পরেই বলিয়াছেন—কোন কৰ্ম্মই বিদ্বান্ নরে লিপ্ত হয় না। কৰ্ম্ম বিদ্বান্ নরে
লিপ্ত হয় না, এই কথায় ইহাই বলা হইয়াছে যে, বিদ্বার এমনই প্রভাব
যে, যাবজ্জীবন কৰ্ম্ম করিলেও তাহা বিদ্বান্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানী) নরে সংশ্লিষ্ট
হয় না। জ্ঞানবলে সে সকল পদ্যপত্রস্থ জলের তায় বিল্লিষ্ট হইয়া যায়।
এইরূপ জ্ঞানস্বতি করা হইয়াছে মাত্র ॥ ৩। ৪। ১৪ ॥

কোন কোন জ্ঞানী—যাহারা জ্ঞানফল প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন, তাঁহারা—
সেই উপলক্ষ্যে কাম্যকলোপায় প্রবাজ প্রভৃতি যাগে প্রয়োজনাভাব
বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথাই “কাম-
কারেণ” সূত্রে বলা হইয়াছে অর্থাৎ দেখান হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যজুর্বেদীয়
বাজসনেয়ী শাখায় ঋতি আছে। যথা—“পূৰ্ব পূৰ্ব জ্ঞানীরা প্রজা কামনা
করেন নাই। (প্রজা—সন্তান। তদুপলক্ষিত গার্হস্থ্য ধৰ্ম্ম)। তাঁহারা জানিয়া-
ছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, আত্মাই আমাদের প্রত্যক্ষ লোক; স্তবরাং
আমরা প্রজা লইয়া কি করিব” ইত্যাদি। [অহু...শ্রয়তুম্] অনুভবাকৃত বা
প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানফল কৰ্ম্মফলের তায় কালাস্তরভাবী নহে। জ্ঞানের অব্যবহিত

* একে ৩য় বিদ্বাংসঃ কামকারেণ বেচ্ছাতঃ। ইচ্ছাদিসাধ্যকৰ্ম্মণ্ডাপাং ন জ্ঞানঃ
কৰ্ম্মণোহিহমিতি হিতিঃ।

প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফল পূৰ্ব্ববিগ্ণ কামনাশ্রুত বা ইচ্ছাসাধ্য কৰ্ম্ম করেন নাই।

রূঢ়মেব চ বিদ্যাকলং ন ক্রিয়াফলবৎ কালান্তরভাবীত্যসকু-
দাবেদিতম্ । অতোহপি ন বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মশেষত্বং, নাপি তদ্বি-
ষয়ায়াঃ ফলশ্রুতেরযথার্থত্বং শক্যমাশ্রয়িতুম্ ॥ ৩।৪।১৫ ॥

উপমর্দঞ্চ ॥ ৩।৪।১৬ ॥ *

অপি চ, কৰ্ম্মাধিকারহেতোঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য সম-
স্তস্য প্রপঞ্চস্ত্যবিদ্যাকৃতস্য বিদ্যাসামর্থ্যাৎ স্বরূপোপমর্দমাম-
নন্তি “যত্র ত্বস্ত সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ
কেন কং জিহ্বেৎ” ইত্যাদিনা । বেদান্তোদিতাত্মজ্ঞানপূৰ্ব্ব-
কাস্ত কৰ্ম্মাধিকারসিদ্ধিং প্রত্যাশাসানস্য কৰ্ম্মাধিকারোচ্ছিত্তি-
রেব প্রসজ্যেত । তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ॥ ৩।৪।১৬ ॥

উর্দ্ধরেতঃস্থ চ শব্দে হি ॥ ৩।৪।১৭ ॥ †

উর্দ্ধরেতঃস্থ চাশ্রমেষু বিদ্যা শ্রয়তে । ন চ তত্র কৰ্ম্মাঙ্গত্বং

অধিকোপদেশাদিত্যেনেনাস্মন এষু শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনত্বাদয় উক্তাঃ । ইহ
তু সমস্তক্রিয়াকারকফলবিভাগোপমর্দকোতি ॥ ২।৪।১৬ ॥

সুবোধম্ ॥ ৩।৪।১৭ ॥

পরেই জ্ঞানফল অমুভূত হয়, এ তথ্য আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি ও প্রতিপাদন
করিয়াছি । সে জ্ঞাত জ্ঞান কৰ্ম্মের সহচর বা অঙ্গ নহে এবং তৎসম্বন্ধীয়
ফলবাক্যও অর্থবাদ নহে ॥ ৩।৪।১৫ ॥

অত্ৰ হেতুও আছে । সে হেতু এই । শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যাহা
যাহা কৰ্ম্মাধিকারের কারণ—অর্থাৎ ক্রিয়া ও কারক (কর্ত্তা কৰ্ম্ম সম্প্র-
দান প্রভৃতি), সে সমুদায়ই মিথ্যাশ্রপক বা অবিদ্যাবিজৃম্বিত । সেই
জ্ঞানই সে সকল বিদ্যার উদয়ে উপমর্দিত বা বিলীন হইয়া যায় । যথা—
“যে সময়ে জ্ঞানীর এ সমস্তই আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সে সময়ে বা তখন কে কি দিয়া
কি দেখিবে?” ইত্যাদি । ১ বাহারা বেদান্তোক্ত জ্ঞানের উদয়ের পরে
কৰ্ম্মাধিকারের আশা করেন, তাহাদের আশা চুরাশাই । বৈদান্তিক আত্মজ্ঞান
উদিত হইলে কৰ্ম্মাধিকার হওয়া দূরে থাকুক, তদ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদই
হইয়া থাকে । অতএব, বিদ্যার (জ্ঞানের) স্বাতন্ত্র্যই সিদ্ধান্ত, সাহিত্যপক
সিদ্ধান্ত নহে ॥ ৩।৪।১৬ ॥

উর্দ্ধরেতঃ আশ্রমে (সন্ন্যাসনামক চতুর্থাশ্রমে) বিদ্যার শ্রবণ আছে ।

* অশেষক্রিয়াবিভাগোপমর্দকত্বং জ্ঞানসৌক্তি নাস্তবিজ্ঞানং কৰ্ম্মাঙ্গমিতি ।

ঔপনিষৎ আত্মবিজ্ঞান কৰ্ম্মাঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উদয়ে কৰ্ম্মের উপমর্দন (বিনাশ)
দেখা যায় ।

† উর্দ্ধরেতঃস্থ চতুর্থাশ্রমে । শব্দে বৈদিকেষু শব্দেষু ।

বিদ্যায়া উপপত্ততে, কৰ্ম্মাভাবাৎ । ন হুমিহোত্রাদীনী বৈদিকানি কৰ্ম্মাণি তেষাং সন্তি । স্মাদেতৎ, উৰ্দ্ধরেতস আশ্রমা ন শ্রয়ন্তে বেদ ইতি, তদপি নাস্তি, তেহপি হি বৈদিকেষু শব্দেষ্ববগম্যন্তে । “ত্রয়ো ধৰ্ম্মস্কন্ধাঃ । যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা-তপ ইত্থ্যুপাসতে” “তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে” “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” “ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ” ইত্যেবমাদিষু । প্রতিপন্নাপ্রতিপন্নগার্হস্থ্যানামপাকৃতানপা-

[বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যে হেতুস্তরমাহ—উৰ্দ্ধরেতঃস্বিতি । বিদ্যাকৰ্ম্মণী নান্দ্রাক্ষিভূতে, মিথো ব্যতিরেকিভাদৃতুগমন-নৈষ্টিকব্রতবদিতি মত্বা যোজয়তি—উৰ্দ্ধেত্যাদিনা । তথাপি কথং কৰ্ম্মাঙ্কঃ বিদ্যায়া ব্যাসেধ্যতে, তত্রাহ ন চেতি । তেষামপি জ্ঞানাদিকৰ্ম্মাস্তীত্যশঙ্ক্যাহ নহীতি । বাধিতাম্বুত্বা তৎসম্ভাবেহপি বৈদিকান্নিহোত্রাদ্যভাবাৎ ন ক্রত্বজ্ঞানস্ত্রোত্যর্থঃ । শব্দে হীতি স্মত্ৰাবয়বব্যবৃত্ত্যামাশঙ্ক্যমাহ স্মাদিতি । স্মত্ৰাবয়বেনোত্তরমাহ তদপীতি । কৰ্ম্মানধিকৃতাক্ষাদি-বিষয়ং পারিব্রাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রতিপন্নৈতি । ঋণাপাকরণে শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং গৃহস্থশ্রোত্ৰাপাকৃতগ্নয়শ্রোত্ৰবোদ্ধিরেতঃশক্তির্মৈথুনাসমাচারোপলক্ষিতং পারিব্রাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপাকৃতৈতি ।

সাক্ষাদ্বিশ্রুতিবিরোধেহর্থবাদশ্রুতি-স্মৃত্যোৰ্দ্ধাধ্যতেত্যভিপ্রেত্যোক্তম্ শ্রুতীতি । শ্রুতিব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদিত্যাশ্রা দর্শিতা, স্মৃতিস্ত “বশ্যশ্রমবিকল্পমেকে ক্রবতে যমিচ্ছেৎ তমাবসেৎ” ইত্যাত্তোদাহার্যা । উৰ্দ্ধরেতঃশ্রাশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সিদ্ধৌ ফলিতমাহ তস্মা-

সে আশ্রমে কিরূপে বিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্কতা স্থিৎ রাখিবে? সে আশ্রমে ত কৰ্ম্ম নাই? সে আশ্রমে, কি অগ্নিহোত্র কি অন্ত কৰ্ম্ম কোন কৰ্ম্মই নাই । [স্মাদেতৎ...দিষু] কৈ? বেদে ত উৰ্দ্ধরেতঃ আশ্রমের শ্রবণ নাই? (উৰ্দ্ধরেতানাংক আশ্রমই নাই; স্মতরাং সে আশ্রমের উল্লেখ জ্ঞানের কৰ্ম্মাঙ্কতার ব্যতিচার প্রদর্শন অসিদ্ধ বা অযৌক্তিক) এ কথাও বলিতে পার না । কারণ, উৰ্দ্ধরেতঃ আশ্রমও বৈদিক শব্দে পাওয়া যায় বা দেখা যায় । যথা—“ধৰ্ম্মস্কন্ধ তিন্—দান, অধ্যয়ন ও তপঃ ।” “বাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক তপঃ উপাসনা করে।” “বাহারা অরণ্যে তপঃশ্রদ্ধার উপাসনা করে।” “পরিব্রাজকণ এই লোক ইচ্ছা করিয়াই প্রব্রজ্যা করেন।” “ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইলেই পরিব্রাজক হইবেক অর্থাৎ প্রব্রজ্যাশ্রম লইবেক ।” ইত্যাদি । [এতি...ইতি] গার্হস্থ্যপ্রাপ্ত হউক বা গার্হস্থ্যপ্রাপ্ত না হউক, ঋণজয় অপাকৃত হউক বা অনপাকৃতই

উৰ্দ্ধরেতঃ আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে বিদ্যাশ্রুতি দেখা যায় । যে আশ্রমে কৰ্ম্ম নাই, প্রকৃত কৰ্ম্মের তাগই, আছে, সেই আশ্রমেই জ্ঞানের বিধান । ইহাতেও বুঝা যায়, কৰ্ম্মের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ-সংক নাহি । কৰ্ম্মত্যাগের আশ্রয়ীভূত চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাস) বেদশঙ্ক্যাবোধিত । (ভাষ্য দেখ) ।

কৃতর্গানাঞ্চোদ্ধারিতস্ত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্, তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং
বিদ্যায়া ইতি ॥ ৩।৪।১৭ ॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি

॥ ৩।৪।১৮ ॥ *

“ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ” ইত্যাদয়ো যে শব্দা উদ্ধারিতসামাশ্র-
মাণাং সম্ভাবায়োদাহৃত্যঃ, ন তে তৎপ্রতিপাদনায় প্রভবন্তি।
যতঃ পরামর্শমেব শব্দেয়াশ্রমাস্তুরাণাং জৈমিনিরাচার্য্যো
মন্ততে, ন বিধিম্। কুতঃ। ন হত্র লিঙাদীনামন্ততমশ্চোদনা-
শব্দোহস্তু। অর্থাস্তুরপরত্বক্লেতেষাং প্রত্যেকমুপলভ্যতে।
“ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ” ইত্যত্র তাবদ্ “যজ্ঞোহধ্যয়নং দানম্ ইতি

দিত। তস্তাঃ স্বাতন্ত্র্যে কেবলায়াঃ সিদ্ধা মুক্তিঃ ফলিতেতি বক্তুমিতীতুল্যম্।
ইত্যনন্দগিবিঃ। ৩।৪।১৭ ॥]

সিদ্ধ-উদ্ধারিতসামাশ্রমিহে তদ্বিধানামকস্ম্যাক্ততয়াপবর্গতা ত্রাৎ। আশ্রমিহেন
[আশ্রমিহ মেব] ত্র্যেবামত্যাশ্রমপরামর্শমাত্রাণি সিধ্যতি, বিধাভাবাৎ। স্মৃত্যচারপ্রসি-
হউক, উদ্ধারিতস্ত্বং অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব,
তদনুসারেও সিদ্ধার স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধি হয় ॥ ৩।৪।১৭ ॥

উদ্ধারিতঃ আশ্রম আছে, তাহা শাস্ত্রীয়, এতৎপ্রতিপাদনাধ- যে সকল
শব্দ “ধর্মস্বক্কা তিন্” ইত্যাদি প্রকারে প্রদর্শিত হইল, সে সকল সে আশ্রমের
প্রতিপাদক নহে, অর্থাৎ তদ্বারা চতুর্থাশ্রমসম্ভাব প্রতিপাদিত হয় না। কারণ,
জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, ঐ সকল শব্দে বিধি-বিভক্তি নাই।
বিধিবিভক্তি না থাকায় ঐ সকলের মাত্র পরামর্শতা অর্থাৎ মাত্র উল্লেখভাব
প্রভীত হয়, চতুর্থাশ্রম প্রতিপাদিত হয় না। ফলিতার্থ—চতুর্থাশ্রম অসিদ্ধ।
লিঙ অথবা অত্র কোনও বিধায়ক শব্দ ঐ স্থলে দৃষ্ট হয় না এবং ঐ সকলের
প্রত্যেকের অত্র অর্থে তাৎপর্য থাকিও প্রভীত হয়। [ত্রয়ো...ইতি] “ধর্মস্বক্কা

* পরামর্শঃ অনুবাদঃ। বিধায়কাঃ শব্দ্যচোদনা। তে চ লিঙাদয়ত্তদভাবোহিচোদনা।
অপবাদো নিশ্চ। জৈমিনিরাচার্য্যেষু তেষু বাক্যেব পরামর্শমবদমাশ্রমাস্তুরস্য মন্ততে, ন
বিধিম্। যতঃ অচোদনা বিধায়কশব্দভাবস্তত্রৈতি শেষঃ। ন কেবলমচোদনা, অপি চাপবদতি
নিশ্চতি প্রত্যেকা শ্রুতিরশ্রমাস্তুরম্। উদাহৃতেষু বাক্যেব লিঙাদ্যভাবাৎ পারিত্রাজ্যস্ত বিধেয়তা
(অনুভূতত্বা) নাস্তীত্যর্থঃ। তৎপরামর্শস্ত ব্রহ্মসংহতাস্ততঃ, ন তু তদ্বিধানার্থমিতি জৈমিনেশ্চেতম্।

উদ্ধারিতঃ শ্রুতি চতুর্থাশ্রম-সন্ন্যাসাশ্রম প্রতিপাদক যে সকল প্রমাণ (শাস্ত্র) আহরণ
করিলে, দেখাইলে, সে সকল তাহা (চতুর্থাশ্রম সম্ভাব) সমর্থন করিতে শক্তি নহে। কারণ,
জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, শাস্ত্রে গার্হস্থ্য ব্যতীত আশ্রমাস্তুরের বিধান নাই। ধর্মস্বক্কা ইত্যাদি

প্রথমঃ । তপ এব দ্বিতীয়ঃ । ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ো-
হত্যস্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেহবসাদয়ন, সৰ্ব্ব এতে পুণ্যলোকা
ভবন্তি” ইতি পরামর্শপূর্ব্বকমাশ্রমাগমনাত্যস্তিকফলত্বং
সঙ্কীৰ্ত্ত্য, আত্যস্তিকফলতয়া ব্রহ্মসংস্থতা স্তুয়তে “ব্রহ্ম-
সংস্থোহমৃতত্বমেতি” ইতি । নমু পরামর্শেহপ্যাশ্রমা গম্যস্ত-
এব । সত্যং গম্যন্তে, স্মৃত্যাচারাত্যস্ত তেবাং প্রসিদ্ধির্ন

দ্বিষ্ট তেবাং প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধপ্রামাণ্যম্ । নিন্দতি হি প্রত্যক্ষা শ্রুতি-
রাশ্রমাস্তরং ‘বীরহা বা এষ দেবানাম্’ ইত্যাদিকা । প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে চ
স্মৃত্যাচারায়োরপ্রামাণ্যমুক্তং ‘বিরোধে ত্বনপেক্ষং শ্রাদ্দসতি হুমানম্’ ইতি । তদে-
তৎ সৰ্ব্বমাহ ‘ত্রয়ো ধর্ম্মস্বক্কাঃ’ ইত্যাদিনা ‘অনধিকৃতবিষয়া বা’ ইত্যন্তেন । অঙ্ক-
পদ্ধাদয়ো হি যে নৈমিত্তিককর্মানধিকৃতাত্মান্ প্রত্যশ্রমাস্তরবিধিরিতি ।

তিন্, তন্মধ্যে প্রথম স্বক্ক যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান । (এই বাক্যে গার্হস্থ্যের পরামর্শ
অর্থাৎ উল্লেখ বা অনুসন্ধান করা হইয়াছে) । দ্বিতীয় স্বক্ক তপশ্চরণ । (এই
বাক্যে বানপ্রস্থ্যশ্রম পরামৃষ্ট হইয়াছে) । তৃতীয় স্বক্ক ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্যকুলে
বাস, গুরুকুলে বাস দ্বারা অপনাকে (দেহকে) অতিশয়িতরূপে অবসন্ন করা ।
(ইহাই ব্রহ্মচর্য্যশ্রমের স্মারক) । যাহারা তাহা করে, তাহার সাক্ষ্যেই
পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয় ।” এই শ্রুতি আশ্রমত্রয়ের পরামর্শ (অনুবাদ বা
অনুসন্ধান) করতঃ সে সকল আশ্রমের ফলের অনিত্যতা ব্যক্ত করিয়া
অবশেষে ব্রহ্মনিষ্ঠতার (ব্রহ্মজ্ঞানের) স্তুতি বা প্রশংসা করিয়াছেন ।
যথা—“ব্রহ্মনিষ্ঠ অমৃতত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত হয় ।” এখানে দেখ, স্পষ্টতঃ
আশ্রমবিধায়ক শব্দ নাই, অর্থাৎ গার্হস্থ্য ব্যতীত অত্রাশ্রমেব গ্রহণ
করিবেক, এমন কোন বিধান এতদ্বাক্যে লক্ষ্য হইতেছে না । [নমু...বা]
যদি বল, আশ্রমবোধক শব্দের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ আছে, ঐ উল্লেখের
বলেই আশ্রমাস্তরের বিধান লক্ষ্য হইবেক ; পূর্ব্বোক্ত উল্লেখ ও অনুবাদ অর্থাৎ
পরামর্শনামে প্রসিদ্ধ এবং অনুবাদ পূর্ব্ববাদসাপেক্ষ ; সুতরাং অনুবাদ
বা পরামর্শ দেখিলেই প্রতীত হয়, পূর্ব্বক অত্র তাহার প্রসিদ্ধি বা বিধান আছে ।
(অতএব, পরামর্শও বিধানসিদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য) । তাহা সত্য
বটে ; কিন্তু সে প্রসিদ্ধি স্মৃতি ও আচার হইতে সম্প্রসৃত । কিন্তু সাক্ষ্যে কোন
প্রত্যক্ষা শ্রুতিকে ঐ সকল আশ্রমের বিধান করিতে দেখা যায় না । যেহেতু
আশ্রমাস্তর শ্রুতিবিহিত নহে ; সেই হেতু কেবলমাত্র স্মৃত্যাচারপ্রসিদ্ধ
আশ্রমাস্তর শ্রুতিবিরুদ্ধ, সেই হেতু সে সকল অনাদরণীয় । কিংবা যাহারা

বাক্যে লিঙ্ প্রতীতি বিধায়ক শব্দ নাই । অপিচ, আশ্রমবাচক শব্দও নাই ; অধিকন্তু আশ্রমাস্ত-
রের অপবাদ অর্থাৎ নিশ্চা আছে । ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে চতুর্থ্যশ্রম অবৈধ (বিধিবোধিত
নহে, সুতরাং অনুষ্ঠেয়ও নহে) ।

প্রত্যক্ষায়াঃ শ্রুতেঃ। অতশ্চ প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে সত্য-
নাদরণীয়াস্তে ভবিষ্যন্ত্যনধিকৃতবিষয়া বা।

নমু গার্হস্থ্যমপি সৰ্ব্বৈবোদ্ধারেতোভিঃ পরামৃষ্টং “যজ্ঞো-
হধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ” ইতি। সত্যমেবম্, তথাপি তু গৃহস্থং
প্রত্যোবাগ্নিহোত্ৰাদীনং কৰ্ম্মণাং বিধানাং শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব
তদন্তিস্থম্। তস্মাৎ স্তুত্যাৎ এবায়ং পরামর্শো ন চোদনার্থঃ।
অপি চ, অপবদতি হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিরাত্মশ্রমান্তরং “বীরহা বা এষ
দেবানাং যোহগ্নিমুদ্বাসয়তে।” “আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহুত্যা
প্রজাতস্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীর্নাপুত্রস্য লোকেহস্তীতি।” “তৎ

অপি চাপবদতি হি। ন কেবলমতপরতয়া পরামর্শাত্মশ্রমান্তরং ন লভ্যতে,
অপি স্বাপ্রমান্তরনিন্দাধারোণাপবাদপীত্যাৰ্থঃ।

শ্রাদেতৎ। ভবত্বেষ পরামর্শোহন্ত্যর্থঃ। যে চেমেহরণ্য ইত্যাদিত্যত্মশ্রমান্তরং
সেৎশ্রুতীত্যত আহ—“যে চেমেহরণ্যে” ইতি। অস্ত্যপি দেবপথোপদেশপরত্বাৎ
নৈতৎপরত্বমিত্যাৰ্থঃ।

গার্হস্থ্যশ্রমের অনধিকারী—অমুপযুক্ত, তাহাদেরই জন্য অন্যান্য আশ্রম বিহিত,
(অন্ধ ও পশু প্রভৃতি—যাহারা কৰ্ম্ম করিতে অশক্ত—তাহারাই কৰ্ম্মত্যাগরূপ
সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী)।

[নমু...চোদনার্থঃ] বলিতে পার যে, যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান, এই কথায়
গার্হস্থ্যও পরামৃষ্টে (অভিহিত) হইয়াছে এবং তাহা উদ্ধারেতঃ—আশ্রম বাক্যেব
একাংশ, স্মৃতরাৎ উদ্ধারেতঃ আশ্রম অপ্রামাণিক হইলে গার্হস্থ্যও অপ্রামাণিক
হইবে। ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত বাক্যে গার্হস্থ্যের
পরামর্শ (অমুবাদ) হইয়াছে সত্য ; পরন্তু গৃহস্থকর্তব্য অগ্নিহোত্ৰাদি কৰ্ম্মের
বিধান শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। অর্থাৎ সে আশ্রম সাক্ষাৎ শ্রুতির (শব্দের) দ্বারা বিহিত।
যেহেতু তাহা শ্রুতিবিহিত, সেই হেতু উদাহৃত বাক্যে তাহার পরামর্শ অর্থাৎ
অমুবাদ। এই অমুবাদ বা পরামর্শ বিধানার্থ নহে ; কিন্তু স্তুত্যাৎ (প্রশংসার্থ)।
[অপিচ...বিধিঃ] আরও দেখ, শ্রুতি সাক্ষাৎ নিন্দার্থবাচী শব্দে অন্ত্যান্য
আশ্রমের অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা করিয়াছেন। যথা—“যে অগ্নি পরিত্যাগ
করে, সে-ই দেবতাদের বীৰ্যহন্তা হয়, অথবা সেই ব্যক্তিই দেবগণের মধ্যে
‘অবস্থান করতঃ বীৰ্যহাতী হয়।” “বেদদাতা গুরুকে তাহার অভিলষিত ধন
(গুরুদক্ষিণা) প্রদান করতঃ পরে সম্ভান-পরম্পরার বিচ্ছেদ করিও না।
অপুত্রের লোক (স্বর্গাদি) নাই।” “তাহাদিগের সকলকেই পশুতুল্য জানিবে।”
ইত্যাদি। “যাহারা অরণ্যবাসী হইয়া শ্রদ্ধা ও তপঃসহকারে উপাসনা করে”
ইত্যাদি বাক্যেও আশ্রমান্তরের উপদেশ হয় নাই। ঐ সকল বাক্যে
দেবদান পথের উপদেশ হইয়াছে মাত্র।

সর্বৈ পশবো বিদুঃ” ইত্যেবমাশ্রা । তথা “যে চেমেহরণ্যে
শ্রদ্ধাতপ ইতু্যপাসতে । তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে”
ইতি চ দেবযানোপদেশো নাশ্রমাস্তুরোপদেশঃ ।

সন্দিগ্ধক্যাশ্রমাস্তুরাভিধানং “তপ এব দ্বিতীয়ঃ” ইত্যেবমা-
দিষু । তথা “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি”
ইতি লোকসংস্তুবোহয়ং* ন পারিব্রাজ্যবিধিঃ । ননু “ব্রহ্মচর্য্যা-
দেব প্রব্রজেৎ” ইতি বিস্পষ্টমিদং প্রত্যক্ষং পারিব্রাজ্যবিধানং
জাবালানাম্ । সত্যমেবমেতৎ, অপেক্ষ্য ত্বেতাং শ্রুতিময়ং বিচার
ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩ । ৪ । ১৮ ॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩।৪।১৯॥*

অনুষ্ঠেয়মাশ্রমাস্তুরং বাদরায়ণ আচার্যো মন্যতে, বেদেষু

ন চাত্তপরাদপি স্মৃততরাশ্রমাস্তুরপ্রত্যয় ইত্যাহ—“সন্দিগ্ধক্” ইতি । ন হি
তপ এব দ্বিতীয় ইত্যশ্রমাস্তুরাভিধায়ী কশ্চিদন্তি শব্দ ইতি । নন্বতমেব
প্রব্রাজিন ইতি বচনাদাশ্রমাস্তুরং সৎস্তুতীত্যত আহ—“তথা এতমেব” ইতি ।
“এতদপি লোকসংস্তুবনপরম্” ইতি । অধিকরণারম্ভমাক্ষিপ্য নাস্তি প্রত্যক্ষ-
বচনমিতি কুত্वा চিন্তেয়মিতি সমাধত্তে—“ননু ব্রহ্মচর্য্যাদেব” ইতি ॥ ৩ । ৪ । ১৮ ॥

ভবত্ত্বার্থঃ পরামর্শস্তথাপ্যেতন্মাদাশ্রমাস্তুরাণি প্রতীয়মানানি চ নাপা-

“তপস্তাই দ্বিতীয়” ইত্যাদি বাক্যে আশ্রমাস্তুরের কখন হইয়াছে কি-না,
সন্দেহ । (কারণ, ঐ সকল স্থলে আশ্রমবাচক শব্দ নাই ।) “পরিব্রাজকগণ
এই লোক (আত্মলোক, মোক্ষ) ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা করেন । ” এই স্থলে
সন্ন্যাসাশ্রমেব পর্যায়ে (নামাস্তুরে) প্রব্রজ্যা-শব্দ আছে সত্য ; পরন্তু তাহাতে
বিধায়ক শব্দ (লিঙ্গ্ বিভক্তি প্রভৃতি) না থাকায় তাহার দ্বারা পারিব্রাজ্যের
(চতুর্থাশ্রমের) বিধান সিদ্ধ হয় নাই । উহা বিধেয় বা অনুষ্ঠেয়রূপ নহে ।
কেবল লোকস্তুতির জন্যই উহার উল্লেখ । [ননু দ্রষ্টব্যম্] যদি বল, ব্রহ্মচর্য্য
হইতে প্রব্রজ্যা করিবেক, এই ত জাবালদিগের বিধান আছে ? “প্রব্রজেৎ—
প্রব্রজ্যা করিবেক” এই ত সন্ন্যাসবিধায়ক প্রত্যক্ষা শ্রুতি আছে ? ইহার প্রত্ন্যস্তর
—ঐ শ্রুতি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই এতৎ বিচার উপস্থাপিত করা
হইয়াছে ॥ ৩ । ৪ । ১৮ ॥

অত্রাত্ম আশ্রমও গার্হস্থ্যের স্তায় অনুষ্ঠেয় (বিধেয় বা বিধানলব্ধ), ইহা

* আশ্রমাস্তুরমিতি যোজ্যম্ । সাম্যং সমানত্বং পরামর্শত, তন্মাত্ । সিদ্ধান্তনুসারেণ ।
বাদরায়ণ মূনির মত এই যে, অত্র আশ্রমও গার্হস্থ্যবৎ অনুষ্ঠেয় । কারণ এই যে, আশ্রম
সমূহের পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ সমান । উদাহৃত বাক্যে গার্হস্থ্যের অনুবাদ যজ্ঞপ, আশ্রমা-
স্তুরের অনুবাদও তজ্ঞপ, ইত্যরাং পরামর্শস্যম্য বলে অত্র আশ্রমও গার্হস্থ্যের স্তায় অনুষ্ঠেয়
বা বিধেয় । (ভাব্যাধিবাদ দেখ) ।

শ্রবণাৎ, যিহোত্রাদীনাক্ষাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ তদ্বিরোধাদনধিকৃতানুষ্ঠেয়মা-
শ্রমাস্তরমিতি হীমাং মতিং নিরাকরোতি গার্হস্থ্যবদেবামশ্রমাস্তর-
মপ্যনিচ্ছতা প্রতিপত্তব্যমিতি মন্তমানঃ । কৃতঃ ।*সাম্যশ্রুতেঃ ।
সমানা হি গার্হস্থ্যেনামশ্রমাস্তরস্য পরামর্শশ্রুতিদৃশ্যতে “ত্রয়ো
ধর্মস্বক্কাঃ” ইত্যাদ্য । যথেষ্ট শ্রুত্যস্তরবিহিতমেব গার্হস্থ্যং
পরামৃষ্টম্, এবমামশ্রমাস্তরমপীতি প্রতিপত্তব্যম্ । যথা চ
শাস্ত্রাস্তরপ্রাপ্তয়োরেব নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ পরামর্শ উপবীত-
বিধিপরে বাক্যে । তস্মাৎ তুল্যমনুষ্ঠেয়ত্বং গার্হস্থ্যেনামশ্রমাস্তরস্য ।

করণমর্হন্তি । এবং তাত্ত্বপাক্রিয়েরন্ যজ্ঞস্যন্ প্রতীয়েরন্, প্রতীয়মানানি
বা শ্রুত্যা বাধেরন্ । ন তাবন্ প্রতীয়ন্তে । তথাহি—ত্রয়ো ধর্মস্বক্কা ইতি
স্বক্কত্রিৎ প্রতিজ্ঞাতম্ । তত্র স্বক্কশব্দো যজ্ঞাশ্রমপরো ন স্তাদপি তু সমূহবচনঃ,
ততো ধর্ম্মাণাং যজ্ঞাদীনাম্ প্রাতিষ্বিকোৎপত্তীনাম্ কিমপেক্ষ্য ত্রিৎ সম্বাস্ত

বাদবায়ণের (ব্যাসের) মত । তৎপ্রতি হেতু—সাম্যশ্রবণ । বেদে সমান-
রূপে আশ্রমচতুষ্টয় শ্রুত হইয়াছে, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়,
গৃহস্থ তাহার অধিকারী, অত্র আশ্রম তাহার বিপরীত বা বিরোধী (অন্য
আশ্রমে অবশ্যানুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদির আচরণ দেখা যায় না), সুতরাং অগ্নি-
হোত্রাদি কৰ্ম্মে অসমর্থ অন্ধ পক্ষ প্রতীতির জন্যই কৰ্ম্মবর্জিত আশ্রমাস্তরের
বিধান ; অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিই অগত্যা কৰ্ম্মবর্জিত আশ্রমের অধিকারী ;
এইরূপ মতি (বুদ্ধি) সূত্রকার ব্যাস এতৎস্বত্রে নিরাকৃত করিতেছেন ।
সূত্রকার ভাবিয়া দেখিয়াছেন, ইচ্ছা না থাকিলেও বাদীদিগকে গার্হস্থ্যের
ন্যায় অত্রাশ্রমের বিধান স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, পরামর্শ ও শ্রুতি
দুই দিকেই সমান । [সমান...বিদ্যায়া] ধর্ম্মস্বক্ক তিন, এই শ্রুতিতে
গৃহাশ্রম ও অন্য আশ্রম সমানরূপে পরামৃষ্ট হইয়াছে । ধর্ম্মস্বক্কবাক্যে
শ্রুত্যস্তরবিহিত গার্হস্থ্যের যদ্রূপ পরামর্শ (অনুবাদ), শাস্ত্রাস্তরবিহিত
অন্য আশ্রমেরও তদ্রূপ পরামর্শ (অনুবাদ) আছে, ইহা জানিবে । এক
স্থানে বিহিত বিষয় যে, অন্য স্থানে পরামৃষ্ট (অনূদিত) হয়, তাহার
উদাহরণ (দৃষ্টান্ত) আছে । যেমন উপবীতবাক্যে শাস্ত্রাস্তরপ্রাপ্ত নিবীত ও
প্রাচীনাবীত * পরামৃষ্ট (অনূদিত) হয় বা হইয়াছে, সেইরূপ উদাহৃত

* উত্তরীয় বস্ত্র মালাবৎ কণ্ঠলব্ধিত করতঃ ধারণ করিলে অথবা তদ্বারা দেহাঙ্কুরবন্ধন করিলে
নিবীত নাম প্রাপ্ত হয় । বাসস্বক্ক হইতে দক্ষিণভাগে উত্তরীয় স্থাপন করিলে তাহা উপবীত এবং
দক্ষিণ স্বক্করক্ক করতঃ বাসভাগাবলম্বী করিলে তাহা প্রাচীনাবীত নাম প্রাপ্ত হয় । মনুষ্য
কার্যে নিবীত, পিতৃকার্যে প্রাচীনাবীত, তদ্বির কার্যে উপবীত । পূর্ব্বমীমাংসার “নিবীতং
মনুষ্যাণাম্” ইত্যাদি বাক্যের উদ্দেশ্য বিচারিত হইয়াছে এবং তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, উপবীত
বিধানার্থই নিবীত ও প্রাচীনাবীত পরামৃষ্ট (অনূদিত) হইয়াছে ।

তথা “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” ইত্যশ্চ বেদানুবচনাদিভিঃ সমভিব্যাহারঃ। “যে চেমেহরণ্যে” ইত্যু-
পাসতে ইত্যশ্চ চ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা।

যত্ ক্তং “তপ এব দ্বিতীয়ঃ” ইত্যাদিষ্মাশ্রমাস্তরাভিধানং সন্ধিক্রমিতি। নৈষ দোষঃ, নিশ্চয়কারণসম্ভাবাৎ। “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইতি হি স্কন্ধত্রিত্বং প্রতিজ্ঞাতং, ন চ যজ্ঞাদয়ো ভূয়াংসো ধর্ম্মা উৎপত্তিভিন্নাঃ সন্তোহন্যত্রাশ্রমসম্বন্ধাৎ ত্রিত্বে-
হন্তর্ভাবয়িতুং শক্যন্তে। তত্র যজ্ঞাদিলিঙ্গে গৃহাশ্রম একো ধর্ম্মস্কন্ধো নির্দিষ্টঃ। ব্রহ্মচারীতি চ স্পষ্ট আশ্রমনির্দেশঃ। তপ

ব্যবহা-প্যেত। এতৈকশ্রমোপসংগৃহীতাস্বাশ্রমাণাং ত্রিভাষ্যক্যান্বিধে ব্যবহা-
পয়িতুমিত্যাশ্রমত্রিত্বপ্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ। তত্র যজ্ঞাদিলিঙ্গে গৃহাশ্রম একো ধর্ম্ম-
স্কন্ধঃ, ব্রহ্মচারীতি দ্বিতীয়স্তপ ইতি চ। তপঃপ্রধানাত্ত্ব বানপ্রস্থশ্রমাত্তো ব্রহ্ম-
সংস্থ ইতি চ পারিশেষ্যাৎ পরিব্রাড়াতি বক্ষ্যতি। তস্মাদনুপরাদপি পরামর্শ-
দাশ্রমাস্তরাণি প্রতীয়মানানি দেবতাদিকরণত্বায়েন ন শক্যন্তেহুপকর্ত্ত্বম্।
ন চ প্রত্যক্ষপ্রতিবিরোধঃ, বীরহা বেত্যাদেঃ প্রতিপন্নগার্হস্থ্যং প্রমাদাদজ্ঞান-
দ্বায়িমূধাসয়িতুং প্রবৃত্তং প্রত্যুপপত্তেঃ। এবঞ্চাবিরোধে সিদ্ধবৎ পরামর্শদা-
শ্রমাস্তরাণাং শাস্ত্রাস্তরসিদ্ধিং বা কল্পয়িষ্যামো যথোপবীতবিধিপরে বাক্যে

বাক্যেও আশ্রমাস্তরের পরামর্শ হইয়াছে এবং সে পরামর্শ সাধু বলিয়া গণ্য।
ফল কথা এই যে, অন্যান্য আশ্রমও গার্হস্থ্যের ত্রায় অন্তর্ভুক্ত। অপিচ,
“পরিব্রাজকগণ এই আত্মলোক লাভার্থ প্রব্রজ্য (সর্বকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস)
করেন” এই বাক্য ও “ব্রাহ্মগণ দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, ইত্যাদির দ্বারা
ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা করেন” এই বেদানুবাচন-বাক্য একসঙ্গে পণ্ডিত এবং,
“যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাই তপঃস্থানীয়, এইরূপে উপাসনা করে” এই বাক্যও
পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিধায়ক বাক্যের সাহিত্যে (এক সঙ্গে) অভিহিত; (সুতরাং
তুল্যবিধান)।

[যত্ ক্তং...শ্রমাস্তরম্] বলিয়াছিল যে, “তপ এব দ্বিতীয়ঃ” এই বাক্যে
আশ্রমাস্তরের বিধান হইয়াছে কি-না সন্দেহ, বস্তুতঃ তাহা সন্দেহযুক্ত নহে।
যখন নিশ্চায়ক হেতু আছে, তখন তাহাতে সন্দেহ করা অযুক্ত। নিশ্চায়ক
হেতু থাকিলে ঐরূপ উক্তি দোষ বহন করে না। বিবেচনা কর, “তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধ”
এই প্রথমোক্ত বাক্যে তিন্ সংখ্যা পরিগণিত বা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। শাস্ত্রে
যজ্ঞাদি বহু ধর্ম্ম অভিহিত থাকায় আশ্রম-বিভাগ ব্যতীত সে সমুদায় তিনের
অন্তর্ভূত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং প্রতীত হইতেছে যে, যজ্ঞাদিচিহ্নিত
গৃহাশ্রম প্রথম স্কন্ধ, ব্রহ্মচার্য্যশ্রম (ব্রহ্মচারী শব্দ বিস্পষ্ট আশ্রমবাচক) দ্বিতীয়

ইত্যপি কোহন্যস্তপঃপ্রধানাদাশ্রমাদ্ধর্মস্বক্কেহ ভ্যুপগম্যেত। “যে চেমেহরণ্যে” ইতি চারণ্যলিঙ্গাৎ শ্রদ্ধাতপোভ্যামাশ্রমগৃহীতিঃ। তস্মাৎ পরামর্শেইপ্যনুষ্ঠেয়মাশ্রমাস্তরম্ ॥ ৩।৪।১৯ ॥

বিধিব্যা ধারণবৎ ॥ ৩।৪।২০ ॥*

বিধিব্যায়মাশ্রমাস্তরম্, ন পরামর্শমাত্রম্। ননু বিধিত্বা-
ভ্যুপগম একবাক্যতাপ্রতীতিরূপরূপেত। প্রতীয়তে চাত্রৈ-

‘উপবায়তে দেবলক্ষ্যমেব তৎ কুরুতে’ ইত্যত্র ‘নিবীতং মহুষ্যাণাং প্রাচীনা-
বীতং পিতৃণাম্’ ইতি শাস্ত্রাস্তরসিদ্ধয়োর্নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ পরামর্শ
ইতি ॥ ৩।৪।১৯।

যতপি ব্রহ্মসংস্থত্বপ্রতিপত্তয়ত্যাশ্রম সন্দর্ভশ্চেকবাক্যতা গম্যতে। সম্ভবন্ত্যা-
কৈকবাক্যতাস্যাং বাক্যভেদোহস্তাভ্যাং, তথাপ্যাশ্রমাস্তরাণাং পূর্বসিদ্ধেরভাবাৎ
পরামর্শাভ্যুপপত্তেরপরামর্শে চ স্তুতেরসম্ভবেন কিম্পরতয়া একবাক্যতাহস্ত,
ইতি তাং ভক্ত্য। ধারণবৎধর্মপূর্বত্বাদিধিরেবাহস্ত। যথা—“অথস্তাৎ সমিধং
ধারণম্নহস্তবেতুপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি” ইত্যত্র সত্যামপ্যধোধারণেনৈকবাক্য-

স্বক এবং ত্রপোনামক অত্র একটা স্বক তাহার তৃতীয়। এই স্থানে জিজ্ঞাস্ত এই
যে, তপঃশব্দে তপস্তাপ্রধান আশ্রম ব্যতীত অত্র কিছু গ্রহণ করিতে পার না।
অত্র কোন ধর্মস্বক গ্রহণ করিবে? অবশ্যই অরণ্য-শব্দের সামর্থ্যে ও শ্রদ্ধাতপঃ-
শব্দের দ্বারা অতিরিক্ত এক আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহাই হয়,
তবে তাহা চতুর্থাশ্রম ব্যতীত অত্র কিছুই নহে। অতএব, পরামর্শ অর্থাৎ
অনুবাদ-বাক্য হইলেও তদ্বারা (ধর্মস্বকশব্দবচনিত বাক্যের দ্বারা) গার্হস্থ্যের
তায় চতুর্থাশ্রমেরও বৈধতা অবধারিত হয়; সুতরাং উপসংহার—উত্তরাশ্রমও
গার্হস্থ্যের সহিত সমান অনুষ্ঠেয় (বিধেয় বা বিধিবোধিত) ॥ ৩।৪।১৯ ॥

অথবা ঐটাই বিধায়ক বাক্য। ঐ বাক্যেই আশ্রমাস্তরের কেবল উল্লেখমাত্র
হয় নাই, উহাতে বিধানও হইয়াছে। ঐ বাক্যকে বিধিবাক্য বলিয়া অস্বীকার
করিতে গেলে একবাক্যতা প্রতীতির বাধা জন্মে সত্য; (তিন ধর্মস্বকের
ফল পুণ্যলোকপ্রাপ্তি, কিন্তু ব্রহ্মসংস্থতার ফল মোক্ষ। এই যে, ব্রহ্মনিষ্ঠতার
প্রশংসা, এ প্রশংসার দ্বারা সমুদায় বাক্য একীকৃত হয়; হইয়া একই অর্থের
প্রতীতি জন্মায়; সুতরাং ঐকাশ্রম্যই বিহিত বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়া যায় সত্য;)

* যেভাবেধারণে। বিধিরেবাহরণ ন পরামর্শঃ। ধারণবদিতি দৃষ্টান্তঃ। একবাক্যতা-
জানেহপি তন্ত্যাপেনাপূর্ব্বার্ধে বিধৌ দৃষ্টান্তঃ—ধারণবদিতি। ভাব্যে চৈতদ্বিত্তমতি।

পরামর্শ পক্ষ স্বীকার করিলেও চতুর্থাশ্রমের অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বিচার
চক্ষে দেখিতে গেলে ঐ বাক্যই তাহা বিধায়ক বলিয়া প্রতীত হইবে। পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন
উপরিধারণ বাক্যে বিধি, সেইরূপ এখানেও ধর্মস্বক বাক্যে আশ্রমবিধি। দৃষ্টান্তের বিবরণ
ভাষ্য ব্যাখ্যায় পাইবেন।

কবাক্যতা—পুণ্যলোকফলাত্নয়ো ধর্মস্ফঙ্কাঃ, ব্রহ্মসংস্থতা ত্বমুতত্ব-
ফলেতি । সত্যমেতৎ । সতীমপি ত্বেকবাক্যতাপ্রতীতিং পরি-
ত্যজ্য বিধিরেবাভ্যুপগন্তব্যঃ, অপূর্বত্বাদ্বিধ্যাস্তরশ্চাদর্শনাৎ,
বিম্পষ্টাচ্চাশ্রমাস্তরপ্রত্যয়াং গুণবাদকল্পনয়ৈকবাক্যত্বপ্রয়োজনা-
নুপপত্তেঃ । ধারণবৎ । যথা “অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্নুদ্রবেদু-
পরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি” ইত্যত্র সত্যামপ্যধোধারণেনৈক-
বাক্যতাপ্রতীতো বিধীয়ত এবোপরিধারণমপূর্বত্বাৎ । তথা

তাপ্রতীতো বিধীয়ত এবোপরিধারণমপূর্বত্বাৎ । যথোক্তম্ “বিধিস্ত ধারণে-
হপূর্বত্বাৎ” ইতি, তথোপ্যাশ্রমাস্তরপর্যামর্শশ্রুতিরধিরেবেতি কল্যাতে । সম্প্রতি
পর্যামর্শেহপীতরেযামাশ্রমাণাং ব্রহ্মসংস্থতাসংস্তবসামর্থ্যাদেব বিধাতব্য । ন
পরন্তু সে একবাক্যতা ও ঐক্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া বিধিত স্বীকার করাই সম্ভব ।
কারণ এই যে, ঐ আশ্রমবিশেষ অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বপ্রাপ্ত নহে । ফলিতার্থ
এই যে, তদ্বিধায়ক বিধ্যাস্তর দৃষ্ট হয় না, বিধ্যাস্তর দৃষ্ট না হওয়ায় উদাহৃত
বাক্যেই প্রোক্ত আশ্রমের বিধান অবশ্য স্বীকার্য । [বিম্পষ্টা...কল্যাতে]
যখন স্পষ্টতই আশ্রম প্রতীতি হইতেছে, তখন আব স্ততিবাদ কল্পনা করিয়া
একবাক্য করিবার প্রয়োজন নাই । পূর্বমীমাংসায় যেক্রমে ধারণ-বাক্যের
বিধিত স্বীকৃত হইয়াছে, এই উত্তরমীমাংসায়ও সেইক্রমেই উদাহৃত বাক্যের
বিধিত স্বীকৃত হইবে । একটা শ্রুতি আছে—“তাহার নীচে সমিধ স্থাপন
করিবেক । দেবতার উদ্দেশে উপরিধারণ করিবেক । এই বাক্যে “নীচে
সমিধ ধারণ” এই অংশে বিধিভিত্তিক ও উপরিধারণ অংশে পরামর্শ অর্থাৎ
অনুবাদ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; সুতরাং প্রতীত হয়, প্রদর্শিত তদুভয় বাক্য এক
হইয়া একই অর্থে অর্থাৎ অধোধারণরূপ অর্থেই বলবৎ করিতেছে । বস্তুতঃ
তাহা নহে । একবাক্যতা প্রতীত হইলেও উপরিধারণের অপূর্বত্ব থাকায়
(অত্র বাক্যে বিধিত না হওয়ায়) ইহাই স্থির হয় যে, প্রোক্ত সন্দর্ভ বাক্য-
দ্বয়ে বিভক্ত । তাহার শেষ বাক্যে উপরিধারণের বিধান অর্থাৎ বিধিভিত্তিক
না থাকিলেও, “উপরি ধারয়তি—উপরে ধারণ করিতেছে” এইরূপ প্রয়োগ
থাকিলেও, তাহা বিধি বলিয়া গণ্য । * এ কথা পূর্বমীমাংসার শেষ-লক্ষণে

* মহাপিতৃবজ্র ও মৃত ব্যক্তির অগ্নিহোত্র, এই দুই স্থলে ঐ বাক্য কথিত হইয়াছে । বাক্যের
অর্থ এই যে, যখন হোমীয় যুতাদি শ্রক্ নামক হোমপাত্রে লইয়া হোমকৃতসমীপে নীত হইবে,
তখন পিত্র্য হোম হইলে সেই হোমীয় যুতাদির নীচে সমিধ পাতিত করিবেক । ইহার নাম
অধোধারণ, এবং বিধায়ক লিঙ বিভক্তি থাকায় এই অধোধারণ বাক্যই বিধিবাক্য । আর দৈব
(দেবতার উদ্দেশে) হোম হইলে তাহার উপরে সমিধ স্থাপন করে, এই বাক্যে যে, উপরে
সমিধ দিবার কথা আছে, তাহা উপবিধারণ । এই উপরিধারণ বিধিভিত্তিক দ্বারা অভিহিত
না হইলেও পূর্বাশ্রাপ্তা বিধার বিধি বলিয়া গণ্য । অর্থাৎ ধারয়তি শব্দের পরিবর্তে ধারয়েৎ

চোক্তং শেষলক্ষণে “বিধিস্ত ধারণেহপূর্বব্ৰাহ্মণ” ইতি। তদ্বদিহা-
প্যাশ্রমপরামর্শশ্রুতিবিধিরেবেতি কল্যতে।

যদাপি পরামর্শ এবায়মাশ্রমাস্তুরাণাং, তদাপি ব্রহ্মসংস্থতা
তাবৎ সংস্তবসামর্থ্যাদবশ্চবিধেয়াহভ্যুপগন্তব্য। সা চ কিং
চতুর্ষাশ্রমেষ যস্য কশ্চিৎ ? আহোম্বিং পরিত্রাজকশ্চৈব ? ইতি
বিবেক্তব্যম্। যদি চ ব্রহ্মচর্যাশ্রমেষু পরামৃশ্যমানেষু
পরিত্রাজকোহপি পরামৃশ্যঃ, ততশ্চতুর্ধামপ্যাশ্রমাণাং পরামৃশ্যত্বা-
বিশেষাদনাশ্রমিত্বানুপপত্তেশ্চ যঃ কশ্চিচ্চতুর্ষাশ্রমেষু ব্রহ্মসংস্থো
ভবিষ্যতি। অথ ন পরামৃশ্যঃ, ততঃ পরিশিষ্যমাণঃ পরিত্রাডেব
ব্রহ্মসংস্থ ইতি সেন্শ্রুতি।

ধৰ্মবিধেয়ং সংস্তূয়তে, তদর্থত্বাৎ সংস্তবশ্চেত্যাহ—“যদাপি” ইতি। অত্রাবাস্তুর-
বিচারমারভতে “সা চ কিং চতুষু” ইতি।

বিচারপ্রয়োজনমাহ—“যদি চ” ইতি।” নব্বনাশ্রম্যেব ব্রহ্মসংস্থো ভবিষ্যতীত্যত

অর্থাৎ অঙ্গবিচার সূত্রে সূত্রাক্ত আছে। যথা—“পূর্বপক্ষ বিদূষিত করিবে।
করিয়া ইহাই অবধারণ করিবে যে, অপূর্ব অর্থাৎ বাক্যাস্তর-প্রাপ্ত নহে বলিয়া
ধারণ-বাক্য বিধিবাক্য; অনুবাদ বাক্য নহে।” পূর্বমীমাংসার এই সূত্রে যেমন
ধারণের বিধি সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তেমনি, এই উক্ত মীমাংসাতেও আশ্রম-
শ্রুতির বিধি সিদ্ধান্তিত হইবে।

[যথাপি...যুক্তম্] ঐ বাক্য আশ্রমাস্তবের পরামর্শক হইলেও তদ্বারা
স্ততির সামর্থ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠতার বিধান হইতে পারে। “যদি স্তূয়তে তৎ বিধীয়তে
—যাহার স্ততি, তাহারই বিধান।” এতদ্ভূটে ব্রহ্মনিষ্ঠতাও বিধেয়, ইহা স্বীকৃত
হইলে, তখন বিবেচ্য হইবে যে, ব্রহ্মসংস্থা সকল আশ্রমের? কিংবা কেবলই
পরিত্রাজকের? যদি অত্র আশ্রমত্রয়েষ সহিত পরিত্রাজ্যও পরামৃশ্য হইয়া থাকে, তবে
অনাশ্রমি বাক্যের (“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ” এই বাক্যের)
সার্থক্য থাকিবেক না। তাহাতে এইরূপ বিধান নিষ্পত্তি হইবে যে, আশ্রম
চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন আশ্রমী ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারিবে। আর যদি আশ্রম-
ত্রয়ের সঙ্গে পরিত্রাজ্যের পরামর্শ না হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহা যদি অপ্রাপ্ত থাকে,
তাহা হইলে এই বিধানই লব্ধ হইবে যে, পরিত্রাজক কেবলই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন।
ফলতঃ, এই শেষ পক্ষই সঙ্গত। এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, তপঃশব্দটা বানশ্রম

এইরূপ পদপ্রযুক্ত করা হয়। এ সকল কথা পূর্বমীমাংসার আছে। অতএব, বক্ষ্য পূর্ব-
মীমাংসার উপরি সমিধ ধারণের অপূর্বতা দৃষ্টে পিত্র্যাহোম ও দৈবহোম, এই দুই বিষয়ে
অধোধারণ ও উপরিধারণ বিধের বলিয়া স্থির করা হয়। সে স্থলে যেমন বাক্যভেদ অর্থাৎ দুই
বাক্য স্বীকার করার দোষ হয় না, তজ্জপ, এখানেও দুই বাক্য দোষাবহ হইবেক না।

তত্র তপঃশব্দেন বৈখানসগ্রাহিণা পরামৃষ্টঃ পরিব্রাডপীতি
কেচিৎ । তদযুক্তম্ । ন হি সত্যাং গতো বানপ্রস্থবিশেষণেন পরি-

আহ—“নাশ্রমিত্ব” ইতি । তত্র পূৰ্বপক্ষমাহ—“তত্র তপঃশব্দেন” ইতি । অয়মভি-
সন্ধিঃ । ন তাবদব্রহ্মসংস্থ ইতি পদং প্রত্যন্তমিতাবয়বার্থং পরিব্রাজকেহংকর্ণাদি-
পদবদ্রুতম্ । তদাশ্রমপ্রাপ্তিমাত্রেনৈব অমৃতীভাব ইতি ন তত্ত্বাবায় ব্রহ্মজ্ঞানম-
পেক্ষতে । তথা চ নাত্তঃ পস্থা বিজ্ঞতেহয়ন্যন্যেতি বিরোধঃ । ন চ সম্ভবত্যা-
বয়বার্থে সমুদায়শক্তিকল্পনা । তন্মাদব্রহ্মণি সংস্থাহন্তেতি ব্রহ্মসংস্থঃ । এবং
চতুর্ষাশ্রমেবু যষ্টেব ব্রহ্মণি নিষ্ঠত্বমাত্রমিণঃ, স ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেন্তীতি
যুক্তম্ । তত্র তাবদব্রহ্মচারিগৃহস্থৌ স্বশকাভিহিতৌ । তপঃপদেন চ তপঃ-
প্রধানতয়া ভিক্ষু-বানপ্রস্থাব্যুপস্থাপিতৌ । ভিক্ষুরপি হি সমধিকশোচাষ্ট্রাসী
ভোজননিয়মানুবর্তি বানপ্রস্থস্তপঃপ্রধানঃ । ন চ গৃহস্থাদেঃ কৰ্ম্মিণো ব্রহ্মনিষ্ঠা-
সম্ভবঃ । যদি তাবৎ কৰ্ম্মযোগঃ কৰ্ম্মিতা, সা ভিক্ষোরপি কায়বান্ধনোত্তিরস্তি ।
অথ যে ন ব্রহ্মার্পণেন কৰ্ম্ম কুৰ্বন্তি, কিন্তু কামার্থিতয়া, তে
কৰ্ম্মিণঃ, তথা সতি গৃহস্থাদয়োহপি ব্রহ্মার্পণেন কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বাণা ন কৰ্ম্মিণঃ ।
তন্মাদব্রহ্মণি তাৎপর্যং ব্রহ্মনিষ্ঠতা, ন তু কৰ্ম্মভ্যাগঃ । প্রমাণবিরোধাৎ ।
তপসা চ স্বয়োরশ্রমস্বয়োরকীকরণেন ত্রয় ইতি ত্রিষুপপত্ততে । এবং
ত্রয়োহপ্যশ্রমা অব্রহ্মসংস্থাঃ সন্তঃ পুণ্যলোকভাজো ভবন্তি, যঃ পুনরেতেষু
ব্রহ্মসংস্থঃ সোহমৃতত্বভাগিতি । ন চ যেযাং পুণ্যলোকভাগিগতং তেষামেবা-
মৃতত্বমিতি বিরোধঃ । • যথা দেবদন্তযজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজাবভূতাং, সম্প্রতি
তয়োঁজ্ঞদত্তস্ত শাস্ত্রাভ্যাসাৎ পটুপ্রজো বর্তত ইতি, তথোহপি য এবাব্রহ্ম-
সংস্থাঃ পুণ্যলোকভাজস্ত এব ব্রহ্মসংস্থা অমৃতত্বভাজ ইত্যবস্থাভেদাদবিরোধঃ ।
তথাচ ব্রহ্মসংস্থ ইতি যৌগিকং পদং প্রকৃতবিষয়ং ভবিষ্যতি । যথাগ্নেয়াদ্বীধি-
মুপতিষ্ঠত ইত্যত্র বিনিযুক্তাপি প্রকৃতৈবান্নেয়ী গৃহতে । ন চ বিনিযুক্তবিনি-
যোগবিরোধঃ । যদি হুত্র্যাগ্নেয়্যপদিষ্ঠেত, ততো যথা প্রতীতা তথোদ্दिष्टেত ।
বিনিযুক্তা চ প্রতীতিৰ্বেদেতি বিনিযুক্তবিনিযোগবিরোধঃ । ইহ তু আগ্নীধো-
পস্থানে সা বিধেয়ত্বেন বিনিযুক্ত্যতে, ন তৃদ্দিষ্টতে । বিধেয়ত্বেন চ বিনিয়োগে
আগ্নেয়ীপদার্থাপেক্ষাৎ প্রকৃতাভিক্রমে প্রমাণাভাবাৎ তাবতা চ শাস্ত্রোপ-
পত্তেনাপ্রকৃতানামপি গ্রহণসম্ভবঃ । ন চ যাতযামতয়া ন বিনিয়োগঃ । বাচ-
স্তোমে সৰ্কেষামেব মন্ত্রাণাং বিনিয়োগাদনুত্ৰাপ্যবিনিয়োগপ্রসঙ্গাৎ, তথোহপি
প্রকৃতা এবাশ্রমা বুদ্ধিবিপরিবর্তিনঃ পরামৃষ্টস্তে নানুকৃতঃ পরিব্রাডেবেতি পূৰ্ব-
পক্ষঃ । রাজাস্তমুপক্রমতে ।

“তদযুক্তম্ । ন হি সত্যাং গতো বানপ্রস্থবিশেষণেন” ইতি । যথোপক্রান্তং

আশ্রমের বোধক, সুতরাং তপঃশব্দ থাকায় পরিব্রাজক শব্দ বানপ্রস্থের বিশেষণরূপে
পরামৃষ্ট হইয়াছে । যাহারা এ কথা বলেন, তাহাদের কথা যুক্তিযুক্ত নহে ।

[ন...শ্রাম্যম্] যখন গতান্তর আছে, তখন আর কেন বানপ্রস্থবিশেষণে

ব্রাহ্মকো গ্রহণমহিতি । যথাত্র ব্রহ্মচারিগৃহমেধিনাবসাধারণেনৈব
 স্বেন স্বেন বিশেষণেন বিশেষিতাবেবং ভিক্ষু-বৈখানসাবপীতি
 যুক্তম্ । তপশ্চাসাধারণো ধর্মো বানপ্রস্থানাং কায়ক্লেশপ্রধা-
 নহাস্তপঃশব্দস্ত তত্র রুঢ়েঃ । ভিক্ষোস্তু ধর্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদি-
 লক্ষণো নৈব তপঃশব্দেনাভিলপ্যেত । চতুর্থে ন চ প্রসিদ্ধা
 আশ্রমাস্ত্রিভেদে পরায়ুয্যন্ত ইত্যন্তায়াম্ । অপি চ ব্যপদেশো
 বা ভবতি “ত্রয় এতে পুণ্যলোকভাজ একোহমৃতত্বভাক্” ইতি ।
 পৃথক্তে চৈষ ভেদেন ব্যপদেশোহব্যবহৃতঃ ; ন হেবস্তবতি—দেব-

তথৈব পরিসমাপনমুচিতম্ । যৎসম্ব্যাকাশে যে প্রসিদ্ধান্তে তৎসম্ব্যাকা
 এব কীর্ত্যন্ত ইতি চোচিতম্ । ন তু সত্যং গতাবুৎসর্গপ্রাপবাদো যুক্ত্যতে ।
 অসাধারণেনৈকেকেন লক্ষণেনৈকেক আশ্রমো বক্তৃমুপজ্ঞাস্ত ইতি তথৈব
 সমাপনমুচিতম্ । ন তু সাধারণসাধারণাত্মায়ুপক্রম সমাপ্তৌ শ্লিষ্যেত । ন চ
 তপোনাম নাসাধারণং বানপ্রস্থানামিত্যত আহ—“তপশ্চাসাধারণ”ইতি । ন
 খন্ পুরাকাদিভিঃ কায়ক্লেশপ্রধানো যথা বানপ্রস্থস্তথা ভিক্ষুঃ সত্যপাঠগ্রাসাদি-
 নিয়মে । ন চ শৌচসন্তোষশমদমাদয়স্তপঃপক্ষে বর্ত্তন্তে, তত্র বৃদ্ধানাং তপঃ-
 প্রসিদ্ধেরসিদ্ধেঃ । অতএব বৃদ্ধান্তপসোভেদেন শৌচাদীমাচক্ষতে—শৌচসন্তোষ-
 তপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মা ইতি । সিদ্ধসম্ব্যাকাভেদেষু চ সম্ব্যাক্তরাভি-
 ধানমল্লিষ্টমিত্যাহ—“চতুর্থে ন চ” ইতি । “অপি চ ব্যপদেশো বা” ইতি । ত্রয়
 এত ইতি কিং ভিক্ষুরপি পরায়ুশ্চতে, কিং বা ভিক্ষুবর্জং ত্রয় এব, ‘ন তা
 বলয় ইতি ভিক্ষুসংগ্রহে তবর্জমমেতে ত্রয় ইত্যত্র কর্ত্তব্যং শক্যম্ । এত
 ইতি প্রকৃতানাং সাকল্যেন পরামর্শাৎ । ভিক্ষুসংগ্রহে চ ন তস্ত পুণ্যলোকত্বম-

পরিব্রাজকের গ্রহণ করিবে ? করিলে তাহা অবশ্যই অন্তায় হইবে । ব্রহ্মচারী ও
 গৃহস্থ এই উভয় ধর্মেন নিজ নিজ অসাধারণ বিশেষণে বিশেষিত, সেইরূপ, ভিক্ষু
 এবং বানপ্রস্থও অনন্তসাধারণ নিজ ধর্মের দ্বারাই বিশেষিত হইবে । বানপ্রস্থাদিগের
 নিজ অসাধারণ (নির্দিষ্ট বা নিয়মিত) ধর্ম তপস্তা ; তাহা (তপঃশব্দ) কায়ক্লেশ-
 প্রধান ক্লেশাদি ধর্মেরূপে রূঢ় অর্থঃ প্রসিদ্ধ । আর ভিক্ষুর (চতুর্থপ্রমের) অসাধারণ
 ধর্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদি, তাহা তপঃশব্দের অভিলাপ্য নহে । অপিচ, যখন চার আশ্র-
 মই প্রসিদ্ধ, তখন তিন্ আশ্রমের পরামর্শ, এ কথা সম্ভবতঃ সর্ববাদীর পক্ষেই
 অসঙ্গত । [অপিচ...ভাক্] অপিচ, আশ্রম বিষয়ে ভেদব্যপদেশও দেখা যায় ।
 ভেদব্যপদেশ অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া গণনা বা উল্লেখ । যথা—“কথিত তিন্
 আশ্রম স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত করায় এবং একটা আশ্রম মোক্ষ প্রাপ্ত করায় ।” এই
 (ব্যপদেশও) ঐরূপ ভিন্ন ফলের কথনও আশ্রমের পার্থক্য বা ভিন্নত পক্ষেই সঙ্গত,
 একাশ্রম ও আশ্রম জিহ্ব এই দুই পক্ষে অসঙ্গত । দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত নিকোঁধ,

দত্ত-যজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞৌ বিষ্ণুমিত্রস্ত মহাপ্রজ্ঞ ইতি। তস্মাৎ পূর্বে ত্রয় আশ্রমিণঃ পুণ্যলোকভাজঃ, পরিশিষ্যমাণঃ পরিত্রাড-মৃতত্বভাক্।

কথং পুনত্র ক্রসংস্থশব্দো যোগাৎ প্রবর্তমানঃ সর্বত্র সম্ভবন্ পরিব্রাজক এবাবতিষ্ঠেত, রুঢ়্যভ্যুপগমে বাশ্রমমাত্রাদমৃতত্বপ্রাপ্তেজ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গ ইতি। অত্রোচ্যতে। ব্রহ্মসংস্থ ইতি হি ব্রহ্মাণি পরিসমাপ্তিরনন্তব্যাপারতারূপং তন্নিষ্ঠত্বমভিधीयते। তচ্চ ত্রয়াণামাশ্রমাণাং ন সম্ভবতি, স্বাশ্রমবিহিতকর্মানুষ্ঠানে প্রত্য-

ব্রহ্মসংস্থত্বাভাবান্তিক্ষোঃ। তেন তস্ত ব্রহ্মসংস্থস্ত সদা পুণ্যলোকত্বমমৃতত্বক্ষেতি বিরোধঃ। ত্রিষু চ ব্রহ্মসংস্থপদে যদেতি সম্বন্ধনীয়ম্। ভিক্ষৌ চ সদেতি বৈষম্যম্। তদ্বিমুক্তম্-পৃথক্তে, চ” ইতি।

পূর্বপক্ষাভাসং স্মারয়তি—“কথং পুনত্র ক্রসংস্থশব্দো যোগাৎ” ইতি। তন্নিরাকরোতি—“অত্রোচ্যতে” ইতি। অগ্নমভিসন্ধিঃ। সত্যং যৌগিকঃ শব্দঃ সতি প্রকৃতসম্ভবে ন তদতিপত্ত্যাহপ্রকৃতে বর্তিতুমর্হতি। অসতি তু সম্ভবে মা ভূং

তদুভয়েব একজন স্থবোধ, এ কথা যেমন অসঙ্গত, গৃহী ও বানপ্রস্থী, তন্মধ্যে একজন ব্রহ্মসংস্থ, এ কথা তদপেক্ষাও অসঙ্গত। দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত নির্বোধ, কিন্তু বিষ্ণুমিত্র স্থবোধ, এই কথা এবং গৃহী ও বানপ্রস্থী পুণ্যলোকভাগী এবং ব্রহ্মসংস্থ পবিত্রাজক মোক্ষভাগী, এই কথা সম্যক্ সঙ্গত জানিবে। শ্রোক্ত কারণ পূর্বে পূর্বে বিভিন্ন আশ্রমী পুণ্যলোকভাগী এবং অবশিষ্ট পরিব্রাজক মোক্ষভাগী।

[কথং...নিমিত্তঃ] যদি বল, ব্রহ্মসংস্থশব্দের যোগার্থ = ব্রহ্মে সম্যক্ অবস্থিতি, তাহা সকল আশ্রমেই সম্ভবে। আশ্রমীমাত্রেরি যখন ব্রহ্মসংস্থ হইতে পারেন, যখন তাহা সকল আশ্রমেই সম্ভবে, তখন তাহাকে কিরূপে মাত্র পরিব্রাজকপর (পরিব্রাজক-বাচক) বলিতে পারি? যদি বল ঐ শব্দ পঞ্চজাদি শব্দের দ্বারা পরিব্রাজকে রুঢ়, তাহা বলিলেও অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ শব্দের চতুর্থীশ্রমবাচিতা স্বীকার করিলেও নিষ্কৃতি নাই। কারণ, যদি আশ্রমমাত্রাবলম্বনে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন কি? সার্থক্য কি? এ কথার প্রত্যুত্তর এই যে, ব্রহ্মসংস্থশব্দের মুখ্যার্থ—ব্রহ্মে সর্বব্যাপারের পরিসমাপ্তি। অনন্তব্যাপার বা অনন্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর হওয়া আর ব্রহ্মসংস্থ হওয়া তুল্যার্থ। তাদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠতা গার্হস্থ্যাদি আশ্রমীর অসম্ভব। অসম্ভব কেন? তাহা বলিতেছি। গৃহস্থাদি আশ্রমী নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ভাগ করিলে পাপী হওয়াব কথা আছে। পবিত্র পরিব্রাজ্য আশ্রমে সে কথা

বায়শ্রবণাৎ । পরিব্রাজকস্ত তু সৰ্ব্বকৰ্মসন্ন্যাসাৎ প্রত্যবায়ো
ন সম্ভবত্যনুষ্ঠাননিমিত্তঃ । শমদমাদিস্তু তদীয়ো ধৰ্ম্মো
ব্রহ্মসংস্থতায় উপোদ্বলকো ন বিরোধী । ব্রহ্মনিষ্ঠত্বমেব হি
তস্ত শমদমাদ্যুপবৃত্তং স্বাশ্রমবিহিতং কৰ্ম্ম, যজ্ঞাদি
চেতরেষাং, তদ্ব্যতিক্রমে চ তস্ত প্রত্যবায়ঃ । তথা চ
“ত্ৰাসো ব্রহ্মা । ব্রহ্মা হি পরঃ, পরো হি ব্রহ্মা”, “তানি বা
এতানুবরাণি তপাংসি, ত্ৰাস এবাত্যরেচয়ৎ”, “বেদান্তবিজ্ঞান-
স্থনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ” ইত্যাদ্যাঃ
শ্রুতয়ঃ । স্মৃতয়শ্চ “তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তমিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ”

প্রমাদপাঠ ইত্যপ্রকৃতে বৰ্জয়িতব্যঃ । দর্শিতশ্চাত্ত্বাসম্ভবোহধস্তাদিতি । এষ
ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণো ধৰ্ম্মো ভিক্ষোরসাধারণঃ, আশ্রমাস্তরাণি তৎসংস্থাত্তৎসংস্থানি
চ ভিক্ষুস্তৎসংস্থ ইত্যেব, তৎসংস্থতা হি স্বাভাবং ব্যবচ্ছিন্দন্তী বিরোধো যন্তৎসংস্থ
এব তত্রাজ্ঞসী নাত্তত্র । শমদমাদিস্তু তদীয় ইতি স্বাক্ষমব্যবধায়কমিত্যর্থঃ ।
ব্রহ্মসংস্থত্বসাধারণং পরিব্রাজকধৰ্ম্মং শ্রুতিবাদদর্শয়তীত্যাহ—“তথা চ ত্ৰাসোব্রহ্ম” ইতি ।
সৰ্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো হি ত্ৰাসঃ স ব্রহ্ম । কৃত ইত্যত আহ—“ব্রহ্মা হি পরঃ” ।
অতঃ পরো ত্ৰাসো ব্রহ্মেতি । কিমপেক্ষ্য পরঃ সন্ন্যাস ইত্যত আহ—“তানি বা
এতানুবরাণি তপাংসি, ত্ৰাস এবাত্যরেচয়ৎ” ইতি । এতদ্বাক্তং ভবতি—ব্রহ্ম-

নাই । পরিব্রাজক বিধিবিধানক্রমে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সন্ন্যাস (ত্যাগ) করিয়াছেন,
সে জন্ত পরিব্রাজকের কৰ্ম্মাকরণজনিত প্রত্যবায় (পাপ) হয় না । [শমদমা
...প্রত্যবায়ঃ] পরিব্রাজকের ধৰ্ম্ম শমদমাদি, তাহা ব্রহ্মসংস্থতার বিরোধী নহে ;
প্রত্যুত পরিপোষক । শমদমাদির দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠতার বৃদ্ধি করাই প্রব্রাজ্যশ্রমের
কার্য্য এবং যজ্ঞাদি করা অপরাশ্রমের কার্য্য । কাহেই যজ্ঞাদি কার্য্য না করিলে
গৃহস্থাদি আশ্রমীর আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মের ত্যাগজনিত অধৰ্ম্ম হয়, সন্ন্যাসীর তাহা
হয় না, বরং তাহাতে সন্ন্যাসীর স্বাশ্রমবিহিত কৰ্ত্তব্যই করা হয় । [তথাচ
...তরতি] এ কথা শ্রুতিতে আছে, স্মৃতিতেও আছে । শ্রুতি যথা “সন্ন্যাসই
ব্রহ্মা (হিরণ্যগৰ্ভ) । কারণ এই যে, ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ—সৰ্ব্বজীবের অতীষ্ঠ দেবতা ।
যিনি পর—পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্মা । ফলিতার্থ—সন্ন্যাস পরমাত্মবিজ্ঞানের বা
পরমাত্মপ্রাপ্তির হেতু ; সুতরাং তাহা ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম । ” “পূৰ্ব্বোক্ত সত্যাদি অবর
তপস্তা, নিকৃষ্টফললাভের উপায়, সন্ন্যাস স্বেচ্ছিকল অপেক্ষা অতিরিক্ত অৰ্থাৎ শ্রেষ্ঠ ।
ব্রহ্মসংস্থতার দ্বারা মুক্তি হয় ; সে জন্ত তাহা মুক্তির কারণ । ” “বিশুদ্ধবুদ্ধি
বৈরাগ্যবান্ বতির। সন্ন্যাসের সাহায্যে বেদান্তবিজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিয়া
মুক্ত হন । ” ইত্যাদি । স্মৃতি যথা—“তদ্বুদ্ধি, তদাত্মা, তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ—”
ইত্যাদি । উল্লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রহ্মসংস্থের কৰ্ম্মত্যাগ দেখাইয়াছেন ।

ইত্যাদ্যা ব্রহ্মসংস্থস্ত কৰ্ম্মাভাবং দৰ্শয়ন্তি । তস্মাৎ পরিব্রাজ-
কস্তাশ্রমমাত্রাদযুতত্বপ্রাপ্তেজ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গ ইত্যেষোহপি দোষো
নাবতরতি । 'তদেবং পরামর্শেহপীতরেযামাশ্রমানাং পারি-
ব্রাজ্যং তাবদব্রহ্মসংস্থতালক্ষণং লভ্যত এব ।

অনপেক্ষ্যেব জাবালশ্রুতিমাশ্রমাস্তরবিধায়িনীময়মাচার্যেণ
বিচারঃ প্রবর্তিতঃ । বিদ্যত এব স্বাশ্রমাস্তরবিধিশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষা
“ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা
প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহান্না বনান্না”
ইতি । ন চেয়ং শ্রুতিরনধিকৃতবিষয়া শক্যা বক্তুম্, অবিশেষ-
শ্রবণাৎ, পৃথগ্বিধানাচ্চানধিকৃতানাম্, “অথ পুনরেব ব্রতী বা-
হব্রতী বা স্নাতকো বাহস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা” ইত্য-

পরতয়া সর্কস্বণাপরিত্যাগলক্ষণে জ্ঞাসো ব্রহ্মেতি । তথা চেদৃশং স্নাতালক্ষণং
ব্রহ্মসংস্থত্বং ভিক্ষুরেবাসাধারণং নেতবের্যমাশ্রমিণাম্ ।

অতএব, পবিত্রাজক, প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণমাত্রে মোক্ষভাগী হইলে জ্ঞানের
সার্থক্য থাকে না, এ আপত্তি অবতাবিত হইতেই পারে না [তদেবং...
ইতি] এ পর্য্যন্ত যেরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি আহবানপূর্ব্ব প্রদর্শিত হইল,
তৎসমুদায়ের ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, “ধর্ম্মব্রহ্ম তিন্—” ইত্যাদি বাক্যে অজ্ঞাত
আশ্রমেব পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ হইলেও তদ্বাক্যে ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণ প্রব্রজ্যার
প্রাপ্তি আছেই ।

প্রব্রজ্যাশ্রমবিধায়িনী জাবালশ্রুতির প্রতীক্ষা না করিয়াই আচার্য্য
বেদব্যাসএই বিচার প্রবর্তিত করিয়াছেন । অর্থাৎ প্রব্রজ্যাশ্রমের বিচারলভ্যার্থ
প্রদর্শন করিয়াছেন । ফল, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসবিধায়িনী শ্রুতিও আছে ।
সন্ন্যাসবিধায়িনী সাক্ষাৎশ্রুতি এই “ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবেক ।
গার্হস্থ্যাস্তে বানপ্রস্তু হইবেক, বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করিবেক ।
যদি ব্রহ্মচর্য্যকালেই বৈরাগ্য জন্মে, তবে ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক ।
অথবা গার্হস্থ্য হইতে, কিংবা বানপ্রস্থ হইতে প্রব্রজিত হইবেক ।”
[ন চেয়ং...স্বাত্ম্যমিতি] এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, এই শ্রুতি
স্বাশ্রমবিহিত কর্ত্তে অক্ষম অঙ্গ পক্ষ প্রভৃতিকে সন্ন্যাস করিতে বলিতেছে ।
কারণ, উক্ত শ্রুতিতে সেরূপ কোন বিশেষ উক্তি নাই । অজ্ঞ শ্রুতিতেও
সন্ন্যাসের পৃথক্ বিধান দেখা যায়, সে জ্ঞাতও উদাহৃত শ্রুতি কেবল
কৰ্ম্মাকমবিধায়িনী নহে । তদ্ব্যপা—“ব্রতচারী হউক, অব্রতচারী হউক, স্নাতক

দিনা, ব্রহ্মজ্ঞানপরিপাকান্ত্রাজ্য পারিত্রাজ্যস্থ নানধিকৃতবিষয়ত্বম্ ।
তচ্চ দর্শয়তি “অথ পরিত্রাজ্ বিবর্ণবাসা যুগোহপরিগ্রহঃ শুচির-
দ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি” ইতি । তস্মাৎ সিদ্ধা উৰ্দ্ধ-
রেতস আশ্রমাঃ, সিদ্ধকোঙ্কিরেতঃস্থ বিধানাদ্বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্য-
মিতি ॥ ৩।৪।২০ ॥

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেম্পূর্ব-

ত্বাৎ ॥ ৩।৪।২১ ॥*

“স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরাক্রোহক্টমো যদুদগীথঃ ।
“ইয়মেবগ্নিঃ সাম ।” “অয়ং বাব লোক এসোহগ্নিশ্চিতঃ ।”

ব্রহ্মজ্ঞানস্ত শব্দজনিতস্ত যঃ পরিপাকঃ সাক্ষাৎকারোহপবর্গসাধনং, তদন্তরায়
পারিত্রাজ্যং বিহিতং ন ত্বনধিকৃতং প্রতীত্যর্থঃ ॥ ৩।৪।২০ ॥

যত্নত্র সন্নিধান উপাসনাবিনির্গতি, ততঃ প্রদেশান্তরস্থিতোহপি বিধির
হউক, বা ‘অস্নাতক হউক, মৃতভার্য্য হউক বা অবিবাহিত হউক, প্রব্রজ্যা
করিবেক ।’ এই শ্রুতি ও অত্র শ্রুতি স্পষ্টাভিধানে বলিতেছেন যে, পারিত্রাজ্য
ব্রহ্মজ্ঞান পরিপাকের অসাধারণ উপায় ; সে জন্ত তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের জন্ত
বিহিত ; পঙ্কু ভ্রুকাদি কৰ্ম্মাঙ্কমদিগের জন্ত নহে । পারিত্রাজ্য যে, ব্রহ্মজ্ঞানের
অঙ্গ, শ্রুতি তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । যথা—“অনন্তর জ্ঞানী প্রব্রজ্যাগ্রহণ,
বিবর্ণ বস্ত্র পরিধান, মস্তকমুণ্ডন, বিস্তাদিস্পৃহা পরিত্যাগ, শুদ্ধভাবে থাকা,
পর্যাপকার বর্জন ও ভিক্ষান্ন ভোজন করায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় । অতএব,
উৰ্দ্ধরেতার আশ্রম শাস্ত্রসিদ্ধ এবং জ্ঞানও তদাশ্রমবিহিত বলিয়া স্বতন্ত্র অর্থাৎ
কৰ্ম্মাঙ্গ নহে ॥ ৩।৪।২০ ॥

“এই অষ্টম রস উদগীথ, † ইহা পূর্বোক্ত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মার
প্রতীক বলিয়া পরম, পরাক্রিয়া অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞান উপাত্ত ।” “ইহাই

* উপাদানাত উদগীথাদিনি কৰ্ম্মাঙ্কানুপাদায় শ্রবণাৎ “স এষ রসানাং রসতমঃ—” ইত্যাদি-
বাক্যং স্তুতিমাত্রং স্তুতির্যেব ন বিধিরীতং ন মন্তব্যম্ । কৃতঃ ? অগুরুভাৎ পূর্বাশ্রাপ্তভাৎ, পূর্বত্র
বিধাভাবাদিত্যর্থঃ । বিধিঃ বিনা স্তুতিন্ সত্ত্বতীতি দ্রষ্টব্যম্ ।

“এই যে উদগীথ—বাহা অষ্টম রস—” ইত্যাদি বাক যে কেবল উদগীথের (এণবের) স্তুতি
বাক্য মাত্র, তাহা নহে । উহাতে উদগীথ-উপাসনার বিধান ও ইহা আছে । পূর্বে বিধি থাকিলে উহা
তাহার স্বাবক হইতে পারিত ; তাহা না থাকায় আনর্থক্য পরিহারের নিমিত্ত ঐ সকল বাক্যে
উপাসনাবিধি স্বীকৃত হয় ।

† “এই সকল ভূতের রস অর্থাৎ সার পৃথিবী । পৃথিবীর সার জল, জলের সার ওষধি,
ওষধির সার মানুষ, মানুষের সার বাক্য, বাক্যের সার স্বকৃ, স্বকৃের সার সাম, সামের সার
উদগীথ, বাহা উদগীথ তাহাই এণব । এইরূপে উদগীথ পৃথিবী অপেক্ষা অষ্টম ।

“তদিদমেবোকথমিয়মেব পৃথিবী” [ছা. উ.] ইত্যেবজ্ঞাতীয়কাঃ
 শ্রুতয়ঃ কিমুদগীথাদিস্তৃত্যর্থঃ ? আহোশ্বিছুপাসনবিধ্যর্থঃ ? ইত্য-
 শ্বিন্ সংশয়ে স্তৃত্যর্থ ইতি যুক্তম্। উদগীথাদীনী কৰ্ম্মান্ধান্য-
 পাদায় শ্রবণাৎ। যথা “ইয়মেব পৃথিবী জুহুরাদিত্যঃ কুৰ্ম্মঃ
 স্বলোক আহবনীয়ঃ” ইত্যাদ্যা জুহ্বাদিস্তৃত্যর্থাস্তদ্বদিতি চেৎ,
 নেত্যাহ—ন স্তুতিমাত্রমাশাং শ্রুতীনাং প্রয়োজনং যুক্তম্, অপূৰ্ব-
 হ্যাৎ। বিধ্যর্থতায়াং হপূৰ্ব্বার্থো বিহিতো ভবতি, স্তুত্যাৰ্থতায়াং
 ত্বানর্থক্যমেব স্যাৎ।

ব্যভিচরিত-তদ্বিধিসম্বন্ধেনোদগীথেনোপস্থাপিতঃ “স এষ রসানাং রসতমঃ” ইত্যা-
 দিনা পদসন্দর্ভেণৈকবাক্যভাবমুপগতঃ স্তুয়তে। ন হি সমভিব্যাহৃতৈরেবৈ-
 কবাক্যতা ভবতীতি কশ্চিন্নয়মহেতুরস্তু। অহুযজ্ঞাতিদেশনকৈরপি বিধ্য-
 সমভিব্যাহৃতৈরর্থবাদৈরেকবাক্যভাব্যুপগমাৎ। যদি তুদগীথমুপাসীত সামো-
 পাসীতেত্যাদিবিধিসমভিব্যাহারঃ শ্রুতঃ, তথাপি তত্শ্রব বিধেঃ স্তুতিঃ, ন তুপা-
 সনবিষয়সমর্পণপঃ, ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমিত্যানেনৈবোপাসনাবিষয়সমর্পণাৎ—
 ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে।

ঋক্ ও অগ্নি, সাম ও এতল্লোক, উক্থ ও চিত অগ্নি (যজ্ঞার্থে আহুত
 অগ্নি), এবং ইহাই পৃথিবী।” এই সকল শ্রুতি ও এতদ্বিধ অত্নাত্ত
 শ্রুতি কি উদগীথ (প্রণব) প্রভৃতি যজ্ঞজ্ঞের স্তুতির নিমিত্ত প্রবর্তিত?
 কি উপাসনা বিধানার্থ অভিহিত? এইরূপ সংশয় হওয়াতে প্রথমতই
 পাওয়া যায়, স্তুতির নিমিত্তই প্রবর্তিত। এ বিষয়ে যুক্তি বা কারণ এই
 যে, ঐ সকল উদগীথ অর্থাৎ প্রণব প্রভৃতি কৰ্ম্মাঙ্গ-উল্লেখে কথিত হই-
 যাচ্ছে। যেমন যজ্ঞবিধ্যামধ্যে জুহু (আহুতি দিবার পাত্রের) স্তুতির
 অন্ত “ইহাই পৃথিবী—” ইত্যাদি শ্রুতি অভিহিত, সেইরূপ এখানেও
 উদগীথাদির স্তুতির নিমিত্ত “স এষ রসানাং রসতমঃ—” ইত্যাদি শ্রুতি
 প্রবর্তিত। সংশয়ের প্রথম কোটিতে অর্থাৎ পূর্বপক্ষে এইরূপই পাওয়া যায়;
 পরন্তু ইহার সিদ্ধান্ত অন্তরূপ। সিদ্ধান্তবাদী বলিবেন, তাহা নহে।
 [ন...শ্রুতয়ঃ] স্তুতি করাই ঐ শ্রুতির প্রয়োজন, এরূপ বলা সঙ্গত
 নহে। কারণ, ঐ সকল বিষয় অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বাপ্রাপ্ত। পূর্ব্ব আর কোথাও
 ঐ সকল বলা হয় নাই—উপদিষ্ট হয় নাই। ঐ সকল বাক্য বিধানের নিমিত্ত
 উচ্চারিত, ইহা স্বীকার করিলে পূর্ব্বাপরিজ্ঞাত প্রণবাদি উপাসনার বিধান সিদ্ধ
 হইতে পারে। স্তুতির নিমিত্ত উচ্চারিত বলিলে ঐ সকলের কোনও সার্থক্য
 থাকে না।

বিধায়কশ্চ . হি শব্দশ্চ বাক্যশেষভাবং প্রতিপদ্যমানা
স্তুতিরূপযুক্ত্যত ইত্যুক্তম্ “বিধিনা ত্বেকবাক্যত্যাং স্তুত্যর্থেন
বিধিনাং স্যুঃ” [মীমাংসা] ইত্যত্র। প্রদেশান্তরবিহিতানাং
তুদগীথাদীনামিযং প্রদেশান্তরপঠিতা স্তুতিরবাক্যশেষভাবমপ্রতি-
পদ্যমানানর্থিকৈব স্যাৎ। “ইয়মেব জুহুঃ” ইত্যাদি তু বিধিসম্মি-
ধাবেবান্নাতমিতি বৈষম্যম্। তস্মাদ্বিধার্থা এবঞ্জাতীয়কাঃ
শ্রুতয়ঃ ॥ ৩।৪।২১ ॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ৩।৪।২২ ॥*

“উদগীথমুপাসীত সামোপাসীতাহমুক্খমস্মীতি বিদ্যাৎ”

ন তাবদ্দুব্ধেন কস্মবিধিবাক্যেনৈকবাক্যতাসম্ভবঃ। প্রতীতসমভি-
ব্যাহতীনাং বিধিনৈকবাক্যতয়া স্তুত্যর্থস্বমর্থবাদানাং রক্তপটন্ত্রায়েন ভবতি।
ন তু স্তুত্যা বিনা কাচিদ্রূপপত্তির্বিধেঃ। যথাহঃ—অস্তি তু তদিভাতিরেকে
পরিহার ইতি। অত এব বিধেরপেক্ষাভাবাৎ প্রবর্তনাত্মকতাহুযজ্ঞাতি-
দেশাদিভিন্নার্থবাদপ্রাপ্ত্যভিধানমসমঞ্জসম্। ন হি কত্র পৈকিকতোপায়তায়ামব-
গতায়্যাং প্রাশস্ত্যপ্রত্যয়স্ত্যস্তি কশ্চিদ্রূপযোগঃ। তস্মাদদূরস্থ কস্মবিধেঃ
স্তুতাবানর্থক্যম্, তেনৈকবাক্যতাহুপপত্তেঃ, সম্মিহিতস্ত তুপাসনাবিধেঃ কিং
বিষয়সমর্পণেনোপযুক্ত্যতায়ুত স্তুত্যেতি বিষয়ে বিষয়সমর্পণেন যথার্থবৎ,
নৈব স্তুত্যা, বহিরুক্ত্যাৎ। অগত্যা হি সা। তস্মাদুপাসনার্থা ইতি সিদ্ধম্।

পূর্ববাক্যে যদি বিধায়ক শব্দ থাকে, তবেই পরবাক্য তাহার পোষক বা
স্তাবক হইতে পারে। এ তথ্য পূর্বমীমাংসার “বিধিব সহিত ঐক্য বা একবাক্য
হইয়া যায় বলিয়া সে সকলের বিধিপ্রশংসার্থতা সিদ্ধ হয়” এই সূত্রে প্রদর্শিত
আছে। উদগীথ এক প্রদেশে বিহিত, অত্র প্রদেশে তাহার প্রশংসা, ইহা সঙ্গত
হয় না। তাহাতে সে স্তুতির সাফল্য থাকে না। কি সাফল্য দেখাইবে?
দেখাইতে পারিবে না “এই জুহু পৃথিবী—” ইত্যাদি বাক্য বিধিসম্মিধানের পঠিত,
স্তুতরাং তাহা জুহুর স্তাবক হওয়া সঙ্গত। অতএব, জুহুস্তাবক বাক্য রসতমাদি
বাক্যের সহিত সমান নহে, প্রত্যুত অসমান। অর্থাৎ উহা উপযুক্ত দৃষ্টান্ত
নহে। অতএব, ঐ সকল শ্রুতি বিধির উদ্দেশ্যই প্রবর্তিত অর্থাৎ উপাসনার
বিধানই ঐ সকলের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। (বিধিবিভক্তি নাই সত্য; পরন্তু
কল দেখিয়া তাহার কল্পনা কর।) ৩।৪।২১ ॥

“উদগীথং উপাসীত—উদগীথ উপাসনা করিবেক” “সাম উপাসীত—সাম

* উপাসীতেত্যাদৌ ভাবনাসামান্তবাচিশব্দপ্রবণাদিত্যর্থঃ।

“উপাসীত—উপাসনা করিবেক” এইরূপ এইরূপ বিম্পষ্ট বিধানক শ্রুত আছে, সে জন্ত
উদগীথাদি শ্রুতি নিশ্চিত উপাসনা বিধানের জন্ত উচ্চারিত, উদগীথস্তুতির জন্য নহে।

[ছা० উ०] ইত্যাদয়শ্চ বিম্পৰ্কা বিধিশব্দাঃ শ্রয়ন্তে, তে চ স্তুতিমাত্রপ্রয়োজনভায়াং ব্যাহন্তেরনু। তথা চ ত্রায়বিদাং স্মরণং—

“কুৰ্য্যাৎ ক্রিয়েত কৰ্তব্যং ভবেৎ শ্রাদ্ধিতি পঞ্চমম্।

এতৎ শ্রাৎ সৰ্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥” ইতি।

লিঙাদ্যর্থো বিধিরিতি মন্ত্যমানান্ত এবং স্মরন্তি। প্রতিপ্রকরণঞ্চ ফলানি শ্রাব্যন্তে “আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি। এষ হেব কামাগানশ্চেফে। কল্পন্তে হাশ্মৈ লোকা উদ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ” ইত্যেবমাদীনি। তস্মাদপ্যুপাসনবিধানার্থা উদগীথাदिश्रुतयः ॥ ৩। ৪। ২২ ॥

“কুৰ্য্যাৎ ক্রিয়েত কৰ্তব্যং ভবেৎ শ্রাদ্ধিতি পঞ্চমম্।

এতৎ শ্রাৎ সৰ্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥”

ভাবনায়াঃ খলু কৰ্ত্তৃসমীহিতানুকূলত্বং বিধিঃ, নিষেধশ্চ কৰ্ত্তৃরহিতানুকূলত্বম্। যথাহঃ—“কৰ্ত্তব্যশ্চ মুখফলোহকৰ্ত্তব্যো হৃৎফলঃ” ইতি। এতচ্চাস্মাভিরূপপাদিতং ত্রায়কণিকায়াম্। ক্রিয়া চ ভাবনা, তদ্বচনাশ্চ করোত্যানয়ঃ, যথাহঃ—“কৃত্ত্বন্তয়ঃ ক্রিয়াসামান্তবচনাঃ” ইতি। অতএব কৃত্ত্বন্তীমুদাহতবান, সামান্তোক্তৌ তদিশেষাঃ পচেদিত্যাদয়োহপি গম্যন্ত ইতি। তত্র কুৰ্যাদিত্যাক্ষিপ্তকৰ্ত্তৃকা ভাবনা। ক্রিয়েতেতি আক্ষিপ্তকৰ্ম্মিকা ভাবনা। কৰ্ত্তব্যমিতি তু কৰ্ম্মভূতদ্রব্যোপসর্জনভাবনা। এবং দণ্ডী ভবেদ্বাণ্ডিনা ভবিতব্যং দণ্ডিনা ভূয়েতেত্যেকদ্ব্যর্থবিষয়া বিধ্যুপহিতা ভাবনা উদাহার্যাঃ। ভবতিশৈষ জ্ঞানি। যথা কুলালব্যাপারাদবটো ভবতি, বীজাদঙ্কুরোভবতীতি প্রযুক্ততে। ন চ বীজাদঙ্কুরোহন্তীতি প্রযুক্ততে। তস্মাদন্তিঃ সত্তায়াং ন জন্মনীতি ॥৩৪২১-২২॥

উপাসনা করিবেক” “অহং উক্থঃ অগ্নি—আমি হইতেছি উক্থ, এইরূপ ভাবিবেক” ইত্যাদি স্থলে বিধিশব্দের স্পষ্ট শ্রবণও আছে। স্তুতিপক্ষ স্বীকার করিতে গেলে সে সকলের ব্যাঘাত হইবে। ত্রায়জগৎ—যাহারা লিঙাদি বোধ্য অর্থের বিধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বেদমাত্রেই এইরূপ লক্ষণাঙ্কিত পদ বিধি। যথা—কুৰ্য্যাৎ—করিবেক। ক্রিয়েত—কৃত্ত্ব হইবেক, কৰ্ত্তব্য—করিতে হইবেক, ভবেৎ—জন্মিবেক, শ্রাৎ—হইবেক। অপিচ প্রত্যেক প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন ফল শ্রবণ আছে, তাহাতেও বিধান অঙ্কুরিত হয়। “সে বা তাহা কাম্য সমূহের প্রাপক হয়।” “ইহা কাম্যনাকারীর কাম্যনা পূরণ করে।” “এই উপাসকের উর্দ্ধ ও আবৃত্ত লোক লাভ হয়।” ইত্যাদি। অতএব, উদগীথাदिश्रुति উপাসনা বিধান করিতে প্রবৃত্ত, উদগীথের শ্রবণসা করিতে প্রবৃত্ত নহে। ৩। ৪। ২২ ॥

পারিগ্ৰবার্থ ইতি চেন্ন বিশে- ষিতত্বাৎ ॥ ৩।৪।২৩ ॥*

“অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্ত দ্বৈ ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাভ্যায়নী চ”, “প্রতর্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিদ্ভস্ত প্রিয়ং ধামোপ-
জগাম”, “জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য
আস” ইত্যেবমাদিষু বেদান্তপঠিতেষাখ্যানেষু সংশয়ঃ—
কিমিমানি পারিগ্ৰবপ্রয়োগার্থানি, অহোস্থিৎ সন্নিহিতবিদ্যাপ্র-
তিপত্ত্যর্থানীতি । পারিগ্ৰবার্থা ইমা আখ্যানশ্রুতয়ঃ, আখ্যা-

যতপি উপনিষদাখ্যানানি বিজ্ঞাসন্নিধৌ শ্রুতানি, তথাপি “সর্বাণ্যাখ্যানানি
পারিগ্ৰব” ইতি সর্বশ্রুত্যা নিঃশেষার্থতয়া দুর্কলস্ত সন্নিধের্কাথিতত্বাৎ পারিগ্ৰ-
বার্থাশ্চেষাখ্যানানি । ন চ সর্বা দাশতয়ীরহুক্রয়াৎ ইতি বিনিয়োগেহপি দাশ-
তয়ীনাং প্রাতিশ্রিকবিনিয়োগাত্তত্র তত্র কথং যথা বিনিয়োগো ন বিরূধ্যতে,
তথেষাপি সত্যপি পারিগ্ৰবে বিনিয়োগঃ সন্নিধানাভিমান্যহমপি ভবিষ্যতীতি

বেদান্তমধ্যে কতকগুলি আখ্যায়িকা আছে। যথা—“যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির
মৈত্রেয়ী ও কাভ্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিল।” “দৈবোদাসের পুত্র প্রতর্দন
ইন্দ্রের প্রিয়তম ধামে (বৈজয়ন্ত পুরে) গমন করিয়াছিলেন।” “পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি
নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি শ্রদ্ধাপূর্বক দান কবিতেন, বহু দান করিতেন,
এবং তাঁহার গৃহে বহু অন্ন পাচিত হইত অর্থাৎ তিনি বহু লোককে ভোজন
করাইতেন।” ইত্যাদি। বেদান্তপঠিত এই সকল আখ্যায়িকা সম্বন্ধে সংশয়
এই যে, ঐ সকল আখ্যায়িকা কি পারিগ্ৰব-প্রয়োগার্থ* ? কিংবা সেই সকলের
সন্নিধানে যে সকল উপাসনার উপদেশ আছে, সে সকলেব বোধসৌকর্য্যার্থ ?
(স্বথবোধার্থ ?) । সংশয়ের পর পূর্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, ঐ সকল
আখ্যায়িকা-শ্রুতি পারিগ্ৰবের নিমিত্ত অভিহিত। কারণ, পারিগ্ৰবে আখ্যান-

* বেদান্তপঠিতাখ্যায়িকা পারিগ্ৰবার্থা ন। কৃতঃ ? বিশেষিতত্বাৎ। যানি পারিগ্ৰবার্থানি
তানি ন স্যামান্তেনাভিহিতানি, কিন্তু বিশেষণ। স বিশেষো বেদান্তপঠিতাখ্যানেষু নাস্তি। ততশ্চ
তানি ন পারিগ্ৰবার্থানি।

বেদান্ত মধ্যে যে সকল আখ্যায়িকা আছে, সে সকল পারিগ্ৰব-প্রয়োজনে অভিহিত, একপ
অবধারণ করিতে পার না। কারণ, পারিগ্ৰবার্থান এ সকল আখ্যান ইহাতে বিশিষ্ট। অর্থাৎ
পারিগ্ৰবে যে যে উপাখ্যান পাঠ করিতে হয়, সে সকল নামনির্দেশপূর্বক সেই সেই স্থলে কথিত
হইয়াছে।

* পারিগ্ৰব—অর্থমেধ বজ্রের একটি অঙ্গ। অর্থমেধ আরম্ভ হইলে। পর কএক দিন পরিত্রা
শ্রোত্রাগান ও আখ্যায়িকা পাঠ হইতে থাকে, এবং অস্ত্রান্ত অনুষ্ঠানও হয়। লিখিত আছে,
পারিগ্ৰবের প্রথম দিনে বৈবস্বত মধুর উপাখ্যান, দ্বিতীয় দিবসে বৈবস্বত যমের উপাখ্যান,
তৃতীয় দিবসে বরুণের ও ধৃষ্ণের উপাখ্যান শুনিতে ও পড়িতে হয়। পুরোহিতেরা ঐ সকল
উপাখ্যান পড়েন, বজ্রদীক্ষিত রাজা তাহা পুত্রোন্মাত্যপবিবৃত হইয়া শ্রবণ করেন।

নসামান্তাৎ, অধ্যানপ্রয়োগস্ত চ পারিপ্লবে চোদিতত্বাৎ । ততশ্চ
বিদ্যাপ্রধানত্বং বেদান্তানাং ন স্তাৎ, মন্ত্রবৎ প্রয়োগশেষত্বা-
দিতি চেৎ, ন, কস্মাৎ ? বিশেষিতত্বাৎ । তথা হি “পারি-
প্লবমাচক্ষীত” ইতি হি প্রকৃত্য “মনুর্কৈবস্বতো রাজা” ইত্যে-
বমাদীনি কানিচিদেবাখ্যানানি তত্র বিশেষ্যস্তে । আখ্যান-
সামান্তাৎ চেৎ সর্বগৃহীতিঃ স্তাৎ, অনর্থকমেবেদং বিশেষণং
ভবেৎ । তস্মান্ন পারিপ্লবার্থা এতা আখ্যানশ্রুতয়ঃ ॥ ৩৪২৩ ॥

বাচ্যম্ । দাশতয়ীষু প্রাতিস্থিকানাং বিনিয়োগানাং সমুদায়বিনিয়োগস্ত চ
তুল্যবলত্বাৎ, ইহ তু সন্নিধানাৎ শ্রুতৈকলীয়ত্বাৎ । তস্মাৎ পারিপ্লবার্থান্তেবাখ্যা-
নানীতি প্রাপ্ত উচ্যতে । নৈষামাখ্যানানাং পারিপ্লবে বিনিয়োগঃ, কিন্তু
পারিপ্লবমাচক্ষীতেভ্যুপক্ৰম্য যাত্নায়াতানি—মনুর্কৈবস্বতো রাজ্যেত্যাদীনি, তেষা-
মেব তত্র বিনিয়োগঃ । তান্তেব হি পারিপ্লবেন বিশেষিতানি । ইতরথা পারি-
প্লবে সর্বাণ্যামাখ্যানানীত্যেতাবতৈব গতত্বাৎ পারিপ্লবমাচক্ষীতেত্যনর্থকং স্তাৎ ।
আখ্যানবিশেষকণ্ডে বর্থবৎ । তস্মাৎবিশেষণাহরোধাৎ সর্বশব্দস্তদণেকঃ, ন
ত্বশেষবচনঃ । যথা সর্কে ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্য ইত্যত্র নিমন্তিতাপেক্ষঃ সর্ব-
শব্দঃ ॥ ৩ । ৪ । ২৩ ॥

পাঠ করিবার বিধান দৃষ্ট হয়, এবং উদাহৃত বাক্যসন্দর্ভও আখ্যান । পূর্বপক্ষের
ফল এই যে, বেদান্তশাস্ত্র বিদ্যাপ্রধান নহে; পরন্তু কর্মপ্রধান । মন্ত্র যেমন
কর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ, তেমনি, বেদান্তপঠিত আখ্যানগুলিও কর্মঙ্গ । (অর্থমেধ
যজ্ঞের অঙ্গ) । এই পূর্বপক্ষের উত্তরপক্ষে বলা যায়, বেদান্তপঠিত আখ্যান
কর্মঙ্গ নহে (পারিপ্লবার্থ নহে) । কারণ এই যে, পারিপ্লব-পাঠ্য আখ্যানের
বৈশেষ্য আছে । অর্থাৎ যাহা পারিপ্লবে পাঠ করিতে হইবে, তাহা সে স্থলে
নামোল্লেখে কথিত আছে । [তথা হি...শ্রুতয়ঃ] শ্রুতি প্রথমতঃ সামান্তাকারে
“পারিপ্লবমাচক্ষীত—ঋত্বিকৃগণ যজ্ঞদীক্ষিত রাজাকে পারিপ্লব অর্থাৎ আখ্যান
শুনাইবেন” এইরূপ বলিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু তাঁহারাই বলিয়াছেন, প্রথম
দিনে “রাজা বৈবস্বত মনু—” এই উপাখ্যান, দ্বিতীয় দিনে “যম বৈবস্বত—”
এই উপাখ্যান এবং তৃতীয় দিনে “বরুণ ও আদিত্য”—ইত্যাদি উপাখ্যান
বলিবেন ও শুনিবেন । এখন বিবেচনা কর, প্রথমে সামান্তাকারে বলিয়া পশ্চাৎ
বিশেষ করিয়া বলায় তদতিরিক্ত আখ্যানের নিষেধ হইতেছে কি-না । এও
আখ্যান, সেও আখ্যান, এই ভাবে যদি আখ্যান-সামান্তের গ্রহণ কর, তাহা
হইলে আখ্যানের ঐ সকল বিশেষণ ব্যর্থ হইবে । প্রথম দিনে “রাজা বৈবস্বত
মনুর আখ্যান” একরূপ বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি ? অতএব, উক্ত
বিশেষণের সামর্থ্য স্থির হইতেছে যে, বেদান্তকথিত আখ্যায়িকা-শ্রুতি পারিপ্লবের
অঙ্গ নহে । ৩ । ৪ । ২৩ ॥

তথাচৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ৩। ৪। ২৪ ॥*

অসতি চ পারিপ্লবার্থে আখ্যানানাং সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতি-
পাদনোপযোগিতৈব • শ্রাব্য, একবাক্যতোপবন্ধনাৎ। তথা
হি তত্র তত্র সন্নিহিতাভির্বিদ্যাভিরেকবাক্যতা দৃশ্যতে, প্রেরো-
চনোপযোগাৎ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যোপযোগাচ্চ। মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে
তাবৎ “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদ্যয়া বিদ্যৈকেবাক্যতা
দৃশ্যতে। প্রাতর্দনেহপি “প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা” ইত্যাদ্যয়া,
“জ্ঞানশ্রুতিঃ” ইত্যত্রোপি “বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ” ইত্যাদ্যয়া। যথা
চ “স আত্মনো বপামুদখিদ্” ইত্যেবমাদীনাং কৰ্ম্মশ্রুতিগতা-

তথা : চোপনিষদাখ্যানানাং বিদ্যাসন্নিধিরপ্রতিষন্দী বিধ্যেকবাক্যতা
সোহরোদীদিত্যাাদীনাং বিধ্যেকবাক্যত্বং গময়তীতি সিদ্ধম্। প্রতিপত্তি-

বেদান্তপঠিত আখ্যায়িকা পারিপ্লবে প্রযোজ্য নহে, অর্থাৎ পারিপ্লব-পাঠ্য
নহে, ইহা স্থির হওয়ার অবশ্যই সে সকলকে নিকটোক্ত জ্ঞানাদির উপকারক
বলিয়া স্বীকার করা ধার্য্য হইবে। আখ্যায়িকাস্থ সমুদায় বাক্য উপক্রমাদির
সহিত মিলিত করিয়া অর্থাৎ একবাক্য করিয়া একই অর্থ গ্রহণ করা শ্রাব্য।
সেই সেই আখ্যায়িকার নিকটে যে যে বিদ্যা অভিহিত আছে, সেই সেই বিদ্যার
সহিত সেই সেই আখ্যায়িকার একবাক্যতা দেখাও যায়। প্রত্যেক আখ্যায়িকায়
প্রেরোচনার ও বোধসৌকর্য্যের উপযোগ আছে। (আখ্যায়িকার দ্বারা প্রোক্তার
জ্ঞানবিষয়ে রুচি হইতে পারে, এবং জেয় তত্ত্ব সহজে বুঝা যাইতে পারে)।
[মৈত্রেয়ী...প্রবর্ত্তনম্] মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যে, যাজ্ঞবল্ক্যের আখ্যায়িকা অভিহিত
আছে, তাহার সহিত “আত্মাই দ্রষ্টব্য” ইত্যাদি জ্ঞানোপদেশের একবাক্যতা
দেখা যায়। ইন্দ্র ও প্রতর্দনের আখ্যায়িকার সহিত “আমিই প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা”
ইত্যাদি জ্ঞানের বা উপাসনার একবাক্যতা দেখা যায়। পৌত্রায়ণ জ্ঞানশ্রুতির
আখ্যানও “বায়ুই, সম্বর্গ” ইত্যাদিবিধ সম্বর্গ উপাসনার সহিত একবাক্যতাপ্রাপ্ত
হয়। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় “তিনি হোমের নিমিত্ত আপনার বপা (বৃকমাংস)
উদ্ধৃত করিয়াছিলেন” ইত্যাদিবিধ কৰ্ম্মকাণ্ডীয় উপাখ্যান-শ্রুতির নিকটস্থ বিধির
স্তাবকতা অর্থ স্বীকৃত আছে, তেমনি, এখানেও—এই উত্তরমীমাংসাতেও, আখ্যান-

* একবাক্যতাপ্রযোজকনিমিত্তগরম্পরাগাং সম্বন্ধদর্শনাদিত্যর্থঃ। আখ্যায়িকা হি বিদ্যা-
শাস্ত্ররূপং জনয়তি যথেন চ বোধমুৎপাদয়তীতি ভাবঃ।

সেই সেই আখ্যান নিকটাবিহিত বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া একার্থবোধক হয়, এই কথা
বলাই শ্রাব্য। কারণ, সেই সেই আখ্যানে বিদ্যাপ্রতিপাদনের উপবোধিতা বা সামর্থ্য থাকে দৃষ্ট
হয়। আখ্যায়িকার দ্বারা উপাসনার রুচি জন্মিতে পারে এবং তাহা সহজে হৃদয়মান হইতে পারে।

নাশাখ্যানানাং সন্নিহিতবিধিস্ত্যর্থতা, তদ্বৎ। তস্মান্ পারি-
প্লবার্থত্বম্ ॥ ৩। ৪। ২৪ ॥

অত এব চাণ্মীকনাদ্যনপেক্ষা ॥ ৩। ৪। ২৫ ॥*

“পুরুষার্থোহিতঃ শব্দাৎ” [বে० সূ० ৩। ৪। ১] ইত্যেতদ্ব্যবহিত-
মপি সম্ভবাৎ “অতঃ” ইতি পরামুশ্যতে। অত এব চ বিদ্যায়াঃ
পুরুষার্থহেতুত্বাদণ্মীকনাদীশ্রমকৰ্ম্মাণি বিদ্যায়া স্বার্থসিদ্ধৌ না-
পেক্ষিতব্যানীতি আত্মশ্চৈবাধিকরণশ্চ ফলমুপসংহরত্যধিকবিব-
ক্ষয়া ॥ ৩। ৪। ২৫ ॥

সৌকৰ্য্যাচ্ছেতুপাখ্যানেন হি বালা অপ্যবধীয়ন্তে, যথা তদ্রাখ্যাগ্নিকয়েতি
॥ ৩। ৪। ২৪ ॥

বিদ্যায়াঃ ক্রত্বর্থত্বে সতি তয়া ক্রতুপকরণায় স্বকার্যায় ক্রতুরপেক্ষিতঃ।
তদভাবে কস্তোপকারো বিদ্যয়েতি। যদা তু পুরুষার্থী, তদা নানয়া ক্রতুরপে-
ক্ষিতঃ স্বকার্যো, নিবশেষায়। এব তন্ত্রাঃ সামর্থ্যাৎ। অণ্মীকনাদিনা চাশ্রম-
কৰ্ম্মাণ্যুপলক্ষ্যন্তে। যথাহঃ—অণ্মীকনাদীশ্রমকৰ্ম্মাণি বিদ্যায়া স্বার্থসিদ্ধৌ
নাপেক্ষিতব্যানীতি। স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানি, ন তু স্বসিদ্ধাবিতি। এত-
চ্চাধিকমুপরিষ্টাৎক্ষ্যতে। তদ্বিবক্ষ্যা চৈতৎ। এতৎপ্রয়োজনঞ্চ পূৰ্ব্বতন-
শ্রাদিকরণশ্চেত্যুক্তম্ ॥ ৩। ৪। ২৫ ॥

অধিকবিবক্ষয়েতি যদুক্তং, তদধিকমাহ—

ক্রতির সন্নিবি প্রদৃষ্ট জ্ঞানেব প্রয়োচকতা ও বোধসৌকর্য্য অর্থ স্বীকৃত আছে।
এই সকল কারণেই বলিতেছি, বেদান্তপঠিত আখ্যানশক্তিব পাবিপ্লবার্থতা
নাই ॥ ৩। ৪। ২৪ ॥

কতিপয় সূত্রের পূর্বে যে “পুরুষার্থোহিতঃ শব্দাৎ” সূত্র আছে, এখানে সেই
সূত্রের “অতঃ” শব্দ সম্ভব বলিয়া অনুসন্ধান বা আকর্ষণ করা হইয়াছে। অতঃ
শব্দের অর্থ সেই হেতু। যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের (মোক্শের) হেতু, সেই
হেতু, সাধক অণ্মীকনাদি অর্থাৎ গার্হস্থ্যবিহিত কৰ্ম্মকলাপ বিদ্যাফল-নিষ্পত্তিবিষয়ে
অনপেক্ষ। আশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম না করিলেও উপাসনাফল মোক্ষ লব্ধ হইতে
পারে।) একথা পূর্বে বলা হয় নাই, সুতরাং এটা অধিক কথা। এই অধিক
কথাটা বলিবার জন্যই এই ২৫শ সূত্রটা বলা হইল। ইহা পূর্বের সেই পুরুষার্থ-
বিচারেরই ফল বা উপসংহার।

* অতএব বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাদেব অণ্মীকনাদীনান্যশ্রমকৰ্ম্মাণাং অনপেক্ষা নিমিত্ততা-
হত্বাঃ বিদ্যাফলসিদ্ধাবিতি যোজ্যম্।

যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের হেতু, সেই হেতু বিদ্যাফলে অগ্নি ও কাঠ প্রভৃতির অর্থাৎ আশ্রম-
কৰ্ম্মেব (যজ্ঞাদির) নিমিত্ততা বা অপেক্ষা নাই।

সৰ্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেশ্চবৎ ॥৩৪।২৬॥*

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে। কিং বিদ্যা অত্যন্তমেবানপেক্ষাশ্রমকৰ্ম্মণাম্? উতাস্তি ক্লাচিদপেক্ষেতি। তত্র অত এবাগ্নীক্ষনাদীন্তাশ্রমকৰ্ম্মাণি বিদ্যায়াঃ স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্তে—ইত্যেবমত্যন্তমেবানপেক্ষায়াং প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে—সৰ্বাপেক্ষা চেতি।

অপেক্ষতে চ বিদ্যা সৰ্বাণ্যাশ্রমকৰ্ম্মাণি—নাত্যন্তমনপেক্ষেব। ননু বিরুদ্ধমিদং বচনম্—অপেক্ষতে চাশ্রমকৰ্ম্মাণি বিদ্যা, নাপে-

যথা স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্ত আশ্রমকৰ্ম্মাণি, এবমুৎপত্তাবপি নাপেক্ষেরন্বিতিশক্যম্। ন চ বিবিদ্যন্তি যজ্ঞেনেত্যাদিবিরোধঃ। ন হেষ বিধিঃ, অপি তু বৰ্ত্তমানাপদেশঃ। স চ স্তত্যাপ্যুপপত্ততে। অপি চ, চতস্রঃ প্রতিপত্তয়ো ব্রহ্মণি। প্রথমা তাবদুপনিষদ্বাক্যশ্রবণমাত্রাবত্তি, যাং ক্লাচক্ষতে শ্রবণম্—ইতি। দ্বিতীয়া মীমাংসাসহিতা তস্মাদেবোপনিষদ্বাক্যং, যমাচক্ষতে মননম্ ইতি। তৃতীয়া চিন্তাসম্মতিময়ী, যমাচক্ষতে নিদিধ্যাসনম্ ইতি।

বিদ্যা (জ্ঞান) কি কিছুমাত্র বা কোমল অংশে আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মের প্রতীক্ষা করে না? অথবা কোন কোন অংশে কৰ্ম্মের প্রতীক্ষা করে? এই চিন্তা (বিচার) এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে। ২৫শ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা আশ্রমবিহিত অগ্নীক্ষনাদি (ভৎসাধ্য যাগযজ্ঞাদি) কৰ্ম্ম প্রতীক্ষা করে না, সে স্বয়ং অর্থাৎ অন্তর্যমিত্তি ইহঁয়াই মোক্ষফল প্রসব করে, সুতরাং পাওয়া গেল, বুঝা গেল, বিদ্যা অল্পমাত্রও কৰ্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে না। প্রসঙ্গক্রমে কৰ্ম্মের উক্তরূপ আত্যন্তিক অনপেক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার সংশোধনার্থ ২৬শ সূত্র বলা হইল।

২৬শ সূত্রে বলা হইতেছে যে, বিদ্যাফল যোগ্য, তদ্বিষয়ে কৰ্ম্মের অপেক্ষা না থাকুক, বিদ্যার উৎপত্তিতে কৰ্ম্মের অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্ততা নিশ্চয়ই আছে। বিদ্যা যে একবারেই কৰ্ম্মানপেক্ষ, তাহা নহে।

[ননু...শ্রুতঃ:] বলিতে পার যে, একবার বলিলে বিদ্যা আশ্রমকৰ্ম্ম প্রতীক্ষা করে না, আবার বলিতেছে, আশ্রমোক্ত সমুদায় কৰ্ম্ম প্রতীক্ষা করে, এ বিরুদ্ধ কথা বলিবার প্রয়োজন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, উহা বিরুদ্ধ নহে, এবং বলিবার

* প্রকারান্তরেণাপেক্ষাতীত্যাহ সৰ্বৌতি। যজ্ঞাদিশ্রুতঃ যজ্ঞেন বিবিদ্যন্তীতি শ্রবণং বিদ্যায়াঃ সৰ্ব্বাপেক্ষা সৰ্ব্বেষামাশ্রমকৰ্ম্মণাং নিমিত্তভাবেহতীতি যোজনীয়ম্। অথবাতিতী হুতাশ্রমঃ। অথো যথা যোগ্যতাবশাৎ রথ এব হুজাতে, নতু লাজলাদ্যাকৰ্ষণে, তথাশ্রমকৰ্ম্মাণ্যপি বিদ্যাফলনিপত্তয়ে নাপেক্ষ্যন্তে, কিন্তু বিদ্যাংপত্তাবাপেক্ষ্যন্তে।

প্রকারান্তরে সমুদায় আশ্রমকৰ্ম্মের অপেক্ষাতাব আছে, অর্থাৎ জ্ঞানফল যোগ্যে আশ্রমকৰ্ম্মের উপযোগ না থাকুক, জ্ঞানের উৎপত্তিতে সে সকলের উপযোগ আছে। যেমন রথবাহনাদি কার্যেই অথবা অপেক্ষা বা উপযুক্ততা, লাজলাকৰ্ষণাদি কার্যে নহে, সেইরূপ।

ক্ষতে চেতি । নেতি ক্রমঃ । উৎপত্তা হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং
প্রতি ন কিঞ্চিদন্যদপেক্ষতে, উৎপত্তিঃ প্রতি ছপেক্ষতে ।
কুতঃ ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ । তথা হি শ্রুতিঃ—“তমেতং বেদানুবচ-
নেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন”
ইতি যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবং দর্শয়তি । বিবিদিষাসংযো-
গাচ্চৈষামুৎপত্তিসাধনভাবোহবসীয়তে । “অথ যৎ যজ্ঞ ইত্যা-
চক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ” ইত্যত্র চ বিদ্যাসাধনভূতস্ত
ব্রহ্মচর্য্যস্য যজ্ঞাদিভিঃ সংস্তুবাদ্ যজ্ঞাদীনামপি সাধনভাবঃ
সূচ্যতে ।

চতুর্থী সাক্ষাৎকারবতী বৃত্তিরূপা । নাস্তরীয়কং হি তত্ত্বাঃ কৈবল্যম্” ইতি ।
তত্রাণ্ডে তাবৎ প্রতিপত্তী বিদিতপদতদর্থস্ত বিদিতবাক্যগতিগোচরত্বায়স্ত চ
পুংস উপপত্ত্বতে এবৈতি ন তত্র কক্ষ্যাপেক্ষা । তে এব চ চিস্তাময়ীং তৃতীয়াং
প্রতিপত্তিঃ প্রসূবাতে ইতি ন তত্রাপি কক্ষ্যাপেক্ষা । সা চাদরনৈরন্তর্য্যাদীর্ঘ-
কালসেবিতা সাক্ষাৎকারবতীমাধন্ত এব” প্রতিপত্তিঃ চতুর্থীম্, ইতি ন-তত্রাপ্যন্তি
কক্ষ্যাপেক্ষা । তন্নাস্তরীয়কঞ্চ কৈবল্যম্, ইতি ন তস্তাপি কক্ষ্যাপেক্ষা । তদেবং
প্রমাণতঃ প্রমেয়ত উৎপত্তৌ চ কার্য্যে চ ন জ্ঞানস্ত কক্ষ্যাপেক্ষেতি বীজং
শঙ্কায়্যাঃ । এবং প্রাপ্ত উচ্যতে ।

উৎপত্তৌ জ্ঞানস্ত কক্ষ্যাপেক্ষা বিজ্ঞতে বিবিদিষোৎপাদদ্বারা, “বিবিদিষন্তি

প্রয়োজনও আছে । বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিলে তখন তাহা ফল দিবার জন্ত অত্র
কাহারও সহায়তা প্রতীক্ষা করে না, পরন্তু তাহা জন্মিতে অর্থাৎ জ্ঞানের
উৎপত্তির প্রতি কর্ম্মের অপেক্ষা (নিমিত্তভাব) আছে । এ কথা যজ্ঞাদি-শ্রুতিও
বলিয়াছেন । [তথা হি...এবম্যত্র] যজ্ঞশ্রুতি যথা—“ব্রাহ্মণগণ সেই এই
পরমাত্মাকে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান, তপস্তা ও অনাশক অর্থাৎ সন্ন্যাস, এই
সকলের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন ।” এই শ্রুতি আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে
জ্ঞানের সাধন (কাঠ যেমন পাকনিষ্পত্তির সাধন, উপায়, জ্ঞাননিষ্পত্তির প্রতি
যজ্ঞাদিও সেইরূপ সাধন) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । “বিবিদিষন্তি”—জানিতে
ইচ্ছা করেন, এই বাক্যে যে বিবিদিষা (জ্ঞানেচ্ছা—জানিবার ইচ্ছা) এই একটা
কথা আছে, সেই কথাতেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদি কর্ম্মের সাধনভাব
অবধারিত হয় । “যাহা যজ্ঞ, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য” ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানসাধন
ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যজ্ঞের সমাহার (অভেদ কথন) ও স্তুতি করা হইয়াছে ।
তাহাতেও যজ্ঞাদির বিদ্যোপকারিতা প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে । “সমুদায় বেদ
যে প্রাপনীয় বস্তু বলে, প্রতিপাদন করে, সমুদায় তপস্তা বাহাকে বলে, লক্ষ্য করে,

“সর্বৈ বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি, তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যাম্ ॥”

ইত্যেবমাত্মা . চ শ্রুতিরাত্মককর্মণাং শ্বিদ্যাসাধনভাবং
সূচয়তি । স্মৃতিরপি—

“কষায়পত্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ ।

কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্ষে ততো জ্ঞানং প্রবর্ততে ॥”

ইত্যেবমাদ্যা । অশ্ববদিতি যোগ্যতানিদর্শনম্ । যথা যোগ্যতা-
বশেনাশ্বো ন লাক্ষলাকর্ষণে যুক্ত্যতে, রথচর্য্যায়ান্তু যুক্ত্যতে,

যজ্ঞেন” ইতি শ্রুতেঃ । ন চেদং বর্তমানাপদেশত্বাৎ স্মৃতিমাত্রম্, অপূর্ব্ববাদর্থশ্চ,
যথা “যশ্চ পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি” ইতি পর্ণময়তাবিধিরপূর্ব্বত্বাৎ, ন ত্বয়ং বর্তমানাপদেশঃ,
অনুবাদানুপপত্তেঃ । তস্মাদুৎপত্তৌ বিদ্যায়া শমাদিবং কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যন্তে ।
তত্রাপ্যেবংবিদিতি বিদ্যাস্বরূপসংযোগাদন্তরঙ্গাণি বিদ্যোৎপাদে শমাদীনি বহিরঙ্গানি
কর্ম্মাণি বিবিদিষাসংযোগাৎ । তথা হ্যাশ্রমবিহিত-নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাকর্ম্মসমুৎ-
পাদস্তুতঃ পাপা বিলীয়তে । স হি তত্ত্বতোহনিত্যাশুচিহ্নঃখানাশ্চনি সংসারে
সতি নিত্যাশুচিস্থখাদিলক্ষণেন বিভ্রমে মলিনয়তি চিত্তসম্বন্ধম্, অধর্ম্মনিবন্ধনত্বাৎ
বিভ্রমার্থম্ । অতঃ পাপানুঃ প্রক্ষয়ে প্রত্যক্ষোপপত্তিয়ারাপাবরণে সতি প্রত্যক্ষো-
পপত্তিত্বাৎ সংসারশ্চ তাৎক্ষিকীমনিত্যাশুচিহ্নঃখকপতামপ্রত্যাহং বিনিশ্চিনোতি ।
ততোহস্মিন্ননভরিতিসংজ্ঞং বৈরাগ্যমুপজায়তে । ততস্তচ্ছিত্ত্বাসংহ্রোশাবর্ততে ।
ততো হানেশায়ং পর্য্যেযতে । পর্য্যেযমাণশ্চাত্ততত্ত্বজ্ঞানমস্তোপায় ইতি
শাস্ত্রাদাচার্য্যবচনোপশ্রুত্যা তজ্জিজ্ঞাসত ইতি বিবিদিষোপহারমুখেনাত্ম-
জ্ঞানোৎপত্তাবন্তি কর্ম্মণামুপযোগঃ । বিবিদিষুঃ খলু যুক্ত একাগ্রতয়া শ্রবণমননে
কর্ত্ত্বমুৎসহতে । ততোহস্ত তত্ত্বমসীতি বাক্যান্নির্ধিকিৎস-জ্ঞানমুৎপত্ততে ।
ন চ নির্ধিকিৎসং তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থমবধারণতঃ কর্ম্মণ্যধিকারোহস্তি, যেন
ভাবনায়ং বা ভাবনাকার্য্যে বা সাক্ষাৎকারে কর্ম্মণামুপযোগঃ । এতেন
বৃত্তিরূপসাক্ষাৎকারকার্য্যেহপবর্গে কর্ম্মণামুপযোগো দূরনিরন্তো বেদিতব্যঃ ।

যাহা পাইবার ইচ্ছায় লোকে কঠোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই পদ
অর্থাৎ প্রাপনীয় বস্তুটা কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা “ওম্” (প্রণব অর্থাৎ
ব্রহ্ম) । এ সকল শ্রুতিতেও আশ্রমবিহিত কর্ম্মের বিদ্যাসাধনতা স্মৃতিত হইয়াছে ।
স্মৃতিও বলিয়াছেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । যথা—“কর্ম্ম
সকল পাপপাচক অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক পাপের নাশক এবং জ্ঞানই
পরমা গতি । কর্ম্মের দ্বারা কষায় অর্থাৎ পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে (দম্ব
হইলে) তৎপরে জ্ঞান প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞান আশ্রয়লাভ করে বা মোক্ষফল দিতে
উন্মুখ হয় ।” [অশ্ব...ইতি] হ্রস্ব “অশ্ববৎ” শব্দটা দৃষ্টান্তভাবে কথিত, এবং
তাহা যোগ্যতা অংশে নির্দিষ্ট । যোগ্যযোগ্য বিচার সর্বত্রই আছে । যোগ্য নহে

এবমাশ্রমকৰ্ম্মাণি বিদ্যায়া ফলসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্তে, উপপত্তৌ
ত্বপেক্ষ্যন্ত ইতি ॥ ৩। ৪। ২৬ ॥

শমদমাদ্ব্যাপেতঃ স্মাত্তথাপি তু তদ্বিধেষু দঙ্গ-
তয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ৩। ৪। ২৭ ॥*

যদি কশ্চিন্মন্তেত, ন যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবো
ন্যায্যঃ, বিধ্যভাবাৎ। “যজ্ঞেন বিবিদ্যিস্তি” ইত্যেবমাদিকা হি
শ্রুতিরনুবাদস্বরূপা বিদ্যাস্তুতিপরা, ন যজ্ঞাদিবিধিপরা। ইথং

তস্মাদ্ বৈধেব শমদমাদয়ো যাবজ্জীবমমুর্বর্তন্তে, এবমাশ্রমকৰ্ম্মাপীত্যসমীক্ষিতা-
ভিধানং, বিদ্বৎসম্ভ্রানধিকারাদিত্যুক্তম্। দৃষ্টার্থেষু তু কৰ্ম্মস্ব প্রতিষিদ্ধবজ্জ-
মনধিকারেঃপাসক্তস্ত স্বারসিকী প্রবৃত্তিরূপপত্তত এব। ন হি তত্রাশ্রয়ব্যতিরেক-
সমধিগমনীয়কলেহস্তি বিধ্যপেক্ষা। অতশ্চ ভ্রান্ত্যা চেল্লৌকিকং কৰ্ম্ম বৈদিকঞ্চ,
তথাহস্ত ত ইতি প্রলাপঃ। শমদমাদীনাং বিজ্ঞোৎপাদারোপাত্তানামুপরিষ্টাদ-
বস্থাভাবাদ্যাদনপেক্ষিতানামপ্যমুভূতিঃ। উপপাদিতকৈতদস্মাভিঃ প্রথমত্ব-
ইতি নেহ পুনঃ প্রত্যয়াতে। তস্মাদ্বিবিদ্যোৎপাদদ্বারাশ্রমকৰ্ম্মণাং বিজ্ঞোৎ-
পত্তাবুপযোগো ন বিজ্ঞাকার্য্য ইতি সিদ্ধম্। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩। ৪। ২৬ ॥

[জ্ঞানোৎপত্তৌ বহিরঙ্গমুক্তা তত্রৈবাস্তরঙ্গমুপদিশতি—শমাদীতি। তত্র
ব্যাবর্ত্যশঙ্কামাহ। যদীতি। বিজ্ঞাস্তাবকত্বেনাপি সম্ভবত্বার্থবত্তে বর্তমান-
তাভঙ্গেন বিধিকল্পনমমুক্তং, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ, অতঃ শব্দমাত্রলভ্যা বিজ্ঞেতি

বলিয়া লোকে অথকে লাঙ্গলাকর্ষণে নিযুক্ত করে না, কিন্তু রথচর্যাদি কার্য্যে
নিযুক্ত করে। সেইরূপ আশ্রমকৰ্ম্মও বিদ্যা-ফল মোক্ষনিপত্তির উপযোগী না
হইলেও বিজ্ঞাজ্ঞেয়র উপযোগী হয় ॥ ৩। ৪। ২৬ ॥

যদি কেহ মনে করেন বা ভাবেন, যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকে বিজ্ঞা-সাধন বলা গ্রাহ্যসঙ্গত
নহে; কারণ, জ্ঞানার্থ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের বিধান দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ সে বিষয়ে
বিধিশ্রুতি নাই। “যজ্ঞেন বিবিদ্যিস্তি”—যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন”
এ সকল শ্রুতি অনুবাদরূপা; সুতরাং জ্ঞানের স্তুতিতে বা প্রশংসাতেই ঐ সকল

* তুঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। যত্বেপি বিধিশ্রুতিনাশ্চি, তথাপি শমদমাদ্ব্যাপেতঃ স্মাদিতি
বিধানাৎ তদ্রূপকারকত্বেনাশ্রমকৰ্ম্মণ্যপি বিধিঃ কল্যা ইতি প্ৰত্যাৰ্থঃ।

“বিবিদ্যিস্তি” পদটী বিধিবিভক্তিমুক্ত নহে সত্য; পরন্তু বিধিবিভক্তিমুক্ত না হইলেও তাহার
অর্থের অপূর্ণতা আছে। অপূর্ণতা থাকতেই ঐ বাক্যে কল্পিত বিধি স্বীকৃত হয়।
জ্ঞানার্থ শমদমাদিযুক্ত হইবেক, এইরূপ বিধান নিষ্পন্ন হয়। অপিচ, দৃষ্ট বিধানের বলেই
আশ্রমকৰ্ম্মের বিধান সিদ্ধ হয়। কেননা, শমদমাদির সাধন কৰ্ম্ম, সেইজন্য অবশ্যানুষ্ঠেয়
(ভাব্যানুবাদ দেখ)।

মহাভাগা বিদ্যা, যৎ যজ্ঞাদিভিরেবৈতামবাণ্ডুমিচ্ছন্তীতি ।
তথাপি তু শমদমাদ্যুপেতঃ স্মাদ্বিদ্যার্থী, “তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো
দাস্তু উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্ত্যেবাত্মানং পশ্যতি”
ইতি বিদ্যাসাধনত্বেন শমদমাদীনাং বিধানাং বিহিতানা-
ঞ্চাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ । নস্বত্রাপি শমাদ্যুপেতো ভূত্বা পশ্যতীতি
বর্তমানাপদেশ উপলভ্যতে, ন বিধিঃ । নেতি ক্রমঃ । তস্মা-
দিতি প্রকৃতপ্রশংসাপরিগ্রহাদ্বিধিত্বপ্রতীতেঃ । পশ্চাদিতি চ
মাধ্যন্দিনা বিম্পষ্টমেব বিধিমধীয়তে । তস্মাদযজ্ঞাদ্যনপেক্ষা-

ভাবঃ । এবং তবাভিপ্রায়েহপ্তি হেতুস্তরনবশ্চমনুষ্ঠেয়ং, ন শব্দমাজলভ্যা
বিভেতি, সূত্রযোজনয়া পরিহরতি—তথাপি ইতি । বিবিদিষাবাক্যতুল্যতয়া
শমাদিবাক্যস্ত নাস্তি বিধিপরতেতি শব্দতে—নস্বিতি । যস্মাদেবমাত্মানং
বিদিত্বা পাপেন কর্মণা ন লিপ্যতে, তস্মাদেবং বিদ্যার্থী শমাদ্যুপেতো ভূত্বা
বিচরেদিতি গম্যতে বিধিরিত্যাহ—নেতীতি । বিধ্যভাবে তৎপ্রশংসাবৈয়র্থ্যা-
দুক্তবিধিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । কাথপাঠে বিধিমুক্তা মাধ্যন্দিনপাঠে বিধ্যতাবশঙ্গাপি
নাস্তীত্যাহ—পশ্চাদিতি চেতি । বিধিকলমাহ তস্মাদিতি । যজ্ঞাদীনামসাধন-

শ্রুতির তাৎপর্য্য ; হুতরাং ঐ নকল শ্রুতির দ্বারা যজ্ঞাদির বিধান নিষ্পন্ন হয় না ।
“জ্ঞান এমন উৎকৃষ্ট যে লোকে কায়ক্রেশাদিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারাও তাহা
পাইবার ইচ্ছা করে ।” এইরূপ প্রশংসা মাত্র উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যে পাওয়া যায়
বা লব্ধ হয়, ইহা সত্য বটে ; তথাপি, অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতি না থাকিলেও,
জ্ঞানার্থী শমদমাদিযুক্ত হইবেন, এইরূপ বিধান থাকায় এবং বিহিত কর্মের
অবশ্যানুষ্ঠেয়তা থাকায় অবাস্তব বাক্যের ভেদ স্বীকাবপূর্বক জ্ঞানের উদ্দেশে
যজ্ঞাদিকার্য্যের বিধান স্বীকৃত হইতে পাবে । [নস্বত্রাপি...শ্রুতেরেব] যদি
বল, শমদমাদি বিষয়েও “শমদমাদিবিশিষ্ট হইয়া আত্মদর্শন করিতেছে” এইরূপ
বর্তমান প্রয়োগ আছে, বিধিপ্রয়োগ নাই, তদন্তরে আমরা বলিব, তাহা নহে ।
স্পষ্ট বিধিপ্রয়োগ না থাকিলেও তদ্বাক্যের উপক্রমে “তস্মাৎ” শব্দ থাকায় তদ্বারা
প্রস্তাবিত পদার্থের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সেই যোগ্য প্রশংসার বলেই
শমদমাদির বিধান নিষ্পন্ন হইয়াছে । (“যচ্চি স্ত স্মৃতে তদ্বিধীয়তে”—যাহার স্মৃতি
বা প্রশংসা, তাহা যদি পূর্বপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ অনুবাদাত্মক না হয়, তাহা হইলে
বৃত্তিতে হইবে, সেই প্রশংসার দ্বারাই তাহার বিধান হইয়াছে ।) যজুর্বেদীয়
মাধ্যন্দিনী শাখীরা “পশ্চেৎ—দর্শন করিবেক” এইরূপ বিম্পষ্ট বিধিপাঠ অধ্যয়ন
করিয়া থাকেন । অতএব, উক্ত শ্রুতিতে যেমন আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে যজ্ঞাদির
অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্তভাব প্রতীত না হইলেও শমদমাদির অপেক্ষা (নিমিত্তভাব)

য়ামপি শমাদীন্তপেক্ষিতব্যানি। যজ্ঞাদীন্তপি ত্বপেক্ষিতব্যানি
যজ্ঞাদিশ্রুতরেব।

ননুক্তং যজ্ঞাদিভির্বিবিদিষন্তি ইত্যত্র ন বিধিরূপলভ্যত-
ইতি। সত্যমুক্তম্। তথাপি ত্বপূর্বত্বাৎ সংযোগস্তা বিধিঃ
পরিকল্প্যতে। ন হ্যয়ং যজ্ঞাদীনাং বিবিদিয়াসম্বন্ধঃ পূর্বং
প্রাপ্তো যেনানৃদ্যেত। “তস্মাৎ পুষা প্রপিষ্ঠভাগোহদন্তকো
হি” ইত্যেবমাদিষু চাশ্রুতবিধিকেষ্বপি বাক্যেষু পূর্বত্বাধ্বিধিঃ
পরিকল্প্য “পৌষং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত” ইত্যাদিবিচারঃ
প্রথমে তস্মৈ প্রবর্তিতঃ। তথা চোক্তং “বিধির্বা ধারণবৎ”
ইত্যত্র। স্মৃতিষ্বপি ভগবদগীতাদয়ঃ অনভিসম্ভায় ফলমনুষ্ঠি-

ত্বশ্রমাপাততোহভ্যুপেত্য সাধনাস্তরাপেক্ষাক্তোদানীং তদসাধনত্বশ্রমপি
ন যুক্তোহ্যহ—যজ্ঞাদীনীতি।

উক্তং স্মারয়িত্বা পরিহরতি—নশ্চিত্যাদিনা। সংযোগস্তাপূর্ববত্বমেব
স্পষ্টয়ন্তি—নহীতি। ইত্যপি মহাম্বাকৈরমুষ্ঠানযোগ্যাপূর্বার্থবিধিরবাস্তব-
বাক্যেন ক্রিয়তে, ন তত্র বাক্যভেদো দোষ ইত্যত্র পূর্বত্বসম্মতিমাহ—
তস্মাদিতি। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রুতং ‘তস্মাৎপুষা’ ইত্যাদি। তত্র পুষঃ
প্রপিষ্ঠদ্রব্যাসম্বন্ধঃ সামাসিকঃ, ন চ পুষা দেবতা, পিষ্ঠভাগো দ্রব্যং দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সন্তি,
তেন তদেকবাক্যাতাযোগাৎ কালত্রয়াস্পষ্টদ্রব্যাদেবতাসম্বন্ধস্তাবিনাভাবেন যাগ-
বিধুপস্থাপকত্বাৎ ব্যবহারসিদ্ধয়ে বিধিপদমধ্যাহ্নত্ব প্রকরণাহংকর্ষণে পুষোদ্দেশেন
পিষ্ঠভাগঃ কর্তব্য ইতি বিকৃতৌ সম্বন্ধঃ ‘পৌষং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত-
চোদনা প্রকৃতৌ’ [জৈ০ হৃ০] ইত্যত্র বিচারিত ইত্যর্থঃ। অবাস্তববাক্য-
ভেদেন সূত্রকৃতাপি স্বীকৃতো বিধিরিত্যাহ—তথা চেতি। স্মৃত্যনুসারেণাপ্যবাস্তব-
বাক্যস্তা বিধায়কত্বং বাচ্যমিত্যাহ—স্মৃতিষ্টিতি। কস্মিণাং জ্ঞানোৎ-

প্রতীত হয়, তেমনি, যজ্ঞাদি শ্রুতিতেও (“যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি” এই বাক্যে) যজ্ঞা-
দির নিমিত্তভাব (জ্ঞানের প্রতি কারণভাব) প্রতীত হয়।

[ননুক্তং...প্রপঞ্চিতম্) “যজ্ঞাদির দ্বারা জানিতে ইচ্ছুক হইতেছে” এইরূপ
বর্তমান প্রয়োগ আছে, “জানিবেক” এরূপ স্পষ্ট বিধিপ্রয়োগ নাই সত্য; না
থাকিলেও যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার সম্বন্ধ পূর্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ প্রয়োগেই
(ঐ শব্দে বা ঐ বর্তমান প্রয়োগে) বিধির কল্পনা করা হয়। (পশুতি-পাঠকে
পশুৎ-পাঠে পরিণামিত করা হয়।) উক্ত বাক্যে যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার যে
সম্বন্ধ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় নাই, সে জন্য ঐ বাক্য
অনুবাদাত্মক নহে। “যেহেতু দন্তহীন, সেই হেতু পুষা (হৃদ্যদেবতা) পিষ্ঠভাগী”
ইত্যাদি বাক্যে বিধি প্রবণ না থাকিলেও অপূর্বতাদৃষ্টে:বিধির পরিকল্পনা করিতে,

তানি যজ্ঞাদীনি মুমুক্ষোজ্ঞানসাধনানি ভবন্তীতি প্রপঞ্চিতম্ ।
তস্মাদযজ্ঞাদীনি শমাদীনি চ যথাক্রমং সৰ্বাণ্যেবাক্রমকৰ্ম্মাণি
বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষিতব্যানি । তত্রাপ্যেবম্বিদিতি বিদ্যাসংযোগাৎ
প্রত্যাসন্নানি বিদ্যাসাধনানি শমাদীনি, বিবিদিষাসংযোগাত্
বাহানীতরাণি যজ্ঞাদীনীতি বিবেক্তব্যম্ ॥ ৩।৪।২৭ ॥

সৰ্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে

তদর্শনাৎ ॥৩।৪।২৮॥*

প্রাণসম্বাদে শ্রুয়তে ছন্দোগানাং “ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চ-
নানম্নং ভবতি” ইতি । তথা বাজসনেয়িনাং “ন হ বা অস্থানম্নং

পত্তিহেতুস্বৈ প্রতিশ্রুতিভাষ্যসিদ্ধে ফলিতমাহ তস্মাদ ইতি । যজ্ঞাদীনামপি
প্রতিশ্রুতিভাষ্যেভ্যোহুষ্ঠয়স্বৈ শমাদীনাম্ তেভ্যোবিশেষাভাবাৎ যাবদ্বিদ্যোদয়ম-
বিশেষণাহুষ্ঠানং আদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রাপীতি ॥ ৩।৪।২৭ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ।]

প্রাণসংবাদে সৰ্বেক্ষিয়ণাং শ্রুয়তে । এষ কিল বিচারবিষয়ঃ । সৰ্বাণি থলু

হয়, এইরূপ একটা বিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্বমীমাংসার “পৌঞ্চং পেষণং বিকৃতৌ প্রতী-
য়েত—” ইত্যাদি সূত্রে প্রবর্তিত হইতে দেখা যায় । এ সকল কথা এতৎ
তস্মৈও “বিধিৰ্ভূত—”সূত্রে বলা হইয়াছে । ভগবদগীতা প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থেও
“ফলানুসন্ধান না করিয়া যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম করিলে সে সকল মুমুকুর সম্বন্ধে
জ্ঞানের উপকারক হয়” ইত্যাদি ক্রমে প্রপঞ্চিত (বিস্তৃতরূপে বর্ণিত)
হইয়াছে । [তস্মাদ্...বিবেক্তব্যম্] অতএব জ্ঞানোত্তিবি প্রতি সেই
সেই আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদির ও শমদমাদির নিমিত্ততাব আছে, ইহা সহজেই
বোধগম্য হয় । তন্মধ্যে শমদমাদি বিদ্যোৎপত্তিৰ অন্তরঙ্গ সাধন ও বাহু যজ্ঞাদি
তাহার বহিরঙ্গ উপায় ॥ ৩।৪।২৭ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদেষ প্রাণসংবাদ সন্দর্ভে শুনা যায় “যে এইরূপ জানে

* সৰ্বান্নানুমতিরिति । প্রাণবিদঃ সৰ্বভক্ষ্যতাভানুজ্ঞানং স্তুত্বার্থমেব । বিদ্যায়কশক্তাভা-
বান্ন তৎ উপাসনাংজ্ঞেন নামাদিবৎ বিধীয়ত ইতি ভাবঃ । প্রাণাত্যয়ে প্রাণবিশাশরূপারামাপদি
ভক্ষ্যভক্ষ্যবিচারপরিচয়গেণ সৰ্বমেবান্নমদনীয়ডেনাভানুজ্ঞাতত, ন তু তৎ স্বহাবস্থায়ান্ ।
তদর্শনাৎ চাক্রায়ণ স্বযেঃ কষ্টায়ামেবাবস্থায়ান্ অভক্ষ্যান্নভক্ষণদর্শনাদিতি বাবৎ ।

অতি যে বলিয়াছেন, প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার নাই, সমস্তই তাহার অন্ন অর্থাৎ
ভক্ষ, তাহা তাহাদের সার্বকালিক নহে । এ অনুমতি কেবল প্রাণসঙ্কট কালের জন্য ।
জানী হউক, অজ্ঞানী হউক, সকলেই প্রাণসঙ্কটকালে ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার না করিয়া প্রাণধারণপোষক
ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারে । এ সম্বন্ধে চাক্রায়ণ স্বযির আখ্যানই প্রমাণ । চাক্রায়ণ বিপদ-
কালে হস্তিপকের উচ্ছিষ্টায় ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপশ্ট পানীয় পান করেন নাই ।
না করিবার কাবণ, তাহা তাহার দুলভ নহে ।

জঙ্ঘং ভবতি, নানন্নং প্রতিগৃহীতং” ইতি । সৰ্ব্বমস্মাদনীয়মেব ভবতীত্যর্থঃ । কিমিদং সৰ্ব্বান্নানুজ্ঞানং শমাদিবদ্বিধ্যাঙ্গং বিধীয়তে ? উত স্তৃত্যর্থং সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে ? ইতি সংশয়ে বিধিরিতি তাবৎ প্রাপ্তম্ । তথা হি প্রবৃত্তিবিশেষকর উপদেশো ভবতি । অতঃ প্রাণবিদ্যাসমিধানাস্তদঙ্গত্বেনেয়ং নিয়মনিবৃত্তিরূপদিশ্যতে । নম্বেবং সতি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রব্যব্যাতঃ স্মৃতিঃ । নৈষ দোষঃ । সামান্য-বিশেষভাবাদ্বাধোপপত্তেঃ । যথা প্রাণিহিংসাপ্রতিষেধস্ত পশু-সংজ্ঞাপনবিধিনা বাধঃ, যথা চ “ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ্ব্রতম্”

বাগাদীন্তবজ্জিত্য প্রাণো মুখ্য উবাটৈতানি, কিং মেহন্নং ভবিষ্যতীতি, তানি হোচুঃ । যদিদং লোকেহন্নম্ চ স্বভ্য আ চ শকুনিভ্যঃ সৰ্ব্বপ্রাণিনাং যদন্নং তত্ত্বান্নমিতি । তদনেন সন্দৰ্ভেণ প্রাণস্ত সৰ্ব্বমন্নমিত্যুচ্চিস্তনং বিধায়াহ শ্রুতিঃ, ন হ বা এবংবিদঃ কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি । সৰ্ব্বং প্রাণস্তান্নমিত্যেবং বিদিতং কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি । তত্র সংশয়ঃ । কিমেতং সৰ্ব্বান্নানুজ্ঞানং শমাদিবদেতদ্বিধ্যাঙ্গতয়া বিধীয়তে ? উত স্তৃত্যর্থং সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে ইতি । তত্র যদ্যপি ভবতীতি বর্তমানাপদেশান্ন বিধিঃ প্রতীয়তে, তথাপি যথা, যন্ত পৰ্ণময়ী জুহু-ভবতীতি বর্তমানাপদেশাদপি পলাশময়ীস্ববিধিপ্রতিপত্তিঃ পঞ্চমলকারাপত্তা, তথেষাপি প্রবৃত্তিবিশেষকরতালাভে বিধিপ্রতিপত্তিঃ । স্ততো হৃথবাদমাত্রং,

অর্থঃ যে কথিত প্রকাৰে প্রাণোপাসক হয়, তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছু অনন্ন হয় না । সমস্তই তাহার অন্ন (ভক্ষ্য) ।” এ কথা বাজসনেয়ী শাখাতেও আছে । যথা—“ইহার (এই প্রাণোপাসকের) ভক্ষিত অনন্ন নহে, ইহার গৃহীত বস্তু অনন্ন নহে ।” ফলিতার্থ—সমস্তই তাহার ভক্ষ্য । প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই । [কিমিদং...দিশ্যতে] প্রদর্শিত শ্রুতিদ্বয় ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থা ভঙ্গ কবিয়া প্রাণোপাসককে সৰ্ব্বভক্ষক হইতে উপদেশ করিয়াছেন । এতদৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সৰ্ব্বভক্ষকতা কি উপাসনাব অঙ্গ ? না শমদমাদি অঙ্গের উপকারক ? কিংবা উহা স্তুতিমাত্র ? সংশয়ের প্রথম কোটাতে পাওয়া যায়, উহা বিধি অর্থাৎ উক্ত বাক্যে সৰ্ব্বভক্ষ্যতা প্রাণোপাসকের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে । বিধি—প্রবৃত্তিজ্ঞানক উপদেশ । উক্ত বাক্যে প্রবৃত্তিকর উপদেশ দেখা যায়, সে জন্ত উহা বিধি । ঐ বাক্য প্রাণোপাসনার নিকটে অভিহিত, সে জন্তও উহা প্রাণোপাসনার অঙ্গ এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থার নিবর্তক । [নম্বেবং...উপলভ্যতে] তোমরা হয় ত ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থার ব্যাঘাত দোষ দেখাইবে । তাহাতে আমরাও দেখাইব, তাহা দোষ নহে । বিধানের সামান্য-বিশেষ দৃষ্ট ভাব হইলে বিশেষের দ্বারা সামান্তের বাধ হওয়া শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়সিদ্ধ ; সুতরাং তাহা বাধ নহে । তাহা

ইত্যনেন বামদেব্যবিদ্যাবিষয়েণ সৰ্ব্ব-স্ব্যপরিহারবচনেন সামান্য-
বিষয়ং গম্যাগম্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে, এবমেনেনাপি প্রাণবিদ্যা-
বিষয়েণ সৰ্ব্বান্নভক্ষণবচনেন ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে-
ত্বেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

নেদং সৰ্ব্বান্নভুক্তানং বিধীয়ত ইতি । ন হত্র বিধায়কঃ
শব্দ উপলভ্যতে । ‘ন হ বা এবন্নিদি কিঞ্চনান্নং ভবতি’ ইতি
বর্তমানাপদেশাৎ । ন চাসত্যামপি বিধিপ্রতীতৌ প্রবৃত্তিবিশেষ-
করত্বলোভেনৈব বিধিরূপগন্তং শক্যতে । অপি চ, শ্বাদি-
মৰ্য্যাদং প্রাণস্থানমিত্যুক্তেন্দৃশ্যতে “নৈবন্নিদি কিঞ্চিদন্নং ভবতি”

ন তথার্থবদ্বা বিধৌ । ভক্ষ্যভক্ষ্যশাস্ত্রক সামান্যতঃ প্রবৃত্তমেনে বিশেষ-
শাস্ত্রেণ বাধ্যতে, গম্যাগম্যবিবেকশাস্ত্রমিবা সামান্যতঃ প্রবৃত্তং বামদেব্যবিজ্ঞান-
ভূতসমস্তস্ব্যপরিহারশাস্ত্রেণ বিশেষবিষয়েণেতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

“অশক্তেঃ কল্পনীয়ত্বাৎ শাস্ত্রান্তবিরোধতঃ ।

প্রাণস্থানমিদং সৰ্ব্বমিতি চিন্তনসংস্তবঃ ॥”

ন তাবৎ কোলৈকমৰ্য্যাদমন্নং মনুষ্যজাতিনা যুগপৎ পর্যায়েণ বা শক্য-
মভুং । ইভকরভকাদীনামন্নস্ত শমীকবীৰকণ্টকবটকাঠাদেবৈকশস্যাপ্যশক্যা-

হইয়াই থাকে । যেমন সামান্যতঃ প্রাণিহিংসানিষেধক শাস্ত্র যজ্ঞে পশুবধবিধা-
বক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা বাধিত হয়, যেমন বামদেব্য বিদ্যাধিকারে “কোনও
জী পৰিত্যাগ কবিলে না” এই বিশেষ বিধানের দ্বারা সামান্যতঃ গম্যাগম্য-
বিভাগ শাস্ত্র বাধা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই প্রাণবিদ্যাধিকারে সৰ্ব্বান্নভক্ষণ-
বাক্যও ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের বাধা জন্মাইবে । এইরূপ পূৰ্বপক্ষ পাওয়ায়,
উপস্থিত হওয়ায়, তদুত্তরার্থ বলিতেছেন ।

সৰ্ব্বান্ন-ভক্ষণ উক্ত বাক্যে বিহিত হয় নাই । কারণ, উহাতে বিধায়ক
শব্দ (লিঙাদি) নাই, [ন হ বা...বিধিঃ] আছে—“ন হ বা এবন্নিদি কিঞ্চন
অন্নং ভবতি ।” অর্থাৎ প্রাণোপাসকের কিছুই অন্ন অর্থাৎ অভক্ষ্য হয় না
(সবই খাদ্য হয়) । এ বাক্যে বিধায়ক শব্দ নাই, কিন্তু “ভবতি—“হয়” এই
মাত্র কথা আছে । এ কথা বর্তমানবাচী ; স্মরণ্যং বিধি নহে । সৰ্ব্বান্ন ভক্ষণ
করিবেক, এইরূপ থাকিলে বিধি হইত । বিধায়ক শব্দ নাই, বিধিভাবের
প্রতীতিও হয় না, উহা কেবল প্রবৃত্তিবিশেষের জনক মাত্র, তাহারই লোভে
ঐ সৰ্ব্বভক্ষণবাক্যের বিধি স্বীকার (কল্পনা) সঙ্গত নহে । আরও দেখ, কুঙ্কর
শকুনি, কীট, পতঙ্গ, সমস্তই তোমার অন্ন ।” শ্রুতি প্রাণকে এইরূপ বলিয়া পশুচাং
প্রাণোপাসককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন “যে এবমাত্রাকারে প্রাণের উপাসনা
করে, ধ্যান করে, তাহার কিছুই অন্ন নহে ।” এখন বিবেচনা কর, মনুষ্যদেহ

ইতি। ন চ স্বাদিমর্যাদমন্নং মনুষ্যদেহেনোপভোক্তুং শক্যতে, শক্যতে তু প্রাণস্থান্নমিদং সর্বমিতি বিচিস্তয়িতুম্। তস্মাৎ প্রাণান্নবিজ্ঞানপ্রশংসার্থোহয়মর্থবাদো ন সর্বম্নান্নজ্ঞানবিধিঃ।

তদর্শয়তি—সর্বম্নান্নমতিশ্চ প্রাণাত্যয় ইতি। এতদুক্তং ভবতি—প্রাণাত্যয় এব হি পরস্ত্রামাপদি সর্বমন্নমদনীয়ত্বেনা-
ভান্নজ্ঞায়তে, তদর্শনাৎ। তথা হি শ্রুতিশ্চাক্রায়ণস্ত ঋষেঃ
কঠায়ামবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃতিং দর্শয়তি—“মটচীহতেষু
কুরুষু” ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে। চাক্রায়ণঃ কিল ঋষিরাপদগত

দনত্যাং। ন চাত্র লিঙ ইব ক্ষুটতরা বিধিপ্রতিপত্তিরস্তু। ন চ কল্পনীয়ো
বিধিরপূর্ব্বভাবাৎ, স্তব্যাপি চ তদুপপত্তেঃ। ন চ সত্যং গতো সামান্ততঃ
প্রবৃত্তস্ত শাস্ত্রস্ত বিষয়স্কেচো যুক্তঃ। তস্মাৎ সর্বং প্রাণস্থান্নমিত্যমুচিস্তন-
বিধানস্তুতিরিতি সাম্প্রতম্।

ধারণ কবিয়া কে বা কোন্ ব্যক্তি শৃগাল কুকুর শকুনি, কীট, পতঙ্গ সমুদায়
ভক্ষণ করিতে পারে? তাহা পারেই না; কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাণের অন্ন, ইহা চিন্তা
করিতে পারে। যাহা পারে, তাহাতেই বিধি, যাহা পারে না, তাহাতে
বিধি হয় না। অশক্য বিষয়ে বিধি হয় না। অতএব, ঐ বাক্য প্রাণবিজ্ঞানের
প্রশংসাকারক অর্থবাদ মাত্র, বিধি নহে। অর্থাৎ প্রাণোপাসক ঐ সব থাকেন,
ঐবাক্যের এমন অভিপ্রায় নহে।

[তদর্শয়তি...দর্শয়তি] সূত্রকার সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। বলিয়াছেন,
প্রাণসঙ্কট কালে ভক্ষ্যভক্ষ্য বিভাগশাস্ত্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে,
তাহাও দোষাবহ হইবে না। ইহাই শ্রুতির অমুজ্ঞা—অনুমতি। শ্রুতিতে
এতদর্থের জ্ঞাপক একটা আখ্যায়িকাও আছে। শ্রুতি তাহাতে দেখাইয়াছেন,
কষ্টকরদশায় চাক্রায়ণ ঋষির অভক্ষ্য-ভক্ষণে প্রবৃতি হইয়াছিল। [মটচী...ইতি]
“মটচীদ্বারা (মটচী—পতঙ্গপাল। কেহ কেহ বলেন, শিলাযুষ্টি।) কুরুদেশীয়
শস্ত্রসম্পদ বিনষ্ট হইলে তদ্রূপে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল।” শ্রুতি এইরূপে
প্রস্তাবারম্ভ করিয়া বলিয়াছেন “সেইসময় চাক্রায়ণ নামক ঋষি বিষ্ণু হইয়া জীব
সহিত তদ্রূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক মিথিলা দেশের হস্তিপক-পল্লীতে আসিয়া প্রথম
দিবসে জনৈক হস্তিপকের অর্দ্ধভুক্ত, স্ততরাং উচ্ছিষ্ট কুংসিত কলায় (শস্ত্র-
বিশেষ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন, পরন্তু তৎপ্রদত্ত পানীয় উচ্ছিষ্টদোষে পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন। পান করেন নাই। হস্তিপক পানীয় পরিত্যাগের কারণ
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, “আর কিছুক্ষণ তোমার উচ্ছিষ্ট
অন্ন না পাইলে ও না খাইলে বাঁচিলাম না, সেই কারণে উহা খাইয়াছিলাম।
কিন্তু পানীয় আমার বেচ্ছালভ্য। জল এখনই অন্ত্র প্রাপ্ত হইবে, এই জন্ত

ইত্যেন সামিখাদিতান্ কুল্মাষাংশচখাদ, অনুপানন্ত তদীয়মুচ্ছি-
কদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে। কারণঞ্চাত্রোবাচ “ন বা অজীবীবিষ্য-
মিমানখাদন্” ইতি, “কামো ম উদপানন্” ইতি চ। পুনশ্চোক্ত-
রেত্স্তানেব স্বপরোচ্ছিকপয্যু্যমিতান্ কুল্মাষান্ ভক্ষয়ান্নভুব
ইতি। তদেতছুচ্ছিকোচ্ছিকপয্যু্যমিতভক্ষণং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুতে-
রাশয়াতিশয়ো লক্ষ্যতে—প্রাণাত্যয়প্রসঙ্গে প্রাণসঙ্কারণায়া-
ভক্ষ্যমপি ভক্ষয়িতব্যমিতি, স্বস্থাবস্থায়ান্ত তন্ন কর্তব্যং বিদ্যা-

শক্যে চ প্রবৃত্তিবিশেষকরতোপযুক্ত্যতে, নাশক্যবিধানত্বে। প্রাণাত্যয় ইতি
চাবধারণপরণ প্রাণাত্যয় এব সর্কারত্বম্। তত্রোপাখ্যানাক্ষ, ক্ষুটতরবিধি-
ন্বতেশ্চ। স্ত্রাবর্জ্ঞং বিদ্বাংসমবিদ্বাংসং প্রতি বিধানাৎ ন ত্বত্ত্বেতি। ইত্যেন
হস্তিপকেন সামিখাদিতান্ভুক্তিতান্। স হি চাক্রায়ণো হস্তিপকোচ্ছিতান্
কুল্মাষান্ ভুঞ্জানো হস্তিপকেনোক্তঃ—কুল্মাষানিব মহচ্ছিষ্টমদকং কন্মান্নাপি-
বসীতি। এবমুক্তস্তদ্বদকমুচ্ছিকদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে। কারণং চাত্রোবাচ।
“ন বাহজীবীবিষ্যং ন জীবীবিষ্যামীতীমাঙ্ কুল্মাষানখাদন্। কামো ম উদকপানন্”
ইতি। স্বাতন্ত্র্যং মে উদকপানে নদীকূপতড়াগপ্রাদিষু যথাকামং প্রাপ্নোমীতি

তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করিলাম না।” চাক্রায়ণ উচ্ছিষ্ট হস্তিপকালের
দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া কিয়দংশ পত্নীর জন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নী
তৎপূর্বেই প্রাণরক্ষার উপযোগী অন্ন অন্ন পাইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি
তাহা রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভক্ষণ করেন নাই। ঋষি পূর্বদিন অতি যৎসামান্ত
আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্ত পর দিন প্রাতে আরও অধিক
ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় পত্নীপরিরক্ষিত সেই নিজের ও পরের উচ্ছিষ্ট পয্যু্যমিত
কলায়পাকের কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মিথিলায়াজ
জনকের সভায় গমন করতঃ যথায়োগ্য আহারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।”

[তদতে...মাদিঃ] ঋতি এইরূপে চাক্রায়ণ ঋষির স্বপরোচ্ছিক পয্যু্যমিত
অন্ত্যজ্ঞানভক্ষণ বর্ণন করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঋতির অভিপ্রায়—
লোকে প্রাণসঙ্কট-কালে প্রাণরক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করুক ও অপের পান
করুক, কিন্তু স্বস্থাবস্থায় যেন না করে। কি প্রাণোপাসক, কি অন্ন লোক
সকলেরই স্বস্থ কালে ভক্ষ্যভক্ষ্য যেয়াপেয় বিচার কর্তব্য। বিচারের উপ-
সংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে “ন হ বা এবষিদি কিঞ্চনানন্স ভবতি” এ
বাক্য বিধায়ক নহে, কিন্তু অর্থবাদ। অর্থাৎ প্রাণায় বিজ্ঞানের স্তাবক
সর্বভক্ষতার বিধায়ক নহে, কিন্তু প্রাণের সর্বভোজিষ্ণু ভাবনার প্রশংসা।
(প্রাণের অভক্ষ্য নাই, প্রাণ সর্বভক্ষক, এই ভাবনার এমন মহিমা যে,

বতাপীত্যনুপানপ্রত্যাখ্যানাদ্ গম্যতে । তস্মাদধর্বাদো “ন হ বা
এবংবিদী” ইত্যেবমাদিঃ ॥ ৩।৪।২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ৩।৪।২৯ ॥*

এবঞ্চ সতি “আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ” ইত্যেবমাদি ভক্ষ্যা-
ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রমবাধিতং ভবিষ্যতি ॥ ৩।৪।২৯ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩।৪।৩০ ॥†

অপি চ, আপদি সর্ব্বান্নভক্ষণমপি স্মর্য্যতে বিদুষোহবিদুষ-
শ্চাবিশেষেণ—

নোচ্ছিষ্টোদকাভাবে প্রাণাত্যয় ইতি তত্রোচ্ছিষ্টভক্ষণদোষ ইতি । মটটীহতেষু
কুরুষু যাবন্নশনায়য়া মুনির্নিবপত্রপ ইভ্যেন সামিজ্ঞান খাদয়ামাস ॥ ৩।৪।২৮ ॥

[তত্ত্বার্থবাদে হেতুস্তরমাহ । অবাধাচেতি । সমাগ্রশাস্ত্রবিরোধাৎ ন
কল্যো বিশেষবিধিরিত্যুক্তং, অধুনা সামাগ্রশাস্ত্রং দর্শয়ন্ সূত্রং যোজয়তি ।
এবঞ্চৈতি । স্বস্থাবস্থায় ভক্ষ্যভক্ষ্যভেদে সতীতি যাবৎ ॥ ৩।৪।২৯ ॥
ইত্যানন্দগিরিঃ ।]

[আপদবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণানুজ্ঞানে স্মৃতিং সন্মাদয়তি—অপীতি । স্মৃতি-
রপি বিদ্বদ্বিষয়েত্যশঙ্ক্যাহ—অপি চেতি । সুরাপানমবস্থায়ৈহপি ন কার্য্য-

তত্ত্বাবে ভাবিত হন বলিয়াই প্রাণোপাসক আপংকালে অভক্ষ্য ভক্ষণ
করিয়াও দোষভাগী হন না) ।

স্বস্থাবস্থায় ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার কর্তব্য বলিয়া অবধারিত হওয়ায় ভক্ষ্যা-
ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বাধা বা পীড়া প্রাপ্ত হয় না ; অধিকন্তু আহার শুদ্ধিতে
সত্ত্বশুদ্ধি (সত্ত্ব=বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ) এবং সত্ত্বশুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়,
এইরূপ ক্রমপরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকে । ৩৪।২৯ ॥

বিদ্বান্ হউক আর অবিদ্বান্ হউক, বিপদকালে সকলেই যদি সর্ব্বান্ন ভক্ষণ
করেন, করিলে দোষ হয় না । এ কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“যে ব্যক্তি

* ন হ বেত্যাদিনাক্যস্যার্থবাদে ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র প্রামাণ্যমবাহতং ভবতীতি সূত্রার্থঃ ।

প্রাণসঙ্কট ব্যতীত অগ্র সময়ে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না । নিত্য শাস্ত্র-
ধারী আহার করিতে থাকিলে বুদ্ধিমালিন্ত্র বিদূরিত হয়, বুদ্ধিমালিন্ত্র বিদূরিত হইলে জ্ঞানের
আবির্ভাব হয় ; হুতরং ভক্ষ্যভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের সার্থক্য সংরক্ষিত হয় ।

† স্মর্য্যতে স্মৃত্যবৃত্তাতে । অপিচশব্দাৎ সুরাপানমবস্থায়ৈহপি ন কার্য্যং ব্রাহ্মণেনেতি
অষ্টবান্ ।

আপং কালে অভক্ষ্যভক্ষণ কতিকর নহে, এ কথা স্মৃতিতেও আছে । আছে সত্য, কিন্তু
সুরাপান ব্রাহ্মণের আপংকালেও নিষিদ্ধ । স্মৃতি শাস্ত্র ব্রাহ্মণের আপং নিরাপং উভয়বহাতেই
সুরাপান নিষেধ করিয়াছেন ।

“জীবিতাভ্যয়মাপনো যোহন্নমন্তি যতন্ততঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্বপত্রমিবাস্তসা ॥” ইতি ।

তথা “মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ । সুরাপশু ব্রাহ্মণস্তোষণামসি-
ক্ষেয়ুঃ সুরামাস্তে । সুরাপাঃ কুময়ো ভবন্ত্যভক্ষ্যভক্ষণাৎ” ইতি চ
স্মর্যতে বর্জ্জনমনস্শ ॥ ৩ । ৪ । ৩০ ॥

শব্দশ্চাতোহকামকারে ॥ ৩ । ৪ । ৩১ ॥*

শব্দশ্চানস্শ প্রতিষেধকঃ কামকারনিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ কঠানাং
সংহিতায়াং শ্রুয়তে—“তস্মাদব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ” ইতি ।

মিত্যাহ—তথ্যেতি । ব্রাহ্মণো বর্জ্জয়েদিতি শেষঃ । জীবিতাভ্যয়ম্ভূত্যা সুরাপি
তদভ্যয়ে পাতব্যোত্যাশঙ্ক্যাহ—সুরাপশ্চেতি । উক্যং সুরামিতি যোজনা ।
উক্যামগ্নিতপ্ত্যামিতি যাবৎ । মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদৃষ্টেস্তৎপ্রসঙ্গেহপি সা ন
পাতব্যোত্যর্থঃ । ইতশ্চ সা সদা ন পেয়েত্যাহ—সুরাপা ইতি । তত্র হেতু-
রভক্ষ্যেতি । মৃত্যুমিত্যাদিন্মতেস্তাৎপর্যম্ভূত্যা—বর্জ্জনমিতি ॥ ৩ । ৪ । ৩০ ॥
ইত্যনন্দগিরিঃ ।]

[স্মৃতিপ্রামাণ্যার্থং তন্ন লক্ষ্যমিতি—শব্দশ্চেতি । তস্মাৎ ব্রাহ্মণস্ত সুরাপশু
মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদর্শনাদিতি যাবৎ । শ্রৌতনিষেধস্ত প্রকৃতোপযোগমাহ—

জীবনসঙ্কট কালে যাহার তাহার ‘ও যে সে অন্ন ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি
পাপলিপ্ত হয় না । জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, সেইকপ ।’ প্রাণসঙ্কট
ব্যতীত অভক্ষ্য ভক্ষ্যণ করিবে না, করা নিষিদ্ধ । ইহা যেমন স্মৃতিতে উক্ত
আছে, তেমনি প্রাণসঙ্কটকালেও ব্রাহ্মণ মৃত্যু বর্জ্জন করিবেন, এ কথাও
অভিহিত আছে । যথা—“ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতেই, সুরাপান বর্জ্জন করিবেন ।
রাজা সুরাপানী ব্রাহ্মণের মুখে তপ্ত সুরা ঢালিয়া দিবেন । যাহারা সুরাপানী,
তাহারা কুমিজন্ম প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি ॥ ৩ । ৪ । ৩০ ॥

কঠ-সংহিতায় অভক্ষ্য-ভক্ষণনিষেধক ও স্বেচ্ছাচাব নিবর্তক শ্রুতিও
আছে । যথা—“যেহেতু মরণাত প্রায়শ্চিত্ত, সেই হেতু ব্রাহ্মণ সুরাপান করি-

* কামকার ইচ্ছা, তত্ত্ববৃত্তিপ্রয়োজনঃ শব্দঃ শ্রুতিরপাত্তীতি যোজনীয়ম্ । নিষেধকভে-
দ্বীভূতা শ্রুতিরপাত্তীতি ভাষঃ । অতঃ স্মৃতিহিতোক্তাং কারণাৎ ন হ বেতাদিবাচ্য-
স্বার্থবাদাদিতি যাবৎ । সোহপি শ্রৌতো নিষেধ উপপন্নতরো ভবতীতি পুরণীয়ম্ ।

‘ অভক্ষ্য-ভক্ষণের ও অপেরপানের নিষেধক শব্দ অর্থঃ শ্রুতি আছে । নিষেধক শ্রুতির-
প্রয়োজন অর্থঃ উল্লেখ—লোকে অভক্ষ্য-ভক্ষণের অপের-পানের ইচ্ছা পর্যন্ত বর্জ্জন করক ।
অপিচ, প্রদর্শিত নিষেধ শ্রুতি অব্যাহত (সার্বক) হইতে পারে—যদি সর্বান্নভক্ষণ ব্যাক্যে
অর্থবাদতা সিদ্ধ হয় ।

সোহপি “ন হ বা এবংবিদি” ইত্যন্তার্থবাদত্বাদুপপন্নতরো
ভবতি। তস্মাদেবজ্ঞাতীয়কা অর্থবাদা ন বিধয় ইতি ॥৩৪।৩১॥

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্মাপি ॥ ৩। ৪ ৩২ ॥*

“সৰ্ব্বাপেক্ষা চ” [বে.সূ.৩৪।২৬] ইত্যত্রাশ্রমকৰ্ম্মণাং
বিদ্যাসাধনত্বমবধারিতম্। ইদানীন্তু কিমমুমুক্কোরপ্যাশ্রম-
মাত্রনিষ্ঠস্ত বিদ্যামকাময়মানস্ত তান্তনুষ্ঠেয়ান্যুতাহো নেতি
চিন্ত্যতে। তত্র “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিস্মন্তি”
ইত্যাদিনা আশ্রমকৰ্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বেন বিহিতত্বাদ্বিদ্যামনিচ্ছতঃ
ফলাস্তুরং কাময়মানস্ত নিত্যান্তনুষ্ঠেয়ানি। অথ তস্তাপ্য-
সোহপীতি। ঋতিস্মৃতিসিদ্ধমর্থমুপসংহরন্ অতঃশব্দং ব্যাচষ্টে—“তস্মাদ্”
ইতি ॥ ৩। ৪। ৩১ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ।]

নিত্যানিত্যাশ্রমকৰ্ম্মাণি। যাবজ্জীবনশ্রুতেনিত্যোহিতোপায়তয়াহবশ্যং
কর্তব্যানি। বিবিদিস্বত্তীতি চ বিদ্যাসংযোগাৎ, বিদ্যাসাচাবশ্যস্তাবনিয়মভা-
বাদনিত্যতা প্রাপ্নোতি। নিত্যানিত্যসংযোগশ্চৈকশ্চ ন সম্ভবতি। অবশ্তান-
বেন না।” ইত্যাদি। সেই সেই শ্রোত (ঋতুক্ত) নিষেধ “ন হ বা এব-
বিদি—” ইত্যাদি বাক্য অর্থবাদ হইলেই সঙ্গতার্থ হইতে পারে। অতএব,
কথিত প্রকার বাক্য মাত্রই অর্থবাদ; কদাপি বিধি নহে ॥ ৩। ৪। ৩১ ॥

“সৰ্ব্বাপেক্ষা চ” সূত্রে আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের বিদ্যাসাধনতা অৰ্থাৎ
জ্ঞানসাধকতা অবধারিত হইয়াছে। সম্প্রতি তদনুসারে অপর এক বিচার
উপস্থিত। যে মুমুক্শু নহে, বিদ্যাকামী নহে, জ্ঞান চাহে না, অথচ কেবল
আশ্রমী, সে ব্যক্তি জ্ঞানসাধক আশ্রমকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক কি না।
“করিবেক কি না” এইরূপ সংশয় হওয়ায় প্রথমতই পাওয়া যায়, যদি ফলাস্তরের
কামনা থাকে, তাহা হইলে জ্ঞান কামনা না থাকিলেও আশ্রমবিহিত নিত্য-
কৰ্ম্ম সকল তাহার সম্বন্ধে অনুষ্ঠেয়। জ্ঞান কামনা না থাকিলেও ফলাস্তুর-
কামনায় জ্ঞানসাধকত্বরূপে বিহিত নিত্য কৰ্ম্ম কর্তব্য, এরূপ বলিতে গেলে
সে সকলের বিদ্যাসাধকতাই থাকিবেক না, প্রণষ্ট হইবেক। কারণ এই যে,
নিত্য ও অনিত্য, পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। (যাহা নিত্য, কদাচ তাহা
অনিত্য হইবার নহে, এবং যাহা অনিত্য, তাহাও নিত্য হইবার নহে। যাহা

* আশ্রমকৰ্ম্মাদি অগ্নিহোতাদিকৰ্ম্মাদি যাবজ্জীবনশ্রুতহোত্রঃ জুহোতীত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ
অনুমুক্কোরপ্যাশ্রমিণোহনুষ্ঠেয়ানীতি যোক্তন।

আশ্রম-বিহিত কৰ্ম্মকলাপ বিদ্যোৎপত্তির সহায় হইলেও, যাহার বিদ্যাকামী নহে, তাহা-
দেরও অনুষ্ঠেয়। হেতু এইবে, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম আশ্রমীর অবস্থানুষ্ঠেয়রূপেই বিহিত
হইয়াছে।

মুষ্ঠেয়ানি, ন তহেঁষাং বিদ্যাসাধনত্বং, নিত্যানিত্যসংযোগ-
বিরোধাদিত্যস্তাং প্রাপ্তৌ পঠতি ।

আশ্রমমাত্রনিষ্ঠস্থাপ্যমুমুক্ষোঃ কর্তব্যান্তেষু নিত্যানি কৰ্ম্মাণি,
“যাবজ্জীবনমগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ । ন হি
বচনস্তাতিভারো নাম কশ্চিদস্তি ॥ ৩ । ৪ । ৩২ ॥

অথ যদুক্তং, নৈবং সতি বিদ্যাসাধনত্বমেবাং স্তাদিত্যত-
উত্তরং পঠতি—

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩ । ৪ । ৩৩ ॥*

বিদ্যাসহকারীণি চৈতানি স্যঃ, বিহিতত্বাদেব “তমেতং

বশ্তস্তাবয়োরেকত্র বিরোধঃ । ন চ বাক্যভেদাভ্যন্তরো বিরোধঃ শক্যোহপ-
নেতুম্ । তস্মাদনধ্যবসায় এবাত্তেতি প্রাপ্তম্ । এতেনৈকস্ত তৃত্বত্বসংযোগ-
পৃথক্, মিত্যাক্ষিপ্তম্ । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

“সিদ্ধে হি স্তাদ্বিরোধোহয়ং ন তু সাধ্যো কথঞ্চন ।

বিধ্যধীনাত্মলাভেহগ্নিন্ যথাবিধি মতা স্থিতিঃ ॥”

সিদ্ধং হি বস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মযোগেন ব্যধ্যতে, ন তু সাধ্যরূপম্ । যথা
ষোড়শিন একস্ত গ্রহণাগ্রহণে । তে হি বিধ্যধীনত্বাৎ বিকল্পেতে এবা, ন
পুনঃ সিদ্ধে বিকল্পসম্ভবঃ । তদিত্যেকমেবাগ্নিহোত্রাত্ম্যং কৰ্ম্ম যাবজ্জীবনশ্রুতে-
নিমিত্তেন যজ্ঞ্যমানং নিত্যোহিতোপাত্ত-দুরিতপ্রক্ষয়প্রয়োজনমবশ্যকর্তব্যং,
বিজ্ঞাপ্ততয়া চ বিজ্ঞায়াঃ কাদাচিত্তকতস্মানবশস্তাব্যেহপি “কাম্যো বা নৈমি-
ত্তিকো বা নিত্যমর্থং বিকৃত্য নিবিশতে” ইতি স্তাত্ম্যং অনিত্যাদিকারেণ
নিবিশমানমপি ন নিত্যমনিত্যয়তি, তেনাপি তৎসিদ্ধিরিতি সংযোগপৃথক্কাৎ
ন নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ একস্ত কার্য্যস্তেতি সিদ্ধম্ ।

সহকারিত্বঞ্চ কৰ্ম্মণাং ন কার্য্যে বিজ্ঞায়াঃ, কিস্তুৎপত্তৌ । কোহর্থঃ ? বিজ্ঞা-

ভাগ্য কৰিবাব নহে, অবশ্যাহুষ্ঠেয়, তাহা নিত্য এবং যাহা কামনার অভাবে
অনহুষ্ঠেয়, তাহা অনিত্য ।) এইরূপ প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে এই ৩২ সূত্র
পঠিত হইয়াছে ।

ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অমুমুক্ষু আশ্রমীও আশ্রমবিহিত নিত্যকৰ্ম্ম
সকল অহুষ্ঠান করিবেন । কারণ এই যে, শ্রুতিতে তাহা “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র
হোম করিবেক” এবংপ্রকায়ে বিহিত হইতে দেখা যায় । [ন হি...পঠতি]
বচন কি না করিতে পারে ? বচন সব করিতে পারে । অর্থাৎ বচনে যাহা
পাওয়া যাইবে, তাহা অস্মদাদির অহুযোজ্য নহে । বলিয়াছিল যে, বিদ্যাসাধকতা
থাকিবেক না, এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে ॥ ৩ । ৪ । ৩২ ॥

ঐ সকল কৰ্ম্ম বিজ্ঞার সহকারী অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে উপকারক ।

* সহকারিত্বেন তদ্রূপেণৈবাং বিদ্যাসাধনত্বম্ ।

বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিসন্তি” ইত্যাদিনা । তদুক্তং
 “সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ” [বেংসূং ৩৪।২৬] ইতি ।
 ন চেদং বিদ্যা সহকারিত্ববচনমাশ্রমকৰ্ম্মণাং প্রযাজাদিবদ্ বিদ্যা-
 ফলবিষয়ং মন্তব্যম্, অবিধিলক্ষণত্বাদ্ বিদ্যায়াঃ, অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যা-
 ফলন্তু । বিধিলক্ষণং হি সাধনং দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গফল-
 সিদ্ধাধিষ্ময়ী সহকারিসাধনান্তরমাকাঙ্খতে, নৈবং বিদ্যা ।
 তথা চোক্তং “অতএব চাগ্নীক্ষনাদ্যনপেক্ষা” [বেংসূং ৩৪।২৬]

সহকারীণি কৰ্ম্মাণীত্যয়মর্থঃ ।—সংস্র কৰ্ম্মস্ব বিষ্টেব স্বকার্যে ব্যাপ্রিয়তে ।
 যথা সঠৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দভীতি সংশ্লেষ দশপুত্রেষু সৈব ভারস্ত
 বাহিকেতি । “অবিধিলক্ষণত্বাৎ” ইতি । বিহিতং হি দর্শপৌর্ণমাসাত্ত্বৈর্জ্যতে,
 ন স্ববিহিতম্ । গ্রাহকগ্রহণপূর্ব্বকত্বাদঙ্গভাবস্ত, বিধেঃ চ গ্রাহকত্বাৎ অবিহিতে
 চ তদনুপপত্তেঃ । চতুঃশ্রামপি চ প্রতিপত্তীনাং ব্রহ্মণি বিধানানুপপত্ত্বৈরি-
 ত্যুক্তং প্রথমমুদ্রে । অষ্টব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ বিধিস্বরূপং, ন বিধি
 রিত্যপ্যুক্তম্ । উৎপত্তিং প্রতি হেতুভাবস্ত সম্বন্ধত্বাৎ বিবিদ্যিষোপজননদ্বারে-
 কারণ, ঐ সকল ব্রহ্মবাদীরা সেই এই আত্মাকে বেদার্থানুষ্ঠানের দ্বারা
 জামিতে ইচ্ছা করেন” ইত্যাদি বাক্যেব দ্বারা বিহিত । এ নির্ণয় “সর্বাপেক্ষা”
 শব্দে প্রদর্শিত হইয়াছে । [ন চেদং...যুক্তিঃ] আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মকলাপ
 জ্ঞানের সহকারী সত্য; পরন্তু সে সহকারিত্ব প্রযাজাদির তায় জ্ঞানফল
 মোক্ষ বিষয়ে নহে । যজ্ঞ প্রযাজ অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গযাগ প্রধান যাগের
 সাহায্য কবে, অর্থাৎ স্বরূপ মাত্র নির্বাহ কবে, স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের সাহায্য
 করে না, সেইরূপ আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মও চিত্তশুদ্ধিপরম্পরায় মাত্র জ্ঞানের
 সাহায্য করে, কিন্তু বিভ্রাফল মোক্ষ উৎপাদনের সাহায্য করে না । কাণ,
 বিত্তার বা জ্ঞানের ফল কৃতিসাধ্য নহে, স্বতরাং বিধির অধীন নহে
 (তাহা নিত্যসিদ্ধ ও যদ্বাসাধ্য) । যাহা সাধননিম্পাত্ত অর্থাৎ যাহা জন্মায়,
 প্রকৃতপক্ষে তাহাই বিধির যোগ্য । দর্শাদি যাগ স্বর্গের সাধন, তাহা স্বর্গ
 জন্মায়, সেই কারণে তাহা বিধিলক্ষণ অর্থাৎ তাহাতেই বিধি সম্ভব হয় ।
 অতএব, যেমন বিধিযোগ্য দর্শপূর্ণমাস যাগ স্বর্গ ফল জন্মাইবার সাধন,
 তাহা যেমন অঙ্গ কৰ্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে, জ্ঞান সেরূপ সাহায্য প্রতীক্ষা
 করে না । অর্থাৎ মোক্ষফল জন্মাইবার নিমিত্ত অঙ্গ কাহারও সহায়তা প্রতীক্ষা
 করে না । স্বতঃসিদ্ধ মোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর আপনা আপনি প্রকাশিত হয় ।
 এ কথা “অতএব চাগ্নীক্ষনাদ্যনপেক্ষা” শব্দে বিচারিত ও নির্ণীত হইয়াছে ।
 প্রদর্শিত হেতুকূটের দ্বারা এই সিদ্ধান্তই লব্ধ হয় যে, আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মকলা-

আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মকলাপ জ্ঞানোদয়ের সহকারী কারণ, জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতি তাহার
 নান্য কারণভাব নাই ।

ইতি । তস্মাদুৎপত্তিসাধনত্ব এতৈব্যাং সহকারিত্ববাচো-
যুক্তিঃ । ন চাত্র নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ আশঙ্ক্যঃ, কৰ্ম্মা-
ভেদেহপি সংযোগভেদাৎ । নিত্যো হ্যেকঃ সংযোগো যাব-
জ্জীবাদিবাক্যকল্পিতঃ, ন তস্ম বিঘ্নাফলত্বম্ । অনিত্যস্বপ্নঃ
সংযোগঃ “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি” ইত্যা-
দিবাক্যকল্পিতঃ, তস্ম বিঘ্নাফলত্বম্ । যথা একস্থাপি খাদিরস্ম
নিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থতা, অনিত্যেন সংযোগেন পুরুষার্থতা চ,
তদ্বৎ ॥ ৩ । ৪ । ৩৩ ॥

তদ্বৎসাদৃশ্যপাদিতম্ । অসাধ্যত্বাচ্চ বিঘ্নাফলস্থাপবর্গস্ম । স্বরূপাবস্থানলক্ষণো হি
সঃ । ন চ স্বং রূপং ব্রহ্মণঃ সাধ্যং, নিত্যত্বাৎ । শেষমতিবোধিতার্থম্ ॥ ৩ । ৪ । ৩৩ ॥

পের সহকারিত্ব জ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানফল মোক্ষের পক্ষ নহে । অভিপ্রায়
এই যে, কৰ্ম্মফল চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা জ্ঞানের উপকার করে, সহায়তা
করে, তৎপরে আর কিছু করে না । [ন চাত্র...তদ্বৎ] এই সিদ্ধান্তে বিরো-
ধেব আশঙ্কা করিও না । কৰ্ম্ম একই, অথচ তাহা দ্বিরূপ—নিত্য ও অনিত্য, এ
কথা—বিরুদ্ধ এরূপ আশঙ্কা করিও না । (একই অগ্নিহোত্র যাগ অবশ্য
কর্তব্য বিধায় নিত্য, সদা অনুষ্ঠেয়, আবার ফলকামনায় কর্তব্য বলিয়া অনিত্যও
হয় । ফলেচ্ছা থাকিলে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠেয় হয়, ফলেচ্ছা না থাকিলে পরিত্যক্ত
হয় ; স্তববাং অনিত্য । নিত্যানুষ্ঠানে জ্ঞানের উপকার ; আর অনিত্যানুষ্ঠানে
কাম্য ফল লাভ ; স্মৃতরাং বিরুদ্ধ বলা হইল, এমন মনে করিও না ।) কারণ,
কৰ্ম্ম এক হইলেও সংযোগের (সম্বন্ধের) পার্থক্য আছে । তদনুসারে উক্ত
সিদ্ধান্তের বিরোধ ভঙ্গন হয় । কৰ্ম্মের নিত্যানিত্যতা নাই । কৰ্ম্ম একই,
পবন তাহার সম্বন্ধ বা সংযোগ দ্বিবিধ । এক সংযোগে নিত্য, তাহা “যত কাল
জীবন, তত কাল অগ্নিহোত্র” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত এবং আর এক
সংযোগে অনিত্য, তাহা “ব্রাহ্মণগণ বেদার্থের দ্বারা আপনাকে জানিতে ইচ্ছা
করেন” ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত । প্রথমোক্ত নিত্যসংযোগে বিঘ্না-
ফলের অভাব আছে, আর শেষোক্ত অনিত্য সংযোগে তাহার বিঘ্নমানতাই
আছে । এইরূপ সম্বন্ধভেদে একের উভয়রূপতা অবশ্যই অবিকল্প । খাদির
যূপ একই, কিন্তু যে খাদির যূপ নিত্যসম্বন্ধের দ্বারা ক্রতুর অঙ্গ বা উপকারক
হয়, আবার সেই খাদির যূপই অনিত্যসংযোগের দ্বারা পুরুষের গুণ বা
পুরুষের উপকারক মাত্র হয় । সম্বলিত সিদ্ধান্তও পূৰ্ব্বমীমাংসাহুগত প্রোক্ত
সিদ্ধান্তের অনুরূপ ॥ ৩ । ৪ । ৩৩ ॥

সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩। ৪। ৩৪॥*

সর্বথাপ্যাশ্রমধর্মত্বপক্ষে বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে চ ত এবা-
গ্নিহোত্রাদয়ো 'ধর্ম্মা' অনুষ্টেয়াঃ। ত এবোভয়বধারয়মাচার্য্যঃ কিং
নিবর্তয়তি? কস্মভেদাশঙ্কামিতি ক্রমঃ। যথা কুণ্ডপায়ী-
নাময়নে "মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি" ইত্যত্র নিত্যাদগ্নিহোত্রাৎ
কস্মান্তরমুপদিশ্যতে, নৈবমিহ কস্মভেদোহস্তীত্যর্থঃ। কুতঃ।
উভয়লিঙ্গাৎ—ঋতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ।

যথা "মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি" ইতি প্রকরণান্তরাৎ কস্মভেদঃ, এবমিহাপি
"তমেতৎ বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন" ইতি ক্রতুপ্রকরণমতিক্রম্য
প্রবণাৎ প্রকরণান্তবাস্তবদ্বিব্যবচ্ছেদে সতি কস্মান্তরমিতি প্রাপ্তে, উচ্যতে—

অগ্নিহোত্রাদি কস্ম আশ্রম-ধর্ম্মও বটে, পক্ষান্তরে জ্ঞানের সহকারী সাধনও
বটে, স্মৃতরাৎ একই অগ্নিহোত্রাদি উভয়ত্র অনুষ্টেয়। অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্ম
বলিয়াই হউক, আর জ্ঞানোপকারক বলিয়াই হউক, সর্বপ্রকারেই অগ্নি-
হোত্রাদি ধর্ম্মের অনুষ্টেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য্য ব্যাস "তে এব—"
সেই অগ্নিহোত্রাদি কস্মই, এইরূপ সাবধারণ বাক্যে ঐ সকলের ভেদাশঙ্কা
নিবারণ করিয়াছেন। (জ্ঞানসাধন অগ্নিহোত্রাদি হয় ত আশ্রমীর নিত্য কর্তব্য
অগ্নিহোত্রাদি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্, এরূপ আশঙ্কা ঐ সাবধারণ
বাক্যের দ্বারা নিবর্তিত হইয়াছে।) কুণ্ডপায়ীদিগের অয়নগত অগ্নিহোত্র *
যেমন সর্ববিদিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন, পৃথক্ কস্ম, এখানে
সেইরূপ ভেদ বা পার্থক্য উপদিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রাদি
কস্মই "বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন—" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে জ্ঞানসাধনরূপে
অর্থাৎ জ্ঞানসাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, ঋতি স্মৃতি উভয়ত্রই
উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক বাক্য আছে।

* সর্বথাপি বিভাসহকারিত্বাশ্রমধর্ম্মত্বরূপপক্ষদ্বয়মপি অগ্নিহোত্রাদয়ো 'ধর্ম্মা' অনুষ্টেয়া এব,
কুতঃ? উভয়লিঙ্গাৎ ঋতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ।

জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক আর আশ্রমীর কর্তব্য বলিয়াই হউক, বৈদিক
অগ্নিহোত্রাদি কস্মের অনুষ্ঠান করিবেক। একই অগ্নিহোত্রাদি কস্ম উক্ত উভয় অধিকারীর
উক্তবিধ সম্বন্ধ অনুসারে অনুষ্ঠেয়; ইহা অবধারিত আছে। হেতু 'এই যে, ঋতি ও স্মৃতি
উভয় শাস্ত্রেই উক্তবিধ অনুষ্ঠেয়তাপক্ষে লিঙ্গদর্শন আছে। (লিঙ্গ—জ্ঞাপক চিহ্ন, অথবা
বোধক বাক্য)।

* কুণ্ডপায়ী—শাখাবিশেষোক্ত বজ্রের অনুষ্ঠাতা। অয়ন—কুণ্ডপায়ীদিগের অবশ্যকর্তব্য
কর্মে বিশেষ। কুণ্ডপায়ীর অয়ন-বাগ্ নির্বাহার্থ একটি মাসব্যাপক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।
সেই মাসব্যাপক কর্ম্মের নাম অগ্নিহোত্র। এই অগ্নিহোত্র "যাবজ্জীবনগ্নিহোত্রং জুহ্বতি"
এতদ্বাক্যনিহিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন বা পৃথক্। তাহা 'মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি'
এতদ্বাক্যের দ্বারা বিহিত।

ঋতিলিঙ্গং তাবৎ “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি” ইতি সিদ্ধবদুৎপন্নরূপাণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিনিযুক্ত্তে, ন জুহুত্যা-
ত্যাদিবদপূর্ব্বমৈবেয়াং রূপমুৎপাদয়তীতি । • স্মৃতিলিঙ্গমপি
“অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ” ইতি বিজ্ঞাত-
কর্তব্যতাকমেব কৰ্ম্ম বিদ্যোৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি । “যস্মৈতে
অচ্যচত্বারিংশং সংস্কারাঃ” ইত্যাদ্য চ সংস্কারপ্রসিদ্ধির্বৈদি-

সত্যপি প্রকরণান্তরে তদেব কৰ্ম্ম ঋতে: স্মৃতে: চ । সংযোগভেদঃ পরং, যথা-
হগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বৰ্গকামঃ” “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ” ইতি তদেবাগ্নিহোত্র-
মুভয়সংযুক্তম্ । ন হি প্রকরণান্তরং সাক্ষাৎভেদকং, কিন্তুজ্ঞাতজ্ঞাপনস্বরসো
বিধি: প্রকরণেক্যে খুটতরপ্রত্যভিজ্ঞাবলেন স্বরসং জহাৎ । প্রকরণান্তরেণ
তু বিঘটিতপ্রত্যভিজ্ঞানঃ স্বরসমজহৎ কৰ্ম্ম ভিনন্তি । ইহ তু সিদ্ধবদুৎপন্নরূপা-
ণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুক্ত্তানো ন জুহাতীত্যাদিবদপূর্ব্বমেয়াং
রূপমুৎপাদয়িতুমর্হতি । ন চ তত্রাপি নৈমগ্নিকাগ্নিহোত্রে মাসবিধিনাপূর্ব্বাগ্নি-
হোত্রোৎপত্তিরিতি সাম্প্রতম্ । হোম এব সাক্ষাৎ বিধিপ্রভে: । কালস্ত
চাহুপাদেয়ত্বাবিধেয়ত্বাৎ । কালে হি, কৰ্ম্ম বিধীয়তে, ন কৰ্ম্মণি কাল ইত্যুৎ-

[ঋতিলিঙ্গং...ধারণম্] ঋতিস্ব পোষক বাক্য বা শ্রোত চিহ্ন এই যে, ঋতি—
“ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ বিচার ও যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মাকে জানিবেন” এই বলিয়া
পূর্ব্বপরিচিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকে আত্মবিবিদিষার বিনিয়োগ করিয়াছেন ।
অপরিচিতরূপ অর্থাৎ অত্র কোন নূতন যজ্ঞাদির স্বরূপ উপদেশ করেন নাই ।
(স্মৃতাং স্থির হইতেছে যে, আশ্রমী ও জ্ঞানকামী মুমুক্ উভয়ের অনুলেষ
অগ্নিহোত্রাদি অভিন্ন ।) স্মৃতিস্ব পোষক বাক্য বা চিহ্ন এই যে, স্মৃতি “যে
ব্যক্তি ফল অহুসঙ্কান না করিয়া কর্তব্য কৰ্ম্ম সকল অহুষ্ঠান করে” এই বলিয়া
জ্ঞাতকর্তব্যতাক কৰ্ম্মেরই জ্ঞানোৎপত্তিসহায়তা বর্ণন করিয়াছেন । (জ্ঞাত-
কর্তব্যতাক = যে সকল কৰ্ম্ম কর্তব্য বলিয়া জানা আছে, অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে বিহিত
আছে, সেই সকল কৰ্ম্ম । যে সকল কৰ্ম্মের স্বরূপ, ইতিকর্তব্যতা ও ফল
শাস্ত্রান্তরে উপদিষ্ট আছে, সেই সকল কৰ্ম্মই ফলকামনাশূন্য হইয়া অহুষ্ঠান
করিলে জ্ঞানপ্রদ হয় ।) স্মৃতিতে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কৰ্ম্মকলাপের সংস্কার
নাম দেখা যায় । • সেই স্মৃতিপ্রসিদ্ধ সংস্কারনামের সার্থক্যবলেও কৰ্ম্মভেদাশঙ্কা
বিদূরিত হইতে পারে । যে স্মৃতিতে বৈদিক কৰ্ম্মকলাপ সংস্কার নামে প্রসিদ্ধ
আছে, সঙ্কেতিত হইয়াছে, সে স্মৃতি এই—“যাহার এই অষ্টাচত্বারিংশং (৪৮)
সংস্কার—” ইত্যাদি । • যে এই ৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত—তাহারই জ্ঞানোৎ-
পত্তি হওয়া সুসম্ভব । (৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত এ কথার তাৎপর্য—সংস্কার বলে ।

† গর্ভাধান হইতে পল্যভিগমপর্ধ্যন্ত সংস্কার কৰ্ম্ম ১৪, তৎপরে ৫ সহায়জ, ১ সোমযজ্ঞ, ১
হবির্যজ্ঞ, ১ পাকযজ্ঞ, অভুক্ত • থাকিয়া সংহিতাধায়ন, প্রায়ণ কৰ্ম্ম, লপ, উৎক্রমণ, দৈহিক

কেষু কর্মসু তৎসংস্কৃতস্য বিদ্যোৎপত্তিমভিপ্রৈত্য স্মৃতৌ ভবতি।

তস্মাৎ সাধ্বিদমভেদাবধারণম্ ॥ ৩। ৪। ৩৪ ॥

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩। ৪। ৩৫ ॥*

সহকারিত্বশ্চৈবৈতদ্রূপোদ্ধলকং লিঙ্গদর্শনং। অনভিভবঞ্চ
দর্শয়তি ঐতিহ্যে ক্রচ্চর্যাদিসাধনসম্পন্নস্য রাগাদিভিঃ ক্রেশৈঃ “এষ
হ্যাত্মা ন নশ্বতি যং ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দতে” ইত্যাদিনা। তস্মাদ্-
যজ্ঞাদীন্যাশ্রমকর্মাণি চ ভবন্তি, বিদ্যাসহকারীণি চেতি
স্থিতম্ ॥ ৩। ৪। ৩৫ ॥

সর্গঃ। ইহ তু বিবিদিষায়াং বিদিশ্রুতিন্ যজ্ঞাদৌ। তানি তু সিদ্ধান্তেবানুত্ত
ইত্যেককর্ম্যাং সংযোগপৃথকত্বং সিদ্ধম্। স্মৃতিরুক্তা। লিঙ্গদর্শনমুক্তম্ ॥ ৩। ৪। ৩৪ ॥

[নিত্যানি কর্মাণি স্বতঃ পুণ্যলোকাবাগ্নিকলাগ্নপি জ্ঞানকামেনাশ্রুতিতানি
জ্ঞানার্থনীতুক্তম্। ইদানীং ব্রহ্মচর্যাদীনামাশ্রমকর্ম্যাং ক্রেশতনুকরণে
বিত্তোদয়ে হেতুতেত্যত্র লিঙ্গমাহ অনভিভবঞ্চতি। সূত্রস্য তাৎপর্য্যোক্তি-
পূর্ব্বকমঙ্গরার্থং কথয়তি—সহকারিত্বশ্চৈতি। উভয়বিধাধীনমর্থমুপসংহরতি—
তস্মাদিতি। ৩। ৪। ৩৫ ॥ ইত্যনন্দগিরিঃ।]

তাহাদের চিন্তমল থাকে না, পরিমার্জিত হয়, সুতরাং তাহারা সংস্কৃত অর্থাৎ
বিশুদ্ধসত্ত্ব হয়। বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলেই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।) প্রদর্শিত
প্রকারে কর্মভেদ শব্দা নিবারিত হইতেছে, সে জন্ত ঐ সাধারণ প্রয়োগ
সাধু বলিয়া গণ্য ॥ ৩। ৪। ৩৪ ॥

যেমন প্রদর্শিত শ্রোত লিঙ্গের দ্বারা আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের
বিদ্যাসহকারিতা নিশ্চিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মচর্যাদি কর্মেরও বিদ্যাহেতুতা
অবধারিত হয়। কারণ, ঐতিহ্যে দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসম্পন্ন
পুরুষ রাগষেবাদি ক্রেশে অভিভূত হয় না। ক্রেশে অভিভূত না হইলেই
নিশ্চিতিবন্ধকে জ্ঞানোদয় হয়। যথা—“যে আত্মা ব্রহ্মচর্যাদির দ্বারা অল্প-
ভবাকৃত হন, সেই এই আত্মা পুনঃ অদর্শনগত হন না।” ইত্যাদি।
অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম আশ্রমিকর্তব্যও বটে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জ্ঞানোৎপত্তির
সাহায্যকারীও বটে ॥ ৩। ৪। ৩৫ ॥

কর্ম, ভগ্নসমূহন, অহিসংঘন, শ্রাদ্ধ, এই ৮। সমুদারে ৪৮ এবং সমস্তই শুদ্ধিজনক বলিয়া
সংস্কার সংজ্ঞার সংজ্ঞিত।

* অনভিভবং রাগাদিভিঃ। দর্শয়তি ঐতিহ্যিতি শেষঃ। ব্রহ্মচর্যাদীনামাশ্রমকর্ম্যাং ক্রেশ-
তনুকরণধারেণ বিত্তোদয়হেতুত্বং শ্রুত্যা দর্শিতমিতি।

ঐতিহ্যে ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি রাগাদি দোষে আক্রান্ত হন।
অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মচর্যাদি কর্মে রাগ ষে অভিনিবেশ প্রভৃতি ক্রেশপঞ্চক কণ করে, করিয়া
জ্ঞানোদয়ের কারণ হয়।

অন্তরা চাপি তু তদৃক্ষেঃ ॥ ৩।৪।৩৬ ॥*

বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চাত্মাশ্রমপ্রতিপ-
ত্তিহীনানাংস্তরালবর্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোহস্তি? কিং
বা নাস্তীতি সংশয়ে, নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তম্, আশ্রমকৰ্ম্মণাং
বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাং, আশ্রমকৰ্ম্মাসম্ভবচ্চৈতেষাম্-ইত্যেবং প্রাপ্তে
ইদমাং—অন্তরা চাপি তু। অনাশ্রমিত্বেনাহস্তরালে বর্ত-

[আশ্রমকৰ্ম্মণাং বিত্তোপায়ত্বে সত্যানাশ্রমকৰ্ম্মণাং নৈবমিতি মত্বানং প্রত্যাহ—
অন্তরেতি। অনাশ্রমিণো বিধুরাদীন্ বিষলীকৃত্য তেষাং কৰ্ম্মিত্বপ্রসি-
দ্ধেন্দ্রিয়ার্শিসিদ্ধে সংশয়মাহ—বিধুরেতি। অত্রানাশ্রমকৰ্ম্মণামুক্তবিত্তা-
হেতুযোক্ত্যা পাদাদিসঙ্গতিঃ। পূৰ্ব্বপক্ষে যথা বিধুরকৰ্ম্মণাং বিত্তাহেতুত্বাসিদ্ধিঃ,
তথৈবাশ্রমকৰ্ম্মণামপি বিত্তাহেতুত্বাসিদ্ধিঃ। সিদ্ধান্তে ত্বেশ্রমিত্বস্ত জ্যায়ত্বাৎ
কৰ্ম্মণাং তৎসিদ্ধিরিতি মত্বানঃ সংশয়মনুজ পূৰ্ব্বপক্ষমাহ—নাস্তীত্যাদিনা।
বিবিদিষাবাক্যে যজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিত্তিক্রিশ্ৰুতেরাশ্রমকৰ্ম্মাভাবেহপি
বর্ণমাত্রধৰ্ম্মাণাং দানাদীনাং সম্ভবাৎ বিধুরাদীনামপি বিত্তাধিকারঃ সত্যদিত্যা-
শ্রয় কেবলবর্ণধৰ্ম্মাণাং বিত্তাসাধনত্বে। সত্যাশ্রমকৰ্ম্মণাং বৈষয়্যাদনানাশ্রমিণামন-
ধিকারো বিত্তায়ামিত্যাং—আশ্রমেতি। অনাশ্রমকৰ্ম্মণাং ন বিত্তাহেতুতেতি

আশ্রমকৰ্ম্ম বিত্তালাভের উপায়, এতৎপ্রসঙ্গে অত্র এক সংশয় উপস্থিত
হয়। সে সংশয় এই—যে লোক কোন এক আশ্রম অশ্রয় করিতে পারে নাই,
এরূপ বিধুর-নামক অন্তবালবর্তী ব্যক্তি ও দ্রব্যহীন যৎপরোনাস্তি দরিদ্র (যাহারা
দ্রব্যভাবে আশ্রমবিহিত কার্য্য করিতে অসমর্থ) তাহাদের বিত্তাধিকার
আছে কি নাই। পূৰ্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন আশ্রম-কৰ্ম্মই বিত্তালাভের
উপায়, তখন তাহাদের অর্থাৎ তাদৃশ অনাশ্রমীর বিত্তাধিকার অসম্ভাব্য।
উত্তরপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষ এই যে, অনাশ্রমিকপে অন্তরালে অবস্থান
করিলেও বিধুরদিগের বর্ণধৰ্ম্ম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের
দেবারাধনাও জপাদি কৰ্ম্মে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিত্তাধিকার সম্ভবপর
হয়। রৈক ও বাচক্লবী প্রভৃতি ও দরিদ্র ছিলেন, অথচ তাহারা শ্রুতিতে
ব্রহ্ম বলিয়া বিখ্যাত। (সমাবর্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্ঘোষন করিয়াছে,

* অন্তরা অন্তরালে বর্তমান; যে বিধুর-সংজ্ঞার প্রসিদ্ধা তেষামপি বিত্তায়ামধিকার ইতি পুর-
ণীরম্। যেতুমাং তদ্বিতি। শ্রুতিস্মৃতিহাসশাস্ত্রেবু রৈকপ্রভৃতীনাং বিধুরাণাং ব্রহ্মবিষয়দর্শনাদিত্যর্থঃ।
আশ্রমবিহিত অগ্নিহোতাদি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি কৰ্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে জানোৎপত্তির কারণ, এই
অবধারণ অনুসারে অনাশ্রমীরও বিত্তাধিকার আছে কিনা তাহা বিচার্য্য হইতেছে। পূৰ্ব্বপক্ষে
নাই বলা বাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে তাহা আছে বলাই উচিত। অনাশ্রমী বিধুর ও
নিতান্ত দরিদ্র, ইহার আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মকরণে অক্ষম ও অনধিকারী হইলেও জানোৎপাদন
জপাদি কৰ্ম্মের দ্বারা বিত্তাধিকার আয়ত্ত করিতে পারে, ইহা পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায়
অর্থাৎ নিদর্শিত হইয়াছে।

মানোহপি বিদ্যাগ্নামধিক্রিয়তে । কৃতঃ । তদৃষ্টেঃ । রৈক-
বাচরুবীপ্রভৃতীনামেবজুতানামপি ব্রহ্মবিত্তশ্রুত্ব্যপলক্কেঃ ॥৩৪।৩৬॥

অপি চ স্বর্য্যতে ॥ ৩ । ৪ । ৩৭ ॥*

সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকৰ্ম্মণা
মপি মহাযোগিত্বং স্বর্য্যত ইতিহাসে ॥ ৩ । ৪ । ৩৭ ॥

ননু লিঙ্গমিদং শ্রুতিস্মৃতিদর্শনমুপন্যস্তং, কা নু খনু প্রাপ্তিঃ ?
ইতি সাভিধীয়তে—

পূর্বপক্ষমনু সিদ্ধাস্তয়তি—এবমিতি । প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি—অনাশ্রমিভ্বেন
ইতি । তদ্বৃষ্টেরিতি ব্যাচষ্টে—রৈক্যেতি । ৩ । ৪ । ৩৫ ॥ ইত্যনন্দগিরিঃ ।]

[শ্রোতাঃ দৃষ্টিঃ শিষ্টা । স্বার্থীমপি দর্শয়তি—অপীতি । শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং
সিদ্ধে সিদ্ধান্তেহনন্তরহত্রনিরন্তরকোত্তমাহ—নর্ধতি । জ্ঞানান্তরকৃতাদপি কৰ্ম্মণো
রৈক্যাদীনাং বিজ্ঞাসম্ভবাং বর্ণোপাধাবুজ্ঞাং কৰ্ম্মণো বিজ্ঞেভ্যত্র শ্রুতিস্মৃত্যো-
রনিয়ামকত্বাং নিয়ামকাস্তরং বক্তব্যমিত্যর্থঃ । আশ্রমধৰ্ম্মাভাবেহপি বর্ণধৰ্ম্ম-
বিশেষৈরনুগৃহীতা বিজ্ঞোদেয়তীতি সূত্রেণ সমাধত্তে—সেতি ॥ ৩ । ৪ । ৩৭ ॥
ইত্যনন্দগিরিঃ ।]

অথচ বিবাহ কবিত্বাৎ গৃহী হয় নাই কিংবা প্রব্রজ্যাদি করে নাই, এরূপ লোক
বিধুর । পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও
সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর । ইহাদিগের
বর্ণধৰ্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায়, সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের
ব্রহ্মবিজ্ঞাধিকার বিদ্যমান থাকে ॥ ৩ । ৪ । ৩৬ ॥

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি নগ্নচর্য্য (নগ্নচর্য্য=বস্ত্রত্যাগী সন্ন্যাসী) থাকিতেন,
কোনও কিছু আশ্রমকৰ্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাসে ও স্মৃতিতে
লিখিত আছে, তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন । বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র
(শ্রুতি ও স্মৃতি) জাপক মাত্র, বিধায়ক নহে । জিজ্ঞাসা করি, বিধায়ক শাস্ত্র
কৈ ? বিধায়ক শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত স্মারক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে
না । সূত্রকার এতৎপ্রস্তর প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন ॥ ৩ । ৪ । ৩৭ ॥

* আশ্রমকৰ্ম্মত্যাগিনাং সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিভ্বমিতি শেষঃ ।

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি আশ্রম কৰ্ম্ম করিতেন না, অথচ তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন । এ কথা
ইতিহাসাত্মক স্মৃতিতে (পুরাণাদি গ্রন্থে) উক্ত হইয়াছে ।

রাত্রিঞ্চরিত্বা মহাকঙ্কং বর্জয়েৎ । ভিক্ষুর্ক্বান প্রস্থবৎ সোমবৃদ্ধিবর্জ্ঞঃ,
স্বশাস্ত্রসংস্কারশ্চ” ইত্যেবমাদিপ্রায়শ্চিত্তস্মরণমনুসর্তব্যম্ ॥৩:৪ ৪২॥

বহিস্তু ভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩৪।৪৩ ॥*

যদ্যুর্দ্ধিরেতসাং স্বাত্মমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং, যদি
বোপপাতকম্, উভয়থাপি শিষ্টৈস্তে বহিঃ কর্তব্যঃ ।

“আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্যং যন্তু প্রচ্যবতে পুনঃ ।

প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা ॥” ইতি

সাম্যং ভবেৎ । শাস্ত্রস্থা বা বা প্রসিদ্ধিঃ, সা গ্রাহা, শাস্ত্রমূলত্বাৎ । উপপাদিতঞ্চ
প্রায়শ্চিত্তভাবপ্রসিদ্ধে: শাস্ত্রমূলত্বমিতি । স্মৃগমিতরৎ ॥ ৩।৪।৪২ ॥

যদি নৈষ্ঠিকাদীনামস্তি প্রায়শ্চিত্তং, তৎ কিমেতৈ: কৃতনির্ণেজ্ঞনৈ: সম্যবহর্তব্য-
মুত নেতি । তত্র দোষকৃতত্বাদসম্যবহারস্ত প্রায়শ্চিত্তেন তন্নিবর্হণাদনিবর্হণে
বা তৎকরণবৈয়র্থ্যাৎ সংব্যবহার্যা এবতি প্রাপ্ত উচ্যতে ।—

নিষিদ্ধকর্ম্মমুষ্ঠানজ্ঞত্বেনো লোকদ্বয়েহপ্যাশুদ্বিপাদয়তি বৈধম্ । কস্ত-
চিদিনেসো লোকদ্বয়েহপ্যাশুদ্বিপনীয়তে প্রায়শ্চিত্তৈরেনোনিবর্হণং কুর্বাণৈঃ,
কস্তচিদ্ভু পরলোকাশুদ্বিপাত্মমপনীয়তে প্রায়শ্চিত্তৈরেনোনিবর্হণং কুর্বাণৈঃ,
ইহ লোকাশুদ্বিজেনসাপাদিতা ন শক্যাহপনেতুম্ । যথা জীবীলাদিষাতিনাম্ ।
যথাহঃ—বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতো ন সম্পিবেদিতি । তথা—প্রায়শ্চিত্তৈরপৈতো-

তৃণকাষ্ঠ বর্জন করিবেন । সত্ত্বং ও দৈবাৎ ব্রহ্মচর্য্য ভ্রংশ হইলে বান-
প্রস্থের ত্রায় ভিক্ষুকও সোমবৃদ্ধিবর্জিত কুচ্ছব্রত করিবেন এবং স্বশাস্ত্রোক্ত
সংস্কার করিবেন ।” ইত্যাদি ॥ ৩।৪।৪২ ॥

উর্দ্ধবেত আশ্রমীয়া স্বকীয় আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইলে (যেতঃসেকনিবন্ধন
ব্রতচ্যুত হইলে) মহাপাতক হউক, আর উপপাতকই হউক, প্রায়শ্চিত্ত
করুক বা নাই করুক, সাধুকর্ত্বক তাঁহারা স্বসমাজচ্যুত হইবেন । এই
বিষয়ে শাস্ত্র ও শিষ্টাচার উভয় প্রমাণই আছে । শাস্ত্র যথা—“যে ব্যক্তি
নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম গ্রহন করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, এমন কোন প্রায়-

মূল্য প্রতীতি যথা—“যখন অস্ত্রাঙ্ক ওষধি শুকাইয়া যায়, তখনও ইহাবা কষ্ট থাকে ।” এই
শাস্ত্র বাক্যে বুঝা যায়, দীর্ঘশুক শস্তই যব । “যবাহ গোর পশ্চাৎ দোড়িতেছে” এই শাস্ত্রীয়
বাক্যে জানা যায়, শুকই বরাহ । অতএব; যেমন যববরাহাদি স্থলে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দীর্ঘশুক
শস্ত ও শুকর গৃহীত হয়, সেইরূপ, এখানেও শাস্ত্রমূল প্রতীতি অনুসারে প্রাপ্তিত থাকাই
কীকার্য্য । উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক শব্দের অর্থগ্রভেদ এইরূপ ।—যে বেদব্রত (ব্রহ্মচর্য্য)
উদ্ঘাপন করিয়া সম্প্রতি গৃহী হইয়াছে, বিবাহ করিয়াছে, ঋতু বাতীত অল্প কালে ঐচ্ছিক
অভিগম করে নাই, সে উপকুর্বাণ । যে বেদ পড়া শেষ হইলেও সমাবর্জন (বেদব্রত
ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ) না করিয়া আমরণ গুরুকুলবাসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, সে নৈষ্ঠিক ।

* বহিঃ বহির্কাৰ্য্যা সাধুভিরিতি শেষঃ ।

উর্দ্ধবেতম্ ভদ্র হইলে তাহাতে তাঁহাদের মহাপাতক হউক, আর উপপাতক হউক, যে কোন
প্রকার পাতকই হউক না কেন, কৃতপ্রাপ্তিত হইলেও তাঁহারা অব্যবহার্য্য ।

“আরুঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্।

উদ্বন্ধং কুমিদক্টঞ্চ স্পৃষ্টু। চান্দ্রায়ণং চরৎ ॥”

ইতি চৈবমাংদিনিন্দাতিশয়স্মৃতিভ্যঃ শিষ্টাচারোচ্চ। ন হি
যজ্ঞাধ্যয়নবিবাহাদীনি তৈঃ সহাচরন্তি শিষ্টাঃ ॥ ৩৪। ৪৩ ॥

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাশ্রয়েঃ ॥ ৩৪। ৪৪ ॥

অঙ্গেষুপাসনেষু সংশয়ঃ। কিং তানিযজ্ঞমানকর্মাণ্যাহো-
স্বিদ্ধাত্ত্বিককর্মাণি ? কিস্তাবৎ প্রাপ্তম্ ? যজ্ঞমানকর্মাণীতি।
কুতঃ ? ফলশ্রুতেঃ। ফলং হি শ্রুয়তে “বর্ষতি হাষ্ট্রৈঃ বর্ষয়তি
হ এতদেবং বিদ্বান্ বৃক্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে” ইত্যাদি।

নো যদজ্ঞানকৃতং ভবেদিতি। কামভঃ কৃতমপি। বালগ্নাদিস্ত কৃতনির্বেজনো-
হপি বচনাদব্যবহার্য ইহ লোকে জায়ত ইতি। বচনঞ্চ বালগ্নাৎশ্চেত্যাदि।
তস্মাৎ সৰ্বমবাদতম্ ॥ ৩। ৪। ৪৩ ॥

প্রথমেকাণ্ডে শেষলক্ষণে তথাকার ইত্যত্র্যৈকসম্বন্ধে কৰ্ম্মণঃ সিদ্ধে
কিং কামো যাজ্ঞমান উতাহিজ্য ইতি সংশয়্যাহিজ্যোহপি কৰ্ম্মণি যাজ্ঞমান এব
কামো গুণফলেষ্বতি নির্ণীতম্, ইহ দেবজ্ঞাতীয়কানি চান্দ্রসম্বন্ধাত্ম্যুপাসনানি কিং

শ্চিত্তং দেখি না, যে সেই আত্মায় সে পাপ হইতে শুদ্ধ হয় অর্থাৎ নিকৃতা পাইতে
পারে। “আরুঢ়-পতিত ব্রাহ্মণকে সমাজচ্যুত অর্থাৎ রাজার দ্বারা নির্বাসন দণ্ডে
দণ্ডিত করিবেক। উদ্বন্ধন-মৃত ও কুমিদক্ট মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া চান্দ্রা-
য়ণব্রত করিবেক।” অতিশয়িত নিন্দাবোধিক। এই সকল স্মৃতি প্রোক্ত অর্থের
পোষক প্রমাণ। অপিচ, সাধু লোক যে, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত একত্রে
মাগযজ্ঞ কবেন না, বৈবাহিক সম্বন্ধও করেন না, সে সকল ব্যবহারও শাস্ত্রবৎ
প্রমাণ ॥ ৩। ৪। ৪৩ ॥

যজ্ঞাঙ্গ প্রণব প্রভৃতিতে যে সকল উপাসনা বিহিত আছে, সে সকল স্থলে
অপর একটি সংশয় হইতে পারে যে, সে সকল যজ্ঞমানেয়ই কর্তব্য ? কি পুরোহিতের
কর্তব্য ? পূর্ষপক্ষে প্রতীত হয়, তাহা যজ্ঞমানেয়ই কর্তব্য। কারণ, যজ্ঞমানেয় সম্বন্ধেই
ফল শ্রবণ আছে। যথা—“যে এবশ্রকার জানে, জানিয়া বৃষ্টিতে সামপঞ্চক
উপাসনা করে, দেবতারা তাহারই সম্বন্ধে জল বর্ষণ করেন।” এখানে
দেখ, কথিত ফল স্বামিগামী অর্থাৎ যজ্ঞমানগামী বলিয়া শ্রুত হইয়াছে।

* ফলশ্রুতেঃ যজ্ঞোপাসনকলস্ত স্বামিগামিত্ত্বপ্রণয়ঃ স্বামিনো যজ্ঞমানস্তেব তৎকর্তৃ-
মিত্যাশ্রয়ো মন্ততে।

যজ্ঞমান যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার কলভাগী, সুতরাং সেসকল উপাসনা যজ্ঞমানেয়ই কর্তব্য, পুরো-
হিতের কর্তব্য নহে। অর্থাৎ ধ্যান বা উপাসনা যজ্ঞমানই করিবেন, পুরোহিত করিবে না, ইহা
আত্মের মূনি বলিয়াছেন।

তচ্চ স্বামিগামি আঘাৎ, তস্মৈ সাক্ষৈ প্রয়োগেহধিকৃতত্বাৎ,
অধিকৃতধিকারত্বাচ্চৈবজ্ঞাতীয়কস্ম । ফলঞ্চ কর্তব্যুপাসনানাং
শ্রুতয়ে “বর্ষত্যস্মৈ য উপাস্তে” [ছা০ উ০.] । ইত্যাদি
ননু ঋত্বিজোহপি ফলং দৃষ্টম্—“আত্মনে বা যজমানায়
বা যং কামং কাময়তে, তমাগায়তি” ইতি । ন । তস্মৈ বাচনিক-
ত্বাৎ । তস্মৈ স্বামিন এব ফলবৎসূপাসনেযু কর্তৃত্বমিত্যাশ্রয়ে
আচার্যো মন্যতে ॥ ৩ । ৪ । ৪৪ ॥

আত্মিজ্যামিত্যেতদুলোমিস্তস্মৈ হি
পরিক্রীয়তে ॥ ৩ । ৪ । ৪৫ ॥*

নৈতদস্তি—স্বামিকর্মাণ্যুপাসনানীতি, ঋত্বিকর্মাণ্যেতানি

যজমানান্তেব, উত্তাভিজ্যানীতি বিচার্যতে ইতি ন পুনরুক্তং । তত্রোপাস-
কানাং ফলশ্রবণাদনধিকারিগন্তদনুপপত্তেযজমানস্ত চ কর্তৃজ্ঞানিতফলোপভোগ-
ভাজোহধিকারাদৃষ্টিজ্ঞাঞ্চ তদনুপপত্তের্বচনাচ্চ রাজাজ্ঞানীয়াং কচিদৃষ্টিজ্ঞাং
ফলশ্রুতেরসতি বচনে যজমানস্ত ফলবৎসূপাসনং, তস্মৈ ফলশ্রুতঃ । “তং হ বকো
দালভ্যো বিদাঞ্চকার” ইত্যাদেৰুপাসনস্ত চ সিদ্ধবিষয়তয়া ত্রায়াপবাদসামর্থ্যা-
ভাবাদ্ যজমানমেবোপাসনাকর্মেতি প্রাপ্ত উচ্যতে ॥ ৩ । ৪ । ৪৪ ॥

উপাখ্যানাং তাবদুপাসনমোদগাত্রমবগম্যতে । তৎ বলবতি সতি বাধকে

যজ্ঞ স্পূর্ণরূপে অমুষ্ঠিত হইলে অমুষ্ঠাতার ফললাভ হওয়া ত্রাঘ্য । ঐ
রূপ ফলে যজ্ঞমানেরই অধিকার । কেন না, যজ্ঞ যজ্ঞমানের অধিকৃত কর্ত্ত্ব ।
অভিপ্রায় এটবে, যজ্ঞমানই যজ্ঞ করে ; পুরোহিত করে না । পুরোহিত কর্ত্ত্ব
নহেন, কর্ত্ত্বার নিযুক্ত মাত্র । উপাসনাকারী ফলপ্রাপ্ত হন, ইহা অস্তু
শ্রুতিতেও শুনা যায় । যথা—“যে উপাসনা করে, তাহারই উদ্দেশে বর্ষণ
হয়।” ইত্যাদি । [ননু...মন্ততে] যদি বল যে, ঋত্বিক্গামী ফলশ্রবণও
আছে । যথা—“আপনার জ্ঞাত অথবা যজ্ঞমানের জ্ঞাত যে কাম্যের কামনা
করে, পুরোহিত সেই কাম্যের গান করিতেছে।” ইত্যাদি । এ বিষয়ে
আমরা বলিব, তাহা নহে । অর্থাৎ প্রদর্শিত ফলও ঋত্বিক্গামী নহে ।
কারণ, তাহা বাচনিক—বচনপ্রতিপাদিত । এজন্ত বুঝিতে হইবে যে,
ফলার্থ যজ্ঞাদ উপাসনাসকল স্বামীর অর্থাৎ যজ্ঞমানেরই কর্ত্তব্য । পুরো-
হিতের নহে । যজ্ঞমানই সেই সকল উপাসনা করিবেন, পুরোহিত করিবেন
না । এ নির্ণয় আত্মেয়নামক আচার্যের অভিमत ॥ ৩ । ৪ । ৪৪ ॥

ঔজুলোমী বলেন, তাহা নহে, অর্থাৎ সে সকল উপাসনা স্বামীর

* আত্মিজ্যং ঋত্বিক্গণ্ডিরভির্কর্ত্তনীরমিত্যেতদুলোমিরাচার্যো মন্ততে । হি যতঃ, তস্মৈ বৎ-
ফললাভায় পরিক্রীয়তে ঋত্বিক্ যজ্ঞমানেনৈতি যোজনীয়ম্ ।

হ্যুরিত্যোড়ুলোমিরাচার্যো মন্যতে । কিং কারণম্ ? তস্মৈ হি
সাক্ষায় কৰ্ম্মণে ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে । তৎপ্রয়োগান্তঃপাতীনি
চোদগীথাছ্যুপাসনানি, অধিকৃত্যধিকারত্বাৎ । তস্মাৎ গোদো-
হনাদিকৰ্ম্মনিয়মবদেব ঋত্বিক্ভিনির্ব্বর্ত্তোয়ন্ । তথা চ—“তং হ
বকো দালভ্যো বিদাঞ্চকার, স হ নৈমিষীয়াণামুদগাতা বভূব”
ইত্যুপাত্তকর্তৃকতাং বিজ্ঞানস্তু দর্শয়তি । যত্তু ক্তং কত্রাশ্রয়ং
ফলং শ্রয়ত ইতি । নৈষ দোষঃ । পরার্থত্বাদাত্তজোহন্যত্র বচ-
নাৎ ফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪৫ ॥

হত্থোপপাদনীয়ম্ । ন চ ঋত্বিক্ত্বক উপাসনে যজমানগামিতা ফলভ্যাসম্ভবিনী ।
তেন হি স পরিক্রীতস্তদগামিনে ফলায় ঘটতে । তস্মান ব্যসনিতামাত্রেণো-
পাখ্যানমন্ত্ৰথয়িতুং যুক্ত্যমতি রাঙ্কান্তঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪৫ ॥

অর্থাৎ যাগকর্ত্তা যজমানের কর্ত্তব্য নহে। সে সকল ঋত্বিকেরই অর্থাৎ যজ্ঞ
পুরোহিতেরই কর্ত্তব্য । হেতু এই যে, ঋত্বিক্ সেই সকল কৰ্ম্মের জন্তই যজমান-
কর্ত্ত্বক ক্রীত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যজমান তাঁহাদিগকে আত্মগামী যজ্ঞফল
উৎপাদনার্থ দ্রব্যের দ্বারা কিনিয়া লইয়াছেন । উদগীথাদি-উপাসনা যজ্ঞেরই
অন্তঃপাতী, সে জন্ত তাহা যজ্ঞনির্ব্বাহক ঋত্বিকেরই নির্ব্বাহ । ঋত্বিক্গণ
যজমানের নিকট যজ্ঞ কবিস্বার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কারণে
তাঁহারা যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার অধিকারী । অতএব, যজ্ঞকার্য্যের নিমিত্ত
গোদোহনাদি কৰ্ম্ম যেমন ঋত্বিক্ত্বকর্ত্ত্বক নির্ব্বাহিত হয়, যজমান তাহা
করেন না, সেইরূপ, উদগীথাদি উপাসনাও ঋত্বিক্ত্বকর্ত্ত্বক নির্ব্বাহিত হইবেক,
যজমান তাহা করিবেন না । “দল্ভগোত্রীয় বকনামা ঋষি নৈমিষারণ্য-
বাসীদিগের যজ্ঞে উদগাতা (ঋত্বিক্বিশেষ) হইয়াছিলেন, এবং তিনিই
তাহা জানিয়াছিলেন অর্থাৎ উপাসনা করিয়াছিলেন ।” এই শ্রুতি-বিজ্ঞানে
(উপাসনায়) উদগাতারই কর্ত্ত্বক দেখাইয়াছেন । আত্রেয় যে বলিয়াছেন,
শ্রুতি দেখাইয়াছেন, ফল যজ্ঞকর্ত্ত্বার আশ্রিত, যজ্ঞকর্ত্ত্বাই যজ্ঞফল পায়,
তাহা দোষাবহ নহে । অর্থাৎ তাহাও এতৎসিদ্ধান্তের প্রতিফল নহে ।
কারণ, ঋত্বিক্ সকল পরপ্রয়োজনে নিযুক্ত ; সুতরাং বিস্মষ্ট বচন ব্যতীত
ফলের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় বা আছে, তাহা বলা যায় না ॥ ৩ । ৪ । ৪৫ ॥

ওড়ুলোমি মুনি বলেন, ফল যজমানগতই সত্য ; পরন্তু সে সকল উপাসনা ঋত্বিক্ত্বকর্ত্ত্বকই
নির্ব্বাহিত হইবে । কারণ, যজমান সেই সেই ফললাভের নিমিত্ত ঋত্বিক্ দিগকে দ্রব্যের দ্বারা
কিনিয়া লইয়াছেন ।

শ্রুতেশ্চ ॥ ৩ । ৪ । ৪৬ ॥*

“যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ-ঋত্বিজ আশিষমাশাস্মতে ইতি, যজ্ঞ-মানায়েব তামাশাসত ইতি হোবাচেতি” “তস্মাদ্ভু হৈবস্বিছু-দগাতা ক্রয়াৎ—কং তে কামমাগায়ানি” [ছা০ উ০] ইতি ঋত্বিকর্তৃকস্তু বিজ্ঞানস্তু যজ্ঞমানগামি ফলং দর্শয়তি । তস্মাদ-স্নোপাসনানামৃত্বিকর্ষস্বসিদ্ধিঃ ৩ । ৪ । ৪৬ ॥

সহকার্যাস্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৩ । ৪ । ৪৭ ॥*

“তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ,

[ইতশ্চোপাস্তীনাং ঋত্বিকর্তৃকস্তু যজ্ঞমানগামিফলস্তু চেত্যাহ—শ্রুতেশ্চেতি । উৎসর্গতঃ শ্রুতিজিহ্মশ্চ সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । সিদ্ধে চোপাস্তীনাম্ ঋত্বিকর্তৃকেষু তন্নির্দ্ধাৰুণানিয়মত্বায়েন স্বতন্ত্রফলস্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ৩ । ৪ । ৪৬ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥]

তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং নিশ্চয়েন লক্ণা বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যঞ্চ

“ঋত্বিকগণ যজ্ঞে যে, প্রার্থনা করেন, তাহা যজ্ঞমানের জন্তই করেন, ঋষি এই কথা বলিলেন । অতএব, তদভিজ্ঞ উদ্গাতা যজ্ঞমানকে বলিবেন, তোমার কোন্ কামনা গান করিব—প্রার্থনা করিব ।” এই শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন, দেখাইছেন, জ্ঞান বা উপাসনা ঋত্বিকেরই কর্তব্য, কিন্তু তাহার ফল যজ্ঞমানের । প্রদর্শিত কারণে স্থির হইতেছে যে, যজ্ঞাজ উপাসনা সকল ঋত্বিকেরই কর্তব্য, যজ্ঞমানের নহে ॥ ৩ । ৪ । ৪৬ ॥

বৃহদারণ্যকে আছে—“সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে

* শ্রুতেশ্চ শ্রুতিগিহ্মাদপ্যাদোপাস্তীনাং যজ্ঞমানগামিফলভেদপি ঋত্বিকর্তৃকস্তু ।

শ্রুতিভাৎপর্ষোর দ্বারাও নির্ণীত হয় যে, অদ্বোপাসনা সকল ঋত্বিকগণই করিবেন, যজ্ঞমান তাহা করিবেন না ।

* অন্তঃ সহকারি—সহকার্যাস্তরং, তন্ত বিধির্নিধানমেব মৌনমাত্রে বিদ্যাসহকারিপো-বিধানমেব মন্তব্যম্ । এতচ্চ পক্ষেণ পাক্ষিকম্ । পক্ষশ্চ ভেদদর্শনপ্রাবল্যম্ । ভেদদর্শনপ্রাবল্যে সতি মৌনং বিধেয়মিতি ভাবঃ । তৃতীয়মিতি বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া । কন্ত্বেদং মৌনমিত্যত আহ তদ্বতো বিদ্যাবতঃ । বিদ্যাবত এব ভেদদর্শনপ্রাবল্যে মৌনং বিধীয়ত ইতি যাবৎ । বিধ্যাদিবদ্বিতি দৃষ্টান্তঃ । বিধ্যাদির্নির্বিঘ্নমুৎসাহঃ । অন্তঃ ভামতামমুসঙ্কেতঃ ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে, মৌনের কথা আছে, তাহা বিধি কি অনুবাদ । পূর্বপক্ষে পাণ্ডর্য যায়, বিধি নহে । পরন্তু সিদ্ধান্ত—মৌন জ্ঞানের সহকারী কারণ, অথচ তাহা পূর্বপ্রাপ্ত নহে । সে জন্ত তাহা বিধি । এই মৌন বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তৃতীয় এবং ইহা জ্ঞানাতিশয়রূপী । ইহা বিদ্যাবান্ সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত, পরন্তু তাহা অঙ্গবিধি অর্থাৎ মুখ্যবিধির অঙ্গ । -পূর্ব-

পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্যাহথ মুনিরমোনঞ্চ মোনঞ্চ নির্বিদ্যা-
হথ ব্রাহ্মণঃ” ইতি বৃহদারণ্যকে শ্রুয়তে। তত্র সংশয়ঃ।
মোনং বিধীয়তে ন বেতি। ন বিধীয়ত ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্,
বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্রৈব বিধেয়বসিতত্বাৎ। নহি “অথ মুনিঃ”
ইত্যত্র বিধায়িকা বিভক্তিরূপলভ্যতে। তস্মাদয়মনুবাদো
যুক্তঃ। কুতঃ প্রাপ্তিরিতি চেৎ, মুনি-পণ্ডিতশব্দয়োজ্ঞানার্থ-
ত্বাৎ “পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যা” ইত্যত্রৈব প্রাপ্তং মোনম্। অপি চ,
“অমোনঞ্চ মোনঞ্চ নির্বিদ্যাহথ ব্রাহ্মণঃ” ইত্যত্র তাবদ্ ব্রাহ্মণত্বং

পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্যাহথ মুনিবমোনঞ্চ মোনঞ্চ নির্বিদ্যাহথ ব্রাহ্মণ ইতি। যত্র
হি বিধিবিভক্তিঃ শ্রুয়তে, স বিধেয়ঃ। বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্র চ সা শ্রুয়তে, ন
শ্রুয়তে তু মোনে। তস্মাৎ যথা “অথ ব্রাহ্মণঃ” ইত্যেতদশ্রুয়মাণবিধিকমবিধেয়মেবং
মোনমপি। ন চাপূর্ব্বত্বাধিধেয়ম্। তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যেতি পাণ্ডি-
ত্যবিধানাদেব মোনসিদ্ধেঃ পাণ্ডিত্যমেব মোনমিতি। অথ বা ভিক্ষুবচনোহয়ং
মুনিশব্দঃ, তত্র দর্শনাৎ, গার্হস্থ্যমাচার্যাকুলং মোনং বানপ্রস্থমিত্যত্র তত্ত্বাহ-

অবস্থান করিবেন।; বাল্য ও পাণ্ডিত্য স্থিরতররূপে লাভ লব্ধ হইলে পর মুনি
হইবেন এবং মোন ও অমোন নিশ্চয়রূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ
(ব্রাহ্মজ্ঞ) হওয়া যায়। অর্থাৎ তখন ব্রহ্মসাক্ষৎকার হয়।” অধ্যয়নাদিপ্রভব ব্রহ্ম-
বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তদ্বিশিষ্ট সাধকই পণ্ডিত, তাহার কার্য—পাণ্ডিত্য অর্থাৎ
ব্রহ্মশ্রবণ। তাহা অসন্দিগ্ধ ও অবিপর্য্যস্তরূপে লাভ হইলেই পাণ্ডিত্য লাভ
হয়। বাল্য=বাল্যভাব অর্থাৎ নিতান্ত সারল্য—শুদ্ধবুদ্ধি। কথা গুলির
অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য এই যে, অসম্ভাবনাত্যাগরূপ মননই মোন। সকলিতার্থ—
অগ্রে শ্রবণ, তৎপরে মনন, তৎপরে মুনি হয়। মুনি=নিবস্তর মননশীল অর্থাৎ
নিদিধ্যাসন-তৎপব। সমুদায় কথার নিষ্কর্ষ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন
অবিচাল্য বা স্থিরতর হওয়াব পর ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
কারবান্ বা ব্রাহ্মহমিত্যাকার অনুভবপ্রাপ্ত। এই স্থলে সংশয়—উল্লিখিত
শ্রুতিতে—মোনের (মননশীলতার বা নিদিধ্যাসনের) বিধান হইয়াছে
কি না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, “বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”—বাল্যভাবে অবস্থান
করিবেক, মাত্র এই স্থানেই বিধিবিভক্তি দেখা যায়; কিন্তু মুনি-বাক্যে
বিধিবিভক্তি দেখা যায় না। মুনি-বাক্যে “অথ মুনিঃ” এই মাত্র আছে।
বিধিবিভক্তি না থাকাতোই বুঝা যাইতেছে যে, প্রোক্ত বাক্যে মোনের
বিধান হয় নাই; মাত্র তাহার অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদ বলাই
যুক্ত, বিধান বলা অযুক্ত। [কুতঃ...বিধিরিতি] যদি বল, প্রাপ্তি ব্যতীত
অনুবাদ হয় না। মোনের প্রাপ্তি কোথায়? কোন্ বাক্যে মোনের বিধান

বীমাংসায় বেমন দর্শপূর্ণমাসনামক মুখ্য বাগবিধির অঙ্গীভূত বিধি অন্বাধানাদি, এই উক্তর
বীমাংসাত্তেও তেমনি মুখ্য বিজ্ঞাবিধির অঙ্গভূত বিধি মোন। (ভাষ্যার্থাৎ দেখ)।

ন বিধীয়তে, প্রাগেব প্রাপ্তত্বাৎ । তস্মাদ্ যথা “অথ ব্রাহ্মণঃ” ইতি প্রশংসাবাদস্তথৈব “অথ মুনিঃ” ইত্যপি ভবিতুমর্হতি, সমাননির্দেশত্বাৎ । ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—সহকার্যাস্তরবিধিরিতি ।

বিভাসহকারিণো মৌনস্ত বাল্যপাণ্ডিত্যবদ্বিধিরেবাশ্রয়িতব্যঃ, অপূর্বত্বাৎ । ননু পাণ্ডিত্যশব্দেনৈব মৌনস্তাবগতত্বমুক্তম্ । নৈষ দোষঃ । মুনিশব্দস্য জ্ঞানাতিশয়ার্থস্থান্মননান্মন্য-রিতি চ ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ “মুনীনাং মপ্যহং ব্যাসঃ” ইতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ । ননু মুনিশব্দ উত্তমাশ্রমবচনোহপি দৃশ্যতে ‘গার্হস্থ্যমাচার্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থম্’ ইত্যত্র । ন । “বাল্মী-
কৃতোবিহিতস্তাহরমত্ববাদঃ । তস্মাদ্ব্যাল্যমেবাত্র বিধীয়তে । মৌনস্ত প্রাপ্তং প্রশংসার্থমনু্যত ইতি যুক্তম্ ।

ভবেদেবং, যদি পণ্ডিতপৰ্য্যায়ো মুনিশব্দো ভবেৎ, অপি তু জ্ঞানমাত্রং পাণ্ডি-
হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি, মুনিশব্দের ও পণ্ডিতশব্দের জ্ঞানবাচিতা আছে, সুতরাং “পাণ্ডিত্যং নির্বিকৃত” এই বাক্যে মৌনের বিধান বা প্রাপ্তি, প্রোক্ত বাক্যে তাহার প্রশংসাবাদ । “অথ ব্রাহ্মণঃ” এখানে যেমন ব্রাহ্মণের বিধান নহে, পূর্বেই তাহার প্রাপ্তি (ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি) পূর্বে আছে, প্রাপ্ত থাকায় তাহার উল্লেখ প্রশংসাবাদমাত্র, তেমনি, “অথ মুনিঃ” এখানেও মৌনের প্রশংসাবাদ । এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্তে বলিতে-
ছেন, সহকার্যাস্তরবিধিঃ ।

[বিভা . দর্শনাৎ] মৌন জ্ঞানের সহকারী, সে জ্ঞান তাহা বাল্যও পাণ্ডি-
ত্যেয় ত্রায় বিহিত । অর্থাৎ বিধিতক্ৰি না থাকিলেও অপূর্বতা বিধায় মৌনের বিধি অনুমান করিবে । (অন্ত কোন বাক্যে তাহার বিধান হয় নাই, তাহা অপূর্ব । মৌনও অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ নহে; সুতরাং ঐ বাক্যেই তাহার বিধান উক্ত করিতে হইবেকু ।) বলিয়াছিল যে, পাণ্ডিত্য শব্দেই মুনিও পাওয়া যায়; তদুত্তরে আমরা বলি, পাওয়া গেলেও তাহা দোষাবহ নহে । অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃত মৌনের প্রাপ্তি হয় না (বিধান সিদ্ধ হয় না) । কারণ, মুনিশব্দ প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানাতিশয়বাচী এবং “মননাস্মিন্ধুচ্যতে” এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার মুখার্থ মনন । (এই মনন জ্ঞানের স্বতন্ত্র উপায়—স্রবণেরই নিদিধ্যাসনের ত্রায় সহকারী কারণ ।) “আমি মুনির মধ্যে ব্যাস” এইরূপ প্রয়োগও আছে । (পাণ্ডিত্যশব্দের জ্ঞানার্থতা থাকিলেও তদ্বারা বিভা-
সহকারী মৌন বা মনন লক্ষ বা সিদ্ধ হয় না ।) ননু...বিধীয়তে] যদি বল, মুনিশব্দের উত্তমাশ্রমবাচিতাও আছে, (উত্তমাশ্রম=চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস), যথা—“গার্হস্থ্য, আচার্যকুলবাস, মৌন ও বানপ্রস্থ ।” প্রদর্শিত

কিমুনিপুঙ্গবঃ” ইত্যাদিষু ব্যভিচারদর্শনাৎ, ইতরাশ্রমসম্বন্ধ-
নাচ্চ । পারিশেষ্যাৎ তত্রোক্তমাশ্রমোপাদানং জ্ঞানপ্রধানত্বাচ্ছ-
ত্তমাশ্রমশ্চ । তস্মাদ্বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়মিদং মোনং
জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে । যন্তু বাল্য এব বিধেঃ পর্য্যবসান-
মিতি, তথাপ্যপূর্ব্বত্বান্মুনিভ্যশ্চ বিধেয়ত্বমাশ্রীয়তে—মুনিঃ স্মা-
দিতি । নির্বেদনীয়ত্বনির্দেশাদপি মোনশ্চ বাল্যপাণ্ডিত্য-
বদ্বিধেয়ত্বাশ্রয়ণম্ ।

তদ্বতো বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনঃ । কথং বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিন
ইত্যবগম্যতে ? তদধিকারাৎ “আত্মানং বিদিত্বা পুত্রাদ্যেবর্ণাভো

তাম্ । জ্ঞানাতিশয়সম্পত্তিস্তু মোনম্, তত্রৈব তৎপ্রাসঙ্কে । আশ্রমভেদে তু
তৎপ্রবৃতিগার্হস্থ্যাদিপদসম্বন্ধানাৎ । তস্মাদপূর্ব্বত্বামোনশ্চ বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া
তৃতীয়মিদং মোনং জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে । এবঞ্চ নির্বেদনীয়ত্বমপি বিধান
আশ্রমং স্মাদিত্যাহ—“নির্বেদনীয়ত্বনির্দেশাৎ” ইতি ।

কশ্চেদং মোনং বিধীয়তে বিদ্যাসহকারিতয়েত্যত আহ—“তদ্বতঃ” বিদ্যাবতঃ
সন্ন্যাসিনো ভিক্ষোঃ । পৃচ্ছতি “কথম্” ইতি । বিদ্যাবত্তা প্রতীয়তে, ন
সন্ন্যাসিতেত্যর্থঃ । উত্তরং—তদধিকারাৎ ভিক্ষোস্তদধিকারাৎ । তদ্বশয়তি
—“আত্মানং বিদিত্বা” ইতি । হত্বাবয়বং যোজয়িতুং শক্যতে

শাস্ত্রে মোনশব্দ আশ্রমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সত্য ; পরন্তু উহা তাহার
অসাধারণ বোধক নহে । অর্থাৎ উক্তার্থের ব্যভিচার অন্ত প্রয়োগে দৃষ্ট
হয় । যথা—“মুনিপুঙ্গব (শ্রেষ্ঠ) বান্মীকি ।” (বান্মীকি কেবলমাত্র আশ্রম-
নিষ্ঠ নহে, কিন্তু মননশীল ।) উক্তমাশ্রম জ্ঞানপ্রধান, সে জ্ঞান মোনশব্দে উক্ত-
মাশ্রমই গ্রাহ্য । সেই কারণে বাল্য ও পাণ্ডিত্য এই উপায়দ্বয় জ্ঞাপেক্ষা
মোন তৃতীয় স্থানে পরিপাঠিত এবং জ্ঞানাতিশয়রূপ মোন উদাহৃত-মুনি
বাক্যেই বিহিত । [যন্তু...ইতি] যদিও “বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”—বাল্যে
অবস্থান করিবেক, এই স্থানেই বিধির পর্য্যবসান অর্থাৎ বিধিই কেবল
বাল্য বিষয়েই প্রত্যক্ষ ; তথাপি, পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া মোনও বিধেয়
(বিধির বিষয়) । এ স্থলে “মুনি হইবেক” এইরূপ অর্থের আশ্রয় লওয়াই
কর্তব্য । বিশেষতঃ মুনি-ধর্ম্মে নির্বেদের (বৈরাগ্যের) উল্লেখ আছে,
সে কারণেও বাল্য ও পাণ্ডিত্যের স্থায় মোনের বিধেয়তা ।

এই মোন বিধানের (সন্ন্যাসীর) সম্বন্ধেই বিহিত । অর্থাৎ জ্ঞানীরাই
মোন সাধনের অধিকারী । বিদ্বান্ শব্দের সন্ন্যাসী অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ এই
যে, শাস্ত্রে সন্ন্যাসীরই মোনাধিকার উক্ত হইয়াছে । যথা—“পরাক্রমঃ আত্মা
জানিয়া এষণাত্ময় (লোক, পুত্র ও ধনাদি বিষয়ের ইচ্ছা) হইতে মুক্ত

ব্যুৎথায়াহথ ভিক্ষার্চ্যং চরন্তি” ইতি । ননু সতি বিদ্যাবদে
প্রাপ্নোত্যেব তত্র বিদ্যাতিশয়ঃ, কিং মৌনবিধিনা ? ইত্যত আহ—
পক্ষেণেতি । এতদুক্তং ভবতি—যস্মিন্ পক্ষে ভেদদর্শন-
প্রাবল্যম্ প্রাপ্নোতি, তস্মিন্নেষ বিধিরিতি । বিদ্যাদিবৎ । যথা
“দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত” ইত্যেবঞ্জাতীয়কে বিদ্যাদৌ
সহকারিত্বেনাধানাদিকমঙ্গজাতং বিধীয়তে, এবমবিধিপ্রধা-
নেহ্যস্মিন্ বিদ্যাবাক্যে মৌনবিধিরিত্যর্থঃ ॥ ৩।৪।৪৭ ॥

এবং বাল্যাদিবিশিষ্টে কৈবল্যাশ্রমে ঋতিসিদ্ধে বিদ্যমানে

“ননু” ইতি । পরিহরতি—“অত আহ । পক্ষেণ” ইতি । বিদ্যা-
বানিতি ন বিদ্যাতিশয়ো বিবক্ষিতঃ, অপি তু বিদ্যোদয়াভ্যাসে প্রবৃত্তঃ, ন
পুনরুৎপন্নবিদ্যাতিশয়ঃ । তথা চান্ত পক্ষে কদাচিত্তেদদর্শনাৎ বিধিহীনম্ভব
ইত্যর্থঃ । বিদ্যাদিবৎ বিধিযুক্তাঃ প্রধানমিতি যাবৎ । অত এব সমিাদির্বি-
ধ্যস্তঃ । স হি বিধিঃ প্রধানবিধেঃ পশ্চাদিতি তত্রাহঙ্করণমাণবিধিত্বেহপূর্ব্বা-
দ্বিধিরাস্থেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩।৪।৪৭ ॥

ননু যন্তরমাশ্রমো বাল্যপ্রধানঃ, কস্মাৎ পুনর্গার্হস্থ্যেনোপসংহরতীতি চোদয়তি—
“এবং বাল্যাদিবিশিষ্টঃ” ইতি । অত উত্তরং পঠতি—

হইবেক । অনন্তব ভিক্ষার্চ্যে অবস্থান কবাবেক । পরে বাল্য পাণ্ডিত্য
ও মৌন অবলম্বন কবাবেক ।” [ননু...রিত্যর্থঃ] যদি কেহ ভাবেন যে,
বিদ্যাবত্তা থাকিলে তাহার আতিশয্য সহজলভ্য; সুতরাং মৌন বিদ্যা-
নের প্রয়োজন? সুত্রকাব তত্ত্বত্তরে প্রয়োজন দেখাইবার জন্ত “পক্ষেণ”
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । অভিপ্রায় এই যে, যখন বা যাহাব ভেদজ্ঞান
প্রবল হয় বা থাকে, তখন বা তাহাব পক্ষেই মৌনেব বিধান । জ্ঞান
বাগসম্বন্ধীয় মুখ্য বিধির অঙ্গীভূত বিধি অল্পসাধিত হয় (পূর্ব্ব-
কাণ্ডে), তেমনি, এই মৌন-বিধিও মুখ্য জ্ঞানবিধির অঙ্গীভূত । “স্বর্গ
কামী দর্শপূর্ণমাস বাগ করাবেক ।” এই একটা প্রধান বিধি, ইহাই
সহকারী বা অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধান প্রভৃতি । সেইরূপ মুখ্য বা প্রধান
কিধি “জিজ্ঞাসিতব্য” “দ্রষ্টব্য”, এবং তাহার সহকারী বা অঙ্গবিধি মৌন
প্রভৃতি ॥ ৩।৪।৪৭ ॥

[এবং...পঠতি] অতএব, বাল্যাদিপ্রধান কৈবল্যাশ্রম (চতুর্থীশ্রম—সন্ন্যাস)
ঋতিপ্রসিদ্ধ । যদি কেহ বলেন, ঋতিপ্রসিদ্ধ উত্তরাশ্রম বিদ্যমানে ছান্দোগ্যে
“সমাবর্তনের পর অর্থাৎ বেদব্রত ব্রহ্মচর্য্য উদ্যাপনের পর কুটুম্বে অর্থাৎ
গার্হস্থ্যে—” ব্রতরূপ বাক্যে গার্হস্থ্যের দ্বারা প্রস্তাবের উপসংহার করিবার
কারণ কি? গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার করায় অবশ্যই বুঝিতে হইবে, গার্হস্থ্যের

কস্মাচ্ছান্দোগ্যে গৃহিণোপসংহারঃ “অভিসমাবৃত্য কুটুস্বে” ইত্যত্র,
তেন হ্যপসংহরন্ তদ্বিশয়মাদরং দর্শয়তীত্যত উত্তরং পঠতি—

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৩। ৪। ৪৮ ॥*

তু-শব্দো বিশেষণার্থঃ । কৃৎস্নভাবোহস্তু বিশিষ্যতে । বহু-
লায়াসানি হি বহুন্তাশ্রমকর্মাণি চ যথাসম্ভবমহিংসেন্দ্রিয়-
সংযমাদীনিত্যাপি বিদ্যন্তে । তস্মাৎ গৃহমেধিনোপসং-
হারো ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৩ । ৪ । ৪৮ ॥

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৩ । ৪ । ৪৯ ॥†

যথা মৌনং গার্হস্থ্যৈকৈতাবাশ্রমৌ শ্রুতিসম্মতাবেবমিতরাবপি

ছান্দোগ্যে বহুলায়াসসাধ্যকর্ম্মবহলত্বাদ্ গার্হস্থ্যস্ত চাশ্রমাস্তরধর্ম্মাণাঞ্চ
কেবাঞ্চিদহিংসাদীনং সমবায়্যং তেনোপসংহারো ন পুনন্তেন সমাপনাদি-
ত্যর্থঃ । এবং তদাশ্রমত্বয়োপভাসেন কচিৎ কদাচিদিতরাভাবশব্দা মন্দবুদ্ধেঃ
তাদিতি তদপাকরণার্থং সূত্রম্ ॥ ৩ । ৪৮ ॥

আদরাতিশয় দেখাইবার জন্তই গার্হস্থ্যের দ্বাৰা উপসংহার । সূত্রকার ইহার
প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন—

গৃহীর সম্বন্ধে বিশেষ আছে । সে বিশেষ কৃৎস্নভাব (কৃৎস্ন = সমুদায়)
গৃহীর যে কৃৎস্নভাব আছে, তাহা দেখাইবার জন্তই শ্রুতি উপসংহারে
গার্হস্থ্যের কথা বলিয়াছেন । বিশদার্থ । এই যে, গৃহী বহুলায়াস-সাধ্য
সমুদায় যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন এবং অস্ত্রাশ্রমবিহিত অহিংসা সংযমাদিও যথা-
সাধ্য অনুষ্ঠান করিবেন । গৃহীব গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যই আছে ;
অধিকন্তু তাহাতে আশ্রমাস্তরবিহিত অহিংসা ব্রহ্মচর্যাাদিও আছে ।
এই অধিক অভিপ্রায়টুকু বলিবার জন্তই শ্রুতি উপসংহারকালে গৃহস্থের কথা
বলিয়াছেন ॥ ৩ । ৪ । ৪৮ ॥

যদ্রূপ মৌন ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রম শ্রুতিসম্মত, তদ্রূপ, বানপ্রস্থ ও
শুক্রকুলবাস এই দুই আশ্রমও শ্রুতিসম্মত । বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী এতদ্ব্যতীত

* কৃৎস্নভাবাৎ বহুলায়াসসাধ্যকর্ম্মবহলত্বাদ্ গার্হস্থ্যস্ত তত্র চাশ্রমাস্তরধর্ম্মাণাঞ্চ কেবাঞ্চি
দহিংসাদীনং সমবায়্যং গার্হস্থ্যেনোপসংহার ইতি বোজনাম্ ।

গৃহস্থের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বহু ও বহুলায়াসসাধ্য, তন্মধ্যে তাহাদের অস্ত্রাশ্রম নিহিত কোন কোন
ধর্ম্ম উপসংহৃত অর্থাৎ সংগৃহীত আছে, সেই জন্তই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রস্তাব শেষে গৃহস্থের উল্লেখ ।

† ইত্যত্রৈব বানপ্রস্থব্রহ্মচারিণোঃ । বৃত্তিভেদবিবক্ষয়া বহুবচনম্ ।

শ্রুতিতে মৌনশ্রমের স্থায় অস্ত্রান্ত আশ্রমেরও উপদেশ (বিধান) আছে ।

বানপ্রস্থ-গুরুকুলবাসী । দর্শিতা হি পুরস্তাৎ শ্রুতিঃ “তপ
এব দ্বিতীয়ে ব্রহ্মচার্য্যার্চ্য্যাকুলবাসী তৃতীয়ঃ” ইত্যাদ্য ।
তস্মাচ্চতুৰ্ণামপ্যাশ্রমংগামুপদেশাবিশেষাৎ তুল্যবৎ বিকল্পসম-
চ্চয়াভ্যাং প্রতিপত্তিঃ । ইতরেষামিতি দ্বয়োরাশ্রময়োৰ্বহবচনং
বৃত্তিতেদাপেক্ষ্যানুষ্ঠানভেদাপেক্ষয়া বেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৩৪।৪৯॥

অনাবিক্কুৰ্ব্বন্ননয়াৎ ৩ । ৪ । ৫০ ॥*

“তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”
ইতি বাল্যমনুষ্ঠেয়তয়া শৃণ্যতে । তত্র বালস্য ভাবঃ কৰ্ম বা
বাল্যমিতি তদ্বিতে সতি, বালভাবস্য বয়োবিশেষশ্চেচ্ছয়া
সম্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ যথোপপাদ-মূত্রেপুরীষত্বাদিবালচরিতম্ অন্ত-

বৃত্তির্দানপ্রস্থানামনেকবিধৈবেবং ব্রহ্মচারিণোহপীত বৃত্তিভেদোহনুষ্ঠা-
তারো বা পুরুষা ভিষন্তে । তস্মাদ্বিহেহপি বহবচনমবিক্কম্ ॥ ৩ । ৪ । ৪৯ ॥

বাল্যেনেতি বাবদ্বালচরিতশ্রুতেঃ কামচারবাদভক্ষতায়ান্চাত্যস্তবাল্যেন..

আশ্রমের প্রতি “তাপস দ্বিতীয় ও গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়,” ইত্যাদি
শ্রুতিপ্রমাণ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব, আশ্রম চতুষ্টয় বিষয়ে উপদেশের
বিশেষ না থাকায় তুল্যরূপে সে সকলের বিকল্প অথবা সমুচ্চর পাওয়া যাইতে
পারে । (সে যে-আশ্রম ইচ্ছা করে, সে সেই আশ্রমই অবলম্বন করিতে পারে !
অথবা পর পর সমুদায় আশ্রমও গ্রহণ করিতে পাবে ।) সুত্রে যে “ইতরেবাৎ”
বহবচনের প্রয়োগ আছে, বুঝিতে হইবে, তাহা বৃত্তির বা অনুষ্ঠানের ভিন্নতা
অনুসারে । বানপ্রস্থের ও ব্রহ্মচারীর বৃত্তি অত্যাশ্রমবৃত্তি হইতে ভিন্ন, সেই
অভিপ্রায়েই হউক, আর অন্ত্রাশ্রম অপেক্ষা বানপ্রস্থাদি আশ্রম দ্বয়েব অনুষ্ঠানের
গুণাধিক্য, এই অভিপ্রায়েই হউক, বহবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৩ । ৪ । ৪৯ ॥

“ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বালভাবে অবস্থান করিবেন” এই শ্রুতিতে
বালভাবেব অনুষ্ঠেয়তা শ্রুত হইয়াছে । তদ্ব্যাক্যস্থ বালভাব যে, কি, তাহা
বিবেচনীয় । “বালকের ভাব বা বালকের কৰ্ম” এইরূপ অর্থে বাল্য-শব্দ
তদ্বিতপ্রত্যয়ে নিষ্পন্ন । বালভাবরূপ বাল্য বয়োবিশেষেই প্রসিদ্ধ । সেই
বয়োবিশেষ ইচ্ছার দ্বারা আনয়ন করা যায় না ; সুতরাং বাল্যাস্তগত যে,

* অনাবিক্কুৰ্ব্বন্ আত্মানমবিধ্যাপয়ন্ দত্তদর্পাদিরহিতো ভবেদিতি ভাবগুচ্ছিন্নপদেব বাল্যং
বিবীৰ্যত ইতি শেষঃ । তত্র হেতুঃ অর্থঃ । এবং হস্য বাক্যসাম্যঃ সমত্বার্থতা সৎসতি ।

ভাবগুচ্ছিন্ন বাল্যই “বাল্যে অবস্থান করিবেক” এতদ্বাক্যে বিহিত হইয়াছে, যথেষ্টাচারি-
রূপ বালচরিতের অনুষ্ঠান বিহিত হয় নাই । কারণ, ভাবগুচ্ছিন্নকেই বাক্যার্থের সম্বন্ধিত হয় ।
যথেষ্টাচার পক্ষে নহে । অপিচ, জ্ঞানবিধির সহকারিত্বও ভাবগুচ্ছিন্ন বিধান পক্ষেই সম্ভব হয় ।
(ভাবানুবাদ দেখ)

গতা বা ভাববিশুদ্ধির্দম্ভদর্পপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদিরহিততা বা বাল্যং
 স্মাদিতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? কামচারবাদ-ভক্ষতা
 যথোপপাদমুক্তপূরীষত্বঞ্চ প্রসিদ্ধতরং লোকে বাল্যম্—ইতি
 তদ্গ্ৰহণং যুক্তম্। ননু পতিতত্বাদিদোষপ্রাপ্তেন যুক্তং
 কামচারতাদ্যাচরণম্। ন। বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনো বচনসাম-
 র্থ্যাদোষনিবৃত্তে: পশুহিংসাদিষ্মিবেত্যেবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

ন। বচনস্য গতাস্তরসম্ভবাৎ। অবিরুদ্ধে হ্যনুস্মিন্ বাল্য-
 শব্দাভিলপ্যে লভ্যমানে ন বিধ্যস্তরব্যাব্যাহতকল্পনা যুক্তা। প্রধা-
 নোপকারায় চাক্ষুঃ বিধীয়তে। জ্ঞানাভ্যাসশ্চ প্রধানমিহ যতী-
 প্রসিদ্ধে: শৌচাদিনিয়মবিধায়িনশ্চ সামান্ত্রশাস্ত্রজ্ঞানেন বিশেষশাস্ত্রেণ বাধনাৎ
 সকলবালচরিতবিধানমিতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

বিত্তাক্ষতেন বাল্যবিধানাৎ সমস্তবালচর্য্যায়াক্ষ প্রধানবিবোধপ্রসঙ্গাৎ, যৎ

.. অপর দুইটা ভাব আছে, সেই দু'এব অত্নতর ভাবই বাল্যশব্দে গৃহীত হইতে
 পারে। বালকের একটি ভাব যথেষ্টাচার—উদ্বেগহীন লীলা—বিষ্টামৃত্তাদি-
 জ্ঞানশূন্যতা এবং অপর ভাব—ভাবশুদ্ধি (সারল্য)—দম্ভদর্পাদিরাহিত্য—
 ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জিতত্ব প্রভৃতি। বয়োবিশেষ অহুষ্ঠানের অযোগ্য বলিয়া
 উদাহৃত স্থলে সে অর্থ গ্রাহ্য নহে; অতএব উক্ত দ্বিবিধ বালচরিতের অত্নতর
 চরিতই গ্রাহ্য এবং সেই কারণেই সংশয় হয়, বাল্যশব্দে প্রথমোক্ত বালচরিত অর্থ
 গ্রাহ্য? কি দ্বিতীয় বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য? অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি) কি
 কামচার কামভক্ষ কামবানী ও বিষ্টামৃত্তাদিভক্ষিত হইবেন? কিংবা বালকের ত্রায়
 শুদ্ধভাবাবিহিত ও যৌবনোচিত-ইন্দ্রিয়চেষ্টাদিরহিত হইবেন? পূর্বপক্ষে পাওয়া যায়,
 কামচার কামভক্ষ ও বিষ্টামৃত্তাদি বিষয়ে যথেষ্টচারী হইবেন। কারণ, বালকের
 ঐ ভাবই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। [নমু...মাত্রীযতে] যদি বল, তাহাতে তাহার
 (সন্ন্যাসীর) পতিত্যাগি প্রাপ্তি হইতে পারে, আমরা বলি, তাহা তাহার
 হইতে পারে না। উক্ত যথেষ্টাচার শাস্ত্রবিধান-সম্মত হইলে জ্ঞানী
 সন্ন্যাসীর তাহাতে পতিত্যাগি দোষ জন্মিবে কেন? প্রত্যুত তাহাতে
 তাহাদের দোষাভাবই থাকিবেক। হিংসা সামান্ত্রতঃ নিষিদ্ধ সত্য; কিন্তু
 শাস্ত্রীয় হিংসা দোষাবহ নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি, যথেষ্টাচার
 সম্বন্ধে সামান্ত্রতঃ নিষেধ থাকিলেও বাল্যসম্পর্কীয় যথেষ্টাচার জ্ঞানী সন্ন্যাসীর
 প্রতি বিহিত হওয়ায় তাহা তাহাদের পক্ষে—গৃহস্থের শাস্ত্রীয় হিংসার
 ত্রায়ই নির্দোষ। এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া হত্বেকার তাহার উত্তরপক্ষ
 বিভ্রাস করিতেছেন।

তাহা নহে, অর্থাৎ উদাহৃত বচনের যথেষ্টাচার বিধানের সামর্থ্য নাই।

নামনুষ্ঠেয়ম্ । ন চ সকলায়াং বলচর্য্যামঙ্গীক্রিয়মাণায়াং জ্ঞানা-
ভ্যাসঃ সম্ভাব্যতে । তস্মাদাস্তরো ভাববিশেষো বালস্মাহপ্রোঢ়ে-
ন্দ্রিয়ত্বাদিরিহ বাল্যমাশ্রীয়তে । তদাহ—অনাবিক্কুর্ব্বন্নিতি ।
জ্ঞানাধ্যয়নধার্ম্মিকত্বাদিভিরাঙ্গানমবিখ্যাপয়ন্ দম্ভদর্পাদিরহিতো
ভবেৎ, যথা বালোহপ্রোঢ়েন্দ্রিয়তয়া ন পরেষাত্মানমাবিক্কুর্ভু-
মীহতে, তদ্বৎ । এবং হস্ত বাক্যস্ত প্রধানোপকার্য্যার্থানুগম
উপপদ্যতে । তথা চোক্তং স্মৃতিকারৈঃ—

“যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্ ।

ন স্মরুতং ন দুরুতং বেদ কশিচৎ স ব্রাহ্মণঃ ॥

গৃঢ়শ্রমাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ ।

অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মুকবচ্চ মহীকরেৎ ॥”

তদন্তুগুণমপ্রোঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদি ভাবশুদ্ধিকরণং, তদেব বিধীয়তে । এবঞ্চ শাস্ত্রাস্তরো-
বাধেনোপ্যুপপত্তৌ ন শাস্ত্রাস্তববোধনমহায়াং ভবিষ্যতীতি ॥ ৩।৪।৫০ ॥

যে স্থানে গত্যন্তর না থাকে, সেই স্থানেই যথাক্রমার্থ স্বীকৃত হয় ; পরন্তু এ স্থানে
গত্যন্তর আছে । যদি বাল্যশব্দের অবিকল্প অর্থ থাকে, অথবা পাওয়া যায়,
তাহা হইলে বিদ্যাস্তরের পীড়া বা বাধা জন্মান উচিত নহে । প্রধানব উপকারার্থেই
অঙ্গের বিধান এখানেও জ্ঞানাভ্যাস প্রধান, অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসই যতিদিগের
প্রধান অনুষ্টেয় । জ্ঞানী ব্রহ্ম যদি সমুদায় বালচরিত স্বীকার করা হয়,
তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস সম্ভব হয় কৈ ? অতএব, তদন্তুর্কর্ত্তী ভাবসারল্য ও ইন্দ্রিয়-
চাপল্যভাব, এই দুই রকম বাল্যই সন্ন্যাসীর অনুষ্টেয় । [তদাহ...উপপদ্যতে]
ব্যাস এই সিদ্ধান্ত “অনাবিক্কুর্ব্বন” হুত্রে বলিয়াছেন । সন্ন্যাসী জ্ঞান, অধ্যয়ন ও
ধার্ম্মিকতা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত না কবিয়া দম্ভদর্পাদিরহিত হইবেন ।
যেমন বালক অনুষ্টিল্ল-ইন্দ্রিয়তা নিবন্ধন গুরুভাবে থাকে, আত্মমহিমা প্রকাশ
করিবার চেষ্টা পায় না, উত্তরাশ্রমী জ্ঞানীও সেইরূপে অবস্থিতি করিবেন ।
সেইরূপ বাল্যই বিধেয় । সেইরূপ বাল্যের বিধান হইলেই উদাহৃত বাল্য-বাক্যের
প্রধানোপকারিতা সংরক্ষিত হইতে পারে । প্রধান বিধি জ্ঞানাভ্যাস, তাহার অঙ্গ-
বিধি বাল্য । [তথাচোক্তং...চৈবমাদি] এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন ।
যথা—“যে আপনার কুলীনস্থ অকুলীনস্থ, পাণ্ডিত্য, অপাণ্ডিত্য সদাচারিত্ত্ব
অসদাচারিত্ত্ব জ্ঞাত নহে, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ । অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী
আপনার কৌলীজাদির অভিমান করে না, সে সকল তাহার থাকেও না,
অনুষ্টেয়ও নহে । জ্ঞানীরা রহস্যাবলম্বনপূর্ব্বক অজ্ঞাত চর্য্যায় বিচরণ করেন ।
ঐহাদের চর্য্য বা শীল অন্তের দুজ্ঞেয় । ঐহারা এই পৃথিবীতে অন্ধের ভ্রায়,
জড়ের ভ্রায় ও মুকের ভ্রায় বিচরণ করেন, ঐহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশ নহেন,

“অব্যক্তলিঙ্গোহব্যক্তচরঃ” ইতি চৈবমাди ॥ ৩। ৪। ৫০ ॥

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদর্শনাৎ

॥ ৩। ৪। ৫১ ॥*

“সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ” ইত্যত আরভ্যোচ্চাবচং বিদ্যাসাধনমবধারিতং তৎফলং বিদ্যা সিধ্যন্তী কিমিহৈব জন্মনি সিধ্যতি? উত কদাচিদমুত্রাপি? ইতি চিন্ত্যতে। কিন্তুাবৎ প্রাপ্তম্? ইহৈবেতি। কিং কারণম্? শ্রবণাদিপূর্ব্বিকা হি বিদ্যা। ন চ কশ্চিৎ “অমূত্র বিদ্যা মে জায়তাম্” ইত্যভিসন্ধায় শ্রবণাদিষু প্রবর্ততে, সমান এব তু জন্মনি বিদ্যাজন্মাভিসন্ধায় তেষু প্রবর্তমানো

সঙ্গতিমাহ—“সর্বাপেক্ষা চ” ইতি। কিং শ্রবণাদিভিরিহৈব বা জন্মনি বিদ্যা সাধ্যতে, উতানিয়ম ইহ বাহমূত্র বেতি। যতপি কৰ্ম্মাণি যজ্ঞাদীনুনিয়ত-ফলানি, তেষাঞ্চ বিদ্যাংপাদসাধনেষ্টেন বিদ্যাংপাদস্থানিয়মঃ প্রতিভাতি, তথা চ গর্ভস্থস্ত বামদেবস্তাত্মপ্রতিবোধশ্রবণাৎ, “অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো য়াতি পরাং গতিম্” ইতি চ শ্রবণাদীমুগ্মিকত্বমপ্যবগম্যতে, তথাপি যজ্ঞাদীনাম্ রসনেন্দ্রিয়াদির বশ্য নহেন, কৰ্ম্মেন্দ্রিয়েরও বশ্য নহেন।* তত্ত্বজ্ঞ লোক অব্যক্তলিঙ্গ অর্থাৎ ধর্ম্মচিহ্নধারী হন না। তাঁহাদের আচাব নিত্যস্ত ত্বকৌধ্যা” ইত্যাদি ॥ ৩। ৪। ৫০ ॥

“সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ।” এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত ছোট বড় নানাপ্রকার জ্ঞানসাধন রিচারিত হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সেই সকল সাধনের ফল বিদ্যা (জ্ঞান), তাহা এতজ্জন্মেই জন্মে? কি পর জন্মে জন্মে? অর্থাৎ সাধকের সাধনফল তত্ত্বজ্ঞান এই জন্মেই হয় কি না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, এই জন্মেই হয়। কারণ এই যে, বিদ্যা সাধাবগতঃ শ্রবণাদিপূর্ব্বিকা। অর্থাৎ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অব্যবহিত পরেই বিদ্যা বা জ্ঞান জন্মে। কোন সাধকই পরলোকে আমার জ্ঞান হইবেক ভাবিয়া শ্রবণাদির অন্তষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। বিদ্যাফল জ্ঞান কারীরীফল (কারীরী = একপ্রকার যাগ) বৃষ্টির সহিত সমান। তাহা যেমন ঐহিক, তেমনি সাধনফল বিদ্যাও ঐহিক। (কোন কালে ঘট জন্মিবে, তাহার স্থিরতা নাই, তেমন স্থলে কেহই কালান্তরভাবী ঘট দেখিবার জন্ত নত্র উন্মীলন করে না, তেমনি কোন জন্মে বা কোন দেহে তত্ত্ব জ্ঞান

* বিদ্যাজন্ম ঐহিকমপি ভবতি অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—অসতি বাধকে। অপি-শব্দস্বার্থে। প্রতিবন্ধক্যাপেক্ষয়া বিদ্যাজন্মৈহিকমামুল্লিকং বেতি পরমার্থঃ। তদর্শনতি ক্রতিরিত্তি শেষঃ।

প্রতিবন্ধ না থাকিলে এতদেহে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে। প্রতিবন্ধ থাকিলে বাবৎ না প্রতিবন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি হয় না; অবরুদ্ধ থাকে। সেই কারণে তাহা জন্মান্তরেও হয়। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিকর্ত্ত্বক দর্শিত হইয়াছে।

দৃশ্যতে । যজ্ঞাদীন্যপি শ্রবণাদিদ্বারেণৈব বিদ্যাং জনয়ন্তি, প্রমাণজন্ত্বাহ্বিদ্যায়াঃ । তস্মাদৈহিকমেব বিদ্যাজন্মেত্যেবং প্রাপ্তে বদামঃ ।

ঐহিকং বিদ্যাজন্ম ভবত্যসতি প্রস্তুতপ্রতিবন্ধ ইতি । এত-
দ্ব্যন্তং ভবতি—যদা প্রজ্ঞাস্তস্য বিদ্যাসাধনস্য কশ্চিৎ প্রতিবন্ধো
ন ক্রিয়তে উপস্থিতবিপাকেন কৰ্ম্মাস্তরেণ, তদেহৈব বিদ্যা
উপপদ্যতে । যদা তু খলু প্রতিবন্ধঃ ক্রিয়তে, তদাহমুত্রেতি ।
উপস্থিতবিপাকত্বঞ্চ কৰ্ম্মণো দেশকালনিমিত্তোপনিপাতাদ্ভবতি ।
যানি চৈকস্য কৰ্ম্মণো বিপাচকানি দেশকালনিমিত্তানি, ন তাত্তে-
বান্যস্তাপীতি নিয়ন্তুং শক্যতে, যতো বিরুদ্ধফলান্যপি কৰ্ম্মানি

প্রমেয়গামপ্রমাণত্বাচ্ছ বর্ণাদেশ্চ প্রমাণত্বাত্তেভ্যামেব সাক্ষাদ্বিত্যাসাধনত্বম্ ।
যজ্ঞাদীনাং সম্বন্ধস্থাপনেন বা বিদ্যোৎপাদকশ্রবণাদিলক্ষণপ্রমাণপ্রবৃত্তিবি-
য়োগশমেন বা বিদ্যাসাধনত্বম্ । শ্রবণাদীনাং জনপেক্ষাগামেব বিদ্যোৎপাদ-
কত্বম্ । ন চ প্রমাণেষু প্রবর্তমানাঃ প্রমাতার ঐহিকমপি চিরভাবিনং প্রমোৎ-
পাদং কাময়ন্তে, কিন্তু তাদাত্তিকমেব, প্রাগেব তু পারলৌকিকম্ । ন হি
কুন্তদিকৃচ্ছক্ষুৰী সমুদ্রীয়তি কালাস্তরীয়ায় কুন্তদর্শনায়, কিন্তু তাদাত্তিকায় ।
তস্মাদৈহিক এব বিদ্যোৎপাদো নানিয়তকালঃ । ঐতিশ্যতী চ পারলৌকিকং
জন্মিবে, তাহা স্থিব না থাকিলে দেহান্তরলভ্য জ্ঞানোদয়েব জন্ত কোনও ব্যক্তি
শ্রবণাদি করিতে প্রবৃত্ত হয় না ।) এই জন্মেই জ্ঞান হইবেক, এইরূপ
আশায়ই লোক সকল শ্রবণাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয় । ইহা সৰ্বজন বিদিত ।

যজ্ঞাদি কার্য্যও শ্রবণাদি উৎপাদনের দ্বারা জ্ঞানের জনক । (যজ্ঞাদি
করিতে করিতে বুদ্ধিশুদ্ধি হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হইলেই শ্রবণাদিপ্রবৃত্তি হয়, অনন্তর
ক্রতবিসয়ের মনন ও নিদিধ্যাসন করে, তৎপরে তাহার তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় ।)
বিদ্যা বা জ্ঞান প্রমাণপ্রভব ; সে জন্ত তাহার শ্রবণপূর্বকত্ব অব্যাহত । ফলিতার্থ—
যজ্ঞ নিজে জ্ঞান জন্মায় না : কিন্তু শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মায় । শ্রবণের পর মনন
নিদিধ্যাসন, তৎপরে জ্ঞান । এইরূপেই যজ্ঞাদিকার্য্য জ্ঞানের উপকারী ।
সেই জন্তই বলি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি ঐহিক অর্থাৎ ইহ জন্মেই হয় । এইরূপ
পূর্বপক্ষ লাভ হওয়ার তত্ত্বত্বার্থ বলা যাইতেছে যে, যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না
থাকে, তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক হয়, অর্থাৎ এই জন্মেই জ্ঞানলাভ হইতে
পাবে । [এতদ্ব্যন্তং...সকীর্তয়তি] পাছে কেহ ভাবেন, আশঙ্কা করেন যে, শ্রবণ,
মনন, নিদিধ্যাসন, এতদ্বিত্ত্ব ঐকান্তিক সাধন কি না, তদর্থে যজ্ঞকার বলিতে-
ছেন—জ্ঞান-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি অজ্ঞ কোন কৰ্ম্মবিপাক (পূর্বকৃত

ভবন্তি। শাস্ত্রমপি অস্ম্য কৰ্ম্মণ ইদং ফলমিত্যেতাৱতি পর্য্যবসিতং, ন দেশকালনিমিত্তবিশেষমপি সঙ্কীৰ্ত্তয়তি। সাধনবীৰ্য্যবিশেষাত্ অতীন্দ্রিয়া হি কস্মচিৎ শক্তিরাবিৰ্ভবতীতি। তৎপ্রতিবন্ধা পরস্ম তিষ্ঠতি। ন চাবিশেষেণ বিদ্যায়ামভিসন্ধিনোৎপদ্যতে, ইহামুত্র বা মে বিদ্যা জায়তামিত্যভিসন্ধেৰ্নিরক্ষুশত্বাৎ।

বিদ্যোৎপাদং স্তুত্যা ক্রতে। ইখলুতানি নাম শ্রবণাদীভাবশ্লকফলানি, যৎ কালান্তরেহপি বিদ্যামুৎপাদয়ন্তীতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

কৰ্ম্মের ফল) উপস্থিত না হয়, *অর্থাৎ ভোগসাধন কৰ্ম্মফল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উদ্যমে বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে। কিন্তু তৎকালে যদি কৰ্ম্মান্তর প্রবল বেগে ফলোগ্ৰথ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান সে জন্মে বা সে উদ্যমে না হইয়া পর জন্মে হইবে। ক্রতকৰ্ম্মের বিপাক (ফলে পরিণত হওয়া) দেশ, কাল ও নিমিত্তবিশেষ উপস্থিত হইলেই হয়, তাহার অন্তথা হয় না। যে সকল দেশ, কাল ও নিমিত্ত (কারণ) এক কৰ্ম্মের বিপাচক অর্থাৎ ফলদাতা, সেই সকল কাল, দেশ, সেই নিমিত্ত সেই কালে কৰ্ম্মান্তরেরও বিপাচক হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ, কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল নানা বা বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ। (বিরুদ্ধ বলিয়াই ভোগসাধন কৰ্ম্মফল জ্ঞানসাধন কৰ্ম্মের ফল জন্মিতে দেয় না—অবরুদ্ধ করিয়া রাখে।) শাস্ত্র “অমুক কৰ্ম্মের অমুক ফল” এইমাত্র বলেন, কিন্তু সে ফল যে কবে ও কোন্ উপলক্ষ্যে হইবে, তাহা বলেন না। তাহাতেই বুঝা যায়, কৰ্ম্মেব ফলকাল অত্যন্ত দুর্জয়ে। [সাধন... ত্বাৎ] অত্যাভ কৰ্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়, কিন্তু শ্রবণাদি কৰ্ম্ম কৰ্ম্মান্তরের প্রতিবন্ধক হয় না। কেন হয় না, তাহা বলিতেছি। সাধনের শক্তি একরূপ নহে। কোন কোন সাধনের সামর্থ্য অত্যন্ত প্রবল; তদনুসারে সাধকান্যায় অনিবাচ্য অতীন্দ্রিয় শক্তি আইসে, সেই শক্তিব প্রভাবেই ক্ষুদ্রশক্তি অবরুদ্ধ থাকে, ফল দিতে পারে না। জ্ঞানার্থী সাধন-সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞান কামনা করে, সেই জন্য তাহাদের অভিসন্ধিও বিভিন্ন বা তরতম হয়। কেহ “এই জন্মেই জ্ঞানী” হইব” ইত্যাকার উৎকট (তীব্র) সঙ্কল্প ধারণ করতঃ সাধনায় প্রবৃত্ত হয় বা থাকে, কেহ বা শিথিল ভাবে সাধনানুষ্ঠান করিতে থাকে। সুতরাং ফললাভও তাহাদের অবাঞ্চে ও বাধাক্রান্ত হয়। অভিসন্ধি সকলের সমান নহে। তাহারও বিশেষ বা ভেদ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান, হয় এই জন্মে হইবে, না হয় জন্মান্তরে হইবে, সকলের একরূপ অভিসন্ধি (সঙ্কল্প) থাকে না। কাহারো কাহারো “এই জন্মেই জ্ঞানদর্শনলাভ করিব” এইরূপ তীব্র অভিসন্ধি থাকে।*

* তাহাদের উক্তপ্রকার তীব্র বা উৎকট অভিসন্ধি, তাহাদেরই সাধনা (শ্রবণাদি) অভিশয় তীব্র বা বীৰ্য্যবান হয় ও অতীন্দ্রিয় শক্তি জন্মায়, সুতরাং তাহাদেরই শ্রবণাদি বাধা

শ্রবণাদিদ্বারেণাপি বিদ্যোৎপদ্যমানা প্রতিবন্ধ-ক্ষয়্যাপেক্ষ-
য়ৈবোৎপত্ততে । তথা চ শ্রুতিহু কৈবোধত্মাত্মনো দর্শয়তি—

“শ্রবণায়্যপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,

শৃণুস্তোহপি বহবো যম বিদ্যুঃ ।

আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্ম লব্ধা,

আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥” ইতি ।

গর্ত্তস্থ এব চ বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবমিতি বদন্তী
জ্ঞানান্তরসন্ধিতাৎ সাধনাদপি জ্ঞানান্তরে বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি ।
ন হি গর্ত্তস্থশ্চৈবৈহিকং কিঞ্চিৎ সাধনং সম্ভাব্যতে । স্মৃতাবপি

বত এবাত্র বিদ্যোৎপাদে শ্রবণাদিভিঃ কর্ত্তব্যে যজ্ঞাদীনাং কৰ্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধ-
প্রতিবন্ধভাষ্যমনিয়তফলত্বেন তদপেক্ষাণাং শ্রবণাদীনামপ্যনিয়তফলত্বং ভাব্যম-
নপহতবিঘ্নানাং শ্রবণাদীনামনুৎপাদকত্বাদবিশুদ্ধসত্ত্বাধা পুংসঃ প্রত্যাহুৎপাদকত্বাৎ ।

[শ্রবণাদি...সম্ভাব্যতে] শ্রবণাদির দ্বাবাই জ্ঞান জন্মে, শ্রবণাদিই জ্ঞানজন্মের
প্রতি পুঙ্কল হেতু, ইহা সত্য বটে ; পবিত্র তাহা (শ্রবণাদি) প্রতিবন্ধক্ষয়্যাপেক্ষ ।
(জ্ঞানোৎপত্তিব প্রতি প্রতিবন্ধকাতাব সহকায়ে শ্রবণাদির কারণতা অবধৃত
আছে ।) সেই কারণে প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয়
না । শ্রুতিও সেই কারণে বা তাহা দেখাইবাব জন্ত আশ্চর্য্য হুর্কোধ্যাতা
বর্ণন কবিয়াছেন । যথা—“যিনি শ্রবণেও বহু লোকেব লভ্য নহেন অর্থাৎ
যাহাব শ্রবণ নিতান্ত দুর্লভ ও সকলের সাধ্যাত্ত নহে, তুলিলেও যাহাকে
বহু লোকে জানিতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণফল আশ্চর্য্যজ্ঞান সকলের পক্ষে
স্বলভ নহে, এই আশ্চর্য্য বক্তা (বক্তা—উপদেষ্টা) আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে
পাষ বা লাভ কবে, এক্রূপ লোকও আশ্চর্য্য (কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি) ।
অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝায় এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য (দুর্লভ) এবং
তদ্বিষয়ক শাস্ত্রানুযায়ী অপবোক্ষ জ্ঞান লাভ করে, এক্রূপ শিষ্য বা শ্রোতাও
আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্লভ । ”, এতদ্বিত্তি অত্র শ্রুতি গর্ত্তস্থ বামদেবেব ব্রহ্মভাব
প্রাপ্তি বর্ণন কবিয়া জানাইয়াছে যে, জ্ঞানান্তরসন্ধিত সাধনার বলেও
জ্ঞানান্তবে জ্ঞানদর্শন হয় । জ্ঞানান্তরসন্ধিত সাধনসংস্কারের জ্ঞানকারণতা
অস্বীকার করিবাব উপায় নাই । গর্ত্তস্থ বালকের ঐহিক সাধন কোথায় ?
তাহার সম্ভাবনাই বা কি ? [স্মৃতা...দর্শয়তি] এ কথা স্মৃতিভেদেও আছে ।

বিদ্যু অতিক্রম করিয়া তদেহেই জ্ঞান জন্মায় । অভিসন্ধির ও সাধনের শিথিলতা থাকিলেই
পূর্কৃত্ত ভোগসাধক কৰ্ম্ম প্রবলতা প্রাপ্ত হয়, ইহা জ্ঞানোৎপত্তির বাধা জন্মায় । সেই
কারণে তাহাদের জ্ঞানসাধনের ফল জ্ঞানান্তর প্রতীক্য করে । জ্ঞানান্তর প্রতীক্য কি না ভোগক্ষয়ে
প্রতীক্য । ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের জ্ঞান হয় না । ভোগ শেষ এক জন্মেও
হইতে পারে, ততোধিক জন্মেও হইতে পারে । ভবতবে তিন জন্মে ভোগক্ষয় হইয়াছিল ।

“অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি” ইত্যৰ্জুনেন পৃষ্ঠৌ ভগবান্ বাহুদেবঃ “ন হি কল্যাণকুং কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত, গচ্ছতি” ইত্যুক্তং। পুনস্তস্মৈ পুণ্যলোকপ্রাপ্তিঃ সাধুকূলে সন্তুতি-
 ষাভিধায়, অনন্তরং, “তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ব্ব-
 দেহিকম্” ইত্যাদিনা “অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্”
 ইত্যন্তেনৈতদেব দর্শয়তি । তস্মাদৈহিকমামুশ্মিকং বা বিদ্যাভ্যাস-
 প্রতিবন্ধক্যাপেক্ষয়েতি স্থিতম্ ॥ ৩।৪।৫১ ॥

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধূতেস্তদর-

স্থাবধূতেঃ ৩।৪।৫২ ॥*

যথা মুমুক্শোর্বিদ্যাসাধনাবলম্বিনঃ সাধনবীৰ্য্যবিশেষাৎ বিদ্যা-

তথা চ তেবাং যজ্ঞাদ্যাপেক্ষাং তেবাঞ্চানিয়তফলত্বেন শ্রবণাদীনামপানিয়ত-
 ফলত্বং যুক্তম্, এবং ঐতিশ্যপ্রতিবন্ধো ন স্তুতিমাত্রত্বেন ব্যাখ্যেয়ো ভবিষ্যতি ।
 পুরুষাশ্চ বিদ্যার্থিনঃ সাধনসামর্থ্যাহুসারেণ তদমুরূপমেব কামদ্বিষ্যন্তে ।
 তদ্বিদমুক্তমহিসঙ্ঘেনিরকুণ্ঠাদিতি ॥ ৩।৪।৫১ ॥

যজ্ঞাহ্যপকৃতবিদ্যাসাধনশ্রবণাদিবীৰ্য্যবিশেষাৎ কিল তৎফলে বিদ্যারামৈ-

ভগবান্ বাহুদেব অৰ্জুনকৰ্ণক “হে কৃষ্ণ, অপ্রাপ্তযোগফল যোগী মরণের
 পর কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়?” এইকপ জিজ্ঞাসিত হইয়া “হে তাত, কোনও
 পুণ্যকুং দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না” এইকপ বলিয়া পরে তাহার পুণ্যলোক-
 প্রাপ্তি ও সাধুকূলে জন্ম হওয়া বর্ণন কবিয়াছেন। তৎপর বলিয়াছেন
 “সেই জন্মে সে পূর্ব্বোপার্জিত সাধনের বল জ্ঞানযোগ লাভ করে।”
 পুনশ্চ বলিয়াছেন “অনেকজন্মপরম্পরায় সাধনসিদ্ধ হইয়া অবশেষে সে
 পরমা গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়।” [তস্মা...স্থিতম্] অতএব, জ্ঞানের
 উৎপত্তি ঐহিক ও আমুশ্মিক উভয় প্রকার হওয়াই সিদ্ধান্ত। প্রতিবন্ধ
 ক্ষীণ হইলে ইহ জন্মেই জ্ঞান হয়, আর প্রতিবন্ধ ক্ষয় না হইলে তাহা
 জন্মান্তরপ্রতীক হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ ৪।৫১ ॥

জ্ঞানসাধনাবলম্বী মুমুক্শুর ফললাভ (জ্ঞানলাভ) সাধনের প্রাবল্য
 দৌৰ্বল্য অনুসারে, হয়—ইহজন্মে, না হয় পরজন্মে হইয়া থাকে, এই

* মুক্তিফলে মুক্তিকালে জ্ঞানফলে অনিয়মঃ জ্ঞানবশিরমাত্ত্বাৎ। জ্ঞানোৎকর্ষাপকর্ষকৃত-
 বিশেষাবশ্যত্বাব্যব ইত্যর্থঃ। কৃতঃ? তদবস্থাবধূতেঃ। মুক্তিরৈকক্যপ্যাবধারণাৎ ঐতিহ্যিতি
 যোক্তব্যম্। যথা বিদ্যারূপে সাধনফলে সাধনোৎকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কালোৎকর্ষাপকর্ষকৃতো বা
 বিশেষাবশ্যাবশ্যবোধিত, ন স্পষ্ট বিদ্যাফলে মোক্ষে। মুক্তিবৈকল্যপাৎ। মুক্তিনাম বিদ্যা-
 বদ্রোপচর্যাপচর্যভীতি নির্ণয়ঃ।

লক্ষণে ফলে ঐহিকামুদ্রিকফলত্বকৃতো বিশেষপ্রতিনিয়মো দৃষ্টঃ, এবং মুক্তিলক্ষণেহপ্তাংকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কশ্চিদ্ভিষেযপ্রতিনিয়মঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবং মুক্তিফলানিয়ম ইতি । ন খলু মুক্তি-ফলে কশ্চিদেবভূতো বিশেষপ্রতিনিয়ম আশঙ্কিতব্যঃ ? কৃতঃ । তদবস্থাবধূতেঃ । মুক্ত্যবস্থা হি সর্ববেদান্তেষ্টেকরূপৈবাব-ধাৰ্য্যতে । ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা । ন চ ব্রহ্মণোহনেকাকার-যোগোহন্ত্যেকলিঙ্গত্বাবধারণাং “অস্থূলমনু” “স ব্রহ্ম নেতি নেতাত্মা” “যত্র নান্যং পশ্চতি” “ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ”

হিকামুদ্রিকফলক্ষণ উৎকর্ষো দর্শিতঃ । তথা চ যথা সাধনোৎকর্ষনিকর্ষাভ্যাং তৎফলন্ত বিদ্যায়া উৎকর্ষনিকর্ষাবেবং বিদ্যাফলশ্রাপি মুক্তেরুৎকর্ষনিকর্ষো সম্ভাব্যেতে । ন চ মুক্ত্যবৈহিকামুদ্রিকফলক্ষণো বিশেষ উপপত্ততে, ব্রহ্মোপা-সনাপরিপাকলক্ষণানি বিদ্যায়াং জীবতো মুক্তেরবশস্তাবনিয়মাং সত্যপ্যার-কবিপাককর্ষাপ্রক্ষয়ে । তন্মামুক্ত্যবেব রূপতো নিকর্ষাপকর্ষো শ্রাতাম্ । অপি চ, সগুণানাং বিদ্যানামুৎকর্ষনিকর্ষাভ্যাং তৎফলানামুৎকর্ষনিকর্ষো দৃষ্টাবিতি মুক্তেরপি বিদ্যাফলত্বাজপতচোৎকর্ষনিকর্ষো শ্রাতামিতি প্রাপ্ত-

যেমন বিশেষ অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিয়ম দেখাইলে, এমনি, জ্ঞানফল মুক্তি বিষয়েও উৎকর্ষাপকর্ষকৃত কোনরূপ বিশেষ নিয়ম আছে কি নাই, তাহা বলিবার জন্ত এই ৫২ সূত্র অবতারণিত হইল । জ্ঞানফল মুক্তিতে ঐরূপ বিশিষ্ট নিয়ম থাকার আশঙ্কা করিও না । কারণ, ঐতিহ্যে মাত্র সেই একই অবস্থার অবধারণ আছে । সর্বত্র মোক্ষাবস্থা একরূপ, তাহার তারতম্য নাই, ইহা সমুদায় বেদান্তে অবধূত আছে । মুক্ত্যবস্থা মত কিছু নহে, ব্রহ্মই মুক্ত্যবস্থা । ব্রহ্ম অনেকাকার নহেন, (তিনি একই প্রকার), সেই জন্ত মুক্তিও একাকার, অনেকাকার নহে । ঐতিহ্যে ব্রহ্মের একই স্বরূপ অবধারণিত হইয়াছে । যথা—“তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, দীর্ঘও নহেন, ক্ষুদ্রও নহেন ।” “তিনি ইহা নহেন, তাহা নহেন” ইত্যাদি ক্রমে সর্বনিষেধের সীমাস্বরূপ আত্মা । “ঐহাতে ভেদ দর্শন নাই” “পুরোবর্তী এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত ।” “এই যে আত্মা,

বলা হইল যে, সাধনের ফল বিদ্যা, তাহা সাধনের তারতম্যে বিশেষ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে উদ্ভিত হয় । তদ্ব্যবস্তাবে বিদ্যাকল মোক্ষেরও বিদ্যার উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে বিশেষ হওয়ার আশঙ্কা হইতে পারে । সূত্রকার সে আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন, সিদ্ধান্ত করিতেছেন, বিদ্যাকল মোক্ষ সর্বত্র একরূপ, তাহার তারতম্য, উপচর অপচর বা উৎকর্ষ অপকর্ষ নাই । তাহার কোনরূপ বিশেষ ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই । বিশেষ হওয়ার নিয়ম জ্ঞানে, জ্ঞানফল মোক্ষ নহে । সূত্রে শেষ পদের বিরক্তি অধ্যায় সমাপ্তির দ্যোতক ।

“ইদং সর্বং যদয়মাত্মা” “স এষ মহানজ আত্মাহজরোহমরোহ-
মুতোহভয়ো ব্রহ্ম” “যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাত্মং, তৎ কেন কম্প-
শ্চেৎ” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ ।

অপি চ, বিদ্যাসাধনং স্ববীৰ্য্যবিশেষাৎ স্বফল এব বিদ্যায়াং
কঞ্চিদতিশয়মাসঞ্জয়েৎ, ন বিদ্যাফলে মুক্তৌ । তদ্ব্যসাধ্যং
নিত্যসিদ্ধস্বভাবভূতমেব বিদ্যায়াধিগম্যত ইত্যসকৃদবাদিস্থি । ন চ
তস্ত্রামপ্যুৎকর্ষাত্মকোহতিশয় উপপদ্যতে, নিকৃষ্টায়া বিদ্যাভা-
ভাবাৎ । উৎকৃষ্টেব বিদ্যা ভবতি । তস্মাৎ তস্মাৎ চিরাচিরোৎ-
পত্তিস্বরূপো বিশেষো ভবেৎ, ন তু মুক্তৌ কঞ্চিদতিশয়সম্ভবো-
হস্তি । বিদ্যাভেদাভাবাদপি তৎফলভেদনিয়মাত্মকঃ, কর্মফলবৎ ।
ন হি মুক্তিসাধনভূতয়া বিদ্যায়াঃ কর্মণামিব ভেদোহস্তি ।
সগুণাস্তু তু বিদ্যাস্তু “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ” ইত্যাদ্যাস্তু গুণাবা-

উচ্যতে—মুক্তেস্তত্র তত্রৈকরূপাশ্রিতেরূপপত্তেষ্চ । সাধ্যং হি সাধনবিশেষা-
বিশেষবস্তবতি । ন চ মুক্তিব্রহ্মণো নিত্যস্বরূপাবস্থানলক্ষণা নিত্যা সতী
সাধ্যা ভবিতুমর্হতি । ন চ সवासননিঃশেষক্লেশকর্মাশয়প্রক্ষয়ো বিদ্যাজ্ঞান-
বিশেষবান্, যেন তদ্বিশেষায়োকো বিশেষবান্ ভবেৎ ।

ন চ সাবশেষক্লেশাদিপ্রক্ষয়ো মোক্ষায় কল্পতে । ন চ চিরাচিরোৎপাদাত্ম-
ইনিই এ সমুদায় । “সেই এই মহান্ অজ (জ্ঞানাদিরহিত—নিত্যসিদ্ধ)
আত্মা অজর অমর অমৃত (মুক্ত) অভয় ব্রহ্ম ।” “এই সমস্ত যখন সাধকের
আত্মা হয়, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে ?” ইত্যাদি ।

[অপিচ.৩.বাদিস্থি] আরও দেখ, জ্ঞানসাধন শ্রবণাদি ঔৎকট্য অনুৎকোট্য-
বা প্রবল-হর্ষলতা অনুসারে জ্ঞানের আতিশয্য (তারতম্য বা উপচয়াপ্চয়)
জন্মায়, কিন্তু জ্ঞানফল মুক্তির আতিশয্য জন্মাইতে পারে না । কারণ মুক্তি
আত্মার স্বরূপভূত, নিত্যসিদ্ধ, স্তত্রাৎ তাহা সাধনসাধ্য নহে । তাহা একরূপা ।
তাদৃশী স্বরূপভূতা মুক্তি বিদ্যার (জ্ঞানের) দ্বারাই লক্ষ হয়, এ কথা অনেকবার
বলা হইয়াছে । [ন চ...ভেদোহস্তি] মুক্তিতে উৎকর্ষাপকর্ষরূপ আতিশয্য
সম্ভবই হয় না । যাহা যাহা নিকৃষ্টা, তাহা তাহা বিদ্যা নহে । কিন্তু যাহা
উৎকৃষ্টা, তাহাই বিদ্যা, স্তত্রাৎ বিদ্যারই শীঘ্রোৎপত্তি ও বিলম্বোৎপত্তিরূপ
বিশেষ ঘটনা হইয়া থাকে । সে বিশেষ মুক্তিতে নাই, থাকা অসম্ভব ।
বিশেষতঃ বেদ্য এক বলিয়া বিদ্যার ভেদ নাই । ভেদ না থাকায় তাহার
ফলেরও ভেদনিয়ম নাই । কর্ম নানা, সেই কারণে তাহার ফলও নানা ।
কিন্তু মুক্তিসাধন বিদ্যা কর্মের ত্রায় নানা নহে । সেই কারণে তাহার ফল
মুক্তিও নানা নহে । [সগুণাস্তু...দ্যোতয়তি] “তিনি মনোময় প্রাণশরীর”

পোদ্ধাপবশাৎ ভেদোপপত্তৌ সত্যানুপপদ্যতে যথাস্বং ফল-
ভেদনিয়মঃ, কর্মফলবৎ । তথা চ লিঙ্গদর্শনং “তং যথা যথো-
পাসতে তদেব ভবতি” ইতি, নৈবং নিগুণায়াং বিদ্যায়াং, গুণা-
ভাবাৎ । তথা চ স্মৃতিঃ “ন হি গতিরধিকাস্তি কশ্চিৎ সতি
হি গুণে প্রবদন্ত্যতুল্যতাম্” ইতি । তদবস্থাবধূতে স্তদবস্থাব-
ধূতেরিতি পদাভ্যাসোহধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ৩ । ৪ । ৫২ ॥

ইতি শ্রীশারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-

পাদকৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ৩ । ৪ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পাদাবস্তুরেণ বিদ্যায়ামপি রূপতো ভেদঃ কশ্চিৎফলক্ষ্যতে, তস্তা অপ্যেকরূপত্বেন
ঋতেঃ । সগুণায়াস্ত বিদ্যায়াস্তত্তদগুণাবোপোদ্ধাপাত্যাং তৎকার্য্যস্ত ফলস্তোৎ-
কর্ষনিকর্ষৌ যুজ্যেতে । ন চাত্র বিদ্যাস্বং সামান্ততোদৃষ্টম্ভবতি । আগমতৎ-
প্রভবযুক্তিবাধিতত্বেন কালাভ্যায়োপদ্বিষ্টত্বাৎ । তস্মাৎ তস্তা মুক্ত্যবস্থায়
ঐকরূপ্যাবধূতেমুক্তিলক্ষণস্ত ফলস্তাবিশেষো যুক্ত ইতি ॥ ৩ । ৪ । ৫২ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে

ভামত্যাং তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ৩ । ৪ ॥

অধ্যায়শ্চ তৃতীয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ইত্যাদি ইত্যাদি সগুণা বিদ্যায় (উপাসনায়) গুণের আবাদ উদ্ভাপ
(কোন এক গুণের ত্যাগ ও কোন এক গুণের গ্রহণ) আছে, সেই
কারণে সগুণবিদ্যায় ভেদসম্ভব হয় । ভেদসম্ভব হওয়ায় ভেদ অনুসারে সে
সকলের ফলের কর্মফলের ত্রায় ভেদনিয়ম (ভিন্নতার অবশ্যস্বাব) ঘটে
বা সম্ভব হয় । এ কথা “তাহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে, তাহাব
নিকট তিনি সেই প্রকারই হন ।” ইত্যাদি ঋতিতে বর্ণিত আছে ।
কিন্তু নিগুণ বিদ্যায় (নিগুণজ্ঞানে) গুণের অভাব থাকায় ভেদের অভাব
অবধারিত । সেই কারণে অভেদজ্ঞানের পরতাবী মোক্ষফলে ভেদ বা
অভিশয় (তারতম্য) থাকে না । এ কথা স্মৃতিতেও আছে । যথা—“কোন
নিগুণ-জ্ঞানীর অধিক গতি নাই । (অধিক গতি = ফলভেদ) কারণ
এই যে, যদি গুণ থাকে, তবেই গুণ অনুসারে গুণীর অতুল্যতা অর্থাৎ
“ভেদ হয় ।” হুত্রে যে, দুইবার “তদবস্থাবধূতেঃ” বলা হইয়াছে, তাহা
অধ্যায়-সমাপ্তির পরিচায়ক ॥ ৩ । ৪ । ৫২ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।